INDEX

The 29th May, 1975

The 30th May, 1975

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Saturday, the 24th May 1975 at 12·00 Noon.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Manindra Lal Bhowmik) in the Chair,, Chief Minister, 3 Ministers 2 Ministers of States, 1 Deputy Minister., Deputy Speaker and 26 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred questions—Shri Tapash Dey.

Shri Tapas Dey :— Starred Question No. 394.

Shri Sailesh Ch. Some :—Starred Question No. 394.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased refer to the reply given to the starred question No, 176 dated 17. 9. 73 regarding" কলিকাতায় প্রবাসী ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মান and state :—

1. The present position of the matter ?

ANSWER

1. The matter is under examination.

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ১৭, ৯, ১৩, তারিখে নৃপেন বাবুর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে দি ম্যাটার ইজ আণ্ডার এগজামিনেশান, আজকে ৭৫ সালে বলছেন দি ম্যাটার ইজ আণ্ডার এগজিমিনেশান। এই পরীক্ষার কাজটা কবে শেষ করা হবে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগজামিনেশান যখন শেষ হবে তখনই হবে।

শ্রীতপস দে :—স্যার, জবাবটা খুব সহজেই দেওয়া যায়। আমরা এই সব ভেগ রিপ্লাই আমরা চাইছি না। ১৭, ৯, ১৩ তারিখে যে প্রপোজালটা ইনিসিয়েট করা হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কলিকাতায় ছাত্রদের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তারপর যে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে সেটার উপর জবাব দেওয়া হয়েছে যে দি ম্যাটার ইজ আণ্ডার এগজামিনেশান, তাহলে কি আমরা এটাই বুঝব—এটা মাননীয় মন্ত্রীর আদৌ করার ইচ্ছা আছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, করার ইচ্ছা আছে বলেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কনসিডারেশানে ৭৩ সালে আছে, ৭৫ সালেও বলেছেন যে কনসিডারেশানে আছে। তাহলে কি বুঝতে পারব যে তারা আদৌ এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেন না ? এটা সত্যি কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চিন্তা ভাবনার বিষয় বলেই চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি ধরনের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে আমাদের বলবেন ? তাহলে বুঝ যে সরকারের ইচ্ছা আছে নইলে মন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে এই কথাই পরিষ্কার যে কোন চিন্তা ভাবনা করেন না। ক'জন এসেছিল তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে হঁ্যা, আমরা দেখছি। ১৯৭৩ সালে যা দেখার কথা ১৯৭৫ সালেও তা দেখা হচ্ছে, তাহলে ১৯৭৫ সালে আমাদের বুঝতে হবে যে কিছুই তারা করতে চান না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতটুকু জানি এটা এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে পি, ডাবলিও, ডি, তে দেওয়া হয়েছে এটাকে বিচার বিবেচনা করার জন্য।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে পি, ডাবলিও, ডি, তে কি দেওয়া হয়েছে এবং কত তারিখ দেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারিখটা এখন আমার কাছে নেই তবে সেটা কনস্ট্রাকশানের ব্যাপারে বিচার বিবেচনা করে দেখবার জন্যই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—তাহলে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে পি, ডবলিও, ডি, তে কবে পাঠান হয়েছে সেই তারিখ উনার কাছে নাই। উনারা সেখানে কি লিখে পাঠিয়েছেন সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :...মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রপোজেলটা ছিল সেটা বিচার বিবেচনা করার জন্য পাঠান হয়েছে

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে আমি যে কথা বলেছিলাম সেই কথাই আসে যে কিছুই করেন নাই। এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট বলবে এক খণ্ড জমি সংগ্রহের ব্যাপারে—এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট যদি পি, ডবলিও, ডি, কে যদি বলে যে এটা বিচার বিবেচনা করে দেখ—তার মানে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট একটা ছাত্রাবাস হউক, আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য সেখানে তারা থাকতে পারে সেই রকমে কোন ইচ্ছা তাদের নেই এটাই কি পরিষ্কার হল না। পরিষ্কার ভাবে বলুন যে আমরা এখনও কিছু করতে পারি নাই, আমরা পরে করব। আমরা এই কথা বলছি না যে আপনারা বলবেন যে আজকেই আমরা কথা দিচ্ছি করব। কিছুই করেননি, কিছু চানওনা করতে। শুধু প্রপোজালটা ক'টা ছেলের প্রস্তাব উইদাউট এনি কমেন্টস পরে আছে। গভর্ণমেন্টের ডিক্লায়ার আছে—এখন এই ডিপার্টমেন্টের কত টাকা লাগবে তাও ঠিক করলেন না, হঠাৎ করে ট্রেনসফার করে দিলেন প্রস্তাবটি। ক'টি ছেলে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রস্তাবটি দিলেন শৈলেশ বাবুর কাছে, শৈলেশ বাবু দিলেন ডিরেক্টারের কাছে। তার ডিরেক্টার পাঠিয়ে দিলেন পি, ডবলিও, ডিতে, এই কি একটা কথা হল ? কিছুই করেন নি, করবেন কি না বলুন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্পষ্টই বলেছি এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করায় জন্য পাঠান হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি স্বীকার করবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতায় প্রবাসী ছাত্রদের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করার কোন প্রস্তাব দিয়াছিলেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রদের কি বলেছিলেন সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী জানেন কি, শিক্ষা মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭২ সালে গোল পার্কে ত্রিপুরার যে বাড়ীটি ছিল সেই বাড়ীটি ছাত্রাবাস হিসাবে দিয়ে দিবেন, যদি নূতন কোন বাড়ী কিনতে পারেন রেস্ট হাউস হিসাবে, এই এস্যুরেন্স দিয়েছিলেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই, মুখ্যমন্ত্রী কোন আশ্বাস দিয়েছিলেন কি না সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে পি, ডবলিও, ডি, তে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রিমাইনডার দেওয়া হয়েছে কি না এবং এর পরেও চিঠি পত্র দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিমাইনডার দেওয়া হয়েছে কি না সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার উনি মুখ্যমন্ত্রীর একটা বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন তার জবাবে বলছেন জানেন না। শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মুখ্য মন্ত্রী, এখন অবশ্য শৈলেশ বাবু রাষ্ট্র মন্ত্রী হয়ে এই সব কাজ দেখাশুনা করছেন, এবং তখনও করতেন। সেখানে মুখ্য মন্ত্রী যদি কোন একটা কথা বলে থাকেন তাহলে সেটাকে তিনি জানেন না। মুখ্য মন্ত্রী কি বলেছিলেন জানেন না; মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় পরে বলেছেন তিনি সেখানে কি কি বলে এসেছেন। তাহলে আমাদের কি এই বুঝতে হবে যে মুখ্য মন্ত্রী কি করেন উনারা তার কিছুই জানেন না—এই কি বুঝতে হবে ?

—**শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম** :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে সম্পর্কে কথা বলেছেন —মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে কথা বলেছেন সেটা আমি জানি না, উনি মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে যদি কিছু বলে থাকেন সেই সম্পর্কে মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব তার আছে সেইজন্যই তিনি বলেছেন সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সেই দায়িত্ব কার ? যৌথভাবে মন্ত্রীসভার কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পলিসি ম্যাটার নিয়ে যদি হয় তাহলে সেটা যৌথভাবে মন্ত্রী সভার বটে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে পলিসি ম্যাটার নয় যে এই ছাত্রাবাস হউক—কলিকাতাতে বাড়ী হতে টাকা লাগবে সেটা উনারা কিছুই জানেন না। আমি কিছুই বুঝছি না।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা জিনিষ যখন পলিসি হিসাবে গণ্য হয় তখনই সেটা পলিসি ম্যাটার হয় তার আগে নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে উনি আগে যে কনসিডারেশানের কথা বলেছেন এতে আমাদের মিসলিড করেছেন—কনসিডারেশানে আছে এই কথা আদৌ সত্যি নয় ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পূর্ণ সত্যি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি আপনার বিরোদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনব। আপনি বলেছেন যে কনসিডারেশানে আছে এখন বলছেন যে—এটা কি বলছেন আপনি ?

শ্রীতাপস দে : –মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যে এখানে একটা ছাত্রাবাস হউক। তিনি উনার ছেলেকে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

এই জিনিষটা নোট করে শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কিছু খবর আমার জানা নাই।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, স্বাস্থ্য মন্ত্রী আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা জানি স্বাস্থ্য মন্ত্রী যখন কলিকাতায় গিয়েছিলেন তখন ওখানকার ত্রিপুরার ছেলেরা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছে রিপ্রেজেন্টেশান দেয় এবং তার সংগে উনার নিজস্ব মন্তব্য এড করে একটা চিঠি দিয়েছিলেন শিক্ষা দপ্তরে এবং শিক্ষা মন্ত্রীকে। উনি বলছেন যে উনি জানেন না, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে এটা যদি বলেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চানের ব্যাপারে এখানে বলার বিধান নাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—নো, দিস ক্যান্ট (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মন্ত্রী সভা জানেন না এটা ভেগ কথা বলছেন। তড়িত বাবু কি স্বীকার করেন না যে শৈলেশ বাবু যে কথাগুলি বললেন, প্রথমে বললেন যে কনসিডারেশনে আছে তারপর বললেন যে প্রস্তাব পাঠান হয়েছে পি, ডবলিউ, ডি,তে—কনসিডারেশান এবং এগজামিনেশান দু'টো কথাই আছে শৈলেশ বাবু বলেছেন এই কথা রেকর্ডে আছে। তারপর তড়িত বাবু বলেছেন এটা ডিবেট নয়। আমরাও বলছি যে এটা ডিবেট নয়। কিন্তু একটা গভর্ণমেন্ট—মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলেছেন, সদস্যরা বলছেন কলিকাতায় গেলে ঐ ছেলেরা এসে বলে, শৈলেশ বাবুর কাছেও বলেছে। তারপরেও যদি বলেন যে আমি কিছুই জানি না, আমি বলতে পারছি না –এটাতো কোন কথা হল না। বলবেন না, বলুন যে আমি বলব না, আমার খুশী আমি কথা বলব না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—তিনি বলেছেন যে এইটা কনসিডারেশনে আছে। যদি আপনাদের মনে কোন সন্দেহ হয় এই বিলটা নিয়ে তবে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এইটা কতদিন কনসিডারেশনে থাকবে, কত তাড়াতাড়ি হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কনসিডারেশনের নমুনাটা কি ? দিস ডিপার্টমেন্ট হেজ ফরওয়ার্ডেড পেপার্স উইদাউট এনি কমেন্টস যে এইখানে একটা বাড়ী হোক। বাড়ী করতে টাকা লাগবে। পি, ডবলিউ, ডি,কে বলবেন বাড়ী লাগবে, জমি সংগ্রহ কর, ল্যাণ্ড অ্যাকুই-জিশানকে বলতে পারেন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গৃভর্ণমেন্টকে বলবেন,কিছু বলবেন না, বাজেটে বরাদ্দও রাখলেন না।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে পাঠিয়েছেন, ডিপার্টমেন্ট থেকে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে লিখা হয়েছে কি না জায়গার জন্য ? যদি লিখা না হয়ে থাকে তাহলে পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট কি পাঠিয়েছেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্ট থেকে যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে একটা চিঠি লিখেছেন সেইটা আমি জানি না।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমার প্রশ্নটা হলো পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব হচ্ছে কনষ্ট্রাকশনের, কিন্তু ল্যাণ্ডটা কিনবে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, তার নিজস্ব টাকা দিয়ে। তাহলে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট যদি ল্যাণ্ডটা কিনার জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে রিকুয়েষ্ট করে থাকেন, তাহলে সেকেণ্ডারী রিলেশন আসছে পি, ডবলিউ, ডির সঙ্গে। তাহলে ফাইনেন্সটা হচ্ছে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে। এখন এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে লিখছেন কিনা, সেইটা হলো প্রশ্ন। যদি না লিখে থাকেন তাহলে পি, ডবলিউ ডি, কি করবে ? হাওয়াতে ঘর করবে ?

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে কলিকাতাতে একটা ছাত্রাবাস হবে এই রকম কোন সিদ্ধান্ত এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—তাহলে এই সমস্ত যে বললেন পি, ডবলিউ, ডিতে রেফার করা হয়েছে, ছাত্ররা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ওখানে দেখা করেছেন, ডেপুটেশান দিয়েছেন, তাহলে তাদের এই কাগজটা কি বাজে কাগজ হিসাবে ট্রিট করা হয়েছে ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের কোন কাগজই বাজে কাগজ নয়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরার ছাত্রদের জন্য কলিকাতাতে কোন ছাত্রাবস আদৌ করবেন না, এই কথাটা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছু বলতে পারবনা।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—ত্রিপুরা রাজ্যের যে সব ছাত্র আছে স্যার, আমিও কলিকাতাতে পড়ে এসেছি স্যার, কষ্টের আমারও অন্ত ছিল না স্যার। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্ররা যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য পশ্চিম বঙ্গে আছে তাদেরও ছাত্রাবাস নেই। আমরা এই বিধানসভা থেকে প্রত্যেকেই বলছি স্যার, ছেলেরা অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আছে, তাদের বাসস্থানের কোন জায়গা নেই, শেয়ালদহে একটা ঘর আজ ভেঙ্গে পড়বে, কাল ভেংগে পড়বে এই রকম একটা অবস্থায় আছে। এমতাবস্থায় মাননীয় সরকার আশু কলিকাতাতে যে সমস্ত ছাত্র আছে তাদের আবাসিক গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি এখন সেইটা বলতে পারছি না, কারণ সেইটা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই অ্যাস্যুরেন্স দেবেন কি না যে কবের মধ্যে এই কাজটা শেষ করবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে চলছে সেই জন্য একটু সময় লাগবে। নির্দিষ্ট সময় আমি দিতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজবাড়া কিনতে, কলকাটা আর দিল্লীতে বাড়ী কিনতে প্রসেসের প্রশ্ন উঠে না। এখন কলিকাতাতে ছাত্রাবাস করতে প্রসেসের দরকার হয় ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজে ইনিশিটিয়েভ নিয়ে এইটা করবেন কি মা ? এবং করলে কত দিনের মধ্যে করবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই সম্পর্কে ইনিশিটিয়েভ নিতে পারি কিন্তু কত দিনের মধ্যে হবে আমি সেইটা বলতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সে এই ব্যাপারে কি ইনিশিটিয়েভ তিনি নেবেন ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি ইনিশিয়েটিভ নেব সেই সম্পর্কে দেখছি মাননীয় সদস্যর সন্দেহ আছে সেইজন্য আমি দুঃখিত।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি কি ইনিশিটিয়েভ নেবেন আমার জীবিতকালে সেইটা দেখতে পারবো কি না ?

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাবটা এসেছে সেই প্রস্তাব যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, পরে এই ব্যাপারে জানানো হবে।

মি: স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং ৪১১।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৪১১।

প্রশ্ন

1. Target of procurement of Aman Crop in 1974-75.
2. Total quantity procured in 1974-75.
3. What methods were taken for procurement ?

উত্তর

১) পরিমাণ হচ্ছে ২৫ হাজার এম, টি, ইন টার্মস অব পেডি।

২) আর যেটা প্রকিউর হয়েছে ১৫৪ এম, টি, রাইস ও ১২২৮২ এম, টি পেডি (টোটেল কনজামশন অব পেডি হচ্ছে ১২৫১৩ এম, টি, ইন টার্মস অব পেডি),

৩) প্রকিউরমেন্ট হয়েছে on voluntary officers and subsequently on requisition.

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে কিসের উপর ভিত্তি করে এই ২৫ হাজার মেট্রিক টন টারগেট ধরা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে একটা অবজার্ভেশন থাকে, তার উপর নির্ভর করে টারগেট ধরা হয়।

শ্রীতাপস দে :—এই অবজার্ভেশনটা কিসের ভিত্তিতে করা হয়? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কত হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়, এর উপর নেওয়া হয় না কি?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ;—এইটা একটা ফোরকাষ্ট করা হয় যে প্রত্যেকের জমির পরিমাণ কত এবং তার উপর নির্ভর করে এইটা করা হয়।

শ্রীমধুসুধন দাস :—এই যে টারগেট ধরা হয়েছিল এইটা কোন মহকুমায় কত ধরা হয়েছিল?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—ধর্মনগরে ধরা হয়েছিল, ১২৫০, কৈলাশহর ১১২৫, কমলপুর ১৩৭৫, খোয়াই ৪০০০, সদর ১৮৭৫, সোনামুড়াতে ২২৫০, উদয়পুর ২০৬০ অমরপুর ২০০০, বিলোনীয়াতে ৬৫২৫ এবং সাব্রুমে ২৪৪০ এম, টি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—এই যে বিভিন্ন সাবডিভিশনে টারগেট ধরা হয়েছিল সেইটা কি জমির ভিত্তিতে ধরা হয়েছিল?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জমির পরিমাণ এবং জমির উৎপাদন পরিমাণ সম্পর্কে যে একটা রিপোর্ট এসেছিল তার উপর ভিত্তি করে এইটা করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাবরুমের চেয়ে ধর্মনগরের জমির পরিমাণ কম?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি যে সমস্ত ফিগারটা দেখে, জমির প্রডাক্টিভিটি কত সেইটার উপর ভিত্তি করে এইটা করা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—এইখানে যেহেতু একটা অবর্জাভেশন নেওয়া হয়েছে ল্যাণ্ডের উপর, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে কত হাজার মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয় সেইটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—এই তথ্য আমার কাছে নেই স্যার।

শ্রীমধুসুধন দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭৪-৭৫ সালের টারগেট কত ছিল এবং প্রকিউরড কত হয়েছিল?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমার কাছে সঠিক ডাটা নেই। তবে ২৫,০০০ হাজার ধরা হয়েছিল, ১৫,০০০ হাজার মেট্রিক টন পাওয়া গেছে।

শ্রীমধুসুধন দাস :—টারগেট যদি ২৫,০০০ হাজার মেট্রিক টন ধরা হয়ে থাকে, তাহলে কম সংগ্রহ হবার কারণ কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—হয়তো এটা ন্যায্য কারণে হয়ে থাকতে পারে। হয়তো আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে তখন চালের দাম কিছু বেশী ছিল সন্দেহ করা হচ্ছে, কিছু চাল সেখানে গিয়েছে; আবার এমনও হতে পারে যতটুকু অনুমান করা হয়েছিল উৎপাদন হবে, ঠিক ততটুকু হয় নি। অনেক কারণ এর সঙ্গে যুক্ত আছে স্যার।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—আচ্ছা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে টারগেট ধরা হয়েছিল প্রতি মহকুমাতে ভিত্তিক কত ধান সংগ্রহ করা হয়েছে?

শ্রীতড়িং মোহন দাস গুপ্ত:—মহকুমা ভিত্তিক কত ধান এবং চাল সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল মেট্রিক টন হিসাবে।

মহকুমা	চাল	ধান
ধর্মনগর	১ মে: টন	১ হাজার ১০ মে: টঃ
কমলপুর	১ দশমিক ৫ মে: টন	৯৪৩ ,,
কৈলাশহর	২০ ,,	১ হাজার ৩০ ,,
খোয়াই	৫ ,,	২ হাজার ২৫৩ ,,
সদর	১৮.৫ ,,	১ হাজার ১১৪.৯ ,,
সোনামুড়া	৩০ ,,	৬২২ ,,
উদয়পুর	চাল নেই	৯ শত ৯৫ ,,
অমরপুর	,, ,,	৭১০ ,,
সাবরুম	৫.১ মে: টন	১ হাজার ২৫৪.৫ ,,

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি ২৫ হাজার মে: টন কালেকশানের চিন্তা রেখে থাকেন, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কি ফুডের চাহিদা দেওয়া হয়েছে সারা রাজ্যের ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত:—যেহেতু জিনিষটা প্রায় প্রেকৃটিক্যালি বছরের চাইতে মুটা-মোটি মাসে হয়, তবে বছরের একটা Expectation ধরে করা হয়। তার পরবর্তী সময়ে এটা মাসে মাসে রিভিউ করা হয়। আর যখন হয় না তখন এটাও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে। এই রকম প্রকিউরড হয়েছে। অর্থাৎ যতটুকুন প্রকিউরড হয়েছে সেটা জানানো হয়েছে, তাদের সংগে রিলেশান করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী:— ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী। এই যে টারগেট ধরা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যা টারগেট ধরা হয় প্রায়ই তার ধারে কাছে পৌঁছুতে পারে না। কম কম করে যেখানে ধরা হয়েছে সেখানে অবশ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ধর্মনগরে ধরা উচিত ছিল ১ হাজার মে: টন সেখানে ধরা হয়েছে ১২৫০ মে: টন। আর আমার সাবরুমে এত বেশী ধরা হয়েছে কি এই জন্যে যে এই সব এলাকার ছোট ছোট চাষীর সংখ্যা বেশী ধরা হয়েছে এবং সেখানকার অফিসাররা এই টারগেটে পৌঁছার জন্য জোর করছেন এ সব কথা বিধান সভায় বা বাইরের পত্র পত্রিকায় বেরুচ্ছে এটা সত্যি কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত:—না, এটা সত্যি নয়। যদি কিছু ফোস করা হয়ে থাকে তাহলে সাবধানেই সেটা করা হয়েছে। কোন মহকুমাতে পার্টিকুলারলী কিছু করা হয় নাই।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুব অযোগ্য।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত:—এটা একটা expectation। এটা খুব সার্টিফিক হয়েছে এ কথা বলা যায় না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়:—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে জমির পরিমাণ এবং উৎ-পাদনের ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রকিউরমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সিমেন্ট টিন দেওয়া হবে এই রকম কোন প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—এই যে টারগেট ধরা হয়েছিল কোন কোন ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী। এটা কি ব্লক থেকে জানা হয়েছে কি পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে, না কি পঞ্চায়েত থেকে না কি অ্যাগ্রিকালচারেল ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী করা হয়েছে। এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মোটামুটি দুইটা থেকেই। ষ্টেটিটিক্যাল ডিপাটমেন্ট থেকে উৎপাদন কি পরিমাণ হয়েছে তার একটা নমুনা পাওয়া গেছে আর অ্যাগ্রিক্যালচারেল ডিপার্ট-মেন্ট এর যেমন বি, এল, ডবলিউ এর মাধ্যমে একটা রাফ এষ্টিমেসন করা হয়। তার উপর ভিত্তি করেই সেটা করা হয়ে থাকেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ফোর্স এপ্লাই করে কর্মচারীরা নিকোজেশান ছাড়াও ধান চাল মানুষের কাছ থেকে আনা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নেই, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—ফোর্স এপ্লাই করতে গিয়ে ফুড ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা হয়েছে, এবং তার নামে ওয়ারেন্ট বেড়িয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন ১০০ থেকে ১২৫টা কেস পুলিশ দিয়ে ফোর্স করে করা হয়েছে এই রকম আছে। এবং আদালতের রায় অনুযায়ী ডি, এম.এর কাছ থেকে চাল এনে ফেরত দেয়া হয়েছে ? সদরের প্রতিটা এলাকাতে এই রকম ফোর্স করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—এটা যদি করা হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক জায়গাতেই করা হয়েছে। সদরে করা হয়েছে আর অন্য জায়গায় করা হয় নি। এটা সত্যি নয়। তবে ফোর্স করা হয়েছে এই রকম কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে উচ্চতর আদালতে এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন না ? এটার জন্য আলাদা কেন নোটিশ লাগবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— এই সবটাই যে আমার ফুড ডিপার্টমেন্টে পড়েছে তা নয়। এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। কাজেই আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা হয়েছে এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না, না, স্যার, রিপ্লাই কোয়েশ্চান হচ্ছে প্রকিউরমেন্টের ব্যাপারে। ধান প্রকিউরমেন্ট করার কথা। এই বছরে স্যার, বর্ত্তমান বছরে। তিন, চার বছর আগের কথা নয়। বর্ত্তমান বছরে ধান প্রকিউরমেন্ট করতে গিয়ে যেমন ভাল দিক হয়েছে তেমনি খারাপ দিকও আছে। আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি না বলতে চান অর্থাৎ উনার কাছে যদি তথ্য না থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারছিনা উনি কিভাবে মন্ত্রীত্ব চালাচ্ছেন কিংবা উনার দপ্তরের কাজ করছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, কালীবাবু যখন এই কথা বললেন তখন আমারও বলার স্কোপ আছে তাই আমি এ ব্যাপারে সাজেশান রাখছি। এই প্রকিউরমেন্টের ব্যাপারে জেনারেলি কি হয়েছে তা বলা হয়েছে। স্যার, ডিটেলসে যদি যেতে হয়, মানে জানতে হয় তাহলে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেবার পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি একটা প্রশ্ন করছি, আমি যদি বলি এই প্রকিউর-মেন্ট আদায় করার জন্য সাবসিডি দেওয়ার কথা ছিল। এই সাবসিডিতে কত টাকা দেয়া হয়েছে। উনি বলছেন যে উনি জানেন না। এটা কি ভাবে দেয়া হত? কারণ প্রকিউরমেন্ট তো মার্চ ফেব্রুয়ারীতে অর্থাৎ মার্চের প্রথম দিকেই শেষ হয়ে গেছে। উনার হাউসে এসে বসার আগেই এই সম্বন্ধে কি ধরণের প্রশ্ন মেম্বাররা করতে পারেন সেটা বুঝে আসা উচিত ছিল। কারণ উনি তো কিছুদিন আগেও আমাদের দিকে ছিলেন। তখন মন্ত্রী ছিলেন না। তখন তো তিনি নিজেও এই ধরণের প্রশ্ন করতেন। তখনতো আর মন্ত্রী ছিলেন না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমি যা বলেছি তা আমি আমার নীতি থেকে বিচ্যুৎ হইনি। এজ এ মেম্বার হিসাবে আমি তখন প্রশ্ন করতে পারি। হয়তো তখন আমার এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকতে পারে। এবং সেখানে প্রশ্ন করাটা আমি ওয়াইজ মনে করেছি। তাই আমি কনফেস করেছি। কিন্তু একটা প্রশ্নের ডিসকাশন সাধারণতঃ ৫/৬ মিনিট হয়ে থাকে। আর এত সময় নিয়ে করলে অনেক সময় অন্য অনেক ধরণের কথা এসে যেতে পারে। আমি হয়তো স্মরণ থেকে কিছু বলতে পারি। কিন্তু সেভাবে দেবাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি যখন বলেছেন; একটা কেস হয়েছিল, ষ্টেটমেন্ট করতে হবে তাহলে যদি সদুত্তর দিতে হয় তাহলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর থাকে না। এবং এটা আমাকে করতে হয়। উইলিং মাই স্কোপ।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু স্যার ......

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, scope of the supplemsntory should not be widen than the original question.

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি আপনার মাধ্যমে। যেটা হচ্ছে পার্লামেন্টারী প্রেকৃটিসে আছে যে মন্ত্রীরা যখন উত্তর দেন তখন যে বিষয়ের উপর রিপ্লাই করছেন সেই ডিপার্টমেন্টের অফিসার মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য স্লিপ পাঠাতে পারেন। এটা পারেন। আর যেহেতু আজকে ফুড মিনিষ্টার আছেন, তিনি কিছুদিন আগেও মন্ত্রী ছিলেন না। এই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। কাজেই যেহেতু এটা অন্যের কাছে এতদিন সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অফিসারের সাহায্য নেবার ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই। তিনি সাহায্য নিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— প্রেকৃটিসে আছে সেটা আমি বুঝি। কিন্তু অরিজিন্যাল কোয়েশ্চান ... ...

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— প্রকিউরমেন্ট নয়। আমন ধান সংগ্রহের সময় জবরদস্তি করা হয়েছে কি না এটা জানতে চেয়েছেন ? কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা জানাতে পারেন না যে ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন এ্যাক্‌শান নেওয়া হয়েছিল কি না। তা না হলে আদালতের রায়ের ফলে ডি, এম, চাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কেন ? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন আসতে পারে সরকারের কত টাকা ক্ষতি হয়েছে ? এইসব প্রশ্ন আসতে পারে। এবং আসাটাই স্বাভাবিক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কোয়েশ্চানটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট, এই যে এখানে তিন নম্বর কোয়েশ্চানটা what methops were taken for procurement ? উনি বলেছেন ভলুন্টারির Method নেওয়া হয়েছিল ও Requisition দেওয়া হয়েছিল। আমার কেটাগরিক্যাল প্রশ্ন ছিল Force apply করা হয়েছিল এবং মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। পুলিশ কোন কোন জায়গায় জবরদস্তি করেছে, পত্র পত্রিকায় উনি এরকম দেখেছেন। উনি না বলতে পারবেন হাউসের কাছে। সমস্ত পত্র পত্রিকায় উঠেছে এগুলো যে পুলিশ ফোরস এপ্লাই করেছে গেটগুলিতে। গরীব কৃষকের কাছ থেকে এবং মানুষের কাছ থেকে সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা জোর করে ধান চাল এনেছে। আজকে মন্ত্রীরা না বললে চলবে এবং কোশ্চেনটার অত্যন্ত রিলেভেন্‌সি আছে স্যার।

মিঃ স্পীকার :— You have started arguments.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি তো বললেন Irrelevent এর কথা। আমার কোয়েশ্চানটা যদি ইরিলিভেন্ট হোত, তাহলে তো আপনি আমার কোশ্চেন ডিস্ এলাউড করে দিতেন। কাজেই, I have got the right to get the answer from the concerned Minister.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— I demand Notice.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সাপলিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন যে বিভিন্ন ড্রপ গেট গুলিতে জোর করে ধান চাল আদায় করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— This question is irrelevant.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— How Sir, Question No. 3 আমি বলেছি What methods were taken for procurement ?

Mr. Speaker :— This is irrelevent.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমাকে বলতে দিন স্যার, আমার কোশ্চেনটা ইরিলেভেন্ট কি বলে দিন স্যার, What methods were taken regarding procurement ? আমি বলেছি প্রোকিউরমেন্ট করতে গিয়ে ফোরস এপলাই, হেয়ার ? স্পষ্ট বলে দিয়েছি, অরুন্ধতী-নগর, ড্রপগেট। How this question can be irrelsvant ? আপনি ৩ নং কোশ্চেনটা দেখুন স্যার।

Mr. SPeaker :— No, Hon'ble Member you should not challange my decision.

Shri Samir Ranjan Barman :— I am not challanging Sir, আমার কথা শুনুন, I am not challanging the Hon'ble Speaker, I know what is my right in the House. I am requesting the Hoh'ble Speaker to reconsider my supplementary question. I am not directly challanging the Speaker. No question of direct challange arises, How the question of direct challange arises, I can't understand Sir.

Mr. Speaker :— এই সম্পর্কে যে রুল, It must not be of excessive length nor codtain arguments, in-ferences, ironocal or offensive expressions or defamatory statements, Rule-41 (3)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি কি কি বিষয়ে খুশি হব স্যার, জানতে চাই স্যার।

Mr. Speaker :— শুনুন; 'It must not be of excessibe length nor contain arguments, inoferences, ironical or offensive expressions or defamatory statements,

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার এই হাউসের নজীর কি, কোন কোন কোয়েশ্চেন এ ১ ঘন্টা গেছে স্যার, এই হাউসের নজীর। আপনিতো এলাউ করেছেন। আপনি একবার এলাউ করলেন, এখন এটা স্কোপ-এর মধ্যে আছে, তাহলে আপনি বলবেন যে এটা মস্ত বড়ো, করা যাবে না। মস্ত বড় করা যাবেনা এটা হয় না।

Mr. Speaker :— I am also mentioning the same rule Cl. 19. 'It shall not rais questions of policy too large to be dealt with within the limits of an answer to a question'.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেবল যদি স্যার, I demand Notice, I demand Notice.........

Mr. Speaker :— Yes, Yes, got this right

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমাদেরও উত্তর পাবার অধিকার আছে স্যার। আমি যদি উত্তর না পাই স্যার—(ইন্টারাপশান)—যদি না হয়—(ইন্টারাপশান)— I have got every right to get the reply from the Minister. The question was not irrelavont at all Sir.

Mr. Speaker :— You cannot force the Minister to have your reply.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি ফোর্স করছি স্যার। আমার যেটা রাইট আছে মেম্বার হিসাবে, আমার কোশ্চেন যদি রিলেভেন্ট হয় স্যার, তাহলে আমার এন্সার পাওয়ার রাইট আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আপনি মিনিষ্টারকে বলবেন উত্তর দিতে। ইউ ক্যান্ট সিল দি মিনিষ্টার।

Mr. Speaker :— No. No, I am not sealing the Minister. I am only following the rules, I am not going beyond the rules. I am not sealing you or the Minister.

Shri Kalipada Banerjee :— You are the custodian of the House.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ ;— তাহলে রুল ৪০ তে barটা কোথায় হোল স্যার। সাপ্লিমেন্টারীতে Bar হয় না স্যার, আমরা যে রুলস না বুঝি তা নয়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— রুলসে তা যেমন হয় না, আমরাও তাহলে সে রাইট আছে আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনার সেক্রেটারী বলে দেবেন যে এটা হবে না, আর আপনি সেটা পড়ে যাবেন ?

Mr. Speaker :— No, no, this is very much objectionable, I tell you Hon'ble Member, this is very much objectionable on your part, saying like that.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমরাও তো প্রশ্নের উত্তর পাবো স্যার, আমরা এখানে কেন এসেছি স্যার ? একটা কোয়েশ্চানের রিপ্লাই পাবো না। মিনিষ্টার বলতে চাইছে আপনি বলতে দিচ্ছেন না। আপনি মিনিষ্টারকে প্রোটেকশান দিচ্ছেন।

Mr. Speaker :— Please maintain the decorum & decency of the House.

Shri Samir Ranjan Burman :— We are very much conscious about the decency and decorum of the House Sir. আমরা সেটা জানি। You are the custodian of the House, আপনি সেটা মেনটেন করবেন।

Mr. Speaker :— Please maintain the decorum of the House.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— রুলসের বাইরে আমরা গেছি স্যার, মিনিষ্টার বলছেন না, আপনি বলছেন রুলসের বাইরে গেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মিনিষ্টার রিপ্লাই দিচ্ছেন, আপনি মিনিষ্টারকে প্রটেকশান দিচ্ছেন। মিনিষ্টার তো বলছেন না। আমি যে প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তর মিনিষ্টার দিতে যাচ্ছিলেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি তো বলেছি যে আমার রাইট আছে, আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলার, কাজেই সে সব জায়গায় আমি যখন আই ডিমাণ্ড নোটিশ, সদস্যদের কনফেস করা উচিত যে যেখানে প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসিনি, সেখানে আই কান গিভ ইউ ফারদার এক্সপ্লেনেশান। কাজেই তারপর যদি আবার প্রশ্ন করেন তাহলে পরবর্তী সেশানে জানতে পারেন আপনারা। কাজেই এটা এই জায়গায় শেষ হওয়া উচিত। আমি যখন চাচ্ছি......

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আপনি আমার কোয়েশ্চানের রিপ্লাই দিতে উঠেছিলেন, আপনি কি বলতেন, না বলতেন, আপনি জানতেন তার মধ্যে......

মিঃ স্পীকার :— আপনি আবার আরগুমেন্ট শুরু করে দিলেন।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, ৪১(৩) যে রুলটা পড়লেন, একসেসিভ লেস্থের ডেফিনেশানটা কি স্যার।

Mr. Speaker :— No, I am not bound to explain to you

Shri Tapas Dey :— No, Sir, আমরা জানি স্যার .....

Mr. Speaker :— Please take your seat আমি বলছি যে supplementary question–এর scope should not be wider than the original question.

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— যে অভিযোগটা উঠেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি যে কোন কোন সাবডিভিশানে এই রকম কতগুলি ঘটনা ঘটেছে, এগুলি জানেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি বলছি কোন কোন সাব-ডিভিশান, তারজন্য একটা সেপারেট কোয়েশ্চান করা হোক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— অনন্ত বাবুর কোয়েশ্চানটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি স্যার। সদরে অন্ততঃ ১০০/২০০ কেস হয়েছে যেখানে পুলিশ ফোর্স করে ধান চাল নিয়েছে স্যার এবং সেটার কথাই মাননীয় সদস্য অনন্তবাবু বলেছেন এবং সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— ফ্যাক্ট যদি হয়ে থাকে স্যার, আর একটা কোয়েশ্চান হলে আমি তার উত্তর দেব স্যার। এখন আমার কাছে সেই তথ্য নেই। যদি এটা ঘটে বা হয়ে থাকে তাহলে এটা জানাবার কোন বাধা নেই। আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ফোরস এপ্লাই করা হয়েছে এই রকম কমপ্লেন কটা জমা পড়েছে ?

স্যার, আমি যতটুকু মনে করতে পারি উদয়পুর এবং খোয়াইএর দুইজন লোক মাননীয় মনসুর আলী সাহেবের কাছে অভিযোগ করেছিল যে ঐখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং আমি যতটুকু জানি আলী সাহেব এটা তদানীন্তন ফুড মিনিষ্টার তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়েছিলেন। এইগুলির কি কি অ্যাকশান নেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করার ব্যাপারে তিনি জানেন না। আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রকিউরমেন্ট আরম্ভ হওয়ার পরে বা রিকুইজিশান নোটিশ সার্ভ করার পরে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাত হয়েছে, তাতে আমি বিশ্বাস করি যে অনেক ক্ষেত্রে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। সি. আর. পি. গেছে। সেখানে তাদের যে রাইট আছে সেই কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ না দিয়ে জোর করে গোলাতে পর্যন্ত সি, আর, পি, উঠেছে ধান নেওয়ার জন্য। কাজেই কয়েকটা এলাকায়, যেমন গর্জিতে এরকম ১০।১২টা কেস হয়েছে, বাগমাতে এরকম ৮।৯টা কেস হয়েছে। মহারাণীতে শান্তকুমার জমাতিয়ার, গাঁও প্রধানের বাড়ীতে সি, আর, পি, জোর করে ধান নিয়ে এসেছে এবং তার মেয়েকে অশ্লীল কথা-বার্ত্তা বলেছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এনকোয়ারী করতে

অনুরোধ করব যে মহারাণী এলাকায় শান্তনু জমাতিয়ার বাড়ীতে এবং চন্দ্রপুরের নিকটে সাজনা রায় রিয়াং, সন্ত্রা রায় রিয়াং, এদের বাড়ীতে এবং বামুটিয়াতে পূর্ণ দত্তের বাড়ীতে জোর করে সি, আর, পি, ধান আদায় করেছে এবং এই বিষয়ে তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আরও কতগুলি নাম আছে। সাব্রুম মহকুমার রাজেন্দ্রনগরে শচীন্দ্র নাথ, চন্দ্র নাথ, ক্ষেত্রমোহন দে, রাইমোহন দে: এই চার জনের বাড়ীতে জোর করে সি, আর, পি, গিয়ে ধান এনেছে। আমি আর একবার মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— হয়ত এইগুলি দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু এই সম্পর্কে তথ্য এখন আমার কাছে নেই। কেস যদি এনকোয়ারী করতে হয় তাহলে কি ধরণের এক্সেস হয়েছে তা দেওয়া দরকার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এনকোয়ারী করে দেখুন। আপনারা বলছেন পুলিশ যায় না। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন। আমি নাম ঠিকানা দিয়েছি, আপনারা ওখানে যান, গিয়ে এনকোয়ারী করুন। বিধান সভায় এই কথা বলেছি, সেটা সত্যি কিনা ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— এই সম্বন্ধে প্রসিডিউর যতটুকু আমরা জানি একটা এনকোয়ারী যদি হয় তাহলে স্পেসিফিক কমপ্লেন বাইরে থেকে হতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি এই কমপ্লেন হাউসে রাখছি। তারপরেও আপনি কি আশা করছেন ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— একটা অ্যাকসেস যদি হয় তাহলে কি ধরণের এক্সেস সেটা আলাদা ভাবে দিলে সেটা আমি দেখতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই লোকগুলির বাড়ী থেকে ধান দিয়েছে গভর্ণমেন্টকে স্বেচ্ছায়। তারপরও সার্কেল অফিসার পুলিশ নিয়ে তাদের বাড়ীতে গিয়েছে এবং তাদের গোলা থেকে জোর করে ধান নিয়ে এসেছে। এই হচ্ছে কমপ্ল্যান। আমি চারটা নাম দিলাম, উনি কয়টা নাম দিলেন। জোর করে ওদের বাড়ীতে পুলিশ নিয়ে সার্কেল অফিসার বলছে, কি করব ? আমাকে এস. ডি, ও, অর্ডার দিয়েছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মিনিষ্টার নিজে তো এনকোয়ারী করেন না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী : – কেন করবেন না ? কালকে রবিবার। চলুন। আমার সঙ্গে চলুন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— একটা প্রসেসে এনকোয়ারী হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—দিস ইজ এ প্রসেস। স্যার আমি চারটা নাম বল্লাম, স্পেসিফিক অভিযোগ আনলাম। উনি নিজে না করলে আর কাউকে দিয়ে করবেন। তিনি বলুন

করাবেন কিনা। আমি চারটা নাম দিয়েছি, আমি বিধায়ক, বিধান সভার লোক। উনি বলছেন, এটা প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউরে করুন। কিন্তু আমি জানি এই প্রসিডিউর আপনদের আছে। এই অ্যাস্যুরেন্স আপনি দিতে পারেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— এই বিষয়ে আমার যতটুকু জানা আছে, কমপ্ল্যান একটা হলে তা স্পেসিফিক হতে হবে। যদি বাইরে একটা লোক যদি মাননীয় সদস্য সেটা বলেন যে বাইরের লোকের কমপ্ল্যানের কোন এনকোয়ারী হচ্ছে না, সেটা দেখা যায়। এই রকম দেখার রীতি আছে। কিন্তু যেখানে বাইরের কোন কমপ্ল্যান না থাকে, এখানে এটা উঠার সঙ্গে সঙ্গে করলে হবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাউ ইজ দিস্? আমি অভিযোগ করছি। একজন বিধান-সভা সদস্যের অভিযোগের কোন মূল্য নাই? অভিযোগ করছি আমি, লোকটা সাক্রম মহকুমার ব্রজেন্দ্র নগর গাঁওসভার।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— অভিযোগ যে লোক করবে সেটা যদি বিচার না হত তাহলে আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা করা যেত। কিন্তু কি ধরণের কতটুক্ ধান নিয়েছে না নিয়েছে সেটা যদি উল্লেখ করতেন, তাহলে একটা ফ্যাক্ট থাকতে হবে, সেই ফ্যাক্টটা নিয়ে এনকোয়ারী করা যেত। কাজেই বাইরের লোক যদি কোন কমপ্ল্যান করত তাহলে আমি এই কথা বলতে পারতাম যে এটা এনকোয়ারী হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— শচীন্দ্র নাথ, তার জমি আছে ছয় কানি। সে স্বেচ্ছায় এক কুইন্টাল ধান দিয়েছে। তার দেওয়ার কোন কথা ছিল না। পুলিশ গিয়ে তার বাড়ী থেকে ছয় কুইন্টাল ধান এনেছে জোর করে। এই হচ্ছে অভিযোগ। তারপর যতীন্দ্র নাথ, তার ছয় কানি জমি আছে। সে দেড় কুইন্টাল প্রথম দিয়েছিল। তার বাড়ী থেকে প্রায় পাঁচ কুইন্টাল ধান এনেছে। ক্ষেত্রমোহন দেব। তার সাত কানি জমি আছে। সে দিয়েছে এক কুইন্টাল। পরে এনেছে ছয় কুইন্টাল। শুধু ধান নয়, সিদ্ধ করা ধান। রাইমোহন দে। তার সাড়ে পাঁচ কানি জমি আছে। সে আগে দিয়েছিল এক কুইন্টাল। তার সিদ্ধ করা ধান এনেছে ছয় কুইন্টাল। তার খাবার ধান সিদ্ধ করে রেখেছিল। পুলিশ দিয়ে এনেছে। এটার নাম অভিযোগ নয়? এটার নাম এক্সেস নয়? আমি একজন বিধানসভার মেম্বার হিসাবে অভিযোগ করছি এই হাউসে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করছি. আপনি বলছেন তার প্রতিকার করতে পারবেন না?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি এই কথা বলিনি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কি বলেছেন? এই হাউসের থেকে বড় কোন্ জিনিষ আছে বলুন। আপনি কি জানেন যে বিধানসভায় যদি কোন প্রশ্ন উঠে তার তদন্ত হয়। তাদের সিদ্ধ ধান দিয়ে এসেছে। তাদের খোরাকীর সিদ্ধ করা ধান নিয়ে গেছে। তারপর আপনি বলছেন তাদের অভিযোগ করতে হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি প্রসিডিউরের কথা বলছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি অভিযোগ এনেছি, উনি মন্ত্রী, তার তদন্ত করুন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আমি অভিযোগ তদন্ত করতে অস্বীকার করিনি, আমি শুধু বলেছি কি ধরণের অভিযোগ সেটা যদি এ্যাসেম্বলীর বাইরে আমাকে দেওয়া হয়, সেটা তদন্ত করাব। এ্যাসেম্বলীর ভিতর এইভাবে অভিযোগ নিয়ে আসা এবং সেটা তদন্ত করা, এইরকম প্রসিডিউর আছে বলে আমার জানা নেই। আমার কথা হল, এ্যাসেম্বলীর বাইরে যদি কেউ কম্‌প্লেন করে থাকে, তার বিচার যদি না হয়ে থাকে, তাহলে আমি এ্যাসেম্বলীতে বলতে পারি যে এই এই কেসগুলি আমি তদন্ত করে দেখব। আমি সেকথা আগেও বলেছি, আমার কাছে যদি এই কম্‌প্লেনগুলি এ্যাসেম্বলীর বাইরে ডিটেলস আকারে দেওয়া হয়, তাহলে আমি এনকোয়েরী করাব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এ্যাসেম্বলীর বাইরে দেওয়ার কোন এক্তিয়ার নেই। আমি এ্যাসেম্বলীর বাইরে বুঝি না, আমি এ্যাসেম্বলীর বাইরে গিয়ে বাড়ী বয়ে গিয়ে কি দরখাস্ত দিয়ে আসব? আমি এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে বলছি যে সে লোকটা দরখাস্ত করেনি, সে লোকটা আমার কাছে এসে কেঁদেছে, সেটাই তার দরখাস্ত, আমি কি তাকে গিয়ে বলব যে তুমি দরখাস্ত কর?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী বলেছেন যে উনার কাছে তথ্য নেই, এবং উনি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন। তারপর যেসব প্রশ্নগুলি এসেছে, সেগুলি আসতে পারে কিনা আমি জানিনা। যদি তথ্য থাকে, তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন এবং যেসব অভি-যোগগুলির কথা বলা হয়েছে, সে তথ্যগুলি যদি ওঁর কাছে থাকত তাহলে বলতে পারতেন। কাজেই যেটা মাননীয় সদস্য বলছেন, যেসব কথাগুলি উনি তুলেছেন এবং যেসব অভিযোগগুলি করা হয়েছে, সেগুলির ভিত্তিতে উনি সেটা তদন্ত করে দেখতে পারেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি বলেছি যে স্পেসিফিক অভিযোগ যদি আসে তদন্ত করে দেখবেন কিনা? এই এই ব্যাপারে, এই এই গ্রামে আমি বলেছি, তদন্ত করুন, এখানে ডিম্যাণ্ড নোটিশের প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— উনি তদন্ত করবেন বলেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— উনি সেকথা বলেননি। উনি বলেছেন বিধানসভার বাইরে যদি দরখাস্ত দেওয়া হয়, তাহলে তিনি তদন্ত করবেন। আমি বলছি, তারা দরখাস্ত দেয়নি, আমি লিখিত কিছু আপনাকে দেবনা, আমি মুখে বলছি, সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি তদন্ত করুন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, পার্লামেন্টে যে প্রসিডিউর আছে, আমি সেকথা বলেছি। আমি যেখানে এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়েছি, আমি যতটুকু বুঝি, আমি আগেও বলেছি যে বাইরের যদি কোন অভিযোগ হয়, কোন এস, ডি, ও বা কারও কাছে যদি দরখাস্ত দেওয়া হয়ে থাকে, সেটা কার কাছে দিয়েছে সেটা বললে পরে আমি এনকোয়েরী করে দেখব। এ্যাসেম্বলীর বাইরে যদি অভিযোগগুলি বিস্তারিতভাবে আসে, তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি অভিযোগ করছি এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে, তিনি বলছেন এাসেম্বলীর বাইরে দরখাস্ত করলে পরে তিনি তদন্ত করবেন। আই ওয়ান্ট ইউর রুলিং স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননায় মন্ত্রী বলেছেন এনকোয়েরী করবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে তদন্ত করতে হলে স্পেসিফিক কম্প্লেন চাই। উনি ঐ ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী, উনি কি জানেন না, হাজার হাজার মণ ধান চাউল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে, আমার লোক স্টারভেশানে থাকছে, লোক না খেয়ে মরছে? তারপরও তিনি বলছেন, তিনি জানে না। মাননীয় সদস্য দাঁড়িয়ে কম্প্লেন করছেন, তারপরও তিনি বলছেন আমি জানিনা, এখানে পার্লামেন্টোরী ডেমক্রেসী আছে কিনা, আমি জানিনা। এটা কি ধরণের কথা স্যার? ছি, ছি, লজ্জা হয় না?

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত ঃ— অনারাবল মেম্বার যদি কোন কম্প্লেন করেন, হাউসে, তাহলে মিনিষ্টার বাইরে থেকে একটা কম্প্লেন ডিম্যাণ্ড করবেন এটা ডেমক্রেসীর পক্ষে এবং পার্লামেন্টারী গভর্ণমেন্টারী গণতন্ত্রের পক্ষে একটা মারাত্মক ব্যাপার। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে হাউসের মেম্বার যদি কোন কম্প্লেন করেন, আমি মনে করি, সেটা মিনিষ্টারের উচিত অবিলম্বে তদন্ত করা এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজেই স্পীকারের কাছে তদন্তের রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে। আদার-ওয়াইজ হাউসে আমরা আসব, জনসাধারণের কথা বলব, কম্প্লেন করব, মন্ত্রী বলবেন হাউসের মধ্যে কিছু হবে না, অথচ আমরা হাউসে বক্তব্য রাখব এটা একটা তদন্ত ব্যাপার। আপনি জিনিষটা ভালভাবে বিচার করুন স্যার এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের মর্যাদার জন্য এবং আমরা বিশ্বাস করি পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আমরা সমাজকে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এবং ডেমক্রেসী যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আপনার প্রভাব বিস্তার করতে বলব যাতে মন্ত্রী এই ব্যাপারে তদন্ত করেন।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Ministe-in-charge to look into the matter. Shri Benoy Bhushan Banerjee.

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৪১৬।

শ্রীতাড়িত মোহন দাশগুপ্ত : – ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৪১৬

প্রশ্ন

ক) ১৯৭২ ইং হইতে ১৯৭৪ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার রেলওয়ে মারফত যে চাউল, গম, সিমেন্ট ইত্যাদি আনিয়াছেন, তাহাতে কি পরিমাণ মাল ঘাটতি (শর্টেজ) হইয়াছে,

খ) ঐ ঘাটতির (শর্টেজের) জন্য রেলওয়ের নিকট কত টাকা অদ্যাবধি ক্ষতিপূরণ দাবী করা হইয়াছে এবং আদায় হইয়াছে?

উত্তর

ক) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

খ) ঐ

Mr. Speaker :— Question hours is over. Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Starred questions which were not answered orally.

CALLING ATTENTION

Yesterdy, Minister in–Charge of the Revenue Department agreed to make a Statemen to–day (24th May) on the followlng Calling Attention notice of Shri Kalipada Banerjee and Jaduprasanna Bhattacharjee "ত্রিপুরার বর্তমান ভয়াবহ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থার মোকাবিলায় সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে।" Hon'ble Members, I have informed that the Minister concerned will make statement at 5–30 P.M.

ANNOUNCEMENT REGARDING PRIVILEGE ISSUE

Hon'ble Members, I have received a notice of alleged breach of privilege from Shri Bidya Ch. Dev Barma and Shri Manindra Deb Barma, M.L.A's against Shri Ramen Das, S.P.. West, and Shri Nirapada Gon Choudhury, D. S. P., for arresting Shri Anil Sarkar, M. L. A., Shri Samar Choudhury, M. L. A. and Shri Purnamohan Tripura, M. L. A. from within the precints of the House on 22. 5. 1975. Now in pursuance of Rule 191 of our Rules Procedure & Conduct of Business, I refer the case to the Committee on Privileges for examination, investigation and report.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET ESTIMATES FOR 1975-76

Next business of the House is general discussion on the Budget Estimates for 1975-76.

Shri Tapas Dey :— স্যার, আমার কলিং এটেনশান নোটিশ সাবমিট করা ছিল

Mr. Speaker :— The notice is under my consideration. I would call on Shri Kalipada Banetjee to resume discussion.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরশু দিন মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে না হউক একজন সদস্য হিসাবে আমার কিছু বলার অধিকার আছে—ঐ চটাচটির সময় তিনি এই কথা বলেছিলেন। আমার মনে হয়, আজকে মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলবেন না। কারণ এখানে যাতে কেউ কথা না বলতে পারেন তার জন্য তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। মানে উনি পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে বিশ্বাস করেন—উনি সেদিন বলেছিলেন যে এই হাউসের অধিকাংশ মেম্বার যখন চান তাদের এলাকাগুলি দেখে আসতে কি অবস্থা তখন...

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মেম্বার আপনি কি বাজেটের উপর ডিসকাশান শুরু করেছেন ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ইয়েস স্যার, বাজেট ডিসকাশান যখন, তখন বাজেট ছাড়া আর কি নিয়ে করব।

মিঃ স্পীকার :— না, আমি বলছিলাম যে আপনি '৭৫—৭৬ সালের বাজেট নিয়ে (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— নিয়ম আছে যে আমি বাজেটকে সমর্থন করছি এই রকম ভাবে বলতে হবে—এই রকম নিয়ম আছে ?

মিঃ স্পীকার :— না, আপনার বক্তৃতা শুনে মনে করেছিলাম যে আপনি বাজেটের উপর বক্তব্য সুরু করেছেন কি না ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— অন্য কিছু বলারতো এখানে সস্কোপ নাই। I know that—without motion এখানে কোন মেম্বার কিছু বলতে পারে না। I know that procedure—so I am discussing on the budget. ঐ দিন তিনি যে কথা বলেছেন তারপর এই বিধান সভায় কি হবে না হবে তা ২২ তারিখের আগেই তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে এখানে বিরোধীরা না থাকে। কেন, আমি জানি না—তাহলে বুঝতে হবে উনি কথা বলার বিশ্বাস করেন না এবং দরকারও নাই। আমার ধারণা—কারন আমার এখানে ৪০ জন এম, এল, এ, আছি রুলিং পাটিতে। 'আমরা আমাদের কথা বলব, উরা উদের কথা বলবেন। কিন্তু ওর মনে কি ভয় হল যে বাজেট পাশ হবে না। কি বললাম স্যার, আমি এসিটমেণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান আপনি জানেন এবং আমি দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেখানে মিটিংএর পর দিল্লীতে আমার কাজ শেষ হওয়ার পর আমি ক'জন কেন্দ্রীয় নেতার সংগে দেখা করেছি, কথা বলেছি। সেই সময় কেন্দ্রীয় হোম মিনিষ্টার, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর সংগেও দেখা করেছি, কথা বলেছি। প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের হাউসের বিধান সভার কথা হল—বাজেট পাশ হয়নি, করে হবে এই সব কথা। এবং উনি আমাকে বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী ২৫ তারিখ-এর পরে বাজেট সেশান ডাকবেন। আমি দিল্লী থেকে ফিরে আগরতলা এসে বাড়ীতে যাই এবং বাড়ী থেকে আবার আগরতলা এলাম। আমাদের পার্টি মিটিংয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মুখ্যমন্ত্রী আপনি এই কথা বলেছিলেন ? তিনি বললেন যে হ্যাঁ, আমি এই কথা বলেছিলাম তখনতো আমি জানতাম না এই রকম। এই কিন্তু শেষ। তারপর ক'দিন বাদে আমরা সবাই মেম্বাররা পেলাম—কি, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডার ওয়ার্লেস মেসেজ। কোন কোন মেম্বার—ক'জন মেম্বার নাকি বলে বেড়াচ্ছে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডাকে আমি বলেছিলাম যে বাজেট সেশান পন্ডপণ্ড হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাস করেছি আপনি জানেন ? উনি বললেন যে আমিতো একাই গিয়েছি, আমার সংগেতো কেউ যায় নাই। যদি কেউ বলে থাকে তাহলে আমি বলেছি। অনারেবল মেম্বার আপনি কি শুনছেন এই রকম কথা আমি বলেছি ? আমি শুনি নাই। তাহলে মেসেজ কি করে এল ? বললেন যে আমি জানি না। আমি বলেছি আপনি জানেন এখন বলছি ঐ নিরাপদ বাবুরা এই সব করছে আমাদের গলা কাটার জন্য। আমি এই সই কথা বলতাম না। বাজেট পাশ হবে না এই ধারনা করিয়ে—এই ভাবে কেন্দ্রের কাছে একটা চিত্র রাখা হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যে প্রেসটিজ আছে তা যে লিকেজ হয়। ভাচারেলী—ব্রহ্মানন্দ

রেড্ডী অনেক বড় মানুষ, আমরা সেই তুলনায় কি ? আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের একজন এম, এল, এ, সেই ভদ্রলোক আমাকে সন্দেহ করেন বলেই হউক আর যে কারণেই হউক কথা বার্তা বলেছেন। যাতে আমি আর উনার কাছে যেতে না পারি মুখ্যমন্ত্রী সেই ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের গলা কেটে যে এই রকম বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দলের নেতা তিনি বলবেন। আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—আপনি দলের নেতা আপনি যখন জানেন যে আমি এই কথা বলি নাই, আপনি তখন প্রতিবাদ করতেন ব্রহ্মানন্দ রেড্ডীর কাছে—ওয়ালেস মেসেজ পাঠিয়ে যে, না এই রকম কোন কথা বলা হয়নি, মিথ্যা কথা। এখানে এই রকম কথা কেউ বলেনি। এই কথা হচ্ছে না, তা তিনি করবেন না। একটা সার্কুলেটেড টু অল দি মেম্বাস' টু প্রেস ইভেন। নাগরিক থেকে আমাদের সার্টিফিকেট আনতে হবে। নাগরিক পত্রিকা তার কাছ থেকে আমার সার্টিফিকেট আনতে হবে আমরা কংগ্রেসী না কি! আমরা সি, পি, এম, হয়ে গিয়েছি উনি বলছেন। নাগরিক পত্রিকার এডিটর উনার এখন বিশেষ উপদেষ্টা। আজ আমরা সি, পি, এম, হয়েছি কিসের—লাগাতর ধর্মঘটের সমর্থন দিচ্ছি। লাগাতর ধর্মঘট—আমাকে এই সব কথা এখানে রাখতে হচ্ছে এই জন্য—আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। আমরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছি। মুখ্যমন্ত্রীর মত এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি আমাদের গলা কাটতে চান তাহলে আমরা যাব কোথায় ? আমারা যদি জনতার কথা বলতে না পারি—কাল যতীনবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমার ঘরে বসে উনি কেঁদেছেন। আমাকে বলেছেন, ভাই আমি কি করব, আমি পদত্যাগ করব। আমি বলেছি, না না, পদত্যাগ করবেন কি। আমরা পার্টি নিয়ে থাকি, আমরা মানুষের কথা তুলে ধরব। কেন তুলে ধরব না ? যদি জনতার ভোটে আমরা এখানে এসে থাকি, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এসেছেন, সেই জনতার কথা আমরা তুলে ধরব না ? আর বলেছেন উরা কম্যিউনিষ্ট। আমরা আগরতলায় বাস করি না, আমরা মফস্বলের মানুষ, পশ্চাদপদ মফস্বলের মানুষ। সাবরুমের মানুষ অত্যন্ত পশ্চাদপদ। সার্টি-ফিকেট নাগরিকের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা অনুযায়ী। কোথায় কি হচ্ছে তার, এই নাগরিক পত্রিকা জি, আর, এর টাকায় ক্রয় করে আমাদের এলাকাতে বিনা পয়সায় বিতরন করা হচ্ছে। কারণ পাবলিসিটির টাকা নাই। অন্য কোন কাগজ যদি কিনতে না চান তাহলে নাগরিক কাগজ নিতে পারবেন। একমাত্র টাকা আছে জি, আর-এর। লাগাতর ধর্মঘট সম্পর্কে বলছি। লাগাতর ধর্মঘটের যখন নোটিশ হল তারপর আমরা আলোচনা করেছি। আমরা বলছি যে এটা করবেন না। এটা এভয়েড করুন। আপনি কত টাকা দিতে পারবেন দিন, তাহলে মামলা শেষ। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, না না, কিছু না, কোন লাগাতর হবে না, কিছু হবে না। আমরা বার বার বলেছিলাম, আমরা যা দেখছি তাতে আমরা শংকিত হচ্ছি প্রশাসন যদি অচল হয়ে যায় এই মার্চ মাসে, তাহলে খুব অসুবিধা হবে। উনি বললেন, না না কিছু হবে না। আমরাও বিশ্বাস করেছি মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন—আর তার সংগে ঐ যৌথ আছে—যৌথ আছেন মন্ত্রীরা, কর্মচারীরা রাজনীতি করে। কর্মচারীদের নিয়ে মন্ত্রীরা ঘুরছেন। ঐ শৈলেশ বাবুর যৌথ, কার আটা, কার ফেডারেশান এই হচ্ছে অবস্থা। উরা আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে আমাদের ন্যাশনেল ফোস' আছে, কোন ষ্ট্রাইক হবে না—কিসের ষ্ট্রাইক ঐ ২।৪ জন লোকে ষ্ট্রাইক করতে পারে ? আমরাও বিশ্বাস করলাম এবং আমরাও জানি কর্মচারী-দের মধ্যে কারা কারা সি, পি, এম,। আমরা জানি কর্মচারীদের মধ্যে যে সি, পি, এম, নাই

তা নয়, ঐ অন্তর বিশ্বাস আছে, আরও আছে। আমরা জানি তাদের সংখ্যা হচ্ছে ম্যাকসিমাম যদি হয় টোটাল কর্মচারীদের মধ্যে ফিফটিন টু টুয়ান্টি পার্সেণ্ট আর সবাই অন্য কোন রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তারা বাঁচার জন্যই ষ্ট্রাইক করবেন। আমরা বুঝেছি, তার জন্যই আমরা বলাল যে এটা এভয়েড করুন। উনি বললেন যে না আমরা ন্যাশনেল ফোর্স করেছি, ন্যাশলেন ফোর্স দিয়ে আমরা এটাকে শেষ করব। শেষ করবেন ভাল কথা। তারপর হল ধর্মঘট। আপনি জানেন স্যার, এই বিধান সভা চলতে পারছিল না। যদি আপনি বলেন যে বিধান সভা চলছিল ঠিক মত তাহলে আমি বলব যে এটা ঠিক নয়।

কারণ যে কয়জন কর্মচারী ছিলেন এখানে রাত্রিতে এবং ২১ থেকে যদি ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত অ্যাডজর্ণড না হতো তাহলে একজনও সেই দিন থাকতো না। কারণ আমি ওদেরকে তো চিনি। ওরা বলেছে আমাকে যে ওদের বাড়ী থেকে বললো যে চলে এসো। তারপরও বলছে যে প্রশাসন সচল ছিল? হোটেল খোলা হয়েছে। কন্টিজেন্ট অ্যাপয়েন্টমেক দেওয়া হয়েছে। ওরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছে যে প্রশাসন সচল ছিল কিন্তু দেখুন আমরা কাজ করতে পারি নি ষ্ট্রাইকের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ষ্ট্রাইক অ্যাভয়েড করলে না কেন? মেকসিমাম কর্মচারীর সংখ্যা হলো আগরতলায়। আগরতলা শহরে মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত নির্বাচিত হয়েছেন কর্মচারীদের ভোটে বনমালীপুরে। তড়িতবাবু আমার কাছে দুঃখ করে বলেছেন যে কি হবে সাংঘাতিক অবস্থা। তারপর কৃষ্ণদাস বাবু নিজে, এখন তিনি মন্ত্রী হয়েছেন, তার এরিয়াতে এমন কোন বাড়ী আছে যে বাড়ীতে কোন কর্মচারী নেই? এই হচ্ছে আগরতলা শহর। অশোক বাবু বলেছেন যে আগামীতে আমি আর জিততে পারবো না, অসম্ভব, মুখ্যমন্ত্রী যদি এই করেন। আমরা ট্র্যাটমেন্ট করলাম। কর্মচারীদের স্বার্থ দেখার দায়িত্ব হচ্ছে গভর্ণমেন্টের। কর্মচারীদের যে অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগ সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি যে অভিযোগগুলি কি কি জানেন? হ্যাঁ, জানি অভিযোগগুলি ঠিক। হ্যাঁ ঠিক। তাহলে পূরণ করছেন না কেন? তারপর বললেন, আমরা এইগুলি দেখছি ইত্যাদি। যৌথ কর্মচারীরা বলেছে যে লাগাতর করবো। কিন্তু লাগাতর করেনি কেন? কেবল মার্চ মাস বলে তারা লাগাতরে যায়নি। তা না হলে তারাও লাগাতরে যেতো। এপ্রিল মাস হলে করতো। তারা ট্র্যাটমেন্ট করেছে। তাহলে কি হয় কর্মচারীদে যদি ন্যায় সংগত দাবীদাওয়া হয় সেইটা পূরণের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের। সেই গভর্ণমেন্ট যদি সেই দাবী-দাওয়া পুরণের কোন আশ্বাস না দেন, এক পে কমিশনের কথা বলা হয়েছে, পে কমিশনে কি আছে? মিনিমাম ওয়েজের ক্ষেত্রে কি বলেছেন? ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের সংগে তুলনা হয় নি। বলছে ইউরোপ আমেরিকার কথা, ক্লাশ ফোর অ্যাম্প্লয়িদের কথা বলেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মিনিমাম ওয়েজ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশী। আমি পড়ছি—The existing total minimum emoluments of the lowest category of the Government servants also compare quite favourably with the minimum wages fixed under the minimum wages act. The minimum wages fixed under the minimum wages act in Tripura was Rs. 4/- per day for male Chowkider. Similarly, it compares favourably with the average earning of industrial workers in Tripura under the minimum wages act. The avarage earnings of workers in the bidi

making industry in Tripura under this Act was Rs. 3. 20 paise per day. The The existing earnings of lowest category Government servant also compare favourably with the level of Agricultural wages in Tripura. Agricultural wages in Tripura in 1974 was Rs. 2. 25 paise per day for male workers in the plantation Industry. Thus if a person is to be paid at least as much as he could earn in some alternative employment the lowest categoıy of Government servants have no ground whatsoever for making any complaint about the inadequacy of remuneration. By and large they are much better of than their counterparts in outside employment. বুঝুন তিন টাকা যখন ওরা পাচ্ছে, বেতন মেকসিমাম ৪ টাকা বেশী কিছু নয় সেখানে ওদের যে বেতন তা অনেক বেশী। এই গেল এক মন্তব্য। আরেক মন্তব্যে বলেছে যে দেশে তো প্রডাকশান খুব কম, কেউ খেতে পায় না। ভিটামিন জাতীয় পদার্থ তো বড় মানুষরাই পায় না, ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়িরা কি করবে? ত্রিপুরাতে ২০ পার্সেণ্ট হচ্ছে ক্লাশ ফোর এ্যমপ্লয়িজ এই মিনিমাম ওয়েজের মধ্যে যারা পড়বে, এত লোক ইউরোপ আমেরিকা সব বড় বড় দেশ তারাও চিন্তা করতে পারেনা যে আর্দালী থাকবে, পিওন থাকবে, চাপরাশী থাকবে। সুতরাং গভর্ণমেন্টের উচিত সেই রকম দেওয়া। আরেকটা জায়গায় বলেছে যে It may not be out of place to mention in this connection that all over the world the modern trend is towards joint earning by husband and wives and against the traditional concept of the entire family being dependent upon the income of a single bread earner. Even in India this trend is unmistakable at least among the middle class people. In the rural areas, as a rule in peasant's families the women too take their due share in agricultural work. Thus there is no reason why the wives of the Class IV employees should not also try supplement the family income by doing some useful work whether at home or outside. If the standard of living of the category of the Government servants is to be raised appreciably all adult members of their family must do their best to increase the size of the cake as is being done increasingly in middle class families and in rural areas. তার মানে কি? এইটার অর্থ কি? ওরা কোথায় যাবে চাকুরী নিতে? সরকারের তো কিছু নেই। আমাদের একটি মাত্র ইণ্ডাস্ত্রী হচ্ছে সরকারী চাকুরী। সরকারী চাকুরীতে ওরা বলেছেন যে ক্লাশ ফোর ছাঁটাই করে দেওয়া উচিত। কারণ ইউরোপে নেই, এইটা চিন্তা করতে পারে না, ইউরোপে পিওনের কথা চিন্তা করতে পারে না, এইটা যেন আমেরিকার একটা ষ্ট্যাট। সেই পে কমিশনের সম্বন্ধে শৈলেশ বাবু বলেছিলেন, তিনি একজন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, উনি বলেছেন যে এইটা একেবারে বাজে হয়েছে তার জন্য সময় নিচ্ছে। সত্যি কি না? এইটা বাজেট? এইটা হয় নি এই জন্য আমাদের সময় নিচ্ছে। এইটা আমরা ভালভাবে দেখে শুনে নীতিটা স্কেলটা কি হবে সেইটা ঠিক করতে হবে। কর্মচারীদের যে দাবী দাওয়া ছিল সেই দাবীদাওয়া সম্পর্কে যদি সরকার সচেতন হতেন তা হলে হয়তো লাগাতর ধর্মঘট হতো না। আর ধর্মঘট যদি না হতো তাহলে আমাদের ষ্ট্যাটমেণ্ট করতে হতো না এবং সরকারের প্রশাসনও অচল হতো না। শেষে আবার আমাদের একটা ষ্ট্যাটমেণ্ট করে বলতে হতো না যে তোমরা এই কর দয়া করে। আমরা দয়া করে করতে বলেছি। এক সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে রেলওয়ে ষ্ট্রাইক যেভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল সেইভাবে আমরা এই

ধর্ম্মঘটের মোকাবিলা করবো। ভাল কথা। কিন্তু রেলওয়ে ষ্ট্রাইকের সময়েতো সরকারকে দুবার আলোচনায় বসতে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আমি আলোচনায় বসবো না। কার সংগে আলোচনায় বসবো? আমরা বলেছি আমাদের সংগে আলোচনায় বসুন। আমরা ওদের কাছে বলবো। আমরাও তো জনতার প্রতিনিধি, আমাদের সংগে কি প্রেসটিজ নেই? তিনি বললেন, না না কিছু দরকার নেই। শুধু রেলওয়ে ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে যদি আমরা দেখি তাহলে কি দেখতে হবে? কি রকম অত্যাচার তাদের উপর করা হয়েছিল? আমি দেখেছি আগরতলা সহরে জন-বিক্ষোভ। গণ-বিক্ষোভ। আমাদের কংগ্রেসী ওয়ার্কাররা আমাকে বলেছেন, এখানকার কর্ম্মচারীরা আমাকে বলেছেন অবশ্য কয়েকজনকে বাদ দিয়ে। "সর্ব্বনাশ, কি সাংঘাতিক অবস্থা। যদি কোন অ্যাকশান নেওয়া হয় তাহলে প্রত্যেকটা ফেমিলি অ্যাফেক্টেড হবে। যদি এই ষ্ট্রাইকে কোন অ্যাকশান নেওয়া হয়।" আমরা ভোট দেই, তাই ওরা ভোট পেয়ে আসেন তাহলে এটার মীমাংসা হতে হবে। কারণ তারা কংগ্রেসী নয়, সি, পি, এম, নয়। আমি ষ্টেটমেন্ট করেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, মুখ্যমন্ত্রী আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন যে এটা আমি দেখব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা রাখলেন না। তিনি পরে যে ২৩ টাকা, ৬০ টাকা দেবার কথা বলেছেন সেটা যদি প্রথমেই বলতেন, যদি ১৮ তারিখে বলতেন তাহলে ষ্ট্রাইক হত না। কিন্তু তিনি বললেন না। কারণ নিরাপদ বাবু রিপোর্ট দিয়েছেন। এক জন আই, বি, অফিসার আমাকে বলেছেন যে নিরাপদ বাবুর রিপোর্ট সম্পর্কে যে ওটা ষ্টালিন রিপোর্ট। ষ্টালিন নাকি চাইতেন যে উনি যেভাবে চাইতেন সেই ভাবে রাজ্যের মানুষকে, সেই ভাবে রাজ্য চলুক। সেই ভাবেই তার কাছে রিপোর্ট আসতো। কারো দুঃখ নেই, কারো বিক্ষোভ নেই এই ধরণের রিপোর্ট আসতো। ঠিক এখানেও সেরকম হয়েছে। ঐ নিরাপদ বাবুরা বলেছেন যে ষ্ট্রাইক হবে না, সব ঠিক আছে। তাতেই তিনি আমাদের কথায় কান দিলেন না। আমরা এম, এল, এরা যে বললাম তাতে কান দিলেন না। মন্ত্রীরা বলেছেন তাতেও কান দিলেন না। তার পরে এই ঘটনা হয়েছে। তারপরে আমাদের বলা হয় যে আমরা সি, পি, এম,। দিল্লীতে রিপোর্ট গেল আমরা সি, পি, এম, হয়ে গেছি। আমরা যদি একটা কথা বলি তাতেও আমরা সি, পি, এম, হয়ে গেলাম। এম, এল, এদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এম, এল, এ, হোষ্টেল থেকে, নট মেলার মাঠ, সেটা বলা হলেও বলা হবে আমরা বিরোধী। আমার ঘরের চারিদিকে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলো, মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম তাতেও আমি বিরোধী। এম, এল, এ, হোষ্টেলের চারিদিকে কেন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে? এটা কোন দেশের আইন? আমি এরকম তো কোথাও শুনি নাই। আমাদের হাউসে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড বলে কোন জিনিস নাই। সব আই, বি'র লোক? আই, বি, এর টাকাতে, পুলিশের টাকাতে তারা এখানে আছে। যদি সোমবারের মধ্যে আপনি এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা না নেন তাহলে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ড লোকোর ব্যবস্থা আমি করব। আই, বি, এর লোক এখানে থাকতে পারে না। পার্লামেন্টের নিয়ম কানুন দেখুন। কিভাবে কি হয় তা দেখুন। সরকারকে বলতে বলুন সিক্যুউরিটির লোক, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোক রাখুন। ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোক কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই ভিজিটরস গ্যালারিতে আছে আই, বি, এর লোক। এখানে

যারা দাঁড়িয়ে আছে আই-বি লোক। কেন? কি করে দাঁড়িয়ে থাকে? কি দরকার তাদের এখানে? এটা কি বিধানসভা না আই, বি'র সভা? আই, বি'র সভা বলে কি এখানে আই, বি'র লোক দাঁড়িয়ে আছে? আপনি একবার দেখুন কেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি জানেন একজন আই, বি,এর লোক আমাকে কর্ণফার্ম করছে বিধানসভায় আসবার সময়ে। ইউনিফর্ম ধারী পুলিশ। এই ইউনিফর্মধারী পুলিশ বাইরে থাকতে পারে, গেটে দাঁড়াক। কিন্তু ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের কাজ করবে কারা? এখানে কোথায় আছে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা? কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রতিটি গেটে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে, চেক করবে। আর এখানে কিনা আই, বি, এর লোক দাঁড়িয়ে থাকে। আমি জানি, ভদ্রলোককে আমি চিনি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কি করে আপনি এখানে এসেছেন? উনি বলেছেন যে অর্ডার পেয়ে এসেছেন। আমি চাই এমন একটা জিনিস থাকুক, অন্ততঃ এখানে এই জিনিসটা মুখ্যমন্ত্রীর নয়, এটা আপনার চিন্তা করার কথা, মুখ্যমন্ত্রীর নয়। আপনি এ ব্যাপারে অর্ডার দিন। অর্ডার ইজ অর্ডার।

যা বলছিলাম বাজেট পাশ হবে না কেন? দিল্লি থেকে ফরমান এল তোমরা নাকি বাজেট পাশ করাতে চাচ্ছ না? আমরা অবাক হয়ে গেলাম। অর্থাৎ আমাদের লোক চক্ষের কাছে হেয় করার চেষ্টা চলছে। আমাদের দাবী হল কংগ্রেসী মেম্বার আমরা, আমরা কেন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা দ্বারা উত্থাপিত বাজেটকে সমর্থন করব না? কিন্তু দিল্লিতে এরকমই বলা হয়েছে। যার জন্য ফরমান এসেছে। গভর্ণমেন্টের বাজেটকে আমরা কেন সমর্থন করব না? কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীই এমন করেছেন এটা আমরা বুঝতে পারি। সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের। খুবই দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা আজকে এত বছর ধরে কংগ্রেসী করছি কিন্তু তিনি আমাদের কথা বিশ্বাস না করে বিশ্বাস করছেন পুলিশের কিছু লোকের কথা। উনিও এ ব্যাপারে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন। আমরা জানি যে উনি নিজে মাঝখানে চলে গিয়েছিলেন কংগ্রেস ছেড়ে। গিয়ে সি, পি, এম, এর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করলেন। তারপরে এবার তিনি উগ্র সি, পি, এম, বিরোধী। উগ্র গণতন্ত্র রক্ষক। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। তারপরে তাদের আজকে জেলে ঢুকানো হচ্ছে। আইন আছে? এইভাবে ইতিহাস করছে। স্যার, এইসব কথা কি? এইসব কি লিখছে কাগজে? কি লিখেছে এই নাগরিক? কি লিখেছে স্যার, এইসব কথা? দেখুন আপনি? দেখেছেন? আপনি তো কিছুই দেখেন না। এটা আপনার দেখা উচিত। সে বলেছে—অর্থাৎ নাগরিক লিখেছে সেদিনের ঘটনা। বলছি স্যার; "যে আজ প্রথম প্রশ্ন ছিল কালীপদ ব্যানার্জীর। শ্রী ব্যানার্জী উপ-উপাধ্যক্ষকে বিরোধীদের বক্তব্য শোনার অনুরোধ করেন। এই যে উপাধ্যক্ষের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে শ্রী ব্যানার্জী বিরোধী দলের প্রশ্ন উত্থাপনের পর তাদের প্রস্তাব উত্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে তাকে বললেন, বসে পড়ুন।" অর্থাৎ আমিও সি, পি, এম, হয়ে গেলাম। এমন কি আমাকে বাদ দিয়েছে? উপাধ্যক্ষের কোন অধিকার আছে আমি যদি একটা সাজেশান রাখি, তিনি শুনবেন না? তিনি বলেছিলেন, আগে প্রশ্ন হয়ে যাক তারপরে তিনি শুনবেন। আর এখানে উপাধ্যক্ষের রুলিংকে এই ভাবে ছাপানো হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন আজকে? ওরা বসে থাকে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন সেইটাই লিখে তাই আজকে আপনার সম্বন্ধে এই কথা লিখতে সাহস পায়। আপনি যে রুলিং

দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি বলেছিলেন যে ''প্রশ্ন উত্তরের পর আমি শুনব''। কিন্তু ওরা বলব যে না, উনি শুনেন নি। অর্থাৎ আপনি আমার কথা শুনেন নি। আপনি চেয়ারে বসে আমাদের এই সভার প্রিসাইডিং অফিসার। কিন্তু আমরা না থাকলে প্রিসাইডিং অফিসাররা কি করবেন? আপনার চেম্বার আছে। একবার আমাদের স্পীকার সম্বন্ধে এক মন্তব্য করাতে আমি প্রিভিলাইজ মোশন দিয়েছিলাম। আমি একজন নয়, ৪/৫ জন মেম্বার নাগরিকের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ১০/১২ দিন আগে বলা হয়েছে। কিন্তু এখনোও এলো না। ৮ তারিখে দিয়েছিলাম, আজকে ২৪ তারিখ। আমি বললাম যে স্পীকারের দায়িত্ব সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে এই অভিযোগের যদি প্রতিকার না করা হয় তাহলে কি হবে? এই মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন, যেভাবে বলছেন সেইভাবেই হচ্ছে। সুতরাং আপনার সম্মানবোধ নেই কিন্তু মেম্বার হিসাবে আমাদের সম্মান বোধ আছে। এই নাগরিকের বিরুদ্ধে সেদিন আমি এনেছি অভিযোগ, আজকে আমাদের মেম্বাররাও এনেছেন। আমি বলছি যে এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে রেফার করুন। ওদের সার্টিফিকেট নিয়ে কি আমাদের কংগ্রেসী করতে হবে? মুখ্যমন্ত্রীর সার্টিফিকেট নিয়ে আমাদের কংগ্রেসী করতে হবে? কারা কারা আজকে এই বিক্ষোভ করছে না? অফিসাররা আন্দোলন করছেন না? আমাদের কাছে তারা তাদের দাবী—সনদ দিয়েছে। কলেজের মাষ্টার মহাশয়রা করেছেন? তাদের এটা অবশ্য এখন মেনে নেয়া হয়েছে। বেসিক ট্রেনিং-এর শিক্ষকরা, বি. টি. কলেজের শিক্ষকদের ক্ষোভ আছে না? তারা বলছেন না যে আমরা কেন পাব না? কত সংবাদের আছে ক্ষোভ। কেন, মন্ত্রীদের ক্ষোভ নেই? ক্ষোভ যদি পূরণ না হয় তাহলে বিক্ষোভ আসবেই। ষ্ট্রাইকতো করবেই তারা, আপনারা করতে দিচ্ছেন কেন? ইঞ্জিনীয়ারদের ক্ষোভ, ডাক্তারদের ক্ষোভ। আর ক্লাশ থ্রি, ক্লাস ফোর ক্লাস এম্প্লয়ী নন-গেজেটেড কর্মচারী তারা ষ্ট্রাইক করলেই সব কম্যুনিষ্ট। সুতরাং এভাবে চলে না, চলতে দেওয়া যায় না। হয় বিধানসভা বিধানসভার মত চলুক, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গভর্ণমেন্ট চলুক অথবা এর থেকে যদি এদিক ওদিক হয় তাহলে পড়ে যেতে বাধ্য। আজ হোক কাল হোক পড়ে যেতে বাধ্য। এ রাজ্যে কি হচ্ছে? আই, এ, এস, অফিসার আমদানি হচ্ছে। ওদের বেশী টাকা দিতে হবে। সেই সময়ে টাকার কোন অভাব হয় না। এই চীফ সেক্রেটারীকে সরিয়ে আর একজন চীফ সেক্রেটারীকে আনতে হবে। তার জন্য এডভাইসর টু দি গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, হেড কোয়ার্টার নিউ দিল্লী, চমৎকার ব্যাপার। সিটি এলাউন্স ও অন্যান্য এলাউন্স দিয়ে সিংঘল সাহেবকে এডভাইসার টু দি গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা, হেড কোয়ার্টার নিউ দিল্লী করা হয়েছে। কি এডভাইস দেবেন তিনি নিউ দিল্লী থেকে? উত্তর দেন। বলুন, করতে হবে করেছি। রিটায়ার করার পরে একজন অফিসারকে প্রমোশন দিতে হবে, দিয়েছি। একটা অফিসারের আয়ুসকাল ফুরিয়ে গেছে তাও তাকে প্রমোশন দিতে হবে। আর যে আয়ুসকালের মধ্যে প্রমোশন পেলো না, তার কি হোল, তিনি শেষে প্রমোশন না পেয়ে মারা গেলেন। আর সেখানে রি-এমপ্লয়মেন্ট না করে প্রমোশন দেওয়া হোল। অন্যান্য অফিসাররা অসন্তোষ প্রকাশ করবে না কেন বলুন, বলুন কেন করবে না। ওদের সি, এ,দের জন্য বেতন বাড়াতে কোন অসুবিধা হয় না। সেক্রেটারীয়েট ষ্টাফদের সেদিন একবার বেতন বাড়ালো

আবার ছয়জন পি, এ,কে বেতন বাড়ালো। কোন আইনে? সেখানে কোন অসুবিধা হয় না। সেখানে এক চক্ষু হরিণ। আপনারা মাষ্টারদের বেলায় পারেন না, যৌথদের বেলায় পারেন না, ফেডারেশানদের বেলায় পারেন না, কারণ ওরা কম্যুনিষ্ট। এগুলি আমরা সবস্তরে দেখেছি। অফিসারদের সম্বন্ধে কোন কথা নয়, অফিসারদের সংগে আমার কোন বিরোধীতা নেই, প্রত্যেক অফিসারের সংগে আমার ভাল ভাব আছে। কিন্তু আমি বলছি একটা, নিয়মের কথা একটা নীতির কথা। নীতি বিসর্জ'ন দিয়ে গভর্ণমেন্ট কি করে চলে? কোন নীতিতে আপনারা ছয়জন পি, এর বেতন বাড়িয়ে দিলেন? পি, এ মানে ষ্টেনো ওরা কতকটা ওভার টাইম পায়? আপনারা তো বলেন ওভারটাইম বন্ধ করবো ইত্যাদি ইত্যাদি...। মন্ত্রী মহোদয়দের দপ্তরে যে লোক আছে তারা কতটাকা ওভার টাইম পায়? তারা দিবারাত্র ২৪ ঘন্টা ওভার টাইম পায়। তাদের বেলায় কোন কথা উঠে না, কথা ওঠে যখন ওরা চায়। আর ওরা কম্যুনিষ্ট। ওরাই আপনাদের ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে আর ওরাই কমুনিষ্ট। আমি আপনা-দের দলের লোক, আমি কম্যুনিষ্ট। আমি যদি কম্যুনিষ্ট হতাম তবে ওরা কি? আমার কি অপরাধ, না আমি ন্যায্য কথা বলেছি বলে। আমার এই ষ্টেটমেন্টটা পড়লাম। আমি আগর-তলা লোকেদের কম চিনি। আমার কাছে এই লাগা ভরের সময় এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে সে কথা পার্টি মিটিংএ বলেছি। হ্যাঁ, মশায় আপনি নাকি ন্যায্য কথা বলেন, আমি বললাম কি হয়েছে? আরে মশায়, রাস্তায় রাস্তায় সি, আর, পি বসিয়েছেন আমাদের এই অঞ্চলের মেয়েরা বেরোতে পারে না। আমিও কাগজে দেখেছি এবং পড়েছি। আমি মেম্বারদের সংগে কথা বললাম। আজকে যারা মন্ত্রী হয়েছেন তারাও আমার সংগে ছিলেন এই ষ্টেটমেন্ট করার জন্য। ষ্টেটমেন্ট তাড়াতাড়ি শেষ করুন। যেই আমি ষ্টেটমেন্ট শেষ করতে গেলাম অমনি আমি কম্যুনিষ্ট...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার এক ঘন্টা হয়েছে...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি আরও এক ঘন্টা বলবো। আমার আরও অনেক বলার আছে, আমার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, আমি বলবো।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— না না, সবাই বলবে তো।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সুতরাং ন্যায্য কথা বলি, মানুষ খেতে পায় না। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গিয়ে বলতে পারেন টাকা নেই পয়সা নেই, ১২ লক্ষ লোক কি অবস্থায় আছে। তখন আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বললাম, চলুন আমরা দিল্লী গিয়ে টাকা চাই। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, দিল্লী ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। তিনি যখন এই কথা আমাকে এম, এল, এ হোষ্টেলে বললেন, আমি বললাম হাউসে বলুন না। কেন হাউসে এ কথা বলা যাবে না, দরকার হয় চলুন না দিল্লী। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। কি ভয় কি জানি। ভয় হয়ে গেল তাঁর। আপনারা তো পারেননি টাকা আনতে। গত বছর প্ল্যানিং এলোকেশানে দেখুন ত্রিপুরার ১১ কোটি টাকা ছিল। এবার ১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন, প্রচুর হয়েছে আমাদের। মনিপুর পেয়েছে ১৪ কোটি টাকা। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা তাদের থেকে কিছু কম? মেঘালয়

পেয়েছে ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, তাদের লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। নাগাল্যাণ্ড পেয়েছে ১৫ কোটি ২৪ লক্ষ। তাদের লোক সংখ্যা কত ? আর সব চাইতে গরীব হচ্ছে ত্রিপুরার লোক এমনকি মেঘালয়ের ও মণিপুরের চাইতেও গরীব। ওদের হিসাব মতে তারা বলছে এবাউট ৭০ পারসেণ্ট লোক প্রোভার্টি লেভেলের নীচে। আর সেই রাজ্যের জন্য ১২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, আর তাতেই খুশি। আর অন্য রাজ্যে কেন বেশী পাচ্ছে ? অন্য রাজ্যের দরবার আছে, অন্য রাজ্যের মন্ত্রীরা দরবার করেন, তারা টাকা চান। তাদের এম, এল'দের টিম আছে এবং সেই সমস্ত টিম ঐ সমস্ত রাজ্যে থেকে গেছে। আর এরাতো আমাদের বলেই না এমন কি যে প্ল্যানিং বোর্ডের আমি একজন অধম মেম্বার, আমি মুখ্য মন্ত্রীকে বলেছিলাম, চলুন আমরা দিল্লী যাই, আপনি কথা বলুন, আপনার মুখ চেয়ে আমরা আছি। আপনিতো মুখ্য মন্ত্রী, আপনার থেকে আমি বেশী বললে অসুবিধা আছে। আপনার থেকে বেশী কেউ বলবে না। আপনি চলুন, আমরা আপনার পেছনে থাকবো। এর মধ্যে ওদের ২ জন মন্ত্রী এলো আর তিন জন মাত্র এম, এল, এ এলো। ১২ কোটি টাকা নিয়ে ওরা খুব খুশি। তাহলে এ রাজ্যের উন্নতির কি করে হবে ? যার জন্য ১২ লক্ষ্য মানুষ আজ উপবাসী। মানুষ মরছে, ষ্টারভেশান ডেথ আজ প্রতিদিনের ঘটনা। মিছিল চলছে, কঙ্কালের মিছিলের মত। সেদিন আমি যখন বাড়ী যাই তখন সেখানে আমি দেখেছি মানুষের কি অবস্থা। যাদের ৪/৫ কানি জমি আছে তারাও আজকে কাজ চায়। ঘরে কোন খাবার নেই তাদের প্রত্যেকের এলাকায় দেখুন, আমার এলাকায় চলুন। আগরতলা শহরে তো দেখছি মরছে। কালকে আমাকে একজন সাংবাদিক বন্ধু বললেন বটতলায় বাজার করতে গিয়ে একজন লোক মারা গিয়েছে। মৃতদেহ নেওয়ার লোক নেই। বাইরে থেকে লোক এসে আগরতলা শহরে মরছে। দেখছি রাস্তায় রাস্তায় লোক ভিক্ষার জন্য ঘুরছে। এ অবস্থা তো আগে দেখিনি। তাহলে আমাদের অগ্রগতি কিছুই হয়নি। মুখ্য মন্ত্রী দিল্লীতে প্রেসের কাছে বক্তব্য রেখেছেন এই ১২ লক্ষ লোক আজ এফেকটেড। এটা আমরা বস্তুত বাস্তবে দেখেছি। অতএব ৩/৪ মাস কাজ দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই কাজ দেওয়ার কথা যদি আমি বলি তাহলে আমার উপরে নাকি লাঠিপেটা হবে। সি, আর, পি, নাকি কিছু করে না, সি, আর, পি'রা সব বৈষ্ণব। সেই তদন্ত সম্বন্ধে কটাক্ষ করছেন, এটা নাগরিক অধিকারের বাইরে, এটা মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য করেন না। আমার বলার অধিকার ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে মন্ত্রী দিয়ে তদন্ত করা যায় না। তাহলে আপনি নিজে তদন্ত করুন। মিনিষ্টার দিয়ে তদন্ত করা যায় না আপনি বলছেন কিন্তু মিনিষ্টাররা কি ভাবে তদন্ত করে সেটা আমি বুঝিয়ে দেব। এই ব্যাপারে রুলস ও অন্যান্য প্রসিডিওর কি কি আছে তা আমি নেকষ্ট বিধানসভা সেশানে দেখিয়ে দেব। আজকে আমি কাগজ পত্র নিয়ে আসিনি। যদি বলি সি, আর, পি, মেরেছে, তা আমিও দেখিনি, আপনিও দেখেননি যাদের মেরেছে, তাদের অনেকে আমাকে ভোট দিয়েছে, ইলেকশানে তারা আমার জন্য খেটেছে। আমার দায়িত্ব আছে ওদেরে জন্য বলার। আমার দুঃখ হয় তাদের কথা শুনে। তখন মুখ্যমন্ত্রী সি, আর, পি, সম্বন্ধে তদন্ত করতে চান না, উনি সি, আর, পি, দিয়ে এ রাজ্য চালাতে চান। সুতরাং এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, নিশিদা থাকলে উনি যা বলতেন এ ব্যাপারে আমি তা আপনাদের বলতে পারবো না। উনি যদি আজকে

থাকতেন তাহলে আজকে বুঝতে পারতেন, আমরাতো অত বলতে পারি না। বলে হ্যাঁ, এইরকম শুনেছি। আমি ষ্টেটমেন্ট করেছিলাম, সেই ষ্টেটমেন্ট আমি দেখলাম, ষ্টেটমেন্ট করেছি এই বলে যে ভাল কথা প্রেস রিলিজের এই কোটেশান। সেখানে আমাদের চিহ্নিত করেছে উনি, যে এরা কম্যুনিষ্ট। যদি তিনি আমাদের তা বলেন দুর্ভাগ্য এটা। তাহলে আমরা জনতার কথা বলতে এসেছি আমরা জনতার কথা বলে যাব। আজকে পার্টির কথা যে বলছি, বলতাম না যদি অন্য কোন ফোরামে বলার সুযোগ পেতাম। কিন্তু এই ভাবে যখন আমাদের চিহ্নিত করা হয়েছে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাছে, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির যে চিঠি সেটা তিনি জানেন যে আমি ভুলি নি। সেটাও তিনি সার্কুলেট্‌ করেছেন এবং নাগরিককে দিয়ে লিখিয়েছেন যে এই হয়েছে। এই তো হচ্ছে। আমার কাছে ডি, কে বরুয়ার চিঠি এসেছে। কি করে নাগরিক পেল? (শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—সকলের কাছেই চিঠি এসেছে) কিন্তু কি করে পেল নাগরিক এই চিঠি? আবার সরকারী কর্মচারীদের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন। এই খানে এই দরদ, আবার সেখানে অন্য দরদ। মানুষ না খেয়ে মরছে। সেই মানুষকে যদি আপনারা বাঁচাতে না পারেন, সেখানে যদি আপনারা রাজনীতি করেন, সেই মানুষের টাকা দিয়ে যদি আপনারা জি, আর, এর জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে তা না দিয়ে যদি সেটা লাগাতর ভাঙ্গাবার জন্য খরচ করেন, আমার কাছে এই অভিযোগ এসেছে, আমি শুনেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই অভিযোগ সম্পর্কে আমি বলেছি। আমি জানি না সত্যি কতটুকু। আমি শুনেছি। তাহলে পাবলিসিটি কোথা থেকে টাকা পেয়েছে পাবলিসিটি যে এত টাকা খরচ করে ওদের ধরে রাখার জন্য, হোটেল থেকে ভাত খাওয়াবার জন্য রেষ্টুরেন্ট থেকে মাংস আনার জন্য টাকা খরচ করল, এই টাকা কোথায় পেয়েছ। সেটা জি, আর, এর টাকা থেকে। না হলে মার্চ মাসে জি, আর, এর টাকা খরচ করার কি দরকার ছিল? কেন মার্চ মাসে কোথায় আপনারা ৩ লক্ষ টাকা করে কোন্ ডি, এম, কে টাকা দিয়েছেন? কোথায় ডি, এম, সেই টাকা পেয়েছে? আমার সাউথের ডি, এম, কোথায় টাকা খরচ করেছে, কত টাকা, কি পারপাসে প্রত্যেকটার হিসাব আমি চাই। তা না হলে আমাদের মনের সন্দেহ নিরসন হবে না। আপনারা লাগাতর ভাঙ্গানোর জন্য কিছু লোককে টাকা দিয়েছেন, জি, আর, এর টাকা। কিছু পেটোয়া কর্মচারীকে অফিসে রেখেছেন, দিন রাত রেখেছেন, খাবার নিয়েছেন জি, আর, এর টাকায়, মিছিল করিয়েছেন জি, আর, এর টাকায়। এই অভিযোগ আমার কাছে আছে। এখানে এই বাজেটে ওরা বলেছে, কৃষির ব্যাপারে বলেছেন। তুলার এ্যাচিভমেন্ট। কৃষি দপ্তর কোথায় তুলা চাষ করে? তুলা কোথায় চাষ করে কৃষি দপ্তর? কৃষি দপ্তরের এ্যাচিভমেন্ট দেখাতে গিয়ে তুলা দেখাতে হয় এই তুলা কোথায় চাষ হয়? জুমগুলি কৃষি দপ্তরের? এ্যাচিভমেন্ট দেখান। তা র প র দেখুন বাজেটে খাদ্য সম্বন্ধে কোন কথা নেই। কত খাদ্য আমাদের দরকার, কত পাব, কোথা থেকে পাব, কিভাবে পাব কিছুই নাই। চাউল উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৩,২৫,০০০ মেট্রিক টন। আগামী বছরের লক্ষ্য ৩,৩২,০০০ মেট্রিক টন। কোথায় গেল এই চাউল, কই? আর খাদ্য কত দরকার, সেদিন যখন আমরা ডিসকাশন এনেছিলাম, তড়িতবাবু খাদ্য মন্ত্রী বলতে পারেন চাহিদা কত,

আছে কত, ঘাটতি কত এবং বলেন ১২ লক্ষ লোকের রেশন কার্ড আছে। আর বলেন অফটেক কত হয় রেশন শপ থেকে। রেশন শপে চাউল গেলে তো রেশন পাবে। রেশন শপে যদি চাউল না যায় তাহলে লোকে পাবে কোথা থেকে? তাহলে আমার জানতে হবে এই আমার রিকোয়ারমেন্ট, এই হার, এত পরিমাণ আমার গোদামে আছে। কোন তথ্য নেই। কত খাদ্য দরকার এই তথ্য নেই। আমার কাছে যে হিসাব সেই হিসাবে গ্রামাঞ্চলের রেশন শপগুলিতে চাল যায় না, গম যায় না, আটা যায় না। এস, ডি, ও,রা বলছেন কি করব আস্তে আস্তে দিতে বলেছেন। ১২ লক্ষ লোকের রেশন কার্ড---এইসব আজগুবি কথা বলার অর্থ কি? আমাদের বোকা পেয়েছেন? ১২ লক্ষ লোকের রেশন কার্ড ১৮ লক্ষ লোককে ভাত দেয়। তথ্য এমন তথ্য যে একেবারে বাস্তব কথা। গভর্ণমেন্ট দিতে পারে না। আমার নাই। আমার এখানে খরা হয়েছে। গত বছর কৃষিমন্ত্রী নিজে ষ্টেটমেন্ট করেছেন খরা হয়েছে। প্রথমে কৃষি-বাবু বলেছেন যে এই অবস্থা, সাংঘাতিক অবস্থা। গত বছর কেন হয় নি? অতিরিক্ত বৃষ্টি-পাতের দরুণ, সরকারের বক্তব্য অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য, বেশী বৃষ্টির জন্য ধান হয় নি। আর এখানে বলেছেন টারগেট যা আচিভমেন্ট তাই। তাহলে কোন্‌টা সত্যি? এইগুলি ওরা দেখেন নি, এখন দেখা যায়। এখন ওরা বলতেও পারেন না যে এইসব কথা এখানে আছে। নৃপেনবাবু তো ফাইল দেখে বলে দেন যে যারা দেখিয়েছে সেটা ঠিক দেখায় নি। দুর্নীতির অভিযোগের অস্বীকার নেই। সত্যি নয়, এই কথা বলেন নি। বলেন ফাইল নাই। আমি তো আপনাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছি না। আমি যে হিসাব আপনারা দিচ্ছেন সেই হিসাব যে একটা ডাহা বাজে কথা এবং ধাপ্পা দেওয়ার জন্য তথ্য সেটাই বলছি। কারণ কি? গত বছর যদি ভাল ফসল হয়ে থাকে, সংগ্রহ যাই করুন, আমি আজকে যদিও বলেছি নরম্যাল লেভিকে সমর্থন করি, লেভিকেও সমর্থন করি, কারণ সেটা আমি আগেও বলেছি, আজকে অন্য কথা বলছি বলে নীতিগতভাবে যেটা আমি বিশ্বাস করি আমি এখনও বলি। কিন্তু পুলিশী টর্চার যেটা হয়েছে সেজন্য বিচার করতে পারবেন না আপনারা। লোকের অভাবের কথা, দুঃখের কথা, তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছি, এর চেয়ে বড় আদালত আর কোথায় আছে? সবচেয়ে বড় কথা হয়েছে এটা। সেখানেও আপনারা বলবেন আমরা পারি না। আপনি যে সিদ্ধ করা ধান নিয়ে এসেছেন এটা ভাল হয় নি। তাও তো বলতে পারতেন যে সিদ্ধ করা ধান আনা উচিত হয় নি। না, তাও বলবেন না। বলছেন আমি তদন্ত করতে পারি না। বিধানসভার বাইরে হলে হয়, বিধানসভার ভিতরে হলে হয় না। তাহলে বিধানসভাটা কিসের জন্য? তাহলে এই বাজেট বিধানসভার বাইরে পাশ করালেই হয়, বিধানসভায় কেন? আপনারা ঘন ঘন আইন বানাতে পারেন, আপনাদের দৃষ্টিভংগীর এই-রকম পরিবর্তন হয়ে যায়। এই অস্বচ্ছ দৃষ্টিভংগীতে এটা হয়। আপনাদের মত লোক, তড়িত-বাবুর মত লোক, কৃষ্ণদাস বাবুর মত লোকের যদি এইরকম দৃষ্টিভংগী হয়, তাহলে এটা দুঃখের কথা। সুতরাং আমরা কিছুই না করতে পারি বাহবা নেওয়ার কথা বলি। রূপকারেরা যে রূপরাজ্যের কথা ছেড়েছেন, যে কারণে দিল্লীতে তিনি এই কথা বলেছেন, তিনি এই কথা চিন্তা করতে পারেন নি যে দিল্লীর বা বাইরের কাগজগুলিকে খুশী রাখার জন্য তারা কি কি করেন, কিভাবে বিজ্ঞাপন দেন, সুখী ত্রিপুরার ছবি। সুখময়বাবুর আর্টিকল অমৃতবাজারে

মন্তবড় লিখেছে। সেই টারগেট কি, আমরা কি করব, কি অ্যাচিভমেণ্ট আমাদের হয়েছে, সেই অ্যাচিভমেণ্টের পরে যদি আজকে বলেন যে ১২ লক্ষ লোক উপবাসী, মরবে কি বাঁচবে আমি বলতে পারি না, আমি জানি না, হায় হায়, এই হায় হায় কি সেই আগের সুখী চিত্র? আর এই হায় হায় একব্যক্তির মুখ থেকে যদি বেরোয় তাহলে সেই সাংবাদিক আপনাদের কি মনে করেছেন, মনে করেছেন ধাপ্পাবাজ মানুষ, ধাপ্পা দিয়েছেন আগেরবার। আমাদের আপনারা কত নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দলের নেতা, কংগ্রেস দলের এত বড় একজন পিলার। আপনি এই করেছেন, বলতে হবে। উনি সন্যাসী মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে সুখময়বাবুর সংগে আমাদের কোন বিরোধ নাই। বিরোধ শুধু নীতির। এই জন্য আমরা বিক্ষুব্ধ, এই বিরোধের জন্য আমরা নেতা পরিবর্তনের কথা বলে থাকি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তার সংগে কোন বিরোধ নাই। কিন্তু উনি যা করেন, উনি আমাদের কোন কথা শুনবেন না, উনি মোষ্ট আন-ডেমক্রেটিক। উনার একজন পুলিশের বড় অফিসার হওয়া উচিত ছিল, নিরাপদ গণ চৌধুরীর মত বড় পুলিশের অফিসার হওয়া উচিত ছিল। ঐ হচ্ছে উনার ক্যারেক্টার। আমাদের কোন কথাই উনি শুনছেন না। উনি বহু আন-ডেমো-ক্রেটিক কাজ করে চলছেন। অনেক সময় উনাকে এই সব কথা বললে বলেন হ্যাঁ, হয়তো খারাপ। আবার উনার পরামর্শদাতাদের কথা শুনে বলছেন যে না, এটা তো হয়নি। উনার এই সমস্ত কার্য্য কারণে আমরা বিরক্ত এবং সেজন্য আমরা বিক্ষুব্ধ। আর বাজেটের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে সেটা ছিড়েই ফেলতে হয়। তার কারণ হচ্ছে, আমি তো ৩ বছর আগে বিক্ষুব্ধ ছিলাম না। আমরা কনষ্টিটিউন্সীতে গত বছর ধরে কোন রাস্তা হয় নি কেন? আপনি বলেন, টাকা নাই। কিন্তু বনমালীপুরে রাস্তা হয় কি করে? বলুন, জবাব দিন। আমি চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছি, সেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার ভেদাগিরি চলে গিয়েছেন, এখন যদি তার কথা বলি তাহলে বলবেন যে সে ভাল নয়। কিন্তু আমি যে অসহায়। এ্যাক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছি, সে বলেছে আমার টাকা নাই, তাই আমার কনষ্টিটিউন্সীতে রাস্তার কাজ হয় না। অথচ দেখছি সেখানেই ইট কেনা হয়। টাকা নাই, রাস্তার কোন কাজ হবে না, কিন্তু ইট কেনা হয়? আমরা অনেক অভিযোগ করেছি, কিন্তু তার কোন প্রতিকার নাই। তাই আমি বিক্ষুব্ধ এবং আমার ক্ষোভ সেখানে। আপনারা প্রটেক্শান দিচ্ছেন সেই সব লোককেও যারা অন্যায় করছে। আপনারা প্রটেকশান দিচ্ছেন তাদেরকে আমি যাদের কথা বলি, যে এই হচ্ছে, সেই হচ্ছে। এমন কি আপনারা তো আমাদের কথাই শুনছেন না। তাই আমি বলছি যে যদি টাকা না থাকে, তাহলে সেখানে ডিভিশন রেখে কি হবে, সেই ডিভিশন তুলে দিন। কিন্তু কি করে বিলোনীয়াতে কাজ হচ্ছে আর কেনই বা আমরা কন্ষ্টিটিউসীতে কাজ হচ্ছে না। আপনারা তো নূতন রাস্তা বানাবেন না, কিন্তু যে রাস্তা টি, টি, সির আমলে সেই সব পুরানো রাস্তায় যদি ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়, তাহলে তো বুঝি যে একটা কাজের কাজ হয়। তাও তো কিছু দেখছি না। ফলে ঐ সব রাস্তাগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। প্রকিউরমেণ্টের সময় তো আপনি নিজে গিয়েছিলেন এবং বলে এসেছেন যে প্রকিউরমেণ্টে তোমরা ধান দাও, আমি তোমাদের জন্য

আছি। কৈ আপনি এখুন কি করছেন? যদি টাকা না থাকে, তাহলে কি করে ইট কেনা হয় এবং কি হবে সেই ইট কিনে? না বোধ করি কনট্রাক্টরদের টাকা দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই ডিভিশন তুলে দিন, এত ডিভিশন রাখছেন কেন, এত অফিসার কেন, এত অফিসারের তো দরকার নাই। আর যদি টাকা থাকে তো তা সবার মধ্যে ভাগ করা হবে না কেন? আপনি নিজে বেশী নিন, আপনি লায়ন্স শেয়ার নিন কিন্তু আমাদের তো ছিটে ফোঁটাও দিতে পারেন। সেটা আপনি ইচ্ছা করেই করবেন না।
কিন্তু না করে তো পারবেন না, আপনাকেই করতেই হবে, আমরা সেটা করাব। তারপর আমার এলাকার লোকের চাকুরী হয়না, আপনাকে আমি সেদিনও বলেছি যে অমুকের আপনার হাত দিয়ে চাকুরী হয়েছে, অথচ আমাদেরটা হয় না। আপনার নিজের হাতে চাকুরী দেওয়ার ভার রেখে দিয়েছেন। মাননীয় গভর্ণর আমাদেরকে বলেছেন যে এই কি ব্যাপার আপনাদের মধ্যে এই জিনিষগুলি কি করে হয়, কনষ্টিটিউশান্যাল রাইট আপনারা কিভাবে আপনাদের নিজের হাতে নেন? আমরা তাঁকে বলেছি যে আপনি তো কনষ্টিটিউশান্যাল প্রধান, আপনিই বিচার করুন, তদন্ত করুন কারা কারা এইসব করছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে কি করে এত চাকুরী, শৈলেশ বাবুর হাতে কি করে এত চাকুরী। গভর্ণরকে আমরা এইসব কথা বলেছি, গভর্ণর আমাদেরকে বলেছেন যে তোমরা ট্রেন্সফার করাও, এই করাও, সেই করাও, কিন্তু ট্রেন্সফার করেন তো আপনারা, আপনাদের ইচ্ছামত। আমার এলাকার স্কুলগুলিতে যাতে মাষ্টার না থাকে সেজন্য আপনি ট্রেন্সফার করান। আবার খোয়াইতে নূতন নূতন স্কুল খোলা হচ্ছে, সেখানেও মাষ্টার থাকে না। কিন্তু কি করে যে মাষ্টার থাকে না, সেটাও আমি দেখিয়ে দিতে পারি। সেখানে মাষ্টার থাকতে হবে। কারনটা হচ্ছে লোকদের কাছে আমাদেরকে ডিসক্রেডিটেড করাতে চান, আমরা তো আর তাদেরকে বুঝাতে পারব না যে আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং লোকেও সেটা বুঝবে না। আর আমাদের ডিস-ক্রেডিটেড করার জন্য আপনি সেদিনও বলেছিলেন যে ইলেকশান হলে এই চেহারা আর থাকবে না, নুতন নুতন মুখ আসবে। এই কথা বলে কি আপনি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছেন? কিসের ভয়--নমিনেশান? কে নমিনেশান দেবে? উনি? নমিনেশান আমরা আনতে পারি না? এই কথা নয়, কথা হচ্ছে কংগ্রেস করার জন্য, কংগ্রেসী রাজত্ব চালাবার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ওকে এই কথা বলেন নি যে এইভাবে তুমি রাজত্ব চালাও, তোমার হাতে কংগ্রেস। তাই আমি বলব যে ইন্দিরা গান্ধীর ভাবমুর্ত্তি এবং আমাদের কংগ্রেসের ভাবমুর্ত্তি আপনার জন্যই নষ্ট হচ্ছে এবং সেটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি, এবং আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। মানুষের দুঃখের কথা যদি আমরা জনসাধারণের কাছে বলতে পারি, এই বিধান সভায় বলতে পারি, যে কারণে তারা আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে, সত্য কথা ন্যায্য কথা যদি আমরা বলতে পারি, মানুষের দুঃখের কথা যদি আমরা বলতে পারি। আপনি তো পত্রিকাতে এক রকম বলেন, অথচ এখানে কিছু বলেন না।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি রিসেস-এর মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, বিসেস এর মধ্যে আমার পক্ষে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পারছি না, কেন আমাকে সময় দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, আমরা যখন বলি যে মানুষ খেতে পারছে না। এই তো সেদিনও আমার একটা কথার জবাব উনি দেন নি। আমরা যা যা বলেছিলাম, আমরা যা যা বক্তব্য রেখেছিলাম, তার একটি কথারও মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেন নি। নৃপেন বাবুর কথার চেলেঞ্জ দেন—ইলেকশান নাকি, কোথায় খাদ্যের কথা, কোথায় অনাহারি মানুষের দুঃখের কথা এখানে বলা হয়েছিল, আর উনি বললেন, ইলেকশান আসুক, নতুন মুখ দেখা যাবে, এটা কি কোন উত্তর হয়েছে। সেই সময়ে কি কোন চেলেঞ্জের কথা আসে ? তাহলে উনার লক্ষ্য কোথায় ? মানুষের দুঃখের কথা পত্রিকাতে ছাপানোর জন্য তিনি ফলাউ করে বলেন কিন্তু বিধান সভায় সেটুকু স্বীকার করেন না। আমি বলি স্বীকার করতে কি অসুবিধা ছিল। সেদিন যুগান্তর কাগজের যে খবরটা আমি পড়ে শুনেছিলাম, যেটা তিনি দিল্লীতে বলেছিলেন—গেঞ্জি, লুঙ্গি আর চটিজুতা পায়, মুখ বিষন্ন। তাতে কি অসুবিধা ছিল, সত্যি কথা কি, এই রকম ঘটনা ঘটেছে। মানুষ যে অনাহারে আছে, সে কথা এখানে বলতে উনার কি অসুবিধা ছিল। কিন্তু এখানে এসে সেই সব কথা উনি একবারও বলেন না। যখন আমি বললাম যে সি, আর, পি দিয়ে পিটানো হয়েছে, আমার কলিং এটেনশানের ব্যাপারে পরশুদিন যখন আমি বলেছিলাম তখন তিনি বললেন যে না কিছুই হয় নি। আমি বলি চলুন, আমি বলছি যে আমি যাব না, আমি এখানে থাকব, আপনি অথবা আপনার একজন মন্ত্রী তড়িৎ বাবুকে পাঠান, না হয় তো কৃষ্ণদাস বাবুকে পাঠান অথবা শৈলেশ বাবুকে পাঠান আর না হয়তো এই হাউসের সদস্য মধুসুদন দাসকে পাঠান, তাতে কি অসুবিধা আছে। স্যার, আমি তো অভিযোগ করলাম সেখানকার ঘটনা সম্পর্কে, আমি যাদের কাছ থেকে শুনে এলাম, আমি নিজে যেখান থেকে ঘুরে এসেছি, অবশ্য নাগরিকের ভাষায় আমি সেখানে যায় নি। ....

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourued till 2-30 P. M. of to-day. The member speaking will have the floor.

মি: ডেঃ স্পীকার :— শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন, আমাদের অনেক বক্তৃতা আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি বেশী সময় নেব না। বাজেটের যে গাইড লান বিধানসভা করে বের যেভাবে বা যে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়, আলাপ আলোচনা হলে সেই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হয়। এবং সরকার যা বলেন সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয় সেই আলোচনার পরে একটা গাইড লাইন হয়। কিন্তু সেই আলোচনার জন্য যে সব জিনিস বিধান সভায় রাখা হয় তা যদি অসত্য হয়—যেমন দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প : উদয়পুরে মাতার বাড়ী—আপনি জানেন উদয়পুরে গ্রামীন ডেয়ারী সেন্টার থেকে ৫ হাজার লিটার দুগ্ধ সরবরাহে সমর্থ একটা দুগ্ধ সরবরাহ পরিকল্পনা রূপায়ণ করার জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে। সেই প্রকল্পটা কি উদয়পুরের যে ডেয়ারী সেন্টারটা সেই সেন্টারটা কি চালু হয়েছে ? যা আদৌ চালু হয় নি তাকে আরও একসটেনশান করবে ইত্যাদি বলা হচ্ছে। সেন্টারাই চালু হয় নাই

অথচ বাড়ী তৈরী হয়েছে, বাড়ীর ইলেক্ট্রিক ইত্যাদি সবই হয়েছে—দরজা জানালা ভেঙ্গে গিয়েছে, কাচগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে। এইসব জিনিস যদি বিধান সভায় রাখা হয়, বিধান সভায় কি রাখবে—এই এই সেণ্টার আমরা করব অমুক খানে সেণ্টার আমরা খুলব, তা না করে বলা হচ্ছে সেণ্টারটা নাই সেটাকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। সুতরাং হাউসের সামনে যে সব তথ্য রাখা হয়—এইসব বক্তব্যের মাধ্যমে সেই সেই দপ্তরের মন্ত্রীরা জানেন না যে এই সব জিনিষ হচ্ছে না, এইসব জিনিষ নাই। যা নাই তা রাখা হচ্ছে এবং তা দিয়ে বিধানসভাকে কি বুঝান হচ্ছে? তাদের এই হচ্ছে ধারণা যে আমরা কিছুই বুঝি না, আমরা কোন সংবাদ রাখি না, আমরা কোথাও যাই না, সব সময় এইসই হচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কনষ্টিটিউয়েনসীর ঘটনা এটা, কি ধাপ্পা দিচ্ছে। তেমনি কৃষির ক্ষেত্রেও আছে 'মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশী হবেন গত কয়েক বছরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক কল্যাণ কার্য্যসুচী উপজাতি উন্নয়ন, পার্ব্বত্য এলাকার উন্নয়ন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মারফত ঋণ দান, ও ফলিত পুষ্টি কার্য্যসুচী ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের কাজ ভালভাবে এগিয়ে চলছে।' বর্ত্তমান অবস্থাটা কি—বর্ত্তমান অবস্থাটা হচ্ছে ফিফথ্ ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট মতে গভর্ণমেণ্ট ডাইরেক্ট ডিসিশান নিতে পারেন না। কৃষি ঋণ দেবেন সিডিউল্ড ব্যাংকগুলি, প্রস্তাবিত যে ব্যাংকগুলি আছে সেই ব্যাকগুলিকে আমার গভর্ণমেণ্ট বলেনি যে সমগ্র ত্রিপুরার সমগ্র অঞ্চল ব্যাংকের আয়তায় আসুক এই কথা বলেনি। উনারা কৃষি ঋণ বন্ধ করে দিলেন। আর এটার ভাওতার কথা বলেলন যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কি ব্যবস্থা হয়েছে? কেন বললেন না যে ফিফথ প্ল্যানিং কমিশনের সুপারিশ মতে আমরা কৃষকদের দাদন কৃষি ঋণ দিতে পারি না—এবং তার উপর যদি আমরা প্রশ্ন করি—আমি নিজে একবার প্রশ্ন করেছি যে ফিফথ ফিনান্স কমিশন সম্পর্কে তার রিপোর্টে ব্যাংকগুলির ভূমিকা সম্পর্কে। সেই কোয়েশ্চান এডমিটেড হয় না। এডমিটেড হয় না—এডমিটেড হয় না উদের যে অফিসার আছে আমাদের যে বিধান সভার সেক্রেটারী আছে বলেন যে হ্যাঁ, আমাদের অসুবিধা হবে। বাস্তবিক কি অসুবিধা হবে ব্যাংকগুলিকে কেন গভর্ণমেণ্ট এই কথা বলতে পারে না, আমার রাজ্য সরকার কেন বলতে পারেন না ব্যাংকগুলিকে যে তোমাদের শাখাগুলি আরও বৃদ্ধি কর যাতে সমগ্র ত্রিপুরা কাভার হয় ব্যাংক দিয়ে। অথচ আমরা বলছি যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মারফত, প্রতিষ্ঠান বলতেত ব্যাংক। প্রতিষ্ঠান বলতে কি মহাজন? ব্যাংক ছাড়া কৃষি ঋণ দেয় একমাত্র মহাজন, মহাজনী প্রতিষ্ঠান মারফত কৃষকদের উপকার করছি আমরা এই কথা বলছি আমরা। কোপারেটিভ ব্যাংকের শাখা খোলার কথা ছিল তাও তারা এমনভাবে খুলছেন, যেমন শান্তির বাজারে ইউনাইটেড ব্যাংকের একটা শাখা আছে। সেখানে কোপারেটিভ ব্যাংকের একটা শাখা হবে সেটা খুলেছেন। জোলাই বাড়ীতে ইউনাইটেড ব্যাংকের একটা শাখা হবে সেটা বিরাট এরিয়া, সেখানে কোপারেটিভ ব্যাংকের শাখা খোলা উচিত ছিল। শ্রীনগরে খোলা উচিত ছিল, শিলাছড়িতে খোলা উচিত ছিল, নইলে কি করে পাবে। ন্যাশন্যাল ব্যাংকগুলিকে আমরা বলব না যে তোমরা এই এই জায়গায় খোল। এখানে খোল, এটা আমরা সাজেষ্টও করব না। আমার এখানকার পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের কথা রাজ্যপালের ভাষণে মন্ত্রীদের ভাষণে পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের এচিভমেণ্টের কথা বলা হয়। উরা পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টকে

বলেনই না যে আমার এখানে টেলিকমিউনিকেশানের এই এই অসুবিধা আছে। অথচ মুখ্য মন্ত্রী যদি একটা চিঠি লিখেন যে আমার এই অসুবিধা আছে—উনি জানেন কোথায় কোথায় অসুবিধা আছে। সংবাদ পত্র—প্রেস উনার কাছে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। উনি বলেছেন যে না এটা আমার বিষয় নয় আমার কিছু করার নেই। কিন্তু অমুক খানে একটা টেলিফোন অফিস খোলা হউক, এটা উনার বিষয় নয়। রাজ্যপালের ভাষণে থাকে যে এতগুলি পোষ্ট অফিস আমরা খুলছি, মাইক্রোওয়েভের কথা আছে। রাজ্যপালের ভাষণে যদি মাইক্রোওয়েভের কথা উল্লেখ করতে পারেন তাহলে কেন উনি বলতে পারছেন না যে মাইক্রোওয়েভ এখানে তাড়াতাড়ি করে চালু করা হউক। টেলিকমিউনিকেশানের ব্যবস্থা ইজ ভেরি হাই-নিত্য অভিযোগ হচ্ছে। ডাকে একটা চিঠির মত করে টেলিগ্রাম যায় কলিকাতায়। খবরের কাগজের উরা বাইরে খবর পাঠাতে পারেন না। হয়ত উনি চানও না যে এখান থেকে বাইরে খবর যাক, তা যদি হয় হতে পারে। কিন্তু রাজ্যের সমগ্রিক উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উন্নতি। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর উন্নতির জন্য আমি বললে হবে না। আমি বললে কে শুনবে, কেউ শুনবে না। উনি বলবেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও-কে যে আমার এখন পূর্ণ রাজ্য একটা পূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমি, আমি বলছি আমার রাজ্যের এই এই খবর বাংলায় কেন বলা হবে না। এই কথা উনি বলতে পারেন, উনি বললে হবে। উনি বলবেন না। উনি বলবেন না যে জনতা সার্ভিস চালু কর। বলবেন না যাতে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি হবে। উনি বলবেন না যেহেতু রাজ্যের বৃহত্তর গরীব মানুষ যারা তারা উপকৃত হবেন। উর কাছে আমরা এই ভাবে রাজ্যের ব্যাপারে বলি—টি, আর, টি, সি,র বাস সার্ভিস—একটি মাত্র সড়ক ছাড়াতো আর কোন পথ নাই। এই পথে বাস সিণ্ডিকেট যে গাড়ী চালায় তার কি দুর্ভোগ। আমি সাবরুম থেকে আগরতলা এসেছি ৯ ঘণ্টায়। ৮০ মাইল আসতে আমার ৯ ঘণ্টা লেগেছে। টি, আর, টি, সি, যদি আর একটা গাড়ী চালায়—উনি পারবেন না বাস সিণ্ডিকেটকে ছাড়িয়ে যেতে, উনি পারবেন না। বাস সিণ্ডিকেটকে হাতে রাখতে হবে, রাখুন। বাস সিণ্ডিকেট যখন কোপ করতে পারছেন না তখন একটা বাস টি, আর, টি, সি, থেকেই দিন না, দেবেন না। দিলে ঐ মালিকেরা অখুশী হয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য জনতার উপকার হবে, তার জন্য যে জনগণ একটু স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারবে তাতে যে জনগন তাকে আশীর্বাদ করবে তা তিনি দিচ্ছেন না। তিনি বলছেন যে বাস সিণ্ডিকেটের মালিকের অখুশী হবে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে ৪র্থ একটা বাস সাবরুমের রাস্তায় চালু করা হউক। আমাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন মন্ত্রী বাস সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে শুনে—তৃতীয় বাসটিতেই যাত্রী হয় না, চতুর্থ বাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি উকে বলব আমার সংগে একদিন তৃতীয় বাসে যেতে—ছাদে উঠে লোকে যাতায়াত করে সেখানে জনগনের জন্য এই গরীব মানুষের জন্য, তাদের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা করছেন না। টি, আর, টি, সি, এখন বাস কিনেছে ২০ টা। আমি বলছি যে হ্যাঁ, চেসিস পাওয়া যাবে না, আমি বলছি চেসিস পাওয়া যাবে, না পেলে আমাকে বলুন আমি এনে দেব চেসিস। টাকা আনতে পারেন না বলুন আমাদেরকে, আমরা যাবো, দাবী করবো আমার রাজ্যের জন্য টাকার দরকার, আমার রাজ্যের মানুষের জন্য টাকার দরকার। টাকার কথা বললে বলা হয়

প্রভিশন আছে। কেন? অসংখ্য কমিশনার বানান, এডুকেশন কমিশান বানান, ফাইনেন্স কমিশনার বানান, কমিশনার বানাইলেই হয়ে যায়। কমিশনারের পোষ্ট ক্রিয়েট করে বাইরে থেকে অফিসার আনতে তো অসুবিধা হয় না? আই, এ, এস. পোষ্ট ক্রিয়েট করে বাইরে থেকে লোক আনতে তো অসুবিধা হয় না? আপনারা আমাকে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। এম, টি, কেডারের অফিসার আসছে আমার এখানে। মণিপুর দিচ্ছে আমাদেরকে। মণিপুর নিচ্ছে না। একটা ইনএফিসিয়েন্ট ছুকরা আই, এ, এস, অফিসারকে আমরা আমাদের একটা সাবডিভিশনের ঘারে চেপে দিচ্ছি। সেখানে কি প্রোব্লেম? কোথায় প্রোব্লেম? সেই প্রোব্লেম মেস করছেন সেই ভদ্রলোক যার এই রাজ্যের সংগে পরিচয় নেই, এই অল্প কয়েকদিন হয়েছে তিনি এই রাজ্যে এসেছেন, রাজ্যের কি অবস্থা কিছু বুঝছেন না, যার জন্য অনেক জায়গায় মন্ত্রীদেরকে তারা খুব ভাল চোখে দেখেন না। আজকে পড়লাম নাগরিকে, বড় বড় কথা। এই যে অবস্থা, হ্যাঁ, নাগরিক পত্রিকার সার্টিফিকেট আপনাদের জন্য। এই রকম আই, এ, এস, অফিসাররা তারা কি করবেন, যারা মন্ত্রীদেরকে সম্মান দিতে জানেন না? এই এম, এল, এদের কথা না হয় বাদই দিলাম। তারা কি করে জনগণের দুঃখ দূর করবেন? ক্রিটিকেল সময়ে তারা কি করে ত্রাণকার্য্যে চালাবেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাকে যে এই খরার বছর আমার লোকেল অফিসাররা ভাল কাজ করেছে। এপ্রিসিয়েশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে সেই অফিসারদেরকে। আজকে কি হয়েছে তাদের, আজকে তাদের স্থান কোথায়? এই সমস্ত পোষ্টে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অফিসার থাকতে পারবে না কারণ এম, টি, কেডারের অফিসরে নিয়ে চালানো হচ্ছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যাদেরকে মণিপুর নিচ্ছে না তাদেরকে আমার মুখ্যমন্ত্রীর ঘারে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কি করবেন তিনি? আমার মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারছেন যে আমি তোমাকে নেব না। তুমি দিল্লী যাও। আইন কি শুধু এই ত্রিপুরার জন্য? মণিপুরের জন্য আইন নাই? কেন আমার লোকের অফিসাররা বঞ্চিত হবেন? আমার লোকের অফিসারদের কেন প্রভিশন থাকবে না? কয়জন আই, এ, এস, আমার রাজ্যের, মণিপুরে, মেঘালয়ে ইন্সটিটিউট করেছে? মণিপুরে আই, এ, এস, এ্যাকজামিনেশনের জন্য সেন্টার খোলা হয়েছে। আমার রাজ্যে কেন দাবী নেই? দাবী করার কথা নয়। দাবী করতে জোর লাগে। এই জোর তারা প্রয়োগ করতে চাইছেন না। মণিপুরে যাকে রাখে না আমার তাকে রাখতে হবে? সে আমার রাজ্যে এসে আমাকে লাঠিপেটা করবে? এই রাজ্যের লোকেল অফিসারদের গতি কি? তাদের কি অবস্থা? এই রকম একটা এস, ডি, ওর পোষ্ট, আমাদের এখানে যারা সিনিয়র অফিসার আছে টি, সি, এ, সের তারাই এই সব পোষ্টে আছে, তারা ভালভাবে যোগ্যতা নিয়ে কাজ করছে। আজকে তাদেরকে এমন সব জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই রকম ভাবে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে যে যোগ্য অফিসার সে নীচে পড়ে যাচ্ছে আর অযোগ্য অফিসার উপরে চলে যাচ্ছে। অযোগ্য অদক্ষ অফিসারের নির্দেশে কোন দক্ষ অফিসার কাজ করতে পারেনা। কাজ হয় না। আজকে ইনএফিসিয়েন্ট এবং রিটায়ার্ড অফিসার দিয়ে এইখানে রাজত্ব চালানো হচ্ছে। সেখানে যারা দক্ষ অফিসার তারা কাজ করতে পারছেন না। তারা ফ্রাসট্রেটেড হয়ে যায়। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন যে হ্যাঁ. এইটাতো খুব শক্ত বিষয়, এইটা নিয়ে অনেক

ঝামেলা হয়েছে। আমি একটা চিঠির প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমরা বাইরে চিঠি লিখলে উত্তর পাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আসে না। এই হলো রাজ্য। বাহির থেকে কমিশনার আসুক তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার কথা হচ্ছে যে একজন কমিশনার হোক আমার রাজ্যের জন্য, এই বাজেটের জন্য এই পোষ্ট জাষ্টিফাই করে কি না, ১৬ লক্ষ লোকের জন্য, ঠিক পশ্চিম বংগে যে রকম আছে সেই রকমভাবে জাসটিফাই করে কিনা সেইটা দেখতে হবে। চীফ সেক্রেটারী বলেছেন যে প্রতি ৫০ জনের জন্য একজন অফিসার দরকার। উপর তলাতে এত বেশী কর্মচারী সেইটা জাসটিফাই করে কিনা, টপ অব দি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে। এইভাবে আমরা অ্যাষ্টাব্লিশমেণ্টে এত টাকা খরচ করছি। ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে দেখছি অ্যাষ্টাব্লিশমেণ্টের জন্য খরচ একটা মস্ত বড়। পূর্ণ রাজ্যে উন্নত ১৬ লক্ষ লোকের এইটুকু রাজ্যে অনাহার ক্লিষ্ট, এই দরিদ্র মানুষের রাজ্যে টপ অব দি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে ১১ জন মন্ত্রী, ৭ জন কমিশনার এই সব কি জাষ্টিফাই করে? আমার রাজ্যের অফিসাররা সে যাহাই হোক যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডে হোক, যে স্তরেরই হোক, তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের চেয়ে যারা বাইরে থেকে আসছে তাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন অংশেই ভাল নয়। সেই এফিসিয়েন্ট অফিসারদেরকে এইভাবে দাবিয়ে রাখার জাষ্টিফিকেশন কোথায়? তাতে যদি সবস্তরে যদিএকটা ফ্রাসষ্ট্রেশন আসে, যদি আন্দোলন হয় তাদেরকে রুখবে কে? সুতরাং আমি আর বেশী সময় নিচ্ছি না। আমি বলেছিলাম মন্ত্রীদের, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনার দিন এসেছে যে এইভাবে রাজ্য চালাবেন না, একটু ভালভাবে চালাবেন যাতে জনগণের কল্যাণ হয়, এই বাজেটের টাকা যাতে জনগণের কল্যাণের জন্য খরচ হয় এবং অ্যাষ্টাব্লিশমেণ্টের জন্য যেন বাজেট না হয়, এই আবেদন আমি রাখছি। আমি যে যে কথা হাউসে বলেছি, আমি আশা করবো আমার প্রত্যেকটা কথার জবাব আমি পাব। ইতিপূর্বে আমার যা অভিজ্ঞতা, যত কথা বলেছি কোনদিন তার জবাব পাইনি। এইবার আশা করছি, যেখানে ১১ জন মন্ত্রী আছেন সেখানে অন্তত: সবাই কিছু কিছু করে জবাব দেবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীসমীর বর্ম্মণ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৫–৭৬ সালের বাজেট এখানে পেশ করেছেন তার মধ্যে কিছু অবাস্তব তথ্য থাকা সত্বেও আমি বাজেটকে সমর্থন করছি। কিন্তু বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে এই প্রসংগে আমি বলবো যে প্রশাসনে যে সমস্ত অযোগ্য লোক আছে তাদের কার্য্যকলাপকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এত প্রশাসনে যে সমস্ত লোক আছে যাদের কথামত এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন গাইড হচ্ছে তাদের অনেকেই কাণ্ডজ্ঞানহীন, অপদার্থ, অযোগ্য, আমার বলতে বাঁধা নেই। কারণ গত তিন বছরের বাজেটে আমরা দেখেছি, বাজেটে আমরা অনেক কথা বলেছি কিন্তু আমরা এলাকাতে গিয়ে দেখেছি কোন কথাই রক্ষা হয় নাই। শুধু বাজেট পাশ করে টাকা নিয়ে কারচুপি নয়, হয় করা হয় তাছাড়া কোন কিছু হয় না। সাধারণ মানুষ যে স্তরে ছিল তার থেকে অনেক নীচে তারা নেমে গেছে। আজ ঘরে ঘরে তাদের খাদ্য নেই, তারা অনাহার ক্লীষ্ট। কাজেই এই

প্রশাসনের কিছু ব্যক্তির উপর আমার আস্থা নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে এই কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আজকে এইরকম একজন লোক এই সমাজের উচ্চ স্তরে বসে আছেন। যার বিরুদ্ধে কোরাপশনের চার্জ যার বিরুদ্ধে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চার্জ, যার বিরুদ্ধে দলবাজীর চার্জ আমরা এনেছি। আমরা হাউসে অভিযোগ করেছি যে তাঁর দ্বারা জনতার কাজ হবে না। কিছু হবে না তাঁর দ্বারা। আমরা অতীতেও বলেছি, আজকেও আবার বলছি। আমরা বাজেট দেখেছি। অতীতের বাজেটও আমরা দেখেছি। আমরা আরও জানি, কেহ কেহ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বা বের করে দেয়া হয়েছিল। আমরা তখন দেখেছি তাদের দেখে লোক দরজা বন্ধ করে থাকতো। তারা লোকের স্বীকৃতি না পেয়ে পাগল হয়ে তারা মাঠে মাঠে, বন্দরে বন্দরে ঘুরছে জনতার আদালত থেকে স্বীকৃতি পাবার জন্য। শেষ পর্য্যন্ত এও দেখেছি সি, পি, এম,এর কাছে গিয়ে তাদের দালাল হয়ে থেকে, তাদের আশ্রিত হয়ে থেকে এই কংগ্রেসের বিরোধীতা করতেও আমরা দেখেছি। কাজেই প্রশাসনের এই সমস্ত লোক যারা আছেন তাদের দ্বারা কোন কাজ হবে বলে আঁশা করা যায়? আমরা অতীতে ৫২ সালেও দেখেছি এই সমস্ত লোককে। স্যার, '৫২ সালের কংগ্রেসের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যখন এই সমস্ত লোকের স্বার্থক্ষুন্ন হল তখন সেই সমস্ত লোক কংগ্রেসকে হেয় করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন নি। আজকে তাদের একই অঙ্গে অনেক রূপ দেখতে পাই। হ্যাঁ, একই অঙ্গে অনেক রূপ। কখনও কখনও তাঁরা দক্ষিণ পন্থীদের দালাল, কখনও দেখেছি তাঁদের আজকের অপজিশানের দালাল। অথচ আমরা যারা কংগ্রেস করছি, আমরা যারা আদৌ করছি আমরা যারা অতীতেও কংগ্রেস করেছি, আমরা যারা ষ্টুডেন্ট মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, আমরা যারা কংগ্রেসের দুর্দিনে কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলাম তাদের বিরুদ্ধে আজকে অভিযোগ আনা হয়েছে সি,পি, এম,এর। আর যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে না পেরে কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন তারাই আজকে হচ্ছেন কংগ্রেসের অতন্দ্র প্রহরী। তারা পত্রিকাতে রিপোর্ট দিচ্ছেন আমাদের বিরুদ্ধে দিল্লীতে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে কসুর করেন না। আমরা যদি হাউসে বলি তাহলে এটা ডিসিপ্লিন ব্রেক করা হয়ে যাবে, আমরা যদি কিছু কথা বলি তাহলেও হয়ে যাবে আমরা সি, পি, এম। ৫০,০০০ হাজার কর্মচারীর স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য ছিল তাকে সি, পি, আই,এর জীতেন্দ্রলাল দাস এম, এল, এ এবং আমাদের হয়ে কালীবাবু অধিকাংশের যে মত তা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সেখানে দিল্লীতে জানানো হয়েছে যে আমরা কমিউনিষ্ট হয়ে গেছি। স্যার, যে ৫৫,০০০ হাজার কর্মচারী তাদের প্রতি ঘরে ঘরে ৭।৮।১০ জন করে লোক আছে, তাদের ঘরে সব মিলিয়ে প্রায় ৪।৫ লাখ লোক হবে স্যার, যারা এই সব কর্মচারীর উপর ডিফেণ্ডেন্ট। আর এই যে তারা ষ্ট্রাইক করেছিল এটা ছিল তাদের অর্থনৈতিক দাবী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, সেই আশ্বাসের প্ররিপ্রেক্ষিতে আমরা অধিকাংশ বিধায়কের তরফে, মেজোরটি কংগ্রেসের তরফে কালীবাবু বক্তব্য রেখেছেন। এই অধিকাংশ বিধায়করাই নাকি আজ কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে এই কথা কোথায় বলা হয় নি? প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কংগ্রেসের হাইকমেণ্ডের কাছে পর্য্যন্ত বলা হয়েছে।

নাম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ওদের কংগ্রেস থেকে বের করে দেওয়া হোক। হাইকমাণ্ড সেটা মানেন নি। আমি জানি মানবেন না। হাইকমাণ্ড সেটা মানতে পারেন না। হাইকমাণ্ডকে কিরকম লোক সেটা চিনেছ।

আজকে হাজার হাজার বেকার ঘুরছে। শিক্ষিত বেকার। তারা চাকুরী পায় না স্যার। তারা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে খাবার দিতে পারে না। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ৫/৭ বছর ধরে বসে আছে তারা চাকুরী পাচ্ছে না। অথচ একটা অকর্মণ্য লোক নিরাপদ গণচৌধুরী তাকে এ্যাক্‌টেনসনের পর এ্যাক্‌টেন্‌সান দেয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সেটা দিচ্ছেন। কেন? কারণ কংগ্রেস সদস্যদের চরিত্র হরণ করতে হবে। কারণ উনি একদিন বলেছিলেন 'আমি কংগ্রেসকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব সেখানে কংগ্রেসের উপর লোকে থুথু ফেলবে। তার কবর আমি করব।" আজ উনি তাই করছেন। আজকে উনি ২২জন বিধায়কের বিরুদ্ধে উনি সি, পি, এম, এর অভিযোগ এনেছেন ওরা কর্মচারীর নামে দাঁড়িয়েছিল বলে, কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া সমর্থন করেছিল বলে? কিন্তু করেছিল তো মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই। আজকে তাঁরা সি, পি, এম, হয়ে গেল? এই অপদার্থ, অকর্মণ্য লোকটা আছে বিধি বহির্ভূত কাজ করার জন্য। এবং এই জন্যই তাকে এ্যাক্‌টেনশান দেওয়া হচ্ছে। কারো বিরুদ্ধে মামলা চাপাতে হবে? যেমন সুশীল বাবুর বিরুদ্ধে, কালীবাবুর বিরুদ্ধে, তাপসবাবুর বিরুদ্ধে, যতীন বাবুর বিরুদ্ধে, সমীর বাবুর বিরুদ্ধে, নরেশ বাবুর বিরুদ্ধে, ডঃ দাসের বিরুদ্ধে, তাহলেই নিরাপদ বাবুর দরকার. এই সবই হচ্ছে তার কাজ। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ফাইল করা হচ্ছে। কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফাইল তৈরী করতে লজ্জা করে না? তাহলে কি দলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখতে পাই উনি ভীত সন্ত্রস্ত। উনার দলীয় বিধায়কদের উপর আজ আর উনার আস্থা নেই। আজকে উনি উনার কথামত কংগ্রেসের কবর রচনা করছেন। আজকে বিধায়কদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে মিসা আইন প্রয়োগ করে। কিন্তু আমাদের প্রধান মন্ত্রী, আমাদের কেন্দ্রীয় হোম মিনিষ্টার পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মিসা প্রয়োগ করা হবে না। আশ্বাস দিয়েছিলেন হোম মিনিষ্টার পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে যখন মিসা আইন ইন্ট্রোডিউস করা হয়, এই এ্যামেণ্ডমেন্ট আনবার সময় বলেছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এসে তড়িঘড়ি করে তাঁদের হাজতে পুরে ফেললেন। আমাদের কি সেটাও মানতে হবে? ৬৭ সালের কথা আমি বলছি সেদিন কেউ বলেছিলেন যে কংগ্রেসের কবর রচনা করব আমি, আজকে উনি কংগ্রেসকে সেই জায়গারই নিয়ে চলেছেন উনি উনার পুরোনো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছেন। উনার গত তিন বছরের কার্য্যকলাপে আমাদের আর কংগ্রেস নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি চলুন বনমালীপুরে। সেখানে কি দেখবেন? দেখবেন যে সমস্ত রাস্তা ঘাট পীচ করা হয়ে গেছে। আর আজকে গ্রামের মানুষ আসতে পারছে না রাস্তা ঘাটের অভাবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অব্যবস্থার জন্য। আজকে সেখানে এক টুকরি মাটি পর্য্যন্ত ফেলা হয় না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আপনাদের রামনগরের রাস্তা সব কাচা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— তড়িৎ বাবু আপনি বেশী interfere করবেন না। আপনাকে আমার চেনা আছে। আপনার যখন সময় আসবে তখন বলবেন। এখন আমাকে বলতে দিন। আপনি আর এখন লাফালাফি করবেন না। আপনি অতীতে কি করেছেন তা আমাদের জানা আছে। আপনি ভুলে যাবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন কৃষ্ণদাস

বাবু মন্ত্রী ছিলেন তখন বনমালীপুর কি ছিল, আর আজকে কি হয়েছে। বনমালীপুরে গিয়ে দেখুন। আর দেখুন যতীন বাবুর এলাকা, নরেশ বাবুর এলাকা। সেখানে এক টুকরো মাটি পর্য্যন্ত পরে নি।

চাকুরী! শুনা যায় এখন না কি চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না কোথাও। তাহলে মিউনিসিপ্যালিটিতে, টি, আর, টি, সি'তে কি করে চাকুরী দেওয়া হল। এই মন্ত্রী সভায় শুধু কোরাপশান, যদি সাহস থাকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কোরাপশনের যে কথা উঠেছে তার জন্য এ্যানকোয়ারী করুন। চাকুরী দিলে ২,০০০ হাজার টাকা আর ট্র্যান্সফার করে আনলে ১,৫০০ টাকা। এই হল এই মন্ত্রী সভার কাজ। আর যে গরীব মা তার গলার হার বিক্রী করে ছেলেকে পড়িয়েছে তারা আজকে চাকুরী পায় না। আজকে ছেলেরা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে আছে, চাকুরী পায় না; তাদের মা বাবাকে খাওয়াতে পারছে না। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। যেখানে ছেলেরা চাকুরী পাচ্ছে না সেখানে ২,৫০০ টাকা দিলে চাকুরী আর ১,৫০০ টাকা দিলে ট্র্যান্সফার। কত উদাহরণ আছে। কিছু দিন আগে অনেকে শুনে থাকবে, এখানে যারা আছেন তারা জানেন মুখ্যমন্ত্রীর পোষ্য বীরেন দত্ত, ওকে মেরে হাড় গুড়ো করে দিয়েছে। কালী মজুমদারের বাড়ীর সামনে। টাকা নিয়েছিল বলে। এখন সে টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে। এই তাদের কাজ। এনকোয়েরী কমিশন? আমি বলেছি। বহুবার বলেছি। গত সেশানেও বলেছি। আমার বিরুদ্ধে এনকোয়ারী কমিশন বসানোর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তাও আপনি বসান। আমি ফেস করব। ফেস করার মত আমার ক্ষমতা আছে। কালী বাবু বলেছেন। কিন্তু করা হচ্ছে না। আমরা এখানে কংগ্রেসী করতে এসেছি, টাকা লুট করতে নয়, টাকা চুরি করতে নয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বজন পোষণের বাজেট আনা হয়েছে। আজকে যে বাজেট সেটা স্বজন পোষণের নীতিতে ভরা। আজকে পশুপালন মন্ত্রী, এখানে যদিও নেই তবু একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

আমরা দেখেছি পশু বিভাগের জন্য বহু টাকা ধরা হয়েছে। আমরা আরো দেখেছি মিল্ক কমিশনারের পদ তৈরী করা হয়েছে। কালী বাবু বলেছিলেন মিল্ক কমিশন করা হউক। কিন্তু ঐ কমিশনারের পদ কাকে দেয়া হবে? এই প্রশাসনের যিনি প্রধান তাঁর ভাইকে দেয়া হচ্ছে। তার যোগ্যতা শিক্ষাগত কোয়ালিফিকেশান মেট্রিক পাশ। কিন্তু বহু বি, এ, পাশ (গ্রেজুয়েট) পড়ে আছে ভেটারনারীর ডাইরেক্টার করা হয়েছে? সেখানেও উনার ভাই। এ্যাডহক্ এ্যাপয়েন্টমেন্ট। বছর বছর রিভিউ করা করা হয়। দু'তিন হাজার টাকা বেতন পাবেন। ইণ্ডাষ্ট্রি। শিল্প। এখানে সুন্দর অক্ষরে লেখা রয়েছে "ত্রিপুরা হ্যাণ্ডিলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাপটস্। সেখানেও আর এক ভাইকে ডিরেক্টার করা হচ্ছে। সিনিয়রিটিকে ডিঙ্গিয়ে তাকে করা হচ্ছে। কোরাপশান? সেটার তদন্ত করা হবে না। কর্মচারীরা যে ষ্ট্রাইক করছেন সেটার কারণ কি? সেটার মূলে এই যিনি প্রশাসনের উচ্চস্তরে বসে আছেন প্রশাসনের যিনি প্রধান তার বাড়ীর মধুছন্দাকে নিয়ে। তাকে ১৯৫৯ সাল থেকে স্কেল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য কর্মচারীরা পায় না, তার benefit, এটা কোরাপশান নয়? এটা স্বজন পোষণতা নয়? ক্ষমতা আছে তার এনকোয়েরী কমিশন বসানোর? সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যেটা পশ্চিম বঙ্গে করেছেন?

আজকে ত্রিপুরার মাঠে বন্দরে যেখানে আমরা যাই সেখানে আমরা শুনতে পাই তাদের করাপশান এর কথা। কি জবাব দেব আমরা ? কি জবাব পাবে ওরা ? আর কালিবাবুর করাপশান পাই না, সমীর বাবুর করাপশান পাই না, বিধায়ক প্রফুল্ল বাবুর করাপশান পাই না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দাও। নিরাপদ বাবুকে এক্সটেনশান দিয়ে খুশি করতে হবে, তাতেও হবে না, ওর ছেলেকে পি, ডব্লিও, ডির এস, ডি, ও, বানাতে হবে অনেক ভাল ক্যালিভারের ছেলেকে বাদ দিয়ে ওর ছেলেকে এস, ডি, ও বানাতে হবে কারণ তা না হলে নিরাপদ বাবু মিথ্যা রিপোর্ট দেবেন না। তাই বানানো হয়েছে নিরাপদ বাবুর ছেলেকে এস, ডি, ও, অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন ছেলেকে বাদ দিয়ে। অনেক হাই মার্কস পাওয়া ছেলেকে বাদ দিয়ে নিরাপদ বাবুকে খুশি করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এনকোয়ারী কমিশনের যে দাবী করেছি এবং আমি যে সমস্ত এলিগেশান এনেছি যদি কোন মন্ত্রীর ক্ষমতা থাকে উত্তর দেওয়ার, উত্তর যেন দেয়। কিন্তু তার আগে আমি আপনার কাছে আবেদন রাখব আমাকে কাউন্টার রিপ্লাই দেবার অধিকার দেওয়ার জন্য। আমার কাছে কাগজ আছে, আমি আপনার মাধ্যমে প্রডিউস করবো। করাপটেড যারা তাদের কাগজ আমার কাছে আছে। টি, আর, চাটার্জি সম্পর্কে গত বাজেট সেশানে আমি বলেছিলাম। কোথায় কে টাকা খেয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন। উনি যদি ডিনাই করেন আমি এই হাউসে দাড়িয়ে বলতে পারবো যে কাকে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টিং ইঞ্জিনীয়ার করা হচ্ছে ? কার কাছ থেকে কে টাকা খেয়েছিলেন, কে কার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, অস্বীকার করতে পারবেন, উনি দাড়িয়ে বলুন। আমি বলবো, তিনি দাড়িয়ে অস্বীকার করুন। ওকে সুপারিনটেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার করা হচ্ছে কার স্বার্থে কি প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি দেখুন এখানকার ছেলেরা এখানকার আমার ছোট ভাইয়েরা খেতে পারে না পড়তে পারে না। আমাদের যে প্রশাসনের কথা, উনার আত্মীয় কালা মজুমদার, ধ্রুব জুটি দাশগুপ্ত একই বাড়ীতে থাকে, তাদের দুটি মদের লাইসেন্স দেওয়া হোল। তারা একই বাড়ীতে থাকে ভাই ভাই সম্পর্ক। তখন এক্সাইস মিনিষ্টার ছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তবে হ্যাঁ, ফাইলে উনি সই করেন নি। কার স্বার্থে দেওয়া হয়েছে দুটি মদের লাইসেন্স ? এই ছোট ছোট ছেলেদের মদ খাওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য ? কার স্বার্থে এই মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, কোন উত্তর আছে ? এটা কি নেপাটিজম না ? স্বজনপোষনতা না ? মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার, এই বাজেটে বলা হয়েছে যে এই সরকার ১৯৭৪ সনের জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সরকারকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়েছিল। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার এক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। মুদ্রাস্ফীতি যাতে না হয় তার বন্দোবস্ত করেছেন। প্রতি পাড়ায় কর্ডোনিং সিষ্টেম করেছেন। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলেছি, ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই এর সেক্রেটারী বড়ুয়া সাহেবকে বলেছি, অমর সিংহ ডেভেলপমেন্ট কমিশনারকে বলেছি যে আপনারা বে-আইনী কাজ করছেন, আপনারা শহরে কর্ডনিং বন্ধ করুন। প্রকিউরমেন্টকে আমরাও সমর্থন করি। কই বড় বড় জোতদারগুলোর হাত তো স্পর্শ করেন নি। গরীব কৃষক গরীব মজুর যারা চাষ আবাদ করে দিন এনে দিন খায় তাদের চাল আনার জন্য পুলিশ পাঠিয়ে

দিয়েছেন। বলতে পারবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি জোতদারের গায়ে হাত দিয়েছেন? উনি দেবেন না কারণ ওরা কৃষক সমাজের লোক, শত্রু যারা আছে। জোতদার যারা আছে, আমরা পার্টি মিটিং এ বলেছি জোতদারদের ধরুন তাদের উপর লেভি করুন, কিন্তু উনি তা করবেন না। ইনফরম্যাল লেভির নামে কৃষকের বাড়ীতে গিয়ে অত্যাচার, থানা পুলিশ বি, ডি, ও, এস, ডি, ও-কে দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছে দিকে দিকে। তাই আগে আমি বলেছিলাম। মাননীয় তড়িৎ বাবু তখন বলেছিলেন ডিমাণ্ড নোটিশ চাই উনি জানেন, উনি পত্রিকায় পড়েছেন উনি শিক্ষিত লোক। কেস হয়েছে, কেস এ হেরেছে, ইলিগ্যাল বলে ডিক্লিয়ার্ড হয়েছিল, গভর্ণমেন্ট এপিল করেছে এপিলও ষ্টে হয়নি, বলে এপীল হয়নি। কর্মনিয়োগ সম্বন্ধে আমি বলেছি যে টাকা নিয়ে চাকুরী দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ যারা মস্তান, যারা বর্ত্তমান প্রশাসনের প্রধানদের পেছনে আছেন, ইন্টারভিউ এর বালাই নেই ডেলি তাদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে। অথচ আমার এলাকায় কয়েক বছর যাবত অনেক ছেলে চাকুরী পায় নি। রিট্রেন্স যারা হয়েছে, আমি বড়ুয়া সাহেবের কাছে অনেকবার বলেছি, তিনি বলেছেন আমি অনুপায়, আমার কিছু করার নেই। কোথায় কোন রাজ্যের ডেমোক্রেসির কত ধারায় লেখা আছে যে মন্ত্রীরা চাকুরী দেবে? কত ধারায় সেটা লেখা আছে? এই মন্ত্রীসভা পলিসি ফরমুলেট করবেন এক্সিকিউটিভরা তার কাজ করবেন। এসব কিসের জন্য? আমরা গত বাজেট সেশানে বলেছি যে পাবলিক আণ্ডারটেকিং কমিটি করার জন্য, হয়নি, এবারও বলেছি। সেখানেও আমাদের কুলপ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী না বললে হবে না কারণ টি, আর, টি, সির লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে গায়েব হয়েছে। পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটি করলে সেটা ধরা পড়বে। সেটা করবেন না তিনি তিন বছর হয় নি। এখানে ৬ জন সনাতক ইঞ্জিনিয়ারকে, দুঃখের কথা সনাতক ইঞ্জিনিয়ার নিয়েছেন, কনট্রাকটার বানিয়েছেন। এই প্রশাসন সনাতক ইঞ্জিনিয়ারদের কনট্রাকটার বানিয়েছেন সেখানে ক্লাশ টু পাশ, সেও কনট্রাকটারি করে সেখানে সনাতক ইঞ্জিনিয়ারকে নিগোসিয়েশান করে ১০ হাজার টাকার কাজ দেওয়া হয়। তাও আবার উই বললাম কালাচাঁদ নায়ের তাকে আবার সেলামি দিতে হয়। সেলামি দিয়ে রিয়ারেন্স আনলে পর তাকে কাজ দেওয়া হয়। গত বাজেটে বলা হয়েছে ৪৯ জন সনাতক ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয়েছিল নেগোসিয়েশানের মাধ্যমে। লজ্জা হয় না। ৫ বছর ৭ বছর পড়ে একটা ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসবে তাকে কনট্রাকটার বানানো হবে আর নিরাপদ বাবুর ছেলেকে চাকরি দিয়ে গেজেটেড অফিসার বানানো হবে। এই হল প্রশাসনের অবস্থা।

আজকে এখানে অনেক মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীও আছেন। তারা আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে নারীদের জন্য বিগলিত ভাবে অনেক কিছু বললেন কিন্তু বাজেটে এর তো কিছু নেই, কোন প্রভিশান নেই। কেউ গাড়ী দৌড়িয়ে বিশ্রামগঞ্জে যাচ্ছেন কেউ যাচ্ছেন সাউথ ত্রিপুরাতে এবং এই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ করতে গিয়ে টি. এ, বিল বানাচ্ছেন। কোথায় নারীদের জন্য কি ব্যবস্থা আছে। আজকে আগরতলা টাউনে কি অবস্থা। আজকে আপনার ছেলে মেয়ে স্ত্রী আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রী রাস্তায় হাটতে পারে না। আজকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষে চলে যান সন্ধ্যার পরে পোষ্ট অফিস চৌমুনী। এই মন্ত্রী সভার কর্ত্তব্য ছিল না রেসকিউ করে তাদের হোমে নিয়ে যাওয়া?

নারীর জন্য ওরা বিগলিত ওরা মাতৃ জাতি,ওদের উপরে তুলতে হবে, মানুষ বানাতে হবে, হয় না করে না? সন্ধ্যার পরে আগরতলা টাউনে হাটা যায় না ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তায় বিদ্রূপ করে। কি করেন আপনারা, কোন বক্তব্য আছে। বাজেটে সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইবদের কল্যাণ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলা হয়েছে। তাদের চাকরির ব্যাপারে ২৯ ও ১৩ পরাসেন্ট reserve করা হয়েছে। ট্রাইবেল হলেও হবে না। ভ্যাকেন্ট পড়ে আছে. Past. যেহেতু সেখানে কালাবাবুর রিকমেণ্ডেশান নাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই মন্ত্রী সভায় মাইনরিটি হয়েছে তবুও তাদের কিছু হয় নাই। গত তিন বছর এই মন্ত্রী সভা আছে, আমরাও আছি। কিন্তু সেখানে তপশীল জাতি এবং উপজাতির কথা বলা হয়েছে কোথায় মাইনরিটির কথা তো বলা হয় নি। লজ্জা করে না মন্ত্রীত্ব করেছেন। তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত। ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমান এক লক্ষের উপরে আছে। কই তাদের সম্বন্ধে তো কিছু বলা হয় নি। বাজেট কোন প্রভিশান নেই। তিন বছর কোন প্রভিশান রাখেন নি যেখানে কনষ্টিটিউশন্যাল রাইট আছে। কি করে ছিলেন? ভাওতাবাজী? আর মাইকবাজী করেছিলেন। ইন্দিরাগান্ধীর নাম নিয়ে কুকর্ম্ম করা হচ্ছে? কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, অনেক অসত্য থাকা সত্বেও এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। কারণ এটা আমার পার্টির বাজেট, এটা আমার প্রথম কর্তব্য এই বাজেটকে সমর্থন করা, সেজন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু মন্ত্রীসভার যে কাজ সেই কাজকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ তাদের মধ্যে করাপশানে ভর্তি, নেপোটিজমে ভর্তি, টাকা ছাড়া এক পা এগোনো যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার সামনেই আলোচনা হয়েছে মনসুর আলীর দরে কোন উত্তর দিতে পারেন নি। আপনার কাছে ঘুরেছি, উত্তর চেয়েছি, শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস বাবু আছেন, উনার কাছে বলেছি। উনি বলেছেন কি করব? কিন্তু উনাকে মন্ত্রী হওয়ার আগেই। করাপশনের কথা বলেছি, চুরির কথা বলেছি। না বলতে পারবেন? সেদিনও বলেছি, আজও বলেছি এখানে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কাজেই আজকে আমার হাউসে বলতে হচ্ছে। কৃষ্ণদাস বাবু সি, এল, পি, এর বলে [illegible] বলেছেন। কোথায় সি, এল, পি? আছে কংগ্রেসের সি. এল, পি? আছে কংগ্রেসে [illegible] ডাকউটি [illegible] পার্টি? তিনি তা করবেন না। মাথাভারী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, তবে [illegible]। জনসাধারণের রক্ত চোষে খেতে হবে রক্তচোষা বাদুরের মত। তাই তাঁরা খাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের মাননীয় সদস্য কালাবাবু এসব অনেক বলেছেন। কাজেই আমি বেশী বলতে চাই না। আমি শুধু একটু সাবধান করে দিতে চাই কংগ্রেসকে যে আর যেন কেউ দলবাজী বা দালালী যেন না করেন। যারা করে তাদের সাবধান করে দিতে চাই। উনাদের কল্যাণে যদি কংগ্রেস ডিভিশান হয়, যেটা উনি আগে বলেছিলেন, তাহলে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে। ত্রিপুরার মানুষ ওদের সাথে নেই। যে জনসমর্থন নেবার জন্য উনি সি, পি, এম, এর সাথে গিয়েছিলেন তার সংগে জন সমর্থমন নেই। আমাকে বলতে হত না। এই মাত্র আমি সংবাদ পেলাম হাউসে, যতীনবাবু উনি সিনিয়ার মেম্বার, গতকাল রাত্রে উনার লোকেরা যতীনবাবুর একজন কর্মীর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পুলিশের কাছে বললে পুলিশ বলেছে ভুলে করেছে। এটা কি গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের সমাজবাদের পূজারী তা উনি

ফ্যাসিজমের পূজারী ? আজকে আমার সংগঠনের cretical মোমেন্ট। এই মুহূর্তে উনি কাজ করেছেন। যখন গুজরাটে ইলেকশান, যখন কংগ্রেস সমস্ত ফোর্স নিয়ে ঘুরছে গুজরাটে কারণ, কংগ্রেসকে জিততেই হবে তখন তিনি মিসার আশ্রয় দিয়েছেন। কত বড় অস্ত্র তুলে দিলেন অপোজিশানের। এটা কি উনি কংগ্রেসের কাজ করলেন, না কংগ্রেসের শত্রুতার কাজ করলেন ? উনি কংগ্রেসের বুকে খেয়ে পিঠে ছুরি মারলেন। উনি কি কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করতে চান ? আজকে যদি গুজরাটে কংগ্রেসের কিছু হয় কে দায়ী ? উনি দায়ী হবেন। অল ইণ্ডিয়ার ইস্যু করেছেন উনি কি দরকার ছিল ? ৪০ জন বিধায়ক আমরা টু থার্ড মেজরিটি। আমরা বাজেট পাশ করব না বাজেট পাশ করবার জন্য উনার মিসার আশ্রয় দিতে হবে ? আসুন ওদের, দেখি কি করে ওরা বাজেট আটকায়। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার আর কিছু বলার নাই।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করি। বাজেট সমর্থন করি সত্যি, কিন্তু প্রতি বৎসরেই বাজেটকে সমর্থন করে বাইরে যাই এবং এলাকার বিভিন্ন মানুষের সংগে একটা বৎসর যাবত, অর্থাৎ পরবর্তী বাজেট পাশ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটুকু সম্ভব সমস্ত মানুষের সুখ দু:খের খবর নেওয়ার চেষ্টা করি। তার পরিপ্রেক্ষিতে যা বুঝতে পারি তাতেই বুঝা যায় যে আমরা যে বাজেট পাশ করি সেই বাজেটের মধ্যে কর্ত্তা, কীর্ত্তন এবং কর্ম্ম, এই তিনটা যায়গায় যেন কোথায় একটা ফারাক বা একটা দোষ বা একটা ত্রুটি থাকে কর্ত্তা কেন বলছি ? যারা বাজেট রচনা করেন তারা রচনার সময়ে বোধ হয় সঠিকভাবে চিন্তা করেন না যার জন্য ডিষ্ট্রি-বিউশান এবং ওয়ার্ক এর মধ্যে অনেক জায়গায় হরির লুঠের বাতাসার মত, কোন কোন জায়-গায় কাজের সুযোগ চলে যায়, কোন কোন জায়গায় হয় না। বাজেটের মধ্যে যা লেখা থাকে তা অনেকটা কীর্ত্তন স্বরূপ বলা যেতে পারে, সেখানে যা লেখা থাকে কাজের বেলায় অনেক সময় সেটা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে রূপায়িত হতে দেখি না। যখনি আমরা কাজের দিকে লক্ষ্য করি বাজেটে যা লেখা আছে তার সংগে সামঞ্জস্য দেখতে পাই না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এটা উল্লেখ থাকে যে এইখানেই একটা নুতন রাস্তা করা হবে, সেখানে রাস্তার উপর ইট সোলিং করতে হবে। হয়ত এক বছরের জায়গায় ২-৩ বৎসর, ৪-৫ বৎসর চলে যায় সেই কাজের কোন হদিশ পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত মেন্‌টেনেন্সের কথা থাকে। আশা করি সেই মেন্টেনেন্স আমরা দেখতে পাব, হয়ত ৫-৭ বৎসর চলে যায় সেই মেন্টেনেন্স হয় না। সেটা হয়ত কার্য পরিচালকদের দোষে হতে পারে অথবা বাজেট রচনাকালীন কোন রকম দোষত্রুটির জন্য হতে পারে। আমি প্রথম সেটেলমেন্টের কথা বলব। ত্রিপুরায় তথাকথিত সুন্দরভাবে সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে এবং এই সেটেলমেন্টের জন্য বহু টাকা ও খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আজকে অবস্থা হয়েছে কি ? প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় জোতের জায়গা খাস করা হয়েছে, খাসের জায়গা জোত করা হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে আমরা দেখতে পাই এবং সেইজন্য বিভিন্ন রকমের কেস সেটেলমেন্ট অফিসে আছে। আমার জানা মত এই শহরের কাছে অনঙ্গনগরের শচীন্দ্র চন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তির ১২ কাণি জোত জমি ছিল, তার কাওলা পত্র আমি দেখেছি, রেজিষ্টি কাওলা, তার সম্পূর্ণ জোতকে খাস করে নিয়ে

সরকারী জরীপ মত সেখানে খাস দেখানো হয়েছে। ফলে এই লোকটা একেবারে উচ্ছেদের মুখে পড়ে গেছে। হয়ত এই লোকটা রেকর্ড সংশোধনের জন্য দরখাস্ত করেছে, যতদূর আমি জানি। কিন্তু অদ্যাবধি তার সেই সংশোধনের কোন রকম চেষ্টা হয় নাই। গকুলনগরে একটা স্কুল আছে, সিনিয়ার বেসিক স্কুল, সেই স্কুলের জায়গা যা ছিল তার চেয়ে আর ও অধিক জায়গা পার্শ্ববর্তী একজন জোতদার এর জমি খাস করে নিয়ে স্কুলের নামে নিয়ে রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে একটা মামলা চলছে সেটা সংশোধনের জন্য। কিন্তু অদ্যাবধি তার কোন প্রতিকার হয় নাই। যদি না হয় তাহলে এইখানে আর একটা লোক উচ্ছেদ হবে। উত্তর রামনগর গ্রামে প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার নামে এক ব্যক্তি, তার বাড়ীর যে ৫-৬ কানি জায়গা ছিল সেটা খাস করা হয়েছে। সেখানে আমতলী বল্লভপুরের কাছে, আমার ঠিক মনে নাই, সাম চৌধুরী, উনার জায়গা খাস করে নিয়ে বড় এক মামলার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই রকম বিভিন্নভাবে ত্রিপুরার সেটেলমেণ্টের দিকে যখন আমরা লক্ষ্য করব তখন দেখতে পাই সর্বত্র একটা গোলমালের, সর্বত্র একটা গণ্ডগোল যেন রয়ে গেছে।

কিন্তু বাজেটে আমরা লক্ষ করি যে সেখানে লেখা থাকে যে আমরা সুষ্ঠুভাবে সেটেলমেণ্টের ব্যবস্থা করেছি এবং সারা ত্রিপুরায় সুষ্ঠুভাবে সেটেলমেণ্ট হয়ে গেছে। সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে রাখি, কিন্তু কাজে এবং লেখায় সেখানে অনেক ফাঁরাক থাকে, সেখানে অনেকগুলি ত্রুটি থাকে। ঐ সমস্ত ত্রুটি যদি চলতে থাকে, তাহলে জনসাধারণের কাছে সুষ্ঠু এবং সুন্দর নজীর সৃষ্টি করতে আমরা পারবনা।

আমি এ্যাগ্রিকালচারের দিকে যদি দেখি, সেখানেও আমরা বলি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য বিভিন্নভাবে কার্য্য করে যাচ্ছি, আমরা অস্বীকার করিনা যে সরকার ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রকে উন্নয়ন করার জন্য, কৃষিক্ষেত্রে অধিক ফসল ফলাবার জন্য প্রচেষ্টা করেন না, সেটা আমরা অস্বীকার করি না, প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু সেখানে অনেক রকম গলদ আমরা দেখতে পাই। ব্যাংক ন্যাশানাইজড হওয়ার পর কৃষকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আপনারা অতি সহজে যাতে ঋণ পেতে পারেন, আপনাদের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন, সেইজন্য ব্যাংক ব্যবস্থায় ইজি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কয়টা কৃষক ঋণ পেয়েছে? আমার মনে হয় শতকরা ৯০ জন কৃষক ব্যাংকের কোন ঋণ পায়নি। বিভিন্ন ভাবে মানুষ প্রচেষ্টা করেছে, ব্যাংকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়েছে, বিভিন্ন রকম আইনের কারসাজি দেখিয়ে তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি শেকেরকুটে এক জায়গায় গত ফ্লাডের সময় গ্রাম সুদ্ধ বালিতে ঢেকে গিয়েছে, ঘর বাড়ী ফ্লাডে ভাসিয়ে নিয়েছে, সেখানে ফ্লাড প্রটেকশান দেওয়ার জন্য, বাঁধ দেওয়ার জন্য সেখানকার জনসাধারণ ব্লক লেভেল থেকে আরম্ভ করে হায়ার লেভেল পর্যন্ত জনসাধারণ চেষ্টা করেছে টাকা পাওয়ার জন্য এবং ফ্লাড প্রটেকশান দিয়ে যে জায়গাকে রক্ষা করার জন্য আজ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও সেখানে কোন রকম ফল হল না। বালির তলায় জমি বালিতেই রয়ে গেল। ফলে এখন যে ফসল-আউস ফসল উঠার কথা, সম্পূর্ণ ফসল সেখানে নষ্ট হয়ে গেল। কোন কৃষক সেখানে আউস ফসল ফলাতে পারে নাই। যে বাড়ী ঘর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল,

সেই বাড়ী ঘর সেখানে উঠানোর কোন রকম প্রচেষ্টা তারা করতে পারে নাই। ফলে তার প্রায় গাছের তলায় বসবাস করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে ঐখানে ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য বাজেটে যে টাকা রেখেছি এবং দেশের জনসাধারণের কৃষিক্ষেত্রে তাদের উন্নতির জন্য বরাবর যে চেষ্টা করে চলেছি, যাতে ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে সেই জায়গায় কৃষক তার জন্য ফ্লাড প্রটেকশানের ব্যবস্থা করে এবং তার জন্য ইজি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করে দিয়ে তাদেরকে যাতে রক্ষা করা যায়, তার ব্যবস্থা অতি তাড়াতাড়ি করা দরকার। আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষককুল অত্যন্ত দুঃস্থ, তার মানে এখানে যারা কৃষিক্ষেত্রে যারা কাজ করে তাদের এইরকম ক্ষমতা হয় নাই এখনও যে তারা সম্পূর্ণ বীজ, সার ইত্যাদি কিনে, সম্পূর্ণ জল কিনে, সম্পূর্ণ সেবার কিনে তারা কৃষি-ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারবে সেই পরিবেশ এখনও ত্রিপুরায় গড়ে উঠে নাই। যখন গড়ে উঠবে তখন হয়তো তাদের কাজের প্রচেষ্টা তারা সেইভাবেই করবে কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাই কৃষিক্ষেত্রে—গত এক বছর আগেও সার দেবার যে ব্যবস্থা ছিল, সেটা অনেক বেশী ইজি ছিল এবং সেখানে অল্প মূল্যে কৃষক বা বিনা মূল্যে কৃষককে সার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এই বছর সারের যা দাম বেড়েছে, অনেক কৃষকই কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ করতে পারে নাই এবং ঔষুধের যে দাম বেড়েছে, তার জন্য ক্ষেতে তারা ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে নাই। কাজেই তারা কৃষিক্ষেত্রে বিনামূল্যে যাতে সার এবং ঔষুধ প্রয়োগ করতে পারে, তাদের সেই ব্যবস্থা আরও কয়েক বছর ইজি প্রসিডিউরে চালিয়ে গেলে, বিনামূল্যে এইসব দেওয়ার ব্যবস্থা করলে কৃষককুল আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সুযোগ পাবে, এবং কৃষিক্ষেত্রে আরও উন্নতি করতে পারবে। আমরা জলসেচের ব্যবস্থা সেখানে করব, অধিকাংশ কৃষকই দেখছি যে প্রকৃতি থেকেই জলসেচ করে অভ্যস্ত, সেখানে হয়তো আর্টিফিশ্যাল উপায়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দ্বারা জল-সেচের ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালু হওয়া কোন কোন জায়গায় আমরা দেখছি যে কৃষককে সেখানে জলসেচের ভাড়া দিতে হচ্ছে, সে ভাড়ার জন্য মেশিন পত্র সেখানে থাকা সত্বেও কৃষক সেখানে জল দিতে পারছে না। সেখানে কৃষককে অন্ততঃ আরও ১০ বছর পর্যান্ত বিনা ভাড়ায় তারা যাতে জল পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করলে কৃষকদের মনে নূতন করে জলসেচের প্রেরণা জাগবে এবং অধিক ফলাও আন্দোলনকে তারা সাকসেসফুল করতে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস এবং জলসেচের জন্য যে ব্যবস্থা আছে সেটা অত্যন্ত স্বল্প ব্যবস্থা বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক অবস্থা যা, সেই অবস্থার মধ্যে একটা মাত্র মেশিন দিয়ে বা দুইটি মেশিন দ্বারা জলসেচ চলে না। যেখানে পানীয় জলের কথা আমরা বলি, যেখানে একটা গ্রামে একটা টিউব ওয়েল দিয়ে চলে না, বা একটা রিং ওয়েল দিয়ে চলে না কারণ প্রায় জায়গাই টিলা ভূমি, একটা টিলা থেকে পাঁচ সাতটা বাড়ী পরে পরে এক একটা টিলা, সেখানে জল আনা নেওয়া খুবই দুরাবস্থা, সেই সমস্ত জায়গায় অতি তাড়াতাড়ি পৃথক পৃথক ভাবে টিউব ওয়েল, এবং রিং ওয়েল দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ঠিক এইরকম জমিতেও জলসেচের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে জলসেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেখানে কৃষি ক্ষেত্রে যে বাজেট রচনা করা হয়েছে এবং যে টাকা রাখা হয়েছে আমার মনে হয় আরও অধিক টাকা রাখার দরকার ছিল এবং বর্তমানে যে টাকা আছে সেই টাকার চেয়ে অধিক টাকা খরচ করলে

কৃষিক্ষেত্রে যে আমরা উন্নতি করার কথা বলছি, সেটা আমরা প্রমাণ করতে পারতাম এবং কৃষককুলকে উৎসাহিত করতে পারতাম যে তোমাদের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে অধিকাংশ টাকা রাখা হয়েছে কিন্তু সেখানে আমরা সেটা বলতে পারছি না। সেইজন্য আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি বাজেট রচনার সময়, কর্তৃপক্ষরা ঠিক ঠিকভাবে সবদিক উপলব্ধি করতে পারেন নাই। যে কৃষির উপর নির্ভর করে ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঁচাতে হবে, সেই কৃষিক্ষেত্রে নেগলিজেন্সীর ভাব আমরা দেখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণ কর্মচারী কৃষি ক্ষেত্রে দেখাশোনা করবার জন্য, কৃষকদের সংগে থেকে কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য ভি.এল.ডবল্যু. আছে, কিন্তু সেই ভি. এল. ডবল্যু. দের উপর যেভাবে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে যদি কাজ চলতে থাকে তাহলে ভি. এল. ডবল্যু-র পক্ষে সরেজমিনে কাজ করা সম্ভব হবে না বলে আমার বিশ্বাস। আমরা সেখানে দেখছি ভি. এল. ডবল্যু-কে সার, বীজ বিক্রী করতে হয়, আবার কোন কোন সময় মাঠে খাতাপত্র নিয়ে তাকে রিপোর্ট তৈরী করতে হয়, সে কৃষকদের যে সার বীজ বিক্রী করে সেই পয়সা তাদের কাছে রাখতে হয় এবং সেই পয়সাগুলি আবার প্রতি সপ্তাহে তাকে নিকটবর্তী ব্লকে জমা দিতে হয়। কখনও হয়তো ক্ষেতে পোকা লেগেছে, সেটাও তাদের দেখতে হয়। কৃষকের জমি ঠিকভাবে উন্নত প্রথায় চাষ করছে কিনা সেখানে উন্নত প্রথায় কাজ হচ্ছে কিনা, সেটা তাদের দেখতে হয়। একটা লোকের উপর যদি ক্লার্কের কাজ থেকে আরম্ভ করে সরেজিমিনে চাষ করার কাজ পর্যন্ত দেখতে হয়, সেখানে কৃষিক্ষেত্রে আমরা যে উন্নতি করতে চলেছি, সেটা বলা ঠিক হয় না। সেখানে প্রত্যেকটি কাজের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পৃথক পৃথক স্তরের মানুষ নিয়োগ করতে হবে। যদি সামগ্রিকভাবে কৃষিকে উন্নতি করতে হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ত্রিপুরায় বেশীর ভাগ জমিই টিলা জমি, টিলা জমি আবার অসমতল। টিলা ভূমিতে চাষের জন্য আমরা খুব বেশী ফলপ্রসূ হতে পারি নাই। আমরা হয়তো বাগানের জন্য, ফলের বাগানের জন্য বাজেটে কিছু টাকা সংরক্ষিত করেছি। কিন্তু ফলচাষ বা বাগান করার জন্য যে প্রেরণা বা এর থেকে কৃষক উৎসাহ পাওয়া দরকার, সেটা প্রায় দেখাই যায় না। আমার এই জায়গায় – চম্পামুড়া, কাঞ্চনমালা, কাঠালতলি, মধুবন এই সম্পূর্ণ টাই উদ্বাস্তু এরিয়া। এবং সেই উদ্বাস্তু এরীয়ার সবটাই টিলা ভূমি একেবারে অসমতল নয়, কিন্তু সেই জমিগুলি উন্নত ধরণের জমি নয় কিন্তু সেখানে ফল চাষ করার বা বাগান করার জন্য, ফসলাদির করার ব্যবস্থা যদি করা হত, তারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হত। কিন্তু সেই মানুষগুলি এত দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে, তাদের দৈনন্দিন কাজ হচ্ছে লাকড়ি বিক্রী করা কিন্তু সেই লাকড়ি বিক্রী করাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে কারণ সেখানে আর লাকড়ি নাই। ঐ সমস্ত জায়গায় সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্নভাবে ঋণ দিয়ে, বিভিন্ন সহায়তা করে চাষের ব্যবস্থা করে, বাগান বা অন্যান্য রবি শস্যের ব্যবস্থা করার প্রেরণা যদি সুন্দর ভাবে দেওয়া হত, বা সাহায্য করা হত, তবে লোকগুলি এত দুর্যোগে থাকত না। শুধু মধুবন কাঠালতলি নয়, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন যেই যেই জায়গায় দেওয়া হয়েছে, ট্রাইবেলই হউক আর নন-ট্রাইবেলই হউক, সেখানে বেশীর ভাগই টিলা জমি কিন্তু টীলা জমিতে উন্নত প্রথায় চাষ করবার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নাই। আমি যখন জম্পুই হিলে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি দেখেছি কিছু সংখ্যক খৃষ্টান মিশনারী সেখানে আছে, তারাও টিলা জমিতে বসবাস করছে, কিন্তু তাদের আশেপাশে

ফল চাষের যে ব্যবস্থা, তা অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখলে মনে হয় ভাল ভাবে একটু তাকিয়ে দেখি অনুসন্ধান করে যাই কিভাবে তারা সেই সব বাগান করল। তারাও তো মানুষ তাদের সরকারও ইন-ডাইরেক্টলী সাহায্য দিয়ে যাচ্ছেন এই বাগানগুলি করবার জন্য এবং সুন্দরভাবে বসবাস করবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। আর আমাদের দেশের মানুষ আমাদের আশে পাশে যারা আছি আমরা এতদিন পরেও স্বাধীনতার এত দিন পরেও আমরা তাদের বাগান করে দিয়ে তাদের সুন্দর ভাবে বসবাস করবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে পারি কিম্বা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার যথেষ্ট ত্রুটিও বলতে পারি। আমি বলব যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে করতে হলে বাগান চাষ এবং বিভিন্ন রকমের রবি শস্যের চাষ যাতে টিলা ভূমিতে করতে পারে সেই ব্যবস্থা অতি দ্রুত করতে হবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি আনারসের চারা দিয়েছি সুপারীর চারা দিয়েছি কলা গাছের চারা দিয়েছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু সময় মত না দেওয়াটা না দেওয়ারই সামিল। আমি জানি যে সময় মত যদি কলাগাছ রূপন করা না যায় কলাগাছ যে কোন সময় রূপন করলেই হয় না। খনায় বলে '৩৬০ ঝাড় কলা রোয়ে থাকগে চাষ, মাচায় শুয়ে, রুয়ে কলা না কাট পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত'। কিন্তু সময় মত চাষ করতে হবেতো। আমরা যে কলার চারা দিয়েছি সেগুলি আধ হাত থেকে এক হাতের মত। সাধারণত কৃষকেরা এই রকম কলার চারা লাগায় না কলার বাগানে এই রকম কলার চারা লাগালে এক কেঁচোতে গাছ খেয়ে ফেলে। সুতরাং চৈত্রমাসে কলার চারা রোপন করতে হবে। কাজেই সেটা যদি সময় মত না হয় তাহলে কেঁচোতে খেয়ে ফেলে। আমি যখন উদয়পুর হয়ে অমরপুর গিয়েছিলাম তখন বর্ষার সময় নদীর পারে দেখলাম স্তূপীকৃত কলার চারা স্তূপীকৃত আনারসের চারা তখন ভাদ্র মাস-এর শেষ। জিজ্ঞাসা করলাম এই সময় কলার চারা কোথায় যায় এই ভাদ্রমাসে কলার চারা লাগানোর জন্য? এই কলাতো জন্মেও হবে না। কলার চারা গাড়ী ভরে ট্রাক করে নিয়ে ফেললেই কি হবে? উদ্বাস্তুর কপালে আর কলা জোটে না। কারণ অসময়ে কলা লাগালে কলা হবে না। ঠিক সেই রকম ভাবে আমরা আনারসের চারাও দিচ্ছি। কারণ যেগুলি জঘন্য আনারসের চারা যেগুলি সাধারণ কৃষকেরা লাগায় না সেগুলিই সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে। সেখানে হয়ত সরকারী টাকা পয়সা করার কোন ত্রুটি নাই যথেষ্ট টাকা পয়সা করছি তাদের জন্য কিন্তু সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ হল কি না সত্যিকারের মানুষ-এর হাতে সেগুলি গিয়ে পড়ল কি না এবং জিনিষ আমদানী করল কি না সেটা আমরা আর দেখি না। আর দেখলাম যে অনেক সময় টাকা পয়সার বিভিন্ন রকমের কারচুপি দেখি—সেখানে হয়ত অমুক বাবু ১০ টাকা অমুক বাবু ৫০ টাকা এই রকম দিলেই সারে। সুতরাং একটা ভাল সুপারভিশান তার পিছনে থাকলে সরকারী কাজ কর্মের কোন কারচুপি থাকতে পারে না। আমরা সব চেয়ে বেশী অসুবিধা দেখছি ঐ জায়গায় আমাদের মরালিটি এত নীচে গিয়েছে যে আমার দেশের মানুষের কথা চিন্তা না করি না। আমার দেশের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে আমি কি করে মানুষ হব আমি কি করে বড় হব সে দিকটাই আমরা অনেক বেশী করে দেখি। যে জন্য সাধারণ মানুষের কলার চারা সাধারণ মানুষের আনারসের চারা সাধারণ মানুষের বীজ ধান আমরা চুরি করি। এবং বীজ

ধানের সম্পর্কে আমরা কি দেখছি যে বীজ ধান—আমি কৃষক আমি বলতে পারি আমাদের ঘরে যে বীজ ধান আছে সেই বীজ ধানসরকারী কোন গোডাউনে দেখি না এবং এই সব সরকারী বীজ ধান লাগালে সেইখানে অর্ধেক চারাও উঠে না। তার কারন কি সেখানে কারচুপী আছে সেখানে মানুষের মরালিটি নষ্ট হয়েছে। কাজেই আমি বলছি আমাদের কার্যকলাপকে দেখবার জন্য আমাদের প্রকল্পের সহায়তা করবার জন্য তাদের সব সময় আমাদের পিছন থেকে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের সরকারী যন্ত্র এই কর্মচারীরা তাদের মরালিটি যদি নষ্ট থাকে তাদের যদি সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছা না থাকে দেশকে সমৃদ্ধি করবার ইচ্ছা না থাকে তাহলে এই দেশের মানুষ বাঁচতে পারবে না। সেজন্য আমি বলছি সেই মরালিটির জন্য সুপারভিশান থাকা দরকার। যে সরকারী টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কি না এবং ঠিক ঠিক জিনিষ দেওয়া হচ্ছে কি না এবং মানুষগুলি ঠিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে কি না। অনেক সময় মন্ত্রী মণ্ডলী টাকা সেংশান দিয়েই দায়িত্ব মুক্ত থাকতে চায় ঠিক ঠিক সুপার্ভিশান থাকে না। সে জন্য কোন ইন্সপেকশান থাকে না। যার ফলে প্রকৃত ফল আসে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষার কথা যদি বলি আজ কাল শিক্ষা এমন একটা অবস্থায় পেঁছেছে আজকে যথেষ্ট স্কুল হয়েছে অস্বীকার করার উপায় নাই। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কয়েকটি মাত্র স্কুল ছিল সেখানে কয়েক'শ স্কুল হয়েছে, কিন্তু অবস্থাটা কি? আমি খব বেশী দিনের পাশ করা নই। কিন্তু আমি চেলেঞ্জ করতে পারি যে ছাত্র পড়ে সেই স্কুল থেকে তাদের শতকরা ৮০ জন আমার সংগে বিভিন্ন রকমের সাবজেক্ট নিয়ে ঠিক ঠিক ভাবে জবাব দিয়ে যেতে পারে না। তার কারন কি—আবার আমরা মধ্যে মধ্যে এই কথাই বলি যারা পুরান মানুষ আছে যারা পুরান শিক্ষক আছে পুরান ছাত্র আছেন তাদের দেখলে আমরা অনেক সময় মাথা নত করে নমস্কার দিই। বর্তমানে যারা আমরা শিক্ষিত আছি তাদের কথা বলি একটা ড্রাফ্‌ট করতে আমরা অনেক সময় লজ্জা বোধ করি। তার কারণ কি সেই দোষ কি ছাত্রের? সেই দোষ ছাত্রের নয়। আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভাবে চালনা করছি সেখানে কোয়ালিটি থেকে কোয়ান্টিটির উপর জোর দিচ্ছি। যে রকমেই হউক চাকুরী দাও। এই বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র হাতিয়ার হল এই এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট। এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট মানুষের চরিত্রকে ঠিক করবে যে এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট সুষ্ঠুভাবে সমগ্র পরিকল্পনা নিয়ে নিজের দেশকে গঠন করবেন সেখানে দেখছি যে কোন রকমে পাশ করলেই তাকে একজন শিক্ষক করে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সেখানে কোয়ালিটির কথা বিচার না করে শুধু যদি কোয়ান্টিটিই বিচার করা হয় তাহলে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যে জিনিষ আসবে তারা অপকৃষ্ট হয়ে থাকবে তারা আর পক হতে পারবে না। এবং সেই দোষ ছাত্রের নয় সেই দোষ আমাদের পলিসির। আমরা কেন সেই ত্রুটিকে সংশোধন করতে পারি না। আমরা কি পারি না শিক্ষা ব্যবস্থাতে ভাল কোয়ালিটি দেওয়ার জন্য। সেখানে যে প্রাণের দরকার শিক্ষা বিভাগে এই রকম প্রাণ বাড়ান দরকার। যাতে প্রকৃত শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারি। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় স্কুল আছে তাতে দেখতে পাই যে স্কুল আছে কিন্তু শিক্ষক নাই। অথবা ৫ জন শিক্ষকের দরকার সেখানে আছে একজন। আবার কোন কোন স্কুলে ১০ জন শিক্ষক দরকার সেখানে শিক্ষক আছেন ২০ জন। এই যে একটা সিষ্টেম কোন কোন স্কুলে হচ্ছে—তাতে কোন কোন স্কুলে শিক্ষকের

অভাবে শিক্ষা হচ্ছে না আবার অন্য কোথাও শিক্ষকের স্বভাবে শিক্ষা হচ্ছে না। কারন ১০ জনের জায়গায় ২০ জন হলে সেখানে একটা গলদ হয় আবার একজন থাকলেও একটা গলদ হয়। এই যে একট্রা সুপার্ভিশান করার সিষ্টেমে একটি আছে যে জন্য পড়া শুনায় কেয়স চলছে। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে যাচাই করে এবং শিক্ষিত মানুষ যাতে আমরা বাদ না যাই সেজন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় কোয়ালিটি প্রয়োগ করতে হবে। এবং সেখানে সুন্দর সুপার্ভিশান থাকতে হবে। আমি যখন ক্লাশ ফোরে পড়ি তখন এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রায় প্রতি মাসেই ইন্সপেক্টার যেতেন এবং সেখানে গিয়ে কি করতেন। এখন ইন্স-পেক্টার গিয়ে হেড মাষ্টারের সংগে কি আলাপ আলোচনা করে চলে আসে। তখনকার ইন্সপেক্টার প্রতিটি ক্লাশে যেতেন নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করতেন। ইন্সপেক্টার যেদিন আসবেন সেদিন আমরা অতি উৎসাহ নিয়ে বসে থাকতাম। আমরা একটা ভক্তি মিশান সম্ভ্রম ভাব নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতাম। তিনি শিক্ষক মহাশয়দের জিজ্ঞাস করতেন কিভাবে পড়া শুনা হয় এবং আমাদেরও প্রশ্ন করতেন। একটা প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি—একজন ইন্সপেক্টার এসে বললেন এটা বুঝিয়ে দাও। 'পিতার সময়েতে লক্ষ্মী আনধা ছিল ঘরে, পাই নাই কোন ক্লেশ দিনে তার পরে'। একজন ক্লাস ফোরের ছাত্রকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। আর এখন একজন ক্লাস ফোরের ছাত্র—সেটা কি বলা হল সেটাই উপলব্ধি করতে পারবে না। আর আমরা সেই সব জিনিষ উপলব্ধি করেছি এবং চেষ্টা করেছি বলবার জন্য।

ইনস্পেক্টারের মাথা খারাপ না আমার মাথা খারাপ। কেন সেই সিষ্টেম কোথায়? আমরা কোথায় গেছি? আমরা স্যার, একটা দেশকে রক্ষা করবো সেখানে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেইটাকে কেন আমরা মজবুত করে রাখতে পারবো না? কেন আমরা সুন্দর করে সেইটাকে রাখতে পারবো না? আরেকটা লজ্জার কথা, মাননীয় এম. এল. এ. বিনয় ব্যানার্জী আমাকে বললেন যে এই যে বুক লিষ্ট বই যে সিলেকশন করা হয়েছে বিভিন্ন স্কুলে সেখানে ব্ল্যাকমার্কেটিং চলছে। বই সিলেকশনে আবার ব্ল্যাকমার্কেটিং কি করে হয়? তিনি বললেন একটা বই এর নাম 'জানার কথা' এবং সেই বইটার অ্যাক্চুয়েল নাম হবে 'অজানার কথা'। একজন শিক্ষক এইটা সিলেকট করেছে। ধর্মনগরের কোন একটা স্কুলের বই। আমি বলেছিলাম যে আপনি মিনিষ্টারকে দেখান এবং বলেন যে এই দেখুন আপনার ডিপার্টমেন্টের স্মাগলিং। জানি না সেইটা বিনয়বাবু এনেছেন কিনা? মাননীয় মিনিষ্টার এইটা অনুসন্ধান করতে পারেন। এইটা অনুসন্ধানের বিষয়। আপনি দেখুন যাদের বই লিখবার গুণ আছে তাদেরকে এই ভার দিন। আর যাদের এই গুণ নাই তাদেরকে এই কথা বলুন যে তোমরা যে বই লিখ সেইগুলি হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে আর কোন জিনিস না থাকুক, দেশের যদি কোন জিনিষ না থাকে আর যদি একটা জিনিস থাকে সেইটা হলো শিক্ষা তাহলে একটা দেশ মরতে পারে না। যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি একদিক দিয়ে যদি রাইফেল বন্দুক তুলেছে সেই রাইফেল বন্দুক যেখানে না কি অচল হয়েছে যেখানে গান অচল হয়েছে সেখানে নজরুল ইসলামের কবিতা, সেখানে রবিঠাকুরের কবিতা তাদেরকে ইন্সপারেশন দিয়েছে যুদ্ধে যাবার জন্য তখন তারা বিনা অস্ত্রে ঝাপিয়ে পড়েছে। সেইটা শিক্ষা, অস্ত্র নয়। অস্ত্র পরে

শিক্ষা আগে। শিক্ষা যদি একটা দেশের সর্ব্বস্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান নিয়ে না থাকতে পারে তাহলে সেই দেশ বাঁচতে পারে না। সেইজন্য আমাদের শিক্ষাকে সুষ্ঠভাবে সাজানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। প্রত্যেকটা স্কুলকে পরিদর্শন করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমার কনসটিটিউয়েনসিতে সেইটা একটা বিরাট এরিয়া সেই এরিয়ার মধ্যে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নাই বলবো না আছে একটা সেইটা বেসরকারী। একটা গরীব এলাকাতে বেসরকারী স্কুল থাকলে সেইটা সুন্দরভাবে চলতে পারে না। যেখানে সাধারণ মানুষ প্রচেষ্টা করে একটা স্কুল করেছে সেখানেই করা হোল কিন্তু সেইটা হলো না নুতন তো দূরের কথা। আর কোথায় টাকার জন্য কোথায় এই ঈশানচন্দ্র নগর বর্ডার এই বিরাট এরিয়ার মধ্যে সিনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যাও অল্প। আমি মাননীয় এডুকেশন মিনিষ্টারকে অনুরোধ করবো যে আগামী বাজেট অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার আমি বাজেট বই খুলে দেখলাম আমার এই এরিয়ার মধ্যে সিনিয়র বেসিক স্কুল নেই। সেখানে হাই স্কুলেরও কোন রকম চেষ্টা নেই। তাহলে এই চিল্লাচিল্লী কিসের জন্য? বাজেট পাশ করে যাই কিন্তু সেখানে থাকে না। আবার দেখা যায় যেখানে আছে ৪/৫টা সেখানে আবার আরেকটা ধরা হয়েছে। তাহলে এইটাই বুঝতে হবে যে বাজেট রচনার সময় যারা গরীব এম. এল. এ. আছে তাদের দিকে না তাকিয়ে যারা নাকি একটা সতেজ বা যেখানে ফায়ার সেইখানে এইটা প্রয়োগ করা হয়েছে ভালভাবে। আমি এডুকেশন ডিপার্ট-মেন্টের অনেকগুলি স্কুলের কথা বলতে পারি এইটা ঘরের কথা যেগুলির ছাউনি নেই, বেড়া নেই, টুল টেবিল নেই। অনেক সময় আমরা দোষারূপ করি যে স্কুল কমিটি লক্ষ্য রাখে না জনসাধারণ স্কুলের জিনিস লুঠপাট করে। অনেক সময় যে নষ্ট করে না তা আমি বলছি না। করতে পারে। কিন্তু সেইটা যাতে না করতে পারে সেই দায়িত্বতো আমাদের। আমরা সেখানে কমিটিকে আরও জোরদার করবো। কিন্তু যেখানে নাই যেখানে ভেংগে পরে আছে, তুফানে ফেলে দিয়েছে। তুফানে ফেলে দিয়েছে অনেক দিন হয়েছে। কিন্তু সেই স্কুলগুলি মেরামত হচ্ছে না কেন? এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সেই খবর রাখা দরকার। কাজেই আমি এডুকেশন মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ রাখছি যে এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির দিকে যেন লক্ষ্য রাখা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্য বিভাগ। স্বাস্থ্য বিভাগে অনেক রকমের শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যেমন স্পেশিয়ালিস্ট, গাইনোলজিষ্ট এইরকম অনেক আছে। কিন্তু তার পেছনে আরেকটা জিনিষ আছে সেইটা কি ডাক্তার মহাশয়ের কাছে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস না করলে হাসপাতালে অ্যাডমিশন পাওয়া যায় না। তবে সব ক্ষেত্রেই এইটা হয় তা আমি বলছি না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেইটা চলছে। সেই খবর আমার কাছে আছে। সেইটা এই আগরতলা শহরের মধ্যে যে হাসপাতাল সেইটাতেও আছে এবং মফঃস্বলে আরও বেশী। মফঃস্বল ডিসপেনসারীগুলিতে ঔষধ আছে কিনা আমি জানি না কিন্তু খবর ঔষধ নাই তাই কি করে চিকিৎসা করে যাই। তাহলে ঔষধই যদি না থাকে তাহলে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স এতসব লোক এইখানে বসিয়ে রেখে লাভ কি? আমরা যদি ঔষধই না দিতে পারলাম, অবশ্য সব ঔষধ পাওয়া যায় না কিন্তু যদি পাওয়া যাই যায় তাহলে আগরতলা ডিসপেনসারীগুলিতে কোথা থেকে আসে? বাজারে কি করে ঔষধ পাওয়া যায়? কাজেই সাধারণ মানুষ কি করে বুঝে নেবে যে ঔষধ নেই। কাজেই মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখছি অনতি

বিশেষ যেন মফঃস্বল ডিসপেনসারীগুলিতে ঔষধ অন্তত: প্রয়োজনীয় ঔষধ যাতে থাকে তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি কি এ্যাম্বুলেনস। বিশেষ কোন রোগীর জন্য অ্যাম্বুলেনস চাইলে অ্যাম্বুলেনস পাওয়া যায় না। আর যদি পাওয়া যায় সেইটা শহরের বাইরে যাবে না। আরে রোগী কি শুধু শহরে থাকে? মফঃস্বলের রোগী মরবে? কাজেই হাসপাতালে যদি অ্যাম্বুলেনস থাকে তাহলে যেখান থেকে খবর আসুক তাকে সেখান থেকে আনা দরকার। কারণ মফঃস্বলের রোগীর চেহারা কি এক রকম আর টাউনের রোগীর কি চেহেরা আরেক রকম? কিন্তু মরলে তো শ্মশানে সকলকে এক রকমই পুড়াইবো। কাজেই চিকিৎসার বেলায় কেন এত তারতম্য? সাফিসিয়েন্ট অ্যাম্বুলেনস যদি না থাকে সেখানে কিনার ব্যবস্থা করুন। আমাদের অন্যান্য বাজেট কার্টেল করে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য, মানুষকে আরও অধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ঔষধ পত্রের জন্য সেখানে টাকায় যোগান দেন।

শিক্ষার পর আসে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের পর আসে খাদ্য এই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং খাদ্য এইগুলি যদি প্রবল থাকে তাহলে অন্য বিশেষ কিছু না থাকলেও চলে। তাতে কিছু যায় আসে না। সুতরাং স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী এখানে আছেন। তাকে বলছি যে স্বাস্থ্য বিভাগের যদি ঔষধ থাকে, অ্যাম্বুলেন্স থাকে এবং সীটের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে তার ব্যবস্থা করা যায়। আর যেখানে মরালিটির প্রশ্ন রয়েছে। সেইখানে সেই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য উদ্ধার করার জন্য সেইখানে আমাদের দেশে প্রয়োজন রয়েছে একটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের। প্রয়োজন হয়েছে মানুষের চরিত্রকে সংশোধন করার জন্য, তার চরিত্রকে রক্ষা করার জন্য। এই সরকারী কিছু কর্মীদের মধ্যে যেসমস্ত —অতিরিক্ত টাকা নেওয়া এবং ঘুষ নেওয়া বা বিভিন্ন রকমের টাকা আত্মসাৎ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে সেটাকে রোধ করার জন্য একটা স্পেশাল ব্রাঞ্চ তৈরী করা দরকার। যাতে এই সমস্ত দোষত্রুটিকে সংশোধন করে মানুষের চরিত্রকে রক্ষা করা যায়। নতুবা দেশ রক্ষা পাবে না। কারণ সমস্ত জায়গায় সেই দুর্নীতি চলছে। অতএব আমরা যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিই কিংবা চেষ্টা না কার তাহলে সফলতা লাভ করতে পারব না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরো কিছু বলব। আমাকে সময় দিন। আমি আরো একটা কথা বলি। ফেমিলি প্ল্যানিং। ফেমিলি প্ল্যানিং যদি কার্য্যকরী না হয় তাহলে আমাদের খাদ্য এবং মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পেরে মানুষের মধ্যে একটা চরম দুঃখ জনক অবস্থা এসে পড়বে। যে চিত্র আমরা দেখতে পাই যে আগামী ১০।১৫ বছরের মধ্যে আমাদের আরো এত মানুষ জন্মাবে যে দেশে তখন চরম দুঃখের মধ্যে প্রবেশ করবে। তার জন্য প্রয়োজন ফেমিলি প্ল্যানিং। কেন ফেমিলি প্ল্যানিং করা হবে? কারণ ফেমিলি প্ল্যানিং অতি সুন্দর জিনিষ। এবং তাই ফেমিলিকে কণ্ট্রোল করা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ সেটাকে কণ্ট্রোল করতে পারেন নাই। তার কারণ ফেমিলি প্ল্যানিংকে ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি। আমার ধারণা, আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেমিলি প্ল্যানিং সুন্দর ভাবে চালু রয়েছে। আমাদের দেশে যে বৈষ্ণব—বৈষ্ণবী আছে আমরা তাতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের মধ্যে ফেমিলি প্ল্যানিং সুন্দর ভাবে চালু আছে। যদি অ্যাক্সিডেন্টলী ২।১টা অনেক সময় হয়ে যায়। আর

আমাদের সরকারী ফেমিলি প্ল্যানিংএর ক্ষেত্রে তার উল্টোটা ঘটে যায়। অর্থৎ ২১১টা ক্ষেত্রে ফেমিলি প্ল্যানিং কার্য্যকরী হয়। অথচ আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এটাকে কেহ শিখিয়ে দেয় নি। আমি অবশ্য তার হিসাব দিতে চাই না। আমি এর কোন ডিস্কাশন করতে চাই না যে এর মধ্যে কি কি দোষ ত্রুটি আছে। আমি বলছি এই কথা যে আমাদের ফেমিলি প্ল্যানিং কার্য্যকরী হইতে পারে নাই। কিন্তু কত যুগ আগের থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা কার্য্যকরী হয়ে আসছে। আমরা নিশ্চয়ই কৃষ্ণদাস বাবুর কাছ থেকে শিক্ষা নেব। আমি জানি উনি বৈষ্ণব ভক্ত। ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের ট্রেনিং যদি উনার জানা থাকে তাহলে আমরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরা অবশ্যই তার কাছ থেকে শিক্ষা নেব। অবশ্য আমি জানি না সে বিষয়ে তিনি জানেন কিনা। সেই কথা আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে আমাদের সরকার ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের টাকা খরচ করে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আন-সাকসেসফুল হয়েছেন অথচ কত আগের বৈষ্ণব। তারা কিন্তু এখনও ফেমিলি প্ল্যানিং চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের থেকে তারা কত সাইন্টিফিক।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে ফরেষ্টের কথাও কিছু বলতে হয়। কিছু এখানে না বললে হয় না। সেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টএর অনেক জায়গা আছে যেখানে ফরেষ্ট নাই, যেখানে ফরেষ্টের কোন বাগান নাই। অথচ সাধারণ কৃষক অনেক দিন আগে থেকে বসবাস করছে, চাষাবাদ করছে সেখানে। অনেক দিন যাবত তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই জায়গাগুলি পাবার জন্য। প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছি জনসাধারণের তরফ থেকে। যে সমস্ত জায়গায় ফরেষ্ট নাই অর্থাৎ ফরেষ্ট রিজার্ভ নাই এবং রিজার্ভ থাকলেও গাছ নাই, যেখানে ফরেষ্টের বাগান নাই, অথচ মানুষ যেখানে বসবাস করছে, সুন্দর ভাবে চাষাবাদ করে বসবাস করছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে সুন্দরভাবে তাদের বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কয়টা জায়গায় হয়েছে? আমি বলতে পারি শতকরা ১ ভাগেরও কম। তারা সেখানে আজকে এমন একটা অবস্থায় রয়েছে যে ঠিক ঠিক ভাবে ফসলও করতে পারছে না। কারণ সেখানে একটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যেহেতু তাদের জমির উপর কোন রাইট নেই। জমির ব্যাপারে তাদের কোন দাবী নেই। এই জমি যেহেতু ফরেষ্টের রিজার্ভের মধ্যে রয়েছে। আমি জানি এটা বৃটিশ পিরিয়ডে করা হয়েছিল। আগের পাঁচশালা বন্দোবস্ত, দোশালা বন্দোবস্ত এই বাদ দিয়ে তাদের পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট দিয়ে গেছে। আমাদের দেশ আজকে স্বাধীন হয়েছে, আমরা আজকে স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারি নি। আমি বলছি না যে তাদের সর্ব্বনাশের মূল। তবে আমি বলেছিলাম যে তারা যাতে ঘর বাড়ী, পুষ্করিণী করতে পারে তার ব্যবস্থা যাতে করতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অনেক জায়গায় গিয়েছেন, অনেক কথা বলেছেন কিন্তু আমি জানি যে তার কাছে রিপোর্টও গেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কি কাজ হয়েছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওরা অনেক জায়গায় আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলেছে যে আমাদের ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে মুক্ত করে দিন। এবং মুক্ত হওয়া দরকার আছে তাদের। কিন্তু উনার অ্যাক্টিভিটিস কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— আমি বলছি স্যার, পি, ডাব্লু. ডিএর কথা। রাস্তা ঘাটের কথা। এমন সব অবস্থায় ভিলেজ রোডগুলি আছে সেগুলির তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত করা হয় না। সেখানে কোন ব্রীজ হয় নাই আজ পর্য্যন্ত। সেখানে এক কোদাল মাটি দিয়ে এদিকে সেদিকে অমন অবস্থা করা হয়েছে যে গ্রামের মানুষদের হাটুর উপর কাপড় তুলে রাস্তা দিয়ে হাটতে হয়। এই গ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থা। যদি ভালো বুদ্ধি পি, ডাব্লু, ডিএর হয়ে থাকে তাহলে যেন এই দিকে একটু নজর দেয়। আমাদের রাস্তাগুলির সংস্কার করার জন্য পি, ডাব্লু. ডি—পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টই যদি একমাত্র ডিপার্টমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার। রাস্তাঘাট সুন্দর করা দরকার। ত্রিপুরার গ্রামীণ রাস্তাকে উন্নত করার জন্য আমাদের বাজেটে প্রভিশান রয়েছে। আমাদের বাজেটে আছে প্রত্যেক গ্রামের রাস্তাকে ইটসোলিং করতে হবে। কিন্তু শতকরা ৫টি গ্রামেও ইটস্লোলিং আছে কিনা সন্দেহ আছে। আমি আমার এলাকার মধ্যে হাফানিয়া টু বাধপুর ঈশানচন্দ্র নগর স্কুল যেন রাস্তা আছে। সেটা একটা বিরাট রাস্তা। যেটা পি, ডাব্লু. ডি, কিছু নিচ্ছে তো, কিছু নিচ্ছে না। পা নিয়েছে তো মাথা নিয়েছে। কিন্তু পেট নেয় নি। আমি বলছিলাম যে সবটা যদি নেয়া হয় তাহলে সুন্দরভাবে সেই রাস্তাটা করে হাজার হাজার লোকের যাতায়াতের সুযোগ করা যায়। এখনও হাজার হাজার লোকের যাতায়ত প্রত্যেক দিন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু হোল না। ঈশানচন্দ্রনগর স্কুলে যাওয়ার জন্য মাইল দুয়েক রাস্তা হবে যেন রাস্তা থেকে ঈশানচন্দ্রনগর স্কুল পর্য্যন্ত। এই রাস্তার জন্য আমি বলেছি, সেখানকার জনসাধারণ বলেছে, স্কুলের সব শিক্ষক বলেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে পর্য্যন্ত বলেছি কিন্তু বসে বললেও যা দাঁড়িয়ে বললেও তাই, সেই দুই মাইল রাস্তা আজ পর্য্যন্ত হোল না। স্যার আমি অনুরোধ রাখবো এই যে গ্রামের ইম্পরটেন্ট রাস্তাগুলি আজ সেই রাস্তাগুলির দিকে পি, ডবল্যু, ডি, একটু নজর দিক। গ্রামের মানুষের কাছে যদি সুযোগ সুবিধা তুলে ধরতে না পারি, আমরা অনেক সময় ডিপার্টমেন্ট থেকে বলতে দেখি যে যেহেতু পি, ডবল্যু, ডির কাছে যাওয়া হয়নি,পাবলিক রিপ্রেজেন্টেশান দেয়নি সেই জন্য এটা হয়নি কিন্তু স্যার, গ্রামের লোকের এরকম সাধ্য নেই আপনারা জানেন, যে পি, ডবল্যু, ডির কাছে রিপ্রেজেন্টেশান দিয়ে তারা রাস্তা ইনক্লুড করতে পারে, কাজেই এই ব্যবস্থায় তারা ১০ বছরে একটি রাস্তা আনতে পারবে কি না আমি জানি না। কাজেই পি, ডবল্যু, ডির যাতে এব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন যে গ্রামের কোন কোন রাস্তাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে, গ্রামের কোন কোন রাস্তাগুলি টেক আপ্ করার দরকার আছে, সেটা সেটেলমেন্ট কতৃক সার্ভে করান যে কোথায় কোথায় প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলি আটকে আছে। কই সেগুলির তো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলি আটকে পড়ে আছে। সাধারণ একটা রাস্তা এই অরুন্ধতিনগর মিশনারী স্কুল থেকে কতটুকু জায়গা, যেটায় জন্ত এষ্টিমেট কমিটি গেছে, পাবলিক একাউন্টস কমিটি গেছে, কিন্তু সেটা যেমন ছিল তেমনি আছে। গত তিন বছর আগের প্রতিশ্রুতি আছে, দিচ্ছি এই ইমিডিয়েটলি এ্যাকশান উইল বি টেকেন"। এখনও পর্য্যন্ত এ্যাকশান ইমিডিয়েটলি, তিন বছর চলে যায়। কাজেই এই যে ব্যবস্থা এই

ভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে সত্যই আমাদের একটা বিতশ্রদ্ধা ভাব আসে আমাদের কাজে। আমরা বাজেট তৈরি করি সেই বাজেট আমরা সুষ্ঠভাবে রূপায়ন করতে পারি না, আমাদের দোষ ত্রুটির জন্য, আমরা কি এদেশের মানুষ নই। আমি মনে করি যারা সরকারী কর্মচারী এই কাজে লিপ্ত আছেন তারা সকলেই শিক্ষিত মানুষ এবং তারা যাতে সুষ্ঠভাবে এটার রূপদান করা যায় সেটার বিবেচনা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার শেষ হয়েছে?

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাস্তা সম্পর্কে আর একটা কথা বলেই শেষ করছি। মাননীয় এক মন্ত্রী কালকে হাউসে বলেছিলেন যে রেল লাইন ত্রিপুরাতে আসছে, ও সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কারণ নেই। এই হতাশার ভাব ৪/৫ বছর আগে থেকেই শুনছি, তবু বলছি হতাশ হবার কারণ নেই। এই কথা প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয়। এক বিয়ে বাড়ীতে মানুষ খেতে বসে গুড় দেওয়ার কথা বলেছে। তখন উপহাস ছলে বলেছে একটু অপেক্ষা করুন গুড়ের নৌকার মাস্তুল দেখা যায়"। তখন সব মানুষ যুক্তি করলো মাস্তুল যখন দেখা যায় তখন একটু বসি, মানুষতো আর খায় না। তখন সবাই বরকর্তার কাছে গিয়ে বলল, মানুষতো আর খায় না। কারণ কি? আপনি তো বলেছেন মাস্তুল দেখা যায়, মাস্তুল না আসলে তারা খাবে না, আরে সর্বনাশ, এটা করলাম কি। তখন গলায় গামছা বেঁধে গিয়ে বলল যে দেখুন কর্তা অপরাধ হয়ে গেছে, একটা কথা বলেছি, আসলে গুড় তো আমার নেই, গুড়তো আনিনি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে সেবা করুন। আমি চিন্তা করি, শেষ পর্য্যন্ত পাবলিক-এর কাছে গলায় গামছা বেঁধে যাতে বলা না লাগে যে বলেছিলাম তো, হয়নি দেখি, এই কাজ, যাতে না ঘটতে পারে, আমরা যে কাজ করবো সিরিয়াসলি করবো। আমাকেই এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং বাজেটকে সেই ভাবে রচনা করে আমরা কার্যে রূপায়িত করতে পারি। এই বলেই আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী আবদুল লতিফ।

শ্রীমৌলানা আবদুল লতিফ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৫-৭৬ সালের আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট হাউসের কাছে রেখেছেন সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। কিন্তু সংগে সংগে স্যার, আমি ২/১ একটা বক্তব্য রাখবো। ত্রিপুরা সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল একটা অংশ। আমাদের দেখতে হবে বাজেটের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় বরাদ্ধ আছে এবং আমরা কি পরিমাণ করেছি। আমরা গভর্ণরের ভাষণে দেখলাম সরকার বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছে কৃষি উন্নতির জন্য। আমি বলবো স্যার, আবেদন আমরা করেছি, আমরাও পত্রিকায় বলেছি যে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াও। আমরাও সভাসমিতিতে বলেছি যে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াও। সংগে সংগে আমি একথাও বলবো যে আমাদের কৃষকেরা সাহসিকতার সংগে সংগে অগ্রসর হয়েছে কৃষির জন্য। কিন্তু ওরা কতটুকু ফল পেয়েছে আমাদের সেটা ভেবে দেখতে হবে স্যার। কৃষির জন্য জমির প্রয়োজন। আমাদের ত্রিপুরায় জমি তো আছে স্যার এবং সেটার উপর নির্ভর করতে হবে, এছাড়া জমিতো আর আমরা অন্য জায়গা থেকে আনতে পারি না। জমির সংগে সংগে বলদের দর-

কার, এখনো আমাদের ছোট চাষী যাদের অনেকের বলদ নাই। আমি দেখেছি স্যার, বৈশাখ মাস আসলে কৃষকেরা নিজের জমি বন্ধক, মরটগেজ দিয়ে বলদ ক্রয় করে। অন্যান্য বছর কিছু কিছু কৃষি লোন কৃষককে দেওয়ার ব্যবস্থা হোত কিন্তু এই বছর সরকার থেকে কৃষি লোন দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। এবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ওরা ব্যাঙ্ক থেকে কৃষি লোন পাবে, আমাদের ষ্টেটে ইউ. বি, আই, ও ষ্টেট ব্যাংক থেকে পাবে। কিন্তু স্যার, ব্যাংক যে ফরমালিটিস আমাদের সাধারণ কৃষকদের ক্ষমতা নেই সেই ফর্মালিটিস বাঁচিয়ে রেখে ব্যাংক থেকে কর্জ নিতে পারে। স্যার, যারা গরীব কৃষক, এইবার আমরা দেখেছি যাদের বলদ আছে সরকার তাদের কৃষি ঋণ দিচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুটি সমস্যা আছে তার মধ্যে একটি ড্রট আর একটি বন্যা। প্রত্যেক বছর হয় বন্যা, না হয় ড্রট। ড্রটের সময় যদিও ধান কিছু হয়, সেই ধানে বীজ হয় না। আমাদের যারা কৃষক আছে অন্যান্যবার হয়ে সেই বীজ ধান নেয়, সেটাকে আমরা বীজ ধান হিসাবে ব্যবহার করছি। স্যার, এই বীজ ধান দ্বারা ভালো ফসল হচ্ছে না। এর সংগে আমি বলবো স্যার, যে ত্রিপুরা সরকার আজ পর্য্যন্ত কৃষির উপর কোন খামার করতে পারে নাই। এরচেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? ড্রটের সময়ে যে ধান হয় সেটা দিয়ে বীজ ধান হয় না এবং সেটা দিয়ে ভালো ফসল হয় না। যে বছর বন্যা হয় সেই বছর বন্যার জলের নীচে যে ধান থাকে সেই ধান দিয়েও ভালো বীজ হয় না। স্যার, বীজের জন্য আমাদের কৃষকেরা ভালো ফসল করতে পারে না। কৃষকদের যদি জমি থাকে, বীজ থাকে ও বলদ থাকে এর পরেও তাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। যদি বৃষ্টি পড়ে, যদি সময় মতো বৃষ্টি হয় তাহলে আমাদের কৃষকেরা জমিতে যেতে পারে এবং হাল নিয়ে চাষ করতে পারে। যদি বৃষ্টি না থাকে তাহলে আমাদের কৃষকেরা চাষ করতে পারবে না। স্যার, মাইনর ইরিগেশনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়, কিন্তু মাইনর ইরিগেশনে ত্রিপুরায় তাদের যে জমি সেচ হয় সেই জমির ফসল আজ পর্য্যন্ত কৃষি সেচের আওতায় আসছে না। আমি জানতে চাই স্যার, মাইনর ইরিগেশনে অনেক পাম্প সেট আছে কটা পাম্প সেট তাদের সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, এইবার কৃষক অত্যন্ত পরিশ্রম করে বুরো ধান করেছিল। বুরো ধান দেখে সমস্ত কৃষকের মন আনন্দে ভরে উঠেছিল যে বুরো ধান পাবে। স্যার, এইবারের মত বুরো ধান আর কোন বছর হয় নি। কিন্তু এক ফোঁটা জলের অভাবে সমস্ত ধান শেষ হয়ে গেছে। এক ফোঁটা জল দেবার ব্যবস্থা নাই। আমি এই হাউসে দাঁড়িয়ে গত বাজেটে সেখানে বলেছি স্যার, যে আমাদের কৈলাশহরে যেখানে আমার কনষ্টিটিউন্সী সেখানে কোন নদী নাই, কোন ছড়া নাই। সেখানে আপনারা যদি ডীপ টীউব ওয়েল করে দিতে পারেন তাহলে হাজার হাজার মন বুরো ধান হতে পারত। তিন বছর ধরে বলছি। আমরা জানি যে যেখানে ত্রুটি আছে, বিচ্যুতি আছে সেখানে সেগুলি দূর করা হবে। কিন্তু আমরা বার বার বলছি, কিন্তু আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না। এই যে হাজার হাজার মণ ধান নষ্ট হল, কৈলাসহরে যদি এইবার ধান হত তাহলে এক টাকা, একটাকা বিশ পয়সার উপর যেত না।

কৃষকের চোখের জল দেখেছি। নিরুপায় কৃষক। এর পরেও আমারা যদি বলি কৃষককে যে কৃষক তুমি উৎপাদন বাড়াও, এমন কৃষক নাই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সে বসে আছে। সে যুদ্ধ করছে। সমস্ত কৃষক অপেক্ষা করছে যে যদি বৃষ্টি হয়। এখন এক মাস পরে বৃষ্টি হয়েছে, আউসটা উঠতে লাগবে। কিন্তু যদি এখন বিংশ শতাব্দিতে এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা বৃষ্টির উপর নির্ভর করে থাকি, আমরা সরকার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকের রক্ষার জন্য কি করেছি? দিন আসছে, লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে আছে। কিন্তু আমরা উৎপাদন পাচ্ছি না। তারপর স্যার, বন্যা। কৈলাসহরের দুটো মাঠ—একটা সভার মিয়া আর একটা খাওরা মিয়া বিল। আমি বলেছি অনেকবার সরকারকে সে যদি এই দুটো মাঠ সরকার বাচাতে পারতেন তাহলে কৈলাসহরের লোক ধান খেয়ে অন্যত্র খাওয়াতে পারত। খাওরা বিল একটা জায়গা, স্যার, যার সংগে ২২টা মৌজা আছে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে এই হাউসে বলছি ১৯৫৮ সালে আমি যখন দিল্লী থাকি, তখন একটা স্কীম নেওয়া হয়েছিল যে একটা খাল কাটা হবে এবং সেখানে একটা স্লুইস গেট হবে এবং গোপীনাথ গ্রাম থেকে লক্ষীপুর পর্য্যন্ত একটা এম্বাকমেন্ট হবে। স্যার ৫৮ এ যে প্রজেক্ট আরম্ভ হয়েছিল আজ পর্যান্ত সেটা হয় নি। মিনিষ্টার শ্রী মনসুর আলী সাহেবকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম। যখন এই হাউসের মেম্বার ছিলাম না। তখন তিনি এসেছেন যে আমি দেখব। ইট যদি এখানে না থাকে তাহলে অন্য জায়গা থেকে ইট আনব। কিন্তু তার পরেও বাড়ী বাড়ী আমি নিজে গিয়ে বলেছি যে কয়টা দিন অপেক্ষা কর, এখানে স্লুইস গেট হবে, এম্বাকমেন্ট হবে। কিন্তু স্যার, আজ পর্যান্ত হয় নি। সুতরাং আমি আশা করব এবং দাবী করব যেন এক বছরের মধ্যে কৈলাসহরকে বাচানোর জন্য যাতে কৈলাসহরের এই স্লুইস গেট এবং এম্বাকমেন্টের কাজটা শেষ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বলব মিয়ার হাওরকে যে কোন অবস্থায় হাজার হাজার একর কৃষি করতে হচ্ছে কুয়ো থেকে জল উঠিয়ে। আমি আশা করব সন্তয়ার মিয়ার হাওর এবং খাওরা বিল বন্যা থেকে বাঁচাতে হলে আমার এই সরকার অবিলম্বে তার চেষ্টা করবে। স্যার, আপনি জানেন আমি কৈলাশহরের এম, এল, এ। কিন্তু আমি বলছি কৈলাশহরে আয়তন কতটুকু? একশ' দেড়শ' কিলোমিটার নয়। কৈলাশহর টাউন থেকে কুমারঘাটে যেতে যে রাস্তা এই রাস্তা ১০ মাইল, যে রাস্তাটা ধর্মনগর যাওয়ার, যে রাস্তা মহারাজার আমলে ছিল, কৈলাশহর টাউন থেকে রাস্তাটা মেন রাস্তা, সেই রাস্তার দুরবস্থা যদি আপনি দেখেন তাহলে বলবেন যে এই রাস্তাটা দিয়ে মানুষ চলতে পারে না। আমি অনেক বলার পর, কৈলাশহর টাউন থেকে তুলামুড়া পর্যন্ত, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মানুষের পায়ের অবস্থা দেখেছি। অনেক বলার পর, এক বৎসর বলার পর জানুয়ারী মাসে যেটা আরম্ভ হয়েছিল, এস, ডি, ও, বলল যে আমাদের হাতে টাকা পয়সা নাই, এপ্রিল দিতে পারি। আমি বললাম, তাই, এপ্রিল মাসে হোক তবুও মানুষ রাস্তা দিয়ে চলুক। কিন্তু যে অবস্থায় ছিল আবার সেই অবস্থা। মেন রোড, যেখানে কৈলাশহর টাউনের অফিস আদালত হয় সেটা এখান থেকে এক মাইল দূর। মানুষ চলতে পারে না। আমি টাউনের এম, এল, এ. স্যার আপনি জানেন, আপনিও এই কনষ্টিটিউয়েন্সীর এম, এল, এ, ছিলেন। আমার টাউনের সঙ্গে মোহনপুর গ্রামে এক পশলা বৃষ্টি যদি হয়, আপনারা দেখেছেন কি পরিমাণ জল হয়। কিন্তু আজকে তিন বৎসর যাবত দেখছি, সবাইকে বলছি, যে একটা ড্রেনেজ স্কীম করে সেই জলটাকে সরাবার ব্যবস্থা করুন। অন্যান্য সব জায়গায় বলছি, অন্তত

টাউন থেকে জলটাকে সরানোর ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত হয় নাই। গোবিন্দপুর একটা গ্রাম আছে সেখানে সেন্ট পারসেন্ট শিক্ষিত বলা চলে। এই রাস্তার যদি দুরবস্থা দেখেন, সেদিন এক ভদ্রলোক বলছেন যে মশাই আপনি আর কি করবেন, স্পীকার সাহেব ছিলেন ১৩ বছর, আর আপনি এসেছেন তিন বছর, কিন্তু গোবিন্দপুরের এই রাস্তার দুর্দশা আর ঘুচবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন এবং অন্যান্য বন্ধুরা জানেন কৈলাশহর থেকে আগরতলার রাস্তায় বাই রোড, না হয় প্লেনে আসতে হয়। সবাই জানেন আই, এ, সি, প্লেন এখন বন্ধ। জ্যাম এয়ার যায় সপ্তাহে তিন দিন। টিকিটের জন্য গেলে পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহ আগে থেকে টিকেট কেটে রাখতে হয়। সেখানে গেলে তারা বলে আসবেন, বসবেন যদি আইজল থেকে, শিলচর থেকে প্লেন আসে এবং তাতে সীট থাকে তাহলে যাবেন। স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, আমি '৭২ এ এসেছি এখানে। মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে আমার দেখা হয় চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। যে দিন দেখা হয় ঐদিন আমি চীফ মিনিষ্টারের সামনে উনাকে বলেছি যে ভেদাগিরি সাহেব দয়া করে কৈলাশহরের কুমারঘাটে ব্রীজটা করে দেবেন। কৈলাশহর থেকে যদি বাই রোড আসতে হয় তাহলে আপনারা জানেন স্যার, কুমারঘাটে দেড় ঘন্টা, দুই ঘন্টা বসে থাকতে হয় ধর্মনগরের বাসের দয়ার উপর। যদি কোন বাসে জায়গা থাকে তাহলে কৈলাশহরের লোক আসতে পারে আর না হলে ট্রাকে চাপতে হবে। কোন ডিরেক্ট কানেক্শান নেই। কৈলাশহর থেকে আগরতলা কোন ডিরেক্ট কানেক্শান নেই। কিন্তু ভেদাগিরি সাহেব বললেন যে মৌলানা সাহেব, ৭৩-৭৪ এর মধ্যে করে দেব। আমি বললাম দেখুন চীফ মিনিষ্টার সাহেবের সামনে বলছেন। তারপর ৭৩-৭৪ চলে গেল, একদিন জিজ্ঞাসা করলাম যে ভেদাগিরি সাহেব কি হয়েছে আমার ব্রীজের বললেন যে মে-জুন মাসে শেষ হবে। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলাম কবে? উনি বললেন ১৯৭৪ এর ডিসেম্বরের মধ্যে। এরপর ১৯৭৪ যখন গেল তখন উনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল এবং উনি বললেন যে ১৯৭৫ সালের আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। স্যার, তাই বলছি যে এই রকম ভাবে যদি চলে, তাহলে কি ভাবে কি হবে। আজকে যেখানে নাকি লোক রাস্তায় চলতে পারছে না, নানা রকম মামলা মকোদ্দমা জড়িয়ে এই আগরতলা হাইকোর্টে লোকদের আসতে হচ্ছে অথবা ঐখানকার ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে যাতায়াত করতে হচ্ছে, অথচ ঐ রাস্তায় একটা মাত্র ব্রীজ এখনও হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না এবং কি কারণে হচ্ছে না, সেটা আমরা জানতে চাই, স্যার। স্যার, আমি জানতে চাইছি যে কি কারণে সেই ব্রীজটা হচ্ছে আর কেনই বা ব্রীজটা হতে বছরের পর বছর সময় লাগছে। স্যার, আপনি জানেন, কারণ আপনার বাড়ী কৈলাশহর, সেখানে ধর্মনগর থেকে বাস কৈলাশহরে আসে, কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে বলে আসছি এবং দাবী জানিয়ে আসছি যে কৈলাশহরের জন্য আপনারা দুইটি বাস দিন। এক বাসে লোকজন যাতায়াত করতে পারে না, অনেক সময় কার আগে কে বাসে উঠবে, তা নিয়ে মারামারি পর্যন্ত লেগে যায়। ঐ একটাতে জায়গা হয় না। ১.২৫ পয়সা যেখানে বাসের ভাড়া, সেখানে এ্যাম্বেসেডারগুলি অথবা জীপগুলি ৩/৩॥ টাকা ভাড়া নেয়। স্যার, আমরা যারা এম, এল, এ, আমাদের হাজার হাজার লোকের কথা বলতে হয়, মুষ্টিমেয় যে বড় লোক আছেন, তাদের কথা বলার দরকার নাই, কারণ তাদের হয়তো নিজের বাস আছে বা গাড়ী আছে এবং তাদের চলা ফেরা করতে অসুবিধা হয় না। স্যার, আমি তো জোর দিয়ে এও বলতে পারি যে সে রাস্তায় আর একটা বাস দিলেও

জীপ গাড়ী এবং এম্বেসেডারগুলি চলবেই এবং এক একটা গাড়ীর মধ্যে ১৭/১৮ জন নিয়ে আসছে। কাজেই আমাদের সেখানকার জন্য একটা বাস চাই, অথচ বাসের সংখ্যা আমরা কেন বাড়াতে পারছি না, তা বুঝতে পারছি না। আর অন্য দিক দিয়ে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ দুঃখ দুর্দশা সইতে হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ট্রেন্সপোট মিনিষ্টার এখানে নাই, অথচ উনার এখানে উপস্থিত থাকা উচিত। কারণ আমরা এখানে প্রত্যেকটি দপ্তরের সম্পর্কে বলছি, তাই প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টারেরই এখানে উপস্থিত থাকা উচিত। স্যার, আমি এখন হেলথ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলছি। যদি হেলথ মিনিষ্টার থাকেন তো দয়া করে আমার কথাগুলি শুনবেন। স্যার, আমি যাতায়াতের ব্যাপারে বাস সম্পর্কে একটা সমাধানের আশা নিয়ে হাউসের সামনে আমার আবেদন রেখেছি, কারণ ঐ অঞ্চল থেকে আসতে বা ঐ অঞ্চলে যেতে হলে ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদেরকে কুমারঘাটে বসে থাকতে হয় আবার আগরতলা থেকে যেতে হলে সোমবার ছাড়া অন্য দিনের সীট পাওয়া যায় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কৈলাশহর কুমারঘাট রাস্তায় যাত্রীদের দুর্গতি সম্পর্কে বলছিলেন। সেই রাস্তায় আর একটা বাস চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আমরা ঐ রাস্তায় আর একটা বাস চালু করার জন্য অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— থ্যাঙ্ক ইউ। মাননীয় সদস্য, এই মাত্র মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে কৈলাশহর কুমারঘাট রাস্তায় আর একটা বাস চালু করার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

মৌলানা আব্দুল লতিফ :— স্যার, আমিও সমস্ত কৈলাশহরের লোকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্যার, আমি সে দিন আগরতলায় আসছিলাম। পথে আমাকে একজন বললো স্যার, কি করব দুই জন মুমুর্ষ রোগী, এদেরকে আজকেই আগরতলাতে না পাঠাতে পারলে আর বাঁচবে না। এর আগে আমার সাথে আর একজন লোক এসেছে আর ঐ দুইজন রোগীকেও আসতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের সাথে যে লোকটির আসার কথা তাকে আসতে দেওয়া হল না, কারণ সীট নাই। আর আমাকে আসতে দেওয়া হল যেহেতু আমি একজন এম, এল, এ, এ্যাসেম্বলীর ব্যাপারে আমাকে আসতেই হবে। কাজেই এই সমস্ত রোগী এভাবে আসত না যদি সেখানে একটা এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকত, স্যার। সেখানে ডাক্তারখানা আছে, কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স নাই। স্যার, আমরা তো নানা কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি কিন্তু মুমুর্ষ রোগীদের চিকিৎসার জন্য, এখানে আনার জন্য একটা এম্বুলেন্স পাওয়া যাবে না, এই কি রকম কথা? তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যাতে আমাদের কৈলাশহরের জন্য একটা এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেন। তারপর স্যার, অনেক সময়ে দেখা যায় হাসপাতালে ঔষধ নাই। স্যার, এই সম্পর্কে এই হাউসে আমি আরও দুই এক বার বলেছি। আমাদের এই আগরতলাতে একটা মেডিসিনের ষ্টোর আছে। সেরূপ সাউথ এবং নর্থের জন্যও একটা করে মেডিসিনের ষ্টোর থাকা দরকার। এই সব জায়গাতে ঔষধ ফুরিয়ে গেলে, ঔষধের জন্য যে লোক আগরতলাতে আসবে তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ করে তো ভাল কথা, আর তা নাহলে তাকে এখানেই ৬/৭ দিন বসে থাকতে হবে। কেন স্যার,

কৈলাশহরে কি এর একটা সাবষ্টিটিউট দেওয়া যায় না অথবা কুমারঘাট এবং উদয়পুরে এর একটা কিছু সাবষ্টিটিউট করা যায় না। স্যার, আপনি নিজেও কৈলাশহরের অবস্থা জানেন, সেখানে থেকে ঔষধ নেওয়ার জন্য আগরতলাতে লোক দৌড়ে আসে, সেখানকার লোক ঔষধ পায় না। কৈলাসহরের ডাক্তার বাবুদের দোষ কি? রোগীদের ফিরত দেন—ঔষধ নাই। আমি তো তাদের দোষ দিচ্ছি না মেডিকেল অফিসারদের দোষ দিচ্ছি না। আর অব্যবস্থার কথা ডিস্পেন্সারীগুলিতে খুব ভালভাবে দৃষ্টি দিতে চান না এই সম্পর্কে আমি বেশী বলব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুই একটি কথা ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলব। স্যার, আমাদের রাজ্যে বড় ইণ্ডাষ্ট্রী হওয়া মুস্কিল এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টে ডেপুটি ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাস্ট্রী, এ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টার অব ইণ্ডাষ্ট্রী এই রকম কত ডাইরেক্টার আছেন। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রী কতটা বেড়েছে আমি জানতে চাই উদের কাছ থেকে। ক্ষুদ্র ইণ্ডাষ্ট্রি হয় না ত্রিপুরায়? ত্রিপুরায় বড় ইণ্ডাষ্ট্রী হবে না, বড় ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য রেলওয়ে নাই রাস্তাঘাট নাই কিন্তু ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি ক'টা করেছেন? এই যে রাজ্য এটা কোন দিক দিয়ে এগিয়ে আছে? এই রাজ্যটা কৃষির দিক দিয়ে পিছিয়ে পরে আছে ইণ্ডাষ্ট্রির দিক দিয়ে পিছিয়ে পরে আছে কোন দিকটা আছে কোন দিকটা আপনারা বাড়াবার চেষ্টা করছেন? স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি ১৯৭৩-৭৪ সালে আর. আই. পি.র যে লোন আমরা সেংশান করেছিলাম আজ পর্যান্ত এইসব এপ্লিকেন্টদের লোন দেওয়া হয় নাই। আমরা লোকদের কি বলি। ডাইরেক্টার আছেন এসি: ডাইরেক্টার আছেন আরও কত কিছু আছে—হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন খাতে হিসাব দেওয়া হচ্ছে। স্যার, এই এপ্রিলের আগের এপ্রিলে ৯ তারিখ বোধ হয় মিটিং হয়েছিল এইসব লোন সেংশান দেওয়া হয়েছিল। এইসব টাকা যাদের নামে দেওয়া হয়েছিল তাদের দেওয়া হয় নাই। ফর্মালিটিজ সম্পর্কে—ভাল কাজ করতে গেলে যদি আইনের কচকচি থাকে তাহলে কোন কাজ হয় না। যদি কোন জিনিষ বাকি থাকে তাহলে আগে কেনসেল করে দেওয়া হয় না কেন? কেন এই লোকগুলিকে আটক করে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই তাদের হয়রানি করবার জন্যই কি আমরা এইসব লোন সেংশান করেছিলাম? এই টাকা বাজেটের সময় এক্সটেনশান করে উইড্র করে রাখা হয়েছে আজ পর্য্যন্ত হচ্ছে না কেন? কেন এই ইনকোয়ারী যখন হয় তখন কেন ইনকোয়ারী অফিসার বলে না যে একে দেওয়া হবে না আর ওকে দেওয়া হবে। কেন বলা হয় না যে তোমর জমিতে ডিস্পুট আছে তোমাকে দেওয়া হবে না উরা কেন রিকমাণ্ড করে। স্যার, আপনি জানেন আমরা পাবলিকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি আমাদের বলা হয় আমরা কিছু করি না। আমাদের বলা হয় ইণ্ডাষ্ট্রির কথা বেকারদের কথা আমরা বলি না। স্যার, বেকারদের সম্পর্কে আমি দুই একটা কথা বলব। সমস্ত বেকারদের চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয় এটা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু যতটুকু পারি যেখানে পোষ্ট আছে যারা বেকার আছে তাদের দেওয়া হউক। আমি অনুরোধ করব এই হাউসের কাছে যে বেকারদের জ্বালায় আমরা আমাদের বাড়ী ঘরে থাকা সম্ভব হচ্ছে না—তাই আমাদের পক্ষে যা সম্ভব অন্তত যতটুকু পারি এই বেকারদের উন্নতি আমি বলেছিলাম যে তোমাদের টাকা দেওয়া হবে তোমরা বিজনেস কর এবং আমি ২/১টি ছেলেকে আগরতলা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু কোন কিছু হয় নাই। উদের জন্য একটা পথ দেখতে হবে স্যার। আর ত্রিপুরা রাজ্য যে ত্রিপুরা ষ্টেটের টুথার্ড লোক অসহায় তাদের জমি

নাই কিছু নাই এরা বাঁচবে কি করে। তবু এই লোকগুলিকে বাঁচাতে হবে একটা পথ বের করতে হবে। যদি কোন স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি হত তাহলে কিছু করা যেত। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই বেকার সমস্যা যাতে দূর করা যায় তার জন্য যদি আমার ক্যাবিনেট চেষ্টা করেন আমার চীফ মিনিষ্টার যদি চেস্টা করেন তাহলে আমি খুশি হব। এবং আমার যে কথাগুলি আপনার সামনে রাখলাম আমি আশা করব যে এর কিছুটা ফল আমরা পাব এটা অরণ্যরোদন হবে না। আমরা বাজেটে বক্তৃতা করি এইজন্য নয় যে এটা একটা রেওয়াজ আছে যে বাজেট বক্তৃতা দেওয়া—আমি অন্তত বলি যে আমার কথায় যেখানে ভুল ত্রুটি আছে যতটুকু গলদ আছে যদি কোন গলদ থাকে—হ্যাঁ নিশ্চয়ই গলদ আছে না থাকলে যে কাজটা যে পদ্ধতিতে হওয়ার কথা সেটা কেন হয় না। মাইনর ইরিগেশানে অনেক কাজ হচ্ছে ডিপ টিউবওয়েল হচ্ছে। আপনি জানেন স্যার, কৈলাসহরে যদি ২টা ডিপ টিউব ওয়েল হয়—একটা যদি হয় বামুন পাড়ার পূর্ব্বে আর একটা যদি হয় কালাঝাড়িতে তাহলে হাজার একর জমিতে বোরুধান হবে। কিন্তু এই দুটা ডিপ টিউবওয়েল করা হচ্ছে না স্যার। আমি হাউসের সময় নষ্ট করব না এবং সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রেখে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীপ্রফুল্ল দাস।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই এই বাজেট গ্রামীন মানুষ এবং সমাজের যে দুর্ব্বল অংশের প্রতি চরমভাবে উদাসীনতা দেখান হয়েছে। কাজেই একটা সমাজবাদী বাজেট একটা সমাজতান্ত্রিক সরকার যেখানে রচনা করেছে সেখানে স্বভাবতই এই আশা ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ করে যে এই সমাজবাদী সরকারের সমাজবাদী বাজেটে সমাজের দুর্বলতম অংশের গ্রামীন মানুষের প্রতি যথাযোগ্য আর্থিক সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু আমরা বাজেটকে সমর্থন করি কিন্তু আজকে এই বাজেট রূপায়নে সরকারের অতীত কার্য্যকলাপ থেকে সরকারের যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই মানসিকতা সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রতি ঠিক মানানসই নয় বলেই আমার মনে হয়। সুতরাং আমরা আশা করব যে আজকে আমরা যে বাজেট পাশ করতে যাচ্ছি অতীতেও এই ধরণের বাজেট আমরা অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে আমরা পাশ করে দিয়েছি। বিশেষ করে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর মানুষের যে রাজনীতি. অর্থনীতি অর্থাৎ পূর্ণ রাজ্যের যে সুখ-সুবিধা বহুদিন যাবত তারা পোষণ করে আসছিল যে অন্তত পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর সেই সুযোগ আমরা আরও অধিকতর ভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভোগ করবো। আমাদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব অনাহার অর্ধাহারের এই যে জ্বালা সেই জ্বালা থেকে আমরা মুক্তি পাব। সেই আশা আকাঙ্খা আজ পূরন হয়েছে কি না সেইটা আজ আমাদের এই হাউসে বিভিন্ন বক্তার মুখ থেকে ত্রিপুরার যে চিত্র গ্রাম বাঙলার যে চিত্র গ্রাম ত্রিপুরার যে চিত্র কৃষকের জীবনের যে চিত্র, শ্রমিক কর্মচারীর জীবনের যে চিত্র আমরা দেখতে পেলাম শুনতে পেলাম তাতে আমাদের স্বভাবত এই কথা মনে হয় যে আজকে তাদের অতীতের সেই আশাআকাঙ্খা

আমরা পূরণ করতে পারি নি। কাজেই লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের এই যে বাজেট সেইটা এখন পূরণ করবে তার সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি আমরা এখানে দেখতে পারছি না। প্রথমত লক্ষ্য করারর বিষয়, আমি উল্লেখ করেছি যে সমাজের যে দরিদ্র অংশ যেমন আমরা আজকে শ্রমিকশ্রেণীর কথা বলছি, সেই শ্রমিক কৃষক যাদের সম্পর্কে এত কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে আজ খাদ্যের জ্বালায় অনাহারে, অর্দ্ধাহারে আজকে তারা মুমূর্ষ। গ্রামে আজকে কংকালের মিছিল, গ্রামের মানুষ আজকে শহরে ভীড় করছে খাদ্যের জন্য তা আমরা দেখছি। আমাদের এই যে দূরাবস্থা এই গ্রাম বাঙলার যে বন্য চিত্র তার প্রতিকারের জন্য আজকে সরকারের মানসিকতা যদি পর্য্যালোচনা করি তাহলে সেখানে আমরা নিরাশ হই। আজ থেকে এক মাস আগে আমাদের ত্রিপুরার প্রশাসন যে প্রশাসনের কর্ম্মকর্ত্তা মুখ্যমন্ত্রীসহ ত্রিপুরাকে একটা দূর্ভিক্ষ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলেন, প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চাই যে আজকে যে সমস্ত মানুষ দূর্ভিক্ষের মুখোমুখি বিশেষ করে সেই গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ আজকে তাদের ক্ষেত্রে দেখছি আমরা তাদেরকে যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তা হৃদয়হীনতারই পরিচায়ক। যেমন আমি উল্লেখ করছি যে মোহনপুর ব্লক এরিয়ার মধ্যে প্রায় প্রতিটা গাঁওসভায় দেখা যাবে যে আজ অবধি সেখানে হাজার হাজার মানুষ আজকে অনাহারে থাকছে সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ দিয়েছে বটে যেমন এক হাজার দেড় হাজার টাকা খরচ হয়েছে এই পর্য্যন্ত গত এক মাসে তাতে টাকার অভাব এই কথা বলা যায় না। এই কথা সরকার এখনও বলেনি যে টাকার অভাবে আমরা ত্রাণকার্য্য ঠিকমত করতে পারছি না। কিন্তু যেখানে একটা গাঁওসভাতে ১০/১২ হাজার লোকের বাস কিংবা অন্যান্য গাঁওসভায় যেখানে এর চেয়ে অনেক বেশী লোকের বাস যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক আজ অনাহারক্লিষ্ট আজকে অনাহারে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। তা সত্বেও এক হাজার দেড় হাজার টাকার কাজ করা মানে হচ্ছে তিন চার দিনের কাজ দেওয়া। কিন্তু বাকা সময়গুলিতে তারা কিভাবে রোজগার করবে কি ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করবে সেই দিক থেকে সরকার উদাসীন। টাকার অভাব যেখানে টাকা আরো বেশী দেওয়া হচ্ছে না কেন? অথচ দুর্ভিক্ষ অবস্থা বলা হচ্ছে। কাজেই অবস্থার সংগে কাজের কোন সংগতি নেই দরদের কোন ইংগিত নেই। এই জন্য যে অবাস্তব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলবো যে এই অবস্থা আদৌ সমাজবাদের ব্যবস্থা নয়। আরেক দিক দিয়ে সরকারের মনোভাব যদি আমরা লক্ষ্য করি সেইটা হচ্ছে গ্রামের রেশন ব্যবস্থা এবং টাউনে রেশন ব্যবস্থা। যেখানে অভাব বেশী যেখানে গরীব শ্রেণীর মানুষ খাদ্য পায় না সেখানে দেখা গেল যে রেশনের যে ব্যবস্থা শহরে করা হয় তার অর্ধেক দেওয়া হয় গ্রামে। যেমন সরকার এক কে, জি করে একজন অ্যাডালটকে শহরে রেশন দেন সেখানে গ্রামে দেওয়া হয় পাঁচ শো গ্রাম করে। কাজেই যেখানে গ্রামে এত অভাব যেখানে মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকে সেখানে সরকার উদাসীন। গ্রামের প্রতি একটা চরম অবিচার। গ্রামের প্রতি অবহেলার আরেকটা নমুনা হচ্ছে লেভি। গ্রামের মানুষকে দুরাবস্থায় পাওয়ানোর জন্য লেভি একটা উদার নীতি সরকার গ্রহন করেছেন। যদিও সেইটা ইনফরমেল। সেখানে আমরা দেখছি সরকারের কোটা পূরণ করার জন্য গ্রামবাসীর সরলতার সুযোগ নিয়ে সেখানে অবাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম্মকর্ত্তারা আমি জানি না যে কার নির্দ্দেশে করে

যাদের দুই তিন কানি জমি আছে তাদের কাছ থেকে লেভি আদায় করা হয়েছে। যেখানে ঘোষিত যে সিলিং যেটা নাকি ৮ কাণির উর্দ্ধে হলে লেভি দিতে হবে সেখানে এক দুই কাণি জমির মালিকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই আশা দিয়ে যে বিপদের সময়ে তোমাদের কম দামে রেশন দিব। কিন্তু আজকে তারা চীৎকার করছে। তারা কোন রেশন পাচ্ছে না। একটা মানুষ যেখানে পাঁচশো গ্রাম পাচ্ছে একটা মানুষের পরিবারে যদি তিনটি লোক থাকে তাহলে তার এক দিনের দুই দিনে খাদ্যের সংকুলান হয় না। এইটা হচ্ছে আজকে সরকারের মানসিকতার পরিচয়। গ্রামের মানুষকে আজকে কি ভাবে অবহেলা করা হচ্ছে। তাই আজকে আমরা দেখতে পাই যারা মার্জিনেল কৃষক গরীব চাষী তারা আজকে এই খরার সময়ে টীলা ভূমিতে দুই চালা ঘরে ছাউনি করে কি ভাবে লেবারী করে দিন কাটাচ্ছে। কোন দিন খেয়ে কোন দিন না খেয়ে তাদেরকে চলতে হচ্ছে। আজকে দেখা যায় সেই সমস্ত মানুষ যারা ভূমিহীন কৃষক গরীব কৃষক যারা গ্রামে বাস করে তাদের এখানে জলের ব্যবস্থা নাই, পানীয় কোন ব্যবস্থা নেই। হয়তো টিউব ওয়েল বা রিং ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে কিন্তু মেরামত হচ্ছে না। এইগুলি সংস্কার করার জন্য অথারিটিকে বল্লে বলে ফাণ্ড নেই। অথচ এই বাজেট বক্তৃতায় বলা হচ্ছে যে জলের ব্যবস্থা করা হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা করা হবে। এই পানীয় জলের ব্যবস্থা মানুষের ন্যূনতম বাঁচার ব্যবস্থা। সুতরাং মানুষের এই অর্থনৈতিক অবস্থায় তাদের যে ন্যূনতম চাহিদা পানীয় জল সেটাও আকরা তাদেরকে দিতে সমর্থ হই নি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে শহরে বন্দরে সেখানে পাইপের জল ব্যবহার করছে আরো উন্নত ধরণের, আরো পরিশোধিত জল আমরা আমাদের একেবারে কাপড় কাচার থেকে আরম্ভ করে সর্বকিছু আমরা করছি। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের শহর কেন্দ্রীক প্রায় অধিকাংশেই একটা সোনামুড়া কিংবা ধর্মনগর সেই সমস্ত জায়গায় ওয়াটার সাপ্লাইয়ের প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু গ্রামের হাজার হাজার গ্রামের মানুষ আজকে আমি বলব যে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের কথা বলছি। আজকে নারী প্রগতির যুগ। কিন্তু গ্রামের মহিলারা সেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পানীয় জলের জন্য এক মাইল আধ মাইল হেটে জলের ব্যবস্থা করতে পারে না। এমন কি কোন কোন গ্রামে আমি দেখেছি রুগ্ন শিশুকে মাথায় জল দেবার জন্য রাত দুপুরে সেই জল আনতে আধ মাইল এক মাইল যেতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় রোগীর মাথায় জল দেওয়া তো দূরের কথা একটা ট্যাবলেট খাওয়ানোর জন্যও পানীয় জলের অভাব। পাট ভেজানো জলে অনেক সময় রোগীকে ঔষধ খেতে হয়। কিন্তু এটা আজকের থেকে নয়। বছরের পর বছর সমান ভাবে চলছে। কাজেই আমার মনে হয় যে যুগে আমরা চলেছি, এই বিজ্ঞানের- এই প্রগতির যুগে আজকে মানুষ চন্দ্রলোকে আস্থানা করার চেষ্টা করছে কিন্তু ঠিক এই সময়ে আমাদের এই স্বাধীনতার ২৭ বছরের মধ্যে আমরা গ্রামের মানুষকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কাজেই এটা আমাদের হৃদয়হীনতার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই বলার নয়। আমি বলি না যে প্রতিটি পরিবারে পিছু কিংবা ২।৩ টা পরিবার করে একটি রিং-ওয়েল কিংবা একটি টিউব-ওয়েল দেওয়া হোক। কিন্তু গ্রামে অন্তত একটা পানীয় জলের সোর্স থাকা দরকার। যাতে তারা সারা সময়টা এই সোর্স অব্যাহত থাকে। যাতে তারা কষ্ট করে হলেও সব সময়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় যে গ্রামের আমরা আর কিছু করতে পারি বা না পারি অন্তত তাদের জলের যে মিনিমাম যে প্রয়োজন, ন্যূনতম যে প্রয়োজন সেটা যাতে মিটাতে পারি। সেটা মেটানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, নৈতিক কর্তব্য। তাহলে ডেফিনিট এটা করা উচিত। সংখ্যায় তা বেশী না হতে পারে, কিন্তু কম হলেও এটা নিশ্চিত জল। আর যেখানে এটা ভগবানের মর্জির উপর নির্ভর না করে পারা যায়। মাটীর নীচে ডেফিনিটলী জল আছে। এই যে জল এটা মাটির নীচে ২০ হাত থেকে ৫০ হাত গর্ত করলেই পাওয়া যায়। সেখানে মানুষ নিশ্চিতভাবে বাস করে, যেখানে নিশ্চিতভাবে আমরা সমাজবাদী মানুষ যেখানে,

নিশ্চিত ভাবে মানুষের ন্যূনতম যে প্রয়োজন সেটা যদি না করা হয় তাহলে আমাদের সেটা নীতিবুদ্ধি হীনতা, উদাসীন্য কিংবা অপদার্থতা এর মধ্যে একটা হবে। কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের এই হাল এই চিত্র আমাদের দেখতে হয়। এটা সকলেই জানেন। জানেন না তা নয়। যখন এই মন্ত্রীরা, বড় বড় অফিসাররা কর্মকর্তারা এলাকায় যান তখন তারা সেখানে দুঃখ করে থাকেন। কিন্তু এটাকে দরদ দিয়ে তাদের মনের গভীরে যে বেদনা, জল না পাওয়ার যে বেদনা এটা দেখা হয় না। আমি শুনেছি সেই বেলীমুড়া একটা জায়গায় একটা লোক বলল যে তার একটা শিশু আছে। তার জ্বর বেড়ে বেড়ে ১০৪°, ১০৫°-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে বললো যে আমার এলাকাতে জল নাই। যে জল মাথায় দিয়ে রাতে ডাক্তার আনতে যাব। পরের দিন ডাক্তার আমাকে বললো যে মাথায় জল দিই নি বলে তার রোগের প্রকোপ বেড়ে গেছে, তার জটিলতা বেড়ে গেছে। এর ফলে সেই শিশুটি, সেই দু বছরের শিশুটি মারা যায়। জানি না যে জলের জন্যই মারা গেছে কিনা। কিন্তু এটা তো সত্যি যে তার হৃদয়ের বেদনা তার কাছে সত্যি যে জল পায় নি বলে শিশুটি মারা গেল। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই চিত্র যথেষ্ট। কাজেই আমি মনে করি সমাজবাদী সরকার বা সমাজবাদী মানুষ যেটা আমাদের সবারই কর্তব্য যেটা আমাদের এই বাজেটে সেই চিন্তা নিয়ে সেই প্রভিশান রয়েছে। গতানুগতিকভাবে টিউব-ওয়েল মেরামতির জন্য কিংবা জলের সুযোগ করার জন্য ২০,০০০, ২৫,০০০ টাকা কিংবা ৫০,০০০ টাকা রাখা হয়ে থাকে। গতবার ২৫,০০০ ছিল এবার না হয় ৫০,০০০ হাজার হবে। কিন্তু মেকানিকস টিউব-ওয়েল করার বা দেখার দায়িত্ব যার তাদের যদি আমরা বলি তাহলে বলা হয় যে আমাদের ফাণ্ড নেই। এই কথা আমরা বরাবরই শুনে আসছি। কিন্তু গ্রাম বাংলার, গ্রাম ত্রিপুরার আর একটা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হচ্ছে এই যে আজ থেকে ১৫।২০ বছর, ১৫ বছর আগের থেকে অর্থাৎ ১৯৫২ সাল থেকে যখন থেকে ব্লকের কাজ আরম্ভ হয়েছে, ত্রিপুরার এই ব্লকগুলি থেকে গ্রামের মানুষের সুবিধার জন্য বহু রাস্তাঘাট হয়েছে। আমাদের গ্রামের মানুষকে চলা-চলের বা অন্যান্য পরিবহনের সুযোগ দেওয়ার জন্য। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন এবং অন্যান্য সহায়ক হিসাবে দু' একটি করা দরকার। সেগুলি করা হয়েছে। কিন্তু এই যে করা হল সেগুলি, এই রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য এবং এছাড়াও ব্লক থেকে যে রাস্তাগুলি নিয়ে এসেছে তার সংস্কারের জন্য কোন চিন্তা নেই। পি, ডব্লু, ডি,কে খুব বড় বড় রাস্তা, পি, ডব্লু, ডিতে হাণ্ডওভার করা হয়েছে। কিন্তু তার সংস্কারের জন্য, তার মেইন্টেনেনসের জন্য কোন ফাণ্ড নাই। এটা প্রত্যেক বছরই শুনে চলছে। অন্যদিকে আজকে গ্রামের মানুষকে তাদের হাট বাজার আসতে, কিংবা ছেলেরা স্কুল-কলেজে আসতে, গর্ভবতী মহিলাকে নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী হসপিটালে নেওয়ার প্রয়োজন হলে গাড়ী যাওয়ার রাস্তা হয়তো কিছুটা আছে, বাকীটা নেই কাজেই গাড়ী যেতে পারে না। সুতরাং সেই রোগীকে নিয়ে সময়মত হসপিটিলাইজ করার সুযোগ পাচ্ছে না। অন্যদিকে আমরা দেখেছি রাস্তাঘাট হয়েছে। রাস্তাঘাটের প্রয়োজন সর্বত্রই আছে। কিন্তু আজকে সমাজবাদী সরকার, সমাজের দুর্বলতম যে অংশ সেই অংশের প্রতি এই উদাসীনতা এখনও যায় নি। আজকে পি, ডব্লু, ডি, খাতে টাকা ধরা হয়েছে।

পি, ডব্লু, ডি, রাস্তা করে বড় বড় রাস্তা। তারও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু আজকে গ্রামের মানুষের যে জীবন, তাদের ন্যূনতম যে চাহিদা তা মেটানোর জন্য অন্ততঃ রাস্তাগুলি পাকা না হোক অন্তত তাদের রাস্তাগুলি মোটামুটি চলার উপযোগী থাকে সেই ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং সেটা থাকবে বলা হয়েছিল। ২০ বছর আগের, ১৫ বছর আগের, ১০ বছর আগের যে রাস্তা-গুলি করা হয়েছিল তখনে প্রয়োজন ছিল বলেই করা হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকা হাজার হাজার টাকা খরচ করে এইগুলি করা হয়েছিল। কিন্তু আজ এইগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে গেছে। রিপেয়ার করা হচ্ছে না। কেন? গ্রামের মানুষের প্রতি উদাসীনতার জন্যই। আমরা শুনেছিলাম যে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা হবে। সমস্ত জায়গায় নির্দ্দেশ গেল, ভূমিহীনদের জন্য ভূমি দেখ। নির্দেশ গেল প্রতিটি জায়-গায় তোমরা লিষ্ট কর যেখানে যেখানে প্লট আছে, যেখানে দখল করা জমি আছে তাদেরকে অ্যালট করে দাও। সার্ভে করে সেই প্লট ডিমারগেট করে দিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই জমি তাদেরকে অ্যালট করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। সেখানে তাদের ঘর করার জন্য টাকা দেওয়ার যে কথা ছিল, আর্থিক সাহায্য করার যে ব্যবস্থা ছিল তাও হচ্ছে না জমি অ্যালটমেন্ট করা হয় নি বলে। সেই টাকা পাওয়া যায় নি। তা আমি আর কি বলব? আজকে এই দুর্বল অংশের প্রতি যেন নজর দেওয়া হচ্ছে না। প্রসঙ্গত এখানে আমি আরও একটি দুর্ব্বল অংশের কথা বলতে চাই যেমন শিল্প। শিল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের পাট শিল্প, কাগজ শিল্প এবং তাত শিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। শিল্প হোক। ভাল কথা।

রেলওয়ে সম্প্রসারণের কথা শুনতে পাচ্ছি। ভাল কথা। কবে হবে? ভালোইতো। নরেশ বাবু একটা উদাহরণ দিয়ে বলে গেছেন যে গুড়ের নৌকার মাসতুল দেখা যায়। সুতরাং এই মাসতুল দেখানো, ওনার বক্তব্যের সারমর্ম অনুযায়ী ফাঁকা কথা বা একটা ষ্টাণ্ট। ত্রিপুরার মানুষ শেষ পর্য্যন্ত সেটাকে যেন সেই ষ্টাণ্ট হিসাবে না দেখে। সেটাও আমাদের লক্ষ্য করার বিষয়। ষ্টাণ্ট অর্থাৎ সেটা যদি যথা সময়ে না আসে তাহলে সেটাকে মানুষ ষ্টাণ্ট হিসাবে মনে করবে। কাজেই যথা সময়ে যাতে সুযোগটা যাতে ত্রিপুরার মানুষ পায়, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। অন্যদিকে যে শিল্পগুলি আছে বা মরে গেছে তার মধ্যে যেমন চা শিল্প, তার আজকে মুমূর্ষ রোগীর অবস্থা, মৃতপ্রায় অবস্থা। আজকে একটা গ্লাস ফ্যাক্টরী সেটা শেষ হয়ে গেল, একটা ফ্রুট ক্যানিং ছিল সেটা শেষ হয়ে গেল। আজকে ফ্রুট ক্যানিং বা গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্রী সেটা পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হোল। এখানে সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য যথেষ্ট র-মেটেরিয়ালস পাওয়া যায়। ছোট্ট একটা ইণ্ডাষ্ট্রি সেটা এখনও সারভাব করতে পারলো না। সেখানে আনারস প্রচুর পাওয়া যায় কিন্তু ফ্রুট ক্যানিংটা সেখানে এখনো হতে পারলো না। কাজেই যেখানে ছোটদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকার যখন ব্যবস্থা করতে পারলো না, যেখানে আর ঘোড়া পালার সামর্থ নেই সেখানে হাতী পালার সামর্থ হবে কি না, সেটা কেমন যেন একটা বৈসাদৃশ্য দেখায়। আজকে চা শিল্পের কথা বলতে গিয়ে বলবো যে সেখানে প্রায় ৫২টি 'টি' গার্ডেন আছে এবং সেই চায়ের কোয়ালিটি সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে বিচার করলে খুবই ভালো এবং এখানে ষ্টেটের ইন্টারেস্টেট ছাড়াও ফরেন একচেঞ্জ আর্ণ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এই ইণ্ডাষ্টিগুলিকে ইমপ্রুভ বা ডেভেলপমেন্ট করার সুযোগ করলে ভালো হয় কিন্তু আমরা জানি যে ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি

মরে যাচ্ছে। সেখানে ইচ্ছা করলে সরকার এগুলিকে নিয়ে নিতে পারেন কিংবা সরকার ওদেরকে প্রাইভেট সেকটারে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বা ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়ে এই ইণ্ডাষ্ট্রী-গুলিকে বাঁচাতে পারেন। এবং এইগুলি এখনও যে অবস্থায় আছে সেখানে ৭৫ পারসেন্ট জায়গায় প্লানটেশান নেই মাত্র ২৫ পারসেন্ট জায়গায় প্লানটেশান আছে টোটাল এরিয়ার মধ্যে। সুতরাং আজকে যে ইনকাম আমরা করছি এই ব্যবসায়ের মধ্য দিয়ে আজকে যদি ব্যবসায়-গুলিকে পুরোপুরিভাবে ফাইনেনস করা যায় বা সরকার যদি ওগুলিকে নিয়ে নেয় বা রাষ্ট্রয়াত্তও করে তাহলে আমরা আরও চারগুন বেশী ইনকাম পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। এতে আরও হাজার হাজার লোকের এমপ্লয়মেন্ট পেতে পারে। শ্রমিক ছাড়াও চাকরি পেতে পারে। কিন্তু আজ এই যে দরিদ্রতম অংশ ৪০ শতাংশ থেকে ৪২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার আর ২২ হাজার শ্রমিক হচ্ছে টেম্পোরারি। আজকে তারা টেমপোরারি শ্রমিক বলেই, আমি বলছি না, যে দুর্ব্বল অংশের প্রতি আমাদের সমাজবাদ সরকার ও সমাজবাদি মানুষ আমরা কি ব্যবহার করছি, মানুষের মানুষিকতা সম্পর্কে কি সেটা আমি বলতে চেয়েছি যে লোকগুলো, আজকে যেটা আমরা জানি যে লেবার ডিপাটমেন্ট এর মারফতে জানতে পারি যে এই শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ হাজারের মধ্যে ২২ হাজার অস্থায়ী শ্রমিক আর ১৮ হাজার স্থায়ী শ্রমিক। এই অস্থায়ী শ্রমিক যারা মাসে প্রতিদিন কাজ পায়না, তারাও ভারতবর্ষের নাগরিক অনুন্নত মানুষ, তাদের মধ্যে যেমন ট্রাইবেল আছে, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি আছে, সিডিউল কাষ্টও আছে। আজকে এই লেবার পরিচালনা করার জন্য অভাব নেই, ত্রিপুরা রাজ্যেও এই আইন মাফিক একটা দপ্তর করা হয়েছে। সেই দপ্তরে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু আজকে শ্রমিকদের বাঁচানোর নামে এবং তাদের কল্যানের নামে আমরা দেখছি যে ১২ হাজার লোক যারা আজকে বাগানের মালিকের কাছ থেকে, প্রাইভেট ম্যানেজমেন্ট এর কাছ থেকে রেশন পাচ্ছে না অন্যদিকে অস্থায়ী শ্রমিক যারা ত্রিপুরা প্রশাসন তাদের রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না। আজকে এই যে অনগ্রসর অংশ তারা আজকে খাবে কোত্থেকে। যারা বছর বছর প্রতিদিন কাজ পেতো যারা বাগানে সেই কাজ পাওয়ার সুযোগ পেত সেই সুযোগ তারা পাচ্ছে না, তাদের কি খাওয়ার প্রয়োজন নেই, তারা কি ভারতীয় নাগরিক নয়। তাহলে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কে করবে। যাদের কিছু নেই, অর্দ্ধাহারে অনাহারে থাকতে হয় আজকে তারা রেশন কার্ড পাচ্ছে না। এই নিয়ে প্রশাসনের সংগে কথা হয়েছে ইউনিয়নের। প্রশাসন নীতিগত ভাবে মেনে নিয়েছেন যে হ্যাঁ অস্থায়ী শ্রমিক যারা তাদেরকে আমরা রেশন এর সুযোগটা দেবো। কিন্তু কার্য্যত দেখা যাচ্ছে তারা আজ পর্য্যন্ত রেশনের সুযোগ পায়নি। কারণ কি, আমি যতদূর জানি, ডাইরেক্টর অব ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই থেকে আদেশও দিয়েছেন বিভিন্ন সাবডিভিশনে এস, ডি, ও দের কাছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী হয়নি। সুতরাং আমরা দেখতে পারছি যে তাদের এই দুঃসময়ে, দুর্দিনের বাজারে তারা আজ রেশনের সুযোগ পাচ্ছেনা, যারাও সুযোগ পাচ্ছে তারাও আজ প্রয়োজন মাফিক পাচ্ছে না। তারা নিজেদের উৎপাদিত ধান চাল সরকারের আবেদনে নিবেদনের ফলে দিয়ে ফেলেছে। আজকে তারা উচ্চ মূল্যে মার্কেট থেকে কিনে খাওয়ার মত অবস্থা তাদের নেই। অন্যদিকে আজকে

তাদের কাজ করে খাওয়ার যে ব্যবস্থা তাতে এই দু:সময়ে বিশেষ করে যখন আমাদের এলাকার গ্রামের মধ্যে যে কাজ পাচ্ছে সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ অত্যন্ত অপ্রচুর, সেটা আমি আগে বলেছি। সেখানে মানুষগুলো অনাহারে মরছে, আজকে তারা ক্ষুধায় মৃত প্রায় অবস্থা। কাজেই গ্রামের এই মানুষগুলি সম্পর্কে আমাদের যে উদাসিনতা, সেই উদাসিনতা আমরা বাজেটে বক্তৃতা আমরা যতই বলি না কেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন, আমরা যতই বলিনা কেন, কিন্তু কার্য্যত নৈতিক কার্য্যকলাপে, এই সন্দেহের বিষয়, কার্য্যত আমরা তাদের জন্য কতটুকু জনদরদী। এছাড়া এও জানি বর্ত্তমান মরশুমে বাজারে এক শ্রমিকের মুজুরি ছিল ১.৯০ পয়সা। আর তার পাশাপাশি রাজ্যে। আসামের কাছাড়ে মজুরী ছিল তখন দু টাকার উপরে। কাছারের শ্রমিকদের সমান পাওয়ার জন্য তারা যখন আন্দোলন করলেন তখন দেখলাম যে শ্রমিকদের বেকায়দায় ফেলার জন্য বাগানের মালিকেরা সেটাকে লকআউট করে দিলেন এবং লক আউট করার জন্য যে বিধি বা ফরমালিটিস ছিল, যে নোটিশ দিতে হয়, ডিপার্টমেন্টকে সেই নোটিশ তারা দিলেন না। বে-আইনী বলে লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে ঘোষণা করলেন এই লক আউটকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বি ষয় বে আইনী লক আউট হোল ৪২ দিন কিন্তু শ্রমিকেরা বেতন পেলোনা। না খেয়ে খেয়ে তাদের অস্থি চর্ম্ম সার হোল। আজকে এই বেআইনী বলে ঘোষিত লক আউট লেবার ডিপার্ট-মেণ্ট এর কাছে তারা আবার নালিশ করলে, বে-আইনী ঘোষণা তো আপনারা করলেন, বে-আইনী লক আউট পিরিয়ডের ৪০ দিনের বেতন আমরা পাবো না কেন? কিন্তু এই বিচারের দায়িত্ব তাদের কনসোলেশান করার জন্য মিটিং ডাকলেনা মালিক পক্ষরা এলেন না। ২।৩ বার ডাকা হোল তাও তারা এলেন না, তাদের কে বৃদ্ধা অংগুষ্টি দেখাল, কিন্তু গভর্ণমেন্ট মেনে নিলেন বা হেরে গেলেন। মালিক পক্ষের এই যে বেহাড়াপানা, শ্রমিকদের ঠকানো প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে লেবার ডিপার্টমেন্ট নীরব থেকে ইনধন যোগালেন। কাজেই শ্রমিক শ্রেণীর কল্যাণের জন্য যে দপ্তর, আজকে লেবার ডিপার্টমেন্ট যদি সেখানে ফেলইয়োর হয়, আইনানুগ ভাবে লেবার ডিপার্টমেন্ট সেটা ট্রাইবুন্যালের কাছে পাঠাতে পারতেন বিচারের জন্য কিন্তু ট্রাইবুন্যালের কাছে আজও সেটা পাঠানো হোল না। অথচ এদের উপর সেই সময়ে অন্যায় জুলুম করা হয়েছে, সেই জুলুমের ফলে আজকে প্রায় শতাধিক কেস কোর্টে লেবারদের বিরুদ্ধে ঝুলছে। সুতরাং আজকে এই যে দরিদ্র শ্রমিকের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, আমরা আজকে যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখতে পাই। স্যার, আজকে এই সংগে এই কথাও বলতে চাই যে সমাজের একটি দুর্বল অংশ যেমন তপশিলী সমাজ, সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি সেখানে সমাজ কল্যান ও সমাজ উন্নয়ণের একটা দপ্তর আছে সেই দপ্তর ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্বাসনের কাজ, ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া বা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের দেখাশোনা করছে, একটা অ্যাডভাইসারি কমিটি বিভিন্ন কাজ সাজেষ্ট করার জন্য বা অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটার চেয়ারম্যান। গত সাড়ে তিন বছরে আমার মনে হয় সাড়ে তিনটা মিটিংও হয় নাই। আজকে একটা অ্যাসেস্মেন্ট, কোথায় কি কাজে কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে বা কোথায় আরও কিভাবে কাজ করা দরকার এই সম্পর্কে একটা কাজে সাজেশান ইত্যাদির প্রয়োজন। কাজেই আমার মনে হয় যে এই নুতনভাবে চিন্তা করে আরও

যে সমস্ত সাজেশান বা রিকমেণ্ডেশান এসেছে এইগুলি খুঁটিয়ে দেখার জন্য আমাদের মাঝে মধ্যে বসা দরকার। কিন্তু সব ব্যাপারে বসার সুযোগ পাওয়া যায় না। এইগুলি আমার অপ্রিয় কথা, বলতে অভ্যস্ত নই, বলতে চাই না। কিন্তু আমার মনে হয় যে এর মধ্যে বোধ হয় ওদের স্বার্থে সংগে আমাদের স্বার্থ জড়িত, প্রশাসনের স্বার্থ জড়িত আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ ওদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেও ওদের যাদের কিছু যায় আসে না তারা হয়ত ওদের জন্য খুব দরদ দেখাচ্ছেন না। কাজেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে কোন একটা ব্যক্তিকে প্রমোশান দেওয়ার জন্য যেখানে রিক্রুটমেন্ট রুলস পারমিট করে না সেখানে রুলস পাল্টিয়ে নুতন রুলস তৈরীর জন্য অভার টাইম করে লাইট জ্বালিয়ে ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সেখানে সমাজবাদের আদর্শ প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে সুবিচার করবে বঞ্চিতদের প্রতি, পিছিয়ে পড়া মানুষেয় সংগে কল্যাণমূলক কাজ করবে, এই প্রতিশ্রুতির সংগে আজকে কাজে কোন সামঞ্জস্য নেই। আজকে এই কথাও সমানভাবে সত্যি যে চাকরীর বেলায় একটা নির্দিষ্ট পারসেণ্টেজ, শতকরা ৩০ বোধ হয় ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে এবং শতকরা ১০ সিডিউলড কাষ্টের ক্ষেত্রে, এইরকম হবে, সে ক্ষেত্রেও চাকুরী বাকরী দেওয়ার বেলায় এই পারসেণ্টেজ ঠিক ঠিকভাবে ফলো করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য কোন মেশিনারী নাই। আমরা ভেবেছিলাম যে যদি অন্ততঃ অ্যাডভাইসার বোর্ড এর মিটিং ঠিকমত হত হলে একটা বক্তব্য বা সাজেশান রাখা যেত। আমার ধারণা যে অনেকেই আছে যারা এই রিজার্ভেশনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এমন লোকের কাছে যদি এর দায়িত্ব থাকে তাহলে এর উন্নয়ন বিঘ্নিত হতে বাধ্য। আজকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে চাকরী দেওয়ার যে একটা প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল যে প্রত্যেকটা হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট তার নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে, পার্টিকুলারলী ক্লাশ থ্রি এবং ক্লাশ ফোর বা অন্যান্য আপার পোষ্টের বা অন্যান্য পোষ্ট আছে, সেগুলির রিক্রুটমেন্টর যে চলতি ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থাকে ভেঙে চুড়ে নুতন ব্যবস্থা একটা ইন্টারভিউ এর জন্য থ্রি মেন্স কমিটি একটা তৈরী করা হল, '৭২ সনে একবার ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। আজ '৭৫ সাল চলছে। এই চার বছরে, চার বছর আগে একটা ইন্টারভিউ থেকে চাকরী দেওয়া হয়েছিল। তারপর আজকে যে চাকুরী হচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই চার বছর আগের ইটারভিউ থেকে চাকরী দেওয়া হচ্ছে। আগে ছিল ছয় মাসের বেশী যেখানে ভেলিড থাকে না সেখানে ছয় মাস পরেই আবার নুতনভাবে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। কারণ আমরা জানি যে লোকটা ছয় মাস আগে অযোগ্য ছিল সেই পরবর্তীকালে যোগ্য হতে পারে। ঠিক বিপরীত ক্রমে তখন ভাল হলেও পরবর্তীকালে আবার খারাপ হতে পারে। অর্থাৎ চার বছর আগে যে প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারে নাই এবং যার জন্য সে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল বা নাম্বর কম পেয়েছিল, এটা ঠিক নয় যে সেই লোকটা পরবর্তী সময়ে নিজেকে আরও ইমপ্রুভ করতে পারবে না। যে লোকটা টাইপ টেষ্টে মিনিটে ২৩ তুলেছিল সে ৪০ তুলতে পারবে না তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। কাজেই তখনকার লিষ্ট থেকে পরবর্তীকালে চাকরী দেওয়া এটা আমার মনে হয় বাস্তব যে যোগ্যতার মাপ কাঠির প্রায়োজন সেটা বিচার করার কোন পথ নাই। কেন না সেই লিষ্টটায় একটা লোক হয়ত টাইপিষ্ট ছিল না, কিন্তু পরবর্তী ৬ মাস পরে হয়ত সে টাইপ শিখে ফেলেছে। কিন্তু তাকে আর নেওয়া হবে না কেন না চার বছর আগের ইন্টারভিউ বহাল

আছে এবং ভ্যালিড। সেখান থেকে নুতনভাবে লোক নেওয়া হচ্ছে এবং তারপর আমরা দেখছি যে স্কীমে যে চাকরী দেওয়া হয়েছিল, সেই স্কীমের লোককে রিট্রেঞ্চ করা হল, তাদের মধ্যে থেকে কারোকে নেওয়া হল, আবার কেউ কেউ ঘোরাঘুরি করছে আবার দেখা যাচ্ছে নুতন লোক গোপনে চাকরী পেয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অনেকে চাকরী পেয়েছে এবং তারা খুব গর্ব করে ঘুরে বেড়ায় এবং বলে যে আমাদের ইন্টারভিউ লাগে নি, এমনিতেই হয়ে গেছে। কি রকম ? যে আমাদের সোর্স জানা আছে। সুতরাং আজকে যে গভর্ণরের ভাষণের মধ্যে ৬০ জন লোকের চাকুরী হয়েছে বলা হল, এই সংখ্যার মধ্যে সিডিউলড ট্রাইবের সিডিউলড কাষ্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি যার আইনানুগভাবে পাওয়ার ছিল, তা কি পাওয়া গেছে ? আমি এই কথা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে এখানে যেমন সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইব, তেমনি যারা সরকার সমাজবাদী ঘোষণা যেটা দিয়েছিলেন যে নীড কেজ চাকরী হবে, সিনিয়রিটি বেসিসে চাকরী হবে, এই সমস্ত নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে, পদদলিত করে আজ সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইব এবং সমাজের অনুন্নত, গরীব অংশের বেকারেরা বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং সমাজবাদী সরকারের যদি এই দিকে দৃষ্টি না দেওয়া হয়, এটা শুধু অশোভন নয়, অপরাধ। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আর একটা শ্রেণীর কথায় আসছি, যেমন কর্মচারী ধর্মঘট সম্পর্কে।

ওরা বাঁচার দায়ে ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিল। আজকে দাবী, দাবী সবশ্রেণীর মানুষ করে, কেউ দাবী না করতে পেয়ে যায়, আর কেউ চিৎকার করেও পায় না, আবার কাউকে অনেক চীৎকার করে পেতে হয়। আজকে বড় বড় আমলা যারা, তাদের দল করতে হয় না, তারা পেছ কষে দাবী আদায় করে নেয়। কারণ আমলাতান্ত্রিক প্রভাব প্রশাসনে এত বেশী যে তারা তাদের বেশী প্রভাব খাটিয়ে, তাদের সুযোগ সুবিধাগুলি আদায় করে নেয়। অন্য দিকে আজকে গরীব শিক্ষক কর্ম্মচারী শ্রমিক, তাদেরকে আজকে চীৎকার করে আদায় করতে হয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কমিউনিকেশানের অসুবিধা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে দাবী এবারের লাগাতর ধর্ম্মঘটকে কেন্দ্র করে, সেই দাবী, অর্থ নৈতিকদিক বিবেচনা করে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিক বিবেচনা করে অন্যান্য রাজ্যের সমগোত্রীয় কর্ম্মচারীরা যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের দাবীকে সমর্থন করছি, আগেও করেছিলাম, আজও আমরা করছি। তাদের দাবীর ন্যায্যতা বিচার করে যথাসম্ভব আমাদের সীমিত সুযোগের মধ্যে তাদের দিতে হবে, এটাই ছিল আমাদের বক্তব্য। আজও আমাদের সেই মানসিকতা আছে। কাজেই সেটা নিয়ে যদি কোন কর্ম্মচারী রাজনীতি করে থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা সমর্থন করি না। সুতরাং এই কর্মচারীদের গরীব অংশের এই অর্থ নৈতিক দাবীকে অবহেলা করে, তাদের দাবীর প্রতি উদাসীনতা দেখিয়ে কেউ যদি সমস্যার সৃষ্টি করে তাহলে আমরা মনে করব, আমাদের সমাজবাদের নীতি যেটা আছে সেটার প্রতি একটা অবমাননা-করা হবে। আজকে আমি শুনে খুসী যে সরকারের তরফ থেকে সরকারী কর্মচারীদের দাবী দাওয়ায় প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল বলে যে বিবৃতি দিয়েছে, সেই সেন্টিমেন্টের সংগে আমিও একমত, অবশ্য সেটা যদি মুখের কথা হয়, মনের কথা না হয়। তাই আমি আশা করব, সহানুভূতি মন বলে যেটা ঘোষণা করা হয়েছে, তা তাদের দাবী দাওয়া পূরণে বা তাদের প্রতি

আচরণে সেটা পালন করা হবে। কারণ অর্থ নৈতিক দিক ছাড়াও আর একটা আছে যখন তারা দেখে তাদের চোখের সামনে বদলীর ব্যাপার নিয়ে দুর্নীতি চলে। কে দুর্নীতি করছে? ধরুন একজন অফিসার বা আমলা দুর্নীতি করছে, তাকে যদি শায়েস্তা না করা হয়, তাহলে তার উপরিওয়ালা যারা আছে যেমন সর্ব্বোপরি এই মন্ত্রীসভা তারা যদি এই আমলাতন্ত্রের দুর্নীতিকে আঘাত করেন, তাহলে শ্রমিক যারা, যারা নিম্ন বেতনের কর্ম্মচারী, তারা যদি আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর কাছে পর্যাদোস্ত হয়, তারা যদি উপেক্ষিত হয় তাদের ছুটি নিয়ে কিম্বা বদলী নিয়ে বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে, যদি আমলাতন্ত্র তাদেরকে হাতের পুতুল করে রাখতে চায়, অথবা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে ইনস্‌ট্রুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে চায় আর সেটার প্রতিবাদ করলে যদি তাদের বদলী হয় বা শাস্তি নিতে হয় বা ডিমোশান হওয়ার শাস্তি নিতে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিক্ষুভ জমবে। সুতরাং এটা দেখার দায়িত্ব জনপ্রতিনিধি যারা আছে, তাদের। কিন্তু আমার মনে হয় বড় বড় কিছু কর্মচারী তাদের আমলাতন্ত্রকে অব্যাহত রাখবার জন্য সমস্ত রকম নিয়ম কানুনকে পর্যাদোস্ত করে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বজায় রাখবার জন্য ছোট ছোট কর্মচারীদের কাজে লাগাতে চায়। সেইমত কাজে লাগাতে না পারার জন্য তাদের উপর খড়্‌গোহস্ত হয়, এবং তাদের উপর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই এর প্রতিকার যদি না করা হয় অথবা মন্ত্রীসভা যদি এর প্রতিকার না করেন, তাহলে ঐ ছোট ছোট কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিক্ষুভ জমা স্বাভাবিক। সুতরাং আজকের অর্থ নৈতিক বিক্ষোভের সংগে তাদের প্রমোশন, ট্রেন্‌সফার এবং চাকুরীর যে নীতি, তার মধ্যে যে অব্যবস্থা আছে, সেই অব্যবস্থার জন্যই আজকে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ জমেছে। তাই এই অবস্থায় সমাজবাদী সরকারের পক্ষে উচিত হবে ঐ দরিদ্র অংশের প্রতি সুবিবেচনা করা। কেন তাদের মধ্যে এত বিক্ষুভ, তা দরদী মন নিয়ে বিচার বিবেচনা করা। আর যদি শুধু ক্ষমতার জোরে তাদের নায্য দাবী দাওয়াকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটা আমাদের কংগ্রেস সরকারের ঘোষিত নীতির বিরোধী বলে আমি মনে করি। স্যার, আজকে আমাদের খাদ্য সমস্যা নিয়ে কথা হয়েছে, এই খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আমার মনে হয়, আমি সেদিনও বলেছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী যে রাজ্য আছে, আসাম কিম্বা পশ্চিমবঙ্গ, আজকে তাদের তুলনায় আমাদের এখানকার খাদ্যাভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার কারণ এই নয় যে আমাদের রাজ্যে ফলন কম হয়েছে। তার কারণ হল যারা আমাদের খাদ্য নীতির নিয়ামক, তাদের ভ্রান্তি এবং বাস্তব জ্ঞানের অভাবের জন্যই সেটা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস এবং এটা আমার অভিজ্ঞতা যে গত বছর আমরা যে পরিমাণ ধান পেয়েছি, যে পরিমাণ ফলন পেয়েছি, তা ১৯৭৩ সালের খরার সময়ে আমরা যে ফলন পেয়েছি, সেই ফলনের চাইতে অনেক বেশী। ১৯৭৩–৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ এই দুই সন থেকে এই সনে আমরা আমরা বেশী ফলন পেয়েছি, সরকারী ঘোষণার থেকে আমরা এটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আগের দুই বছরের চাইতে ধান বা ফলন বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও এবারকার অভাব গত দুই বছরের তুলনায় চরমে উঠেছে। ১৯৭৩ সালের খরার সময়কার অভাবের যে যন্ত্রনা তার চাইতেও এবারকার অভাবের যন্ত্রণা অনেক বেশী। তাই মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী এবারকার অভাবকে বলেছেন অভূতপূর্ব, মানুষের এত দুঃখ দুর্দশা আর কখনও হয় নি। এর কারণ হল আমাদের

লেভি নীতির মধ্যে বড় ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, তাতে বড় বড় ধনী কৃষকেরা এই লেভির থেকে রেহাই পেয়ে গেছে অথচ ছোট কৃষকদের কাছ থেকে আমরা জোর করে ধান সংগ্রহ করেছি। তারা রেহাই পায় নি। সেখানে পুলিশ, সি. আর. পি. নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের ভয় দেখান হয়েছে যদি ধান না দাও তাহলে জোর করে নেওয়া হবে। অনেক লেভী বহির্ভূতই হউক—লেভীতে যারা দিয়েছে আর বেশী ধান চাল যাদের কাছে ছিল তারা সেগুলি বিক্রী করে দিয়েছে ব্যবসায়ীদের হাতে। সুতরাং তাদের কাছে আর ধান চাল নাই ব্যবসায়ীরা নিয়ে এসেছে। যেটা আজকে আমরা ধান চাল বাজারে পাচ্ছি সেখানে ৪ টাকা সাড়ে তিন টাকা করে তারা বিক্রী করছে। কিন্তু কৃষকেরা তার ফসলের দাম তারা পেল না শুধু এই ভ্রান্তি নীতির ফলে শুধু থ্রেট করার ফলে যে তোমার খাওয়ার ধান চাল যেটা আছে তার বেশী তোমরা রাখতে পারবে না। এই ধমক দেওয়ার ফলে সি. আর. পি. পুলিশ নিয়ে যাওয়ার ফলে এই ধান চাল ব্যবসায়ীদের হাতে গিয়েছে। এই ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের জন্য —যেমন বাংলাদেশে অত্যন্ত খাদ্যভাব ছিল দুর্ভিক্ষের অবস্থা ছিল—সেই অতি লাভের জন্য তারা বাংলাদেশে সেই চাল পাচার করে দিয়েছে ব্যবসায়ীরা। আর বাকী যা আছে তাদের হাতে সেটা অধিক মুনাফায় আজকে বাজারে বিক্রী করছে। এবং সেই কৃষকরা সেই সব জিনিষ তারা কিনছে যারা ক'দিন আগে তাদের খাওয়ার ধান থেকে সরকারের যে আবেদন লেভী দেওয়ার যে আবেদন সেই আবেদনে তারা সাড়া দিয়ে তাদের খাওয়ার ধান দিয়ে দিয়েছিল আজকে তারা তার বিনিময়ে তারা পূর্ণ রেশন পাচ্ছে না তার বিনিময়ে আজকে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈল বা চিনি তাও প্রয়োজন মত পাচ্ছে না। অধিকন্তু আজকে যখন তাদের কাজ নাই তখন তারা জি. আর-এর টাকা পাচ্ছে না তারা টেষ্ট রিলিফ যথাযোগ্য ভাবে পাচ্ছে না। আজকে এই অবস্থায় তারা মৃত্যুর পথ যাত্রী। কাজেই এই অবস্থায় আজকে যদি তারা এই সরকারের উপর আস্থা হারায়—

Mr. Speaker :—Now I would requests the Hon'ble Member to finish his speech.

Shri Prafulla Kr. Das :— কাজেই এই অবস্থায় যদি তারা আস্থা হারায় তাহলে তাদের দোষ দেওয়ার কিছু নেই। আমরা এই সমাজবাদের যারা ধারক বাহক আমরা বুঝব যে আজকের এই গ্রাম ত্রিপুরার আজকে শতকরা ৭৫ জন ত্রিপুরাবাসী আজকের এই দুর্দশায় তাদের অন্নাভাব, বেকারত্ব দারিদ্র ঘরে ঘরে চলছে। তার জন্য এই সরকারের নীতিই অধিকাংশে দায়ী বলে আমি মনে করি। সুতরাং আগামী দিনে সরকার তার নীতি নির্ধারনে এবং সমাজবাদী পরিকল্পনা রূপায়নে এই কথাগুলি মনে রাখবেন বলে আমি আশা করি। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

CALLING ATTENTION

Mr, Speaker :- - Yesterday, Minister-in-Charge of the Revenue Department agreed to make a statement to-day (the 24th May) on the fullowing Calling Attention Notice of Shri Kalipada Banerjee and Shri Jaduprasanna

Bhattacharjee "ত্রিপুরার বর্তমান ভয়াবহ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায় মোকাবিলায় সরকারী ত্রান ব্যবস্থা সম্পর্কে"। Now I would call on the Minister concerned to make a statement.

Shri Krishnadas Bhhttacharjee :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫ ইং সনের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাসের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য ভয়াবহ খরা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এই ভয়াবহ খরার ভিত্তিতে রাজ্যের প্রত্যেক জিলাতে বুরো ফসলের ব্যপক ক্ষতি হয়। প্রায় ৩৫,৯৫০ একর জমির বুরো ফসল নষ্ট হয়। আনুমানিক ২২,৯৫০ মেট্রিক টন ধানের ক্ষতি হয়। জেলা ভিত্তিক ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আমি এই হাউসের সামনে পেশ করিতেছি। উত্তর ত্রিপুরা ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ ৪,৯০০ একর এবং ফসলের আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ২,১৬০ মেট্রিক টন। ক্ষতির হার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং অন্যান্য এলাকায় ক্ষতিকারক শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন শতকরা ১০ ভাগ। পশ্চিম ত্রিপুরায় ১৩,৫০০ একর ক্ষতির পরিমান ১২,০০০ মেট্রিক টন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শতকরা ৪০ ভাগ এবং অন্যান্য এলাকায় ক্ষতিকারক শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন শতকরা ১০ ভাগ। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৩,৯৫০ একর ক্ষতির পরিমাণ ৮,০০০ মেট্রিক টন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ এবং অন্যান্য এলাকা ক্ষতিকারক শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন শতকরা ১০ ভাগ। যে সকল কৃষি মজুর মাঠে কাজ করিত বুরো ধানের ক্ষতির দরুন তারা কাজ পায় নাই এবং তাদের মধ্যে দুঃখ দুর্দশা চলিতে থাকে। রাজ্যের প্রত্যেক জিলায় এবং মহকুমাগুলিতে ভিভিন্ন খাদ্য শষ্যের পাইকারী ও খুচরা দর উর্ধমুখীর দরুন ১৯৭৫ ইং সনের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ভয়াবহ খরা পরিস্থিতিই প্রধানত দায়ী। ভাবে চালের উর্দ্ধমূল্য ও অভুতপূর্ব বর্তমান দুরবস্থার জন্য খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য ও চলতি বেকারত্বই দায়ী। জনগণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য ১৯৭৫ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্থ মঞ্জুরীর পরিমাণ আমি এই হাউসের সামনে পেশ করছি। ফেবরুয়ারী মাসে পশ্চিম ত্রিপুরায় জি, আর, ১ লক্ষ ৫০ হাজার মোট এক লক্ষ ৫০ হাজার। দাক্ষণ ত্রিপুরা—জি, আর, ১ লক্ষ ৫০ হাজার, টি, আর, ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার। অর্থাৎ এই সাড়ে নয় লক্ষ টাকা এই ফেবরুয়ারী মাসে নেওয়া হইয়াছে। বাজারে বুরো ধানের পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় খাদ্য শষ্যের দরের উপর কোন প্রতিক্রীয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই। এপ্রিল এবং জুন মাসে যে টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে তার পরিমাণ আমি পড়ছি। পশ্চিম ত্রিপুরায় জি, আরের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টি, আর-এর জন্য ৮ লক্ষ মোট সাড়ে নয় লক্ষ। দক্ষিণ ত্রিপুরা জি, আরের জন্য ১ লক্ষ ৫০ হাজার টি, আরের জন্য ৬ লক্ষ। মোট সাড়ে সাত লক্ষ। উত্তর ত্রিপুরা জি, আরের জন্য ১ লক্ষ টি, আরের জন্য ৬ লক্ষ মোট ৭ লক্ষ। বিভিন্ন স্থানে দুর্গত এলাকায় রিলিফ দেওয়ার জন্য টেষ্ট রিলিফের কাজ পুরোদমে আরম্ভ করা হয়েছে। এবং এই আর্থিক বছরে যেসকল পরিকল্পনার কাজ শেষ করা হয়েছে এবং যে সকল পরিকল্পনার কাজ চালু আছে তাদের সংখ্যা আমি বর্ণনা করছি। ব্লকের নাম, মে মাসে সম্পূর্ণকৃত যে কাজ আর যে কাজ চলছে তার সংখ্যা। পানিসাগর ব্লক—মে মাসে সম্পর্ণ হয়েছে ৯টি এবং বর্ত্তমানে চলছে ৩০টি। ছামনু ব্লক মে মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে ২৬টি বর্ত্তমানে আরও চলছে ২৯টি। সালেমা—কতটা শেষ হয়েছে সেই হিসাব আমাদের কাছে এখনও এসে পৌছায়নি তবে চলছে। সালেমাতে এখনও চালু আছে যেটি সেটি হল ৪২টি। কুমারঘাট—কমপ্লিটেড হয়েছে ১১টি বর্ত্তমানে চালু আছে ২০টি। কাঞ্চনপুর—মে মাসে শেষ হয়েছে ১৪টি এখন চলছে আরও ৩২টি। খোয়াই—কমপ্লিটেড হয়েছে ৭টি চলছে এখন ২৭টি। তেলিয়ামুড়া—কমপ্লিটেড হয়েছে ৫টি চলছে ৫২টি। সোনামূড়া—শেষ হয়েছে ৮টি বর্ত্তমানে চলছে ১৮টি। জিরানীয়া শেষ হয়েছে ৩টা বর্ত্তমানে চলছে ৪০টা। মোহনপুর—কতটা শেষ হয়েছে আমাদের কাছে হিসাব পৌছায়নি। তবে বর্ত্তমানে চলছে ৩০টি। বিশালগড়—শেষ হয়েছে ৩টা আর বর্ত্তমানে চলছে ৪৪টা। উদয়পুর, অমরপুর, ডম্বুরনগর, রাজনগর,

বগাফা, সাতচাঁদ এই ক'টি ব্লকের প্রত্যেকটির হিসাব এখনও এসে পৌঁছায়নি। তবে এই পর্য্যন্ত এই ক'টি ব্লকে শেষ হয়েছে ৫০টি এবং চালু আছে ১১৬টি। এই সকল পরিকল্পনা সমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে তার হিসাব বলছি। অর্থাৎ এই দুই সপ্তাহে মে মাসের দুই সপ্তাহে—১ম সপ্তাহে এবং ২য় সপ্তাহে যে টাকা ব্যয় হয়েছে—পানিসাগর ২৭,১০০ টাকা কাঞ্চনপুর ২৫ হাজার টাকা ছেলেমা ১৬,০৩০ টাকা। কুমারঘাট ৩৫,০০০ টাকা ছামনু ৪৫,০০০ টাকা খোয়াই ৫২,২০৭ টাকা তেলিয়ামুড়া ৮৩.৯০০ টাকা মেলাঘর ২৮,৯৬২·৭৫ পয়সা জিরানীয়া ৫৪,১২০·২৫ পয়সা মোহনপুর ৫৭,২০০ টাকা বিশালগড় ৭৪,৬৩৮ টাকা। উদয়পুর, অমরপুর, রাজনগর, বগাফা, সাতচাঁদ এই ক'টি ব্লকের মোট খরচ হয়েছে দুই সপ্তাহে ২,৭২,৩১১·৫০ পয়সা। সারা রাজ্যে টেষ্ট রিলিফের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় ফিল্ড ষ্টাফদেরকে কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাপারে বি, ডি, ও, এবং বিভিন্ন বিভাগের অফিসার ও কর্মচারীদেরকে এই টেষ্ট রিলিফের কাজে সাহায্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে সফলভাবে এই কাজ পরিচালনা করা হয়। এই অবস্থায় মোকাবেলা করার জন্য অন্যান্য বিভাগ যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয় সেইজন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পি. ডবলিউ, ফরেষ্ট কৃষি বিভাগ সরকারী বিভাগীয় কাজকর্ম বিভিন্ন এলাকায় আরম্ভ করেছে। কৃষি বিভাগ কর্তৃক ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী ভূমি সংরক্ষণ করার জন্য ২৯টি পরিকল্পনা চালু হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক পরিকল্পনার সংখ্যা এইরূপ, সদর ৩, খোয়াই ৩, সোনামুড়া ২, কমলপুর ৩, কৈলাসহর ৭, ধর্মনগর ৩, উদয়পুর ২, অমরপুর ৩, বিলোনীয়া ৪, সাবরুম ৩, মোট ২৯টি। এইখানে এইগুলি নর্মেল ওয়ার্ক। এইগুলি চালু করা হয়েছে। এই অবস্থার জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্রাণ্ট। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে চালু হলে প্রায় ৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আমরা আশা করছি। বিভিন্ন মহকুমায় বনবিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা আরম্ভ করেছে। বিভিন্ন মহকুমায় অনুমতি ব্যয় এপ্রিল মাসে ১,৯০,০৯৪ টাকার কাজ করেছেন। এবং মেণ্টেনেন্স চলো ৪৭,৭৭০ টাকা। মে মাসে খরচ করেছেন ২,৭৬,৮১৩ টাকা আর মেণ্টেনেন্স হবে ৬৮,৭২৪ টাকা। জুন এবং জুলাই মাসে খরচ করবেন ৫,৭৫,৬৩৪ টাকা আর মেণ্টেনেন্স হবে ১,৪৩,৮৭০ টাকা। জুন এবং জুলাই মাসে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে সেইজন্য বনবিভাগ আরেকটা অ্যাডিশনেল স্কীম নিয়েছেন তাতে খরচ হবে ৪,৪৭০৪৩ টাকা আর মেণ্টেনেন্স খরচ হবে ১,১০,৭৮০ টাকা। বিভিন্ন এলকায় চলতি অবস্থা বিবেচনা করে রাজ্যের পি, ডবলিউ ডিপার্টমেণ্ট কতগুলি কাজ আরম্ভ করেছেন। সেইগুলি আমি এখানে পেশ করছি। পূর্ত্ত বিভাগের নাম পরিকল্পনা সংস্থা এবং টাকার পরিমাণ। আমবাসা ডিভিশন ৫টি, টাকার পরিমাণ ৬০ হাজার। কুমারঘাট ডিভিশন ৯টি, ১,৭৫০০০ টাকা। নদ্দান ডিভিশন ৪টি ৬৯ হাজার টাকা। টেষ্ট রিলিফের কাজের সংগে এই কাজগুলি করার জন্য অন্যান্য বিভাগের যে সাময়িক কাজগুলি আছে, লোকের সুবিধার জন্য এইগুলি কিছু কাটছাট করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়া ডিভিশনে ৫টি, ৪৭ হাজার টাকা আগরতলা ডিভিশন নং ৪, ১৮টি ৩০ হাজার টাকা। সাউথার্ণ ডিভিশন নং ১, ৪টি, ১,২৮,০০০ টাকা। সাউথার্ণ ডিভিশন নং ২, ১৪টি ১,৪০,০০০ টাকা। অমরপুর ডিভিশন ৪টি, ৬৩ হাজার টাকা। মোট ৬৩টি রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হয়েছে বা হবে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ হবে ৭ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় উপজাতী কল্যাণ বিভাগ এই বৎসর ৭৬টি নূতন ফিডিং সেণ্টার আরম্ভ করেছে। রাজ্যে বর্ত্তমানে এই রকম সেণ্টার হলো ৫৪৫টি। যে সমস্ত শিশু অসুস্থ, প্রসূতিমাতা যারা আছে তারা এই সমস্ত সেণ্টার দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। এই সেণ্টারগুলি যাতে চালু থাকে তার জন্য সরকার বিশেষভাবে সচেস্ট আছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বললেন এই যে পি, ডবলিউ এবং বন বিভাগের কাজ এইগুলির কি সাবডিভিশন ওয়াইজ ব্রেক আপ আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিভিশনওয়াইজ ব্রেক আপ আছে আমার কাছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— শান্তিরবাজার ডিভিশন, সাউথার্ণ ডিভিশন নং ২ মানে বিলোনীয়া এবং সাবরুমে কয়টা বললেন ১৪টা না কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— সাউথার্ণ ডিভিশন নং ২, মেন্টেনেন্স অব মনুবাজার টু... ১৫ হাজার টাকা, সাবরুম। মেন্টেনেন্স অব বর্মবাড়ী, শ্রীনগর...৫ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব হরিণা টু বংকুল রোড ১০ হাজার টাকা, সাবরুম। মেন্টেনেন্স অব সাবরুম টু ঘোড়াখাপ্পা রোড ১৫ হাজার টাকা, সাবরুম। মেন্টেনেন্স অব ঋষ্যমুখ টু বিলোনীয়া ১০ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব বীরচন্দ্র রোড ১৫ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব ইউ, এম রোড টু কলসী রোড ১০ হাজার টাকা, বিলোনীয়া। মেন্টেনেন্স অব আইড়মারা টু জলায়া রোড ১০ হাজার টাকা বিলোনীয়া। মেন্টেনেন্স অব বিলোনীয়া বল্লাফা রোড ৫ হাজার টাকা, বিলোনীয়া। মেন্টেনেন্স অব রাজনগর রোড ১০ হাজার টাকা, বিলোনীয়া। মেন্টেনেন্স অব মোহড়াপুর ১০ হাজার টাকা, বিলোনীয়া। এইগুলির মধ্যে কিছু আরম্ভ করা হয়েছে আর কিছু আরম্ভ করা হবে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— কুমারঘাট ডিভিশনে যে কাজগুলি আরম্ভ হয়েছে বা হবে সেইগুলির নাম মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কুমারঘাট ডিভিশনে মেন্টেনেন্স অব ছাউমনু চেংলংটা ২২ কিলোমিটার রোড ১৫ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব ছাওমনু টু গোবিন্দবাড়ী ১৫ হাজার টাকা। কুমারঘাট মাছমারা কাঞ্চনপুর মেন্টেনেন্স রোড ৫০ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব কাঞ্চনপুর বংকুল রোড ১৫ হাজার টাকা। মেন্টেনেন্স অব কাঞ্চনপুর টু পানিসাগর ১৫ হাজার টাকা। পি, ডবলিউ ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন এই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত অধিবাসী আছে তারা যাতে বেনিফিটেড হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজগুলি করে।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কলিং এটেনসন নোটিশটা ছিল বর্তমান খরা পরিস্থিতিতে ত্রাণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করেন বর্তমানে যে ত্রাণ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা যথোপযুক্ত, সেটা অপ্রতুল নয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট থেকে কি সাহায্য দেবে না দেবে সেই সম্বন্ধে আমার জানা নাই। আমাদের বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ ছিল এই বছরে সেটা মাত্র ৭ লাখ টাকা। অনলি সেভেন লাখে সম্পূর্ণ বাজেট। তার উপরেও আমরা অ্যাক্সেসেস ধরে টাকা দিয়েছি। এবং এটা প্রত্যেকেই জানেন যে এটা পরবর্তী পর্যায়ে অবস্থা বিবেচনা করে এটা ঠিক করা হবে। তবে বর্তমানে যে জরুরী অবস্থা চলছে তার জন্য আমরা যদি আরো অর্থ পেতাম তাহলে আমরা সেটা দিয়ে ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারতাম এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের যে কলিং এটেনশন নোটিশটা ছিল সেটা অপ্রতুলতা সম্পর্কে। কিন্তু ষ্টেটমেন্টে এই সম্পর্কে কিছুই বলেননি। কাজেই সেটা প্রতুল না অপ্রতুল ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই সম্পর্কে আপনি বলেন নি। এখন মাত্র আপনি বললেন যে টাকা পয়সা আমরা ঠিকমত দিতে পারিনি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বিরাট যে পরিমাণ লোক অ্যাফেক্টেড হচ্ছে এবং যে পরিমাণ লোকের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করেছেন সেটা কি রকম ব্যবস্থা। সরকারের এই ত্রাণ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা ? সেই ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার ষ্টেটমেন্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছ থেকে আশা করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কি পরিমাণ লোক আসছে এবং আর কি পরিমাণ প্রয়োজন হবে তার একটা এ্যাসেস্‌মেন্ট করার সময় এখন এসেছে। সেটা আমরা এই যে মাসের লাষ্ট উইকে অ্যাসেস্‌মেন্ট করতে পারব যদি আমরা যে কাজগুলি আরম্ভ করেছি এই কাজগুলি আমরা যদি চালু রাখতে পারি বা কাজগুলি জুন জুলাই পর্য্যন্ত চালাতে পারি। কিন্তু চলবে কিনা সেটার একটা কারেক্ট অ্যাসেস্‌মেন্ট না করে এখন বলা মুশকিল।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান। একটা অভূতপূর্ব্ব খরা, যেটা '৭৩ ইংরাজীর খরার চাইতেও প্রবল। '৭৩ সনের খরার বইতেও ভয়াবহ। আমরা '৭৩ সনের খরাতে দেখেছি যে পরিমাণ ষ্টেটরিলিফ দেয়া হয়েছিল এবারের খরাতে তার অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক দেয়া হয় নি। '৭৩ সনের খরার সময় ২ টাকা ছিল চালের দর। মেকসিমাম ২ টাকা ২০ পয়সা থেকে ২ টাকা ২৫ পয়সা।

তখন যে প্রতুল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সে অবস্থার তুলনায় এই বৎসরে চালের দাম ৩ টাকা ৫০ পয়সা। ষ্টেট রিলিফ করে ২ টাকা পাচ্ছে তাতে তারা আধ কে. জি হয়তো চাল পায়। সেই চাল দিয়ে দু'টা লোকেরও খাবার চলে না। একটা পরিবার চালানো তো দূরের কথা। সেই তুলনায় এই বছর যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা কি অপ্রতুল ব্যবস্থা নয়? এই সম্বন্ধে একটা ক্লিয়ার কথা বলুন। এটা কি যথোপযুক্ত নেয়া হয়েছে না অপ্রতুল নেয়া হয়েছে? সেই সম্পর্কে কোন ক্লিয়ার চিত্র উনার কাছে নেই যা আমি বুঝতে পারছি। এই ভয়াবহ খরার মোকাবিলা করতে হলে যে ব্যবস্থা নেয়া দরকার, সরকার থেকে সেটা করা হয়েছে কি? আজ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা সরকার নেন নি সেটা মন্ত্রী বাহাদুরের কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। কি পরিমাণ লোক খেতে পারছে না তারও কোন হিসাব তার কাছে নেই। কাজেই এই খরার মোকাবিলা করার জন্য......

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক নয়। তিনি যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ আমরা এই কাজগুলি আরম্ভ করে দিয়েছি, যেখানে খরা প্রবল সেখানে আমরা আরম্ভ করে দিয়েছি। তারপরে কি পরিমাণ লোক কাজে যোগ দিয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরো কি পরিমাণ লোক আসবে সেগুলি অ্যাসেসমেন্ট করা হবে। একটা হল যে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা অ্যাসেস্‌মেন্ট, আর একটা হল অ্যাষ্টিমেট। বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা যে অ্যাষ্টিমেট সেটা—

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদেরও জানা আছে। আমরা দেখেছি ৭৩ সালে যে অবস্থা ছিল, এবারের অবস্থা তার চেয়ে ভয়াবহ। ৭৩ সনে ষ্টেট রিলিফের জন্য যে টাকা দেয়া হয়েছিল ঠিক সেই পরিমাণ সাহায্য দেয়া হয়েছিল দাদনে, দেয়া হয়েছিল কৃষি ঋণে, টাকা দেয়া হয়েছিল বীজ ধানের জন্য। আর এবার শুধু ষ্টেট রিলিফ। দাদনে এক পয়সাও নেই। কৃষি ঋণে এক পয়সাও নেই। খরাতে কি ছোট ছোট কৃষকেরা অ্যাফেক্‌টেড হয় নি? বহু কৃষক বীজের ধান খেয়ে ফেলেছে। এবার ফসল করবে এমন ব্যবস্থা নেই। বর্ডার এরীয়াতে যাদের বাড়ী তাদের হালের বলদ চুরি হয়ে গেছে। বহু কৃষক গরু বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে যাদের ছাগল, ভেড়া যা কিছু ছিল সেগুলি বিক্রি করে খেয়েছে। তাদের জন্য গরু কিনবার জন্য, বলদ কিনবার জন্য, কৃষি ঋণের জন্য, কোন ব্যবস্থা নেই। অথচ গতবার এর চেয়ে কম থাকা সত্বেও ঢালাও ঋণের ব্যবস্থা ছিল। ঢালাও দাদনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই বছর এই দিকে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয় নি। বর্ডার এরীয়াতে যারা ছোট ছোট কৃষক ছিল, যাদের গরু চুরি হয়ে গেছে তাদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা, বীজ ধানের জন্য ব্যবস্থা, ছোট ছোট কৃষক যারা, প্রান্তিক কৃষক যারা তাদের হালের বলদের জন্য, বহু কৃষক, ছোট ছোট কৃষক তারা ক্ষেতে ফসল ফলাতে পারছে না। এর জন্যে কোন লোন গ্র্যান্ট করে দেয়া হয় নি। ব্যাঙ্কের কাছে কৃষকেরা অ্যাপ্লাই করে দেখেছে, এর জন্য কোন ঋণের ব্যবস্থা

নেই। এটা আমাদের সরকারের দেখা উচিত। আমি আমাদের মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম এবং এই চিত্রটা তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলাম। আমার মনে আজ পর্য্যন্ত কোন বিচার বিবেচনা করা হয় নি। হালের বলদের জন্য, বীজের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। এই সমস্ত ব্যবস্থা যদি না করা হয় তাহলে পরে কৃষক তাদের খাদ্যশস্য ফলনের দিক দিয়ে আমাদের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আর তাছাড়া যেটা সবচেয়ে বড় কথা অনাহার ক্লিষ্ট লোকের পয়সা নেই। আজ যারা দু' টাকায় ষ্টেট রিলিফে কাজ করে তাদের তিন টাকা করে চাল কিনতে হয় অথচ রেশন দেয়া হবে গ্রামাঞ্চলে হাফ। যাদের ক্রয় ক্ষমতা নেই, যারা সারাদিন খেটে খায় তাদের এই হায় যে রেশন দেয় তার অর্ধেক ধান পাবে। অর্ধেক যে রেশন পাবে তাও আবার ধান। কিন্তু সেই ধান তারা নেয় না। সেই ধান শহরে বা আশে পাশের লোকেরা গ্রামের লোক যখন ধান নিল না তখন সেই ধান এনে কলে ভাঙ্গিয়ে নিজেরা ব্যবহার করে। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা যে ধান রেশন থেকে পায় তা তারা নেয় না। তারা দু' টাকায় ষ্টেট রিলিফে কাজ করে বাজার থেকে তিন টাকা দরে চাল কিনে নিয়ে রাতের বেলায় তারা এক বেলা খেয়ে থাকে। এই যেখানে অবস্থা তখন সেখানে অর্দ্ধেক রেশন দেয়া হচ্ছে কেন? আমি ফুড মিনিষ্টারের সঙ্গে এ ব্যাপারে বলেছিলাম অন্ততঃ তাদের চার ভাগের তিন ভাগ ধান দিন। তারা এক বেলা পেটপুরে খেয়ে বাঁচুক। তিনি বললেন যে এটা সম্ভব নয়। আমি বলি যে যাদের ক্রয় ক্ষমতা আছে, এই শহরের লোকের ক্রয় ক্ষমতা অনেক বেশী, একই পরিবারে ৩ জন, ৪ জন, ৫ জন লোক উপার্জনক্ষম তাদের জন্য ফুল রেশন। তাদের জন্য চাল। আর যারা এক বেলা খেতে পায় না, দুই তিন দিন উপোষ তাদের অর্দ্ধেক ধান। তাদের বেলায় এই অবস্থা। কাজেই এই যে ভয়াবহ অবস্থা চলছে, বহু লোক এখনও অনাহারে রয়েছে, তাদের ষ্টেট রিলিফ দেয়া দরকার। খরাতে যে পরিমাণ লোক অ্যাফেক্টেড হয়েছে এবং যারা কাজ করতে আসছে তাদের অর্দ্ধেকও কাজ পাচ্ছে না। কাজ না পেয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে কাজেই আমি বলতে চাই এই যে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ত্রাণ ব্যবস্থা অপ্রতুল। এবং আমি যে যে ব্যবস্থাগুলি নিতে বললাম এখানে সেই সব ব্যবস্থাগুলি নেবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, শুধু ষ্টেট রিলিফের কথা বলেছেন। কিন্তু ত্রান কার্য্য পরিচালনার জন্য কত টাকা দেয়া হল? ত্রাণ কার্য্য বলতে কি একটা ক্লিয়ারিফিকেশান? কয়টা প্রজেক্ট করা হল? এই প্রজেক্টগুলি কি কি কার্য্য করছে? এই প্রজেক্টগুলির ফলে কি কি সুবিধা আমাদেরকে দেয়া হবে? এবং কর্মসংস্থানের কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? তাদের খাবার দেবার কি ব্যবস্থা আছে? রেশনে কি পরিমাণ ধান, গম দিতে বলেছেন? ত্রাণ বলতে কি আপনি শুধু ক্লিয়ার বুঝেছেন? ত্রাণ বলতে খাবার বুঝছেন না? পরিষ্কার করে বলুন কোন ব্লকে কত টাকা দেয়া হয়েছে, কত টাকা ভবিষ্যতে দেবেন, এখন তাদের কাছে কত আছে? আদৌ আছে কিনা? ঐ সমস্ত খাতে যদি কাজ চলতে থাকে— এত লোক কাজের জন্য আসছে তাহলে ৬০,০০০ টাকার দরকার। সেই টাকা কোথায় কিভাবে আছে? এখনও আছে কিনা সেখানে কি কাজ এখনও চালু আছে? সেখানে কি মানুষ আজকে না খেয়ে মরছে? কোথায়। সেই হিসেব কোথায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই হিসেব কোথায় দিলেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রথমে যে এসেসমেন্ট করি এবং আমাদের যে রিপোর্ট তাতে আমরা অর্থ পেয়েছি। এবং এ বৎসরও হয়েছে। অর্থ যখন কমে আসবে তখনও আমরা আবার অর্থ বরাদ্দ করব। যখনই দরকার পড়বে তখনই অর্থ বরাদ্দ করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার প্রশ্ন হল আজকে ষ্টেটমেন্ট করা হয়েছে, প্রেস রিলিজ দিয়ে বলা হচ্ছে এত লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীর ষ্টেটমেন্টে তো কিছুই পেলাম না। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস রিলিজ দিয়েছেন। সেই টাকার হিসেব নেই।

মিঃ স্পীকার :— আপনি ষ্টেটমেন্টের উপর আলোচনা করুন। ষ্টেটমেন্টের উপর তা আসে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, ষ্টেটমেন্ট হচ্ছে ত্রাণ কার্য্যের। মানুষ মরছে। মানুষ আজকে না খেয়ে মরছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় ১২ লক্ষ মানুষ আজ খেয়ে আছে। এই টাকা দেয়া হবে। আপনি বলেছেন বাজেট পাশ করুন টাকা আসবে। কিন্তু কোথায়? কিছুই তো বললেন না। ৫০ লক্ষ টাকার হিসেব কোথায়। কিন্তু এটার কিছুই আমরা জানি না। এটা কি কথা। দরকার ব্যাপক ত্রাণ কার্যের দরকার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— ব্যাপক ত্রাণ কার্য্যের দরকার। ব্যাপক কর্ম্মসংস্থানের দরকার। সেই কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা আপনারা কতটুকু করতে পারবেন? বাজেটের কোন হেড থেকে আসবে, আজকে মানুষ যেখানে মরছে সেখানে আপনারা এখন চিন্তা করছেন বাজেটের কোন হেড থেকে টাকা আসবে। কল্যানমূলক পরিষ্কার কথা আমি বলতে চাই যে ১২ লক্ষ লোকের কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাদের খাবার আছে কি না, তাদের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে কি না, সেই জবাব চাই, এই ষ্টেটমেন্ট আমি মানি না।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— আমি যতটুকু জানি যে মাচ মাসের মধ্যেই প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে এর ব্লক থেকে এষ্টিমেট এসেছে যে এই পরিমাণ লোক এসেছে তার জন্য এতগুলি টেষ্টরিলিফ প্রজেক্ট চালু করা দরকার এর জন্য এত টাকার দরকার। কিন্তু এডমিনিস্ট্রেশন থেকে যা দরকার তা তারা রিকুজিশান দিয়েছে কিন্তু সেই টাকার ব্যবস্থা করার কথা, যে এত টাকা তোমাকে দিলাম এই টাকা দিয়ে তোমাকে মে মাস পর্যান্ত চালাতে হবে। ঠিক এই ছিল তার অর্ডার এবং তারা তখন ইচ্ছা থাকা সত্বেও লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজনে তারা টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক তারা চালাতে পারেন নি। কারণ টাকার পরিমাণ কম। কি ফরমান জারি করা হয়েছে যে এই টাকা দিয়ে তোমাকে তিন মাস চালাতে হবে। রেশন দেওয়া হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যে এই তোমাকে রেশন দিলাম এর বেশী রেশন তোমাকে দিতে পারবো না। এর পরে বাড়াবে কি না বাড়াবে সেটা তোমার উপর ডিস্ক্রিশান দিলাম কিন্তু রেশন আর বাড়াতে পারবো না। এই দিয়ে তোমাকে মে মাস চালাতে হবে। আমি এস, ডি, ও-দের সঙ্গে মিট করেছি আমি এখানকার ডাইরেক্টার অব ফুড এ্যাণ্ড সিভিল সাপলাই এর সঙ্গে মিট-করেছি সে বলেছে রেশন বাড়াবার দায়িত্ব আমরা এস, ডি, ও-কে দিয়েছি এস, ডি, ও-কে আমি গিয়ে বললাম আপনারা হাপ রেশন কেন দিচ্ছেন গ্রাম অঞ্চলে। গ্রাম অঞ্চলে অন্ততঃ পুরো রেশনটা দিন। তখন আমাকে এস, ডি, ও, বললো, আমাকে বলে দিয়েছে ঠিকই, আমরা ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারি কিন্তু যে পরিমাণ দিয়ে যে সময় পর্য্যন্ত এটাকে চালাবার কথা বলা হয়েছে এ দিয়ে তা আমরা পারি না। তাহলে দেখুন কিভাবে এডমিনিস্ট্রেশন চলছে, শুধু ধোঁকাবাজি। কাজেই এই টেষ্ট রিলিফ, সমস্ত জুমিয়া অঞ্চল থেকে এই দাবি, সমস্ত ভুমিহীন কাছ থেকে এই দাবী যে বাবু আমাদের যে কাজ, জমি দাও, আমাদের যে ক্ষুধা সেটা রিক্লোমেশান করতে দাও। আমাদের টেষ্ট রিলিফ দাও ক্ষুধা রিক্লোমেশান করতে।

জুম লাগাবো টেষ্ট রিলিফ দিয়ে, রাস্তা করে কি করবো। পাহাড় অঞ্চলে ১৮ মুড়ায় রাস্তা করতে টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয়েছে। এখন রাস্তা করা হয়েছে বর্ষার পরে এই রাস্তা সমস্ত জঙ্গলে ভরে যাবে, এই রাস্তা করে কি হবে। সমস্ত জুমিয়াদের দাবী যে আমরা জুম বাদ দিয়ে রাস্তা করতে যাবো না, জমিতে জঙ্গল হবে আমরা জুম লাগাতে পারবো না। আমাদের খাবার দেওয়ার জন্য টেষ্ট রিলিফ দিয়ে রাস্তার কাজে লাগাচ্ছে আমাদের জুমে লাগাও যাতে আগামী ফসলটা বুনতে পারি, আমরা যাতে জঙ্গল কেটে আবাদ করতে পারি আমাদের সেই কাজে লাগিয়ে ব্যবহার করো। কিন্তু সে কথাটা সরকারের উপরতলার মানুষেরা মানছেন না। রিক্রোমেশানের জন্য কোন টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা নেই। জুম লাগাবার জন্য কোন টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা নেই। টেষ্ট রিলিফ এমনভাবে করা উচিত যাতে এটা প্রোডাকটিভ হয়। আগামী দিনের কিছু ফসল তারা পেতো, অথচ তাদের রাস্তায় এনে তাদেরকে দুর্বল করা হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করা হয়েছে, বার বার আমরা দাবী করেছি, বি, ডি, ও, এস, ডি, ও-র কাছে ডেপুটেশান দিয়েছি, উপর ওয়ালাদের কাছে বলেছি, কিন্তু টেষ্ট রিলিফ রিক্লোমেশান দিলোনা। টেস্ট রিলিফ জুমিয়া কাজের জন্য না। এটা কোন দেশে আছে, এটা কি ত্রাণ। কাজেই এ কথা আমি বলতে চাই আজ টেষ্ট রিলিফের যে নীতি আপনারা নির্দ্ধারণ করেছেন সরকার থেকে সেই নীতি আপনাদের পালটিয়ে, যারা ভূমিহীন লেবার তারা যাতে টিলা জমিতে আবাদ করতে পারে, টিলা জমিতে হালচাষ করে যাতে ফসল বুনতে পারে সেই সেই সমস্ত কাজে তাদের লাগিয়ে টেষ্ট রিলিফে তাদের ফসল হতে পারে। জমি যাদের আছে তারা জুমের কাজ করুক, যারা আবাদ করার কাজে আছে তারা আবাদ করুক, তাছাড়া টেষ্ট রিলিফের টাকা পাক তাতে তাদের জুমটা রক্ষিত হবে, আগামী দিনের ফসল বেচে থাকবে। সেই পরিকল্পনা নিয়ে টেষ্ট রিলিফের এর সমস্ত পর্য্যায়-গুলি আপনারা সেইভাবে পরিবর্তন করুন তাহলে অন্ততঃ এই দুর্যোগের দিনে তারা কিছু টাকা লাভ পাবে। রেশনটা আপনারা বাড়িয়ে দিন। আর এই এগ্রি লোন না দেওয়াতে কি হয়েছে, আজকে ন্যাশনালাইজ ব্যাঙ্কগুলি থেকে কৃষি লোন দেয় না। কোন লোনই এগ্রিকাল-চারিষ্টরা পায় না। তাদের যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউরে তারা বিরক্ত হয়ে যায়। তারপর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আজ লিকিউডেশানের অবস্থা। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকেও কোন ঋণের ব্যবস্থা নেই। আজকে কৃষকরা যাবে কোথায়। এতদিন কৃষি ... ...ছিল এবার আবার তারা মহাজনের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। আমি জানি ১০০ টাকার ১০০ টাকা সুদের বিনিময়ে তাদের লোন নিতে হয় মহাজনের কাছ থেকে। কাজেই আমরা কি করছি এই লো ইনকাম গ্রুপ বা ছোট ছোট কৃষককে আমরা আবার মহাজনের খপ্পরে ফেলে দিচ্ছি। এই সমান্ততান্ত্রিক ধাঁচ, গভর্ণমেন্টের নীতি, তাদের জন্য কোন কৃষি ঋণের ব্যবস্থা হোল না। ফাইনেনসিয়াল কর্পোরেশন ডিস্এলাউ করেছে কিন্তু রুম এনি আদার সোর্স এই একটা এবনরমেল সিচুয়েশনে আমাদের কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতেই হবে। এগ্রি ফাইনেন্স তারা কেন পাবে না?

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী:— ৫০ লক্ষ টাকার যে হিসাব সেই হিসাব কোথায় এবং ব্যাপক ত্রাণ কার্য্যের ব্যবস্থা নেই কেন। ১২ লক্ষ লোক ত্রাণ পাচ্ছে কি না মুখ্যমন্ত্রী

যে কথা দিল্লীতে ষ্টেটমেন্ট করেছেন, আমি তার জবাব চাই। সেটার মধ্যে একমাত্র জবাব হচ্ছে, ১২ লক্ষ লোকের টাকা কোন কোন পকেটে আছে আমরা জানি। উনি যে সব কথা বলেছেন সে সব কথা কিছু না। কথা হচ্ছে, খাদ্য মানে ত্রাণ, টেষ্ট রিলিফ করতে মানুষ আটা, গম, দাদন, ধান কিছু পাবে, তা জানতে হবে তো? সে সব কিছু ব্যবস্থা আছে কি না? কি অদ্ভুত কথা, এই হোল দরদী।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দুর্ভিক্ষে যেখানে রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা করছি সেখানে মানুষকে আটা দিচ্ছে, 'যেখানে ত্রাণের জন্য বেশী টাকার টাকার দরকার, অন্যান্য বার নরমেল অবস্থায় যে টেস্ট রিলিফ দেওয়া হয়, এ বছর চার টাকা চালের দাম, মানুষের ঘরে খাদ্য নেই এই অবস্থায় উনি বলছেন এটা আনপ্রিসিডেণ্টেড এমনকি ১৯৭৩ সনের খরাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ৭৩ সালের ত্রাণ ব্যবস্থা এখনো কিছু আরম্ভ হোল না মুখে বলছে আনপ্রিসিডেণ্টেড। কাজেই কাজেরও দিক দিয়ে আজ আনপ্রিসিডেণ্টেড এটা কেমন কথা কোথায় যেন অসামঞ্জস্য থেকে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা গোপন ব্যাপার থেকে যাচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারছি না। যেখানে আনপ্রিসিডেণ্টেড বলছি সেখানে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশান সম্বন্ধে একটা মোরাল নেই। বেশী থাকা উচিত। এখানে টাকার অভাবে পারছি না একথা বলছি না। আমি শুনলাম ৫০ লক্ষ্য টাকা কেন্দ্র থেকে দিয়েছে এরপরও টাকা ম্যানেজ করে যাবে। এই অবস্থায় টেস্ট রিলিফ সম্পর্কে টাকা দিয়েছে, সেখানে মানুষ রিহেবিলিটেশানের অভাবে না খেয়ে মরছে। জি, আর, পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। যেখানে মানুষ না খেয়ে মরছে সেখানে ৫/৭/১০ টাকা জি, আর, সুতরাং চন্টিরিম প্রগ্রামে এ যখন আসছে তখন জি, আর, এর কথা নয়।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আউস ধানের বীজ খেয়ে ফেলার ফলে আউসের ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক অবস্থা সৃষ্টি হবে। মানুষ বীজ ধান পাচ্ছে না আউস করার জন্য। কাজেই বীজের ব্যাপারে আউস উঠানের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করছেন কি না? এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক যেগুলি আছে সেই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে যাতে আমাদের কৃষকেরা এই সময়ে আগামী কালের ফসল উৎপাদনের জন্য যাতে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ পেতে পারে সেই সম্পর্কে সরকার ব্যবস্থা করতে পারেন কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি ক্লারিফাই করেন তাহলে আমি বেশ উপকৃত হবো।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। এই যে দুর্ভিক্ষ, এই দুর্ভিক্ষের তারতম্য অনুসারে রিলিফের ব্যবস্থা করা হয় নি বলে আমার বিশ্বাস। কারণ উনি যে ফীডিং সেন্টারগুলির উল্লেখ করেছেন এমন বহু জায়গা আছে ফিডীং সেন্টারের নামও তারা শোনে নাই। অথচ অনেক শিশু রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে আছে, অনেক শিশু খাদ্যের অভাবে ছটপট করছে। সেখানে আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তারা বলেছে যে ফীডিং সেন্টারের নামও আমরা শুনিনি। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষের তারতম্য অনুসারে সেখানে ফিডীং সেন্টার করা হয়েছে, আমি জানি শহরের উপকণ্ঠে প্রায় প্রতি গ্রামে একটা করে ফীডিং সেন্টার আছে, অথচ শহরের উপকণ্ঠে আর একটা কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী আছে বিশালগড় ব্লকের মধ্যে সেখানে ফীডিং সেন্টারের নাম কেউ শোনে নাই এই পর্য্যন্ত। অথচ দুর্ভিক্ষ সেখানে বেশী, ট্রাইবেলের

সংখ্যা বেশী। এই যে তারতম্য, এই যে একটা দুর্ভিক্ষ সেই দুর্ভিক্ষটা যাতে না থাকে সেই যেন সজাগ দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করা হয়। রাস্তাঘাট যে যে জায়গায় আরম্ভ করা হয়েছে সেখানেও আমি জানি দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় এখনও রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হয় নাই অথচ অপেক্ষাকৃত কম দুর্ভিক্ষ যেখানে এর রাস্তার কাজ এখন না হলেও চলে সেখানে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে এবং কমপ্লীট করা হয়েছে। এই যে তারতম্য এটা কিসের তারতম্য, এটা কি ইলেকশনের পূর্ব মুহূর্তের প্রস্তুতি কিনা আমি বুঝতে পারছি না। দুর্ভিক্ষের নাম নিয়ে যদি দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকাগুলিতে সঠিকভাবে যদি বিধি ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে জনসাধারণের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় অধিকতর কষ্ট পাবে এবং দুর্গম এরিয়াতে সেই দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং সেই দিকে মিনিষ্টার তাঁর লক্ষ্য রাখবেন বলে আশা করি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। তিনি কি বাজেট ডিসকাশনের উপর স্পীচ দিচ্ছেন না অন্য কোন কিছুর উপর বক্তব্য রাখছেন ?

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—আমি যা বলছিলাম যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় পি,ডবলিউ ডি, অনেক টাকা মঞ্জুর করে কাজ দিয়েছে। কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্যদের বক্তব্য থেকে আমরা দেখতে পাই ছামনু এলাকায় যে টি, ডি, ব্লক এটা তো ডিষ্ট্রেস পকেট যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, কিন্তু এই খাতে মনু থেকে ছামনু পর্য্যন্ত যে ২০ কিলোমিটার রাস্তা সেখানে কোন কাজের ব্যবস্থা নাই। ২৬,০০০ টাকা টেষ্ট রিলিফ হয়ে গেছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু আজকে ছামনু এলাকার যে টেষ্ট রিলিফ এটা যদিও আমার এলাকা নয়, আজকে যদি পূর্ণমোহন বাবু থাকতেন, কিন্তু তাদের মুখ তো বন্ধ, বলার সুযোগ দেয় নাই, কিন্তু উপজাতি, উপজাতি নয়, উচ্ছন্ন জাতি বলতে হবে এখন এমন অবস্থায় গিয়েছি আমরা। আমি গত শনিবারে গিয়েছিলাম। আমি ছামনু টি, ডি, ব্লকের চেয়ারম্যান, বি, ডি, সি এর চেয়ারম্যান, আমি সমস্ত গ্রাম প্রধানদের সংগে সর্দারদের সংগে, মাতব্বরদের সাথে আমার যোগাযোগ, আমি প্রত্যেক জায়গায় গিয়েছি, আমি মানিকপুর গিয়েছি, তারপর সামছাড়া গিয়েছি, মানিকগঞ্জে গিয়েছি, ওখানকার যে অবস্থা, যে চেহারা হয়ে এসেছে, মানুষের যা মূর্ত্তি, এটা আমাদের দেখে ধরা যাবেনা। আমরা তো এম, এল, এ, হয়ে এসেছি, ভাল খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের দেখে মনে হবে না, এই রকম অবস্থায় আছে। টেষ্ট রিলিফের কাজ হয় দুই টাকা করে. তারপর রেশনের চাল সামছড়াতে রীতিমত যায় না। আমি নিজে অভিযোগ পেয়েছি, সামছড়ায় তিন চার দিন চাল দেয়, বাকীটা অর্দ্ধেক রাস্তায় বিলি হয়ে যায়। কাজেই আজকের মানুষ, চাল তো নাই, ধানও দেওয়া হয় না প্রয়োজনমত। কাজেই সেখানকার বর্ত্তমান অবস্থা যে পরিস্থিতি, সি, পি, এম, এর, তারা, অর্থাৎ আমাদের বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা যদি বলতেন তাহলে হয়ত তদন্ত করা হত এবং রিপোর্ট দেওয়া হত। কিন্তু আমি যদি আজকে সত্যি কথা বলি তাহলে জানিনা আমি পার্টির যে একটা ডিসিপ্লিন আছে সেটা ভংগ করা হবে কি না। কিন্তু সত্যিকারের কথা এই যে ছামনু অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত জনা ষোল এর মত লোক মারা গেছে। সেখানে কোন ত্রাণ কার্যের ব্যবস্থা নেই। যাও বা আছে সেটা অপর্যাপ্ত। ৫।৭ মাইল দূরে। সেখান থেকে কাজ করতে গিয়ে মাত্র দুই টাকা নিয়ে আসে। সেখানে

বাজার হাটের কোন ব্যবস্থা নেই। রেশন শপের অবস্থাও আমি বললাম। গত কিছুদিন আগে যে ধর্মঘট হয়েছিল ১৯শে মার্চ তখন ষ্টোর কীপার ছিল না। সেখানে এস, ডি. ও এবং ফুড কনট্রোলার গিয়েছিলেন, তারা সেখানে ষ্টোরকীপারকে পায় নাই। সে অবস্থায় ডিলার এক সপ্তাহ আগে ডি, ও, (ডেলিভারী অর্ডার) রেখে দিয়েছে। কিন্তু কোন ধান চাল পায় নাই। সেটা তো গেল এক দিক। ইদানীং কতগুলি ফাডিং সেন্টারে চাল ডাল যদিও সরকার মারফতে যায় কিন্তু যাদের উপর তার দায়িত্ব তারাই সেখানে যায় না। মোটের উপর ছামনু অঞ্চলের এই যে বর্তমান পরিস্থিতি, গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে, যে সার্কিট হাউস বা রেষ্ট হাউস আছে ছামনু অঞ্চলে সেখানে ১৬।১৭ পরিবার এবং আশে পাশের বাজারের ওখানকার যে ব্যবসায়ী তাদের ঘরগুলি এমনিতেই খালি পড়ে আছে। সেখানে শুধু লোকেরা লাকড়ী বিক্রী করতে আসে এবং এক বোঝা লাকড়ি বিক্রী করে মাত্র ৪০।৫০ পয়সা পায়, তাতে কিছুই হয় না এইভাবে মানুষ নিজের বাস্তু ভিটা ছেড়ে, নিজের শিশু, স্ত্রী পুত্র স্বামী ছেড়ে চলে গেছে অন্য জায়গায়। এই যে অবস্থা আমি নিজের চোখে দেখেছি। যেখানে বাস্তব, সেখানে সত্য সেখানে অস্বীকার করার উপায় নাই। সেখানে টি, আর, প্রজেক্ট খুলেছে সত্যি, কিন্তু যে অবস্থা বললাম ২০ টাকাতে কিছুই হয় না। রাজধরপুর, মানিকগঞ্জ, সেটা বাংলাদেশ সীমানা, সেখানে গোবিন্দপুর, আর এক দিকে মিজোরাম। কনট্রোলের চাল সেখানে পৌছায় না। সেটা তারা চেনে না, কোনদিন দেখেই নাই। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে জুমিয়াদের যে পরিস্থিতি সেটা অবর্ণনীয়। আমরা সবাই জানি, গত বছর অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল হয় নাই। যা হয়েছে সেটাও ইদুরের উপদ্রবে নষ্ট হয়ে গেছে। সেটা পত্র পত্রিকায় অনেকটা ফোকাস হয়েছে। তারপর, গত ডিসেম্বর মাসে আমরা যখন বি, ডি, ও সি, মিটিং করি তখন যে বীজ-ধানের প্রয়োজন হবে সেটা আমরা অধিকাংশ সদস্যই জানিয়েছি। সেখানে ডেপুটি ডাইরেক্টার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার গেলেন, আমিও হয়ত ছিলাম, মাননীয় উপমন্ত্রী, এখন রাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনিও গেলেন, এসমস্ত অবস্থা উনি নিজে দেখে এসেছেন। তাঁরা কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু যে পরিস্থিতি, যে অবস্থা হয়েছে সেটা মোকাবিলা করার উপায় নাই। কাজে কাজেই, আজকে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা বা বিভিন্ন মাননীয় সদস্যরা অনেক কিছুই এই সম্পর্কে বলেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে বৈশাখ মাসেই বীজ ধান দিতে হবে। বি, ডি, সি,এর মেম্বার যারা তারা প্রস্তাব নিয়েছি যে বীজধান দিতে হবে। বীজধান যা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। ইদানীং আমি জানি, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যখন ছামন থাকেন তখন নর্থের জেলাশাসক মহকুমা শাসক তাদের নিয়ে যখন একটা কনফারেন্স করলেন তখন বীজ ধানের কথা আলোচিত হয়। স্যার, বীজধান তখন জৈষ্ঠ্য মাসের ৯ তারিখ মনে হয়।

এখন, জুমে বীজ ধান লাগানোর কোন সময় নাই। যা হউক তিনি নিজে গিয়েছিলেন চামনু ব্লকে এবং অনেক চার্জও করেছেন। তারপর একজন ব্যবসায়ী, মনুঘাটের শ্রীঅধীর চন্দ্র পাল, তাকে টেণ্ডারে বীজ ধান কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হল। স্যার, আমি সেদিন ছৈলেংটা ব্লকে ছিলাম, সে দিন এক শাড়ী দশ কুইন্টাল বা কত কুইন্টাল বীজ ধান নিয়ে গিয়েছেন, এরপর বি, ডি, ও সাহেবকে আমি সংগে নিয়েছিলাম, কারণ ধুমাচড়াতে একটা বাঁধ আছে, সেই বাঁধটা দেখাবার জন্য কিন্তু পথে গাঁও প্রধানের সাথে দেখা হওয়ায় তিনি বললেন অধীর বাবু যে বীজ

ধান নিয়ে গেছেন, সেট্টা পোষা ধান, এই ধান দিয়ে আউস ফসল হয়, জুম হয় না। আর কন্ট্রাক্টার নিয়েছেন কি বলে না জুম মালতি, কনক তারা আর একটা হচ্ছে সোনামুখী সেখানে ২৪৯ কে, জি ৪৮৯ টাকাতে নিয়ে গেছেন। স্যার, এইভাবেই সরকার থেকে জুমের বীজ কেনা হচ্ছে এবং সরকার হাজার হাজার টাকা এভাবে খরচ করছেন। কিন্তু সেটা জুমিয়াদের কোন উওকারে লাগবে না। স্যার, এবার জুম করার পক্ষে খুব ভাল বছর ছিল, কারণ যে বছরে খরা হয়, সেই বছরে 'জুমে পাট এবং ধান ফসল খুব ভাল হয়। স্যার, চামনু ব্লকে সরকারী হিসাব মত ৩ হাজার জুমিয়া পরিবারের মধ্যে ৫০০ পরিবারও এবার জুম করতে পারেনি। কারণ এবার জুমিয়াদের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই ত সে দিন গত রবিবারে ১১ তারিখ আমি যখন চামনু বাজারে যাই, তখন লোকজন আমাকে বলছিলেন যে আগে মহাজনেরা জমি বন্ধক রাখত, এবারে মহাজনেরা তাও রাখে না। তার কারণ হল উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলন আর বাঙালীদের বে-নামী জমি, এই সবের দরুন আমাদের এখানে নানা রকমের শ্লোগান উঠেছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে সরকার থেকে যদি কোন রকম একটা ব্যবস্থা না নেওয়া যায়, তাহলে এটা নিয়ে হয়তো একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে যেতে পারে। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের পার্টি মিটিং এ বলেছিলাম যে আমার গ্রাম ধুমাছড়াতে একটা খাস জমি কেনা হয়েছিল...

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন?

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— ...স্যার, আমি ত সব সময়ে বলি না, কারণ আমার বিদ্যা বুদ্ধি তেমন নাই, আর তাই ভাল করে কিছু বলতে পারি না। স্যার, সত্যি কথা বলতে গেলে আমাদের উপজাতিদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই উপজাতিদের যদি বাঁচাতে হয় তাহলে তাদের জন্য সুষ্ঠু চিন্তাধারা নিয়ে সরকারের সহানুভূতির মাধ্যমে একটা পরিকল্পনা না যায়, তাহলে এই উপজাতিরা একেবারে শেষ হয়ে যাবে এবং এই রাজ্যে উপজাতি বলে আর কিছুই থাকবে না। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, Hon'ble Minister will please give reply to the points raised by the hon'ble members.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, আমি একটা কথা জানতে চাই—টেষ্ট রিলিফ সম্পর্কে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, অবস্থাটা কি? আমরা কি হাউসকে বুঝাতে পারি নি? এরপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি করে এই ধরণের একটা ষ্টেটমেন্ট করলেন। তাই আমি আপনার মাধ্যমে উনাকে রিকুয়েষ্ট করব, উনি যেটা বললেন সোমবার দিন হলে প্রিপার্ড হয়ে আসতাম। আর আজকে যদি উনি বলতে পারেন তো ভাল কথা, তবে উনার কাছে এমন কোন মেটারিয়েলস নাই যাতে করে তিনি ১২ লক্ষ লোকের হিসাব দিতে পারেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— স্যার, আমি আজই বলতে পারি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার, টেষ্ট রিলিফে রাস্তাঘাট এবং ট্যাংক ইত্যাদি কাটার কাজ চলছে, তাতে মাটি কাটার জন্য কুয়া প্রতি ১৪ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যারা

মাটি কাটতে সক্ষম তারাই কাটছে, আর যারা বুভুক্ষু মানুষ, যাদের টেষ্ট রিলিফের দরকার, সেই সমস্ত মানুষগুলি কাজ পাচ্ছে না। অর্থাৎ সামর্থ যাদের আছে, তারাই কাজ করছে এবং টাকা পাচ্ছে ফলে অন্যান্য লোক এর থেকে কোন বিনিফিট পাচ্ছে না, নীডি ম্যানেরা আমাদের টেষ্ট রিলিফের কোন বিনিফিটই পাচ্ছে না, এটা তিনি জানেন কি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেষ্ট্র রিলিফের কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন সদস্যগণ তাদের যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তাতে তাদের যে মানসিক অবস্থা বা তাদের যে উপলব্ধি, সেই সম্বন্ধে আমি কিছুই অস্বীকার করছি না। এবারকার অবস্থাটা খুবই গুরুতর, তাতে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় সদস্য কালীবাবু ১২ লক্ষ লোকের হিসাব আমার কাছে চেয়েছেন। কিন্তু এই ১২ লক্ষ লোককে যদি ডেইলী ২ টাকা করে দিতে হয়, তাহলে ডেইলী আমাদের ২৪ লক্ষ টাকা লাগবে। কাজেই এই রকম হিসাব দেওয়ার মত আমার কোন ক্ষমতা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে বাজেট তার থেকে আমরা কতটুকু দিতে পারি, তারও একটা সীমা আছে। আমি আগেই বলেছি যে কেন্দ্র থেকে অর্থ আমার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। এখন যদি ৫০ লক্ষ টাকাও ঋণ বাবতে আসে, তাহলে মাননীয় সদস্য যদুবাবু যে কথাটা বলেছেন, দাদন ঋণ প্রভৃতি দেওয়ার কথা, সেটা আমরা কিছুটা দিতে পারব। কিন্তু এই অর্থ টা আনার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি যে এই বাজেট সেসান শেষ হওয়ার পরই যেন তিনি দিল্লীতে যান এবং কেন্দ্রের থেকে এই বিষয়ে কিছু অর্থ আদায় করার চেষ্টা করেন। তার অর্থ টা যদি পাওয়া যায়, তাহলে আমরা অনেকটা রিলিফ দিতে পারব। বর্ত্তমান সময়ে যদি কোন সদস্য বলেন যে মানুষ মারা যাচ্ছে, এই বাজেট দিয়ে কি হবে, তাদেরকে সবটা টাকাই দিয়ে দিন, তাহলে সেটা আমি মেনে নিতে পারি না। কারণ বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ আছে, সেটা বিভিন্ন খাতে আছে, বাজেটে নন-প্লেন এ্যাক্সপেনডিচার আছে আবার প্লেন এ্যাক্সপেনডিচার আছে মাননীয় সদস্যদেরও এটা অজানা নয়। আমাদের নন-প্লেন এ্যাক্সপেন্ডিচারে কোন সেভিঙ্গস হয় নি এবং প্লেন এ্যাক্সপেন্ডিচারেও গত বারে কোন রকম সারেণ্ডার হয়নি আবার বর্ত্তমান প্লেনে বরাদ্দকৃত টাকা, সেটাও আমাদের খরচ করতে হচ্ছে। এই অবস্থা সত্বেও আমরা একটা রিস্ক নিয়ে এর মোকাবিলা করবার জন্য ফেবরুয়ারিতে সাড়ে বার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছি আর এই বছরের বাজেটে বরাদ্দ ২৪ লক্ষ টাকা রিলিজ করা হয়েছে। সামনে আমাদের আরও ২টি মাস আছে জুন, জুলাই, এই ২ মাসও আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, এমন কি এবার যদি আউস ফসল ভাল নাও হয়, তাহলেও আমাদের এই দুই আড়াই মাস চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা কি পরিমাণ অর্থ দিতে পারি সেটা অবশ্যই মাননীয় সদস্যদের বিবেচনা করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি বাজেট থেকে যা দরকার তাই দিয়ে দিই টেষ্ট রিলিফের জন্য যা প্রয়োজন জি, আরের জন্য যা প্রয়োজন সব টাকাই আমরা দিয়ে দিই তাহলে আমাদের আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাহলে আমাদের প্ল্যানের নর্ম্যাল ওয়ার্ক সেটা ষ্টপ করে দিতে হবে। এবং যে সমস্ত কাজ চালু আছে সেগুলিও বন্ধ করে দিতে হবে। তার ফলে কি অবস্থার উদ্ভব হবে সেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিজেই বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তাহলে

আমাদের আরও বেকার বেড়ে যাবে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের সমস্ত অর্গে-নাইজেশানটা ডিফাংক্ট হয়ে যাবে। তাদের আর একটা সমস্যার উদ্ভব হবে এবং সেই সমস্যার মোকাবিলা করা আরও কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং এই অবস্থায় কোন অর্থ মন্ত্রীই বাজেটের সব টাকা—বাজেটের রিজনেবল এ্যামাউন্ট না রেখে সব টাকা জি, আর, এর জন্য এবং টি, আরের জন্য দিতে পারেন না সেটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ ১২ লক্ষ লোকের হিসাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন যে রাস্তার কাজের সংগে রিক্লেমেশান ইত্যাদি কাজ দেওয়া দরকার আমাদের যদিও রাস্তার কাজ সংখ্যায় বেশী তবু রিক্লেমেশান এর কাজ কনষ্ট্রকশান বন্ধ ইত্যাদি করার জন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি। এবং কিছু কিছু কাজ তারা আরম্ভও করেছে? সেটার পরিমান আমি এখানে রাখতে পারছি না। জুমিয়াদের জি, আর, এর টাকা থেকে বিনামূল্যে জুমের বীজ ধান দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুম সীডস যে পরিমান পাওয়া গিয়েছে সেই পরিমানই কিনা হয়েছে। যতটুকু জুম বীজ পাওয়া গিয়েছে—শুধু ত্রিপুরায়ই নয় আমাদের কৃষি বিভাগ মিজোরাম থেকেও জুম বীজ এনেছেন। সেই বীজও ডিষ্ট্রি-বিউট করা হয়েছে। কিন্তু আর জুমের বীজ নাই। তবুও সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে। আমরা বলছি যদি কারও টিলা জমি পরিস্কার করা থাকে এবং জুমের বীজ যদি নাও থাকে তাহলে তিল এবং মেস্তার যাতে কিনে দেওয়া হয় যাতে জমি পতিত না থাকে। তারা যদি সেখানে টিলা জমির মধ্যে ভেড়েলের বীজ—সেটার যেন তাদের দেওয়া হয়। এবং এই এই ব্যাপারে একজন উপজাতি মাননীয় সদস্য বলেছিলেন ভেড়েলার বীজ নাকি খুব প্রচলন আছে সেজন্য আমরা বলে দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য গোপীনাথ ত্রিপুরা মহাশয় ছামনু ব্লক সম্পর্কে বলেছেন—ছামনু ব্লক সম্পর্কে বিশেষ ভাবে নির্দেষ দিয়েছি যাতে খুব একসটেনসিভ ওয়েতে কাজ আরম্ভ হয়। এই এলাকা খুব বড় এবং সেখানে অলরেডি কিছু কাজ হয়েছে এবং যাতে আরও বিশেষ ভাবে কাজ আরম্ভ করা হয় তার জন্য আরও ৮৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় এই মে মাসের এই সময়টুকু চলে যাবে। যদি প্রয়োজন হয় মে মাসের শেষের দিকে আরও অর্থ বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন মহকুমা শাসকের নিকট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় কালীবাবু যেটি বলেছিলেন যে টাকা আমরা দিয়েছি সেই টাকা কতটা খরচ হয়েছে কতটা হাতে আছে কতটা স্কীম চালু আছে এবং সামনের মাসে কতটা স্কীম আরম্ভ করা হবে—এই হিসাব চাওয়া হয়েছে এবং সেজন্য একটা ফর্মা প্রেসক্রাইব করে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই অনুযায়ী ফর্টনাইটলী রিটান দিতে হবে। সুতরাং এই মাসের শেষ দিকে আবার ফাণ্ড পজিশান এসেস করে সেখানে কিছু ফাণ্ড রেইজ করা যেতে পারে সামনের মাসে যাতে কাজ সুরু করা যেতে পারে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের যে বেদনা সেটা আমরা অনুভব করি। কিন্তু আমাদের সীমিত বাজেটে আমাদের যতটুকু দেওয়া সম্ভব সেটা আমরা দিচ্ছি। আমাদের মুখ্য মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি এই বাজেট সেশানের পর চেষ্টা করবেন যাতে সব টাকা আনতে পারেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে '৭৩ সনের যে খরা সেই খরাতে আরও বেশী টাকা খরচ হয়েছিল। সেটা সত্যি কথা। কিন্তু '৭৩ সনের খরাতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এক কোটী টাকার উপর পেয়েছিলাম। কিন্তু এই বছর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা কোন সাহায্য পাইনি। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন সাহায্য দেবেন না। তা সত্তেও আমরা চেষ্টা করছি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ব্যাংকগুলি কি ভাবে কাজ করছে বা এই অবস্থায় জন্য তারা বিশেষ কোন ঋণ দানের ব্যবস্থা করছেন কি না। সেই বিষয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে যোগাযোগ করে অন্তত কিছু ঋণের ব্যবস্থা করা যায় কি না গ্রামে সেজন্য আমরা অনুরোধ করেছি। আমরা এই বাজেট সেশানের জন্য তাদের নিয়ে বসতে পারিনি। আশা করছি বাজেট সেশানের পরে বা

এর মধ্যেই এই ব্যাংকগুলির যে মেনাজার আছেন তাদের নিয়ে বসা যায় কি না। তবে তাদের যে পলিসি তাতে টাকা আদায় না হলে—তাদের নানা পেরাফার্নেলিয়া আছে—কতটা রিয়েলাইজ হয়েছে কতটা দেবে। সে যাই হউক সেটার জন্য আমি ভাবছি না আমরা ভাবছি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কিছু আনতে পারে কি না। তাহলে আমরা অনেকটা রিলিফ দিতে পারব। তবে রিলিফের কাজ কর্ম কি ভাবে চলছে কত কা-া ব্যয় হয়েছে সেই সমস্ত এসেস করার জন্য এবং খবর আনার জন্য আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে সেই খবরগুলি আমাদের সদরের দপ্তরে এসে পৌঁছায়। এতে কত টাকা খরচ হয়েছে কত টাকা হাতে আছে ইত্যাদি জেনে তাদের আরও টাকা বরাদ্দ করতে হবে কি না এবং করতে হলে কত টাকা বরাদ্দ করতে হবে এই সব যোগাযোগ করে চলছি। তবে এই হাউসকে বলছি যে আমাদের বাজেটের সীমার মধ্যে আমরা যতটা সম্ভব আমরা সেটা করব এবং কেন্দ্র থেকেও আমরা কিছু অর্থ বরাদ্দ করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :—The House stands adjourment (interruption)

Shri Kalipada Banerjee :—স্যার, এক মিনিট—উনি বলেছেন যে আমি বলেছি এই কথা যে বাজেটের সব টাকা ত্রানের জন্য খরচ করবেন। আমি এই কথা বলেনি। আমি মুখ্য মন্ত্রীকে বলেছি পার্লামেণ্ট ৫০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। মুখ্য মন্ত্রী আমাকে নিজে বলেছে যে কেন্দ্র ৫০ লক্ষ টাকা দেবেন। সেদা ইনক্লড করে—আমি বলেছি মুখ্য মন্ত্রীর সামনে বলেছি সেটা তিনি অস্বীকার করছেন না অন্য এক মন্ত্রী বলেছেন—যদি আনতে পারি যাদ দেয় এবং আরও বলছি মন্ত্রার অবগতির জন্য সেই বছর যে ত্রানের টাকা কেন্দ্র থেকে এক কোটী টাকা আনতে ক'দিন—দেড় মাস সময় লেগেছে। খরার ঝড় হয়েছিল মনে আছে? তখন যখন মুখ্য মন্ত্রী প্লেন করে ফিরলেন সেই সময়। তার আগে আমরা নর্মেল বাজেট থেকে টাকা খরচ করা হয়েছে। মানুষের জীবন আগে না আপনার বাজেটের কথার কচকচি আগে—অডিট করা আগে। আপনি কি করছেন আপনার কাজের রিপোর্ট আপনি চাইছেন ১৫ দিনের মধ্যে এই এই রিপোর্ট দাও তারা দিচ্ছে না। টিপ সইয়ে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেটার রিপোর্ট দাও সেই প্রসিডিউর উনারা নিয়েছেন। সেই রিপোর্টটা ডি, এম,র কাছ থেকে আসতে হবে কমিশনারের কাছে। কমিশনারের কাছ থেকে মন্ত্রীর কাছে আসতে হবে। তারপর টাকা রিলিজ হবে আমি মুখ্য মন্ত্রীকে সেদিন বলছি এই প্রসিডিউর আপনার: মানুষের জীবন আগে না আপনার অডট আগে। আপনি যতটাকা দিতে পারে এক সংগে দিন? ঋণ দেবে জি, আর, দেবে রেসসপনসিবল অফিসার সব। আমি শুনেছি আডিটের নিয়ম হিসাবে টিপ সই যদি না আসে তাহলে টাকা বিলি হচ্ছে না এই যে কচকচি—আর এই যে আপনি কি ভাবে কি বলছেন প্ল্যান থেকে নন-প্ল্যান থেকে সেভিংস নাই। আমি এই সব কথা জিজ্ঞাস করিনি। সেগুলি পরের কথা হবে। সেদিন আমি বাজেট করেছিলাম—আমরা ১১ কোটি টাকার বাজেট ভোট অন এ্যাকাউন্ট পাশ করে দিয়েছি। আপাতি ভোট অন এ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিন সেখান থেকে টাকা দিয়ে মানুষকে বাঁচান: আজকে কি দেখা যাচ্ছে আমরা এই হাউসে দাঁড়িয়ে বাজেট সমর্থন করছি। আমরা বলছি মুখ্য মন্ত্রীর এই ধারনা নেওয়া অন্যায় হয়েছে যে বাজেট পাশ হবে না। সেখানে তিনি আজকে এই সব কথা বলতে পারেন দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্ত্রীর মত, একবার বলেছেন ১২ লক্ষ লোক খেতে পাচ্ছে না কষ্ট পাচ্ছে মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন নিজে। এই কি একটা কথা কিছু নাই টাকা দিতে পারব না কোথায় টাকা এইগুলি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কলিং এটেনশান নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্ত অনেক প্রশ্ন তুলেছেন ক্ল্যারিফিকেশান দেওয়া হয়েছে সেটার উপর।

সেই প্রসঙ্গে আমার নামও উঠেছে। আমরা কেন্দ্রের কাছে এইবার এক কোটি টাকা চেয়েছি তখনকার অবস্থায় যখন আমরা দেখলাম যে বাজেট সেশানটা এ্যাডজর্ণড থাকতে পারে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক কোটি টাকা আমরা চেয়েছিলাম। এক কোটি টাকা চাওয়ার পর ওদের কাছ থেকে যে ধারণা আমাদের জন্মেছে তাতে ৫০ লক্ষ টাকার বেশী আমরা পাব না। এই কথাটা আমি বলেছিলাম যে ৫০ লক্ষ টাকা যদি এসে যায় তাহলে হয় তো বা যে প্রশ্নটা উঠেছে যে দাদন দেওয়া, বা কৃষি ঋণ দেওয়ার এইটা সম্পর্কে ফাইনেন্স কমিশনের কথা যেটা কেবিনেট মিনিষ্টার বলেছেন এই সত্যি কথা যে আমাদের টাকা অর্থ বরাদ্দ করে থাকে ফাইনেন্স কমিশন এইটা ঠিক হয়ে গেছে। আজকে এর উপরে যদি কোন টাকা আনতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনতে হবে। আমাদের বাজেটে যা আছে এখন মানুষের প্রশ্ন যেখানে এসেছে সেখানে আমরা রিস্ক নিচ্ছি যে আমরা যে করেই হোক মানুষকে আগে বাঁচাবার প্রশ্ন। সেই বাঁচাবার প্রশ্নে আমরা টাকা কত পাব না পাব সেই অপেক্ষা না করে আমরা যে কারণে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম যে বাজেটটা তাড়া-তাড়ি পাশ করিয়ে দিলে অন্তত: আমরা বাজেটের পজিশনটা আমরা বুঝতে পারতাম। বাজেটের কি অবস্থা হবে না হবে এবং কোথা থেকে টাকাটা আমরা খরচ করতে পারবো। প্ল্যানিংএ সেভিংস হবে কি না, কারণ আমরা জানি প্ল্যানিং এ সেভিংস হয় না। গত বৎসর আমরা দেখেছি প্ল্যানিং এর টাকা সবটাই আমরা খরচ করেছি। এর আগের বারেরও প্ল্যানিংএর টাকা সেভিংস না হলেও আমরা বলতে পারি এই কথা যে যদি কোন স্কীম বাদ দিতে হয় প্ল্যানিং এর স্কীম বাদ যাবে। তার ফলে আমাদের যে অবস্থাটা হবে সেইটা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা সাহায্য না করেন তাহলে যে অসুবিধা করতে হবে সেইটা হলো আবার যখন প্ল্যানিং এর সময় আসবে বরাদ্দ করার সময় আসবে তখন আমাদের প্ল্যানিং এর টাকাটা দিয়ে দেবে এবং সেইটা যদি কেটে যায় তাহলে আমাদের পক্ষে কোন রকম উন্নয়ণ মূলক কাজ করা আগামী দিনে সেইটা আমাদের খুব অসুবিধা হবে যে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের আমরা সাহায্য চেয়েছি। আমি এখন পর্য্যন্ত বলতে পারছি না, যে ধারণা নিয়ে এসেছিলাম যে ৫০ লক্ষ টাকা অথবা যে কথা এসেম্বলিতে উঠেছে খরা এবং বন্যা প্রায় এক সাথে এসেছে। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি আমার কাছে দিল্লীতে যখন টেলিগ্রাম গেল খরার জন্য টাকার দরকার আছে আমি জগজ্জীবন বাবু এবং প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ করেছি যে খরার পরে মারাত্মক রকমের বন্যা হয়ে গেছে। আমি তখন টিকেট করে এসেছি এয়ার পোর্টে। এয়ার পোর্ট থেকে আমি প্রাইম মিনিষ্টারকে জানিয়ে এসেছি যে এই রকম বন্যা আরম্ভ হইয়াছে। তিনি আমাকে বললেন যে এইমাত্র খরার কথা বলে গেলেন, আমি বললাম যে এই বোধহয় ঘণ্টা দুই হলো আমি বলে এসেছি খরার কথা তারপর এইখানে এসে আমি খবর পেলাম বন্যা হয়েছে। গতবারের কথা বলছি এই জন্য যে, যে কথাটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তখনকার অবস্থায় যে পার্টি এখানে এসে দেখে গেছে কোন এলাকায় কতটা খরা হয়েছে কি ডেমেজ হয়েছে, এইটা তাদের এসেসমেন্টের ওয়ার্ক। এসেস-মেন্টের প্রশ্ন এখানে আমার কাছে বড় কথা নয়। বড় কথা হলো যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যে ভাবেই হোক। এবং সেই বাঁচানোর প্রশ্নেতে যখন ফাইনেন্স কমিশন আমাদের হাত পা বেঁধে দিয়েছে যে আমরা কৃষিঋণ দিতে পারছি না, আমরা দাদন এই বৎসর দিতে পারছি না

যে কারণে আমরা কনভিন্স করতে চেষ্টা করেছি যাতে প্ল্যানের যে টাকা আছে তার বাজেট যদিও পাশ হয় নাই এখনও যে টাকা বরাদ্দ আছে যে প্ল্যান ধরা আছে সেই কাজগুলি কিভাবে ডিষ্ট্রীবিউট করা যায় এখন থেকে, যেহেতু আমাদের মাননীয় সদস্যরা বার বার আসছেন যে বাজেট পাশ করবে কিন্তু কিছু অ্যাডজর্ণমেন্ট হওয়ার জন্য আমাদের মনে প্রশ্ন না থাকলেও যারা ইমপ্লিমেন্টিং মেশিনারী যেটা সেখানে প্রশ্ন থাকতে পারে যে টাকা খরচ করবেন কি না বাজেট পাশ হবে কি না, এই প্রশ্ন থাকতে পারে। সেইদিক থেকে একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে প্রশ্নটা থাকার জন্য আমরা আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম যে বাজেটটা তাড়াতাড়ি পাশ করার জন্য। যাহাই হোক যে কোন কারণেই হোক এই হয় তো আমরা তে পারি নি বা মাননীয় সদস্যরা এলাকার অবস্থা বুঝার জন্য তারা হয়তো টাইম নিয়েছেন ঘুরে এসে যখন আজকে তারা বলছেন আমি এইটা অস্বীকার করছি না। কারণ আমার নিজের ষ্ট্যাটমেণ্ট আমি দিল্লীতে যেটা বলেছি যে ১২ লক্ষ মানে ৭৫ পার্সেণ্ট লোক আমাদের এখানে খরা কবলিত হয়েছে অর্থাৎ তারা অভাবে পরেছে। কিন্তু সেই কথাটা এখন আর বলতে পারছি না এই কারণে যে বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আজকের যে অভাবটা সেই অভাবটা কোথা থেকে এলো? কেন? এই এত বড় অভাব এলো কেন? মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে খাদ্যনীতির জন্য সেই প্রশ্নের জবাব আমি এখন দিতে পারছি না কারণ এইটা এান সাবজেক্ট নয়। বাজেট ডিসকাশনের সময় আমি সেইটা বলতে পারবো যেটুকু আমার জানা আছে খাদ্যনীতি সম্পর্কে। এখন যে প্রশ্ন মাননীয় সদস্যদের মনে বেশী করে করে আঘাত করছে সেইটা হলো তারা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে এসে অথবা বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শুনে যেভাবেই হোক যে খবরটা আমি সবারই কথা বলছি না মাননীয় সদস্যরা মাপ করবেন, আমি বলছি যে এই যে খবর কারণ এইটাতো আমরা দিতে পারি নি। তথাপি আমাদের কাছে খবর এসেছে মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন খবর বলেছেন তার উপর ভিত্তি করে আমরা এই কথা বলছি যে এইবারকার অবস্থা ভয়াভয় এবং তার মোকাবিলা করার জন্য আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এই পরিস্থিতির মধ্যে তাই আমরা চেষ্টা করছি।

এখন আমাদের করণীয় কোনটা যে এখন আমি টাকা খরচ করে যাবো যদি কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস পাওয়া যায় যে টাকা আসবে। কারণ আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যাদের এখন দুর্ভিক্ষ অবস্থা আমাদের চাইতে খারাপ কিংবা আমাদের মত অবস্থা হয়ে রয়েছে যেখানে চাউলের দাম হয় তো আমাদের চাইতেও আরও বেশী হয়েছে সারা ভারতবর্ষে এখন কি একটা অবস্থা, আমি কয়েকটা রাজ্যের নাম বলতে পারি যে খুব খরাপ অবস্থা। এখানেও তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে না। পাচ্ছে না তার কারণ আপনারা মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন যে কেন্দ্রীর সরকারের অবস্থাও কি অবস্থায় আছে ভারতবর্ষটা আর্থিক দিক থেকে এবং সেখানে আমরা চাইছি যে আমদের লোকগুলির জন্য আমরা কিছু করি। আমি এই কথা বলছি না যে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য না এলেও আমাদের যদি প্ল্যানে টাকা থেকে যায় তাহলে তখন আমাদেরকে ফাইট করতে হবে। কিন্তু ফাইট করবো তার আশ্বাসটা কোথায় যে আমার প্ল্যানের টাকা দিয়ে এলাম টাকা নিয়ে এসে যদি আমি খরচ না করতে পারি তাহলে মাননীয় সদস্যরা আবার বলবেন কোথায় ডেভেলাপমেন্ট? ডেভেলাপমেন্ট তো কিছু হচ্ছে না? এইটা নেচারেলি এইটা স্বাভাবিক। এইটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চইই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধি এইটা তাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক কারণ আমরাও জনসাধারণের প্রতিনিধি। আমাদের মনে ও এই প্রশ্ন আসে। কিন্তু আজকে সেখানে যে প্রশ্ন যে টাকাটা যা আছে আমরা মানুষের এই অবস্থার মধ্যে যাতে মানুষ একেবারে সাংঘাতিক অবস্থায় মধ্যে না

যায় এইখানে অনাহারে, মৃত্যুর যে প্রশ্ন উঠেছে, আমি জানি না কোথায় কি প্রশ্ন কি পজিশন এখন পর্য্যন্ত কারণ আমি বেড়োতে পারি নি। আমার দুর্ভাগ্য। অ্যাডজর্ণ হওয়ার জন্য অনেক সময় আমি ঘুরাফেরা করতে পারি নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা রাগ করবেন না কারণ যে সব প্রশ্ন আজকে উঠেছে যে সব কথা এখানে আলোচনা হয়েছে তা খুব সরকারের পক্ষে, আমরা যারা সরকারের পক্ষে আছি যেভাবে আমাদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে এবং যেভাবে কথা তোলা হচ্ছে আজকে খালি বেঞ্চগুলি দেখে। তারা আজকে বলেছেন আমার মনে হয় খালি বেঞ্চের শোকটা অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছেন। যাইহোক, আমরা তো গ্রহণ কর্ছি। আমাদের সাহায্য করার জন্য মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে আলোচনা করেছেন এবং যেভাবে ছবি, ত্রিপুরার ছবিটাকে তোলে ধরেছেন তাতে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার আমি চিন্তা করে দেখব। এবং আমি এইটুকু বলতে পারি, গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে, যে আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব মানুষকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করব। টাকার জন্য চিন্তা করেনি এখনও, চিন্তা করব না। কেন্দ্রের কাছ থেকে কাহায্য আসুক আর না আসুক। কিন্তু মাননীয় সদস্য-দের কাছে আমি অনুরোধ রাখি সেদিন যেন তাদেরকে একসঙ্গে পাওয়া যায়, আজকে তারা যেভাবে আলোচনা করেছেন সেই ভাবে অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য। সেদিন যেন দুর্ভাগ্য ক্রমে যারা গভর্ণমেন্টে আছেন তাদেরকে ব্যাক ডাউন করে বাঁচতে চেষ্টা না করেন। সম্মিলিত ভাবে এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12-00 Noon of Monday the 26th May, 1975.

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 66

By Shri **Purna Mohan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) খাদ্য চলাচলের নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৪-৭৫ এ কি কোন মহকুমার অভ্যন্তরে কর্ডন ছিল, যদি থাকে তবে তার সংখ্যা কত ?

২) ইহা কি সত্য যে জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আর, বি, সিংহ এই ধরণের কর্ডন বে-আইনী বলে রায় দিয়েছেন,

৩) যদি সত্য হয়, ঐ রায়ের পরে ঐ সকল কর্ডন তুলে দেওয়া হয়েছে কি ?

উত্তর

১) হাঁ বে-আইনী খাদ্য চলাচলের নিয়ন্ত্রণের জন্য সদর ও কমলপুর মহকুমার অভ্যন্তরে যথাক্রমে ১০টি ও ১টা চেক পোষ্ট ছিল।

২) হাঁ।

৩). না।

STARRED QUESTION NO. 420

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) নিম্নলিখিত কৃষকদের নিকট থেকে ১৯৭৪–৭৫ এ সরকার কত ধান সংগ্রহ করেছেন এবং কোন কোন তারিখে সংগ্রহ করেছেন তার হিসাব :—

ক) শ্রীঅনন্ত চৌধুরী, পশ্চিম নলছর, সোনামুড়া।

খ) ,, রামকুমার নাথ, তিলথৈ, ধর্মনগর।

গ) ,, হাজী ওয়াজেদ আলী, পদ্মবিল, ধর্মনগর।

ঘ) ,, অশ্বিনী কুমার দাস, বরোলী দলদা, ধর্মনগর।

ঙ) ,, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ধর্মনগর টাউন।

চ) ,, হরিপদ বণিক, ধর্মনগর টাউন।

ছ) ,, বরদা দাস, ধর্মনগর টাউন।

জ) ,, নরেন্দ্র দাস, কৈলাসহর টাউন।

উত্তর

ক) শ্রীঅনন্ত চৌধুরীর নিকট হইতে—৫৯৬ কে,জি, ধান ১৪-২-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

খ) শ্রীরামকুমার নাথের নিকট হইতে—২৪০ কে, জি, ধান ২৭-১২-৭৪ইং তারিখে ও ১৬০ কে, জি, ধান ৩০-১২-৭৪ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

গ) শ্রীহাজী ওয়াজেদ আলীর নিকট হইতে—৫০০ কেজি, ধান ৫-১-৭৫ইং তারিখে ও ৫০০ কেজি ধান ২৬-১-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ঘ) শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাসের নিকট হইতে—১০০ কেজি ধান ২১-১২-৭৪ইং তারিখে ও ৪০০ কেজি ধান ৩১-১-৭৫ তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ঙ) শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে—৪০০ কেজি ধান ২৪-১২-৭৪ইং তারিখে, ৬৮৮ কেজি, ধান ৩০-১২-৭৪ইং তারিখে, ১৮৫ কেজি, ধান ৩-১-৭৫ইং তারিখে ও ১৪৪ কেজি, ধান ৭-১-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

চ) শ্রীহরিপদ বণিকের নিকট হইতে—৩০০ কেজি, ধান ১৩-২-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ছ) শ্রীবরদা দাসের নিকট হইতে—৩০২ কেজি, ধান ২-১-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

জ) শ্রীনরেন্দ্র দাসের নিকট হইতে—৩৬৮ কেজি, ধান ৩১-১-৭৫ইং তারিখে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 424

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে ত্রিপুরায় দিনের পর দিন ভিক্ষুকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ?

২) যদি অবগত থাকেন তবে এই ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) আমাদের জানা নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTE D STARRED QUESTON NO. 439

By Shri Jatindra Kr. Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর "বি" অন্তর্গত রেশমবাগান এস, বি, স্কুলটির জন্য ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ ছিল কি ?

২) থাকিলে কত ছিল।

৩) উক্ত অর্থের কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে ?

৪) সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয়িত না হইলে তার কারণ, এবং

৫) সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় হইলে কি কি কনষ্ট্রাকশান হইয়াছে ?

উত্তর

১) চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট কোন এস, বি, স্কুলের নামে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিলনা। তবে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 444

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত সোনাইমুড়ি উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে খেলার মাঠ আছে কি ? এবং

২) না থাকলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

উত্তর

১) নাই।

২) কোন ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 451

By Shri Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কৈলাশহরএর গোলদারপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে উহা কত দিনের মধ্যে হবে ; এবং

৩) হাই স্কুল করতে যে সব সর্ত্ত পূরণ করা দরকার তাহা করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) বিদ্যালয় এলাকাটি বর্তমানে জনসংখ্যা, অষ্টম শ্রেণীর পড়ুয়া সংখ্যা ও নিকটবর্তী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব সম্পর্কিত সর্তগুলির মধ্যে কোনটিই পূরণ করেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 452

By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ছাত্রাবাসের ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করা হইয়াছে ?

২) যদি সত্য হয় তাহলে কত টাকা বৃদ্ধি করা হইয়াছে ? (৩) এবং কবে এবং কোন মাস হইতে তাহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১·৫০ (একটাকা পঞ্চাশ) পয়সার স্থলে ২·০০ (দুই) টাকা প্রতিদিন প্রতি আবাসিকের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং উহা ১লা আগষ্ট, ১৯৭৪ ইং সন হইতে কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 457
By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য গত ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জম্পুইজলা গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল ও সুতারমুড়া হাই স্কুল পোড়া গিয়াছে?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে আগুন লাগিয়াছিল তার বিবরণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আংশিকভাবে পোড়া গিয়াছে।

২) দুইটি স্কুলেই রাত্রিতে আগুন লাগিয়াছিল এবং ইহা দুস্কৃতকারীদের কাজ বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 459
By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be please to state.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, একই পরিবারের দুইজনের অধিক উপজাতি ও তপশীলি জাতির ছাত্র-ছাত্রীকে পোষ্ট-মেট্রিক স্কলারশীপ দেওয়া হচ্ছে না?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীগণকে ভারত সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা এবং আইনানুসারে পোষ্ট-মেট্রিক স্কলার শীপ দেওয়া হইয়া থাকে। ভারত সরকারের অনুমোদিত আইনানুযায়ী একই পিতামাতার দুই এর অধিক সন্তান-সন্ততিকে স্কলার শীপ দেওয়ার সুযোগ নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 466
By Shri Subal Chandra Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত ধনবিলাস নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলটিকে উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে উন্নীত করার কোন সরকারী প্রস্তাব আছে কিনা; এবং

২) থাকলে কতদিনের মধ্যে উক্ত স্কুলটিকে উচ্চ বুনিয়াদী স্কুলে উন্নীত করা হইবে?

উত্তর

১) বর্তমান শিক্ষা বর্ষে নাই।

২) আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রস্তাবটি অন্যান্য অনুরূপ প্রস্তাবের সহিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাসময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 469

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫এ—এই পর্য্যন্ত কোন কোন স্কুলে শিক্ষার বিভিন্ন দাবী নিয়ে ছাত্র ধর্মঘট হয়েছে তার হিসেব ;

২) এই সকল ধর্মঘটে সরকার কিভাবে হস্তক্ষেপ করে থাকেন ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

২) ঐ

ANNEXURE—'B'

PAPERS LAID ON THE TABLE

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 106

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

QUESTION

1. How much acres of land have been brought under the Soil Conservation measures, by bench terracing, contour bunding, lunga reclamation and agriculture plantation in Tripura in the year of 1974-75 (Block-wise) ; and

2. What were the annual target for each item in that year ?

ANSWER

1. The acreage of land brought under Soil Conservation measures by bench terracing, contour bunding, lunga reclamation and agricultural plantation in different blocks of Tripura during 1974-75 (upto January, 1975) is shown below :—

Name of Block.	Acreage of land brought under Soil Conservation measure during 1974-75 (upto January, 1975).				
	Bench Terracing (Acres).	Contour bunding (Acres).	Lunga Reclama- (Acres).	Agricultural Plantation (Acres).	Total (Acres).
Teliamura.	20.44	104.50	—	51.15	176.09
Khowai.	32.12	—	—	21.74	53.86
Melaghar.	4.13	1.11	14.16	31,63	51.03
Satchand.	—	—	—	67.00	67.00
Chaomanu.	4.32	16.06	—	—	20.38
Kumarghat.	—	—		—	—
Salema.	32.12	27.92	—	66.22	126.26
Udaipur.	14.38	60.63	29.50	-	104.51
Panisagar.	6.79	15 64	1.32	-	23.75
Kanchanpur.	—	—	—	35.58	35.58
Amarpur.	56.76	403.06	14.87	78 54	453.23
Bishalgarh.	4.57	83.94	9.69	16.70	114.90
Mohanpur.	0.69	5.17	—	—	5.86
Jirania.	100.64	163.97	24.68	5[illegible] 90	342.19
Bogafa.	10.00	0.51	—	—	10.51
Rajnagar.	-	—	—	—	—
Total :—	286.96	882.51	94.23	421.46	1685.15

2. The target fixed for these items during the year 1974-75 is as follows :—

Bench Terracing— Contour bunding— Lunga Reclamation—	3,075 Acres (1,230 Hectares)
Plantation—	600 Acres (240 Hectares)
Total :—	3,675 Acres (1,470 Hectares)

UNSTARRED QUESTION No. 115

By **Shri Samar Choudhury**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে (বর্ত্তমান বৎসর) আমন ধান সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের জন্য ত্রিপুরায় ১২ (বার) একরের উপর জমি আছে এমন কয়জন জমির মালিকের নিকট হইতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত মোট কত ধান সংগৃহীত হইয়াছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)—এবং

২। ১২ (বার) একরের উপর জমি আছে এমন কয়জন জমির মালিকের নিকট হইতে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ধান সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদের সম্যক বিবরণ (মহকুমা-ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। }
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

UNSTARRED QUESTION NO. 134

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ও কলেজের ছাত্রাবাসে থাকিলে যে আবাসিক ষ্টাইপেণ্ড পায় তার মাসিক হার কি ;

২। তপশিলী জাতির যেসব ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রাবাসে আবাসিক নয় তাদের জন্য কোন stipend চালু থাকলে তার হার কি ;

৩। ১৯৭৪ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরার স্কুল সমূহে তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ;

৪। উক্ত বর্ষে কতজন তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রী পোষাক, বিনামূল্যে বইপত্র, বুকগ্রাণ্ট এবং ছাত্রাবাসের ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছে তার হিসাব ;

উত্তর

১। অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকিলে স্কুলে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি ব্যতিরেকে ছাত্রাবাসে প্রকৃত সংখ্যক দিনের উপস্থিতির জন্য দৈনিক মাথাপিছু ২·০০ (দুই টাকা) হারে ছাত্রাবাস বৃত্তি দেওয়া হয়। কলেজে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতির ছাত্ররা অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকার জন্য প্রতিমাসে ৭০ টাকা এবং ছাত্রীরা ৮০ টাকা হারে ভারত সরকারের বৃত্তি পায়। এই হার বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে চালু হইয়াছে এবং যাহারা ১৯৭৪ ভর্তি হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই পিতামাতার অধিক ২ জন মাত্র ছেলেমেয়ে এই বৃত্তি পাইবে। যাহারা পূর্বে ভর্তি হইয়াছে তাহারা পুরাতন হারে মাসিক ৪০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়া থাকে এবং পুরাতন হারে বৃত্তি প্রাপ্তদের বেলায় পিতামাতার ছেলেমেয়ের সংখ্যার সংখ্যার কোন সীমাবদ্ধতা রাখা হয় নাই।

২। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তপশিলী জাতির ছাত্র-ছাত্রীরা (যাহারা অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকে না) মাসিক ৩০ টাকা হারে বৎসরে দশ মাসের জন্য ৩০০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকে। কলেজ অধ্যয়নরত তপশিলী জাতির ছাত্ররা (যাহারা অনুমোদিত ছাত্রাবাসে থাকে না) মাসিক ৪০ টাকা হারে এবং ছাত্রীরা মাসিক ৫০ টাকা হারে ভারত সরকারের বৃত্তি পাইয়া থাকে। এই হার বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হইতে চালু হইয়াছে এবং যাহারা ১৯৭৪ ইং সনে ভর্ত্তি হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একই পিতামাতার অনধিক দুইজন মাত্র ছেলে-মেয়ে এই বৃত্তি পাইবে। যাহারা পূর্ব্বে ভর্ত্তি হইয়াছে তাহারা পুরাতন মাসিক ২১ টাকা হারে বৃত্তি পাইবে। পুরাতন হারে যাহারা বৃত্তি পায় তাহাদের ক্ষেত্রে পিতামাতার ছেলেমেয়ের সংখ্যা সম্বন্ধীয় কোন সীমাবদ্ধতা রাখা হয় নাই।

৩। ৩৯,৩৪৩ জন। (এই সংখ্যা ১৯৭৪ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এবং চূড়ান্ত নহে।)

৪। ১৯৭৪-৭৫ সনে ২৪২৭ জন ছাত্রীকে পোষাক, ৩১,৯০৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে বই, ৯২১০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বুক গ্র্যান্ট এবং ৭৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 760

By Shri Radharaman Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৪-৭৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলকলিয়া গাঁওসভাতে কতটি ওভার-ফ্লো টিউবওয়েল দেওয়া হইয়াছে ?

২) তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব এবং যাহাদের নামে দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা ?

৩) ঐ ওভারফ্লো টিউবওয়েলগুলি দ্বারা কি পরিমাণ জমিতে জলসেচ করা হইয়াছে ?

১) লোহার পাইপের ২টি ও বাঁশের ১৩০টি মোট ১৩২টি।

২) ১৯৭৩-৭৪ ইং সনে ২টি লোহার পাইপের এবং ১৩০টি বাঁশের।

১৯৭৪-৭৫ ইং সনে জানুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত কোন ওভারফ্লো টিউবওয়েল দেওয়া দেওয়া হয় নাই।

১৯৭৩-৭৪ ইং সনে যাহাদের নামে লোহার পাইপের ও বাঁশের ওভারফ্লো টিউব-ওয়েল দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামের একটি তালিকা এতৎসঙ্গে যুক্ত করা হইল।

৩) ১৩৪ একর (৫৩·৬০ হেক্টার)

১৯৭৩-৭৪ইং সালে কলকলিয়া গাঁও সভায় যাহাদের নামে লোহার পাইপ ও বাঁশের ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা —

ক্রমিক সংখ্যা	নাম		ওভার ফ্লো টিউব ওয়েলের সংখ্যা
(ক)	লোহার পাইপের ওভার ফ্লো টিউব ওয়েল—		
১)	শ্রীরাখাল চন্দ্র দেব		১টি
২)	,, প্রামাদ দেব		১টি
(খ)	বাঁশের ওভার ফ্লো টিউবওয়েল		
১)	শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র পাল	পিতামৃত অক্ষয় চন্দ্র পাল	১টি
২)	,, নরেন্দ্র চন্দ্র পাল	,, অক্ষয় চন্দ্র পাল	১টি
৩)	,, উপেন্দ্র চন্দ্র পাল	,, অক্ষয় চন্দ্র পাল	১টি
৪)	,, নরেশ চন্দ্র দেব	পিতা সর্ব্বচন্দ্র দেব	২টি
৫)	,, পরেশ চন্দ্র দেব	,, সর্ব্বচন্দ্র দেব	১টি
৬)	,, নগেন্দ্র চন্দ্র দেব	পিতামৃত ঈশান চন্দ্র দেব	১টি
৭)	,, উপেন্দ্র চন্দ্র দেব	,, ঈশান চন্দ্র দেব	১টি
৮)	,, মনোরঞ্জন দেব	পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব	১টি
৯)	,, তারিণী সরকার	,, অশ্বিনী সরকার	২টি
১০)	,, শশীমোহন সরকার	পিতামৃত রামচন্দ্র সরকার	১টি
১১)	,, যোগেন্দ্র চন্দ্র দেব	,, মদন চন্দ্র দেব	১টি
১২)	,, প্রমোদ চন্দ্র বর্দ্ধন		১টি
১৩)	,, আরাধন সূত্রধর	পিতামৃত ভারত সূত্রধর	২টি
১৪)	,, সতীশ বর্দ্ধন	পিতা শ্রীগিরীশ বর্দ্ধন	১টি
১৫)	,, রমনী সরকার	,, ,, প্রকাশ সরকার	১টি
১৬)	,, লাল মোহন সূত্রধর ,,	,, অশ্বিনী সূত্রধর	১টি
১৭)	,, রাধাচরণ ,,	,, ,, গৌরচরণ ,,	১টি
১৮)	,, বাণী কান্ত	,, পিতামৃত নবীন ,,	১টি
১৯)	,, নগরবাসী ,,	,, ধনরাম ,,	১টি
২০)	,, সূর্যাকান্ত ,,	,, মহিম ,,	১টি
২১)	শ্রীমতি সুরধনী ,,	পতি শ্রীরাজেন্দ্র সূত্রধর	২টি
২২)	শ্রীবিনোদ ,,	পিতামৃত বিপিন বিহারী সূত্রধর	১টি
২৩)	,, হরিপদ ,,	,, বিপিন বিহারী ,,	২টি
২৪)	,, প্রমোদ ,,	পিতা ঐ	১টি
২৫)	,, শ্রীতারিণী সূত্রধর ,,	রাজেন্দ্র সূত্রধর	২টি

১	২
২৬) ,, দিলীপ ভট্টাচার্য্য পিতামৃত কুমুদ ভট্টাচার্য্য	১টি
২৭) ,, গৌর চান্দ সিংহ ,, সতীশ সিংহ	১টি
২৮) ,, ক্ষিরোদ ভট্টাচার্য্য ,, মহিম ভট্টাচার্য্য	১টি
২৯) ,, বিনয় ভূষণ ভট্টাচার্য্য ,, জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১টা
৩০) ,, নরেশ চন্দ্র দেব ,, কৃষ্ণধন দেব	১টী
৩১) ,, ক্ষিতীশ চন্দ্র দেব পিতা ঐ	১টি
৩২) ,, প্রমোদ চন্দ্র দেব পিতা ঐ	১টি
৩৩) ,, কুমুদ চন্দ্র রায় পিতামৃত প্রকাশ চন্দ্র রায়	১টি
৩৪) ,, শরৎ বন্ধু বর্দ্ধন ,, হরিদয় বর্দ্ধন	১টি
৩৫) ,, প্রমোদ রায় ,, প্রকাশ রায়	১টি
৩৬) ,, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ,, শশধন ভট্টাচার্য্য	১টি
৩৭) ,, সুরেশ চন্দ্র সরকার ,, কোলক সরকার	১টি
৩৮) শ্রী বন্দা সরকার পিতামৃত সনাতন সরকার	১টি
৩৯) ,, মহানন্দ সরকার ,, দ্বাপচান্দ সরকার	১টি
৪০) ,, গনেশ সরকার ,, অর্জ্জুন সরকার	১টি
৪১) ,, নিকুঞ্জ সরকার ,, গিরীশ সরকার	৩টি
৪২) ,, মুকুন্দ সরকার ,, ঐ	৩টি
৪৩) সন্ধচন্দ্র সরকার ,, নবীন চন্দ্র সরকার	১টি
৪৪) অমূল্য সরকার ,, অধর সরকার	১টি
৪৫) ,, [illegible]রেন্দ্র সরকার ,, সদয় সরকার	১টি
৪৬) ,, [illegible]চমোহন সরকার ,, বিপিন সরকার	১টি
৪৭) ,, [illegible]রেশ সরকার ,, যদু সরকার	২টি
৪৮) ,, শৈলেন্দ্র সরকার ,, শ্রীশ সরকার	১টি
৪৯) ,, মহেন্দ্র শীল ,,	১টি
৫০) ,, [illegible]রিরাম সরকার ,, নরোত্তম সরকার	১টি
৫১) ,, নিকুঞ্জ বিশ্বাস ,, মহিম বিশ্বাস	১টি
৫২) ,, প্যারীমোহন সরকার পিতা মৃত দ্বীপচান্দ সরকার	১টি
৫৩) ,, উপেন্দ্র সরকার ,, ক্ষীরোদ সরকার	১টি
৫৪) শ্রীমতী সরলাবাশী সরকার—পিতা শ্রীলেবু সরকার	১টি
৫৫) শ্রীগোপাল দাস পিতা মৃত রাজচন্দ্র দাস	১টি
৫৬) ,, দয়াল দাস ,, কৃষ্ণধন দাস	১টি
৫৭) ,, গৌরাঙ্গ দাস পিতা শ্রীদয়াল দাস	১টি

১	২	৩
৫৮)	,, শান্তি সরকার ,, গৌর চরণ সরকার	১টি
৫৯)	শ্রীপ্যারী শর্মা	১টি
৬০)	,, পূর্ণচন্দ্র দাস	১টি
৬১)	,, কান্ত রায়	১টি
৬৪)	,, মনোরঞ্জন দাস	১টি
৬৩)	,, প্রেমানন্দ মালাকার	১টি
৬৪)	,, বীর চরণ মালাকার	১টি
৬০)	,, সুরেশ মালাকার	১টি
৬৬)	,, শ্যামলাল মালাকার	১টি
৬৭)	,, যোগেশ দাস পিতা দীননাথ দাস	১টি
৬৮)	শ্রীঅমূল্য মালাকার পিতা নবদ্বীপ মালাকার	১টি
৬৯)	,, ক্ষীরমোহন দেবনাথ পিতা ভীম দেবনাথ	১টি
৭০)	,, শশীমোহন দেবনাথ পিতা ভানু দেবনাথ	১টি
৭১)	,, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ পিতা নেমরাই দেবনাথ	১টি
৭২)	,, দেবেন্দ্র সরকার পিতামৃত পরেশ মালাকার	১টি
৭৩)	চন্দ্রকান্ত সরকার ,, আনন্দ সরকার	১টি
৭৪)	,, রাধাচরণ সরকার ,, পরেশ সরকার	১টি
৭৫)	,, অঘোরবাশী সরকার ,, হরি সরকার	১টি
৭৬)	,, অমরচাঁন সরকার পিতা মেঘু সরকার	১টি
৭৭)	শ্রীগিরীন্দ্র সরকার পিতামৃত নদীয়ার চান সরকার	১টি
৭৮)	,, অমরচান সরকার পিতা প্রকাশ সরকার	১টি
৭৯)	,, নলিনীসূত্রধর পিতামৃত রাজেন্দ্র সূত্রধর	১টি
৮০)	,, শিশির রঞ্জন ভট্টাচার্য ,, জগৎ ভট্টাচার্য	১টি
৮১)	,, রজনী সূত্রধর ,, কুমার সূত্রধর	১টি
৮২)	,, অমরচান সরকার পিতা প্রকাশ সরকার	১টি
৮৩)	,, যোগেশ সরকার পিতামৃত অধর সরকার	১টি
৮৪)	,, নিতাই দাস পিতা শ্রীদয়াল দাস	১টি
৮৫)	,, উপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ পিতামৃত নবচন্দ্র দেবনাথ	১টি
৮৬)	,, ধীরেন্দ্র দেবনাথ পিতামৃত ঈশ্বর দেবনাথ	১টি
৮৭)	,, শৈলেন্দ্র বর্ধন পিতা শচীন্দ্র বর্ধন	১টি
৮৮)	, চন্দ্রোদয় সূত্রধর পিতামৃত গৌরচরণ সূত্রধর	১টি
৮৯)	,, গঙ্গাচরণ ,, ,, গৌরচরণ ,,	১টি
৯০)	,, শত্রুঘ্ন ,, পিতা নদীয়ারচান ,,	১টি

১	২	৩
৯১)	,, অনিল রায় পিতামৃত প্রকাশ রায়	১টি
৯২)	,, বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী ,, নবীন চক্রবর্ত্তী	১টি
৯৩)	,, দীগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পিতা প্রমোদ ভটাচার্য্য	১টি
৯৪)	,, ললিত স্থত্রধর পিতা মহিম স্থত্রধর	১টি
৯৫)	,, কৃষ্ণধন সরকার পিতামৃত মহিম সরকার	১টি
৯৬)	,, নগেন্দ্র সরকার পিতা নগরবাসী সরকার	১টি
৯৭)	,, হরেন্দ্র সরকার পিতামৃত ভগবান সরকার	১টি
৯৮)	,, মনমোহন সরকার ,, বিপিন সরকার	১টি
৯৯)	,, লালমোহন স্থত্রধর ,, নগরবাসী স্থত্রধর	১টি
১০০)	,, মনীন্দ্র সরকার পিতা যোগেন্দ্র সরকার	১টি
১০১)	,, অশোক স্থত্রধর পিতামৃত কামিনী স্থত্রধর	১টি
১০২)	,, দীনেশ রায় ,, সূর্য্যমনি রায়	১টি
১০৩)	,, মহেন্দ্র সরকার ,, মহিম সরকার	১টি
১০৪)	,, বাশীরাম সরকার ,, হরিরাম সরকার	১টি
১০৫)	,, দীপক মুণ্ডা ,, জয়রাম মুণ্ডা	১টি
১০৬)	,, কৃষ্ণ মুণ্ডা ,, কুমিয়া মুণ্ডা	১টি
১০৭)	,, নরেন্দ্র মুণ্ডা পিতা নবলাল মুণ্ডা	১টি
১০৮)	,, যামিনী সরকার পিতামৃত শরৎ সরকার	১টি
১০৯)	,, সুরমনি সরকার ,, বিদুর সরকার	১টি
১১০)	,, দিলীপ সরকার পিতা গোপাল সরকার	১টি
১১১)	,, আনন্দ স্থত্রধর পিতামৃত প্রতাপ স্থত্রধর	১টি
১১২)	,, সুরেন্দ্র রায় পিতা গোলক রায়	১টি
১১৩)	,, কুমুদ স্থত্রধর পিতামৃত প্রতাপ স্থত্রধর	১টী
১১৪)	,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র পাল ,, দীননাথ পাল	১টী
১১৫)	,, সুখেন্দ্র বিকাশ পাল পিতা উপেন্দ্র চন্দ্র পাল	১টী
	মোট	১৩০টী

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 163

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

1. Places where 15 H. P. pumping sets have been installed during 1971-75 and dates on which each of them was set-up.

2. Places where such pumping sets are not in operation at present ;
3. No. of employees deputed to operate these pumping sets ; and
4. Total costs involved in purchase setting up and running of these sets ?

উত্তর

1.
2. The information is under collection.
3.
4.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 166
By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মহকুমার কোন কোন প্রাথমিক স্কুলে কক্-বরক্ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ? (মহকুমা ভিত্তিক স্কুলের নাম)

২। এ স্কুল গুলিতে কক্-বরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে কিনা : এবং

৩। হয়ে থাকলে তাদের নাম।

উত্তর

১। যে সব বিদ্যালয়ে কক্-বরক্ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়গুলির নাম দেওয়া গেল ঃ—

সাব্রুম বিভাগ

গোবিন্দ সর্দার পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
ফুলছড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পোয়াংবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সিন্দুক পাথর প্রাথমিক বিদ্যালয়
সাতবাইপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিলোনীয়া বিভাগ

মনিরামবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পূর্ব পিলাক প্রাথমিক বিদ্যালয়
তৈকুম্বা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়'
চন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
তাওচরিহা চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পিথরায় মিয়াং পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
লক্ষীছড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

অমরপুর বিভাগ

মেলারায়বাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়
বুরবুরিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বাইথংবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
হাপিয়াবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
নবানরাম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
ছেছুয়াবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দীনাছড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

সোনামুড়া বিভাগ

চৌমুহনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মনিরাম চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পদ্মলোচন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
দক্ষিণ তুইবান্দেল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
ঠাণ্ডাকুমার চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

উদয়পুর বিভাগ

চাইমা রোয়াবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কাইয়ং মেলারায় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
তুলসীরাম বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
খাইতুলংবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
চাম্পাশম্মা প্রাথমিক বিদ্যালয়
ছয়ঘরিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
তুইহরচুঙ্গা বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মহারাণী কলোনী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কলংখাই বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
ফুটামাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাইষ্যাছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
নোয়াবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়

খোয়াই বিভাগ

তকছাইয়্যা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পদ্মমোহন বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
যজ্ঞকবরা বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মাতামহারাণী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
নলংবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মোদিবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
শ্রীরাম ঠাকুর পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
উত্তর রামচন্দ্রঘাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সর্দ্দার দেবঠাংবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
খিচাবিল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

কৈলাশহর বিভাগ

রাইশিং চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সাইদাছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
গঙ্গারাম চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
রিয়াংপাই চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কাঞ্চনছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দেবছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১) যে সব বিদ্যালয়ে কক্-বরক্ ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে নিম্নে মহকুমা ভিত্তিক বিদ্যালয়গুলির নাম দেওয়া গেল।

ধর্মনগর বিভাগ

তিলথৈ ডুভাঙ্গা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
লক্ষ্মীপুর (রাজনগর) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়
হেলেমপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
গচিরামবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মণিরাম চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
তুইছান পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বাগিচাঁদ চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

কমলপুর বিভাগ

বিদ্যামোহন চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বাগাইছড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
নারায়ণ চৌধুরী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
ভিক্রবন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মেন্দিহাউর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পুস্পরাম পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মেলারমায় রোয়াজা পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

সদর বিভাগ (সদর "এ" বিদ্যালয় পরিদর্শকের এলাকা)

Sadar Sub-Division

দেবতাবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সোনাচরণ ঠাকুর পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
রতনপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
রামনগর (কামালঘাট) নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সিপাই পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কালাপানিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

মুচরাই পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
লেয়াঙ্গা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কালিনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
শম্ভুচরণ পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কুমারিয়া পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দুর্গা চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়
অমরাবতী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
গামছা কবরা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়
রাজঘাট নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

সদর বিভাগ (সদর 'বি' বিদ্যালয় পরিদর্শকের এলাকা)
Sadar Sub-Division

পূর্ব রামনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দেবরায় বল্লভী সর্দ্দার পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কুমারবিল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
সন্তোষ জমাদার পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দয়থলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
চাকমা পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
নিত্যদাস পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বানিয়াবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বেলফাং বাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
দেবর্শিং ঠাকুরপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
কালাছাতি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বিশ্বমণি বীণাপাণি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বেলবাড়ী ললিতমোহন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
ধনাই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
নরেন্দ্র সর্দ্দার পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
মজলিশপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
লাটিয়াছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বাঁশতলী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
রংমালা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
পূর্ব পদ্মনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
বংশীবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
প্রমোদনগর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়
জোড়তলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

আমতলী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

রাঙ্গাপানিয়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

রামনারায়ণ ঠাকুর পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

লেম্বুগাল নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

চন্দ্রমোহন চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

অর্জুন ঠাকুর পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

কল্যাইছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

নবচন্দ্র চৌধুরী পাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

মলছুম বাড়ী প্রাঃ বিদ্যালয়

চিকণছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

চন্দ্রহরি রাংখুলবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বেগুনবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

পাইল্যাভাংগা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

নারায়ণ খামার নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

২) কক্-বরক্ শিক্ষক নামে অভিহিত কোন বশেষ শ্রেণীর শিক্ষক নাই।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 182

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

QUESTIONS

1) If the drought prone areas of the State were surveyed during 1972-73.

2) If so, the name of areas surveyed and the categories of works undertaken for development ; and

3) The physical achievement upto December, 1974 ?

ANSWERS

1) No area was surveyed as drought prone area.

2) Does not arise.

3) Does not arise.

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 197

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ফিসারিজের জন্য ১৯৭৪-৭৫এ যাদের সাবসিডি দেওয়া হয়েছে তাহাদের নাম ও ঠিকানা ; এবং

২। এই সাবসিডির জন্য এই সময়ে কতজন প্রার্থী ছিলেন ?

উত্তর

১। এই সময়ে কাহাকেও সাবসিডি দেওয়া হয় নাই।

২। মোট ৫৬৫ জন।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 198

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে কোন ব্লকে কতটা আউস, আমন, উচ্চ ফলনশীল ও জুমের বীজ ধান আছে তার হিসেব ;

২। ১৯৭৫এ এপর্যন্ত ইহার কোন বীজ কোন ব্লকে কি পরিমাণ বিলি হয়েছে তার হিসেব ;

৩। কোন বীজ কোন দরে এবং কতটা ভর্তুকী দিয়ে বিক্রয় করা হয়েছে তার বিবরণ ;

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The 26th May, 1975.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 12 Noon on Monday the 26th May, 1975,

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Chief Minister, 6 Ministers, the Deputy Speaker, 2 Ministers for State, 1 Dy. Minister and 26 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Tapas Dey,

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৬৯ (রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ৩৬৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) দক্ষিণ ও উত্তর জেলার জেলা হেড কোয়ার্টারের স্থান চূড়ান্ত-ভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছে কিনা ?	১) হঁ্যা।
২) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি ? এবং কবে নাগাদ হবে ?	২) এক নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।
৩) যদি নির্বাচিত হয়ে থাকে তবে তা কোথায় ?	৩) উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট এরিয়া এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর এরিয়া।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুমারঘাট এরিয়া আর দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর এরিয়া বলতে কি মিন করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর এরিয়া এবং উত্তর ত্রিপুরার কুমারঘাট এরিয়ার আশেপাশের জায়গা।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এইটা কবে নাগাদ নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নোটিফিকেশান করা হয়েছিল ২৭।৮।৭০ তারিখে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ২৭।৮।৭৫ইং-এর পরে ওখানে ডিস-ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার জন্য কি কি কার্য্যাবলী গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে সাইট সিলেকশন কমিটি জায়গা দেখেছেন এবং দেখছেন, আর উদয়পুরে ডি, এম, অফিস চলে গেছে সেখানে ডি, এম, থাকছেন। কুমারঘাটে ডি, এম, অফিস সেক্টা এখনও ট্রান্সফার হয় নাই তবে কুমারঘাটে কিছু কিছু অফিস কাজ করছে যেমন এ্যাসটাবলিশমেণ্ট সেকশন, সার্ভে সেকশন, রেভেনিউ সেকশন ইত্যাদি।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ২৭।৮।৭৩ইং এর আগে উদয়পুর সাবডিভিশানে যে এস, ডি, ওর অফিস ছিল সেখানে আজকে ডি, এম, অফিস কাজ করছেন যার ফলে ডি, এম, এবং এস. ডি, ও অফিস কোন অফিসের কাজই তড়াণ্বিত হচ্ছে না এবং ২৭।৮।৭০ইং-এর পর এখানে উদয়পুরে কনকট্রাকশনের জন্য বা ডি, এম, অফিসের এ্যাক্সটেনশনের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভটাচার্য্য.:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপাততঃ টেম্পরারী ষ্ট্রাচারে কাজ চালানো হচ্ছে, এখনও বিলডিং করা হয় নি। তবে সেই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ম্যাটেরিয়েলসের অভাব কিভাবে পুরণ করা যায় এই সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পরে কনষ্ট্রাকশন আরম্ভ করা হবে, জায়গা নির্দ্ধারিত হওয়ার পর।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ম্যাটিরিয়েলসের অভাব। আমরা তো দেখছি আগরতলা শহরে পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট বা অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট রাতারাতি ঘর করে দালান তুলছে, বিলডিং উঠছে, পার্মানেন্ট বিলডিং। অথচ উদয়পুর এবং কুমারঘাটে, কুমারঘাটের অবস্থা খুবই ভয়ানক। এইটার কিছু অংশ কৈলাশহরে যার ফলে পাবলিকের টাকা খরচ হচ্ছে তাদেরকে অর্থ গচ্ছা দিতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কুমারঘাটে সম্পূর্ণভাবে ডি, এম, অফিস স্থাপন না করার কারণ জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভটাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,এই বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সরকার এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেন নি এবং সত্বরই একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উনি বলেছেন যে কুমারঘাট এরিয়া এবং উদয়পুর এরিয়া। ১৯৭০ সনে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর এই ১৯৭৫ সন এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং স্থান নির্ব্বাচন হয় নাই। তাহলে স্থানটা কোনটা? উদয়পুর এরিয়া বলতে কি বুঝাচ্ছেন? উদয়পুর মহকুমা? না, এইটা কি গর্জিতে, না মহারাণীতে, না কোন জায়গায়? এইসব বলছেন কি? বলুন যে এই জায়গায় কনস্ট্রাকশন হবে। এইভাবে এইসব কথা বলার কারণ কি? কৈলাশহর আর কুমারঘাটের দূরত্ব হচ্ছে ১৭ মাইল। ১৭ মাইল দূরে থাকছেন ডি, এম। কৈলাশহরে অফিস আছে আবার কুমারঘাটেও অফিস আছে। উনি না হয় গাড়ীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু লোকগুলি কি করে যাবে? কুমারঘাট গিয়ে শুনলো যে ডি, এম, নাই, কোথায় আছে? কৈলাশহরে আছে। কৈলাশহরে গিয়ে শুনলো ধর্মনগরে আছে, ধর্মনগরে গিয়ে শুনলো আগরতলায় আছে। এই তো হচ্ছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যথাসম্ভব শীঘ্র এই সমস্তার সমাধান করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—যথা সম্ভব শীঘ্র, এইটা উত্তর হলো ? কৈলাশহরে কিছু অফিস আর কুমারঘাটে কিছু অফিস এবং উদয়পুর এরিয়া বলতে কি বুঝাচ্ছেন উনি ? তিনি বললেন যথাসম্ভব শীঘ্র, এইটা কি উত্তর ? উদয়পুর এরিয়া বলতে উনি কি বুঝাচ্ছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে বলুন একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করতে, বক্তৃতা দিলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্তার, আপনি অ্যালাও করেছেন, আপনি যদি না করে আমাকে বলতেন যে এইটা—

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর সংজে পাওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী এই কথা বলেছেন যে, পয়েন্ট আউট করুন আপনি কি বলতে চান ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি জানতে চাই যে উদয়পুর এরিয়া বলতে কি উনি গর্জি না বাগমা, না কি বুঝাচ্ছেন এবং ১৯৭০ সাল থেকে এই ৭৫ সাল পর্য্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এই কথা বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝাচ্ছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরিয়া বলতে এই আশেপাশের জায়গা। কারণ এখনও লোকেশান ঠিক হয় নি। উদয়পুরের আশেপাশে কোন জায়গা ঠিক হবে স্যুইটেবাল হবে সেইটা দেখা হচ্ছে, সেইটা এখনও সিলেকশন হয় নি। এইটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। সরকার এখনও পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন নি। শীঘ্রই নেবেন।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্তার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ১৯৭০ সনের শেষ ভাগে বা ১৯৭১ সনের প্রথম ভাগে চীফ সেক্রেটারী শ্রী আই, পি গুপ্তার চেয়ারম্যানশীপে উদয়পুরে একটা জায়গা সিলেক্ট করা হয়েছিল। কাজেই সেই জায়গাতে কনস্ট্রাকশন ও অফিস শিফট না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুরে কোন জায়গা সিলেকশান করা হয় নি। জায়গা দেখে এসেছেন।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারি স্তার, যদি জায়গা দেখে এসে থাকেন, তাহলে কি রিপোর্ট করেছেন, কি রিকমেণ্ডেশান করেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনও পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি. আমি আগেই বলেছি।

শ্রীতাপস দে :— স্তার, আমি সিদ্ধান্তের কথা জানতে চাই না, আমি জানতে চেয়েছি এই যে কমিটি গিয়েছিল ওরা যে জায়গাটা দেখে এসেছেন ওই জায়গাটা সম্বন্ধে কি রেকমনডেশান করেছেন। হোয়াট ওয়াজ দা রেকমনডেশান অব দি কমিটি।

মিঃ স্পীকার :— আপনার ওই সাপ্লিম্যানটারী কোয়েশ্চনটা, ওয়াইডার দ্যান দি অরিজিন্যাল কোশ্চেন।

শ্রীতাপস দে :— নো, স্তার।

Mr. Speaker :— You cannot challenge my decision, I tell you Hon'ble Member.

Shri Tapas Dey :— I am sorry Sir.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই যে চার বছর ধরে টানা হেচড়া চলছে, এখনও তিনি বলছেন কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উদয়পুরে নিয়েও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, কুমারঘাট নিয়েও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, তাহলে আগের উত্তর আর এই উত্তর কি মিলল? মেম্বারদের জানার জন্য, কি সিদ্ধান্ত সাইট সিলেকশান সম্বন্ধে কমিটি নিয়েছিলেন, এটা জানার জন্য উনি এই কথা বলেছেন।

শ্রীতাপস দে :— আই, এ্যাম সরি স্যার, গভর্ণমেন্ট যে ডিসিশান নিয়েছে উদয়পুর এবং কুমারঘাট এলাকায়, হোয়াট ওয়াজ ডিসাইডেড, আমার প্রশ্নটা ছিল হোয়াট ওয়াজ দা রেকমণ্ডেশান মেড বাই দা কমিটি হেডেড বাই দি ফাইনেন্স সেক্রেটারী এ্যাণ্ড চেয়ার ম্যান শ্রী আই, পি, গুপ্তা তারা সাইট দেখে এসেছিল। হোয়াট ওয়াজ দা রিকমেনডেশান, এইটা স্যার। I think your honour would have understood.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যবাস্তুকার এবং জেলা শাসক দ্বারা গঠিত বিশেষ এক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার ২১. ৮. ৭০ তারিখে এটি খুলেছে। একজ্যাক্ট পোজিশান এখনও ঠিক হয়নি।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিম্যান্টেরি স্যার, ইট ইজ ভেরি কারেক্ট স্যার। ২১, ৮, ৭০ তারিখে মুখ্যবাস্তুকার, ডি, এম, মুখ্যসচিব যখন তারা রিকমেণ্ডেশানে দিলেন উদয়পুর এবং কুমারঘাট। ওনারা যে সাইট দেখলেন, ওনারা কি এমনিই রিকমেণ্ড করলেন যে উদয়পুর এরিয়াটা? এটা ভেগ স্যার। ওনারা জায়গা দেখে এসেছেন, তখন আমরা ছিলাম স্যার, উনারা জায়গাটা দেখে রিকমেণ্ডেশান করেছেন, যে এই জায়গায় অফিস, এই জায়গায় পুলিশ রিজার্ভ, এখানে গভর্ণমেন্টে কোয়ার্টার। স্পেসিফিক রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন। এই রিকমেণ্ডেশান সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট কোন ডিসিশান নিয়েছেন কি না? অথবা হোয়েদার গভর্ণমেন্ট ইজ এওয়ার অব দ্যাট রিকমেণ্ডেশান?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আসলে কোন-রিকণ্ডেশান হয়নি এবং গভর্ণমেন্ট কোন ডিসিশান নেননি।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, গভর্ণমেন্ট ডিসিশান নেননি, গত ২৭শে আগষ্ট যে ডিসিশানটা দেওয়া হোল, যে রিকমেণ্ড করা হোল, আজও ৫ বছর অবধি কোন রিকমেণ্ড না করায়, কিছু হোল না। আমি কি এটুকু বুঝবো যে গভর্ণমেন্ট এদিকে কোন নজর দিচ্ছেন না এবং এখন আমরা আপনার সাহায্য চাইবো। আমাদের অনুরোধ স্যার, আপনাকে সাহায্য করতে বলবো যাতে মিনিষ্টার এইটুকু এসুরেন্স যাতে দিতে পারেন যে এতদিনের মধ্যে, কোন ভেগ টার্ম না বলে স্যার যে, উইদিন সর্ট পিরিয়ড, যথা শিঘ্রসম্ভব ইত্যাদি ইত্যাদি। যেটুকু আমি জানি এবং আপনি জানেন? নিজেও স্যার ভুগেছেন, আপনার লোকেরাও ভোগে। কৈলাসহর—কুমারঘাট দৌড়াদৌড়ি, উদয়পুর আগরতলা দৌড়াদৌড়িএটা স্যার, লোকেদেরই সাফার হয়। আমার, আপনার হয়তো কোন অসুবিধা হয় না। আপনাকে অনুরোধ করবো স্যার, আপনি যাতে সাহায্যে করেন যে মন্ত্রীর কাছ থেকে এসুরেন্স করে নিতে যে গভর্ণমেন্ট ডিসিশানটা দেবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মন্ত্রী পরিষদের নিকট পেশ করা হবে, তারপর তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

শ্রীতাপস দে ঃ— যত তাড়াতাড়ি চাই না, এস আরলি এস পসবেল চাই না, আমি চাই স্পেসিফিক ডেট। আই ওয়ান্ট আই এ স্পেসিফিক ডেট। হতে পারে ২ বছর তিন বছর, এক বছর সে যাই হোক, আই ওয়ান্ট এ স্পেসিফিক ডেট যে এতদিনের মধ্যে গভর্ণমেন্ট ডিসিশান নেবেন। এরমধ্যে তো অনেক কাজ করেছেন, খারাপ হোক ভালো হোক, যদিও খারাপের মাত্রাই বেশী, তবুও আমি চাইবো একটি ফিক্‌ড ডেট। এত দিনের মধ্যে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবো, এটা ভেগ টার্ম ডেট! আমরা প্রশ্ন করলে যেমন ভেগ হিসাবে বাতিল হয়, আমিও অনুরোধ করবো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে যে এটাও যেন ভেগ হিসাবে বাতিল হয়। ভেগ হিসাবে বাতিল হওয়ার প্রয়োজন যেহেতু ইট ইজ ভেগ। আমি স্পেসিফিক ডেট চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টি সিদ্ধান্ত একক ভাবে নেওয়া সম্ভব নয়, সিদ্ধান্ত সমবেত ভাবে নিতে হবে। এই বিষয়ে স্পেসিফিকেলি ডেট দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীতাপস দে :— ১৯৭০ সালে যে ডিসিশানটা নেওয়া হোল ··

মিঃ স্পীকার :— ইউ আর রিপিটিং।

শ্রীতাপস দে :— নো স্যার, আই এ্যাম নট রিপিটিং।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এখনো বলেছেন উনি, ডিসিশান নাই। হাউ ইজ ইট স্যার? ডিসিশান যখন হোল না তখন সেখানে কুমারঘাট এরিয়া বলছেন কি করে? বাই দিস গভর্ণমেন্ট ইন ১৯৭০। তখন ইউনিয়ণ টেরিটরি গভর্ণমেন্ট ছিল। আর আজকে পূর্ণরাজ্যে গভর্ণমেন্ট যে ডিসিশান মানছেন না। একথা বলার পরেও তিনি আবার বলছেন ডিসিশান নেওয়া হয়নি। এখন আবার উনি বলছেন যে আমরা ডিসিশান নেব। তবে কুমারঘাট এরিয়া বা উদয়পুর এরিয়াতে হেড কোয়ার্টার হচ্ছে সেটা কি ভাবে? ১৯৭০ তো একটা ডিসিশান নেওয়া হয়েছিল আজকে সেই ডিসিশান গভর্ণমেন্ট মানছে না। তদন্ত করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়' উনি আমার কথাটা বুঝতে পারেন নি। যে গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছিল ১৯৭০ সালে তার কোন পরিবর্তন হয়নি। গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছিল এটা ফ্যাক্ট। কিন্তু একজ্যাক্ট লোকেশান সম্বন্ধে, কি হবে, কোথায় একজেকটলি হবে এইগুলি তৈরী হবে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত এখনও গ্রহণ করা হয়নি। আর যে নোটিফিকেশান ২০শে আগষ্ট ১৯৭০ সালে সে গেজেট নোটিফিকেশানটা এখনও ক্যানসেল করা হয়নি বা তার কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

শ্রীতাপস দে :—ভেরি কারেক্ট, ভেরি কারেক্ট স্যার। বাট মাই কোশ্চেন ইজ ভেরি···

মি: স্পীকার :—একজনে বলুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এ পর্য্যন্ত কতটা খরচ করেছেন, এই টাকা যে খরচ করেছেন, এই টাকা কেন খরচ করেছেন সরকার ? গভর্ণমেণ্ট এত টাকা খরচ করে বাড়ী করেছেন, কার জন্যে, এই বাড়ী যদি ডিসপ্লেস করা না হয় তাহলে থাকবে কে ? ওটা কি ভূতের বাড়ী হবে ? জেনেশুনে বলুন, প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে সেখানে। ২০ বছরে টেম্পোরারী না পারমানেন্ট বিলডিং সেখানে তৈরী হচ্ছে সেখানে সেগুলো কি টেম্পোরারী ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কনসট্রাকশুলো বেশীর ভাগই টেম্পোরারী।

শ্রীতাপস দে :—সাপলিমেণ্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে উদয়পুর এবং কুমারঘাট এলাকাতে যে নূতন ডিসট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার হবে ওর জন্য কনসট্রাকশানের কোন প্ল্যান গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন কি না ? যেমন কোথায় অফিস, কোথায় পুলিশ রিজার্ভ, কোথায় কোথায় কোয়াটার ইত্যাদি কোথায় কি হবে, কোন প্ল্যান সরকার নিয়েছেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন প্ল্যান করা হয়নি, আই ডিমাণ্ড নোটিশ। এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি, আমি আগেই বলেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে কুমারঘাট ও উদয়পুরে ডিসট্রিক্ট হেড কোয়াটার হবে সে বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদে পেশ করা হবে। আমার সাপ্লিমেন্টেরি হোল এই যে ১৯৭০ সালে যে ডিসিশানটা নেওয়া হয়েছিল একবার, তারপর পূর্ণরাজ্য হওয়ার পরেও আজ তিন বছর ৪ বছরের মধ্যে এটা মন্ত্রী সভায় পেশ করা হোল না কেন ? বাঁধা কিসের, কি কি বাঁধা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুমারঘাটে হবে কি না এবং কোথায় কোথায় হবে এ বিষয়ে আমি মন্ত্রী পরিষদের নিকট পেশ করবো বলেছিলাম। একটা নোটিফিকেশান রয়েছে, ঠিক এ্যাকজেকট নোটিফিকেশান সম্বন্ধে পেশ করা হবে।

শ্রীতাপস দে :—সাপ্লিমেন্টেরি স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এখানে ডিফাই করতে পারবেন যে উদয়পুর এবং কুমারঘাট এরিয়া বলতে তিনি কি বুঝেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য রাধিকাবাবু আমাকে একটু হেল্প করেছিলেন এ বিষয়ে। উদয়পুর এরিয়ার কোন উল্লেখ নেই যে এই এই এরিয়া, এই এই রেভিনিউ মৌজা।

শ্রী তাপস দে :—নো স্যার, কত মাইল এরিয়া উনি মিন করেছেন। তিনি এটা বলেন যে শহরের ৩ বা ৪ মাইল এরিয়ার মধ্যে হবে। তাহলে আমাকে বুঝতে দিন যে অমুক অমুক জায়গায় সাউথ এবং নর্থের এরিয়া হবে। কারণ তা নাহলে কোনটা উদয়পুর আসতে পারে আবার কোনটি আগরতলা আসতে পারে, তার কোন স্থিতীশীলতা নেই স্যার। আমি এই কথাটাই বলছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন কি যে হোয়াট পার্টিকুলার এরিয়া হি মিনস, বাই টেলিং উদয়পুর এরিয়া ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এরিয়া মানে কুমারঘাট যে তহশীল এলাকা, উদয়পুরের যে তহশীল এলাকা এইরকম।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ইহা কি সত্য নয় যে নর্থ ডিষ্ট্রীক্টের লোকেশানটা ৮২ মাইস এ ঠিক হয়েছিল ? ইজ ইট এ ফ্যাক্ট ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নর্থ ডিসট্রিক্ট সম্বন্ধে যেটা হয়েছে নর্থ ত্রিপুরায় কুমারঘাট এরিয়া, এটা নোটিফিকেশনে লেখা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে উনি কি মনে মনে করছেন যে এটা অর্থের অভাবে সীমা ঠিক হচ্ছে না ? আর যদি অর্থের অভাবে হয়ে থাকে তাহলে অন্তত: লোকেশানটা তো ঠিক করতে পারেন। এটা কি ঠিক যে অর্থের অভাবে হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রশ্নটা হল অর্থের নয়, প্রশ্নটা হল লোকেশানটা কোন জায়গায় ঠিক হবে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই দুইটা জিলা হেড কোয়ার্টার সেখানে প্রতি জেলার জন্য এক কোটি টাকার প্রস্তাব ছিল এবং ভারত সরকার সেই টাকা দিতে রাজী ছিলেন সেই সময়ে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই কথা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে ৭২ সনে এই নুতন মন্ত্রীসভা হওয়ার পরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ডিসট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার উদয়পুরে না করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য আমার ফাইলে ঠিক সেই জিনিষটা দেখছি না। তবে এই বিষয়টা অনুসন্ধান করে আমি জানাব।

মি: স্পীকার :—শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০০।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১।২।১৯৭৫ ইং তারিখ রাত্রে অরুন্ধুতি-নগরের অগ্নিকাণ্ডে কতজন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই ক্ষতির পরিমাণ কত ?	১। ১০ জন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ ১১,২০০,০০ টাকা।
২। ক্ষতিগ্রস্থদের সাহার্য্যের জন্ত সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?	২। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ১২ জন ব্যক্তি-কে ৪৮৫ কেজি চাউল এবং ৯০ কেজি মশুরী ডাল দেওয়া হইয়াছে। একটি নায্য মূল্যের দোকানদারকে নিয়ন্ত্রিত ৫ ব্যাণ্ডেল জি, সি আই, সিট এবং ৩০ বস্তা সিমেন্ট কিনিবার জন্ত পার-মিট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :—এই যে সাহায্য দেওয়া হল এটা কি ব্যবসায়ীদের ক্ষতির তুলনা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা মাত্র সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে কি পারসেন্টেজে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা সাময়িক দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত তাদের খাওয়ার জন্য ৪৮৫ কেজি চাল এবং কেজি মশুরী ডাল দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :—৪৮৫ কেজি চাল এবং ১০ কেজি ডাল কি এক একজন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছে না সমস্ত ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা যারা ভিজাভিং কেস এটা দেখে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি ইন্টারেষ্টেড আছি।

মিঃ স্পীকার :—পরে বলবেন আপনি। এখন তাপসদের একটা কোয়েশ্চান আছে শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১৪।

QUESTION

1. Whether piece of land along with a thank was acquired from a jotedar at Ramnagar Road No. 3 for the purpose of constructing quarter for the staff Qtr. of the then Judicial Commissioners Court ?

2. Whether it is a fact that the aforesaid land has been alloted by the Govt. in favour of Sri Bhabes Das and

3. If the replies are in the affirmative then, how it occured ?

ANSWER

1. Yes.

2. No such allotment appears to have been made in favour of Sri Bhabes Das ;

3. Does not arise in view of reply to item No. 2 of the question.

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে জায়গাটা অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল সেটাতে বর্তমানে কে আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা ভবেশ দাশের দখলে আছে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি জায়গাটা গভর্ণমেন্ট অ্যাকোয়ার করেছেন সেই জায়গাটা কিভাবে প্রাইভেট পার্টি এনজয় করতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গাটা ভবেশ দাশ তার বলে ক্ল্যাম করছে এবং তাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে বলে ক্ল্যাম করছে এবং সেটা নিয়ে একটা মামলা সে কোর্টে দায়ের করেছে। বিষয়টি সাব-জুডিস এবং কোর্টে আছে। সেজন্যই আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন আসতে পারেনা।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, এটা সাব-জুডিস নয়। বিষয়টি হল ভবেশ দাস ঐ জায়গাটা দখল করে এবং দখল করার পর ভবেশ দাস কোর্টের কাছ থেকে ইনজাংশন চায়। কোর্ট ইনজাংশন দেন নি। সুতরাং এটা সাব-জুডিস হতে পারে না। আমার প্রশ্ন হল যে একটা গভর্ণমেন্টের জায়গা যেটা জুডিশিয়াল কোর্টের এমপ্লয়ীদের কোয়ার্টার করার জন্য অ্যাকোয়ার করেছিলেন গভর্ণমেন্ট টাকা দিয়ে সেই জায়গাটা শহরের উপর এক ভদ্রলোক ওয়াটার সাপ্লাই পেলেন, ইলেকট্রিক কানেকশান পেলেন অথচ গভর্ণমেন্ট কিছুই জানেন না, এটা কি করে হল স্যার? কিভাবে সে দখল করল এইখানেই আমার প্রশ্ন স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছিলেন যে পার্টি ইনজাংশান চেয়েছিল, এটা ঠিক নয়, তার কারণ হল যে ভবেশ দাস একটা টাইটেল স্যুট করেছে এবং সেই স্যুটটা কোর্টে পেণ্ডিং আছে।

শ্রীতাপস দে :—ইহা কি সত্য যে '৭১ সালে ভবেশ দাসকে এই জায়গাটা ভোগ করার জন্য গভর্ণমেন্ট অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাকে দুই হাজার টাকা জমা দেওয়ার কথা বলেছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—গভর্ণমেন্ট সেইরকম কোন কিছু দেন নি।

শ্রীতাপস দে :—ভবেশ দাস গভর্ণমেন্টকে একটা অ্যাটেস্টেড কপি শো করেছিলেন যে আণ্ডার সেক্রেটারী হিরণ্ময় ঘোষ এর সই করা একটা কাগজ যে ঐ জায়গাটা গভর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী প্রীজড হয়ে ওকে দিয়েছেন, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেসটা পেণ্ডিং আছে। ভবেশ দাসের কাছে কি ডকুমেন্ট আছে সেটা ভবেশ দাস দেখাবেন। আর সরকার পক্ষ এটা কনটেস্ট করবেন।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে যদিও জায়গাটা ভবেশ দাসের নামে টাইটেলড নয়, তবুও কিভাবে ইলেকট্রিসিটি এবং ওয়াটার সাপ্লাই এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জায়গাটার মালিককে সেটাই আমাদের প্রশ্ন এবং আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। সুতরাং জায়গার মালিক কে সেটা ডিসিশান দেবেন কোর্ট এবং কোর্ট সেই ডিসিশান না দেওয়া পর্যন্ত আমি কিছু বলা অসুবিধা মনে করছি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়াতে কোন দালান বা পারমানেন্ট কোন কনসট্রাকশান করতে হলে মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশান লাগে?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ নট রিলেটেড টু কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, কথা হল গভর্ণমেন্ট একটা ল্যাণ্ড অ্যাকোয়ার করলেন, অথচ দখল করার পর উনি জিনিষটা নিলেন, ওয়াটার সাপাই পর্যন্ত নিলেন। অথচ গভর্ণমেন্ট বলছেন যে এটা এখন কোর্টে। এখন কোর্টের দোহাই দিয়ে গভর্ণমেন্ট যদি বাঁচতে চায় তাহলে আপনার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নাই।

মি: স্পীকার :—দিস ইজ ইওর অপিনিয়ন।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—স্যার সেটা তো মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে। সেখানে যদি কেউ ওয়াটার সাপাই, বা ইলেকট্রিক কানেকশন নিতে হয় তাহলে তাহা মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশন লাগে। তাহলে জায়গাটাই যদি উনার টাইটেল না হল তাহলে পারমিশান পেল কি করে? এইটুকু মাননীয় মন্ত্রীসভা জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে কি করে পারমিশন পেলেন সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে জায়গাটার মালিক কে সেটা স্থির করবেন কোর্ট।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মিউনিসিপ্যালিটি যদি পার্মিশান না দেয় বিলডিং তুলতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটিকে দেখতে হবে টাইটেল কার। তারপর পারমিশান দেবে। আপনিও তো বাড়ী করেছেন। আমার যদি জায়গা না হয় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ওকে পার্মিশন দেবে না। কাজেই জায়গা তাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কথাটা আমরা জানতে চাই। মিনিষ্টার যে কথাটা বলছেন সেটা ঠিক নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—গভর্ণমেন্ট জায়গা বন্দোবস্ত দেন নি। এটাই কোর্ট স্থির করবেন। কোন্ কাগজের বলে এই জায়গায় সে ঘর করেছে সেটা কোর্ট ডিসাইড করবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোর্টের কথা এখানে আসছে কেন? একজন অফিসারের নাম করে দিয়েছে যে হিরণ্ময় ঘোষ তখন ছিলেন আণ্ডার সেক্রেটারী, উনি তাকে বন্দোবস্তের কাগজপত্র নাকি দিয়েছেন, তার রেভিনিউ গভর্ণমেন্ট নিচ্ছেন, কি করে নিচ্ছেন? আর রেভিনিউ মিনিষ্টার কিছুই জানেন না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন রেভিনিউ নেওয়া হয় নি।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি এই যে আন-অথরাইজড অকোপেন্ট, তাকে ইভিকশান নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং দেওয়া হয়ে থাকলে, কবে দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ইভিকশান নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তবে কবে দেওয়া হয়েছে সেটা দেখতে হবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ইভিকশান নোটিশ দেওয়ার আগে না পরে এই বিলডিং এর কনষ্ট্রাকশান করা হয়েছে, জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে শ্রীভবেশ দাস এই ল্যাণ্ডটা এজয় করার জন্য কোন টাকা চালান মারফত ট্রেজারীতে জমা দিয়েছেন কিনা ঐ আণ্ডার সেক্রেটারী হিরণ্ময় ঘোষের সই মূলে? যদি দিয়ে থাকেন তবে কবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভটাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গভর্ণমেন্ট ট্রেজারীতে কোন টাকা আমরা জমা পাই নি। তবে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কার কাছে কি আছে না আছে, সেটা কোর্টের বিচার শেষ না হলে আমি বলতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে:—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, নজর হিসাবে মোট কত টাকা কবে জমা দেওয়া হয়েছে ঐ আণ্ডার সেক্রেটারী হিরণ্ময় ঘোষের সই করা কাগজ মূলে? স্যার, এটার পিকিউলিয়ারিটি হল একই রাত্রে লে: গভর্ণর সই করেছেন, একই রাত্রে চীফ মিনিষ্টার সই করেছেন, আবার একই রাত্রে আণ্ডার সেক্রেটারী সই করেছেন, এখানেই আমার প্রশ্নটা, কারণ খুব অন্যায় কাজ করা হয়েছে। যেখানে গভর্ণমেন্ট থেকে দুই হাজার টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং সে টাকা জমা দিয়েছেও; তাই জানতে চাইছি, কবে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেসটা বিচারাধীন আছে, সুতরাং কি সাক্ষী প্রমাণ আছে, সেটা আমার পক্ষে এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরাধিকা গুপ্ত :— স্যার, কোয়েশ্চানটা হচ্ছে ২ হাজার টাকা নজর হিসাবে জমা দিয়েছেন কিনা? আর উনি বলছেন ইট ইজ সাব-জুডিস, ইট ক্যান নট বি, স্যার। এটা হচ্ছে একটা ইনফরমেশান যে ঐ ভদ্রলোক ২ হাজার টাকা নজর হিসাবে ট্রেজারীতে জমা দিয়েছেন কিনা, এটা বললে মামলার কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং কেন বলছেন না, মন্ত্রী মশাই?

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— স্যার, প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গাটা নিয়ে ডিস্পুট আছে, কেস হয়েছে, কনস্ট্রাক্শান হচ্ছে, আবার ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, ওয়াটার সাপ্লাই সবই হচ্ছে। কাজেই এটা তো ভেগ স্যার। তাই এই বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এটার একটা তদন্ত করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি পরিষ্কার করে উত্তর দিয়ে দিন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি বলেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাহলে আমি নিশ্চয়ই দেব। কেসটা সাবজুডিস থাকা সত্বেও যদি বলেন তাহলে আমি উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার :— সাব-জুডিস থাকলে উত্তর দেওয়া চলে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— কেস ইনষ্টিটিউট হওয়ার আগেই গভর্ণমেন্ট তার থেকে রেভিনিউ জমা নিয়েছেন, স্যার। আমরাও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি। আর উনি সাব-জুডিস কাকে বলে বলুক, সাব-জুডিস বলে উনি সেটাকে কনসিল করে যাবেন, সেটা ত হয় না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কেস হলে তার সাক্ষী প্রমাণ কি আমাদের হাতে আছে, না তার হাতে আছে, আমার মনে হয় এই বিষয়গুলি কেস চলাকালীন সময়ে ডিসক্লোজ করা উচিত নয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কেউ যদি ট্রেজারীতে টাকা জমা দিয়ে থাকে, তাহলে সেটা পাবলিক ডকুমেন্ট এবং তিনি সেটার উত্তর দিতে বাধ্য। আমাদের উত্তর পাবার অধিকার আছে, আপনি উনাকে উত্তর দিতে বলুন, স্যার। কারণ কেস ইনষ্টিটিউট হওয়ার আগেই, সে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছে, এটা আবার সাবজুডিস কি?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ঐ জায়গার টাইটেল সম্পর্কে কোর্টে কেস হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন। কাজেই এই বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন করা হয় বা আলোচনা করা হয় তাহলে কেসের যে ডিসিশান, সেটা প্রিজুডিস্ড হতে পারে বলে সেটা বলা উচিত নয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আই কুড এগ্রি উইথ ইউ, স্যার। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কেসের মেরিটে আমরা যাচ্ছি না, কেসের কমপ্লেন পিটিশন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতে চাইছি না। কেস ইনষ্টিটিউট হওয়ার আগে ট্রেজারীতে চালান দিয়ে টাকা জমা দেওয়া হয়েছে কিনা, সেটার উত্তরই আমরা চাচ্ছি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এই কেস কানেকশানে কি কি কাগজ আছে না আছে বা কি পাবলিক ডকুমেন্ট হল, সেটা কোথায় আছে বা আছে কিনা এই বিষয়ে কোন কথা বলাই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এগুলি কোর্টে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে যথা সময়ে পেশ করা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আমার প্রশ্ন হল এ্যাজ রেভিনিউ মিনিষ্টার এটা উনার নলেজে আছে কিনা যে ট্রেজারীতে চালান দিয়ে টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল? কেসের কি কি কাগজপত্র কোর্টে জমা দিবেন, না দিবেন, সেটা আমি জানতে চাই নি, সেটা আমি দেখতেও চাই না। শ্রীভবেশ দাসের কাছ থেকে এই সরকার নজর হিসাবে কোন টাকা ট্রেজারী চালান মারফত নিয়েছেন কিনা, তা আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— উনি উত্তর দিতে বাধ্য, স্যার। কারণ উত্তর পাওয়াটা আমাদের প্রিভিলেজ স্যার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইউ ক্যান নট ফোর্স দি মিনিষ্টার টু গিভ অ্যানি রিপ্লাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আমাদেরও তো উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে। উনি হ্যাঁ বা না একটা বলুন। ঘটনাটা তাঁর নলেজে আছে, অথচ তিনি সেটাকে এখানে কনসিল করতে চাইছেন। আমি বলছি যে উনার ডিপার্টমেন্ট তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার যেমন উত্তর পাওয়ার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের উত্তর না দেওয়ার অধিকার আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— কোথায়, স্যার? হি ইজ কনসিলিং দি ফ্যাক্ট, এটা কি অধিকার স্যার? এটা কখনও হতে পারে না। স্যার আমি এই হাউসের একজন সদস্য হিসাবে বলছি যে গভর্ণমেন্ট রেভিনিউ নিয়েছেন শ্রীভবেশ দাসের কাছ থেকে এবং এটা উনার নলেজে আছে কিনা, উনি হ্যাঁ বা না একটা কিছু তো বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— তিনি বলছেন যে কেসটা প্রজুডিসড হতে পারে, আর সেজন্য তিনি এটার উত্তর দিচ্ছেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— ফল্স, স্যার। আমি বলেছি স্যার যে কেস ইনষ্টিটিউট হওয়ার আগের ব্যাপার সম্পর্কে এবং তিনি মিনিষ্টার অব দি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এবং তাঁর ডিপার্টমেন্ট ভবেশ দাসের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। লেট হিম ডিনাই, যে টাকা নেয়নি স্যার। উনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন, স্যার। তিনি হ্যাঁ বা না একটা কিছু বলুন, তাতে আমাদের আপত্তি নাই।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু আমার মনে হয় তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে এই ব্যাপারে তিনি কোন উত্তর দিবেন না। কারণ কেসটা সাবজুডিস এবং তার উত্তর দিলে পরে কেসটা প্রেজুডিস্‌ড হবে। আই থিঙ্ক দেয়ার মুড নট বি অ্যানি ডিসকাশন অন দিস সাবজেক্ট।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, সাবজুডিস যে কথাটা উনি বললেন, আমরা পার্লামেন্টে দেখেছি তুলামোহন রামকে যখন এরেষ্ট করা হল ... ...

Mr. Speaker :— This is not relevant (interruption)

Shri Tapas Dey :— No Sir, No Sir ...

Mr. Speaker :— Please take your seat, please take your seat. You cannot direct the Chair, please take your seat (interruption)

Shri Tapas Dey :— Let me say first, আমাকে কিছু বলতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি অবান্তর প্রশ্ন করছেন।

শ্রীতাপস দে :— অবান্তর নয় স্যার, আমি বলছি ইট্ ইজ রিলিভেন্ট। মন্ত্রী যেটা সাবজুডিস বলে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন সেটা সাবজুডিস নয়। আমরা দেখেছি তুলামোহন রামকে যখন দিল্লী কোর্টে নিল তখন এটা পার্লামেন্টে আলাপ হয়েছিল। এটা যদি হয়ে থাকে ... ...

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট দি সেম কেস।

শ্রীতাপস দে :— ইয়েস স্যার, তুলামোহন রামের কেইস যদি পার্লামেন্টে আলাপ হয় তাহলে আমার হাউসে কেন আলাপ হবে না? (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি বুঝতে পারছি না (ইন্টারাপশান) প্লীজ মেন্টেন ডেকোরাম অব দি হাউস (ইন্টারাপশান) আপনারা সকলে যদি এক সঙ্গে কথা বলতে থাকেন তাহলে কি করে কথা বোঝা যাবে, কি কথা শুনা যাবে?

শ্রীসমীর রঞ্জণ বর্ম্মণ :— স্যার, মিনিষ্টার কি হাউসের ডেকোরামমেন্টেন করেছেন? আপনি আমাকে বলেছেন, আমি উত্তর দিয়েছিলাম—উনি সাবজুডিস বলেছেন। সাবজুডিস কাকে বলে স্যার? I like to know it from Revenue Minister which is definitely not a matter—which is linked to sub-judice. কারণ কেস ইনষ্টিটিউট হবার আগে টাকা নিয়েছেন স্যার। সাবজুডিস বললেই হবে নাকি স্যার? I am a lawyear and practicing for the last 14 years. সাবজুডিস কাকে বলে আমি খুব ভাল করে জানি স্যার। Let the concerning Minister give reply which is sub-judice—what is this Sir, (interruption).

Mr. Speaker :— Please take your seat (interruption)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে টাকা সরকার নিয়েছেন নিয়েছেন কিনা। তার উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন; আমি উত্তর দিতে পারি না। কারণ এটা কেস সাবজুডিস, উত্তরটা যদি দেই তাহলে কেসের মেরিট এ্যাফেক্ট করবে। এবং যে কথা

বলেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়—সাবজুডিস—উনি যদি উত্তর না দেন তাহলে কোন সদস্যের এই অধিকার নেই আমার পছন্দমত বা আমার ইচ্ছামত উত্তর মন্ত্রী দিতে বাধ্য—এটা বিধান নয় —কোন কেস পেনডিং থাকা অবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিলে কেসের মেরিট এফেক্ট করে। একটা টাইটেল স্যুট পেনডিং আছে সেটা মাননীয় সদস্য জানেন। সেই ক্ষেত্রে মন্ত্রী যদি বলেন: আমি উত্তর দিলে মেরিট এফেক্ট করবে, তাহলে মন্ত্রী যদি উত্তর না দেন আমাদের সদস্যদের অধিকার নেই তাকে বাধ্য করা,

মিঃ স্পীকার :— সেই কথাইতো আমি বলছি (ইন্টারাপশান)

Shri Samir Ranjan Barman :— I fully agree, উনি যে কথা বলছেন Sir, he is not a Civil Lawyer, he is a Criminal Lawyer, sub-judice কাকে বলে স্যার? উনি সেটা বলতে পারেন না, আমি বলছি এটা সাবজুডিস নয়।

মিঃ স্পীকার :— উনি উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের যেমন আপনার প্রটেকশান সিক করার অধিকার আছে আমার মন্ত্রী হিসাবে আপনার প্রটেকশান সিক করার অধিকার আছে। আমি এক কথাই বলে দিয়েছি যে ভবেশ দাসকে কোন এলটমেণ্ট দেওয়া হয়নি। No such allotment has been made in favour of Shri Bhabash Das. এখন তার পক্ষে কি বিপক্ষে, আমার কাছে কি সাক্ষী প্রমাণ আছে বা কি কাগজপত্র আছে সেটা যদি আমি বলি তাহলে আমার কেস প্রিজুডিসড হবে। সুতরাং আমি আপনার প্রটেকশান চাইছি। (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ টেক ইউর সিট। যে কেস কোর্টে পেন্ডিং আছে সেই কেস প্রিজুডিসড হবে, অতএব তিনি এই বিষয়ে উত্তর দেবেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি আণ্ডার সেক্রেটারী, হিরন্ময় ঘোষ ভবেশ দাসের নামে একটা কাগজ সই করেছিলেন; এই ল্যাণ্ডটা ভবেশ দাসকে দেওয়া হউক এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ২ হাজার টাকা নজর দেওয়ার জন্য তাকে আস্ক করা হয়েছিল, ইহা সত্যি কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন কি রিলিভেণ্ট?

শ্রীতাপস দে :— ইয়েস স্যার,—উনি বলেছেন যে কোন এলটমেন্ট দেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সেটা মেইন কোয়েশ্চানের সঙ্গে রিলিভেন্ট নয় বলেই আমার মনে হয়—দিস ইজ মাই ডিশিশান।

শ্রীতাপস দে :— আই অনার ইউর ডিভিশান, প্লীজ হিয়ার মি। উনি বলেছেন ভবেশ দাসের নামে এই রকম কোন জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি। যদি ভবেশ দাসের নামে এই রকম কোন জায়গা বন্দোবস্ত না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে গভর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী উনাকে কিভাবে নজর হিসাবে ২ হাজার টাকা জমা দেওয়ার জন্য আদেশ করতে পারেন এটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

মিঃ স্পীকার :—এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দেবেন না বলেছেন। উনি বলেছেন এই কেস পেণ্ডিং আছে, উত্তর দিলে কেসের মেরিট এ্যাফেক্ট করবে।

শ্রীতাপস দে :—স্যার, আমি আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি হাউসের কাষ্টডিয়ান এবং আমাদের প্রিভিলেজের কাষ্টডিয়ান। শুধু মন্ত্রীদের নয় এম. এল, এ,দেরও দেখবেন। মিনিষ্টাররা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রিভিলেজ এনজয় করেন। আমার যে কোয়েশ্চান সেটা আমরা ইররিলিভেন্ট বললেন – স্যার, যেহেতু আপনি সুপ্রিম, আপনার ডিসিশান মাষ্ট বি অনার্ড। কিন্তু যে জায়গাটা গভর্ণমেন্ট ওকে দেওয়া হয়নি বলে হাউসে বলেছেন এবং ভবেশ দাস কাগজ দেখিয়েছেন যে আগুার সেক্রেটারী হিরনময় ঘোষ তাকে এই জায়গা তার নামে বন্দোবস্ত দিয়েছেন এবং ২ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য বলেছেন। হুইচ ইজ ফাক্ট ? ভবেশ দাস যেটি বলেছেন সেটি ফাষ্ট না মিনিষ্টার এখানে যা বলেছেন সেটা ফাষ্ট। এই যে কন্ট্রাডিকশান, এর মধ্যে কোনটা ফাষ্ট এটাই আমি জানতে চাইছি।

Mr. Speaker :—No. Minister is not willing to give reply to this question.

Shri TaPash Dey :—All right Sir.

Mr. Speaker : – Shri Subal Ch. Biswas.

Shri Kalipada Banerjee :—Question No. 436.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 436.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর সাব ট্রেজারিতে কর্মচারী কম থাকার জন্য টাকা ড্র করার সময় জনসাধারণকে অধিক রাত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এবং নানা অসুবিধাতে পড়তে হয় ?	ইহা সত্য নহে।
২) সত্য হলে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?	প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন ক'জন ষ্টাফ কাজ করেন এবং একাউটেন্ট ইত্যাদি সব আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাসহর সাব-ট্রেজারীতে একাউন্ট সেকশানে ২ জন এল, ডি, ক্লার্ক একাউটেন্ট হিসাবে কাজ করছেন এবং কাজের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি হইলে তাহাদের সাহায্য করার জন্য একাউন্ট সেকশানে আরও একজন এল, ডি, ক্লার্ক মোতায়েন করা হয়। ক্যাশ সেকশানে এক জন সাব-ট্রেজারার ও একজন পোদ্দার আছেন। সিকিউরিটি নিয়ে আরও একজন মোতায়েন ক্রমে আরও একটা ক্যাশ কাউন্টার খোলা হইয়াছে। সরকারী আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য কোন অসুবিধা নাই। জনসাধারণের কোন অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে না। এই মর্মে কোন অভিযোগ এস, ডি, ও, বা ডি, এম, পান নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এখানে যে ষ্টাফের কথা বলা হয়েছে এরা কি ট্রেজারীর ষ্টাফ না কি এস, ডি, ও, অফিসের নর্ম্যাল ষ্টাফ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্ম্মানেন্ট ট্রেজারীর স্টাফ আছে কিছু আর মাসের প্রথম দিকে একটু কাজের ভীড় হয় সেজন্য মাসের প্রথম দিকে যখন কাজের ভীড় হয় তখন এস, ডি, ও, অফিস থেকে ষ্টাফ মোতায়েন করা হয়। আর তাছাড়া পার্ম্মামেন্টলী আর একটা ক্যাশ কাউন্টার ওপেন করা হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমার ট্রেজারী আলাদা হচ্ছে। ট্রেজারী আলাদা হওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় আলাদা ষ্টাফ—ট্রেজারীর জন্য আলাদা ট্রেণ্ড ষ্টাফের দরকার। তা না থাকার দরুন--শুধু কৈলাসহরেই নয় রাজ্যের সর্বত্র এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই কথা মিনিষ্টার জানেন যে ষ্টাফ রুল হচ্ছে না এবং ট্রেজারীতে ট্রেণ্ড ষ্টাফ দরকার তা দেওয়া হচ্ছে না। এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন সাব-ট্রেজারীতে অফিসাররা বলেছেন। এবং এই মিনিষ্টারের কাছেও সেই সব কথাও রেখেছেন; তিনি জানেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইসব কমপ্লেন পাইনি। তবে সাবট্রেজারীগুলিকে পরিবর্তন করার জন্য বিশেষ করে কৈলাসহর ট্রেজারীকে এবং উদয়পুর ট্রেজারীকে ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী বলে ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। এখন সাব-ট্রেজারী হিসাবে কাজ করছে এবং যদি কৈলাসহর এবং উদয়পুর সাবট্রেজারীগুলি ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারীরূপে বিচার করা হয় তাহলে যে ষ্টাফের প্রয়োজন সেই সম্পর্কে একটা প্রস্তাব অর্থ দপ্তরের বিচারাধীন আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে আসছে কি? স্টাফ নাই। ষ্টাফ রাখার দরকার সেই ষ্টাফ এখন নাই। কৈলাসহরে নয় শুধু, সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। কোথাও ট্রেজারীতে ট্রেণ্ড স্টাফ নাই। একাউন্টেও দরকার নাই সেই কথা তিনি স্বীকার করেন কি না। উনি বলেছেন অর্থ দপ্তরের কাছে একটা প্রস্তাব রেখেছেন। কেন রেখেছেন ষ্টাই নেই বলেইতো। সেই প্রস্তাব রেখেছেন ষ্টাফ নেই পূরণ করার জন্য তাহলে উনি কি করে বলছেন সব ষ্টাফ আছে কাজ ভাল ভাবে হচ্ছে। একজন মেম্বার বলছেন—মেম্বাররা প্রশ্ন করেন কেন? তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে। আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে বলছি—যেহেতু এটা স্পেসিফিক কৈলাসহরের ব্যাপার সেজন্য আমি সাবরুমের কথা আনছি না বিলোনীয়ার কথা আনতে চাই না। কোন জায়গায় ষ্টাফ নাই। ট্রেজারীর যে স্টাফের দরকার সেই স্টাফ নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাসহরে কোন অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ ষ্টাফ দিয়ে মেনেজ করা হয়। আর তাছাড়া ট্রেণ্ড স্টাফ সেটা করতে সময় লাগবে—ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন ষ্টাফের রিক্রুটমেন্ট প্রয়োজন বা ষ্টাফের পোষ্ট ক্রীয়েশনের প্রয়োজন। যখন ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হবে, তখন কাজ বাড়বে, তখন তার জন্য ষ্টাফের ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাবটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি যে বর্তমানে ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী হিসাবে কোন ট্রেজারী সেই কাজ করছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আগরতলা ট্রেজারী এই ট্রেজারী হিসাবে কাজ করছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাসহর ট্রেজারীতে ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী হিসাবে কাজের চাপ আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী হিসাবে কিছুটা চাপ আছে বলেই এ্যাক্ট্রা ষ্টাফ দেওয়া হয়েছে। ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারী হিসাবে এখনও সেইটা ডিক্লারেশন হয় নি।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ডাইরেক্টার অব ট্রেজারী অফিসার এই পোষ্টটা ক্রিয়েট করা হয়েছিল এবং এত দিন পর্যান্ত সেই পোষ্টটা ফিল আপ না করার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার উনি বলেছেন যে স্কিলড ষ্টাফ দরকার। কাউন্টার খুলে পয়সা দেওয়া, টাকা গুণে দেওয়া তার জন্য তো অসুবিধা হচ্ছে না। অসুবিধা হচ্ছে স্কিল্ড ষ্টাফ নেই। একটা ডিষ্ট্রীক্ট ট্রেজারীতে যে পরিমাণ কাজ হয় সেই কাজের জন্য যে ষ্টাফের দরকার সেই স্টাফ নেই। সেই ষ্টাফ দিয়ে বিলগুলি পাশ করলে পরে তো টাকা কাউন্টার থেকে বেরুবে। কাজেই সেখানে যে লোক নেই এই কথা সত্যি নয় এবং যে ডিরেক্টার অব ট্রেজারী পোষ্ট বাজেটে আছে, প্রতি বছর বাজেটে দেওয়া হয় কেন তা পূরণ হচ্ছে না ? ট্রেজারীর জন্য যে স্টাফ সেই ষ্টাফের জন্য এই রাজ্যের বাজেটে প্রভিশন করা হয়েছে, সেই পোষ্ট কেন পূরণ করা হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর উত্তর দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নং ৩৬৬ (ম্যান পাওয়ার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩৬৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সালে মোট কতজন সিডিউলড্ ট্রাইব ও সিডিউল্ড কাস্ট কেণ্ডিডেট mass ইন্টারভিউতে এ্যাপিয়ার হয়েছিলেন ? এবং

২) তন্মধ্যে মোট কতজন সিডিউলড্ ট্রাইব ও সিডিউল্ড কাষ্ট-এর চাকুরী বা স্কীম কর ট্রেনিং-এ এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে ?

উত্তর

১) সিডিউলড ট্রাইব— ৪৬৭ জন।
সিডিউলড কাষ্ট— ১৩৮২ জন।

২) চাকুরী :—

ক) সিডিউলড ট্রাইব— ৩২১ জন।
সিডিউলড কাষ্ট— ১৩০ ,,

খ) অর্দ্ধ মিলিয়ন চাকুরীর ট্রেনিং ঃ—
সিডিউলড ট্রাইব— ৬০ জন।
সিডিউলড কাষ্ট— ৭৪ ,,

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বললেন ৪৬৭ জনের মধ্যে ৩২১ জন এইটা কি রেগোলার অ্যাপয়েন্টমেন্ট না হাফ্‌এ মিলিয়ন জব স্কীমে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— হাফএ মিনিয়ন জব স্কীমে হচ্ছে ৬০ জন আর ৭৪ জন। আর বাকীরা রেগুলার।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ৪৬৭ জন mass ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার মধ্যে ৩২১ জনের চাকুরী হয়েছে। বাকী এই যে ইন্টারভিউর সংখ্যা তাদের কেন চাকুরী হয় নাই ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— হাফএ মিলিয়ন জব বাদে, এই হাফএ মিলিয়ন জবের পরেও তাদেরকে রেগুলার হিসাবে ৬০ জন সিডিউলড ট্রাইবের চাকুরী হয়ে গেছে। আর সিডিউলড কাস্টের ৭৪ জনের মধ্যে ১০ জনের এখনও হয় নি, আর বাকী ৬৪ জনের আবার রেগুলার চাকুরী হয়ে গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এই সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার মধ্যে যারা চাকুরী পেল তো পেল, আর বাকী যারা রয়েছে তাদের কি অবস্থা ? কেন তাদেরকে এ্যাবজর্ভ করা হলো না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— সিডিউলড ট্রাইব হচ্ছে ৪৬৭ জন তার মধ্যে ৩২১ জনের রেগুলার চাকুরী হয়েছে আর সিডিউলড ট্রাইবের হাফএ মিলিয়ন জবে হচ্ছে ৬০ জন। এই ৬০ জন পরে রেগুলার চাকুরী পেয়ে গেছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ইন্টারভিউ যারা দিল তাদের সবারই কি চাকুরী হয়েছে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— যখন mass ইন্টারভিউ হয়েছিল তখনকার সবারই চাকুরী হয়েছে। পরে আবার নেওয়া হয়েছে।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে ৪৬৭ জন তাদের সকলেরই কি চাকুরী হয়েছে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটার উত্তর দিয়েছি।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ওদের যে চাকুরী হয়েছে ওদের যা কোটা সেই কোটা ফুলফিল করা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এই যে ম্যানপাওয়ার থেকে, যেখান থেকে দেওয়া হয়েছে সেইটার প্রোপর্শনেটলি কোটা ফিল আপ করা হয়েছে।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— সিডিউলড ট্রাইবের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে এইটা কোন কোন সাবডিভিশনে কত সেইটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— সদরে ১১৬ জন রেগুলার, ৪২ জন ট্রেনিং এবং এর পরে আবার চাকুরী হয়েছে। কমলপুরে ১৩ জনে ১ জন, কৈলাসহরে ২৪ জনে ২ জন, ধর্মনগরে ৩২ জন, খোয়াই ১৪ জনে ৭ জন, সোনামুড়াতে ১৬ জন, উদয়পুরে ১৫ জন. অমরপুরে ৪ জনে ১ জন, বিলোনীয়াতে ১ জনে ১ জন, সাবরুমে ৬ জনে ৬ জন।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে mass ইন্টারভিউতে মোট কত সংখ্যক লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল রেগুলার পোষ্টে?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এইটাতো সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সিডিউলড কাস্টের যে লিস্টটা দিলেন সাবডিভিশন ওয়াইজ কত সিডিউলড কাষ্টের চাকুরী হয়েছে সেইটা বলবেন কি?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— সিডিউলড কাষ্ট হচ্ছে সদর ৬৭ জনে ২৪ জন, কমলপুর ১৩ জনে ৮ জন, কৈলাসহরে ৯ জনে ৫ জন, ধর্মনগর ১০ জন, খোয়াই ৮ জনে ৬ জন, সোনামুড়া ১৩ জনে ৬ জন, উদয়পুর ১১ জনে ৬ জন, অমরপুর ৪ জন, বিলোনীয়াতে ১০ জনে ৩ জন, সাবরুমে ৬ জনে ২ জন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ১১ জন mass ইন্টারভিউতে তারা যোগদান করেছিল এর মধ্যে মাত্র একজন তার কারণ কি?

ডাঃ বিনোদ বহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে মাস ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল ১৩৮২ জন সিডিউল কাষ্ট তার মধ্যে ১১০ জন এবং উনি এখন যে লিষ্ট পড়লেন তাতে যোগ করলে দেখা যায় আরও বেশী হয়। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলাম না। এইটা পরিষ্কারভাবে বলবেন কি?

Mr. Speaker :—The question hour is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred questions and also to the Starred questions which are not answerred orally.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার পারমিশান নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই। গুজরাটের প্রধান মন্ত্রীর যে পাবলিক মিটিং হোল স্থার, তাতে আমরা দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন হাংগামাকারী দলের তরফ থেকে সেই মিটিং বানচাল করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল এবং গণতন্ত্রকে সেখানে তারা টুটি চেপে হত্যা করতে চাইছিল। কাজেই সেই ব্যাপারে আমি মনে করি আমাদের এই হাউসে আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রীর উচিত, লিডার অব দি হাউস হিসাবে একটা নিন্দা প্রস্তাব বা প্রতিবাদ প্রস্তাব করা এবং সেই প্রস্তাব আমাদের হাউসে গ্রহন করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারন, এটা যে কোন সময়ে মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। কারন, গত পর পর ২ দিন পাবলিক মিটিংগুলোতে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি বলছি—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—আমাকে একটু বলতে দিন স্যার, এটা মারাত্মক ব্যাপার স্যার। আমি আশা করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিবাদ করবেন বা একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন। এমন কি বিরুদ্ধ দল থেকেও তার প্রতিবাদ করা হয়েছে, এর ষ্টেটমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগছে যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখনও পর্য্যন্ত নির্বিকার। তাই আমি লিডার অব দা হাউসকে অর্থাত মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো একটা প্রস্তাব উত্থাপন করতে এবং সেই ব্যাপারে একটা রিজলুশান নেওয়া হোক। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলার জন্য ··

মিঃ স্পীকার :—এটা সি, এল, পির ব্যাপার, ওটা—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—কেন স্যার, এই হাউসে হবে। প্রাইম মিনিষ্টারের লাইফ যেখানে ডেনজার।

মি: স্পীকার :—আপনি নোটিশ দিন, তার পর দেখা যাবে।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করবো এটা হাউসে আসতে পারে।

(ইন্টারপশান)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনো আনতে পারেন স্যার। দুদিন তিন দিন ঘটনা হয়েছে স্যার। বিরুদ্ধ দল থেকেও প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পারটি থেকে অন্তত একটা ষ্টেটমেন্ট করবেন। কিন্তু অত্যন্ত অবাক ব্যাপার স্যার তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বাক হয়ে আছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। এই ব্যাপারটা আপনারা সি, এল, পি ডিসাইড করতে পারেন। অথবা নোটিশ দিতে পারেন ফর রিজলিউশান। বাট দিস থিংকস ক্যানট বি দ্য সাজেক্ট অব দা প্রোসিডিংস

শ্রীতাপস দে :—যেহেতু আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিধান সভায় আমরা নির্ব্বাচিত হয়ে আসি এবং ইট ইজ দি পিলার অব দা ডেমোক্রেসী এবং আমাদের লিডার তথা ন্যাশন্যাল লিডার, প্রাইম মিনিষ্টারের ভাষণ দেওয়া যখন কনষ্টিটিউশনাল রাইট এখন আনপ্রিজেন্ট ফোরস ওনাকে বাঁধা দিচ্ছে, আজ অল ইণ্ডিয়ায় এটা কোথায় হচ্ছে, সেখানে এট লিষ্ট বিধান সভার উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত নিন্দা করা উচিত। গণতন্ত্রকে বলব দেওয়ার জন্য, গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করার জন্য কিছু সংখ্যক বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় আমাদের ভারতবর্ষের উপর যে প্রচার চলছে ওটাকে বাঁধা দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটা বিধান সভা প্রস্তাব করেছে এমন কি ওয়েষ্ট বেঙ্গল করেছে কিন্তু আমিরা অংশ গ্রহন করতে পারিনি। এলাহাবাদে প্রাইম মিনিষ্টারকে গুলি করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু পারে নি। আমি আশা করবো এবং আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করবো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অর্থাৎ লিডার অব দা হাউসের কাছে আমাদের গ্রিভেন্স অথবা ডিমাণ্ডটা পেশ করতে...

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো বিধান সভা, এটাতো সি, এল, পি, মিটিং নয়। ইউ ক্যান ডিসকাস দিস থিংক ইন দা সি, এল, পি, মিটিং অর ইউ ক্যান সেণ্ড নোটিশ ফর এ রিজলিউশান।

শ্রীতাপস দে :—যেহেতু স্যার, রুলস এ রিজলিউশান মুভ করতে পারমিট করে না এবং এস দি স্পীকার যদি এসুয়োর করেন, রিজলিউশান মুভ করলে পর আপনি সেটা একসেপট করবেন এবং যেহেতু স্যার, টাইম কাভার করে না সেই জন্য বলছি, তা না হলে আমরা স্যার, ডেফিনিটলি রিজলিউশান মুভ করবো। যেহেতু রুল পারমিট করে না সেই কারনে আমরা আপনার মাধ্যমে লিডার অব দা হাউসকে রিকোয়েষ্ট করবো যে টু কনডেমণ্ড অল দিস একটিভিটিস··

মিঃ স্পীকার :—আপনি সর্ট নোটিস ডিসকাস চান। এটা সর্ট নোটিস ডিসকাশন হিসাবে আনবেন।

শ্রীতাপস দে :—থ্যাংকিউ স্যার।

Mr. Speaker :—I have received calling attention notice from Shri Tapas Dey & Shri Kalipada Banerjee on the subject on :—বিগত ১৯শে মে. ১৯৭৫ আগরতলা সহরে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে মোটর দুর্ঘটনায় 'স' মিল কর্মী রবি দের মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Shri Dey & Banerjee. I would request the Hon ble Minister-in-charge of the Home Deptt. to make statement to-day, if he is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling attention notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আজকেই বিবৃতি দিচ্ছি। গত ১৯-৫-৭৫ইং রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে কতোয়ালী থানা টেলিফোন যোগে জানিতে পারি যে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে একটি মোটর গাড়ী দুর্ঘটনা হইয়াছে। এই সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগে এস, আই, এস, চৌধুরী ঘটনাস্থলে যান এবং মেলার মাঠ নিবাসী শ্রীদুলাল চন্দ্র দে পিতা শ্রীশচীন্দ্র চন্দ্র দে এর নিকট হইতে প্রায় ১০-৩৫ মিনিটে এজাহার গ্রহণ করেন এবং সংগে সংগে তদন্ত কার্য আরম্ভ করেন। এজাহারমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩০৪ (ক) ধারা অনুযায়ী কতোয়ালী থানার ৫২(৫)৭৫নং মোকদ্দমা রেজিষ্ট্রিভুক্ত হয়। শ্রীদুলাল চন্দ্র দে এজাহারে বলে যে "আমি এক্ষণে আপনাকে হরিগঙ্গা বসাক রোডে আমার দোকানের সামনে পাইয়া এবং কতোয়ালী থানার দারোগা বাবু জানিয়া এই মর্মে এজাহার করিতেছি যে আমি জীবন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে হরিগঙ্গা বসাক রোডের উত্তর পাশের খোলা জায়গায় বসিয়া পান, বিড়ি বিক্রয় করি। অদ্য ১৯-৫-৭৫ইং সোমবার রাত্র অনুমান ১০-১৫ মিনিট সময়ে আমি মাত্র 'স' মিলের কর্মি রবি চন্দ্র দেবের নিকট পান ও ফিরোজ বিড়ি বিক্রয় করি। সে উক্ত জিনিষগুলি নিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতেছে এমন সময় দেখি যে একটি বাস গাড়ী অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হরিগংগা বসাক রোড দিয়া আসে এবং রাস্তার উত্তর পাশে দাঁড়ানো একটি ট্রাক গাড়ীকে, টি, আর, এল, ২৯৭ অত্যন্ত-জোরের সহিত ধাক্কা মারে। ফলে উক্ত ট্রাক গাড়ীটি পশ্চিম দিকে আমার দোকানের নিকট গড়াইয়া আসে এবং গাড়ীর পেছনের অংশের সংগে আমার ধাক্কা লাগে। আমি লাফ দিয়া সরিয়া যাই, এবং দেখি যে উল্লিখিত বাস গাড়ীটি ট্রাক গাড়ীটিকে ভাংগিয়া আমার দোকানের উপর দিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতেছে। বাস গাড়ীটি চলিয়া গেলে পর

আমি দেখি যে অনেক লোক আমার দোকানের নিকট আসিয়া জমা হইয়াছে এবং তাহারা একটি মানুষকে পা ধরিয়া টানিতেছে। আমি উক্ত লোকটির নিকট আসিয়া দেখি যে, সেই একটু পূর্ব্বে আমার দোকান হইতে পান বিড়ি খরিদ করিয়াছিল এবং সে মৃত অবস্থায় ট্রাক গাড়ীর সামনের চাকার নিকট উপুর হইয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার নাকের নিচে মাটিতে প্রচুর রক্ত পড়িয়া আছে। বাস গাড়ীটি ট্রাক গাড়ীটিকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে ট্রাক গাড়ীটি পেছনের দিকে সরিয়া আসে এবং আমার সাইকেলটি ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে চাপা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, ফলে আমার দোকানে থাকা সমস্ত জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়। বাস গাড়ীর নম্বর আমি দেখি নাই। উক্ত গাড়ীর ড্রাইভারের অসাবধানতা এবং দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাইবার ফলে এই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং উক্ত বাসের চাকার নিচে চাপা পড়িয়াই উল্লিখিত রবি চন্দ্র দেবের মৃত্যু ঘটীয়াছে। উপস্থিত অনেক লোক ঘটনা দেখিয়াছে। তদন্ত ও বিচার প্রার্থনায় এই এজাহার করিলাম।" তদন্তে সাক্ষীর নামী প্রকাশ পাইবে। উক্ত এজাহারের ভিত্তিতে দারোগা তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে প্রকাশ ২৩৩ নং বাসের চালক শ্রীবকুল রায়, পিতা মৃত অমুল্য ভূষণ রায় সাং বরদোয়ালী, কতোয়ালী উক্ত বাস নিয়া অসাবধানে মটর ষ্ট্যাণ্ড হইতে পশ্চিম দিকে বটতলার দিকে আসিতে ছিল। সঙ্গে শ্রীমাখন চক্রবর্তী নামক একজন এ, এস, আই-ও সাইকেল সহ উক্ত গাড়ীতে ছিল। গাড়ীটি প্যারাডাইস চৌধুহনীর পশ্চিমে মাত্ 'স' মিল এর কর্মী শ্রীরবি দেবকে চাপা দেয়, ফলে সে মারা যায়। গাড়ীটি এদিক সেদিক চলিয়া হরিগঙ্গা বসাক রোড ও এম, এল, এ, হোষ্টেলে রোডে-এর সংযোগস্থলে এক ইলেকট্রিক খুটী ধাক্কা দিয়া ভাংগিয়া ফেলে, ফলে গাড়ীটি থামিয়া যায়।

তদন্তকারী দারোগা মৃত দেহ সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট তৈরী করিয়া শ্রীরবি দেবের মৃত দেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট ২০-৫-৭৫ইং তাং এ প্রকাশ যে হঠাৎ আঘাত ও মাথায় আঘাতের ফলে মাথায় খুলি ভাংগিয়া আভ্যন্তরীণ রক্ত ক্ষরণের ফলেই মৃত্যু ঘটিয়াছে—মোটর দুর্ঘটনা জনিত কোন শক্ত এবং ভারী পদার্থের সংস্পর্শে আসায় মাথায় আঘাত লাগিয়াছে।

১৯-৫-৭৫ইং চালক শ্রী বকুল রায় ও এ, এস, আই, মাখন চক্রবর্তীকে তদন্তকারী দারোগা গ্রেপ্তার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিকে (এবেটার) প্ররোচনাকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়। পর দিবস চালককে কোর্টে চালান দেওয়া হয়, তথা হইতে ঐ দিনই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। (অর্থাৎ ২০-৫-৭৫) শ্রীমাখন চক্রবর্তীকে থানা হইতে জামিন দেওয়া হয় এবং ২০-৫-৭৫ইং সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

গাড়ীটী যন্ত্রিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে যান্ত্রিক কোন গোলযোগ ঐ গাড়ীর ছিল না। গাড়ীটি থানা হইতে জামিনে ২০-৫-৭৫ইং গাড়ীর মালিকের স্বামী শ্রীননী গোপাল ভট্টাচার্যকে দেওয়া হয়। মালিক শ্রীননী গোপাল ভট্টাচার্যের স্ত্রী শ্রীমতি মাধুরী ভট্টাচার্য।

এদিকে গাড়ীর চালক ও শ্রীমাখন চক্রবর্তীকে ঐ দিন রাত্রিতেই ডাক্তারা পরীক্ষা করানো হয় অর্থাৎ ১৯-৫-৭৫ইং ডাক্তার সার্টিফিকেটে দেখা যায় চালক শ্রীবকুল রায় অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়াছিল এবং তাহার পাকস্থলী ধৌত করার পরও সে সুস্থ্য বোধ করে নাই, তাহাকে ১৯-৫-৭৫

রাত্রিতে হাসপাতালে রাখিতে হয়। শ্রী মাখন চক্রবর্তী এ, এস, আইকেও ডাক্তারী পরীক্ষা করানো হয়। পাকস্থলী ধৌত করার পর সে সুস্থ বোধ করে। শ্রীচক্রবর্তী অল্প পরিমাণ মদ্য পান করিয়াছে বলিয়া ডাক্তারের অভিমত। চালক অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়া বাসটি চালাইয়াছিল। এ, এস, আইকে মদ্য পান ও গাড়ী চালাইতে চালককে নিরস্ত করার কাজে গাফিলতির দরুণ সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। মোকদ্দমা তদন্তাধীন আছে।

শ্রীতাপস দে :--অন এ পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে প্রত্যেক গাড়ী ইনস্যুর করার থাকে থার্ড পার্টি এবং ফাষ্ট পার্টি হিসাবে, এই গাড়ীটা কি ভাবে ইনস্যুর করা ছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত প্রকাশ পাবে সাবসিকুয়েণ্টলী যে এটা থার্ড পার্টি কোন ইনস্যুরেন্স ছিল কিনা?

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রবি দের পরিবারকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে বা হবে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি থার্ড পার্ট ইনস্যুরেন্স থাকে তাহলে সেভাবে ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকেই পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর যদি তা না থাকে মালিক যিনি আছেন তাকেই হয়ত কমপেনসেশান দিতে হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, গভর্ণমেণ্ট সেই মালিককে বাধ্য করবেন কিনা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাময়িকভাবে গাড়ীর মালিক ৪৫ টাকা দিয়াছে এবং তারপর মামলার তদন্ত শেষ হলে পরে তখন কিভাবে মালিক দেবে না দেবে সেটা বিচার করে দেখা হবে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ষ্টেটমেণ্ট করতে গিয়ে বলেছেন যে ডাক্তারী পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল যে সে অতিরিক্ত মদ্যপান করেছে। যিনি এ, এস, আই, ছিলেন মাখন বাবু তার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়েছিল কিনা সেটুকু বলেন নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কাজে গাফিলতির জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে এবং যতটুকু জানা যায় তারও পাকস্থলীতে মদের গন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ১৯৭০ সালে একটা গেজেট নোটিফিকেশান করা হয়েছিল যে রাত্রি ৮টার পর মদ্যপান করে কেউ সদর রাস্তা বা কেউ মদ্য বিক্রি করতে পারবে না? যদি জানা থাকে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীতাপস দে :— দ্যাট আই অ্যাডমিট স্যার, ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান। মদ্যপান করে ড্রাইভার গাড়ী চালানোতে এবং সংগে সহযোগী এ, এস, আই, মদ্যপানে সাহায্য করার যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনায় এই প্রশ্ন স্যার। স্যার আই নো দ্যাট ইট শুড বী এ স্পেপারেট কোয়েশ্চান। তবুও যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র দপ্তরেরও মন্ত্রী, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ১৯৭০ সালে একটা গেজেট নোটিফিকেশান করা হয়েছিল যে রাত্রে কেউ মদ্যপান করে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারবে না এবং রাত্র ৮টার পরে কোন মদ্য বিক্রি করতে পারবে না। অথচ আজও দেখা যায় রাত্র ১০টা অব্দি মদের দোকান খোলা থাকে। এই ব্যাপারেই আমি বলেছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— এটা তো ৮টার পরে দোকান বন্ধ করার ব্যাপার।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বললেন ৪৫ টাকা স' মিলের মালিক দিয়েছে। স' মিলের মালিক তো তাকে মারেন নি। মেরেছে গাড়ীর চালক। গাড়ীর মালিক পরোক্ষে এসেছে। গাড়ীর মালিক ঐ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবেন কি না, গভর্ণমেণ্ট কিছু বলবেন কিনা, সেই ছিল আমার প্রশ্ন।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা থার্ড পার্ট ইনস্যুরেন্স থাকলে পরে যা পাওয়া সম্ভব তা ঠিকই পাবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :— যে মারা গিয়েছে সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি। তার পরিবারটা সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছে এবং গভর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে কিছু করবেন কিনা এবং গাড়ীর মালিককে বলবেন যে ওকে ক্ষতিপূরণ দাও, এই কথা বলবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর কতগুলি প্রসিডিউর আছে। মালিককে ফোর্স করতে হলে থার্ড পার্টের ইনস্যুরেন্স হলে পরে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীকে বলা যেতে পারে এবং সেখানে এটা বলা সম্ভব হচ্ছে না মালিকের উপর কতটা ফোর্স করা যাবে না যাবে।

শ্রীতাপস দে :—থার্ড পার্ট ইনস্যুরেন্স যদি থাকে তাহলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানীই ওকে দেবে। কিন্তু যেহেতু ও ডে লেবারার ছিল এবং ও দিন এনে দিন খেত সেখানে গভর্ণমেন্ট মালিককে কম্পেল করবেন কিনা ওকে কিছু আর্থিক সাহায্য করবার জন্য। ইনস্যুরেন্স কোম্পানী দেয় স্যার, সেটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। কিন্তু এখন গভর্ণমেন্ট মালিকের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করবেন কিনা যে তার পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য করা হোক?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলেছিলাম যে এটা যেহেতু তদন্ত সাপেক্ষ, গাড়ীর মালিক কতটা রেস্পন্সিবল হতে পারে, কিন্তু ড্রাইভারকে যখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, ড্রাইভারের এগেনস্টে কেস হচ্ছে, তারপর মালিকের উপর সেটা কিভাবে বর্ত্তাবে না বর্ত্তাবে সেটা তদন্তে প্রকাশ পাবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, মালিকের কথা আমরা শুনলাম। এখন গভর্ণমেন্ট থেকে কোন সাহায্য করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো কিছু বলতে পারেন, কারণ গভর্ণমেন্টের নানা রকম ডিসক্রিয়েশনারী পাওয়ার থাকে তাই ইচ্ছা করলে কিছু সাহায্য করতে পারেন?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত ?— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরখাস্ত এলে পরে তা বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীতাপস দে :— এই সম্পর্কে দরখাস্ত এসে গিয়েছে, স্যার। এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু সাহায্য করেন তো তবে ভাল হয়।

সুখময় সেনগুপ্ত :— বললাম ত দরখাস্ত এলে করা হবে।

Mr. Speaker :— Next item of business is presentation of petition. I would call on Shri Jatindra Kr. Majumdar to present before the House, the petitions signed by 2,754 persons of Laxmipur Tahashil regarding amendment of Tripura Land Revenue & Land Reforms (3rd amendment) Act, 1975.

Shri Jatindra Kr. Majumdar :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the petition filed by 2,754 persons of Laxmipur Tahashil of Sadar Sub-division, West Tripura regarding amendment of Tripura Land Revenue & Land Reforms (3rd amendment) Act, 1975.

Mr Speaker :— Next business before the House is general discussion on the budget estimates for 1975-76. Now I would call on Shri Jadu Prasanna Bhattacharjee to start his speech.

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এবারের ১৯৭৫—৭৬ সালের বাজেট সেসান ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে বলে আমার মনে হয়। শুধু বাজেট সেসান বলেই নয়, রাজনৈতিক দিক দিয়েও এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই বাজেট সেসানে যে বাজেটের উপর আলোচনাটা হচ্ছে মুখ্য, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই বাজেটের উপর আলোচনাটা হচ্ছে গৌণ। এবারকার বাজেট সেসানে এমন সমস্ত ব্যাপার গুরুত্ব লাভ করেছে বেশী, যা বাজেটের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটা হচ্ছে বিশেষ করে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ। আমরা লক্ষ্য করেছি, যেখানে মার্চে বাজেট সেসান বসেছে এবং আমরাও আশা করে ছিলাম যে মার্চের মধ্যেই বাজেট পাশ হয়ে যাবে, সেখানে কার্য্যকারণে বা ঘটনার পরম্পরায় এমন সব রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ঘটতে লাগল যে এই বাজেট আর পাশ হতে পারল না। আমরা দেখলাম বাজেট সেসানের সাথে সাথে এলো কর্ম্মচারীদের লাগাতর ধর্ম্মঘট, যার দ্বারা সরকার সম্পূর্ণ ভাবে অচল হয়ে গেল, এমন কি এ্যাসেম্বলী পরিচালনা করাও সম্ভব হল না, এ্যাসেম্বলী বন্ধ করে দিতে হল। এরপর আবার যখন সেসান আরম্ভ হল, তখন খরার জন্য একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দলীয় এবং বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারের কাছে জানতে চাইলেন, খরার মোকাবিলা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটা ষ্টেটমেন্ট দিলেন এবং তাতে জানতে পারলাম যে জায়গায় জায়গায় কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে কোথাও কোথাও কাজ আরম্ভ করা হয়েছে বলে যেটা বলা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নাই। তখন দলীয় এবং বিরোধী দলের সদস্যরা অনুরোধ করলেন যে অন্তত ১০ দিনের জন্য হলেও এই বাজেট সেসান বন্ধ রাখা হউক যাতে সদস্যরা যার যার এলাকার যেতে পারেন, তার সরকার যে কথা বল্লেন যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, সেটাও যাতে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। তাই বাজেট সেসান বন্ধ রাখা হল। কিন্তু সেসান বন্ধ রাখাকে উপলক্ষ করে এমন সব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটল, তাতে এই হাউসে যারা জনপ্রতিনিধি হয়ে এসেছেন, তাদের উপর একটা স্লার আনা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝাতে দেওয়া হয়েছে যে এই এ্যাসেম্বলী স্বদলীয় এবং বিরোধী দলীয় কতিপয় মেম্বার ইচ্ছা করে বাজেট সেসান বন্ধ রাখতে চাইছে এবং তারা ইচ্ছা করেই বাজেট পাশ করাতে চাইছে না, ফলে জনদুর্ভোগ বাড়ছে এবং খরার ব্যাপারে কোন সাহায্য করা হচ্ছে না। এটা অতিশয় দুঃখের বিষয় যেমন আমার দিল্লীয় সরকার, যে সরকারের মুখ্য মন্ত্রীর একটা ষ্টেটমেন্ট আমি দেখলাম সেই ষ্টেটমেন্টে যদিও তিনি কিছু কেটেগরী বলেন নি, তথাপি তিনি এটা জনসাধারণকে বুঝাতে চাইলেন যে কিছু স্বদলীয় মেম্বার বিরোধী দলের মেম্বারদের সংগে মিলে এই বাজেট পাশ করাতে দিচ্ছে না, আর তার জন্য কোন রকম ত্রাণ ব্যবস্থা গ্রহন করা সরকারের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এটা আরও দুঃখের ব্যাপার এই জন্য যে যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত হাউসের মনোভাব জেনে বাজেট সেসান বন্ধ রাখতে স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম এবং বলেছিলেন যে আমি চাই সমস্ত সদস্যরা যার যার এলাকার ত্রাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে আসুক এবং সেখান কয়েক দিনের জন্য বন্ধ থাকুক। স্পীকারকে তিনি নিজে যেখানে অনুরোধ করেছিলেন, সেখানে তাঁর এই রকম

একটা ষ্টেটমেন্ট দেওয়া, অত্যন্ত দুঃখের কারণ। তারপর আমরা দেখছি যে এই বাজেট সেসান আবার শুরু হওয়ার আগেই তিনি আমাদের সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যদের এরেষ্ট করেছেন। আমি এই কথা আলোচনা করছি এই জন্য যে আমার দলীয় সরকার এখানে শাসন করছে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে, কাজেই আমার সরকারের উপর যদি কোন স্লার আসে, আমার সরকারের ইমেজ নষ্ট হয়, সেটা আমার দেখা দরকার। আজকে আমাদের সরকার যে নীতির উপর ভিত্তি করে বা যে কারণে বিধান সভা শুরু হওয়ার আগেই সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যদের এরেষ্ট করলেন বলে খবরের কাগজে তিনি প্রকাশ করলেন, আমি বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ সেটা বিশ্বাস করবে না। তিনি বলেছেন যে বিরোধী দলের সদস্যরা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে প্রশাসন অচল হয়ে গিয়েছিল, আর তারই জন্য তিনি বাধ্য হয়েছিলেন, তাদেরকে এরেষ্ট করতে।

কিন্তু আমরাও দেখিনি বিরোধী দলের সদস্যরা এমন কোন কাজ বা এমন কোন আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমান সময়ে চালিয়েছিলেন যে কারণে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে গিয়েছে। বা ত্রিপুরা রাজ্যের যে জনসাধারণ তারাও মনে করে না যে কমিউনিষ্ট পার্টি এমন কোন কাজ এমন কোন আন্দোলন করছে যার জন্য স্বাভাবিক সরকারের অচল হয়েছে (ইন্টারাপশান— হাততালি) কাজেই আমি এই কথাই বলতে চাই, আজকে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করছি এই কারণে আমার যে দলীয় নীতি, আমার দলীয় সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তার এই ষ্টেটমেন্টে আমার সমস্ত দলকে লোক চক্ষে এবং ত্রিপুরার পিপলসের কাছে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়েছে। আমি এই কথা বলতে চাই, এখানে উনি আরও বলেছেন যে এই বিরোধী দলের সদস্যদের এরেষ্ট করার পিছনে উনার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক এই কথা বিশ্বাস করবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের লোক এই কথা বিশ্বাস করতে পারে না, আমরাও বিশ্বাস করি না এমন কোন ঘটনা এখানে আসেনি যার জন্য আমাদের গণতন্ত্রের যে নীতি এই নীতি এই ভাবে ভংগ করার প্রয়োজন ছিল। আজকে এই কাজকর্ম আমার দলীয় সরকারের এই একশান শুধু আমার এখানকার সরকারের ইমেজ নষ্ট করেনি। আমার দলের ইমেজ সারা ভারতবর্ষে নষ্ট করেছে। আমরা দেখেছি সমস্ত খবরের কাগজে আজকে এই সরকারী ব্যবস্থার জন্য আমার দল এবং দলীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা এবং ধিক্কার তারা দিচ্ছে। আজকে এই একশানের পিছনে আমি বিশ্বাস করি আমার দলের সরকারের যে ক্যাবিনেট সেই ক্যাবিনেটের সম্মতিও এর পিছনে নেই। দলীয় সংস্থার যারা জনপ্রতিনিধি তাদের সমর্থনতো নেইই। আজকে এই একশানের পিছনে তাদের বুঝান হয়নি যে ত্রিপুরা রাজ্যের কমিউনিষ্ট পার্টি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে তার জন্য এই একশান নেওয়া প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের সংগে, সেই মতামতের সংগে তার দলীয় সদস্যদের তিনি একমতে নিতে পারেন নি। সেই দলীয় সদস্যদের তিনি নিজের কাজের পিছনে নিতে পারেন নি। এমন কি তার ক্যাবিনেটকেও তিনি তার একশানের পিছনে ইনভলভমেন্টে নিতে পারেন নি। আজকে যদি এই দলের এবং দলীয় সরকারের ইমেজ নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এই জন্য তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। তার ব্যক্তিগত কাজের জন্য একটা দল বা একটা সরকার কম্পেনসেশান দিতে পারে না। কাজেই আজকে আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব এই

বাজেট সেশানে উনি আজকে আমার দলীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেণ্ট করেছেন তাতে এই হাউসের স্বদলীয়, এবং বিরোধী দলের সদস্য এখানে উপস্থিত নেই, স্বদলীয় মেম্বার হিসাবে এটা আমাদের পক্ষে অবমাননকর এবং একটা অসত্য কথা, অসত্য একটা ব্যাপার আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা নিরসন হওয়ার জন্য আমার আজকের এই সভায় এটা আলোচনার প্রয়োজন মনে করছি এবং সেইজন্যই আমি উত্থাপন করেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে আশ্বাস দিতে চাই যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের ক্ষতি করে বাজেট সেশান-এ আমরা বাজেট পাশ করব না এমন কোন মনোভাব থেকে এটা করিনি। যদিও চীফ মিনিষ্টার তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেটাই তিনি জনসাধারণকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। আর একটা কথা আমি বলছি যে তিনি বলেছেন যে প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে রিলিফের কাজ ত্বরান্বিত হচ্ছে না, রিলিফের কাজ সুষ্ঠু ভাবে করা যাচ্ছে না। বিগত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আমাদের যে রকম ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি এসেছে যা আমরা অনুধাবন করছি—ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আমরা চীফ মিনিষ্টারকে বলেছি, চীফ মিনিষ্টারকে আভাস দিয়েছি এবং যেভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, যেভাবে ধান চালের দাম বাড়ছে এতে ভবিষ্যতে একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে—আপনি রিলিফের জন্য তৈরী হোন। তখন আমরা ৯ লক্ষ টাকা ষ্টেট রিলিফের জন্য বরাদ্দ করেছি ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু আমরা জানতে চাই যে ৯ লক্ষ টাকা ছিল—সেখানে সারা মাচ মাসে একটা টেষ্ট রিলিফের কাজও আরম্ভ হল না কেন? টাকাতো বরাদ্দ ছিল ৯ লক্ষ ফেব্রুয়ারীতে। টাকার জন্য কিছু আটকায়নি। টাকা সেখানে ছিল ফেব্রুয়ারীতে—কিন্তু সারা মাচ মাসে একটাও টেস্ট রিলিফের কাজ করা হয় নি যেখানে তখন চালের দর ছিল তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা। যেখানে লোকে কাজের অভাবে, কোন কাজ পেত না, খাওয়া পেত না—যেখানে টেস্ট রিলিফের প্রয়োজন ছিল অত্যান্ত, আমরা বাজেট সেশানে সি. এল. পি. মিটিংয়ে বার বার বলেছি: তাড়াতাড়ি সব জায়গায় টেস্ট রিলিফের কাজ চালু করুন, লোকে অনাহারে আছে। তখন তিনি বলেছেন যে কাজ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সারা মাচ মাসে একটা কাজও আরম্ভ হয়নি। কাজেই টাকার জন্য রিলিফের কাজ আটকে থাকেনি। ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল সারা মাচ মাসে, কোন কাজ আরম্ভ হল না। এই জন্য কি মেম্বাররা দায়ী? সেজন্য যদি দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে সরকার। কারণ মাচ মাসে কাজ হবে কি করে? মাচ মাসে চলছে লাগাতর ধর্মঘট। মাচ মাসের আগে থেকে কর্মচারীদের মধ্যে লাগাতর ধর্মঘটের প্রস্তুতি, ধর্মঘট আরম্ভ হবে, সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে কাজ না করার একটা মনোভাব তখন স্পষ্ট ছিল। কারণ তারা লাগাতরের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত, তারা কাজের জন্য ব্যস্ত নয়। ১৯ তারিখ থেকে লাগাতর ধর্মঘট চলে ১৩ দিন। সারা মাচ মাস চলে গেল লাগাতর ধর্মঘটে। ফলে সারা মাচ মাসে কোন কাজ হয় নি। এই জন্য কি টাকা অভাব বা বাজেট পাশ করান হয়নি বলেই কি ত্রাণ কার্য্য হয় নি? এই কি সত্য উক্তি? তা থেকে উনার স্পষ্ট ভাবে বলা উচিত ছিল যে লাগাতর ধর্মঘটের জন্য কোন ত্রাণ কার্য্য চালান সম্ভব হয়নি। এটা হবে সত্য কথা। কিন্তু লাগাতর ধর্মঘটকে কে আহ্বান করেছে? আমাদের আগে ৮ তারিখ থেকে বাজেট সেশান আরম্ভ হল। ৭ তারিখ রাত্রিতে সি. এল. পি. মিটিংয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করলাম যে এই বছরের শেষ সময় এই লাগাতর ধর্মঘটে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করবে।

এক দিকে খরা, যেখানে খরার কাজ আরম্ভ হওয়া দরকার আর এক দিকে আর্থিক বছরের শেষ, বহু লেনদেন রয়েছে সরকারের। বহু কৃষক কৃষি ঋণ পাবে, বহু ইণ্ডাষ্ট্রীয়লিষ্ট ইণ্ডাষ্ট্রী লোন পাবে ও এটা জানুয়ারীতেই এই সব লেনদেন হয়। এই আর্থিক বছর এই আর্থিক লেনদেন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে একটা ভয়ানক আর্থিক সংকট দেখা যাবে। কাজেই যে ভাবেই হউক এই বছরের শেষের লাগাতর ধর্মঘট এটা বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা জানি, ফিনান্স কমিশন থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা ছিল ১৯৭৩-৭৪-র জন্য কর্মচারীদের বর্ধিত ভাতা মঞ্জুর করার জন্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এই বর্ধিত ভাতাও দেওয়া হয়। প্রত্যেক স্টেটের জন্য টাকা মঞ্জুর ছিল। কিন্তু তিনি ২টা ইন্টারিম দিয়েছেন কিন্তু ফাইনেল সেই বছরের জন্য ভাতা সেখানে দেওয়ার ছিল সেই সম্পূর্ণ টাকা তিনি কত করে দিতে পারেন সেই সিদ্ধান্ত তিনি জানান নাই। উরা নাইনথ এপ্রিল থেকে বলেছে আমাদের ১৯৭৩-৭৪-এর বর্ধিত ভাতা তোমরা ঠিক করে দাও। নাইনথ এপ্রিলের পর উরা ডিকলেয়ার করেছে, আমরা লাগাতার ধর্মঘট করব। এই লাগাতর ধর্মঘটের হুমকার পরেও এপ্রিল থেকে মার্চ-এর মধ্যে এই ব্যাপারে একটা মিমাংসা তিনি করতে পারলেন না। বছরের শেষ সময়ে তারা লাগাতর ধর্মঘট করল--তারা সময়টা বেছে নিয়েছে এই জন্য যাতে সরকারকে ফাঁদে ফেলা যায়, গভর্ণমেন্টকে যাতে অচল করা যায়। আমরা বার বার বলেছিলাম যে লাগাতর ধর্মঘট যাতে এড়ান যায় তার ব্যবস্থা করুন। তিনি তা করলেন না, তিনি বললেন যে ২/৩ দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করা যাবে। আপনাদের কিছু করতে হবে না যা করতে হয় আমিই করব। আমি এমন সব ব্যবস্থা করছি যে তিন দিনের মধ্যে যাতে ধর্মঘট ভেংগে যায়, আমি সেই ব্যবস্থাই রাখছি। আমি আশা করছি ২/৩ দিনের মধ্যেই ধর্মঘটের ফয়সালা হয়ে যাবে। তিনি একক দায়িত্ব নিলেন, তার সি. এল. পি. তার নিজের দলের কোন লোককে ইনভলভমেন্টে তিনি নেননি ধর্মঘট ফেস করার ব্যাপারে। তাদের কোন পরামর্শই নিলেন না। আমরা কি দেখলাম? ১৯ তারিখ থেকে আরম্ভ হল লাগাতর ধর্মঘট। ২০, ২১ অচল হয়ে গেল সরকার। ২২, ২৩ অচল হয়ে গেল সরকার। ক্রমশঃ আরও কর্মচারী স্ট্রাইকের ব্যাপারে ইনভলভমেন্ট বাড়তে লাগল আমরা দেখলাম। উনি বলেছেন: আমার প্রশাসন চলেছে, বেশ বৃহত্তম সংখ্যক লোক অফিসে যোগদান করছে। আমরা তখন আগরতলা ছিলাম না। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। অফিসে হোটেল বসিয়ে ঘুমাবার ব্যবস্থা করে কোন প্রশাসন চলে না। যাদের দুই বেলা খাইয়ে এখানে রাত্রি যাপন করবার ব্যবস্থা করে কর্মচারীদের— যদি কোন লোক বলে যে আমার সরকার চলছে প্রশাসন চলছে সেটাকে প্রশাসন চলে বলে না। যারা ৩/৪ দিন অফিস-এ ঘুমাল, অফিসে দুইবেলা করে খেল তারাও অতিষ্ঠ হয়ে গেল। বলল আমার এবসেন্সে আমার বাড়ীতে হামলা হচ্ছে, আমি আর থাকতে পারব না, আমিও বাড়ীতে চলে যাচ্ছি। সমস্ত সহরের জেনারেল পাবলিক ইনভলভড হয়ে গেল এই লাগাতর ধর্মঘটে। তখন আমরা ষ্টেটমেন্ট করলাম, অনুরোধ করলাম এই সরকারকে, এই মর্যাদার লড়াই বাদ দিন। আপনি যে কথা বলেছিলেন—মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা মৌখিক বলেছিলাম, আপনি যে কথা বলেছিলেন সব শেষ করবেন; তিন দিনের মধ্যে শেষ করবেন বলেছিলেন, এখন অবস্থা ভয়াবহরূপ ধরেছে, এটা শেষ করুন। তিনি বললেন: না আমি শেষ করব না,

আমি এটা পলিটিক্যালী ফাইট করব। ফিরে এলাম এসে রিটেন ষ্ট্যাটমেণ্ট করলাম কাগজে যে এই সময়ে আর কিছু দিন যদি এই ষ্ট্রাইক চলে তাহলে সমস্ত গভার্ণমেণ্ট প্যারালাইজ হয়ে যাবে। পিপলস্ না খেয়ে মরবে সমস্ত জায়গায়। খরার একটা ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। আমরা উভয় পক্ষকে বললাম যে আপনারা মর্য্যাদার প্রশ্ন ছেড়ে দিন এবং জনসাধারণের কথা চিন্তা করে আপনারা ষ্ট্রাইক অফ করুন। একটা পলিটিকেল দৃষ্টি ভংগী থেকে না দেখে, রাজনৈতিক দৃষ্টি ভংগী থেকে না দেখে, কর্মচারীদের একটা অর্থ নৈতিক দাবী হিসাবে দেখে, মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করলাম যে আপনি একটা কিছু তাদের জন্য করুন, তাদের ভাতাটা অন্ততঃ বাড়িয়ে দিন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অনুরোধ অনুসারে ভাতা বাড়িয়ে দিলেন। এর পর আরেকটা ষ্ট্যাটমেণ্ট কর্মচারীদের কাছে দিয়ে আমরা বললাম যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অনুরোধে এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন এবং আপনারা এক ধাপ এগিয়ে এসেছেন এবং আপনারা এক ধাপ এগিয়ে এসে ধর্মঘট ভাংগুন এবং আপনাদের আর যে সমস্ত প্রাপ্য সেইটা ধর্মঘট ভাংগার পরে যাতে সুফলাফল হতে পারে তার জন্য আমরা আমাদের প্রভাব আমাদের গভার্ণমেণ্টের উপর বিস্তার করবো। আমাদের কথা উনারা মানলেন। ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু আজকে আমাদেরকে কিভাবে প্রতীয়মান করা হচ্ছে জনসমক্ষে? আমরা বাজেট পাশ হতে দেইনি আমরা সি. পি. এমের সংগে মিশে লাগাতার ধর্মঘটকে উস্কানী দিয়েছি। আমরা কি উস্কানী দিয়েছি? না, ধর্মঘট যা তিনি বাড়তে দিয়েছেন, নিজে যেটা শেষ করতে পারলেন না, সেইটা আমরা শেষ করে দিয়েছি? আর যে ৯ লক্ষ টাকার কথা আমি বলেছিলাম, শুধু প্রশাসন অচল হয়ে যাওয়ার জন্য খরচ হয়নি তা নয়। আমরা দেখেছি যে এই ৯ লক্ষ টাকা ওখানে আমাদের এই হাউসে আমাদের দলের এক মাননীয় সদস্য বলেছেন, এই ৯ লক্ষ টাকা দিয়ে কোন টেষ্ট রিলিফের ওয়াক হয়নি সারা মাচ মাসে কিন্তু ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে কোথায়? ব্যয় হয়েছে লাগাতারে। এই যে কর্মচারীদেরকে খাওয়ানো হয়েছে অফিসে, এই যে ভলণ্টিয়ার লাগানো হয়েছে যে যারা কর্মচারীদেরকে আসতে দিবে না সেই সমস্ত ভলণ্টিয়ার তাদেরকে রুখবে। সেই জন্য সেই সমস্ত ভলণ্টিয়ারকে টাকা দেওয়া হয়েছে, খাওয়ানো হয়েছে এই টেষ্ট রিলিফের ফাণ্ড থেকে। এইটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। যে টাকা দুর্গত মানুষের জন্য সে টাকা ষ্ট্রাইক ভাংগানোর জন্য খরচ হতে পারে না, সেই টাকা দিয়ে কতকগুলি ভলণ্টিয়ার নিযুক্ত করা যায় না, যারা ষ্ট্রাইক বাঁধা দেবে, পলিটিকেলী ইউটিলাইজ হবে, সেই টাকা দিয়ে কর্মচারীদেরকে প্রশাসন চালু রাখার জন্য অফিসে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। এই ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠ তদন্ত হওয়ার দরকার এবং তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখবো। আর এই বাজেট সেশনকে অবলম্বন করে একটার পর একটা যে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ চলছে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেএকটার-পর একটা ষ্টেপ সরকার তরফ থেকে নেওয়া হয়েছে তাতে আজকে পার্টি হিসাবে আমাদের ইমেজ আমাদের পজিশন একেবারে ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে। আজকে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের সামনে একটা কলংকিত দল এবং কলংকিত দলীয় সরকার হিসাবে আমরা রূপান্তরিত হয়েছি। যেখানে রেড্ডি, মহামান্য ইন্দিরা গান্ধী যেখানে বলেছেন যে মিসা রাজনৈতিক

কারণে প্রয়োগ হবে না সেখানে মিসা প্রযুক্ত হলো শুধু এদের মুখ বন্ধ রাখার জন্য। এই কথা আমরা শুনেছি, কাগজে দেখেছি যে আমরা এক যোগ হয়ে ওদের সাথে সরকারকে পতন ঘটাবো তার জন্য তাদেরকে এরেষ্ট করা হয়েছে। কৈ মুখ্যমন্ত্রী তো বলেন নি, কোন উত্তর তো জনসাধারণকে দেন নি যার ফলে জনসাধারণের এই ধারণা হয়েছে যে কংগ্রেসের লোক কম্যুনিষ্ট লোকের সঙ্গে মিলে সরকারের পতন ঘটাবে। সব কাগজে এই জাতীয় খবর বেরিয়েছে। এবং যেভাবে তিনি এরেষ্ট করেছেন তাতে খবরের কাগজের এই ধারণাই হয়েছে। পিপলের কাছে তারা এই খবর পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে কি কারণে বাজেট সেসানের এক দিন আগে তাদেরকে এরেষ্ট করা হলো। একটা ষ্টেটমেন্টও দিলেন না, জনসাধারণকে কিছু বললেন না যে এই কারণে আমি বিরোধী দলের সদস্যদেরকে এরেষ্ট করেছি। এত বড় একটা রাজনৈতিক ঘটনা, এতবড় একটা রাজনৈতিক ষ্টেপ তিনি নিলেন, গভর্ণমেন্ট ষ্টেপ নিলেন অথচ তিনি কিছু বললেন না এবং যা তা কথা চার দিক ছড়িয়ে দিলেন এবং সেইটা তিনি বলছেন আজকে। এবং আজকে যেটা তিনি বলেছেন যে প্রশাসন অচল করে দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য আমি এরেষ্ট করেছি। এইটা অচল কথা। যখন তিনি লাগাতরের সময়ে এরেষ্ট করে ছিলেন তখন এইটা সত্য হইতে পারতো যে লাগাতর ধর্মঘটের পেছনে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল, তারা সরকারকে অচল করে দিয়েছে সেইজন্য আমি তো তাদেরকে এরেষ্ট করলাম কিন্তু আজকে তো কোন ষ্ট্রাইক নাই, কোথায় আজকে সরকার অচল হয়ে গেছে বা কম্যুনিষ্ট পার্টি কোথায় আজকে সরকারকে অচল করে দিয়েছে যার ফলে তিনি এই ষ্টেটমেণ্ট করেছেন। কাজেই যে খবর বেরিয়েছে যেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন এবং আজকে তিনি বলেছেন যে পলিটিকেলী মোটীভেটেড হয়ে আমি তাদেরকে এরেষ্ট করিনি। এই কথা বললেও আজকে তার অ্যাকশনে তিনি তার দলকে হেয় করেছেন, সরকারকে হেয় করেছেন। আমি এখন বাজেট ডিসকাশনে আসি। যে বাজেট আমাদের অর্থমন্ত্রী এইখানে পেশ করেছেন আমি এই কথাই বলছি যে এই বাজেট গতানুগতিক এবং এর মধ্যে জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের যে মৌলিক নীতি এই বাজেটে সেই নীতি রক্ষিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এই বাজেট জনকল্যাণমূলক বাজেট নয়। কারণ বাজেট আগাগোড়া যদি আমরা পড়ে থাকি তাহলে আমরা দেখবো যে কয়েকটা ব্যাপারে যে আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তা অনেকটা সন্তোষজনক হলেও মোটা-মোটিভাবে অ্যাজ এ হোল যদি আমরা দেখি তাহলে এইটা জনকল্যাণমূলক বাজেট হিসাবে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। বাজেটের এক বিরাট সিংহভাগ আমরা দেখেছি শুধু অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনেন্ট টপ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের একটা এ্যাষ্টাব্লিশমেন্টকে রক্ষা করার জন্য চলে গেছে। বাজেটের মৌলিক নীতি হলো ক্রমবর্দ্ধমান নীতি এবং তার স্থায়িত্ব এইটা উনারা এইখানে উল্লেখ করেছেন। এইটা ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধি কার? শুধু কি এইটা একটা সেকশানের ক্রম-বর্দ্ধমান সমৃদ্ধি হবে? আর সারা জনসাধারণ পড়ে থাকবে দূরে? এই ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব রক্ষিত হয়েছে কার? আমলাতন্ত্র। আমরা দেখেছি শুধু এ্যাষ্টাব্লিশমেন্ট যে এ্যাষ্টাব্লিশ-মেন্টের মাথা ভারি একটা গরীব ষ্ট্যাটের পক্ষে, যে ষ্ট্যাটের লোক সংখ্যা ১৬ লক্ষ তার জন্য যে পরিমাণ কর্ম্মচারী এখানে রাখা হয়েছে তার অর্দ্ধেক কর্মচারী দিয়ে উপর দিকে তার প্রসাশন চলে কারণ এই প্রসাশন আমরা চলতে দেখেছি ষ্ট্যাটহোড হওয়ার আগে। এই প্রসাশন চলেছে।

ষ্টাটহোড হওয়ার পর আমরা যে পরিমাণ উপরের লেভেলে ষ্টাফ বাড়িয়েছি, অফিসার বাড়িয়েছি তাতে কি আমাদের গতি বেড়েছে ? কাজের গতি বেড়েছে ? না কি আমাদের কোন উন্নতিমূলক কাজের প্রোগ্রাম ভালভাবে চলেছে ? তাতো নয়। এই বাজেটের সিংহভাগ চলে গেছে শুধু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের এ্যাকসপেণ্ডিচার। আর যে অল্প পরিমাণ টাকা তা শুধু রয়েছে জনসাধারণের জন্য। তাই আমি বলেছি এইটা জনকল্যাণমূলক বাজেট নয়। বাজেটে কতগুলি মৌলিক সমস্যার উপর জোর দেওয়া হলো বড় কথা। ত্রিপুরা রাজ্য হলো কৃষি প্রধান দেশ। এবং চারিদিকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটা ষ্ট্যাট। যেখানে সরকারী চাকুরী ছাড়া কর্মসংস্থানের আর কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে মৌলিক বিষয় হলো কৃষি ও শিল্প। এই দুটো আমরা দেখেছি বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে, কৃষিতে রাখা হয়েছে সাড়ে ৫৮ লক্ষ টাকা। ১২ কোটী ৮ লক্ষ টাকার বাজেট। এই কৃষি প্রধান ত্রিপুরা রাজ্যে তার মধ্যে আমাদের ৫৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এই বছরের জন্য। আর ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য রাখা হয়েছে ভাল কিন্তু যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রির কথা আমরা গত তিন চার বৎসর যাবৎ বলে এসেছি যে কাগজের কল, পাট কল কিন্তু তার গতি অত্যন্ত মন্থর। বেকারদেরকে আমরা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা পাটের কল, কাগজের কলের উদ্যোগ নিয়েছি কোন বেকার ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে না, সমস্যার সমাধান করবো। কিন্তু এগুলির অগ্রগতির খুবই নৈরাশ্যজনক। ত্রিপুরা রাজ্যে যে সম্ভাবনা ছিল সেই সম্ভাবনাময় কুটির শিল্প, কটেজ, ইত্যাদি যেটা আমরা সেকেণ্ড প্ল্যানে কিছুটা নিয়েছিলাম পরে সেইটাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার কোন উদ্যোগ এখানে নেই। ত্রিপুরার আদিবাসী অঞ্চলে তাদের যে হোম ইণ্ডাষ্ট্রি আমি অনেক জায়গায় দেখেছি যে ত্রিপুরীরা তাদের কাপড়ের জন্য কখনো তারা মুখাপেক্ষী ছিল না। তাদের পরনের কাপড় তারা নিজেরাই তৈরী করতে পারতো কিন্তু সেই যে হোম ইণ্ডাষ্ট্রি, আজকে তারা তুলো পায় না, তুলোর চাষ এখানে হয় না। শুধু যদি আমরা সুতো তাদেরকে সাপ্লাই দিতে পারতাম তাহলে তাদের এই তাঁত শিল্প যেটা তাদের হোম ইণ্ডাষ্ট্রী ছিল সেই তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যেত।

এবং সেই তাঁতের মারফতে সেটাকে কিছুটা ডেভেলাপ করা যেত। আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় একটা এ্যাডভানস ষ্টেজে সেখানে তাঁত শিল্পের প্রোডাকশন কাম ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়েছিল কারণ ট্রাইবেল এলাকাতে তাদের যে হোম ইণ্ডাষ্ট্রি আছে সেটাকে বড় করা যায় এবং সেখানে তারা যাতে আরও অন্যান্য জিনিষ যেমন গামছা, মশারী, তোয়ালে ও বিছানার চাদর ইত্যাদি তারা যাতে তৈরী করতে পারে। সেই সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রী যদি তৈরী করা যেত তাতে তাদের যেমন কর্মসংস্থান হোত এবং নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণতাও আসতো। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে কুটির শিল্পকে বা কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীকে টোটাল বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপর আমাদের বাংলাদেশের সঙ্গে যে চুক্তি করেছি, আমাদের যে ফরেষ্ট প্রোডাকট আছে, বাঁশ শিল্প অর্থাত বাঁশের যে সমস্ত জিনিষ তৈরী হয়, এক ধাড়ী বেঁচে পাহাড়ীয়ারা প্রচুর টাকা আয় করতে পারে এবং ধাড়ীর চাহিদা বাংলাদেশে অপর্য্যাপ্ত। বাংলাদেশের সঙ্গে যদি সরকার এই সমস্ত শিল্প বাণিজ্যের ব্যবস্থাগুলো যদি করতেন তাহলে আমাদের পাহাড়ের ট্রাইবেল শিল্পিদের অনেক অর্থ নৈতিক সুরাহা হোত কিন্তু আমাদের বাজেটে সেই সমস্ত শিল্পকে বাঁচাবার জন্য যেমন কোন

বরাদ্দ নেই এবং সেই বাণিজ্য লেনদেনের জন্যও আমাদের সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। আর একটা জিনিষ আমি দেখেছি যে অনগ্রসর বা ক্ষুদ্র আয় সম্পন্ন লোকদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে সেটা অতি নগণ্য। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বৃহৎ সমস্যা, একটা বিরাট গোষ্ঠি একেবারে সমাজের নিচের তলায়, নিচু অর্থ নৈতিক অবস্থায় বসবাস করছে, যারা সারা বছর একবার খেতে পায় না তারা হোল কলোনীর রিফিউজি। ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারাল লেবারারদের যে কলোনী, এবং ট্রাইবেল এলাকায় জুমিয়ারা যে কলোনীতে বাস করে এদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ এবং এদেরকে আমরা দেখেছি যে প্রতি বছর ৫০ লক্ষ, ৬০ লক্ষ, ৭০ লক্ষ বা ৮০ লক্ষ টাকা ওদের টেষ্ট রিলিফের কাজে দিতে হয়। কাজ দিতে হয় কেন? কারণ ওদের কোন-জমি নেই, ওদের কোন কাজ নেই। কর্মসংস্থানের জন্য ওদের টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে ওদের বাঁচিয়ে রাখা হয়। ওরা শুধু টিলার মধ্যে একটা বাড়ী করে আছে। শুধু বাড়ীটা আছে, আর আছে লাঙ্গল। যার কিছু জায়গা আছে টিলার উপর তার হয়তো আছে লাঙ্গল আর যার কিছু জায়গা নেই তার হয়তো আছে দা বা কুড়োল। সে হয় লাকড়ি কাটবে না হয় দিন মুজুরী করবে এই রকম লোকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। আর কিছু জুমিয়া বাঙ্গালী কৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক বা উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা কলোনীতে বাস করছে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই। কিন্তু তাদেরকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিয়ে তাদের সমস্যার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা তার জন্য কোন উদ্যোগ নেই এবং তার জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমার মনে হয়, তার এক আনা বা দুআনা অংশের কাজ করাও এই টাকায় সম্ভব হবে না। আমার বক্তব্য হোল এই সেকশান পিপিল এর জন্য আরও অধিকতর নজর দেওয়া এই সরকারের উচিত ছিল এবং বাজেট বরাদ্দে সেটার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আজকে ওদের ব্যবস্থা হয় না কেন। আমরা শুধু বাজেট পাশই করে যাই- শুধু আইন করলেই হয় না। একটি সমাজতন্ত্র সরকার বলে নিজেদের দাবী করি, একটা সমাজবাদ দল হিসাবে যদি নিজেদের দাবী করি কতকগুলি আইন পাশ করলেই হবে না, আমরা সিলিং করে দিয়েছি যে ১০ একরের বেশী জমি কেউ রাখতে পারবে না এবং ১০ একরের বেশী জমি রাখলে সেই জমি আমরা আইনত আমাদের আয়ত্তে আনতে পারবো। সে আইন পর্যন্ত আমরা করেছি। ১৯৬০ সালে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট পাশ হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সিলিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে? ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ আজ ১৫ বছর কিন্তু নিউট্রেশান ক্রাই শেষ হয় নি। বর্গাসত্ব, রায়তি সত্ব যারা পাবে তাদের নাম জারি হয় নি যার ফলে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে না। যার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ ঘাটতি বাজেট। অথচ নিজেদের ঘাটতি পূরণের জন্য যে করের ব্যবস্থা করবো তারও ব্যবস্থা নেই। এরজন্য খাজনা আদায় হচ্ছে না। আজ ১৫ বছর হোল এই উদবৃত্ত জমি আমরা নিজেদের হাতে আনতে পারলাম না। যদি আনতে পারতাম তাহলে এই ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্টদের আমরা ভূমিতে পুনর্বাসন দিতে পারতাম। যদি আনতে পারতাম এই অতিরিক্ত জমি এবং এমনও অনেক রয়েছে যেমন আমার জোতের বন্দোবস্ত ৫ কানি তার পাশের ১০ কানি খাসের জায়গা, আমি দখল করে আছি, আমি একজন জোতদার আমার তিন কোন জমি আছে তার পার্শ্ববর্তী খাস জমি আরও তিন দ্রোণ দখল করে আছি। সেটেলমেন্ট রেকর্ডেএ তার হয়তো বে-আইনি দখল লেখা আছে. কিন্তু সেই জমি যে আন অথোরাইজড পজেশানে জোতদারের আয়ত্বে আছে তা আজ পর্য্যন্ত আমরা ফিরিয়ে আনিনি, বা ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করিনি। আজ ১৫ বছর হয়ে গেছে ল্যাণ্ড

রিফরমস এ্যাক্ট পাশ হয়েছে। তাহলে এটা কিসের সরকার এই সরকার অনিচ্ছুক। আইন করেছে এসেম্বলির মেম্বাররা, সরকার কার্য্যে পরিণত করবে, ইমপ্লিমেন্ট করবে। উদবৃত্ত জমি হাতে আনবে, এটা সরকারের দায়িত্ব। আন অথোরাইজড পজেশানে যেটা রয়েছে খাস জমিতে সেটা সরকার সরকারের পজেশানে আনবে, ল্যাণ্ডলেসদের সেখানে পুনর্বাসন দেবে। বছরের পর বছর ওরা লাকড়ি বেচে খাবে ? তারা কৃষি কাজ জানে। হাজার হাজার এরকম ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্ট এসেছে বাংলাদেশ থেকে যাদের আজকে শুধু লাকড়ি বিক্রি করাই জীবিকা। বাংলাদেশে যারা কৃষি করে খেত তারা আজ লাকড়ি বিক্রি করে খায়। যারা চাষাবাস করতো তারা আজ দা দিয়ে ঘর ছানি দিয়ে খায়। যারা চাষাবাস করতো, যার ঘরে অন্যে ছাউনি দিতো তাদের অবস্থা আজকে এই। অথচ তাদের আমরা পুনর্বাসন দিতে পারতাম জমিতে। সেই উদবৃত্ত জমি বা সিলিং এর উপরে যে জমি আছে যদি সেই জমি আমরা আনতে পারতাম, আনঅথোরাইজড পজেশানে জোতদারদের আয়ত্তে যেসব জমি রয়েছে যারা কৃষি করে না বা কৃষির উপর অতিরিক্ত জমির পরিমান থাকা সত্বেও, যারা অধিক জমি দখল করে আছে সেসমস্ত জমি ফিরিয়ে এনে যতক্ষন পর্যান্ত না আমরা তাদের পুনর্বাসন দিতে পারি ততক্ষন পর্যান্ত কোন ইমপ্লিমেন্টেশান (সমাধান) নেই। সে রকম কোন প্রোগ্রামই নেই যার জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দও নেই। কি করে হবে মৌলিক সমস্যার সমাধান। কাজেই আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নেই, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো যে এই যে মৌলিক সমস্যাগুলি যে সেকশানটা সবচাইতে নিচে পড়ে আছে, উইকার সেকশান অব দা পিপল, ওদের জন্য প্রোগ্রাম এর কোন ব্যবস্থা নেই। প্রোগ্রাম না থাকুক আগামী বছর আমরা যেটা করতে পারবো, প্রাইমারী যে ব্যবস্থা করা দরকার, এখানে যারা সবাই চাষী তাদের জমিতে পুনর্বাসন দেব। আমি অনুরোধ করছি সিলিংএ আনঅথোরাইজড পজেশানে যে জমি আছে সেই জমি সরকার হাতে নিতে আসুন, আইনত সেই ব্যবস্থাও রয়েছে, এনে আগামী বাজেটে অন্তত তাদের জন্য ভাল আর্থিক ব্যবস্থা রেখে এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন, তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা এই সমস্ত আনপ্রোডাকটিভ টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কে বরাদ্দ রাখতে হবে না। আমি দেখেছি এই সমস্ত মৌলিক কোন চিন্তা বা কোন ব্যবস্থা ই নেই। আজকে প্রচণ্ড খরা চলছে, খরার ভয়াবহ অবস্থা চলেছে। আমি জানি এখন একজন দলীয় সদস্য বলেছেন ছামনু একটা ব্লকের এরিয়াতে ১৬ জন লোক মরেছে। যেহেতু তিনি দলীয় সদস্য নিশ্চিয় তিনি সুপার-ভিশান করেছেন। বিরোধী দল যেভাবে বলে সে ভাবে নয়। কাজেই একটা ব্লকে যদি ১৬ জন মরতে পারে সেখানে আরও কতলোক মরার অপেক্ষায় আছে সেটা অনুধাবন করা যায়, কতলোক অনাহারে আছে সেটাও অনুধাবন করা যায়। আজ ত্রিপুরায় এ্যাজ এ হোল কত লোক মরতে পারে, কতলোক মৃত্যুমুখে দাড়িয়ে আছে সেটা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে ত্রাণ ব্যবস্থা কতটুকু হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন টাকা নেই, ত্রাণ করতে পারছেন না কিন্তু যে টাকা দেওয়া হয়েছে, ৩৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন, ৩৩ লক্ষ টাকা এক সপ্তাহে খরচ করা যায়, কিন্তু তারা খরচ করতে চাইছেন না, তারা ভয়াবহটা অনুধাবন করতে পারছেন না। যারা টাকা মঞ্জুর করেন, এখানে পাশেই দেখেন, হাই অফিসিয়াল তো মিনিষ্টার। তারা জানেন না, তারা লোকালিটিতে যান না, সেই দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে, কোন দিন যান না তাদের জীবন যাত্রা

সম্বন্ধে পরিচিত নন। তারা গওহাটা যাননি রাইমাশর্মা যার নি গেলেও হয়তো গিয়েছেন রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী চলে। কিন্তু তাদের অঞ্চলের পাড়ায় গিয়ে তাদের নিজেদের অর্থ নৈতিক অবস্থা দেখেন নি, যদি দেখতেন তাহলে তারা নিজেরাই তাদের অবস্থাকে ভালো করার ব্যবস্থা করতেন এবং আর্থিক বরাদ্দ আরও বাড়াতেন। মানুষ বাঁচবে না, পরিকল্পনা ব্যহত হবে, আমি শুনেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখানে যে টাকা মঞ্জুর হয়েছে এই টাকার ওয়ান ফোর্থ মূল বাজেট থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়ান ফোর্থ মানে ৩ কোটি সাড়ে তিন কোটী টাকা। সেই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, সেটা বিভিন্ন হেডের টাকা। কিন্তু কোন কাজ তো আরম্ভ হয়নি। ত্রানের কাজটা আসল, সেটাতেই এখানে টাকা খরচ করেন না, বাজেট পাশ হলে পরেই সেটাকে পূরণ করা হবে। কিন্তু এই ৩১ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, এই ৩৩ লক্ষ টাকা তিন দিনের ব্যাপার। তিন দিনে খরচ হওয়ার প্রয়োজন, এই টাকা তিন দিনে ব্যয় হওয়া উচিত ছিল কারণ তারা যদি অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারতেন তাহলে সেভাবেই তারা ব্যবস্থা করতেন। তারা অবস্থার গুরুত্ব বোঝেন নি। এর পেছনে একটা গভীর রাজনীতি ছিল, জনসাধারণের কাছে বুঝতে দেওয়া যে আমরা ইচ্ছা করে বাজেট পাশ করছি না, এবং সেই জন্য টাকা দিতে পারছেন না। টাকা কমিয়ে কমিয়ে একটা চাপ সৃষ্টি চলছে, এ আমরা বুঝি। টাকা নেই তা নয়, টাকাও আছে। ফেব্রুয়ারী মাসে ৯ লক্ষ টাকা খরচ হোল, কিন্তু মার্চ মাসে এক পয়সাও নয়।

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjouned till 2-30 P. M. Member speaking will have the floor.

(আফটার রিসেস)

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবারের বাজেট বরাদ্দ অনুমোদন করার আগে প্রসঙ্গত বিগত বৎসরের যে এই হাউসে বরাদ্দ করা হয়েছিল তার ফল কি হয়েছে এটাও প্রসঙ্গত আমাদের আলোচ্য বিষয়। গত বছর যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার অনেক টাকা ব্যয় হয় নি যেটা ব্যাংকের লেজার অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। আমরা দেখেছি হাফএ মিলিয়ন জবে কিছু টাকা অপব্যয় হয়েছিল, মিনিমাম নীড বেসিসে ভিলেজ রোডগুলির কাজ যেগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হয় নি। বিভিন্ন সাব-ডিভিশন্যাল টাউনে ওয়াটার সাপ্লা ই এর জন্য যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ ছিল সেগুলির কাজ হয় নি। এটা আমাদের সরকারের পক্ষে খুব কৃতিত্বের পরিচয় নয় এবং আমরা আশা করব আমরা যে বাজেট বরাদ্দ এই হাউস করবে সেই টাকা যাতে এই বৎসরেই ব্যয় হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমরা সরকারকে অনুরোধও করব। আর এই প্রসঙ্গে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। আমাদের উন্নয়ন-মূলক কাজ গত বাজেট বছরে যা হয়েছে আমরা সেটা লক্ষ্য করেছি, কি কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কি চাকরীর ব্যাপারে, কি বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কে একটা আঞ্চলিক বৈষম্য আমরা লক্ষ্য করেছি। কোন কোন এলাকায় বেশ নজর দেওয়া হয়েছে কাজের অন্য ডেভেলাপমেন্ট ব্যাপারে, আবার কোন কোন এলাকায় একেবারেই বঞ্চিত রাখা হয়েছে। কর্ম্মসংস্থানের ব্যাপারেও ঠিক তাই। কোন কোন এলাকার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যেন এরা

ফার্ষ্ট ক্লাস সিটিজেন্স অব দি ষ্টেট, আর কোন কোন এলাকায় কোন নজরই নাই। এর পেছনে কিছুটা আছে পলিটিক্স, কিছুটা আছে আনুগত্য অনানুগত্যের টানা হেঁচড়া। অন্তত আমরা আশা করব সরকার যারা পরিচালনা করছেন তারা সমদৃষ্টিতে সব অঞ্চলকে দেখবেন, বিশেষ করে আমাদের পার্টির যিনি নেতা তার কাছে, কারণ প্রতিটি মেম্বারের ভোটে তিনি নেতৃত্বে এসেছেন, সেজন্য প্রতিটি মেম্বারের অঞ্চলের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই নিয়ে তার প্রতি একটা চরম ক্ষোভ আমাদের রয়েছে তাঁর আঞ্চলিক বৈষম্যের জন্য। এটা আশা করব বাজেট যেটা আসছে সেই বাজেটে সমদৃষ্টি এবং সমতা রক্ষা করবেন। আমরা এখানে জানি আমাদের কতিপয় মন্ত্রী যেটা আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেও ছিলাম আমাদের সি, এল, পি, মিটিংে যে তিনি তার ডিপার্টমেন্টকে চারটা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আমি একটা উদাহরণ দিই, যেমন টি, আর, টি, সি.তে আমার সাবডিভিশনের একটা লোকও চাকরী পায় নাই। অথচ ইট ইজ এন অল ত্রিপুরা অরগেনাইজেশান। আমার সাবডিভিশনের ৮০ জনের একটা ইন্টারভিউ হয়েছিল। সেই ৮০ জন আগরতলার ছেলে। খোয়াই এর অ্যাড্রেস দিয়ে খোয়াই থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে এল। খোয়াই এর ছেলেরা আপত্তি দিল যে আগরতলার ছেলেরা খোয়াই এর অ্যাড্রেস দিয়ে খোয়াই এর লোক বলে ইন্টারভিউ দিল, এদের নিতে পারবেন না। তারপর ব্যবস্থা হল খোয়াইর।

ছেলেদের জন্য আগরতলাতে ইন্টারভিউ, আর খোয়াইতে ইন্টারভিউ হবে না। অথচ প্রত্যেক সাবডিভিশনে সেখানকার ছেলেদের জন্য সেখানে ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যখন ওরা বাধা দিল তখন তারা বললেন যে আমরা খোয়াই যাব না, আগরতলাতে তারা ইন্টারভিউ দিল। ৮২ জন ছেলে ইন্টারভিউ দিল আগরতলাতে গত সেপ্টেম্বরে। কিন্তু স্যার, একটা ছেলেরও আজ পর্য্যন্ত চাকরী হল না টি. আর. টি. সি.তে। কি পরিমাণ প্রাজ এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তাদের এখানে এনে ইন্টারভিউ নেওয়া হল অথচ চাকরী হল না। আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের একটিমাত্র উদাহরণ এখানে দিলাম। আর একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। সরকার এই বাজেটে একটা জিনিষের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন যেটার উপর আগামী দিনে আমাদের যে মৌলিক সমস্যা, কৃষি এবং শিল্প নির্ভর করে সেটা হল ইলেকট্রিক সাপ্লাই। সেটার উপর এই বাজেটে মোটামোটি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেটাতে আমি আনন্দিত। কারণ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই যদি এনস্যুরড সাপ্লাই না থাকে তাহলে আমাদের ইরিগেশান প্রভৃতির ভাল ব্যবস্থা হবে না। উন্নয়ন বলতে ইরিগেশাই হল মূল এবং শুধু ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে স্থায়ী এবং এনস্যুরড এবং গ্যারান্টিড সেচ ব্যবস্থা হতে পারে না এবং সেটা ব্যয় সাপেক্ষ এবং পাওয়ার দিয়ে এনস্যুরড ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইর উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে, আর্থিক বরাদ্দ বেশী রাখা হয়েছে সেই দিক দিয়ে আমি খুশী। তবে একটা জিনিষ আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে এবং যেটা আমার অভিজ্ঞতা আছে সেটা হল ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট সেটা পি. ডাবলিউ. ডি.র আণ্ডারে আছে এটাকে একটা সেপারেট ডিপার্টমেন্ট করা উচিত। আমি দেখেছি ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টের ব্যয় বরাদ্দের জন্য যে কমিটি রয়েছে, ইলেকট্রিকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা নেই তাদের উপর দায়িত্ব থাকে আর্থিক ব্যয় বরাদ্দের

জন্য। সেটা কতটা লোকের দরকার হয়, কতটা মেশিনারীর দরকার হয়, সেটা ট্যাকনিকেল নলেজ যদি না থাকে তাহলে সেই ব্যাপারে অসুবিধা হয়, যতটা প্রয়োজন ইলেকট্রিসিটি সম্প্রসারণের জন্য সেই বাজেট যে প্লেস হবে, সেই টাকা দিয়ে কি করা যায়, সেই টাকাটা কি ভাবে খরচ হবে সেই দায়িত্ব তাদেরই উপর থাকা উচিত যাদের ট্যাকনিক্যাল নলেজ আছে। কিন্তু দেখা যায় এই ডিপার্টমেন্টটা এদের কাজ সম্প্রসারণ করতে পারে না যেহেতু এদের উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছে নন্-টেকনিক্যাল, অর্থাৎ যাদের এই জিনিষটা সম্বন্ধে কোন টেকনিক্যাল নলেজ নাই সেরকম লোক। কাজেই আমি বলতে চাই একটা বিদ্যুৎ পর্ষদ সৃষ্টি করে এই ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টটাকে আলাদা করার যদি ব্যবস্থা করে তাহলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এখানে আর একটা কথা আমি বলতে চাই, আমরা বিগত খরায় এবং ফ্লাডে প্রকিউরমেন্টের সময় আমাদের এখানকার বিভিন্ন জায়গার অফিসাররা ভাল কাজ করেছেন। আমরা দেখছি এদের একটা জেনারেল এপ্রিসিয়েশান অর্থাৎ মন্ত্রী তাঁর এই বাজেট বক্তৃতায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে কারণে কর্মচারী মহলে একটা বিরাট অসন্তোষ, যারা এই সরকারের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে, যারা সরকারের বিভিন্ন কাজ নিষ্ঠার সংগে করে ওরা উপযুক্ত এপ্রিসিয়েশান সেই প্রমোশনের বেলায় হউক আর অন্য কোন ক্ষেত্রেই হোক পায় না। যার জন্য এই নিয়ে আজকে তাদের মধ্যে একটা অসন্তোষ বিদ্যমান। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, উনি জানেন কোন কোন কর্মচারী আমাদের প্রকিউরমেন্টের সময় ভাল কাজ করেছে, আর কোন কোন সাব-ডিভিশনে কোন কোন কর্মচারী খরা মোকাবিলা কিংবা ফ্লাড মোকাবিলায় ভাল কাজ করেছেন, আর তাদের কাজের জন্য তিনি যদি তাদেরকে এ্যাপ্রিসিয়েশান না দেন, তাহলে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কাজ করার যে উৎসাহ বা স্পৃহা আছে, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা লক্ষ্য করছি যে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর বাজেট বিবৃতিতে কর্মচারীদের সম্পর্কে একটা এপ্রিসিয়েশান রেখেছেন, কাজেই সেই অনুসারে তাদের জন্য কনক্রিট কিছু করুন, এই অনুরোধ আমি উনার কাছে রাখছি। আর সর্বশেষ আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি, আজকে যে একটা ভয়াবহ খরা অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চলছে এবং এই খরার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে, সেই অবস্থায় রাজনৈতিক কোন অস্থিরতা বা উত্তেজনামূলক অথবা উস্কানীমূলক কোন পরিবেশের সৃষ্টি যাতে না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব তার অনেকখানি। আজকে এমন কতকগুলি কাজ হয়ে গিয়েছে যার ফলে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও কিছু রাজনৈতিক পেট্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এই রকম একটা অবস্থায় বিরোধী দলের যারা জেলে রয়েছে আমি অনুরোধ করব অন্তত: এই খরা মোকাবিলা করার জন্য, তাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হউক যাতে সরকার যে ত্রাণ ব্যবস্থা নিয়েছে, সেই ত্রাণ ব্যবস্থা রূপায়িত করবার ব্যাপারে তারা যেন অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং এই দিক বিবেচনা করে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হউক। এই বলে শেষ অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমুনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে অনেক বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের সেই বক্তব্যের মধ্যে

অনেক আশা নিরাশার কথাও আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুনেছি এই হাউসের মাননীয় কোন কোন সদস্ত কৃষি বিভাগ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে আমার কৃষি বিভাগ কিছু করতে পারেন নাই, এই রকম শব্দ আমি শুনেছি। আমি এর পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাই বলতে চাই যে কৃষি বিভাগ আজকে সাধারণ মানুষের জন্য যা করেছে, সেটা যদিও প্রচুর পরিমাণে করা হয় নি, তবে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নাই। আমি আমাদের সেচ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বলছি যতটুকু করার দরকার সেটা করতে পারি নাই, কিন্তু যতটুকু সম্ভব সেটুকু করতে কার্পণ্য করা হয় নাই, আমাদের যতটুকু সঙ্গতি আছে, তার মধ্যে করবার চেষ্টা করেছি। আমার যেটা আনুমাণিক ধারনা, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি রাজ্য যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ছাড়া অন্ততঃ জলসেচের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা কাজ সমর্থ হয়েছে, অবশ্য এটা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী কিছু নয় (হাসির রোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার হিসাবটা ঠিক আমি দিতে পারছি না, তবে আমি এই কথাটা বলতে চাই, এটা কোন হাসবার কথা নয়, তাই আমি মাননীয় সদস্যদিগকে শুনতে অনুরোধ করছি। আমাদের ৫ লক্ষ একর জমির মধ্যে প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে সীজন্যাল বাঁধ, ওভার ফ্লো এবং পাম্প সেট ইত্যাদি দিয়ে জল সেচ করার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তাই বলছিলাম যে ভারতবর্ষের মাত্র দুইটি রাজ্য ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমরা ত্রিপুরাতে জলসেচের ব্যবস্থা বেশী পরিমাণে করতে পেরেছি, এটা আমার অনুমান। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব যে আমার কথায় যদি উনাদের বিশ্বাস না হয়, তাহলে উনারা ষ্টেটিষ্টিক্‌স নিয়ে দেখতে পারেন, আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করতে কোন রকম কার্পণ্য করি নাই। আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের চাইতে আমরা বেশী করতে পেরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, উনারা সমস্ত রাজ্যের সংগে যোগাযোগ রেখে, এই কথা বলেন কি না? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯৭৪-৭৫ সালে যেখানে আমাদের মোট ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাউলের দরকার, সেখানে আমরা ত্রিপুরাতে মোট ৩ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন চাউল উৎপাদন করেছি। অবশ্য মাননীয় সদস্যরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তাহলে আমাদের আজকে কেন এত অভাব এবং এই অধিকার তাদের আছে, এটা আমি নিজেও স্বীকার করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, যারা বক্তৃতার মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে অনেকে হয়তো ২/৩ পুরুষ ধরে কৃষি কাজ করেন না, আর সেজন্য তারা এই খবরটা রাখেন না। আর আমরা যারা কৃষক, আমরা যখন কৃষি কাজ করি, তখন আমরা আর একটা ফসলের জন্য অপেক্ষা করি অর্থাৎ সেই ফসলটা আসা পর্যন্ত আমরা ধানটাকে ধরে রাখি। কাজেই এটা হিসাব করতে দেখা যাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কাছে মোট ৩২ হাজার মেট্রিক টন ধান জমা আছে। কারণ, তারা কৃষক, তাদের অন্য কোন উপায় নাই, তাদের আগামী ফসলটা উঠা পর্যন্ত ধান রাখতেই হবে। কাজেই হিসাব করলে দেখা যাবে, এই পর্যন্ত অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত ১২ হাজার মেট্রিক টন চাউল এবং ৯ হাজার মেট্রিক টন গম আমাদের লেগেছে আর ৩২ হাজার মেট্রিক টন কৃষকদের হাতে রয়েছে। অতএব হিসাবের

মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, সেটা মাননীয় সদস্যরা বিচার করে দেখতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে যে হিসাব আছে, সেটা আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে বলেছি আর সে দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের কৃষকদের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবারে আমাদের ৫ লক্ষ একর জমির মধ্যে ৮৮ হাজার একর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: খরা আমাদের সেই ফসলের অনেক ক্ষতি করেছে। এটা আরও দুর্ভাগ্য যে কর্মচারী লাগাতর ধর্মঘটের ফলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত কৃষকদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন সদস্যের মুখে এই কথাটা শুনি নাই। সরকার, মন্ত্রী, সাধারণ মানুষ কৃষকের ক্ষতি করতে পারে, কর্মচারীদের ক্ষতি করতে পারে, তাদের বেতন না দিতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করি না। যদি মন্ত্রীদের অপরাধ থাকে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তাদের সরিয়ে দাও, তাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু সাধারণ কৃষক ঐ ধর্মঘটী কর্মচারীদের কি ক্ষতি করেছিল, করেন নাই। কিন্তু তারা ঐ সাধারণ কৃষকের জমিতে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই কথা এই এসেম্বলীতে একজন সদস্যও বলেনি। দুঃখের বিষয়, তারা আজকে সাধারণ মানুষের জন্য কত কাঁদে। তারা সাধারণ মানুষের বেতন ভোগী আমলা এবং তারা সেবক। কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষ একটু জলের জন্য ১৪ হাজার মেট্রিক টন চাল কমে গিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। (ইন্টারাপশান) ১০ দিন ১৫ দিন যদি ঐ কৃষকের জমিতে জল না থাকে তাহলে কৃষকের জমিতে ধান হয় না। সেখানে ১৫ দিন আমাদের পাম্প সেট বন্ধ ওভার ফ্লো বন্ধ, ডিজেল সেট বন্ধ। সমস্ত কিছু বন্ধ আজকে ত্রিপুরার দুর্ভাগ্য। আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা এই কথা স্বীকার করবেন কি না। আমার মনে হয়, যদিও তারা আমার সংগে তর্ক করছেন কিন্তু তারা তাদের মনকে জিজ্ঞাসা করলে এটা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি আমাদের অনেক অভাব অভিযোগ আছে সেই কথা আমি অস্বীকার করছি না। মাননীয় সদস্য সুবল বিশ্বাস বলেছেন যে কৈলাসহরে অনেক পাম্প সেট আছে এবং সেগুলি অচল হয়ে আছে। আমি এই কথা জানি না। কিছু কিছু আজকে বিদ্যুতের অভাবে আমাদের অনেক সময় অসুবিধা হয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকেই জানেন যে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের স্কোয়ারসিটি আছে এবং সেই বিদ্যুৎ আমাদের নাই। সেটা আসাম থেকে আসে, যার জন্য অনেক সময় কিছু অসুবিধা হয়। তাছাড়া অনেক জায়গায়—আমাদের মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকেই আজকে আমাদের অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন—আমরা করতে পারি নাই। এই কথাও ঠিক নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে আর্থিক সংকটের উপর আমরা কাজ করি। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক সংকটে আমাদের নিজেদের কোন টাকা নাই। ভারত সরকার আমাদের যে টাকা দেয় সেই টাকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কাজ করছি। ভারত সরকার, ভারতের প্রত্যেকটি প্রভিন্সের সংগে সমতা রেখে আমাদের টাকা দেয়, সেই টাকা দিয়ে আমরা আমাদের কাজ করি। আমরা যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজন তার তুলনায় যে টাকা পাই এটা কম আমরা এটা অস্বীকার করছি না। এবার আমাদের যে অনুদান ২৩ লক্ষ টাকা আছে। তারপর মাননীয় সদস্যদের এলাকাতে বহু জায়গা আছে যেখানে আমরা ডিপ টিউব ওয়েল বসাতে পারি যেখানে আমরা লিফট্ ইরিগেশান করতে পারি যেখানে আমরা

ডাইরেক্ট স্কীমে করতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় ২৩টা ডিপ টিউব ওয়েল বসালেই আমাদের ২৩ লক্ষ টাকার বেশী লাগবে। তা দিয়ে আমাদের যে পরিমাণ ডিমাণ্ড তার তুলনায় কম। এটা অস্বীকার করার কথা নয়। তথাপি আজকে আমরা আস্তে আস্তে যেহেতু আমাদের প্রচুর টাকা নাই সেজন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের কৃষি বিভাগ সেই ক্ষতি পূরণের জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি শুনেছি যে মৌলনা সাহেব বলেছেন যে বীজ ধানের অভাবে আজকে ত্রিপুরায় হাহাকার। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বীজ ধান নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যদি ফ্রী নেন তাহলে নেই আর পয়সা দিয়ে যদি নেন তাহলে আমাদের গোডাউনে বহু বীজ ধান আছে। কারণ পয়সা দিয়ে কেউ কিনতে চায় না। ফ্রী হলে নিতে পারে। ৭ হাজার মেট্রিক টন ধান লাগে ত্রিপুরার মানুষের। কিন্তু আমাদের বীজ ধান আমাদের নিজস্ব খামারেও আছে এবং আমরা বাইরে থেকেও আনি। যে পরিমাণ দরকার সেটা আমরা উৎপাদন করতে পারি না সেটা সত্যি। তথাপি কোন কৃষক টাকা দিয়ে পায়নি—হাই ইলডিং ভেরাইটি করতে চাইলে আমরা বীজ ধান দিতে পারিনি এই রকম কোন ঘটনা যদি মাননীয় আমার বন্ধু মৌলনা সাহেবের জানা থাকে তাহলে আমি ইনকোয়ারী করে দেখব। কারণ আমরা হাই ইলডিং ভেরাইটি আমরা গ্রামে গ্রামে চেষ্টা করেও বিক্রী করতে পারি নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি বিভাগ অন্য কিছু করতে না পারুক হাই ইলডিং ভেরাইটি করে কৃষকের আর্থিক উন্নতি করার জন্য কৃষি বিভাগ মানুষকে অন্তত সেট্রক্ করেছে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এ ব্যাপারে একটুও কার্পণ্য করিনি। আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা জানেন কি না আমাদের গত বছরের যে সার আমরা এনেছি আমার অনুমান অন্তত এখনও ১ হাজার মেট্রিক টন সার আমাদের গোডাউনে আছে। আমার হিসাবে হয়ত ভুল থাকতে পারে কিন্তু আমাদের অনেক আছে। আমরা এবারের যে কোটা পেয়েছি আমার মনে হয় আমাদের বাদ দিতে হবে সব সার আমরা আনতে পারব না। সার নেয় না মানুষ ফ্রী দিলে নেয়। আজকে অনেকেই বলেছেন যে সারের দর বেশী এটা সত্যি কথা। এটা আমাদের নিজেদের কথা নয় এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। আজকে তেলের দর ডিজেলের দর মবিলের দর সমস্ত কিছুর দরের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সারের দর যে পরিমাণ বাড়ছে এবং বাড়ার ফলেও আমরা আজকে ত্রিপুরায় যে একটা গ্যাপ—সাধারণ কৃষকের জন্য সাবসিডি দেওয়া হয় শতকরা ২৫ ভাগ। সার পরিবহন করতে যে ব্যয় হয় সেই ব্যাপারে আমরা ভর্তুকী দেই এবং ভি, এল, ডবলিউ,র সেন্টার পর্যান্ত আমরা নিজেরা পৌছে দিই সায়ের কোন ভাড়া তাদের দিতে হয় না। কারখানা হইতে আগরতলা এবং আগরতলা হইতে গ্রাম সেন্টারে আমরা নিজেদের খরচায় সেই সার পৌছে দিই। তাছাড়া আমরা অস্থায়ী বাধ দিয়ে সরকার থেকে ১০০ ভাগ খরচা দিয়ে আদিবাসী ভাইদের জন্য এবং নন-আদিবাসীদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ খরচা দেই। ওভারফ্লোর ব্যাপারে আমরা ৭ হাজার ওভার ফ্লো করেছি—৬,১০০টি করেছি—তার মধ্যে সাড়ে ছয় হাজারই আমরা ফ্রী দিয়েছি। শুধু গত বছর আমরা শতকরা ৫০ ভাগ সাবসিডি দিয়েছি। তাছাড়া পাম্প সেট শতকরা ৩৩ ভাগ আমরা সাবসিডি দেই আগে ছিল ৫০ ভাগ। তারপর স্প্রে মেসিন শতকরা ২৫ ভাগ আমরা সাবসিডি দেই। তারপর কীটনাশক

ঔষধ শতকরা ২৫ ভাগ সাবসিডি দেই। উন্নত ধরণের বীজ পরিবহন ভতু'কী বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত অ মরা সাবসিডি দেই। তাছাড়া জোতের জমি শতকরা ৩০ ভাগ সাবসিডি দিয়ে আমরা রিক্লেমেশান করে দেই। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলছি কৃষি বিভাগ অস্থায়ী বাধ দিয়ে ৪৪,৩৩০ একর এবং ওভার ফ্লো ৬,৯০৭টা—৭,৭৪০ একর। ১৫ অশ্ব শক্তি পাম্প সেট ৬৩টি মোট ৮,১০০ একর খয়রাতি ঘটনা ১৮০টি মোট ৯০০ একর এই মোট ৬৪,৭০০ একর জমিতে আমরা কৃষি বিভাগ থেকে জল দিয়েছি। তারপর মাইনর ইরিগেশান—লিফট ইরিগেনান প্রকল্প ১,৭৬৮ একর ৪৭টা পাকা বাধ ১০,৮৫০ একর নলকূপ ৫টা ১১৮ একর সর্বমোট ২,৭৫১ একর জমিতে আমরা মাইনর ইরিগেশান দ্বারা জল দিতে পারি। তাছাড়া মোট ৬৪,৮২১ একর জমিতে আমরা জল সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এই দিক লক্ষ্য করলে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কৃষকের জন্য সাহায্য দিতে আমরা ত্রুটি করি নাই। তাছাড়া আমাদের আর একটা সংস্থা আছে সেটা হল ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র চাষী। সেই ক্ষুদ্র এবং অতি ক্ষুদ্র চাষীদের তাদের সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তাদের গ্রান্ট দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সেই সংস্থায়—সেই সংস্থার মাধ্যমে আমরা ১৮ হাজার পরিবারকে আমরা সাহায্য দিতে পেরেছি। সেই ১৮ হাজার পরিবারের মধ্যে আমাদের আদিবাসী ভাইদের শূকর দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং গরীব কৃষককে গরু দেওয়া হয়, ছাগল দেওয়া হয়, মুরগী দেওয়া হয় এবং বীজ ধানও দেওয়া হয়। আমরা এই রকম ২৩ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়েছি। আর ব্যাংক দিয়েছে স্বল্পমেয়াদী সাহায্য ২১,৪১,০০০ এবং মধ্য মেয়াদী ব্যাংক দিয়েছে ৪,৮৩,০০০ টাকা। এই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা ২৩ লক্ষ আর ব্যাংক দিয়েছে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। এই টাকা আমরা শুধু কৃষককে দিয়েছি। কিন্তু যাদের ৫ কাণির উপরে জমি এবং পাঁচ একরের কম এবং যাদের একেবারে জমি নাই এই সমস্ত মানুষের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করা হয়েছে। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কংগ্রেস সরকার কিছু করে নাই এই কথাটা সত্যি নয়। তথাপি এই দিয়ে যে আমরা সমস্ত ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান করেছি এই কথা আমি বলছি না। আমাদের অনেক সমস্যা আছে। আমাদের মানুষ অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে এই কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি আজকে যেভাবে বলা হয় সেই কথাটা ঠিক নয়। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা এই দিকে লক্ষ্য করে আমরা কৃষকের জন্য একটুও কারপণ্য করি নাই এবং এইটা কারপণ্য করার কথা নয়। মাননীয় সদস্যরা যারা বলেছেন তারা জনসাধারণের ভোটে এসেছেন ফিরে আবার জনসাধারণের মধ্যে যেতে হবে এবং আমাদেরকেও যেতে হবে। তারা যদি মনে করেন আমরা যাব না তারাই শুধু যাবে এবং যা ইচ্ছে তাই বলবে এইটা কোন দিনই সুন্দর কথা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী বাড়াইতে চাই না আমি একটু বলবো যে দাদা যদু বাবু বলেছেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আটক করে কংগ্রেসের অনেক সুনাম নষ্ট করা হয়েছে। আমি জানিনা উনি এইটি কিসের থেকে বলেছেন। উনি বলেছেন যে মার্চ্চ মাসের ৮ তারিখ আমরা আরম্ভ করেছি আজকে মে'র ২৬ তারিখ। তিন মাস গত হয়ে যায় আমরা ত্রিপুরা এতবড় একটা খরার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বাজেট পাশ করতে পারি নি। কি সাংঘাতিক কথা ? ১৬ লক্ষ লোকের বাজেট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আমার স্বাক্ষমী রয়বার- তারা আপনাকে আক্রমণ করেছে রয়বার তারা.

অফিসের কর্মচারীকে ট্রেনিং দিয়ে তাদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছে। আপনি নিজেই সাক্ষী। আজকে এত বড় একটা খরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ না খেয়ে মরছে সেখানে বাজেট না পাশ করলে ১৬ লক্ষ মানুষ তারা না খেয়ে মরতো। মানুষ মরলে কি কংগ্রেসের ইমেজ বাড়তো? আমি আশ্চর্য্য হই দাদা ছিলেন এই মিটিংএ। কাজেই আজকে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে ত্রিপুরার মানুষকে বাচানোর জন্য এই বাজেট পাশ হওয়া দরকার ছিল। তাদেরকে এরেষ্ট করার পরও যে ৫ জন বা ৭ জন ছিলেন তারা কি করেছে সেইটা মাননীয় সদস্যরা সবাই দেখেছেন। এই দিক দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে বিশ্বাস করি যে আজকে আমাদের বাজেট প্রয়োজন ত্রিপুরার মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা আজকে তিন মাস সেখানে বাজেট পাশ করতে পারি নাই সেখানে আমাদেরকে বাজেট পাশ করতে হয়। সেইজন্য হয়তো এইটা হলো। আর কি কোন কারণ আছে আমি জানিনা। তবে এইটার প্রয়োজন ছিল যে আমাদের বাজেট পাশ করতে হবে। সেই দিক দিয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে আমি মনে করিনা যে কংগ্রেসের ইমেজ কোথাও ক্ষুন্ন হয়েছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

জয়হিন্দ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শেষ দিক দিয়ে যেভাবে শেষ করলেন যদু বাবুর বক্তব্যকে নিয়ে আমি এখান থেকে সুরু করছি। মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে মিসা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের ভাবমুর্ত্তিকে নষ্ট করা হয়েছে এইটা তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। আমি জানি না রাজনীতি তথা দিল্লীর রাজনীতি এবং প্রাইম মিনিষ্টার ও পার্লিয়ামেন্ট সেইটা সম্পর্কে উনি কতখানি অভিজ্ঞ বা জানেন কিনা এইটা আমার সন্দেহ আছে। গত সেশনে যেখানে মিশা আইনটাকে বিল হিসাবে প্রডিউস করার কথা ছিল তখন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় রেড্ডী মহাশয় এইটুকু পার্লিয়ামেন্টে অ্যাস্যুরেন্স চেয়েছিলেন যে মিসাটাকে যেন কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবস্থা না করা হয় এবং সংগঠন কংগ্রেস নেতা মোরারজী দেশাই অনশনে বসেছিলেন তখন আমাদের মহামান্য প্রাইম মিনিষ্টার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লিখিত ভাবে জানিয়েছিলেন যে মিসাটা অপপ্রয়োগ করা হবে না। সেই দিক দিয়ে মাননীয় যদু বাবু, পুরাতন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে এবং তিনি কংগ্রেসকে ভালবাসেন সেই দিক থেকে উনি বলেছিলেন যে মিসা প্রয়োগটা গণতন্ত্রকে হেয় করা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ করে যেখানে ইলেকশন চলেছে গুজরাটে এইটা কাগজে বেড়িয়েছে যে ত্রিপুরার এই বিষয় নিয়ে বেশ ঝড় উঠেছে গুজরাটে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই দিক দিয়ে বলবো যে মাননীয় কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিক কথা বলেন নি এবং পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের উপরই আক্রমণ মনে হচ্ছে। মাননীয় কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এইখানে অনেক কথা বলেছেন উনার কৃষি দপ্তর সম্পর্কে। আমরা যদি যে এখানকার মোট কৃষি ভূমি যে অনাবাদী জমি ২,১৭,৮৫২ হেক্টর এবং ফোর থাউজেণ্ড হেক্টর অনাবাদী রাখা হয়েছে, আবাদ করা হয়নি। এবং যারা নাকি কাজ করে ইন টোটেল ৭৪.৩৪ পার্সেণ্ট এখনও এগ্রিকালচারেল লেবারার ওদের কথা উনি একবারও বলেন নি। উনি বলেছেন কয়টা পাম্প সেট আর জল সেচের কথা।

উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার স্থান হরিয়ানার পরেই। উনি এই কথা বলে আত্মতুষ্ট পেতে পারেন। কিন্তু এইখানে দেখা যায় এগ্রিওয়ার্ক সেন্সার রিপোর্ট the proportion of culturable waste land is high namely, 11 percent of the total area under operational holdings of the side classes 40.0 hectores and above as compared to about 2.1 percent of the total area of the operational holdings in the State. ১১ পার্সেন্ট আণ্ডার অপারেশ্যান। এইখানে দেখা যায় ৬৯ হোল্ডিংসে রয়েছেন যারা এভারেজলি ২১.২ হেক্টর জমি চাষ করে থাকেন। উনি বলেছেন যে কালটিভেবল্যাল ল্যাণ্ড ইরিগেশনের বাবস্থা করেছেন এবং এগ্রিওয়ার্ক সেন্সাস রিপোর্ট যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় ১০১ পার্সেন্ট কালটিভেব্যাল এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড ইরিগেশনের আণ্ডারে এসেছে। অনলি ১০১ পার্সেন্ট ত্রিপুরাতে। এবং আমরা দেখেছি যে প্রতি বছর বাজেট আসে এবং প্রতি বছর বাজেট আসে। বাজেটের কিছু টাকা খরচ হয়, কিছু টাকা ফেরত যায় যদিও ওঁরা স্বীকার করেন না যে টাকা ফেরত যায়। একটা বাজেটকে বা সরকারের কাজকে বাস্তবায়ণ করতে তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করতে হয়। সেটা এক নম্বর হচ্ছে জনসাধারণ, ২নং হচ্ছে পাবলিক লাইবেলিটি এবং ৩নং হচ্ছে এক্সিকিউটিভ। অথচ দেখা যায় যে এখানে বিভিন্ন বক্তার মুখের থেকে বেরিয়েছে যে তাঁদের এলাকাতে কি কাজ হয়েছে তা তাঁরা জানেন না। সুতরাং সেইদিক দিয়ে প্রমাণিত হয় যে যে সমস্ত ধরা হয়ে থাকে সেগুলি আদৌ বাস্তবায়িত হয় না। বা যদিও হয়ে থাকে কলটা কাগজে কলমেই হতে পারে। আমরা দেখি প্রতি বছর বাজেটে টাকা ধরা হয়, খরচও করা হয়। অথচ Economics বলে যে বাজেটের টাকা খরচ করার পর Economic growth বৃদ্ধি পাবার কথা। অথচ আমরা দেখেছি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে পয়েন্ট ২ থেকে পয়েন্ট ৫ এই ইকনমিক্যাল গ্রোথ নষ্ট হয়েছে বা নেমেছে। যেখানে বৃদ্ধি পাবার কথা সেখানে কিভাবে গ্রোথ কমে যায় আমি জানি না। এই টাকাটা কোন নদী দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এখানে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন এবং সাবসিডি দিয়েছি, এত টাকা দিয়েছি কৃষকদের, এত করেছি, এই করেছি সেই করেছি। কিন্তু আমরা দেখি যখন 6th ফিনান্স কমিশন এখানে এসেছিলেন, তখন 6th ফিনান্স কমিশন কৃষকদের ঋণের কথা বলেছিলেন যে গভর্ণমেন্ট থেকে যে ঋণ দেয়া হয় সেই ঋণ না দেবার কথা সুপারিশ করে সরকারী কর্মচারীদের জন্য সোয়া কোটি টাকা তার জন্য ধার্য্য করা হয়েছিল। আর উনি আজকে বলছেন যে কর্মচারীদের দোষে কোন কাজ হয় নি, বা কিছু করা হয় নি। কিন্তু তিনি কি অস্বীকার করতে পারবেন কর্মচারীদের যে কাজ করানোর কথা তা তারা করতে পারে না। যদি স্বীকার করেন তাহলে হতে পারে। কিন্তু যেদিন ১৯৭২ তে সিক্সথ ফিনান্স কমিশন এই রিপোর্টটা তৈরী করলেন যে বিধ্বস্ত লোকেদের সরকারী খাতে টাকা দেয়া হবে ন্যাশ্যানালাইজ ব্যাঙ্ক থেকে। সেদিন কোন একটা নোটিও পড়ে নি। অথচ ওঁরা আজকে বলেছেন যে সরকারী কর্মচারীদের দোষ। আবার আমরা দেখি যে ন্যাশানেলাইজ ব্যাঙ্কগুলি কি হারে বা এখানে ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক কি হারে টাকা এখানে কৃষকদের দিয়ে থাকেন? তাহলে আমরা দেখতে পাব যে এখানে ন্যাশানালাইজ ব্যাঙ্ক অনলি [illegible] যেখানে-

১ টাকায় ১১ টাকা। যেখানে সমভারতীয় ক্ষেত্রে দেয়া হয় ৬০ ভাগ। এটা ন্যাশানালাইজ ব্যাঙ্ক থেকে এবং যে সমস্ত ষ্টেট ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক যেখানে দেয়া হয় অনলি ওয়ান রুপি। স্যার, এই থেকে বুঝা যায় কৃষকদের প্রতি আমরা বা যারা নাকি প্রবক্তা তাঁদের দরদ কতটুকু। আমরা যা বলি এক কথা মিথ্যা বা জলন্ত ভাষণ দিই। উনারা হয়তো দুঃখ পেতে পারেন সেটাতে আমরা বড়ই দুঃখিত যে উনারা দুঃখ পেয়ে থাকেন। এখানে ষ্টেট গভর্ণমেনটের পক্ষ থেকে সার্ভে করা হয়েছিল—ডাইরেক্টর ট্রাইবেল রিসোর্স এর কথা বলছি। এখানে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ডাইরেক্টর ট্রাইবেল রিসোর্স একটা বই বের করেছিলেন—যাতে আমরা দেখি ৮০.১ পারসেন্ট অব ট্রাইবেল পিপল, ওন দেট ওয়ে টু দি নন-অথরাইজড মানি ল্যাণ্ড। মহাজন, জোতদার এবং সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি করে আনে সে আমরা এই রিপোর্টে দেখি যে ট্রাইবেলদের মধ্যে গরীব সংখ্যা শতকরা ৩.৭০ পারসেন্ট, এবং এভারেজ ১২.৯১ পারসেন্ট, আর পুওর ৮৩.৩৩ পারসেন্ট। অথচ এখানে সবাই ট্রাইবেলদের সম্বন্ধে মায়া-কান্না কাঁদছেন হাটে-ঘাটে-মাঠে। যেমন এবছর কয়েক কোটি টাকা ফেরৎ গেছে খরচ হয়নি বলে, খরচ করতে পারেন নি বলে। আজকে আমাদের বাজেটে ১২ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা আছে। গত বছর দেখেছিলাম ১১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এবার দেখতে পাই টাকা অনেক বেশী। অবশ্য দেখলে তাই দেখা যায়। কিন্তু একচুয়েল ফিগারটা আমরা পেয়েছি মাত্র ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। গত বছর যা নন-প্ল্যানে ছিল এবার তা প্ল্যান হিসাবে ঢোকানো হয়েছে। তার উপর টাকার অঙ্কটা বৃদ্ধি করা হয়েছে বা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। আসলে আমরা এই টাকা পাই নি। আমরা অনেক কম পেয়েছি। আর, তার কারণ যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলে ওদের জবাব টাকা খরচ করা হয় না। এ হচ্ছে ১ নম্বর, ২ নং হচ্ছে প্রথম বছরে প্রথম ৭ | ৮ মাস কোন টাকা খরচ করা হয় না, তারপরে টাকা জলের মত খরচ করা হয়। আমরা এই রিপোর্টে আরও দেখতে পাই ৪৩.২ ল্যাণ্ডলেস এণ্ড ৩৬.১১ ল্যাণ্ড লিমিটিং ২.৫ কানিজ। ঐ ৫ কানি সম্পর্কে আছে যারা ১ একরের নীচে এমন সব ৭৬ শতাংশ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে এখানে এই বিধানসভায় বলেছিলাম যে চাকুরী সম্পর্কে যে কিছু দুর্নীতি রয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে চাকুরী দেবার জন্য অনেক সময় নাকি অনেক টাকা নেয়া হয়ে থাকে। তখন বিধান সভায় উনি বললেন যে না এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এবং এটা অসত্য। আজকে আমি একটা চিঠি যেটা চীফ মিনিষ্টারের সেক্রেটারীয়েট থেকে ছাড়া হয়েছিল ২২শে জুন, ১৯৭৪এ। "A large number of complain has been received by the Chief Minister regarding appointment from the various source under the Government. সুতরাং এখানে প্রমাণিত হয় যে উনি কিছু কমপ্লেন পেয়েছেন। রিগার্ডিং আপয়েন্টমেনট এসেছে। আমি জানিনা একটারও কোন কিছু করা হয়েছে কি না। আমি জানি সি, বি, আই, এখানে ৪ জন অফিসারের বিরুদ্ধে অ্যাডভার্স রিপোর্ট করা হয়েছে এবং এটাকে কোর্টে পাঠানোর জন্য রিকমেণ্ড করা হয়েছে। জানি না কার গ্রেট চক্রান্তে কেহ আই, এস, হয়েছেন, কেহ অ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হয়েছেন কেহ প্রমোশন পেয়েছেন। আর যারা সত্য সত্যকারে যোগ্য ব্যক্তিদের

বিরুদ্ধে বেনামী ভিজিল্যান্স কেস দিয়ে উঁহাদের ঠেকানো হয়েছে। যাতে ওরা আজ পর্য্যন্ত প্রমোশন পান নাই। অথচ যাদের বিরুদ্ধে সি বি, আই, এর adverse রিকমেণ্ড রয়েছে ওদের কোর্টে পাঠাতে বলেছেন তাদের তা না করে তাদের থেকে কেহ একজন হচ্চেন আই, এস, অফিসার, কেহ সবেমাত্র প্রমোশন পেয়েছেন। আর যাদের অ্যাপয়েন্টে কিছু নেই, যেহেতু ওরা মোসায়েব করেন না ওঁনাদের অন্যায় আব্দার রক্ষা করেন না সেইহেতু তাদের কোন প্রমোশন নেই। ওনাদের কোন বেনীফিট নেই।

মি: ডেঃ স্পীকার: – অনারেবল মেম্বার আপনার টাইম শেষ হয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শর্ট করছি। আজকে এখানে প্ল্যান করা হয়েছে যে, কিন্তু ইকনামক্যাল সার্ভে নেই। একটা ইকনমিক্যাল সার্ভে আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। স্যার, আমরা দেখেছি ১৯৬৭ এর—১৯৭৪ সালের থেকে বাজেটে যে যে প্রভিশান সেই প্রভিশানই আছে। শুধু টাকার অঙ্কটা কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে, কিংবা কিছু কমানো হয়েছে। কোথাও দেখিনা যে কোন একটা নুতন স্কীম নুতনভাবে বা সার্ভে করে একটা প্ল্যান মাফিক কাজ হয়েছে। কোথাও দেখি না। আমি রাজ্যপালের ভাষণেও বলেছিলাম এবং ফোরথ পি, এ, সি, কমিটিতে রিকমাণ্ড করা হয়েছিল প্ল্যান এণ্ড নন-প্ল্যান সম্পর্কীয় কাজগুলি দেখার জন্য অফিসিয়েল এবং নন-অফিসিয়েল লোকদের নিয়ে একটা কমিটি করা হোক। যাতে টাইম মত কাজটা শেষ করা যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কমিটি করা তো দূরের কথা এই দিকে কোন নজর পর্য্যন্ত নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যে সময়ে এম, এল, এ, হয়েছিলাম সেই সময়ে যারা আমাদের বয়সী ছেলেরা পার্লামেন্টের ডেমোক্রেসীর উপর ভীতশ্রদ্ধ হয়ে ওরা সি, পি, আই, (এম, এল) নাম ব্যবহার করেছিলেন তখন আমরা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে এমন একটা কিছু আশা নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম। আজ আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ১৯৭২ থেকে আজ বিভিন্ন সময়ে বিধান সভায় যে সমস্ত কথাগুলি বলা হয়েছে মন্ত্রীসভা বা মন্ত্রী কেহই বিধান সভার প্রসিডিংস পড়েন নি।

কাজ করবেন তো দূরের কথা। আজকে নকশাল আন্দোলনের কারন কি? নকশাল আন্দোলনের একমাত্র কারণ যারা যোগ্য তারা তাদের কোয়ালিফিকেশান অনুযায়ী কাজ পায় না। অথচ অযোগ্য ব্যক্তিরা ওদের মামার জোরের হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক বিভিন্ন পোষ্টে গিয়ে উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে তাই ঘটছে। আমরা দেখছি যে সমস্ত যুবক ভোকেল হয়েছে তাদেরকে মিসা প্রয়োগ করে আজকে জেলে পুরে রেখেছে। এটা যুব শক্তির অপচয়। এই যুব শক্তির অপচয় যদি রোধ করা না যায় তাহলে আমি বলব এটা শুভ ইংগিত নয়, যুব শক্তি কতদিন সহ্য করবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে দুই বছর যাবত হাফ এ মিলিয়ন জব যেটা হয়েছে সেই স্কীমের ছেলেরা আজও মাসে মাসে ১৫০ টাকা করে চাকরী করে। আমি জানি এই হাউসের অনেকে দিনে ১৫০ টাকা খরচ করতে পারেন। কিন্তু এই ১৫০ টাকার অর্দ্ধ বেকার থাকা সত্বেও অনেকের রেগুলার স্কেলে চাকরী হয়েছে, অথচ তাদের মত হতভাগ্য যাদের জন্য বলার কেউ নেই, অপরাধ তারা কোন অন্যায়কে সমর্থন করে না।

যেহেতু যুবক তরুণদের ধর্মই যেখানে অন্যায় তার প্রতিবাদ করা, এই যে প্রতিবাদমুখর যুব সমাজ তাদের রেগুলার করা হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তারা যখন ডেপুটেশান দিতে আসেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের সংগে কথা বার্তা বলার পর্যন্ত সৌজন্যটুকু রক্ষা করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি প্রশাসনের দিকে আসি তাহলে আজকাল এমন দেখা যায় যে কতগুলি ছেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন টাইপিষ্ট হিসাবে। যখন কোন জয়েন্ট সেক্রেটারী বা ডেপুটি সেক্রেটারী কোন চিঠি টাইপ করতে দেন ওরা তখন বলে যে আমরা টাইপ করতে জানি না। এমন অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে টেলিফোনে হাজিরা দেয় কন্টিজেন্ট হিসাবে। (রেড লাইট) স্যার, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের আর একটা উদাহরণ দিতে পারি। স্যার আমি একটা বাস্তব ঘটনার কথা বলতে পারি। কৃষ্ণবন বেসিক ট্রেনিং কলেজের কাছে একটা লেক রয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— আমাকে আর একটু সময় দিন স্যার। আমি জানি এই অফিস থেকে একটা ডি, ও, লেটার লেখা হয়েছে। গভর্ণমেন্ট এটার অ্যাকনলেজমেন্ট পর্যন্ত করেন নি। আর আমরা এম, এল. এরা গভর্ণমেন্ট এবং মিনিষ্টারকে চিঠি লিখলে তাঁরা অ্যাকনলেজ করার ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত দেখান না। আমরা যখন ডি, ও, ফর্মে চিঠি লিখি তখন অ্যাকনলেজ পর্যন্ত করা হয় না, তার উপর আবার অ্যাকশান ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে বড় বড় কাজের কথা আসে যেখানে টেণ্ডার অ্যাক্সেপ্ট করার আগেই চলে আসে হু উইল বি দি কনট্রাক্টার। যারা মন্ত্রীও নন্, এম, এল, ও নন্ এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই কাজে ব্যস্ত থাকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই টুকু বলছি, সেটা হয়ত স্পীকার ইজ কাইণ্ড এনাফ যে একটা অনুরোধ রাখবেন। আজকে ট্রাইবেলদের অবস্থা দেখি মিশনারীরা কিভাবে এটা ইউটিলাইজ করছে। '৭২ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে একটা হাসপাতাল, একটা ডিস্পেনসারী দেওয়ার জন্য ১৮ বোলাতে বলেছিলেন। সেখানে আজকে '৭৫ ইং পর্যন্ত সেটা হয় নি। আমি শত চেষ্টা করেও একজন কম্পাউণ্ডার পর্যন্ত পোষ্টিং করতে পারি নি। একটা বিল্ডিং, একটা ঘর আজ অবধি করতে পারেন নি। অথচ এখানকার মিশনারীরা একটা নিভাকুইন টেবলেট দিয়ে বলে দেয় যে ডিউ টু দি গিফ্ট অব দি জেসাস ক্রাইষ্ট আরোগ্য হবে। আমি আগেও বলেছি এই হাউসে যে এই যে মিশনারীদের অথবা একটা বিদেশীদের চক্রান্তে এই যে নর্থ ইষ্টার্ণ রিজনকে নিয়ে যে একটা চক্রান্ত চলেছে, সেই চক্রান্ত বন্ধ করার জন্য আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এগিয়ে আসা উচিত। সরকার অবশ্য এগিয়ে এসেছেন, দুইটা থানা খুলেছেন। আমি বলেছিলাম থানা দিয়ে কিছু কাজ হবে না, এখানে হয় মিশনারী স্পিরিটে কাজ করুন না হয় রিলিফের কাজ করুন। সেখানে এস, এস, বি, এর পক্ষ থেকে ৬টা না ৮টা বালোয়ারী স্কুল করা হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি গভর্ণমেন্টের এই স্কুলগুলিকে টেক আপ করে নি। আজকে ঐ এলাকায় মিজোরা শিক্ষক হিসাবে এসে ককবরক ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টে শিক্ষা দিচ্ছে, অ্যান্টি ইণ্ডিয়ান ফিলিং ওরা জাগাচ্ছে। এই সমস্ত কথা বলে যদি কাজ না হয় তাহলে এই সমস্ত বলার কোন সার্থকতা আছে কিনা ?

এখানে একটা, টি, পি, এস, সি, বসানো হয়েছে। আমি বেশী বলব না, কারণ টি, পি,

এস, সি, সম্পর্কে ডিস্কাশনের জন্য আমি নোটিশ দিয়েছি, হয়ত পেতেও পারি যদি স্পীকার বা ডিপুটি স্পীকার কাইণ্ড এনাফ হোন। আর, গ্রামে এক ধরণের লোক দেখা যায় যারা বাবাও হুঁকা খায়, ছেলেও হুঁকা খায় মানে তামাক খায়। ছেলে বাবার কাছ থেকে আড়াল করে তামাক খেলে দোষ হয় না। এখানে টি, পি, এস, সি, এর ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। এখানে অ্যাড হক অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেগুলেরাইজ করা হয় এবং পরে টি, পি, এস, সি, কে দিয়ে রেগুলেরাইজ করা হয়। অবশ্য এটা ব্যক্তিগত হয়ে যায়, মুখ্যমন্ত্রীর ছোট ভাই কিছুদিন আগে একটা অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট পান। সিম্পলা গ্র্যাজুয়েট। ২৫০ থেকে ৫৫০ টাকা স্কেল। ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ইনষ্ট্রাক্টার। যেখানে ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনটারভিউ নিয়েছিল, ওরা পান নি, পাবেন না। তাহলে এ ধরণের টি, পি, এস, সি, করার কোন জাষ্টিফিকেশান আছে কি? তাহলে আমরা যাবটা কোথায়? একটা টি, আর, টি, সি, করা হয়েছে, অথচ অনেক সময় বি, আর, টি, সি, বলে—বনমলী রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, অনেক বলে থাকেন। আমি জানি না এটা সত্যি কিনা। সাউথের মাত্র একটা ছেলের অ্যাপয়েন্টমেনট হয়েছে এতে। আর বাকী সবগুলি লিগেল ইললেগেল, ন্যায়, অন্যায় কণ্টিজেন্টি ডেইলী ওয়েজ, সব একটা এলাকা অথচ স্যার টি, আর, টি, সি, এর ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে, টি, আর, টি, সি, এর লস। এই রোডগুলিতে প্রাইভেট বাসগুলি লাভজনক ব্যবসায় করত, অথচ টি, আর, টি, সি, আসার সংগে সংগে লসে চলছে। আর, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে বড় বড় পদগুলি অভার নাইট ক্রিয়েট করা হয়, আর এখানে বাজেট প্রভিশান ছিল তিনটা পুলিশ ব্যাটালিয়ান খোলা হবে। আর এই হাউসে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে যে না ইহা সত্যি নয়। যেখানে বাজেট প্রভিশান করা হয়েছে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে গভর্নমেন্টের কাছে প্রপোজ্যাল ইনিসিয়েট করা হয়েছে, অথচ না ওরা কেউ পাবে না। এখানে সি, আর, পি, এর পেছনে আমাদের বছরে ৪৫ থেকে ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কিছুই পাবে না। যেখানে কনষ্টেবল হিসাবে, গ্র্যাজুয়েট ছেলে হোমগার্ড হিসাবে, আমার এক বন্ধু আছে একজন হোমগার্ড, কিন্তু ওরা চাকুরী পারে না। প্রোপোজ্যাল ইনিসিয়েট করা হয়েছে যে হোমগার্ড ট্রেনিং এর জন্য ১০০টি ছেলে, প্রোপোজ্যাল ইনিসিয়েট করা হয়েছে মেয়ে ৩০০ থেকে সাড়ে তিনশ' জন লোকের চাকরী দেওয়া হবে। কিন্তু ঐগুলি হবে না। এখানে হবে অ্যাডভাইসার টু দি গভর্ণমেন্ট, কমিশনার ইত্যাদি। আমি জানি না এখানে দুধের কি পজিশান। সব পাউডার মিল্ক দেওয়া হয়। তাও ভেজাল, তাও নাকি আবার মিল্ক কমিশনার। সুতরাং আমি যে বক্তব্যগুলি রাখলাম যদি গভর্ণমেন্ট ঠিক মত না দেখেন তাহলে গভর্ণমেনটের প্রতি সাধারণ মানুষের যে আস্থাটুকু রয়েছে বা বিশ্বাস রয়েছে, যেখানে লোককে বার বার কো-অপারেট করতে বলা হয় আমি জানি না মানুষ কতটুকু কো-অপারেট করবে। আর যদি এইভাবে যুব সমাজকের প্রতি আঘাত আনা হয়, আমি জানি না এটা চক্রান্ত কিনা যে যুব সমাজকে আবার ৬৭ এর ওয়েষ্ট বেংগলের নিয়ে যাওয়া হবে কিনা। যদি তাই হয় তাহলে আমি বলব যে বুমেরাং হয়ে তারা সেটা তাদের উপর আনবেন। তাদের বলব আমরা অন্তপক্ষে যুবকেরা তরুণেরা কোনদিনই রেহাই দেব না, কোন অন্যায় অবিচারের কাছে মাথা নোয়াব না। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা বাজেট আলোচনা করছি, আমাদের ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য; কিন্তু আজকে এখানে এমন সব কার্য্যকলাপ হয়েছে এবং হচ্ছে যার ফলে আজকে সারা ভারতবর্ষে আমরা একটা নাম কিনে ফেলছি। কিন্তু সঠিক ভাবে সেটা নাম কেনা নয়, আমি বলছি, সেটা একটা দুর্নাম। তাই স্যার, আমার একটু অতীতের কথায় যেতে হয়। আমরা জানি মার্চ মাসে আমাদের এই বাজেট অধিবেশন কল করা হয় এবং আমরা এও জানি এই হাউসের সামনে ২১শে মার্চের পর এমন কোন পরিস্থিতি ছিল না, কিন্তু সরকার চেয়েছিলেন ২১শে মার্চের মধ্যে ভোট অন এ্যাকাউন্টস বিল পাশ করা হবে এবং সেইমত প্রগ্রামও ছিল। এর সাথে ছিল ১৯শে মার্চ থেকে কর্মচারীদের একটা লাগাতর আন্দোলন। অবশ্য এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, তাই এই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে ১৮ তারিখে এই সভার কিছু সদস্যকে মিসাতে এরেষ্ট করা হল। স্বাভাবিকভাবে এতে প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য এবং সারা রাজ্যেই তার প্রতিক্রিয়া হল আর তার যে উত্তাপ সেই উত্তাপ এই বিধান সভাতেও আসল। এটা সত্যি সত্যি যদি বলতে হয়, তাহলে বলতে হবে—দীস ওয়াজ এ প্রভোকেশান এবং প্রভোকড্ করলে হাউসে একটা গোলমাল করা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু আমরা এটুকু জানি বিধান সভার ভিতরে যা হউক না কেন, আমাদের মাননীয় স্পীকারের হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া আছে বিধান সভা পরিচালনার জন্য, তিনি উত্তপ্ত হাউসকে শান্ত করতে পারেন, সেই জাতীয় রুল বা বিধান তার হাতে দেওয়া আছে। তদুপরি আমরা এখানে এসেছি একটা দল হিসাবে এবং আমরা বৃহত্তর দল গণতান্ত্রিকভাবে আমরা এখানে এসেছি, ত্রিপুরার মানুষ আমাদের নীতি এবং আদর্শের জন্য ভোট দিয়ে আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছে। আমাদের আদর্শ হচ্ছে— গণতন্ত্র, সমাজবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। কাজেই আমরা আমাদের সেই গণতান্ত্রিক নীতি এবং আদর্শের সংগে বেমানান করতে পারি না। কারণ আমাদের বৃহত্তম দল গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের মাধ্যমে আইনের শাসন দ্বারা আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সেবা করে যাব। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি, আইন সম্মতভাবে এবং গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সরকার সে কি করছে? আমরা দেখলাম ত্রিপুরা রাজ্যে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ফসল উঠার পর বড় বড় কৃষকদের উদ্বৃত্ত যে সকল ফসল, সেটা সরকারের হাতে নিয়ে আসা দরকার কারণ, যারা চাষ করে না বা অকৃষিজীবি তাদের যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য সরবরাহ করা যায়। এইরকম একটা মজুত ভাণ্ডার সরকারের হাতে থাকা দরকার। এটা বিভিন্ন রাজ্যে হয়ে আসছে এবং অনেক আগে থেকে প্রকিউরমেণ্ট/লেভি ইত্যাদি চলে আসছে আর তার জন্য প্রত্যেক রাজ্যেরই একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে যে যারা ৫/৬ একর অথবা তার উর্ধে জমি আছে; তাঁকে একটা সুনির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হবে, ফসল দিতে হবে জমিতে ফসল নাও হয়, তাহলেও কিনে দিতে হবে। গরীব কৃষকদের এর আওতায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিক্রি করতে চায়, সরকার ইচ্ছা করলে খোলা বাজার থেকে সেটা কিনে নিতে পারে। এখানে আমরা দেখলাম; এই সরকার বলছে এটা ভলেণ্টিয়ারী প্রকিউরমেণ্ট, তার বাংলা অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় প্রকিউরমেণ্ট লেভি। এই

ইন্‌ফরম্যাল লেভি আমরা যেটা দেখলাম, তাতে গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় অফিসার গেল, তাদের সংগে কিছু টাউট জুটল, ওরা গরীব কৃষকদের মিসার ভয় পর্য্যন্ত দেখাল। আমরা আরও কি দেখলাম, না সেখানে গ্রামে গ্রামে শুধু বাঁশ, কিসের বাঁশ? কোন কর্ডন ত ছিল না, তাহলে আবার বাঁশ কেন? এটা কোন আইনে? সরকার যদি মনে করে কোন এলাকা কর্ডন করবে, তাহলে তার জন্য আইন আছে, তা করতে পারে। কিন্তু কোন আইন নাই, কোন অর্ডার নাই, মুখে মুখে সব, এই বাঁশ ফেলে মানুষকে হয়রানি করা হল। এই ব্যাপারে কয়েকটি কেসও হয়েছে যে সেটা বে-আইনী হয়েছে। এখন বে-আইনী বাঁশ কেন দেওয়া হল? তাহলে বলতে হয় যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সরকার, সেই সরকার আজকে এমনভাবে চলছে যে সে আইন মাফিক কোন কাজ করছে না। এটা চলতে পারে না, আর এভাবে যদি চলে, তাহলে তার প্রভাব সমস্ত প্রসাশনে এবং সমাজ জীবনে পড়তে বাধ্য। আমরা আরও কি দেখি? আমরা দেখছি আজকের যে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে গ্রুপ, অফিসারদের মধ্যে গ্রুপ। এখানে এস, পির থেকে এ্যাডিশন্যাল এস, পির দাম বেশী, চীফ সেক্রেটারীর থেকে এডিশনাল সেক্রেটারী বা সেক্রেটারীর দাম বেশী। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অফিসে অফিসে গ্রুপ এবং সেই গ্রুপের মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে, আর ঐ গ্রুপকে এখানে এন্‌কারেজ করা হচ্ছে, যার ফলে এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে আজকে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং সরকার ইনফ্যাক্ট ডিফাঙ্কট হয়ে পড়েছে। কাজেই এই সবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে একটা অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশা নেমে এসেছে। স্যার, আমি আবার আমার আগের কথায় যাচ্ছি। সেই ২১ তারিখে যখন কথা ছিল ল্যাণ্ড রিফর্মস বিল আসবে, তখন সি, এল, পির কিছু মেম্বার বললেন যে বিলটা হাউসে আসার আগে আমরা তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই এবং হাউস যে ভাবে চলছে, এভাবে চলতে পারে না, হাউস কয়েক দিনের জন্য এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া হউক। তাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ২৯ তারিখ পর্য্যন্ত হাউস এ্যাডজোর্ণ করে দিলেন। তারপর আমরা ২৯ তারিখে আবার আসলাম এবং আমরা আগে এ্যাস্যুরেন্স দিয়েছি, সেই এস্যুরেন্স অনুযায়ী আমরা বিল পাশ করে দিলাম। কিন্তু ঐ তারিখেই আবার হাউস সানি-ডাই হয়ে গেল। তার কারণ কি ছিল? কারণ সরকার চান না যে বাজেট সেসান এখন চলুক। সরকার চেয়েছিলেন ২১ তারিখের মধ্যে ভোট অন এ্যাকাউন্টস বিল পাশ হয়ে যাক এবং এটা পাশ হয়ে গেলে প্রয়োজনীয় টাকা হাতে আসবে এবং তা দিয়ে বর্ত্তমান পরিস্থিতি অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক যে অভাব, তার মোকাবিলা করা হয়ে এবং জুন মাসের শেষ দিকে আবার সেসান বসবে। যা হউক, হাউসের আবার বসলো ১৯ শে মে তারিখে, আমাদের সি, এল, পির কিছু মেম্বার বললেন, হাউস এখন নয়, আরও কয়েকদিন পরে বসুক এবং এই ব্যাপারে আমরা হাউসে আমাদের বক্তব্য রাখলাম, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বললেন যেহেতু মেজরিটি মেম্বারস অব দি হাউস চাইছেন হাউস কয়েকদিন জন্য মুলতুবী থাকুক। তখন লীডার অব দি অপজিশান বললেন যে তারাও বাজেট পাশ করতে চান এবং বাজেট পাশ করবেন, হাউস এ্যাডজোর্ণ হয়ে গেল ২১ তারিখ পর্য্যন্ত। ২০শে মে তারিখে হাউস আবার বসবার কথা, কিন্তু আমরা দেখলাম যে তার আগেই এই হাউসের ১২ জন এম, এ, এলকে মিসাতে এরেষ্ট করা হল। এখানে

কিছুক্ষন আগে আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বললেন যে হাউসের চেয়ার চোরাচোরি, মাননীয় সদস্য যদু বাবু বেশীক্ষণ করেন না এবং নিরিবিলি যাতে বাজেট পাশ হতে পারে, তার জন্যই মিসা। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ এই যে বক্তব্য, এটা মুনসর আলী সাহেবের বক্তব্য হলে আমার বলার কিছুই ছিল না, তিনি একজন কেবিনেটের সদস্য, তাই আমরাও বলতে বাধ্য যে তাঁর এই বক্তব্য সরকারেরই বক্তব্য। কেন তাদেরকে এরেষ্ট করা হল, সেই সম্পর্কে কোন বক্তব্য সরকার এই পর্যান্ত রাখেন নাই এবং সেটা ভালই ছিল। কিন্তু আজকে কৃষি রাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বললেন, তা মারাত্মক ব্যাপার এবং এই সব কার্যাকলাপ গণতন্ত্রের পক্ষে আরও বিপদজনক, সে যে দলেরই হউক না কেন। হাউসের বাইরে গেলে, তাকে মিসায় এরেষ্ট হতে হবে, এটা গণতন্ত্রের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাই I condemn this thing, this idea and this type of philosophy, কারণ আমাদের হাউস ত দুর্বল নয়, আমাদের হাউসের স্পীকার দুর্বল নয়। এই হাউসে প্রত্যেক মেম্বারেরই বাক স্বাধীনতা আছে এবং বাইরে গেলে এর জন্য কেউ তাকে কোন রকম প্রশ্ন করতে পারবে না। গণতন্ত্র সেই অধিকার প্রত্যেক সদস্যকে দিয়েছে এবং আমরাও সেই অধিকার নিয়েই এই হাউসে এসেছি। আমরা কোথায় আছি স্যার? আজকে ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্রে তার মূল কত গভীরে যে কেউ ইচ্ছা করলেই সেই গণতন্ত্রের ভাবধারাকে বন্ধ করতে পারবেন না। গণতন্ত্র আছে গণতন্ত্র থাকবে কোন ব্যক্তি নাও থাকতে পারে। আমরা এটা বুঝি ব্যক্তি যেই হউক তার চাইতে দল অনেক বড় এবং একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমি মনে করি দলের চেয়ে দেশ অনেক বেশী বড়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার তড়িত মোহন দাসগুপ্ত।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে যে বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে দলে বিভিন্ন বক্তা অনেক বিষয়ে তুলেছেন যেটা হয়ত বাজেটের সংগে আনুসংগিক নয়। কিন্তু তারা মনে করেছেন প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি আমার কিছু বক্তব্য রাখতাম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আজকে সুন্দর ললিত বাণী হয়েছে বার্থ পরিহাস তাইতো আমি বলি সেটাই হয়ত অন্য ভাবে চিহ্নিত চিহ্নিত হচ্ছে। আজকে হয়ত আমার দূর্ভাগ্য আজকে আমি হাউসের মন্ত্রী হয়ে বসেছি। কাজেই কেউ হয়ত মনে করবেন যে মন্ত্রী হওয়ার জন্যই আমি বেশী চেষ্টা করছি। কিন্তু আজকে আমি অনুভব করছি আমি যদি মন্ত্রী না হয়ে এম. এল. এ. থাকতাম তাহলে আমার বক্তব্য আরও জোরের সংগে রাখতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমি মন্ত্রী হয়েছি আমার যে এপ্রোচ আমার যে দৃষ্টি ভংগী একটু এপ্রোপ্রিয়েট হতে হবে নইলে হয়ত মাননীয় সদস্য যারা আমার বন্ধু আছেন আমার দিকের তারা আমাকে ভুল বুঝবেন। আজকের এই অবস্থায় কোন ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে আমি যেতে চাই না। তবে আমি এই টুকু বলতে চাই আমরা একটা দলে বাস করি এবং সেটা ভারতবর্ষের একটা বৃহত্তম দলের একটা অংশ। আমাদের মধ্যে মতান্তর থাকতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে মনান্তরও থাকতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে। কিন্তু সেটা হচ্ছে পার্টির নিজস্ব ব্যাপারে তার যে ফোরাম তার যে বক্তব্য সেটা তার পার্টির মধ্যে থাকবে

এবং সেখানে অধিকাংশের কাছ থেকে যে জিনিষটা বেরিয়ে আছে সেটাকে সেই সঞ্চয়ের জন্য মেনে নিতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশে পার্টির সিদ্ধান্ত পার্টির মুখপাত্রের কাছে থেকে বক্তব্য কাগজে, পত্র, পত্রিকায় যায় তা প্রকাশ হয়। সেটা সেখানে করা হয়নি, যেহেতু এটা সেন্ট্রালাইজড পার্টি তাহলে তাদের বক্তব্য যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করাই আমি মনে করি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। আজকে ভারতবর্ষ চঞ্চল বিভিন্ন জায়গায় গণতন্ত্রের নানা কথা নানা বক্তব্য হচ্ছে তাহলেও সেটা যদি আমরা পার্টির ভিতর রাখতে পারতাম আজকের দিনে আমিই সব চেয়ে বেশী খুশী হতাম। কাজেই এই যে বক্তব্য তারা এখানে রেখেছেন তার কন্টভার্সিতে আমি যেতে চাই না। কিন্তু যদি আমরা মনে করি যে আমরা কংগ্রেসে আছি কংগ্রেসেই থাকব তাহলে এটাও গণতন্ত্রের নিয়ম যতক্ষন পর্য্যন্ত তার দলনেতা থাকবে—তার সঙ্গে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সেই জিনিষটা দলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং দলের যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তার সংঙ্গে বসে সালিশ মানতে হবে। এবং সেখানে মেজরিটি দ্বারা যদি কোন জিনিষ গৃহীত হয় তাহলে সেটা গৃহীত হবে। কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরের যে ঝগড়া তার অন্তঃপুরের যে অমিল সেই অমিলকে আমরা বিধান সভার চত্বরে নিয়ে এসেছি তাতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত। যদি আমরা এটা মনে করি এবং তাদের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে আমরা কংগ্রেসে থাকব তাহলে সেই ঝগড়াকে অন্তঃপুরে রেখে তার ভিতর দিয়ে সংশোধন করে যদি একটা ফিল্টার্ড থিংস আনতে পারতাম তাহলে আমি মনে করতাম যে আমরা পার্টির অনেষ্ট ওয়ার্কার। তার কারণ আমরা স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করছি। তাহলে দলের অধিকাংশের যে মিলিত মত তার সংগে সংগতি রেখে চলতে হবে। দলনেতা আছে গণতন্ত্রে। দলনেতা যখন নির্ব্বাচিত হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নেতা থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা পরিবর্ত্তন করা যায় না। ততক্ষণ পর্য্যন্ত নেতার নির্দেশ মেনে নিতে হয়। সেটা যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সত্যি একটা রাজনীতির নেতার ক্ষেত্রেও সত্যি। সুতরাং পৃথিবীর যত দেশে যত গণতন্ত্র যে ভাবে চলছে গনতন্ত্রই বলুন আর একনায়কতন্ত্রই বলুন—তাদের পার্টির ভিতরেও একটা পার্টির গণতন্ত্র আছে। সেখানে যে সিদ্ধান্ত হচ্ছে সেখানেও নেতার সিদ্ধান্তই বড়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নেতা থাকবেন তার নির্দেশ মানতে হবে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের নীতি এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের নিয়ম। নেতা বদলাতে হবে নেতা বদল করা যায়। কিন্তু তার যে প্রচলিত পদ্ধতি সেই যার যে পার্টির যে নিয়ম আছে সেই নিয়মের ভিতর দিয়ে সেটা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই আমরা যদি চরিত্র হননের ভিতর দিয়ে যাই তাহলে দেশের সমাজের পার্টির আমরা কি মংগল করতে পারব? মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেটা চিন্তা করে আমি সকলকে ভাবতে বলব। আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে ট্রেজারী বেঞ্চে বসছি—আমি ক'দিন আগেও সমালোচনা না করেছি তা নয়। নিশ্চয় সমালোচনা করার অধিকার আছে কিন্তু এভাবে নয়। আমার বক্তব্য হচ্ছে এখন যেটি পার্টির বিষয় বস্তু সেটা যদি পার্টির ফোরামে আলোচিত হত তাহলে আমি অনেক বেশী খুশী হতাম এবং সেখানে থেকে সেটা যদি কাগজে যেত বলার আমার কিছু ছিল না। কাজেই আজকের আমার দুঃখ এবং বেদনা আমি প্রকাশ করেছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা যারা দু'দিন আগেও এম, এল, এ, ছিলাম—আমি যা দেখছি আজকে

আসার পর যে ভাবে আমাদের চিত্রিত করছেন বা যে ভাবে চিত্রিত করার চেষ্টা হচ্ছে সেটা কি সত্যি? তারপর কেউ কেউ বলেছেন যে বাজেটকে আমি সমর্থন করছি কিন্তু মন্ত্রীদের কাজকে সমর্থন করছি না। মন্ত্রী মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা এক এক জন এক এক ভাবে বলেছেন। নিশ্চয় আমাদের যে দোষ আছে দেখিয়ে দেবেন স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেটা এসেম্বলীর মধ্যেই করবেন আমরা যতটুকু পারি উত্তর দেব বা আপনাদের সমালোচনা থেকে আমরা শিখব। কিন্তু বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যা হয়েছে আমরা সকলেই যেন আসামী। অন্তত: আমার শুনতে শুনতে এটাই আমার মনে হয়েছে। আমরাওতো আপনাদের কলিগ আমরাও এম. এল. এ। এম, এল, এ, হিসাবে অন্যান্য সদস্যরা যতখানি অনেষ্ট যতখানি সিনসিয়ার আমি মনে করি আমরা মন্ত্রী হয়েও ততখানি অনেষ্ট ততখানি সিনসিয়ার। এবং আমার যারা অন্যান্য কলিগ আছেন তারাও ততখানি অনেষ্ট ততখানি সিনসিয়ার। কাজের মধ্যে এপ্রোচের মধ্যে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধরনের এপ্রোচ থাকতে পারে। একটা আর্টিকে দেওয়া সমস্যা যে ভাবে সমাধান করতে হবে—আজকে যারা বাইরের এম, এল, এ, আছেন তাহারা সমস্যাটাকে অন্য ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন আপনারাই সিনসিয়ার পিপলের কল্যাণের জন্য তাহলে আমরা যারা মন্ত্রী আছি আমরাও সম পরিমাণ সিনসিয়ার। আমাদের জ্ঞান বিশ্বাস মত আমরা করার চেষ্টা করি সন্তোষ্ট করারও চেষ্টা করি। আজ বহু অভিযোগ এখানে এসেছে আমি সামারিলি তার উত্তর দিচ্ছি। অনেক দোষের কথা—আমরা যদি কিছু করে থাকি—আপনার কথা শুনিনি এক ধরণের মেজরিলির কথা শুনেছি। চাকরী ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এটা কেন্দ্রীভূত করা হল কেন; চীফ মিনিষ্টার কেন নিজে ভার নিলেন। কেন নিয়ে গেলেন আপনারাও ভেবে দেখুন। এটা কি আপনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়নি যে কনষ্টিটিউয়েন্সী ভিত্তিক হবে? এটা কি বলা হয়নি কর্মচারীদের মধ্যে যেগুলি দেওয়া হচ্ছে অন্য ভাবে দেওয়া হবে। কাজেই একটা সেন্স, সমালোচনার সেন্স নিয়ে যদি সেন্ট্রালাইজড করা যায় এইটা কি বলা হয়নি যে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব রিজারভেশন মানা হচ্ছে না? তিনি ভাবলেন যে এইটার ভিতর দিয়ে হয়তো তিনি এইটা করতে পারবো। যদি কোন জায়গায় ভুল ত্রুটি থাকে নিশ্চয়ই সেইটা সংশোধন করা হবে। কাজেই এই যে বক্তৃতা তার মধ্যে হয়তো মেজোরিটি না থাকলেও সমালোচনা যেটা হয় তার থেকে এক এক মন্ত্রী এক এক ভাবে এক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি কাজ করার চেষ্টা করেন। যতগুলি সাজেশন হয় তার ভিতরেও যেটা তার মনে হয় যে এইটা ভাল হবে এইটা তিনি গ্রহণ করতে পারেন। দোষ-ত্রুটি প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। আপনার মধ্যেও সেই দোষত্রুটি থাকতে পারে। আপনি আসলেও হতে পারে এবং আমার মধ্যেও দোষত্রুটি থাকতে পারে। কাজেই পার্টির লোক হিসাবে কিছুটা সহানুভূতির সংগে কিছুটা বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভংগীর সংগে সেই সমালোচনা করলে আরও সুন্দর এবং আরও মহিমাময় হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি।

এইবার আমি বিশেষভাবে যেহেতু আমি খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী তার বিভিন্ন ভাবে যে সমালোচনা হয়েছে আমি কাউকে আঘাত দেবার চেষ্টা করবো না তবুও যদি কিছু আঘাত

আসে তারা নিশ্চয়ই নিজ গুণে ক্ষমা করে নেবেন। আমার কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নয় যুক্তি প্রদর্শন করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রকিউরমেন্টের কথা বলেছেন, অনেকেই বলেছেন প্রকিউরমেন্ট হওয়া দরকার। আজকের দিনে সারা দেশে প্রকিউরমেন্ট হয়, সব জায়গায় হচ্ছে। আমরা যেমন বাইরে থেকে চাউল আনছি আমরা, প্রকিউরমেন্টও করছি সেইটা সমস্তই হচ্ছে। কাজেই আমাদেরকে প্রকিউরমেন্ট করতে হবে। তা না হলে আজকে বিদেশ থেকে চাউল আনা আগের সুযোগ সুবিধা নাই। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে আজকে চাউল খোলা বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রী হচ্ছে। যে বেশী মূল্য দিতে পারছে সেই নিতে পারছে। সেই ধরণের একটা অবস্থা। কাজেই আমাদের যে ধরণের অর্থনৈতিক অবস্থা সেই অবস্থায় আমাদেরকে বাইরে থেকে চাউল আনতে হচ্ছে বাহারে দর দিতে হচ্ছে। অবশ্য এইটা চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে বাইরে থেকে চাউল না আনতে হয়। কাজেই ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে অন্যান্য জায়গায় যে উদ্বৃত্ত চাউল তারা আজকে বিক্রী করে দিচ্ছেন, লাভ করে নিচ্ছেন। এইটা জানেন যে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এক এক বছর খরা ও অতি বৃষ্টিতে একটা না একটা ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে কম বেশী কয়েক বৎসর যাবত ত্রিপুরাও তার থেকে মুক্ত নয়। কাজেই ত্রিপুরায় যেটা করেছেন সমালোচনা করে কেউ কেউ বলেছেন যে প্রকিউরমেন্টটা একেবারে পুরাপুরি লেভি হওয়া উচিত। কিন্তু ত্রিপুরার একটি বিশেষ সমস্যা আছে। এর আগে ত্রিপুরায় প্রকিউরমেন্ট এই রকম ছিল না। ত্রিপুরাতে যেটা হতো মোটামুটি যখন বাজারে দরটা কমে যেতো সরকার তখনও বিভিন্ন জায়গা থেকে সরকার চাউল কিনেছে। সেইটা ছিল মোটামুটি নীতি এবং যে অকালে দামটা বেশী কমে যেতো সেখান থেকে চাউলটা কিনা হতো। কিন্তু গত বৎসরের আগে থেকে মুটামোটি যে নীতি সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের যে নীতি হয় যে আমরা শস্যকে একটা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া যায় কি না এবং সেই বিষয়ে একটা প্রচেষ্টা এবং তার পরিপূরক হিসাবে যে জায়গায় প্রচেষ্টা করা হয়েছিল সেইটা হলো পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা। কিন্তু পরবর্তী পর্য্যায়ে দেখা গেল যে চাউলের বাজার সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এবং তার জন্য যে পরিপূর্ণ লেভি বা পরিপূর্ণ যে সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেইটা করতে হবে। কাজেই ত্রিপুরায় যেটা করা হয়েছে, কারণ আমরা এখনও চাউলের যে বিষয়টা যদিও আমরা একটা হিসাব করি তাহলেও চাউলের মধ্যে এই বিশেষভাবে তার পুরাপুরি অবস্থাটা অবলোকন করা যায় না। যেখানে কাগজপত্রে দেখা যায় যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এইটা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়েছে এই জন্য যে ত্রিপুরার পাশে একদিকে আমাদের যেমন নিজেদের রাজ্য আসাম আছে আরেক দিকে আছে বাংলাদেশ। আজকে তাদের সেখানে যখন দামের তারতম্য হয় একটা সংস্কাত যে জল যেমন নীচের দিকে গড়ায় তেমনি চাউলের মূল্য যদি উর্দ্ধে উঠে একটা পাশাপাশি জায়গায় সেখানে ত্রিপুরা থেকে চাউল যেতে আরম্ভ করে। যতই কর্ডন যত কিছু করা হোক না কিছু যাবেই। কাজেই এই সমস্যাটা যে অবস্থার মধ্যে কর্ডন হচ্ছে সেইটা তত কার্য্যকরী হচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে যে লেভির কথা বলেছেন আজকে মোটামুটি ত্রিপুরার যে অবস্থা তাতে আমার যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাতে দেখা যায় কারও কাছে খুব একটা পাওয়া সম্ভব নয়। ত্রিপুরার যে জমি সেইটা অনেক কমে গেছে।

আবার কারও যদি বেশী থেকে থাকে, ধরুন মাঠে যারা কাজ করে তাদের কাছ থেকে যখন নেওয়া হয় যেমন একজন মালিক এবং তার সংগে হয়তো এক ধরণের বর্গাদার এবং তার ভাগ বন্টন আছে সেই অবস্থাতে চাউল পাঠাচ্ছে। তখন দেখা যায় তাদের মধ্যেই বন্টন হয়ে যাবে। কাজেই একটা শক্ত কিছু করলে দেখা যায় সেইটা কেইলিউর হতে পারে। কাজেই ত্রিপুরায় একটা শক্ত কিছু নেওয়ার আগে ত্রিপুরা সরকারকে আস্তে আস্তে ভারত সরকারের পলিসির মধ্যে যেতে হবে। যদি চাউল থাকে, চাউল নিয়ে যদি কোন ফটকা বাজারী চলে যারা চাউল রেখে দিয়ে ব্যবস্থা করতে চায়, এইটা ঠিক যে বড় বড় ব্যবসায়ী এইটার মধ্যে নেই। আজকাল অনেকে অভিযোগ করেন যে ব্যবসায়ীরা চাউল কিনে তারা দাদন দিয়ে কৃষকের ঘরে বা ল্যাণ্ডলেসদের ঘরে এই ভাবে কাজ করে তারা বেশী নেয়। কাজেই ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের তরফ থেকে লেভি নেওয়া হয়েছে চাউল গম সংগ্রহ করার জন্য নয় এবং এই বছরও দেখা গেল যে হচ্ছে না পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুই এক জায়গায় করা হয়েছে কিন্তু সেভাবে করলেন ওটা ইনফরমেল হয়েছে। অনেক আপত্তি করেছে এবং যখন পরবর্তী সময়ে কিছুটা লেভি করা হলো তখন বাজারে সেই রকম চাউল নেই এবং দামও অনেক বেড়ে গেছে। বাংলাদেশেও যথেষ্ট পরিমাণ চাউলের দাম বেড়ে গেছে। সকলেরই তখন সন্দেহ হয়েছে যে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল তা এক সংগে চলে গেছে। কাজেই লেভি করে যতটা আশা করা হয়েছিল ততটা চাউল সংগ্রহ করা হয় নি। কাজেই এখানে যেটা চার্জ করা হচ্ছে যে পুলিশ নিয়ে চাউল নেওয়া হয়েছে, আমি অবশ্য এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছি। চাউল সংগ্রহ করার জন্য সম্ভবতঃ যে নীতি নির্ধারিত করা হয়েছে সেইটা ছিল যে বিশেষভাবে পঞ্চায়েতগুলির উপর যে নীতিটা সেইটা আমি মনে করি যে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক। পঞ্চায়েতগুলির উপর মোটামুটি একটা টারগেট ধরে দিয়ে তাদেরকে বলা হয় যে এইটা সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়াও এই ধরণের অন্যান্য যা আছে তাদের সংগে আলাপ আলোচনা করে যারা বাজারে চাউল বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে সেই চাউলগুলি কিনা হবে। এইটাও যেমন ধরা হয়েছে সংগে সংগে সরকার এই নোটিশও দিয়ে দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে যে যাদের একটা নির্দিষ্ট সীমার উপরে যে পরিমাণ ধান বা চাউল মজুত আছে সেইটা বিক্রি করবে। আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি পুলিশ কখন গিয়েছে? যখন দেখা গেল এই ধরণের ডিক্লারেশনের পরেও কেউ হিসাব দেয়নি অথচ সরকারের কাছে সংবাদ এসেছে, এস, ডি, ওর কাছে সংবাদ এসেছে যে অমুকের বাড়ীতে চাউল আছে। তারা চাউল রেখে দিয়েছে। তখনই পুলিশ গিয়েছে। তারা যখন সন্ধান পেয়েছে যে তারা ঠিকমত হিসাব দেয়নি বা তাদের বাড়ীতে চাউল লুকিয়ে রেখেছে, যদি সেইটা না করা হতো তাহলে সেইটা আরেকটা অভিযোগ হতো যে আমরা সংবাদ দিয়েছি কেউ সেখানে যায় নি। সরকারের চাউল নেওয়ার কোন ইচ্ছা তাদের নেই। সেই ক্ষেত্রে তখন পুলিশ সেখানে গিয়েছে এবং সেখানে যদি পেয়ে থাকে পরিমাণের উপরে তাহলেই নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে কেউ কেউ বলছে আমি ল্যাণ্ডলেস অথচ তার বাড়ীতে দেখা গেল ৭০ মণ ধান আছে। স্বভাবতঃ যদি সেইটা থাকে তাহলে সরকার সেইটা আনতে পারে। কাজেই সরকারের যে

নির্দ্দেশ সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ীই কাজ করা হয়েছে। কোন জায়গায় এ রকম হতে পারে যে চাউলের পরিমাণ বেশী হয়েছে টাকাও সংগে বেশী নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ তার সঙ্গে পুলিশ নিয়ে থাকে তার সিকিউটির জন্য কোন অফিসার সেইটা তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কোন কোন কোন ক্ষেত্রে এই রকম হলেও হতে পারে। কাজেই এই দিক দিয়ে সরকারের যে নীতি আমি মনে করি যে ঠিক ত্রিপুরার অবস্থায় একটা বড় জিনিষে যাওয়ার আগে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা উচিত। কারণ এর আগে যত বৎসর মোটামুটি একটা হয়েছিল। এই বৎসরের সমস্যা যেটা সেইটা হচ্ছে আমি যেটা মনে করি চাউলের সমস্যাটা আজকে চাউলের যে মূল্য ধানের যে মূল্য সেইটা সারা ভারতবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত আছে। সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সেইটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আমার যদি স্মরণ থাকে এর আগে বাজার ছিল ১০ টাকা এবং তার উপর একটা বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল প্রতি কুইন্টলে আর এই বছর সেইটা ১৮ টাকা করা হয়েছে। এবং সেই অনুপাতে চালের জন্য সব পরিমাণ মূল্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই মূল্যে বাজার থেকে কিনতে হয়। কিন্তু এবারে যে বাজার ছিল সেখানে স্বভাবতঃই এর মধ্যে সহজাতভাবে বাজারের যে কথা তাতে এখানে মূল্যের অনেক বেশী তফাৎ আছে। এবং সেই তফাং থাকার জন্য এবার লোকের কাছে এটা মনে হয়েছে যে তারা যদি বাইরের কোন বাজারে বিক্রি করতে পারত তাহলে অনেক বেশী পয়সা পেত। তাই সহজাতভাবে মনে এটা লেগেছে, কৃষকের এটা লাগা স্বাভাবিক। অথচ আমরা ন্যায্য মূল্যে খাচ্ছি। কিন্তু এটা করা ছাড়াও আর কোন গত্যন্তর ছিল না এই জন্য যে চালের মূল্য যদি আরো বৃদ্ধি করা হয় তাহলে সহজাতভাবেই যে এর মূল্য বাড়বে এবং এর সঙ্গে এটাও ঠিক যে আমরা যখন ক্রয় করছি বা বাইরের থেকে যে চাল এবং গম আমরা আনছি তখন তার সঙ্গেও আমাদের মূল্যমান থেকে কমিয়ে রাখার জন্য সরকার থেকে যে একটা সাবসিডি দেয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা সাবসিডি দিয়ে সব রাজ্যে আমরা যখন কিনি তখন কতটুকু কেনা হল তখন কেনার পরেও এই সময়েতে আরো একটা অনুযায়ী কতটুকু আমরা মোটামুটি বাইরে যে চাল এখানে রয়েছে এবং ভিতরে আমরা যা ধান সংগ্রহ করেছি সেটুকু একটা সাবসিডি দিয়ে তাকে সমতার মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন ষ্টেটে হয়তো পায়। ঠিক আমি এখনও এই সংবাদটা পাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় কোন ষ্টেট হয়তো দিচ্ছে। ত্রিপুরাতে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—আমার কাছে এই ডিপার্টমেন্ট ছিল না আমি এই সংবাদটা এখনও পাইনি। তাহলে এই দিকেও দেখেন—আজকে যারা সমালোচনা করছেন—কঠোর সমালোচনা করছেন তারা জানেন ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার দরিদ্র জনসাধারণ যাতে সমান ভাবে কিনতে পারে সেটা তারা বাজাটের একটা অভ্যন্তর থেকেও আমি খুব আনন্দিত যে অসময় আমার প্রিয় বন্ধু কালা ব্যানার্জী মহাশয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আমার বলার সুযোগ করে দিয়েছেন যে কাশ্মীর আর ত্রিপুরা ছাড়া নেই। তাহলে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য আমরা যতটুকু পারি আরো সাবসিডি দিয়ে চালের মূল্য মাত্রাকে সেটা সাবসিডি দিয়ে কমানোর। কৃষকের কাছ থেকে যেখানে কিনেছি তাকে আমাদের বাজেটে সেখানে দেখতে হবে সবটাই এখানে দেখতে হবে যে বাজেটের মধ্যে সবকিছুকে নিয়ে

সমগ্রকে নিয়েই আমাদের রাজ্য আমাদের এই দেশ। সমগ্র ছাড়া আমরা বাস করতে পারি না। আর আমরা যদি বলি কর্মচারীদের জন্য যে তাদের বেতন বাড়ার জন্য আমাদের সহানুভূতি আছে। তাদের বেতন বাড়ানো হোক। তাহলে তারা কম দামে খাবার পাবেন, কিন্তু সেই সহানুভূতি থাকা উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা আবার বলি যে তারা উচ্চ মূল্যে খাবে এটাও ঠিক নয়। এটাও আমরা বলতে পারি না। কারণ সাধারণতঃ মূল অর্থ-নীতির মধ্যে একটা ক্ষমতা জানার যে প্রয়োজন আছে এবং তার জন্যই এটা করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন। সেটা আজকে যারা করেন তার পক্ষে বলা শ্রেয়, তাকে দেখতে হবে যে ঠিক সময়ের মধ্যে ব্যবসায়ীরা মূল্যমান নিয়ে যাচ্ছেন কি না। কারণ আজকে যদি একটা প্রকিউরমেন্ট হতে আরম্ভ করে তাহলে এর মধ্যে কেহ নিয়ে যাচ্ছে কিনা স্বভাবতঃই সেটা দেখা দরকার। কারণ স্বাভাবতঃই সবাই মনে করেন যে বাজারে নিয়ে গেলে বেশী দাম পেয়ে যাব। এবং তার জন্যই যারা উপযুক্ত মনে করেছেন যারা কর্তৃপক্ষ তারা তা করেছেন, সেটাকে নিয়ে কোর্টে কেস হয়েছে। কেসে সরকার হেরেছে। কিন্তু সরকার সেটাকে নিয়ে পরবর্তী পর্য্যায়ে হাইয়ার কোর্টে আপীল করেছেন তার যুক্তিতে। তাই আমি বলছি যে এখনও যখন কেসের মীমাংসা হয় নি কাজেই এটার মধ্যে ক্রুটি কি থাকতে পারে? এটার মধ্যে একটা এপ্রোচ।

Sincere approeach not to allow pady or rice to go to the stock from one village to another village.

কাজেই এটা সিনসিয়ার এ্যাপ্রোচ নিয়ে বলেছেন এবং সেটা আইন এর বিষয়। কাজেই সেটা আইনে কি হবে এটা কি হয়েছে এই বিষয়ে আমি হাউসে সময় নিতে চাচ্ছি। আমি মোটামুটি প্রকুরমেন্টের কথা বলতে পেরেছি বা যারা সমালোচনা করেছেন তাহারা সরকারকে অনুধাবন করতে পারেন নি। অনুধাবন করতে পারেন নি ফুডের ক্রাইসিসটা কত? এটা সত্যি কি না। কারণ প্রকিউরমেন্ট যেখানে করা হয়েছে এটা আমরা জানি যে এবারের একটা বিশেষ অবস্থা তাহলেও যে আমরা কাছে নিয়ে আছে কতটা চাল এবার বাইরে থেকে এখানে আসে। স্বভাবতঃই যে ব্রড কাষ্ট করা হয়েছিল এর আগে তাও আমি বলেছি যে তাতে মোটা-মোটি কম বেশী এর জায়গায় হলেও মোটামোটি একটা চালের সংগ্রহ মাত্রা ধরা হয়েছিল। কিন্তু প্রকিউরমেন্ট করতে গিয়ে দেখা গেল যে চাল আসেনি। এবং তখন স্বভাবতই ধারণা ছিল যে চালটা হয়তো এখানে ষ্টক হয়েছে। কাজেই সরকার এর একটা হিসাব থাকে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে আমাদের চাল যেহেতু বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য আসাম কাছাড়ে মূল্য অনেক বেশী এবং সেখানে সেই অঞ্চলে অনেক চাল চলে গিয়েছে। তাহলেও এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এটাও দেখতে হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার আজকে বলেছেন যে আগের থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করা, কারণ আজকে কেন্দ্রীয় সরকার চাল বা গম দিচ্ছেন তারাও যখন যে রকম সংগ্রহ করেছেন তা থেকে আমাদের রাজ্য এবং অন্যান্য রাজ্যের দাবী তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তা বিলি করেছেন। আমি এর আগেও হয়তো একবার বলেছিলাম যে আমরা যে গত বছর এপ্রিল মাসে ৩,২২২ মেঃ টন আটা এবং গম চাল মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এবার সেখানে ৬,১৫৮ মেঃ টন চাল এবং গম মিলিয়ে গত

এপ্রিল মাসে এসেছে এবং এ মাসেও যেটা দেখা গিয়েছে তাতে এই হারে পেলে প্রায় ৮,০০০ এর কাছাকাছি যাবে। অন্তত। আমি এখানে বললাম যে প্রকিউরমেন্ট যে জিনিসটা এটার এখানে একটা কেবল একটা দেশের মধ্যে করলে চলবে না। এটা এখানকার বাজারের সঙ্গে সমর্থ। আমরা আজকে একথা ধরে নিতে পারি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে চাল নেই, ত্রিপুরা রাজ্যে চাল নেই এটা আমরা ধরে নিতে পারি না। তাহলে আসল কথা যেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে চালের দাম বাড়ছে। এবং যেটা বাড়ছে তার ফলে কতক কিছু যখন না কি কিছুটা পূরণ করা হয়েছে। আমরা যা সংগ্রহ করেছি বা করা হয় তাতে সব জায়গায় কিছুটা বুরো-ধান দিয়ে পূরণ করা চলে। এবং চালের দাম কমছে। কাজেই চালের সমস্তটাই আমরা আনব সেটা এবং আমরা যা চাইব তার সমস্তটাই কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন না এবং আমাদের যেটা আছে আমরা আগে থেকে ভ্যাকুইম করে অনেক বেশী গম নিয়ে আস সেটা উচিত নয়। আমরা অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আগে যেখানে স্পেকুলেশান করে অনেক গম নেয়া হয়েছিল এবং বিভিন্ন গুদামে সেগুলি রাখা হয়েছিল তারপর যখন দেখা গেল লোক নিচ্ছে না। কারণ আমরা গম চাই না। চাল চাই। চাল আমরা যতটুকু চাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ঠিক ততটুকু দেন না, গম দেন। কিন্তু অতীতে দেখা গেছে অতীতে আমরা যেটা প্রকিউরমেন্ট পূরণ করলে যদি চাল দিয়ে পূরণ করি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কখনো তা দেন না। আমরা যতটাই চাই তার পরিমাণ তারা দিতে পারেন না কারণ তারা তাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেন এবং সেটার সঙ্গে কেহ কেহ বলেছেন বুরো রেশন দেওয়া হচ্ছে না। এটা ঠিক যে আমরা যে মেক্সিমাম ২৫,০০০ গ্রাম পর্যন্ত আমরা চাল গম মিলিয়ে দিতে পারি। এবং যখন অবস্থা ভাল থাকবে তখন শহরা চলে যেটা নের এবং গ্রামাঞ্চলে যেটা আমরা অফসিড দেখাই। আমি বললাম যে প্রেসার জিনিসটা চলে না যখন প্রেসার জিনিসটা আমরা উপভোগ করতে আরম্ভ করলাম তখন তার সঙ্গে সেট কু বলবার চেষ্টা করা হয়েছে তবু এটা ঠিক কোন কোন জায়গায় আমরা খবর নিয়ে দেখেছি। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই যে কোন কোন জায়গায় হয়তো বুঝতে অসুবিধে হয়েছে আবার কোন কোন জায়গায় কেহ গম, আটা নিতেই চায় নি। বা আমরা গমের পরিমাণ, আটার পরিমাণ—বাই দিস টাইম কিছুটা পজিশান ইমপ্রুভ করেছি। এখন আমরা আটা তৈরী করতে পারছি। প্রথম দিকে যখন গম দেয়া হত অনেকে গম নিত না তাতে হয়তো অসুবিধা সৃষ্টি হত, কিন্তু বাই দিস টাইম আমরা কিছু আটা তৈরী করতে পারছি এবং চেষ্টা করা হচ্ছে আরো আটার পরিমাণ বাড়ানো যায় কিনা। তাহলে চালের যে পরিমাণটা আছে যদি আমরা চাল কম দিতে পারি, তাহলেও গম দিয়ে তার পরিমাণ করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে এইটুকুই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭৫-৭৬ সালের যে বাজেট হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। এবং তার অসমর্থনের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য তার বক্তব্য রেখেছেন এই বাজেট হতাশ জনক। এই বাজেটের দ্বারা জনসাধারণের কোন উপকার আসবে

না। ২৭ বছরের কংগ্রেসী সরকাই কিছুই করেন নি। এই বাজেট গতানুগতিক তিনি তাই বলেছেন। আমি বলব এই বাজেটের হতাশাজনক নয়। এই বাজেটে সব রকম চিন্তা করে ধনী, দরিদ্র সব শ্রেণীর লোকের কথা চিন্তা করে, গ্রাম শহর, টাউন বন্দর সমস্ত কিছু চিন্তা করে এই বাজেট ধার্য্য করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যে বাজেটে যে যে খাতে যে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে তাতে আমি আশা করতে পারি তা যদি যথাযথ ভাবে রূপায়িত হয় তাহলে ত্রিপুরার কাজ হবে, তবে আমি এই কথা বলতে চাই না এক বৎসরের বাজেটে আমরা সমগ্র ত্রিপুরার একটা বিরাট একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারব। তা সম্ভব পর নয়।

আমি বলব এই বাজেট মোটেই নৈরাশ্যজনক নয়। এই বাজেট ধনী দরিদ্র সব রকমের লোকের কথা চিন্তা করে, গ্রাম শহরের সমস্ত কথা চিন্তা করেই রচিত করা হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি যে যে খাতে টাকা ধার্য্য করা হয়েছে যদি তা আমরা খরচ করতে পারি ঠিকভাবে তাহলে ত্রিপুরার কিছুটা কাজ হবে। তবে আমি এই কথা বলতে পারি না যে এক বৎসরেই বাজেট ত্রিপুরার জন্য একটা সাংঘাতিক কিছু বিরাট করা যাবে। কোন দেশেই তা সম্ভব নয় যে এক বছরের বাজেটেই একটা বিরাট কিছু করা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই বাজেট মোটেই গতানুগতিক নয়। এখানে স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক সদস্য বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন আমি তার উত্তর দিতে গিয়ে বলব, আমাদের লক্ষ্য হল সুষ্ঠুভাবে রোগ নিয়ন্ত্রন করা এবং সমগ্র রাজ্যে প্রতিষেধক এর ব্যবস্থা করা। আমাদের পরিকল্পনা হল জনসাধারণের উজ্জল স্বাস্থ্য এবং উজ্জল জাতি গঠন করা এবং দেশবাসী যাতে সুচিকিৎসা পায় তারই পরিকল্পনা করা এবং দেশবাসীর মৌলিক অধিকার আছে চিকিৎসা পাওয়ার। যাতে তা পুরণ হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা নিচ্ছি। এই বাজেটে দেখা যাবে আমরা টাউন এবং গ্রামের লোক যাতে সুচিকিৎসা পায় তারই জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। একটা অসুবিধা এই যে ডাক্তারগণ গ্রামাঞ্চলে যেতে চায় না। সেখানে কিছু অসুবিধা হয়। সেই দিক দিয়ে আমি বলব ডাক্তারগণ যে এই মনোভাব সেটা পরিত্যাগ করতে হবে এবং ডাক্তারগণকে গ্রামাঞ্চলে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আমরা একথা বলব, অনেক সদস্য বলেছেন নতুন নতুন জায়গায় ডিসপেনসারী খোলার জন্য। অনেক সদস্য বলেছেন ডাক্তারের অভাব আছে, কম্পাউণ্ডারের অভাব আছে। আমি এই কথা স্বীকার করি। আমরা সবগুলি ডিসপেনসারীতে ডাক্তার দিতে পারছি না। সুতরাং ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডার যাতে পাওয়া যায় সেজন্য আমরা ফার্মেসী ট্রেনিং ক্লাস আরম্ভ করেছি। অনেকে বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই ২৭ বছরে কিছুই হয় নাই। তার উত্তরে আমি বলব যে আমরা যদি স্বাস্থ্য বিভাগ দেখি তাহলে দেখব যে অনেক কিছু কাজ হয়েছে। আমরা জানি ১৯৫০ সালে একমাত্র ভি, এম, হাসপাতাল ছিল এবং তার শয্যা সংখ্যা ছিল ৪৬। সেই জায়গায় সমগ্র ত্রিপুরায় ১১টি হাসপাতাল গড়ে উঠেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ২৬টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং ১১০টি ডিসপেনসারী গড়ে উঠেছে। এখানে যদি ত্রিপুরাকে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে কম্পারিজন করি তাহলে দেখব যে যে জায়গায় সমগ্র ভারতবর্ষের ৮০,০০০ থেকে ১ লক্ষ লোকের জন্য একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার হয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে হবে সেই জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরাতে ৫৫,০০০ লোকের জন্য

একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের পেছনে আছি এই কথা বলার কোন কারণ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে দেখা যাবে যে ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসর গেল তাতেও দেখা যাবে যে আমরা গ্রামাঞ্চলে কয়েকটা ডিসপেনসারীকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট করার জন্য বাজেট প্রভিশন রেখেছিলাম এবং তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপ্রোভ্যালও দেওয়া হয়েছে এবং কোনটার টেণ্ডারও কল করা হয়েছে। এই বাজেটে দেখা যাবে আমরা রুর্যাল হস্‌পিটাল কাঞ্চনপুরে যে ট্রাইবেল এরিয়া, তার মধ্যে থাটি বেডেড রুর্যাল হস্‌পিটাল রুর্যাল হস্‌পিটাল করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং অ্যাডমিনিষ্টেটিভ অ্যাপ্রোভেল দেওয়া হয়েছে। আমরা বিশেষ করে সেইরকম পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে গ্রামাঞ্চলে আরও ১০টা ডিসপেনসারী করা যায় এবং সেই ১০টা ডিসপেনসারী অ্যাডমিনিষ্টেটিভ অ্যাপ্রোভ্যাল দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামেও ক্যানসার বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ক্যানসার অত্যন্ত দুরারোগ্য রোগ, সেজন্য আমরা ক্যানসার ওয়ার্ড খোলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি এবং ফাউণ্ডেশান ষ্টোনও লে করা হয়েছে এবং বাজেটেও বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি অবিলম্বে ক্যানসার ওয়ার্ড খুলতে পারব এবং ক্যানসারের ট্রিটমেন্ট কিছুটা এখানে হচ্ছে, রিসার্চও হচ্ছে এবং রীতিমত ট্রিটমেন্ট হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা আর্টিফিসিয়াল লিম্ব সংযোজনের জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা লিখেছি যাতে এটা অবিলম্বে হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলব যে কোন কোন সদস্য বলেছেন যে বর্তমান মিনিষ্ট্রির আমলে কোন কাজ হয় নাই। তার উত্তরে বলব যে মিনিষ্ট্রি গঠন করার সময়ে আমরা যে বেড ষ্ট্রেনথ পেয়েছি এবং বর্তমানে যে বেড ষ্ট্রেনথ রয়েছে তার পারসেনটেজ দেখা যাক। ১৯৭১ সালে হাসপাতালে ৬২০টা বেড ছিল, বর্তমানে ৯৪০টা বেড হয়েছে। অর্থাৎ ৩ বৎসরে ৬১ পারসেন্ট ইমপ্রুভ করেছে। আর ২১ বছরে হয়েছিল ৬২০টা বেড আর সেই জায়গাতে ৯৪০টা বেড ৭৫' সালের মধ্যে রয়েছে। প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে '৭১ বেড সংখ্যা ছিল ১৫৮ আর ১৯৭৫ সালের আজ পর্যন্ত হয়েছে ২৪৪টা। অর্থাত ৫৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসপেনসারীর বেড সংখ্যা ছিল ৬, সেই জায়গাতে এখন ১২। ১৯৭১ এর টোটাল বেড সংখ্যা ছিল ৭৮৪, সেই জায়গাতে ১১৯৬। সুতরাং বর্তমান মিনিষ্ট্রীর আমলে কিছু হয় নাই সেই কথা বলার কোন কারণ নাই। অল ইণ্ডিয়াতে বেড সংখ্যা হল পার টেন থাউজেণ্ড পয়েন্ট ফাইভ আর ত্রিপুরাতে হল পার টেন থাউজেণ্ড পয়েন্ট সেভেন বেডস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য বি, দাস বলেছেন রুদ্রসাগরে একটা ডিসপেনসারীর কথা। আমি জানি মাননীয় সদস্য এক সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। এবং তিনি মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের চার্জে ছিলেন। এত প্রয়োজন থাকলে সেই জায়গাতে সেই আমলেই হতে পারত। কিন্তু তিনি করেন নাই। কারণ এটা বলতে হবে, তিনি ঐ এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাঁর বলার দরকার, তিনি বলেছেন। তবে একটা কথা বলি, মেলাঘরে ত্রিশ বেডেড একটা হাসপাতাল আছে, রুদ্রসাগর মেলাঘর থেকে মাত্র এক মাইল দূর এবং সোনামুড়ায় একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, তার থেকে মাত্র তিন মাইল দূর রুদ্রসাগর। এই অবস্থায় যদি আমরা প্রতি গ্রামে গ্রামে ডিসপেনসারী করি, এক দিকে আর্থিক অসঙ্গতি আছে আর এক দিকে ডাক্তারের অভাব আছে। আর

একটা বলেছেন খাস চৌমুহনীতে ডিসপেনসারীর কথা। মাননীয় সদস্য আমি বলতে চাই তকসা পাড়াতে একটা ডিসপেনসারী আছে সেটা খাস চৌমুহনী থেকে ৩ মাইল দূর এবং বাধ-মারার একটা ডিসপেনসারীর কথা বলেছেন, সেটাও তক্সাপাড়া থেকে তিন মাইল দূর। সুতরাং তিনি এলাকা থকে এসেছে, এলাকার দাবী তার বলতে হবে। তিনি বলে গেছেন। তবে বর্তমান অবস্থায় সেই এলাকায় ডিসপেনসারী করা সম্ভবপর হচ্ছে না। মাননীয় সদস্যকে আর একটা কথা বলতে চাই ত্রিপুরায় পার কেপিটা একসপেনডিচার ইন হেলথ কৃপাজ ট্রেয়লড এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলে, যেটা এত পুরনো ষ্টেট তার পার কেপিটা একসপেনডিচার হল অন হেলথ মাত্র ৯ টাকা। পার কেপিটা একসপেনডিচার অন মেডিসিন ত্রিপুরায় হল ১ টাকা ২৫ পয়সা, আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হল ৯৭ পয়সা। সুতরাং আমরা হেলথের জন্য বা মেডিসিনের জন্য টাকা খরচ করছি না বা অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায় পেছনে আছি এই কথা ঠিক নয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সদস্য বলেছেন যে হাসপাতালে ঔষধ নাই। আমি বলতে চাই ত্রিপুরাতে যে পরিমিত ঔষধ দেওয়া হয়, আমি যতটুকু জানি অন্য কোন ষ্টেট হসপিটালে সেই পরিমিত ঔষধ দেওয়া হয় না। তবে কোন কোন সময়ে হয়তো ঔষধের অভাব থাকতে পারে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতেই আজকে ঔষধের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে ডা: বি, দাস জানেন যে আজকে ঔষধের একটা স্কারসিটি চলছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যদি ঔষধের আইটেমে সর্ট থাকে, তাহলে নিশ্চয় আমাদের সাবষ্টিটিউট ঔষধ নিশ্চয় থাকে। মাননীয় সদস্য জুম্ম বাবু বলেছেন যে হাসপাতালে প্রত্যহ চিড়া দেওয়া হয়। আমি বলব ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে পথ্য হিসাবে যদি চিড়া দেওয়ার কথা থাকে, তখন চিড়া দেওয়া হয়, আর প্রেসক্রিপশানে যদি রোগীকে ভাত দেওয়ার কথা থাকে, তাহলে ভাতই দেওয়া হয় এবং প্রেসক্রিপশানে দুধ দেওয়ার কথা থাকলে, দুধ দেওয়া হয়। কাজেই এর মধ্যে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কিছু করার থাকে না। তিনি আর একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে দুধে জল দেওয়া হয় এবং দুধের রেট কম দেওয়া হয়। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন, চিড়া, দুধ বা অন্যান্য ডায়েট যেগুলি আছে, তা টেণ্ডারের ভিত্তিতে হয়, টেণ্ডারে যে রেট দেওয়া থাকে, সেই রেটে দুধের দাম দেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট দর কম দিচ্ছে, একথা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য ডাঃ বি, দাস বলেছেন হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে। কিন্তু আমি জানি এই জি, বি, এবং ভি, এম, হাসপাতালে আমাদের মাননীয় গভর্ণর কিছুদিন আগে, এই গত বছরে ভিজিট করেছেন, তারপর তামিল নাড়ুর একটা এম, এল, এর টিম এসেছিল, তারাও সেটা ভিজিট করেছে, তাছাড়া আমাদের এই এ্যাসেম্বলীর এষ্টিমেট কমিটির মেম্বারেরাও ভিজিট করেছেন, কিন্তু তারা এই হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোন কমপ্লেনই করেন নি। এমন কি ত্রিটা মেমোরিয়াল হসপিটালের বিশিষ্ট এ্যাক্সপার্ট ডাঃ কোঠারী এই জি, বি, হাসপাতাল ভিজিট করে খুব সন্তোষ্ট হয়েছেন। তারপর মাননীয় সদস্য ডা: বি, দাস বলেছেন যে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। তিনি বলতে গিয়ে আরও বলেছেন তার বাড়ার সামনে একটা লোক মারা গিয়েছে এবং তিনি দেখে বলেছেন যে ভুলচিকিৎসার জন্য মারা গিয়েছে। আমি বলতে চাই, কারণ তিনি বলতে এতটুকু গিয়েছেন যে তিনি কি বাড়ীতে আছেন, না টাউনে আছেন, না গ্রামে আছেন, সে সব কথা

একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। এখন যদি লোকটার বাড়ী টাউনে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য এখানে কোন ডিসপেন্সারী নাই, কিন্তু বড় হাসপাতাল রয়েছে এবং সেই যে জি, বি, এবং ভি, এম্‌ হাসপাতাল সেখানে ডিসিপ্লিন আছে এবং প্রচুর সংখ্যক শয্যা আছে...

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। আমার মনে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার বক্তব্যকে একটু এদিক সেদিক করে ফেলছেন। তাই আমি জিনিসটাকে একটু পরিষ্কার করে দিতে চাই। আমি যে লোকটা মারা গিয়েছে, তার সম্পর্কে কিছু বলি নি, স্যার। আমি একটা রূপক বলছিলাম এবং সেই রূপকতে বলছিলাম যে লোকটা বড় লোক হয়ে গিয়েছে। এটা এক ভদ্রলোক বলছিলেন, স্যার। অথচ উনি সেই জিনিসটাকে গুলিয়ে ফেলছেন, আর সেজন্য আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি সেই লোকটা চিকিৎসাতে মরেছে কি অচিকিৎসাতে মরেছে সেটা আমার দরকার নাই। সেই লোকটা মারা গিয়েছে দেখে এসে একজন লোক যে রিমার্কটা করেছিলেন, সেই রিমার্কসটাই আমি এখানে রেখেছি, মাত্র।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মতটা শুনেছি, তাতে উনি বলেছেন এবং বুঝাতে চাইলেন যে একটা লোক মারা যায়, তখন একটা লোক বললো কুচিকিৎসার জন্য মারা গিয়েছে, কম্পাউণ্ডারের কথা বলে, তিনি এই কথা বলেছেন। সুতরাং জি, বি, এবং ভি, এমে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, এটা একটা অদ্ভুত কথা, মানুষ অন্তত: একথা বিশ্বাস করবে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— পয়েন্ট অব অডার স্যার। এই যে মিনিষ্টার বলছেন ডাঃ বি, দাসকে রেফার করে, আসলে তিনি এই রকম কথা বলেন নি। 'জি, বি, এবং ভি, এমে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চিকিৎসা করানো হচ্ছে, এই কথা কি উনি বলতে পারেন, উনি কি পাগল হয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— উনি যদি পাগল না হন তো মিনিষ্টার পাগল হয়েছেন (হাসি)।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আরও বলেছেন যে এই মিনিষ্ট্রির আমলে কিছুই হয় নি। আমি বলতে চাই সেই ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে। এ্যাক্স-রে একমাত্র জি, বিতে এবং ভি, এমে ছিল। কিন্তু বর্তমান মিনিষ্ট্রীর আমলে সেই এ্যাক্স-রে মেসিন প্রত্যেকটি মহকুমা হাসপাতালগুলিতে দেওয়া হয়েছে, যদিও দুই একটা মহকুমাতে এখনও ইন্‌স্টলড করা হয় নাই, কিন্তু অবিলম্বে সেগুলি ইনস্টলড করা হবে। এমন কি যেখানে জি, বি, ভি, এম ছাড়া অন্য কোন হাসপাতালে স্পেশালিষ্ট ছিল না, সেখানে এখন কোন কোন হাসপাতালে স্পেশালিষ্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করানো হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬২-৬৩ সালে চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরাতে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে, তা দেশের সর্বসাধারণ দেখছে। আমাদের জি, বি, ভি, এম হাসপাতালে বর্তমানে ১১টি বিভাগে স্পেশালিষ্ট আছে। আমি বলতে পারি ইয়েষ্টার্ণ রিজিওনে এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতাল বই। এমন কি দেশী বিদেশী অনেক রোগী এসে এখানে ট্রিটমেন্ট করিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এম্বুলেন্সের কথা বলা হয়েছে, আমি জানি বর্তমান মিনিষ্ট্রীর আমলে প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশন হাসপাতালে এম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য মৌলানা সাহেব বলেছেন যে কৈলাসহরে এম্বুলেন্সের অভাবে

কিন্তু আমি জানি যে সেখানেও এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। এ্যাম্বুলেন্স জিনিষটা মেসিনারী ব্যাপার, হয়তো সাময়িকভাবে সেটা অচল হয়ে থাকতে পারে, মেরামত করার জন্য চলে যেতে পারে. কিন্তু মেরামত করার পর সেটাকে চালানো যায়। তাছাড়া মেজরিটি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে আমরা ইউনেফের গাড়ী দিয়েছি। তারপরে এখানে টি, বি, পেসাণ্টের কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে ৫০ বেড যুক্ত একটি টি, বি, হাসপাতাল জি, বি, হাসপাতালের সংগে যুক্ত আছে এবং আমরা আগামী ফিফ্‌থ প্লেনে আরও ৫০টি বেড করার কথা চিন্তা করছি এবং নর্থ ও সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে টি, বি হসপিটাল করার কথাও চিন্তা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা নূতন করে পাবলিক হেলথ লেবরটরী খুলেছি, যাতে যে সমস্ত খাদ্যে ভেজাল হয়, সেগুলি পরীক্ষা পরে দেখা যায়। আগে এগুলি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পাঠাতে হত পরীক্ষা করবার জন্য। তারপর ফার্মেসিষ্ট ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও আমরা এখানে করেছি, নার্সিং ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও আমরা করেছি। তারপর সিনিয়ার নার্সিং ট্রেনিং এবং লেবেরটরী টেক্‌নিসিয়ান ট্রেনিং এর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিসপেন্সারী খোলার আগে যদি আমরা এই সমস্ত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে পারতাম তাহলে আজকে আমাদের এই সমস্ত অসুবিধাই হত না। আজকে নার্সিং এর যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যার সম্পর্কে মেম্বারেরা কম্‌প্লেইন করলেন, সেটা সম্পর্কে আগে থেকে আমরা যদি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা হতো তাহলে আজকে এই অসুবিধা হতো না। তারপর অমরপুরের মাননীয় সদস্য সুশীলবাবু অভিযোগ করেছেন যে লেবেরটরী টেকনিসিয়ান নাই, যদি যথাসময়ে এই লেবেরটরী টেকনিসিয়ানের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হত, তাহলে আজকে আমরা অমরপুরে সেই লেবেরটরী টেক্‌নিসিয়ান দিতে পারতাম। এগুলি যথাসময়ে করা হয় নি তার কারণ হচ্ছে এইগুলি সম্পর্কে সেই সময়ে চিন্তা করা হয় নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কম্পারিজন দেখাচ্ছি। যেহেতু কোন কোন সদস্য বলেছেন যে এই মিনিষ্ট্রি আমলে কাজ হয় নাই। সেই সম্পর্কে বলছি ১৯৬৩-৭১ এবং ৯৭২-৭৫ পর্য্যন্ত। ১৯৬২-৭১ এই নাইন ইয়ারে এম, বি, বি, এস, এ তারা পাঠিয়েছেন ১৪৩ জন এবং আমরা ১৯৭২-৭৫ পর্য্যন্ত এম, বি, বি, এস, এ পাঠিয়েছি ১২৯ জন। ক্যানসেল কাটে তারা পাঠিয়েছেন ২ জন ৯ বছরে আমরা পাঠিয়েছি ৯ জন। আয়ুর্বেদতে তারা কোন লোক পাঠান নাই আমরা পাঠিয়েছি ৬ জন। বি' ফার্মেতে ৯ বছরে পাঠিয়েছি ৩ জন আমরা পাঠিয়েছি ৪ জন। ই, ফার্মেতে পাঠিয়েছেন ১. জন আমরা পাঠিয়েছি ৩৫ জন। সেনেটারী ইন্‌সপেক্টার তারা পাঠিয়েছেন ৪ জন ৯ বছরে আমরা পাঠিয়েছি ৭ জন।. রেডিওগ্রাফিতে তারা পাঠিয়েছেন ৫ জন আমরা পাঠিয়েছি ৭ জন। বি, এস, সি, নার্সিংয়ের জন্য তারা এক জনও পাঠাননি আমরা পাঠিয়েছি ১২ জন। সিনিয়ার নার্সিংয়ের জন্য তারা পাঠিয়েছেন ৮ জন আমরা পাঠিয়েছি ২১ জন। লেবরটরী টেক্‌নিশিয়ানের জন্য তারা পাঠিয়েছেন ?া জন আমরা পাঠিয়েছি ২৪ জন। পোষ্ট গ্রেজুয়েটের জন্য ৯ বছরে তারা পাঠিয়েছেন ১০ জন আমরা পাঠিয়েছি ৯ জন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং কোন কোন সদস্য বলেছেন যে ফেমিলি প্ল্যানিংয়ে কোন কাজ

হয় নি। যদি আমরা ষ্টেটিসষ্টিকসে বিশ্বাস করি তাহলে আমরা দেখব যে আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ডে –লাষ্ট ইয়ারে যে ষ্টেটিসষ্টিসক আছে তাদের চেয়ে আমাদের ত্রিপুরায় অনেক ভাল কাজ হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য বি, দাস বলেছেন যে কোন ডাক্তার নাকি টাকা নিয়ে অপারেশান করে। সুতরাং তিনি যদি স্পেসিফিক কেস দেন তাহলে আমরা ইনকোয়ারী করে একশান নিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি স্পেসিফিক কেস দিলে একশান নেওয়া চলে নইলে পারা যায় না। মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু একটা কথা বলেন যে ফেমিলি প্ল্যানিং বৈষ্ণব মতে হলে ভাল হয়। কিন্তু তিনি এক্সপ্লেন করেন নাই। বৈষ্ণব মতটা যদি তিনি এক্সপ্লেন করতেন এবং সেটা যদি সায়েন্টিফিক হত স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় তাহলে নিশ্চয় তা গ্রহণ করার কথা বিবেচনা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ফেমিলি প্ল্যানিংয়ের কাজ যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে এবং অনেকটা কনট্রোল করা যাচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য লম্বা করছি না এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৫-৭৬ সনের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বাজেটের সাধারণ ডিসকাশনে আমি অংশ গ্রহণ করে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার কিছু বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। আজকে এই ত্রিপুরা অনগ্রসর রাজ্য। এই অনগ্রসর রাজ্যের লোক সংখ্যার অধিকাংশ আমাদের দেশের গরীব মানুষ। তাছাড়া কটানা সেই ওপার থেকে আসার ফলে আমাদের এই রাজ্যে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে আমরা পরিকল্পনা যেভাবে করি, অর্থাৎ বাজেটে আমরা যেভাবে টাকা বরাদ্দ করি সেটা উপরন্ত একটা জনসংখ্যা সেটার একটা চাপ ত্রিপুরা রাজ্যে লেগেই আছে, সেজন্য আমাদের কোন কোন সময় বেশ মূল্য দিতে হয়। কারণ আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই ত্রিপুরায় ভূমিহীন, তপশিলী, তপশিলী উপজাতী, জুমিয়া হাজার হাজার পরিবারকে পুনর্বসতির ব্যবস্থা এই সরকার করেছেন। করলেও অনেক আছে। তার কারণ দেখা যায় একটা পরিকল্পনায় আমরা এই ধারণা করে ব্যয় বরাদ্দের যে হিসাব আমরা করি এবং ত্রিপুরার বিশেষ করে আমাদের কোন আর্থিক সংস্থান নাই। কেন্দ্রের সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কাজেই কেন্দ্র আমরা যা চাই তাই দেবে এমন কোন কথা নয়। এই সীমিত আর্থিক যে সংগতি থেকে আমরা এইভাবে এক একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজে এগিয়ে চলেছি। এখানে আমাদের সম্পর্কে মাননীয় কোন কোন সদস্য বলেছেন এই বাজেট সম্পর্কে—গতানুগতিক, কলাপাতাও বলেছেন। এই গতানুগতিক হবেই, কারণ আমাকে এই কথা বলতে হয়—গতানুগতিক স্বীকার করতে হয় এই জন্য যে মার্চ মাস আসলে প্রত্যেক বছরেই বাজেট আমাদের পাশ করিয়ে নিতে হয়। কাজেই, এই যে গতানুগতিক বাজেট আমরা যদি আজ পাশ না করি তাহলে আমরা টাকা খরচ করতে পারব না। সেজন্য বাজেটের প্রথম অবস্থায় বাজেটের একটা অংশ আমরা ভোট অন একাউন্ট আমরা পাশ করে নিই, যাতে বেতন ইত্যাদি বা জরুরী কাজগুলি বন্ধ না হয়ে যায়। আমরা প্ল্যানের আগে থেকেই আমরা চিন্তা করি রাস্তাঘাটের কথাই হউক আর ডিসপেনসারীর কথাই হউক আর হাসপাতালের কথাই হউক আর স্কুল কলেজের কথাই হউক। এই ছোট আগরতলা সহরে ৪টা কলেজ আছে। আমাদের বহু পূর্ব থেকে আমরা পাশাপাশি

আমরা দেখি যে কুমিল্লা সহরে একটা কলেজও হয় নাই আর আগরতলা সহরে ৪টা কলেজ আছে। এমনিভাবে আমরা যদি দেখি আমাদের যতগুলি সরকারী বিভাগ আছে এইভাবে আমরা এগিয়ে চলেছি। কারণ আমাদের ইনকাম অত্যন্ত সীমিত। সীমিত ইনকামের মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ বা অনুদানের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়। আমরা মাষ্টার প্ল্যান করে কাজ করতে পারতাম যদি আমাদের নিজস্ব ইনকাম থাকতো তাহলে আরও দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হত। কিন্তু তা হয় না। তাছাড়া একটানাভাবে জনসংখ্যা আমাদের ষ্টেটে বরাবর চলে আসছে। তারা এসেই তারপর ভূমিহীন, তারপর বেকার এইভাবে তারা বিভিন্নরূপে সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কাজেই এইভাবে আমার সরকার এগিয়ে চলছে তার পরিকল্পনার মাধ্যমে। আজকে যেমন তপশীল ভুক্তদের কথা বলা হয়েছে তেমনি উপজাতিদের কথাও বলা হয়েছে। তারা ক্লাশ সিক্স থেকে ক্লাশ এলিভেন পর্যন্ত বোর্ডিংয়ে থাকার সুযোগ পায়। তারপর অনেক সদস্য ফিসারী সম্পর্কে বলেছেন। এখানে ফিসারী সম্পর্কে আমি বলতে চাই এই কথা যে আমাদের ঐ দেশে যা ছিল নদীর সংখ্যা বেশী ছিল। সেখানে মাছ ধরার সুযোগ বেশী ছিল. কাচারেল সুযোগটাই বেশী ছিল। এবং ত্রিপুরায় নাব্য কোন নদীও নাই। যা আছে কিছু ছোট খাট কিছু সংখ্যায় খুব কম, অনেক সময়ই সেগুলিতে জল থাকে না। এই জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারাতে আমাদের ফিশারমেনদের উদ্বোদ্ধ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভাবে যদি মাছের চাষ না করতে পারে—ঐ দেশে মেঘনা নদী বা তিতাস নদী বা বড় বড় নদীতে সুযোগ ছিল সেই সুযোগ ত্রিপুরাতে নাই এটা ঠিক। সেই সুযোগ না থাকাতে বাস্তব কিছু কিছু হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। আজকে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারায় বড় বড় বের জাল ফেলে মাছ ধরা ছেড়ে তারা হঠাৎ করে এই দেশে এসে সেই সুযোগ নাই। কারণ এখানে নাব্য কোন নদী নাই। এখানে আছে কিছু পুকুর, নইলে বড় বড় দীঘি বা জলা। আজকে আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারায় তাদের সেটা এখন পর্যন্ত আমরা উদ্বুদ্ধ করতে না পারার জন্য এবং তাদের সেটা গ্রহণ করার পক্ষেও এগিয়ে আসছে নাই। কাজেই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার অনেক ফিসারম্যান আছে, কিছু কিছু আমার জানা আছে বিশালগড় অঞ্চলে তারা বেশ ভাল অবস্থা করে নিয়েছে শুধু মাছের পোনা বিক্রী করে।

কাজেই ঐ যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আমরা তাদেরকে দিয়ে গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ ওটা তারা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। এই যে একটা মাঝখানে যে অবস্থা সেই জন্য তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয় সেইটা আমরা স্বীকার করি। আমরা বলিনা যে মানুষ খুব একটা সুখে স্বাচ্ছন্দে আছে। এই ছোট ত্রিপুরা প্রান্তিক রাজ্যে জনসংখ্যার বিরাট চাপ। তাছাড়া রাস্তা নেই, তার জন্য আমাদেরকে কিছু অসুবিধা করতে হচ্ছে এই কথা স্বীকার করতে কোন আপত্তি নাই। কাজেই আমরা কিছু করি নি এই কথাও ঠিক নয়। করার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলছি। যা করও আমাদের করণীয় ছিল সেইটা হয়তো আমরা সীমিত অর্থ বরাদ্দের উপর সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়. ভেটেনিয়ারী ডিসপেনসারীগুলি ফিফ্থ্ প্ল্যানের আগে মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ছিল। এই পর্যন্ত চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত ৪৯টি বিভিন্ন ভেটেনীয়ারী ইউনিট আছে, ডিসপেন্সারী আছে। কাজেই যেখানে একটা ছিল সেখানে ছোট বড় ইউনিট এইগুলি মিলিয়ে ৩৯টি এই পর্যন্ত হয়েছে। এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় আরও আমাদের প্রপোজেল আছে করবার জন্য। তাছাড়া যেমন ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে ফিফ্থ প্ল্যানে তুইশো একর মাত্র ছিল, আর এর পরে

১৯৭৪-৭৫ এই আর্থিক বৎসরে আমরা প্ল্যানটেশন করেছি ৯১,২৬২ একর। এই ফিফ্থ প্ল্যানের আগে দুই শো একর মাত্র ছিল আর গতবৎসর পর্যন্ত ৯১,২৬২ প্ল্যানটেশন করেছি। রাবার আছে আমাদের ১৩০৫ একর। আর এই যে রাবার গাছ যেগুলি ৭/৮ বৎসরের মধ্যে রস সংগ্রহ করা হয় এই রস সংগ্রহ করে যে রাবারের শিট্ করা হয় সেই শীট বিক্রী করে গত বৎসর ৮৭,৪৪০ টাকা আমরা রেভিনিউ পেয়েছি। কাজেই আমরা সরকার কিছু করছি না এইটা ঠিক নয়। অনেক সদস্য কথা প্রসংগে বলেছেন যে মন্ত্রী পশু আবার হঠাৎ দম ধরিয়া পাল্‌টা গুটাইয়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের দিকে চলে গেছেন। এই সদস্যকে কাইফার আমি বলবো না, শুওর মন্ত্রী, দুগ্ধ মন্ত্রী আমি বলবো না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এতে যদি বাজেট বক্তৃতায় কোন উন্নতি নাও হয় তাহলেও আমি এই সব কথা বলবো যদিও তিনি এক সময় এই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আমাকে এই কথা বলে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। জানি না, এতে যদি আমি হেয় হই তাহলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেব্যাল মিনিষ্টার শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটের সাধারণ যে আলোচনা তার শেষ দিন অন্ততঃ প্রোগ্রাম মত। আমরা এই ৪ দিন যাবত বাজেটের আলোচনা শুনেছি এবং আমাদের অনেক সদস্য বাজেট আলোচনার মধ্যে বিশেষ না গিয়ে প্রধানত ভাবে রাজনৈতিক আলোচনা করেছেন সেইটা মাননীয় সদস্য যদু বাবু স্বীকার করেছেন যে বাজেট আলোচনা এখানে গৌণ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন সদস্য এই বাজেটের অধিবেশনকে একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন, কেননা, কারণ বিরোধী দলের সদস্যগণ তারা এখানে উপস্থিত নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট আলোচনায় আমাদের দলীয় সদস্যদের মুখ থেকে যে আলোচনা হয়েছে আমি আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এর বেশীর ভাগ আলোচনাই একটা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটা নজির সৃষ্টি হয়েছে। কারন আমি যখন এই আলোচনা শুনেছিলাম তখন আমি কি এসেম্বলীতে বসেছিলাম, না কোন পরিষদীয় দলের সভায় বসেছিলাম, আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কারণ এই বাজেট আলোচনাকে উল্লেখ করে তারা যে বিষয়টি দলের মধ্যে আলোচিত হওয়া উচিত, সেটাকে তারা বিধান সভার মধ্যে আলোচনা করেছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে সেইটা কতটুকু পারমিসিব্যল বা কতটুকু উচিত, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অনেক সদস্য—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমরা এই হাউসে যেখানে বক্তব্য রেখেছি সেইটা আপনি চেয়ার যদি পারমিট না করেন তাহলে সেই বক্তব্য রাখা যায় না। কাজেই চেয়ার সেখানে আমাদেরকে বক্তব্য রাখতে পারমিট্ দিয়েছেন সেখানে মাননীয় মন্ত্রী কি বলতে পারেন যে সন্দেহ আছে? তিনি বলতে চাইছেন যে কতখানি পারমিসিবাল, সংসদীয় রীতি নীতিতে কতটুকু পারমিসিব্যল। এর দ্বারা তিনি চেয়ারকে অসম্মান করেছেন। সো হি স্যুড নট এ্যাক্সপ্রেস লাইক দিস।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এইটা চেয়ারের বিরুদ্ধে কোন চেলেঞ্জ নয়। এইটা ওনার অপিনিয়ন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটা বলতে চাইছি যে আমার কথা বলার অধিকার আছে, এইটা সকলেরই আছে। আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে পারি কিন্তু আমরা সেইটা বলবো দলীয় নীতি যেটা আছে সেইটার মধ্যে থেকে অধিকার আছে

বলেই আমরা যা খুশী তা বলতে পারবো সেইটা চাও পারবে না। যাই হোক আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি আজকে এই কথা বলছি, আজ আমি বহুদিন যাবৎ ত্রিপুরার সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনের থেকে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত আছি। কিন্তু আজকে এই অধিবেশনে যে বক্তৃতা আলোচনা হচ্ছে সেটাও ইতিহাস, বলে আমি মনে করি। আজকে এই ধরণের যে বক্তৃতা এটা আমি কোনদিন আমার জীবনে শুনি নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাঁদের অবমাননা করছি না। তাঁদের বলার অধিকারকে খর্ব করছি না। কিন্তু তাদের বলার যে ফোরাম তা নিশ্চয়ই আছে, থাকতে পারে। আমি সেই বিচারের বিশ্লেষণে যাচ্ছি না : আমি শুধু বলব তাঁদের জিজ্ঞাসা এখানে যা বলেছেন সে কথা বলার অনেক ফোরাম পাওয়া গেছে যাতে তাঁরা সেকথা বলতে পারতেন এবং সেটাই সব দিক থেকে সুন্দর হত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আবার আমি বাজেটের মধ্যে আসছি। বাজেটকে অনেকে বলেছেন যে এটা একটা গতানুগতিক বাজেট। এটা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব তা আমি বুঝতে পারছি না ? এটার সম্বন্ধে কোন আলোচনা করার নেই, এই রকম অনেকে মন্তব্য করেছেন। আবার কেহ কেহ বলেছেন যে এটা মোটেই অকল্যাণমূলক বাজেট নয়। সেটা বাজেট হয়ই নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বলেছেন তারা যোগ্য ব্যক্তি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মন্ত্রীসভা আরো তিনবার বাজেট পেশ করেছেন। এর আগে আমাদের আর কোন সদস্যদের মুখ থেকে এরকম কথা শুনি নি। যদিও বিরোধী দল থেকে শুনেছি। আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে একথাটা শুনতেন তা আজকে আমার দলের লোকের কাছ থেকে তাদের মধ্য থেকে শুনেছি। তাঁরা বলছেন যে এটা জনকল্যাণমূলক নয়, এটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়। এটা গণতান্ত্রিক ইত্যাদি। কিন্তু এর আগেও তিনবার বাজেট পেশ করা হয়েছে। তখন একথা শুনি নি। এবং আজকে যে কথা বলা হয়েছে তার থেকে যে একটা ব্যতিক্রম আছে বা এটা গতানুগতিক তা আমি বলছি না। অতএব এই যে গত তিন বছর বাজেট পেশ হয়েছে। এবার কোন সদস্য অর্থমন্ত্রীর কাছে কি বলেছেন যে বাজেটে যা করেছেন আমরা কেহ দলের সদস্য বলছি যে এটা জনকল্যাণমূলক হয়নি ? জনকল্যাণমতে বাজেট হয়নি ? এবং এটা পরিবর্তন করুন। তাঁর আগের তিন বছরও অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট রচনা করেছিলেন এবার তার পরিবর্তন করতে পারতেন। আজকের বাজেট পেশ করা হয়েছে অনেক আগে। তার মধ্যে কোন কোন সদস্য সি, এম,এর কাছে বা সি, এল, পি,এর মিটিংয়ে কেহ বলেছেন যে বাজেটে ত্রিপুরার জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করছে না ? বাজেটএ ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে করা হয়নি। এ কথা বলেছেন কেহ ? আজকে বলছেন। কিন্তু কোথায় ? এই বিধান সভার অধিবেশনে এসে বলছেন কেহ কেহ যে বাজেটকে ছুড়ে ফেলা দেয়া হোক। এই বাজেটকে ৭ দিনের মধ্যে ছিড়ে ফেলে দাও। এই বাজেটে ত্রিপুরার জনগণের কোন কাজে আসবে না। এই সব কথা বলার কোন অর্থ আছে ? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইসব কথা বলার কোন অর্থ আজ থাকতে পারেনা। যদি পারে তাহলে তখন তাঁরা আজ কেন বলছেন ? সেটা তাঁরা কোন দুঃখে নিয়ে বলছেন জানি না। কিন্তু আজকে একথা বলার কোন যুক্তি নেই। কিংবা যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। ভাল কথা ?

(গণ্ডগোল)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুনেছি। কথাগুলি হয়তো তাঁদের কাছে ভাল নাও লাগতে পারে তা আমি জানি। আমি কোন দিন এই হলে বাজেট ডিসকাশান করেছি। আমি সাধারণ অধিবেশনে ছিলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এম, এল, এ, হিসাবেও এই বাজেট ডিসকাশান করেছি। ফাইনান্স মিনিষ্টার হিসাবেও বাজেট উত্থাপন করেছি। আজকেও বাজেট ডিসকাশান করছি। কিন্তু এই জাতীয় ডিসকাশান আগেও করিনি। আজকেও করিনি। আমার বলার অধিকার আছে; আমি তখনও ডিসকাশন করেছি। কনট্রাকটিভ ওয়েতে ডিসকাশন করেছি। আমরা ভাল দিকটা যেমন আলোচনা করেছি, ঠিক তেমনি খারাপ দিকটাও আলোচনা করেছি। কিন্তু এ রকম হয় নি। যাই হোক তাঁরা বলেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছেন বা স্কোপ থেকে বলেছেন এবং সেই স্কোপ থেকে যদি বলে থাকেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এটা যদি না করে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে আসলে যে কথা তাঁরা বলছেন সেটা ঠিক নয়। হয়তো কোন কিছু আছে সেটা অ্যাক্সপ্লেনেশানের জন্য এটা বলেছেন। কিন্তু সেটার জন্যও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা থাকার দরকার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন বাজেটের মধ্যে আসছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মধ্যে মহোদয়, অনেকে বলেছেন আমি বিশেষ করে আমি আমাদের যে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্রলাল দাস মহাশয় যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমি খুবই আনন্দিত। তিনি কতগুলি বিশেষ পয়েন্টকে কনট্রাকটিভ ওয়েতে অন্ততঃ আমার মনে হয় আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রথম যখন ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাক্ট চালু হল তারপর থেকে কতটা অ্যাকসেস ল্যাণ্ড পাওয়া গেল। এবং সেগুলি কিভাবে অ্যালটমেন্ট করা হয়েছে সেটা জানানোর প্রয়োজন আছে। তারপর হল সেকেণ্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট। তাতে শিলিং কমিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে কি হল, সে সম্বন্ধেই বা কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তিনি সেটা জানতে চেয়েছেন। এছাড়া তিনি আরো জানতে চেয়েছেন যে সরকার থেকে একটা ডেট ফিকসড করে দেয়া হয়েছিল এই ডেটের মধ্যে ট্রাইবেলের জমি ট্রান্সফার করেছে সেই জমি ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়া হবে। এই পজিশনটাই বা কতটুকু এগুল। আরো বলেছেন যেটা থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা ল্যাণ্ড রিফর্ম-এ পাশ হয়েছে তার সম্বন্ধেই বা সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন। অর্থাৎ যে সিড্যুল এরিয়া বলে নির্দ্ধারণ করেছেন সেগুলি সম্বন্ধে কি করেছেন ? আমি এই প্রশ্নগুলি খুবই আনন্দের সঙ্গে নিচ্ছি। কারণ এইগুলি তিনি পয়েন্ট হিসাবে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি আমাদের সদস্য যদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য মহোদয়ও কতগুলি সাজেশান দিয়েছেন যে মিউটেশান পড়ে আছে, ল্যাণ্ড অ্যালটমেন্ট পড়ে আছে যদি সেগুলি সত্বর করা না হয় তাহলে আমাদের রেভিনিউ বাড়বে। আমাদের রেভিনিউ বাড়াতে হবে। এই মিউটেশান ল্যাণ্ড এলটমেন্ট এইগুলি করার প্রয়োজন। আমি বলছি যে একথা যে যাতে এই কাজগুলি যদি ত্বরান্বিত করা যায় তার জন্য কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে বার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা প্ল্যান গ্রহণ করা হবে। যার দ্বারা প্রত্যেকটা ল্যাণ্ডের কি পজিশান আছে সেটা বলা হবে এবং সেই সঙ্গে মিউটেশন কেসও ত্বরান্বিত করা হবে। এবং আমার হিসাবে প্রেকটিক্যালি করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

প্রত্যেকটি রেভিনিউ সার্কেলে একটা করে ভিলেজ নেওয়া হয়েছে টেষ্ট খসড়া প্রস্তুতি করার জন্য এবং তার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত ত্রিপুরায় আগামী পাচ বছরের মধ্যে ফিল্ড ইনডেক্স করার একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই সঙ্গে নিউটি ট্রেশনের কাজও ত্বরান্বিত করার জন্য রেভিনিউ এর যে সেল তাকে পুনর্গঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে যাতে এই নিউটি ট্রেশনের কেসগুলি ত্বরান্বিত হতে পারে এবং আমার ধারণা যদি এই ভাবে কাজ হয়, যদি নিউটি ট্রিশানের স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয় তাহলে আমরা সকলেই পেনডিং যে নিউটি ট্রিশান কেস সেগুলিকে কমিয়ে ফেলতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমত: ল্যাণ্ড রিফর্ম এ্যাকট চালু হওয়ার পর যে জমি সিলিং এবং একসেস ল্যাণ্ড পাওয়া গিয়েছিল সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্রলাল দাস মহাশয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একসেস ল্যাণ্ড ১৯২.৮৮ একর পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় ৮০ একর এলটমেন্ট হয়ে গেছে। আর বাকী ল্যাণ্ড কিছু টেবিলে আছে, আর কিছু রেসিষ্টেন্সে আছে যেগুলি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আবার সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্টে যেখানে লিমিট আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাও পাশ হয়ে গেছে। এই এমেণ্ডমেন্টেও আইন অনুযায়ী যে সমস্ত নোটিফিকেশান দেওয়ার সেগুলি দেওয়া হয়েছে এবং ফাস্ট জানুয়ারী থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে একটা সময় দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে যাদের একসেস ল্যাণ্ড আছে সেটা রিটার্ণ দেওয়ার জন্য। তার মধ্যে যে রিটার্ণ পাওয়া গেছে সেটা খুব বেশী নয়, অনেকে রিটার্ণ দেননি এবং যাতে রিটার্ণ আনা যায় তার জন্য এবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী যারা রিটার্ণ দেননি তাদের একশ' টাকা জরিমানা আর যারা ইনকারেক্ট ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাদের ৫০০ টাকা জরিমাণার ব্যবস্থা আছে। সেই ভিত্তিতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। মাত্র ফেব্রুয়ারী মাস শেষ হল, এখন আমরা সেই ব্যবস্থাগুলি নেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা প্রশ্ন করেছেন যে ট্রাইবেলের ল্যাণ্ড একটা পার্টিকুলার ডেট, ডেটটা ১.১.৬৯, এর পরে যে সমস্ত ট্রান্সফার হয়েছে সেগুলি ইনভ্যালিড এবং সেগুলির পজেশান দেওয়ার একটা পরিকল্পনা সেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্টে করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে, মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে এই ব্যাপারে মোট ইনষ্টলেশনের জন্য ১,৬০২টা দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে এবং সেইগুলি প্রসিডিউর মত, এটা একটা কোয়াসি জুডিসিয়াল প্রসিডিউর সুতরাং এই সম্বন্ধে একটু সময় নেবে। পিটিশানগুলি এনকোয়েরী করা, প্রসেসিং করা, উভয় পক্ষকে হীয়ারিং দেওয়া যেটা নাকি একমাত্র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করবেন এবং যেটা নাকি আমরা বলেছি কসাশলী করার জন্য যাতে বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে একটা টেনশান না হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও একটা জিনিষ জানাচ্ছি যে অনেক ট্রাইবেল যারা নাকি টাকা নিয়েছেন তাদের টাকা ফেরত দিতে চান, কিন্তু তারা যদি কোন ফিনানসিয়াল এ্যাসিষ্টেন্স পায় তাহলে যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে জমি দিয়ে তাকে টাকা ফেরত দিতে পারেন। তার জন্য একটা কর্পোরেশন। সেটা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে সেখান থেকে ফিনানসিয়াল এ্যাসিষ্টেন্স দিয়ে যে টাকা তারা নিয়েছে সেটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং যার জমি তাকে পজেশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা প্রশ্ন করেছেন তিনি থার্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্বন্ধে। থার্ড এ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্বন্ধে কতগুলি এলাকাকে ট্রাইবেল এলাকাই বলুন বা যাই বলুন পারচেজের ব্যাপারে তাদের একটা সুবিধা দিয়ে আইন করা হয়েছে। আমরা সেই আইনটাকে বুঝাবার জন্য, জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে, শুধু জনসাধারণ নয়, যারা রেভিনিউ অফিসার সেখানে আছে তাদেরকে বুঝাবার জন্য আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি এবং সেটা গ্রামে গ্রামে গিয়ে অফিসাররা বুঝাচ্ছেন এবং নির্দিষ্ট ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এর পরবর্তী পর্য্যায়ে প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, রেভিনিউ অফিসার, তহশীল অফিসার, তহশীলদার, প্রত্যেককেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যদি কোন ট্রান্সফার আসে তাহলে সংগে সংগে যেন সেটা যথোপযুক্ত যে অথরিটি তার গোচরে নিয়ে আসেন। সুতরাং এই বিষয়ে রুলসও করা হয়েছে এবং সত্বর সেই রুলসটা পাবলিশ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে এক্ষুনি কিছু বলার নাই, একমাত্র যদি ল্যাণ্ড সিলিং হয় তাহলে তখন একটা প্রসিডিংস নেওয়া যাবে, সুতরাং যখন সেলের প্রয়োজন হবে তখনি আমাদের অফিসারেরা সেটা গ্রহণ করবেন এবং সেই ভাবেই আইনমতে তারা অগ্রসর হবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাড়ীর জায়গা এ্যালটমেণ্ট সম্বন্ধে এবং ল্যাণ্ডলেসকে জমি দেওয়া প্রশ্ন অনেকেই করেছেন। আমি এই হাউসের সামনে এটা পেশ করতে চাই যে টোটেল হোমলেস সব ডিষ্ট্রীক্ট মিলে ৪২,৫৫০ একটা ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে ২৪,১৯০ জনকে হাউস সাইট এ্যালট করা হয়েছে, বাড়ীর জায়গা। আরও বাকী রয়েছে ১৮.৩৬০ সারা ত্রিপুরাতে আর ল্যাণ্ডলেস সম্বন্ধে ৪৫,২১৪ মোট ল্যাণ্ডলেস। আর যাদের এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড এ্যালট করা হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড খুবই সীমাবদ্ধ, সুতরাং ল্যাণ্ডলেসদের মধ্যে যে এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়েছে সেটা হল ১৭,০৬৩। এবং আরও যখন যা পাওয়া যায় ল্যাণ্ড সেটা তাদের মধ্যে এ্যালট করা হবে। তবে ল্যাণ্ডের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন এবং যখনি যে ল্যাণ্ড পাওয়া যাবে সেটা ল্যাণ্ডলেসদের এ্যালট করা হবে, আর এই যে নাম্বারটা বললাম ৪৫,২১৪, এর মধ্যে সকলেই যে ল্যাণ্ডলেস তা নয়, এর মধ্যে অনেকেই খাস ল্যাণ্ডে বসে আছে, তাদের নামে এ্যালটমেণ্ট নয়, এমন কেউ কেউ আছে, সুতরাং এদের কেসগুলি রেগুলেরাইজ করা হবে এবং তাদের নাম্বার অনেক কমে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চা বাগানের কেসগুলি ধরা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৮টা বাগান শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং আরও মাস দুই মাস ডিয়ের মধ্যে আরও অন্ততঃ ২৬টা বাগানের মত শেষ করা হবে। তারপর আরও ১৮টা বাগান হাতে নেওয়া হবে। এইভাবে কাজ অগ্রসর করা হচ্ছে এবং আমি রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে জেনেছি যে এই কেসগুলি করবেন রেভিনিউ কমিশনার এবং তিনিও আগামী দুই মাস আড়াই মাসের মধ্যে আরও ২৫টি বাগান ফাইন্যাল করে দিতে পারবেন বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমি আশা করি সেটা হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিলিফ ওয়ার্ক সম্বন্ধে, যদিও এবার উপর অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেকে মন্তব্য করেছেন অনেক কিছুই। আমাদের মাননীয় সদস্য বদ্রপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এমন মন্তব্য করেছেন যে ৩৩ লক্ষ টাকা রিলিফ করা

হয়েছে অথচ এই টাকা খরচ করতে দেরী হচ্ছে কেন, তিন দিনে ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করে দেওয়া কিভাবে যায় সেটা কি খরচ হবে না অন্য কিছু হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আর এই খরচ কি করে সম্ভব এই বাজেট থেকে আমি জানি না। যদি তিনি মনে করেন এই বাজেট থেকে সম্ভব তিন দিনে ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ করা তাহলে আমি অনুরোধ করব, ভাল কথা তাঁরা সেটা জানিয়ে দিন, আমার কোন আপত্তি নাই, যদি তিনি করে দিতে পারেন, ভাল কথা, তাহলে আমি সেটা অ্যাপ্রুভ করে নেব সুতরাং ১২ লক্ষ লোকের জন্য আয় এবং ব্যয়ের সমতা রেখে যদি বাজেটটা করে দিতে পারেন, তিনি দিন দেখি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় মাননীয় সদস্য কালীপদ বাবু উল্লেখ করেছেন যে খরার কাজে কোন ডি, এম, নাকি বলেছেন যে আমরা খরার কাজ করব কি করে? আমাদের কাছে যে সমস্ত রিটার্ণ টিটার্ণ চাওয়া হয়েছে, এই সমস্ত অডিট আরম্ভ হয়েছে, আমরা কি ফিল্ডের কাজ করার সময় পাই?

আমি আশ্চর্য হচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কি করে সম্ভব হয়, আমরা টাকাই দিয়ে যাব, হিসাব চাইতে পারবনা? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা চাইছেন কোথায় কি কাজ হচ্ছে, কত টাকা ব্যয় হচ্ছে, আর আমরা সেই হিসাবটা আনতে পারব না তাদের কাছ থেকে? তাহলে আমরা দেব কি করে তাঁদের কাছে সেই হিসাবটা? সুতরাং এটা কিছুই নয় এটা জাস্ট একটা ইনফরমেশান চাওয়া যে তাদের হাতে কত টাকা আছে, এবং কত টাকা খরচ হয়েছে, কতটা কাজ কমপ্লিট হয়েছে। কাজেই এইটুকু ইনফরমেশান যদি না চাইতে পারি তাহলে তো মুশকিলের কথা। রিলিফের টাকা দিয়ে যাও যদচ্ছা, হিসাব চাইতে পারবে না, এত বড় সাংঘাতিক কথা।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলিনি। আমি বলেছি যে আপনারা টাকা রিলিজ করছেন না। আপনারা হিসাব চাইবেন কেন? আমি চাই প্রত্যেকটা কাজের হিসাব করুন। এইগুলি প্রত্যেকটি ভালভাবে তদন্ত করা হোক। সুতরাং উনি এইগুলি ডিস্টরটেড করছেন, এই কথা বলিনি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— যদি কোন অফিসার বলে থাকেন, আমি জানি না, কোন ডি, এম, এমন কথা বলতে পারেন কিনা? যদি বলেও থাকেন, তাহলে এটা বড় অদ্ভুত যে আমরা কোন হিসাব দেখতে পারব না। টাকা দিয়ে যাব। এটা কি করে হয়? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ টেষ্ট রিলিফ আরম্ভ হবে, জি, আর আরম্ভ হবে টাকা দিয়ে দাও, টাকা রিলিজ কর, হিসাব চাইনা, এটা হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রকম ঘটনা অনেক আগে ঘটেছে, ১৯৭৩-৭৪ সালের হিসাব এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিজেও পি, এ, সিতে ছিলাম এবং এখানকার অনেক মাননীয় সদস্যও পি, এ, সিতে ছিলেন। কাজেই তারা সবাই জানেন যে ১৯৭৩-৭৪ সালে যে টাকা খরচ হয়েছে, তার হিসাবও দিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব এখনও পড়ে আছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন, সেই সাবক্রম ট্রেজারীর ৫০ হাজার টাকা তছরূপের কথা, যার জন্য ক্যাসিয়ার সাসপেণ্ড হয়েছিল। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন যে টাকা দিয়ে দাও, এখন হিসাব পাবে না, এটা আমি মানতে রাজি না, কারণ এই রকম লুঠ পাট আমরা আর বরদাস্ত করব

না। আর এটা সকলকে জানিয়ে দিতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যে রিটার্ণ চেয়েছি, সেটা একটা নর্মেল রিটার্ণ, ১৯৭৩-৭৪ সালে টাকা দেওয়া হয়েছে, আজও ডি, সি, সি বিল দিতে পারছে না তার মানে কি? তার মানে আমরা টাকা দিয়ে যাব, তারা ৫ বছরের ভিতরেও ডি সি, সি, বিল দিতে পারবে না। সে হয় না। এখনও উনি বলছেন যে টাকা রিলিজ করছেন না, টাকা রিলিজ করছি না, এর অর্থটা কি? আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেদিনও উদয়পুরে এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ওদের সংগে মিটিং করে এসেছি, তাদের হাতে কত ব্যালেন্স আছে, তার হিসাবও আমি নিয়ে এসেছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি নিজেও বলেছেন যে টাকা নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তারা যদি বলেন তাদের হাতে টাকা নাই, সেটা ঠিক নয়। তাদের হাতে টাকা রয়েছে। টাকা রিলিজ করেছেন না, এটা ভুল কথা। তারা একথা বলতেই পারেন না। এবং আমি স্বীকার করি না যে তাদের হাতে টাকা নাই এবং আমি টাকা রিলিজ করছি না। এটা ঠিক নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই জেনেশুনে তারা কতগুলি অভিযোগ করতে পারেন। আর যদি কোন সদস্যের সন্দেহ থাকে আমরা দলীয় সদস্য হিসাবে যে কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিন্তু অযথা একটা অভিযোগ তারা যেন এখানে না আনেন, সেজন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমধুসূদন দাস :— স্যার, তাদের এক একজনকে ৩০/৪০ মিনিট করে সময় দিতে পারেন। অথচ আমাদেরকে বলার কোন সুযোগই দিলেন না, আমাদের কি এই হাউসে কিছু বলার অধিকার নেই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেটের সমর্থনে বক্তৃতা করতে গিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখছি, যাদেরকে উপলক্ষ করে আমাদের বক্তব্য আমরা রাখতাম, তারা নেই। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় ভাল হবে লীডার অব দি হাউস হিসাবে, দলীয় লীডার হিসাব অথবা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট প্লেস হয়েছে মার্চ মাসে, সেই বাজেট আজও আমরা ডিসকাশন করছি। বাজেট যে দিন পেশ করা হয়, আমি একথা আগেও বলেছি এই হাউসে যে লীডার অব দি অপজিশন, তাঁর সংগে আলোচনা করে মাননীয় স্পীকারের সামনে আলোচনা করে টাইমিং সম্বন্ধে এবং বাজেট আলোচনার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করে সেটা করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেদিনও বলেছিলাম এই কথা, যে কথার উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে বাজেট পেস করেছি এবং যার উপর বাজেট ডিস্কাশন হবে সেই আণ্ডারষ্টেণ্ডিং এর উপর, সেখান থেকে মাননীয় অপজিশন লীডার সিফ্‌ট করছেন, আমি সেদিনও হাউসে বলেছি। ব্যক্তিগতভাবে যদি কথা উঠত, তাহলে আমি এখানে কথা তুলতাম না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সংগে অনেকের আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনা এই হাউসের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে উঠে। কিন্তু লীডার অব দি হাউস হিসাবে আমার কতগুলি বাধ্যবাধকতা রয়েছে, সেই কারণে আমি একজন সদস্য হিসাবে যেটা বলতে পারতাম, লীডার হিসাবে তা বলতে পারি না। কাজেই অনেকে

অনেক কথা যেটা ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা হয়, শুনে আমি তার প্রতি উত্তর দিতে পারি না। কারণ এটা হয়তো পার্লামেন্টারী ডেকরাম যেটা আছে তার বিরুদ্ধে যাবে। অবশ্য এই সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা খুব কম, অনেক অভিজ্ঞ মেম্বার এখানে আছেন, কিন্তু আমি যতটুকু দেখেছি এবং শুনেছি এবং দেখে দেখে শিখেছি তাতে আমার ধারনা হয়েছে যে আমার বোধ হয় শেখার অনেক বাকী। কারণ নিত্য নূতন অনেক কিছু তৈরী হচ্ছে, সেটা পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরের মধ্যে আসে কি না, আমি জানি না। আমি কারো উপর রিফ্লেক্শান করতে চাই না, কিন্তু আমার দুঃখের কথাটা আমি বলছি যে আজকে যাদের বক্তব্য শুনে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতাম, আজকে দুর্ভাগ্যক্রমে তারা এখানে অনুপস্থিত। এই ব্যাপারে হয়তো বা আমাদের কংগ্রেস, বিশেষ করে মন্ত্রী পরিষদে যারা আছেন, এবারকার হাউসের অবস্থা দেখে হয়তো তাদের মনের মধ্যেও, আলোচনা যে ভাবে হয়েছে, তাতে হয়তো ক্ষোভ হয়েছে, দুঃখী হয়েছে, কিন্তু আমি দুঃখিত হয়নি, স্যার, কারণ আমার একটা জিনিষ মনে হয়, এখানকার আলোচনার মধ্যে কংগ্রেসের ইমেজটা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাজের ফলে। যার ফল হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মহড়া দিয়ে চলেছেন যে ইমেজ খারাপ হয়ে গেলে রিটার্ণ করা যাবে না! কংগ্রেস পাওয়ারে আসতে পারবে না, সেদিন অপজিশনে থাকলে আমরা কি ভাবে করতাম, সেটার হয়তো মহড়া চলছে। আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না, এটা মহড়া হিসাবে খব ভাল জিনিষ। গণতন্ত্রে পার্টি অদল-বদল হয়, মানুষ কাকে ভোট দেবে না দেবে তার উপর নির্ভর করছে আগামী দিনে কে আসবে, কে এসে রুলিং পার্টির চেয়ারগুলিতে বসবে আর কে অপজিশনে যাবে। যদি সেই অনুভূতি থেকে অথবা ঐ খালি চেয়ার যেগুলি এখানে পড়ে আছে, খালি চেয়ারগুলি কোন বক্তব্য রাখতে পারছে না, তাদের বক্তব্য যাতে আরও কড়া করে বলা যায় কিনা, সেটা যদি কারো ভাব হয়ে থাকে, তাহলে আমি ওয়েল কাম করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কোন রকম দোষারূপ করছি না, আমি ওয়েল-কাম করছি, কারণ যে ধরণের আলোচনা হয়েছে, তা রীতি সম্মত কিনা, সেই আলোচনা আমি এখানে তুলতে চাই না। আলোচনা হয়েছে, এবং যেভাবে আলোচনা হয়েছে, তা ঐ খালি চেয়ারগুলির বক্তব্যকে আরও ভাল ভাবে পুষিয়ে দিয়েছেন, তারা। আমি এই কথা আগেও বলেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে সব অভিযোগ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে, সেগুলি এই এ্যাসেম্বলীতে বহুবার ঐ চেয়ারগুলি থেকে এসেছে, একই কথা এবং তাতে আমার মনে হয় এটা ওদের বক্তব্যকে যেহেতু ওরা নেই, ওদের বক্তব্যটা তারা বলেছেন। এবং সেভাবে তার জবাব আমরা দিয়েছি, বিশেষ করে আমার সম্পর্কে নেপটিজমের যে সব কথা বলা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির জবাব আমি দিয়েছি। তারপরও যদি কোন প্রশ্ন কারো থাকে, সেদিনও আমি অপজিশন লীডারকে বলেছিলাম যে আমি সমস্ত ফাইল দেখিয়ে দিতে পারি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্মরণ শক্তি কিছুটা কম, কাজেই আগের প্রসিডিংসে কি আছে, না আছে, সেটা হয়তো স্মরণ থাকে না। তথাপি বার বার যদি একই অভিযোগ হয়, তাহলে সেই অভিযোগের উত্তর একই হবে। বাজেট সমালোচনায় গতানুগতিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে, অভিযোগগুলি যদি গতানুগতিক হয়ে থাকে, তাহলে বাজেটেও গতানুগতিক হতে পারে। একই কথার উত্তর

একই রকম হবে। তবে অন্যের দুঃখ হচ্ছে এই জন্য যে যদি ঐ চেয়ারগুলি থেকে আসতে, তাহলে হয়তো তার জবাব আমি দিতে পারতাম। কিন্তু আমার দলীয় সদস্যদের সম্বন্ধে কোন রকম রিফ্লেকশন রেখে বা কোন রকম ক্ষোভ রেখে আমি এই কথা বলছি না। আমি বলছি যে হাউসটাকে তারা লিভিং রেখেছেন। এখন যে প্রশ্ন নিয়ে আমি এই প্রসঙ্গে এলাম, এ্যাসেম্বলীর আগে মিসায় এম, এল এদের কেন আটক রাখা হল, এই সম্পর্কে রাজনীতি আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার অবস্থা আপনার জানা আছে। আমি ইতিহাস টানতে চাই না। ত্রিপুরার পরিস্থিতি মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন। এবং দল হিসাবে আজকে আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সারা ভারতবর্ষে সেই দায়িত্ব যেমন আমরা পালন করব আমাদের দলীয় ভিত্তিতে আবার তেমনি ঐ চেয়ারগুলিতে যারা বসে থাকেন তাদেরও একটি দল আছে, সেই দলেরও একটা নীতি রয়েছে তারাও একটা সারা ভারতীয় দলের সঙ্গে তারা জড়িত। আজকে বিভিন্ন দিক থেকে ত্রিপুরা যে পরিস্থিতি হয়ে এসেছে সেই পরিস্থিতির মধ্যে আজকে আমরা যারা গণতন্ত্রের কথা বলছি, আমরা যারা গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখব বলে বলছি. আমি আমায় নিজেকে প্রশ্ন করেছি এই গণতন্ত্র কাদের জন্য? যে মানুষগুলি উপোষ করে পড়ে রয়েছে গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে কন্দরে অনাহারে আজকে থাকছে সেই মানুষগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই মানুষগুলির বাঁচাবার অধিকার-এর জন্য আমরা লড়াই করছি কিম্বা আমরা লড়াই করছি গনতন্ত্রের জন্য আমরা যারা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি কিম্বা আমরা যারা মন্ত্রী হয়ে এসেছি আমাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য. আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে বাজেট ডিসকাশন আরম্ভ করার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে কি অবস্থা হয়েছে এবং আমাদের দলীয় সদস্য যারা আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই আমার নিজের ইচ্ছায় যদি বলেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে হয়ত আমি ভিন্ন মত পোষণ করতে পারতাম; কিন্তু আমি যেহেতু দলের নেতা হিসাবে যে আমার দলের মন্তব্য বা বক্তব্য আমাকে গ্রহণ করতে হয় এবং সেই হিসাবে আমাকে অনেক ক্ষেত্রে মানতে হয়েছে। এক জনের পর আর এক জন করে হয়েছে। তারপর যখন শেষ বার যখন এনাউন্স করা হল তখনও আমাদের দলীয় সদস্যরা যারা আছেন, মাননীয় সদস্যরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের ইচ্ছায় নয় এটা কোন খামখেয়ালীপনা নয়। এবং সেখানে আর্গোমেন্ট ছিল যে আমরা ঘুরে ফিরে দেখব কনষ্টিটিউনেন্সীগুলিতে কোথায় কিভাবে মানুষ আছে. সেগুলি দেখে তার রিলিফ ওয়ার্ক ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, কোথায় কি হচ্ছে—গ্রাউণ্ড খুব সুন্দর। আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। এবং সেখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও সেটা মেনে নিলেন। এখন কনষ্টিটিউয়েনসী দেখা আর কাজ পৌঁছে দেওয়া, মানুষকে রেশন পৌঁছে দেওয়া, দুটো দুই জিনিস। যেটা এসেম্বলীতে এসে বলতে পারেন এবং যে জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে এসেম্বলীতে এসে বলা হলে কোথায় কোথায় দরকার কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত জিনিষটা। কিন্তু আজকে যদি আমরা দেখি এই অবস্থা হয়েছে কাজ যাচ্ছে কিন্তু মানুষ যাচ্ছে না, মানুষ যাচ্ছে না কাজের জায়গায়—কেন, না মিছিল করবে, না—কিসের মিছিল? না ঘেরাও করা হবে, এস, ডি, ও, অফিস ঘেরাও করা হবে, ঘেরাও করা হবে বি, ডি, ও,র অফিস।

আমরা যদি দেখে থাকি সেই ক্ষুধার্ত্ত মানুষ যাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদেরকে সেই কাজের জন্য রেশন টানার জন্য তাদেরকে সেখানে উপস্থিত না রেখে এই জিনিষটাকে আরও এ্যাকজেভারেট করে তোলার জন্য যদি অ্যাটেম্পট করা হয় তাহলে সেইটাকে আমি রাজনীতির মধ্যে ফেলি না। হতে পারে দলীয় নীতি, হতে পারে, কিন্তু মানুষ বাঁচাবার সেইটা রাস্তা নয়। গণতন্ত্রের অধিকার কার? কোন দলের? কোন দলের গণতান্ত্রিক অধিকার? যে মানুষ মারা যাচ্ছে, যে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কাজ পাচ্ছে না, কেননা আজকে অভাব। সেই মানুষকে দিয়ে মিছিল করানো যায়, সেই মানুষের অবস্থাকে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু সেই মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য তাদেরকে খাবার নেওয়ার জন্য যে দায়িত্ব নিয়ে আমরা এখানে এসেছি। আজকে আমরা শাসনের কাঠামোর মধ্যে রয়েছি রোলিং পার্টি আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। এই জন্য এই মানুষগুলিকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু আরেকটা দলের এই নীতি থাকতে পারে যে ঐ মানুষ বাঁচাবার চাইতে বেশী দরকার ঐ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করা পলিটিকস করা। কিন্তু সেই নীতির সংগে আমাদের বনবে না এবং আমরা কোন অবস্থাতে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বলছি, আমি লীডার অব দি হাউস হিসাবে বলছি এবং আমি নিজেও যদি কংগ্রেস কর্মী হিসাবে দাবী করতে পারি তাহলেও বলছি যে এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। কিসের জন্য? গণতন্ত্রের জন্য। কাদের গণতন্ত্র? এই মানুষগুলির জন্য এই ১৬ লক্ষ ১৭ লক্ষ মানুষগুলির জন্য। আজকে কতকগুলি খামখেয়ালীপনা করার জন্য আমরা আজকে এখানে আসি নি। আজকে রাজনৈতিক রূপ যারা দিতে চাইছে তারা মনে করেছেন যে এইটা রাজনীতি কিন্তু আমি রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখিনি বরঞ্চ আমি যদি বলতে পারি তাহলে এই এসেম্বলী হাউসে তাদের কথাবার্ত্তার ভিতর থেকে যে সাজেশন আসে এইটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে মূল্যবান হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আজকে যে প্রোবলেম এসেছে, আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আজকে মানুষকে বাচাবার জন্য আমরা বার বার বলেছি এই কথা এবং আমরা যদি আলাপ না করে করতাম লীডার অব দি অপোজিশনের সঙ্গে তার কথা মতই আমরা সেখানে ২৩ তারিখ পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট বিসনেস করেছি লীডার অব দি অপোজিশনের কথায়ই। আমরা জানি যে আজকে বাজেট সেসান যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে হয়তো মানুষের কাছে সাহায্য নিয়ে পৌঁছাতে পারবো না। আমাকে আজকে এই জুন মাসের দুই তিন তারিখ এক কোটি টাকার মত দিতে হবে এফ, সি. আইকে কোথা থেকে আসবে? ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাশ হয়েছে। অনেকের ধারণা ভোট অন অ্যাকাউন্ট পাশ হয়েছে। ভোট-অন ডিমাণ্ড কতটুকু অংশ, একটা ডিমাণ্ডের কোন ডিমাণ্ড থেকে কাটছাট করবো? অপোজিশন লীডার, অপোজিশনে যারা আছে তারা বলছে যে বাজেট পাশ করা হবে। আমাদের থেকে তো কথাই নাই। আমরা বলছি যে আমাদের বাজেট যখন আমাদের বাজেট পাশ করতেই হবে। আমি কাউকে অভিযোগ করছি না বাজেট পাশ করবে না, তাই কথা আমাদের দল থেকে বলবে এই কথা আমার মনে কোন সময় আসে নি। কিন্তু তাদের দিক থেকে এই কথা উঠেছে যে বাজেট পাশ করতে দেবো না। কিন্তু কার্য্যকারণ এমনভাবে হয়ে যাচ্ছিল যেটা পিটে রেখে ঐ ডেমনষ্ট্রেশন করা পার্টিকে ষ্ট্রংদেন করার জন্য ইমেজকে বাড়াবার জন্য যে পন্থা তারা নিয়েছিলেন তাতে মানুষ

মারা যাবে। আমার কাছে সেই প্রশ্ন ছিল। ভুল করে থাকি তাহলে জবাব দেবো ঐ গরীব মানুষগুলির কাছে এই ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে জবাবদিহী করবো। আর যদি ঠিক হয়ে থাকে মানুষকে যদি বাঁচতে পারি আমি জানি যে কংগ্রেসের ইমেজ এবং এইখানে মাননীয় সদস্যরা রয়েছেন কারোর ইমেজের বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হবে না। যদি আজকে মানুষ মারা যায় গ্রামে গঞ্জে ইমেজ থাকবে না, যত চীৎকার করেন না কেন, যত গলাগালি করি না কেন থাকবে না। এই গণতন্ত্র কার জন্য? সেই প্রশ্নই আমি করতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। যেহেতু আজকে এখানে ৭ জন মানুষ বসে আছি প্রতিনিধি হয়ে আমাদেরই শুধু গণতন্ত্র? ওদের বাঁচার গণতন্ত্র নাই? যে লোকগুলি কথা বলতে পারছে না যে লোকগুলিকে বাঁচানো দরকার তাদের গণতন্ত্র নেই? এই গণতন্ত্র কিসের জন্য? এটা কোন্ গণতন্ত্র? কাজেই আমি সেই দিক থেকে আমি যদিও দুঃখিত যে আজকে অপোজিশনের চেয়ারগুলি খালি যদিও খালি থাকার কথা নয়, তারা বয়কট করেছেন কিছু, বয়কট করেছেন বলে খালি দেখাচ্ছে। এরকম অবস্থা তো আগেও এক বার হয়েছে। সেইদিন তো খালি ছিল না, আলোচনা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কেবল এই কথাটা তুলছি এই জন্য যে এইটাকে রাজনীতির আকার নিয়ে রাজনীতিগত-ভাবে চিন্তা করে সমস্যাটাকে ঘুরিয়ে ফেলা হয়েছে। আজকে এই প্রশ্ন রাখতে চাই যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য এসেছি, কংগ্রেসের নাম নিয়ে এসেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে আজকে আমাদের প্রধান নেত্রী প্রাইম মিনিষ্টার আজকে গুজরাটে তার গাড়ীর উপর আক্রমণ হয়েছে, ইট, পাটকেল সরিক কারা? কারা সরিক? যারা গণতন্ত্রকে প্রাইম মিনিষ্টারকে বলতে দেবে না আমাদের কংগ্রেস দলের প্রধান নেত্রীকে যারা কথা বলতে দেবেন না তার গণতন্ত্রের জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হবে? আর ১৬ লক্ষ ১৭ লক্ষ মানুষ মরে যাবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হ্যাঁ, দুঃখ প্রকাশ করা চলে এবং তাদের দুঃখের সংগে আমিও জড়িত আমরাও দুঃখ হয়েছে কিন্তু দুঃখ হলেও যাদের জন্য এসেছি এইখানে যাদের কথা বলতে এসেছি যাদের কাজ করার জন্য এখানে এসেছি তাদের কথা আমরা বলতে চাই এবং তাদেরকে যদি মিসগাইড করে তাদেরকে যদি রাজনীতির মধ্যে আজকের দিনে নিয়ে যেতে চাই সেখানে রোলিং পার্টি হিসাবে আমার সাহায্য করতে পারবো না। কাজেই সেখানে ইমেজ যাবে কি যাবে না, আমি জানি না। সেই জবাবদিহী আমি করবো, আমরা করবো সেই মানুষগুলির কাছে। কোথায় যায় কিভাবে যায় আমি জানি না। তবে আমি এখনও কনফিডেন্টলি বলতে পারি মাননীয় স্পীকার স্যার, যে আজকে কাজ আমাদের সেই কাজ যদি আমারা ঠিকমত করতে পারি আজকে যদি এই ১৬ লক্ষ ১৭ লক্ষ লোককে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমরা জানি যে আগামী দিনে যত চেলেঞ্জই আসুক না কেন সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে। সেই জন্য আমি একটুখানি বাজেটটা তাড়াতাড়ি পাশ করতে চেয়েছিলাম, আমি বাজেট পাশ করবার জন্য আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমার দলের লোকেরা বাজেট পাশ করতে দেবে না এই কথা আমি কখনও ভাবি নি কিন্তু সার্কমষ্টেন্স এমন হয়েছে যাতে করে ঐটা পরামর্শ করতে গেলে পরামর্শের মধ্যে দেখা যায় যে আচ্ছা কিছুদিন যাক, কিছুদিন অ্যাডজাস্ট করে দেখা যাক, এই অবস্থা চলতে পারে না। এই প্রসংগে লাগাতার ধর্মঘটের কথা উঠেছে। এই সম্পর্কে আমি

আগেই বলেছি এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছি ধর্মঘট সম্পর্কে। মাননীয় সদস্যরা যারা নিজেদের কনষ্টিটিউয়েনসিতে যান, যারা এলাকা ঘুরে আসেন তাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি হাউসের মধ্যে নাম করে বলছি না। কেউ কেউ বলেছে সেইদিন পাম্পসেটে জল দেওয়ার লোক ছিল না, ধর্মঘট করেছি আমরা, বলে দিয়েছে সরকারকে। একটা প্রশ্ন এখানে এসেছে এই কাহারের মৃত্যু সম্পর্কে। ইনকোয়ারী চলছে কি রিপোর্ট বেরুবে আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকে এখান থেকে পাঠানো হয়েছিল এই বগাফা সেই পাওয়ার হাউসটাকে চালু রাখার জন্য। কিভাবে মরেছে না মরেছে, তার সঙ্গে কে জড়িত আছে না আছে এইটা ইনকোয়ারী না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বলতে পারছি না। যেহেতু এখানে ষ্ট্রাইক হয়েছিল। শুধু ষ্ট্রাইকই নয় বালি দেয়া হয়েছে, জল দেয়া হয়েছে মেসিনের উপর। সে গিয়ে ঠিক করেছে ? ঠিক করে কাজ করেছে। তারপর হঠাৎ জলে ডুবে মারা গেল লোকটা। আমি এই সম্বন্ধে যেটা তদন্তের মধ্যে রয়েছে সেই তদন্তের বিষয় আমি কিছু বলছি না। হয়তো সত্য কথা বেড়িয়ে আসতে পারে যে—যা বেড়িয়ে আসবে তাই আমাদের স্বীকার করতে হবে। এমনি করে যারা লাগাতর ধর্মঘট করেছিল এখানে মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন এবং সেইদিন অনেকেই এখানে উপস্থিত ছিলেন, সেদিনও জানেন যে তারা কিভাবে লাগাতর ধর্মঘটের শরীক হয়েছিলেন। এবং শরীক হবার জন্য যারা কাজে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তাদেরকে কিভাবে ঠেকানো হয়েছে, মারধোর করা হয়েছে, ইট-পাটকেল ছোড়া হয়েছে আর খবরের কাগজে উঠেছে—তাদের নাম আমি বোধ হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে পারি যে আমরা বোধ হয় সবাই প্রিজনার্স প্রেস হয়ে গেছি। একবার লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বলেছেন প্রিজনার অব ইণ্ডিকেচার। আমার এখন বলতে ইচ্ছা করছে আমরা আজ সবাই প্রিজনারস প্রেস। আমাদের বক্তব্য যেন ফ্যাসিষ্ট রচনা করছে। কাজেই সেদিন এদের কথা বের হয় নি। ঐ যারা ইট-পাটকেল ছুড়েছিল, তাদের কথা বের হয় নি। যাদের ঘরে গিয়ে ধমক দেয়া হয়েছে তাদের কথা বের হয় নি। কিন্তু বার হল কাদের কথা ? যারা অফিসে এসে বসেছে, যাদের বাড়ীর ভেতর গিয়ে ধমকানি দিয়ে এসেছে, বা অনুরোধ করেছে তাদের চলে আসে তাদের কথা বের হয়েছে। তাদের খাবার দেয়া হয়েছে। কাদের টাকায় ? বলা হচ্ছে যে ষ্টেট রিলিফের টাকায় নাকি তাদের খাবার দেয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কথা আমি এতক্ষণ বলেছিলাম সেই হিসাবের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছি না। এখন আমি কেবল বলতে চাচ্ছি একতরফা লাগাতর ধর্মঘট সম্পর্কে। আর একটা দিক আছে। আর একটা দিকের কথা আমি যা বলছি এখানে শুধু আমরা বলছি যে উইকার সেকশান। যে কথাটা তাঁদের মুখেও শুনেছি। উইকার সেকশান। আজকের দিনে এই ত্রিপুরাতে উইকার সেকশান কারা ? কর্ম্মচারীদের প্রতি আমাদের দরদ নেই একথা নয়। এই এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে আমি বলেছিলাম যেদিন ১০ টাকা বাড়ানো হয়। তাঁদের বলেছিলাম যে পে রিভিশান করা হচ্ছে আবার। আমি বলেছিলাম আবার ডি, এ, দেয়া হবে। কোথায় ? এই কথা কি তারা শুনেছে। তাহলে লাগাতর ধর্ম্মঘট করলো কিভাবে। কি ভাবে বলল যারা জয়েন করেছে তাদের অপরাধ। এমপ্লয়ী হিসাবে আমি দল-টলের কথা বলছি না। আমি কর্মচারী হিসাবে বলছি। আমি

রাজনীতির কথা বলছি না। যারা জয়েন করেছে এমপ্লয়ী হিসাবে জয়েন করেছে তারা তাদের অপরাধ আর যারা কাজ করলো না তারা বীরপুরুষ। তারা কি জানে না যে তারা কাজ না করার জন্য গভর্ণমেন্টের কিছু হয়েছে না হয়েছে মেম্বারদের। এতে কার ক্ষতি? এই লোকগুলি আজকে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। কারণ সে সময় দেখার কথা ছিল টাকা সেই সময় দিতে পারি নি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বাজেট অধিবেশনে আজকে আমার সমর্থন আছে। আমি হাউসে বাজেট পেশ করেছি এবং সাবমিট করেছি। এবং মাননীয় সদস্যরা যারা অনেক কথা বলেছেন যে এই বাজেট না কি গতানুগতিক বাজেট। কেহ কেহ সমাজবাদের বাজেটের কথা উল্লেখ করে থাকেন। আমি জানি না সমাজবাদের ডেফিনেশান বলতে তাঁরা কি বুঝে থাকেন? সমাজবাদের উদ্দেশ্য কি? সমাজবাদের অর্থ কি? কিংবা সমাজবাদের আদর্শটা কি? যারা ভারতবর্ষে যখন রাজ্য বাজেট সেখান আসে সে পার্লামেন্টেই হোক আর যেথানেই হোক তার প্রধান সমালোচনা হল যে এটা নাকি গতানুগতিক বাজেট। হ্যাঁ, গতানুগতিক। কারণ এই তিন বছরের মধ্যে কোন ট্যাকস ধরা হয় নি। তাতে তাঁদের খুশী হবার কথা। আমরা তিন বছরের মধ্যে আমি আমার দেশের মানুষকে চিনি বলে ট্যাকস ধরি নি। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে এটা গতানুগতিক সত্যি কথা। কারণ তিন বছরে ট্যাকস ধরা হয় নি। এটাতে অবশ্য নুতনত্ব নেই। যদি ট্যাকস থাকত, কত বড় বড় কথা তাহলেই এটা সমাজবাদী বাজেট হয়ে যেত। আজকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ইনবেলেন্স এর ক্ষেত্রে যে বাজেট আমরা বার বার পেশ করে ইমপ্লিমেন্টেশান এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। কারণ সমালোচনা থাকলে আমরা মিনিষ্টার যারা আছি ইমপ্লিমেন্টেশানের মধ্যে কোথাও হয়তো গলদ থাকতে পারে এবং সেটা যদি না হয় সেখানে সকলের সহযোগিতা দরকার।

প্ল্যান সম্পর্কে বলা হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রুটি ছিল ইনবেলেন্সের কথা যেটা বলা হয়েছে ইনবেলেনস দূর করার জন্য আমরা প্ল্যান বোর্ড করে করা উচিত। কিন্তু প্ল্যান একটা করব আমরা গ্রহণ করেছি। তাতে সমস্ত এরীয়াতে কি রকম প্ল্যান করলে ভাল হয়। টাকা? টাকা আসবে কোথা থেকে? এক প্ল্যান নিয়েই আমরা সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের যা দিচ্ছেন তার উপরে নির্ভর করে থাকতে হয়। তবু এইটুকু হতে পারে। এই যদি প্ল্যান বোর্ডটা থাকে বিভিন্ন এলাকায় টাকা কিভাবে এসে পৌছে তখন হয়ত ডিস্ট্রীবিউশানটা ঠিক মত হতে পারে। কিন্তু মণিপুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমি দেখিয়ে দিতে পারি আমি বিচারের মধ্যে যাচ্ছি না। কারণ অনেক বিচার করতে গিয়ে হয়রাণ হয়ে পড়েছে, হয়রাণ করে ফেলেছেন আমার সদস্যদের। তাঁরাও নাকি অনেক সময় হয়রাণ হয়ে যান। কাজেই আমি এইসবের মধ্যে যাচ্ছি না। মণিপুরে যা দেয়া হয়েছে আমি বলতে পারি যে এটা আমরা এর থেকে বেশী পাচ্ছি। নাগাল্যাণ্ডের কথা আলাদা। মণিপুরের সঙ্গে কারণ, মণিপুরের সঙ্গে আমরা জড়িত। আর একটা প্রশ্ন রয়েছে এম, টি, ক্যাডার সম্পর্কে। আই, এ, এস, মণিপুরে মানছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মাননীয় সদস্যদের না জানারই কথা। কারণ না জানার কথাই এই বলেছি যে জয়েন্ট ক্যাডার অথরিটি যেটা হয় এম, টি, (মণিপুর—ত্রিপুরা) ক্যাডার। সেটাই সমবেত ভাবে আই, এ, এস, সিলেক্টেড হলে

পরে বর্জনই করা হয়। কারণ এখানে কাকে নিয়ে হয়? মণিপুর কি অস্বীকার করছে আই. এ. এস. নিতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি মনে করি মাননীয় সদস্যরা যে কোন সময়েই অন্তত: এই সব ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারতেন এইখানের যেসব আই. এ. এস. অফিসার মণিপুরে গিয়েছিলেন তারাও জানেন না। এম. টি. ক্যাডার লোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর সম্পর্কে বেশী বলতে চাই না। কারণ সদস্যরা অনেকেই জানেন না এ কথা। এটা গভর্ণমেন্টের ব্যাপার। আমি এটা সকলেই—আমার এখানে যে কথা বলা হয়েছে আই. এ. এস. সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে এটা সব জায়গায় সাব-ডিভিশানে লোক নিয়ে আই. এ. এস-কে প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়। যখন সিলেকশান হয় হয়ে গেলে তখন সাব-ডিভিশানে লেভেলে কোথায় যাবে—হয় ত্রিপুরাতে মণিপুরে নয়তো ত্রিপুরাতে। আমি একে বদলিয়ে আর একজনকে আনব হয়তো মণিপুর থেকে আর একজন আসবে। একই কথা। যতক্ষণ পর্যান্ত এই ক্যাডার সিষ্টেম থাকবে তখন পর্য্যন্ত আমি জানিনা মণিপুর বাধা দিয়েছে। কারণ মণিপুর জয়েন্ট ক্যাডার অথরিটি আমি ওদের সংগে আলোচনা করেছি, মণিপুরের সি. এম-এর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করেছি যার ফলে এখনও এম. টি. ক্যাডার চলছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এম. টি. ক্যাডার থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আই. এ. এস. আসবে। এখন বক্তব্য থাকতে পারে, হয়তো মাননীয় সদস্যরা পয়েন্টে যেতে চেয়েছিলেন যেটা ওঁদের তরফ থেকে সেটা হল যে আমাদের স্থানীয় এফোর্ট যে তারা এখন বেশী নাম্বার পেতে পারেন এই কোটার মধ্যে সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। মাননীয় সদস্যরা বোধ হয় এই কথাটি বলতে চাইছেন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে একটা কথা বলতে চাই যে আজকে তিন বছর মাত্র আমরা এসেছি; আমি আগের ইতিহাস টানতে চাই না, কারণ আমি ধরে নিই যে স্বাধীনতার পরে রুলিং পার্টি, এই হিসাবে আমরা ধরে নিই। এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের এখানে কোনরকম টি. সি. এস. সার্ভিস, আই. এ. এস. সার্ভিসে যাওয়ার মত অবস্থা হয় নি। এটা এবার করা হয়েছে এবং বরাবর পরে এই প্রথম আমাদের এখানকার লোকেরা কিছু কিছু যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং আশা করছি যে আমাদের যা যা সার্ভিস রুলস এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের রুলস্ এবং তার অফিসারস্ তারও রুলস্ আমরা বানাচ্ছি, ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যেগুলি সেগুলি করতে একটু সময় লাগে। এদের মধ্যে ত্রিপুরার সমস্যাটা মাননীয় সদস্যরা সকলেই অবগত আছেন এবং তার মধ্যে যদি আমাদের আজকে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে হয় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সবাইকে আজকে, যারা অ্যাবসেন্ট আছে, দুর্ভাগ্য বশত: যে রাজনৈতিক পাল্লায় পড়ে ওরা হয়ত ভুল পথে চালিত হয়েছেন, ওরা থাকলে ওদের সার্ভিসটা আমরা পেতাম। কিন্তু আমরা এই অবস্থার মধ্যে যেখানে মানুষ অনাহারে বুভুক্ষায় থাকছে, আমরা তাদের খাবার দিতে পারব না, তাহলে তাদের বাঁচানো যাবে না, আমি রুলিং পার্টি থেকে বলতে পারি এই কথা যে সেজন্য আজকে অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের মানুষের জন্য ১৭ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে, বেঁচে থাকবার অধিকারকে রাখার জন্য আজকে কিছু ষ্ট্রিনজেন্ট মেজার নিতে হয়েছে এবং আমি এই কথা বলতে পারি হাউসের সামনে যে এই কাজের পথে যে বাধা

সৃষ্টি করবে এবং আমি বলতে পারি মানুষকে বাঁচাবার কাজে যারা বাধা সৃষ্টি করবে সে যে কেউ হোক তাদের সম্বন্ধে আমাদের ষ্ট্রিনজেন্ট মেঝার নিতে হবে এবং না নিয়ে আমি মানুষ বাঁচাতে পারব না। আমি এই বলে জেনারেল ডিসকাশন শেষ করব।

Mr. Speaker :— General discussion on Budget Estimates for 1975-76 is over. Now, I am going to the next Business.

DISCUSSION AND VOTING ON DEMAND FOR GRANTS FOR 1975-76.

Mr. Speaker :— Next Business is discussion and voting on Demauds for Grants for the year 1975-76. Today in the list of Business there are 8 (eight) demands for grants, viz. Demand Nos. 2, 7, 14, 20, 35, 36, 39 & 43 to be disposed of by the House. Details of the Demands are shown in rhe List of Business and its appendix. All the Demands are standing in the name of the Chief Minister and he will move the demands one by one when called by me. I also inform the members that I have decided to request the Chief Minister to move the demand Nos. 14, 20, 35, 36, 39 & 43 together and I shall have one general discussion on these demands as they are of allied nature. Of course, I shall dispose of the Demands separately.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবগুলি ডিমাণ্ড এক সংগেই মুভ করে ফেলি। সেপারেটলীও মুভ করতে পারি, তবে আমার মনে হয় সবগুলি এক সঙ্গে মুভ করলেই সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, ইউ মে মুভ।

Shri S. M. Sengupta (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,21,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 4,21,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 2. Major Head 213-Council of Ministers,

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,21,99,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,01,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] , be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 14, Major Head 259-Public Works, 277-Education (Buildings), 280 Medical (Buildings), 282-Public Health, Sanitation and Water Supply, 288-Social Security & Welfare-(Social Welfare-Buildings).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,08,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 2,75,09,000/-[inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropiation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment durin; the year ending on 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 7, Major Head 254-Treasury & Accounts Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,40,18,000/- [inclusives of the sums sdecified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1976, in respect of Demand No. 20, Major Head 283-Housing, 284-Urban Development (Town & regional planning), 337-Roads and Bridges.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,22.44,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No. 35, Major Head 309—Minor Irrigation, 331—Water and power development services, 333 Irrigation, Navigation, Drainage and Flood control projects, 334—Power Projects.

. Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that sum not exceeding Rs. 77,94,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 36, Major Head 459—Capital Outlay on Public Works, 477—Capital Outlay on on Education, Art & Culture (Buildings), 480—Capital Outlay on Medical (Buildings), 482—Capital Outlay on Public Health sanitation and water supply (Urban Water Supply), 511--Capital Outlay on Dairy Development (Buildings), 521—Capital Outlay on Village & Small Industries (Buildings).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,13,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 39, Major Head 483—Capital outlay on Housing. 537—Capital outlay on Roads and Bridges.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,80.50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 43, Major Head 506—Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil conservation and Area Development, 533—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Drianage and Flood Control Projects, 534—Capital Outlay on power projects.

Mr. Speaker :—Now, any member may discuss on the demands.

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইনর ইরিগেশন ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি ফাইভ সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাইনর ইরিগেশন বাবত যে বরাদ্দ সেই বরাদ্দ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং এই সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমাদের মাননীয় কৃষি রাষ্ট্র মন্ত্রী এই সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যে তথ্য এখানে উপস্থিত করেছেন, তার ভিত্তি কি, সেটা আমি ঠিক জানি না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে সেচের স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, বাস্তবিক পক্ষে সেই পরিমাণ জমি কোন অংশের মধ্যে যেখানে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা চালু আছে, একথা বলা যায় না। অবশ্য সীজন্যাল বাঁধ কোন কোন সময়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সেই বাঁধগুলি ফ্লাড কান্টালের ব্যাপারে স্থায়ী কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারেন নি এবং আমাদের যে প্রয়োজন সেটা হল প্রয়োজন মাফিক প্রত্যেক ব্যুজেটে বিভিন্ন পারসেনটেজে আমাদের রাজ্যে যে চাষোপযোগী জমি আছে, সেগুলিকে সেচের আওতায় নিয়ে এসে, সে দিকে থেকে আমার মনে হয় যে স্থায়ী কোন ব্যবস্থা এখন পর্যান্ত চালু হয় নাই। তবে যে সমস্ত জায়গাতে সীজন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়, তাতে এক একটা ছোট এলাকার মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু সুবিধার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সেগুলিকে প্রয়োজনে লাগাবার মত করা হয় না। সেজন্য আমি বলতে চাই স্লুইচ গেট ইত্যাদি সৃষ্টি করে যাতে সেচ ব্যবস্থা করা যায় এবং লিফটিং ইরিগেশন মারফতে টিলার মধ্যকার জমিকে যাতে কৃষিযোগ্য করা যায় তার জন্যও আমাদের সেচ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা দরকার। এই রকম বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন কৈলাসহর, কমলপুর বা বিলোনীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে ছোট ছোট নদীগুলি আছে, সেগুলির উপর স্লুইচ গেট স্থাপন করে সেই সমস্ত অঞ্চলের জমিকে যাতে কৃষিযোগ্য জমিতে রূপান্তর করা যায়, তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমাদের এখানে গত বছরের খরার সময় ফিফটিন হর্স পাওয়ারের পাম্প যেগুলি চালু করা হয়েছিল, সেগুলিকে চালু রাখার জন্য সরকার যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন তাহলে যে সমস্ত অঞ্চলে পাম্পসেটগুলি আছে, সেখানে একটা স্থায়ী সেচ ব্যবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই ব্যবস্থা সৃষ্টি করার জন্য আমি এই ডিমাণ্ডের সমালোনা করছি। কাজেই একটা স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা কত পার্সেন্টেজ জমির মধ্যে আছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় রাস্ট্র মন্ত্রী যে তথ্য এখানে দিলেন, সেই তথ্য খুব সঠিক বলে আমার মনে হয় না, যদিও এক একটা সময়ে ঐ তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল কিন্তু সর্ব্বকালের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা সেখানে চালু হয় নি। তাই আমি এই ডিমাণ্ডের স্বল্পতা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সর্ব্বশেষে আমি আবারও বলছি এবং আমি আবারও দাবী করি যে গনতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যারা মিসা আইনে আটক হয়েছে সি, পি, এম,এর সদস্যদের তাদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং সেটা আমাদের গনতন্ত্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এবং আজকে এই সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। কাজেই আজকে একটা গণতান্ত্রিকভাবে নিশ্চয় বিধান সভায় সি, পি, এম,র বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিত থাকা উচিত, তাদের বক্তব্য রাখতে দেওয়া উচিত। এবং আমি সি, পি, আই, হিসাবে সি, পি, এম,র সাথে অনেক রাজনৈতিক পার্থক্য আছে তা সত্বেও এই বিধান সভা চলাকালীন তাদের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত, তাদের নর্মেল কাজকর্ম করতে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার ২, ৭, ১৪, ২০, ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪৩ যে ডিমাণ্ডগুলি অর্থ মন্ত্রী পেশ করেছেন আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাজ আছে এইগুলি দেশের অগ্রগতির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। কৃষি প্রধান দেশ এবং কৃষির উন্নতির প্রয়োজনে এই স্কীমগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট পি, ডব্লিও, ডি, এমন একটা ডিপার্টমেণ্ট যার কোন জায়না থাকতে পারে কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনতার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়নে এই ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব অসীম, কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের তত্তপরতা এবং কর্ম্ম সক্ষমতা, সুচিন্তিত কর্ম প্রচেষ্টার গুরুত্ব জাতীয় জীবনে এবং ত্রিপুরার জন জীবনে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমি এই বিষয়ে ক'টি বক্তব্য রাখছি। এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে ধর্মনগরের ক'টি কথা বলছি যে পি, ডব্লিও ডি,র ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপারে ধর্মনগরের কোন পরিকল্পনা নাই এবং কোন অর্থ বরাদ্দ নাই। কিন্তু ধর্মনগরে জুরী নদীর নিম্নাংশে বাঘনা হইতে তৎসংলগ্ন কুর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপক বন্যায় প্রতি বছর প্রচুর শষ্য নষ্ট হয়। কৃষকেরা দিনের পর দিন দুঃস্থ হচ্ছে। বার বার এই হাউসে বলা হয়েছে তথাপি আমি ব্যথিত হয়ে বলছি এই বাজেটের মধ্যে না দেখে আমি ঐ জনসাধারনের অবস্থায় তার জন্য বেদনা অনুভব করছি এবং কেন এই রকম হয় তা আমি বুঝতে অক্ষম হচ্ছি। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এখানে বলেছেন বাজেট ভাষণের উত্তর দানের মধ্যে আমাদের এখানে উপযুক্ত প্ল্যান নেওয়ার সুযোগ ত্রিপুরা রাজ্যে নেওয়া যায় না। নানা অসুবিধা আছে টাকার প্রশ্ন নয়। যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে হয় তাহলে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী বড় বড় কর্মচারী যারা আছেন তারা যদি মনে করেন যে কোন একটা বিশেষ অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করা হবে তাহলে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির চিন্তা করা হবে—না সেখানে সংকীর্ণ চিন্তা এসে পড়ে। কুর্ত্তী ফ্লাড কন্ট্রোলের ব্যাপারে অনেক বার বলা হয়েছে, তার পার্ট কাজ হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আর কোন কাজ হয় নাই এবং তার জন্য বাজেটে কোন টাকা ধরা হয় নি। হুরুয়ার ব্রীজটি বহু বছর পার হয়ে গিয়েছে '৬২তে আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন কাজ করা হয়নি। ঐ নিম্ন অঞ্চলে বহু জায়গা সেখানে বাঁধের অভাব— সরকার চিন্তিত জনসাধারণ উত্তেজিত, এম, এল, এ,রা উত্তেজিত। গ্রো মোর ফুড আমরা কিভাবে স্বার্থক করব ? অথচ এই দিকে লক্ষ্য রেখে এই স্কীমগুলি কেন নেওয়া হয় না আমি বুঝতে পারছি না। সহরের ড্রেনেজ স্কীম—সহরে মিউনিসিপ্যালেটি না থাকার দরুন বাড়ী ঘর যে ভাবে উঠছে তাতে সহর সুন্দরভাবে গড়ে তোলা কঠিন সমস্যা। মিউনিসিপ্যালিটি এখনও হয় নাই—এই ধর্মনগরে ড্রেনেজ স্কীম করার জন্য বার বার বলা হয়েছে একটু বৃষ্টি হলেই বহু বাড়ী ডুবে যায়। কিন্তু ড্রেনেজ স্কীম করে জল নিস্কাশনের পথ বের করা খুব কঠিন নয়, টাকাও বিরাট ব্যয় হয় না এই জন্য। কিন্তু কর্মচারীদের জন্য সব জায়গায় ফ্লাড প্রটেকশান দেওয়ার লোক আছে, ইরিগেশানের লোক আছে। কিন্তু আমি বুঝি না সব সাবডিভিশানগুলিতে স্কীমগুলি আছে এবং প্ল্যানিং কমিশন কাজ করছেন তাহলে কি করে একটা সাবডিভিশন এইভাবে বাদ যেতে পারে। এ্যাগ্রিকালচার অফিস করা হয়েছে। আগে ধর্মনগর ইজ দি গ্রেনারী অব ত্রিপুরা বলতো। আজকে সেখানে বিরাট ঘাটতি। আমি সেদিন একটা প্রশ্ন করেছিলাম, অভাব ফ্লো টিউব

ওয়েল করার জন্য, ধর্ম্মনগরে হয় নাই। আমি আজ এখন বেশী এই ব্যাপারে বলছি না এগ্রিকালচারের আলোচনার সময় আমি বিশেষ ভাবে বলব যে সারা রাজ্যে ইরিগেশানে জমি নেওয়ার অনুপাত হারে এই ক'বছরে ধর্ম্মনগরে কত জমি ইরগেশান নেওয়া হয়েছে। এবং আর পি; ডব্লিও ডি, স্কীম যদি দেখি তাহলে আমি দেখাব এই রকম কেন হয়। কাজেই বাজেট রচনার মধ্যে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যদি আপনারা মনে করে থাকেন কোন একটা অঞ্চল দেখলেই সারা ত্রিপুরা দেখা হবে এবং কেউ কেউ খুশী হলেই সারা রাজ্যের মানুষ খুশী হবে এটা ভুল। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে এই অনুরোধ রাখছি ধর্ম্মনগরে যেসব অঞ্চলে ফ্লাড হয় তার জন্য পরিকল্পনা রচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। এবং টাউনের ড্রেনেজ স্কীমগুলি করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার উখানে লালছড়ার একটা ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে বহু টাকা খরচ হয়েছে। এই ডিপ টিউবওয়েলের পাইপ নিয়ে যতটুকু যাওয়ার উচিত ছিল, তা যায় নাই, যে পর্যন্ত গেলে বহু জমিতে চাষ করতে পারত, তা হয়নি। সেজন্য কৃষকেরা আমাকে বলে আপনারা জল দিলেন কিন্তু যেখানে জল ছাড়লে পরে মেকসিমাম কৃষকের সুবিধা হত সেই পর্যন্ত গেল না, এইগুলি বসিয়ে আমাদের কি লাভ হল, আমি কি উত্তর দেব? এটা কি মন্ত্রী পরিষদের দোষ? অথবা কর্ম্মচারীদের চিন্তার, তাদের ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা বুদ্ধির তার দোষ অথবা টাকার অভাব? যদি ৫০০ হাত দূরে যায়, তাহলে কাজ হতে পারে তার জন্য কি টাকা অভাব, লক্ষ টাকার স্কীম এই ভাবে নষ্ট হবে? তাদের পেট ভরার তাগিদের জন্য করা হয়নি। সরকারী কর্ম্মচারীদের শুধু কাজগুলি করলেই হল যে কোন ভাবে করলেই তার দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? আমার মনে হয়, স্বাধীন দেশ গড়ার পক্ষে কর্মচারীদের এই রকম দাস মনোভাব থাকা উচিত নয় যে আমি শুধু কর্মচারী, আমাদের কর্ত্তব্য এইটুকু যে আমরা শুধু বসিয়ে দেবার জন্য আমরা বসিয়ে গেলাম। কাজেই আমি আবেদন রাখছি আপনার মাধ্যমে যে কৃষকের, জনসাধারণের প্রয়োজনে যতটুকু পাইপ দিয়ে দূরে নেওয়া দরকার সেটুকু নেওয়া হউক এবং এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হউক। আমার এলাকায় একটা রাস্তা— এটা টি, টি, সি,র আমলে হয়েছিল। ধর্মনগর-রাণীবাড়ী রাস্তা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী সীমান্ত অঞ্চলে যেখানে খেতের জমি রয়েছে সেখানেই বসেছে। সেখানে যে কতগুলি টি ইণ্ডাস্ট্রী আছে, লেবার আছে অসংখ্য। গাড়ী ছাড়া যাওয়া যায় অনেক দূর ঘুরে। যারা গাড়ীতে চড়ে তাদের পক্ষে অসুবিধা। হাইস্কুল ধর্মনগর। চিকিৎসা ভাল করে পেতে হলে ধর্ম্মনগরে যেতে হয়। এই রাস্তা টি, টি,সি,র আমলে হয়েছে, আমি বারবার আবেদন করে নিবেদন করেছি বলেছি কিন্তু একটা সেমী পার্মানেন্ট ব্রীজও হয়নি। আর এক দিকে দেখছি নুতন নুতন রাস্তা হচ্ছে, ব্রীজ হচ্ছে রাস্তাও ঠিক হয় নাই গ্রেডও মিলান হয় নাই, সেসব রাস্তায় এস, পিটি, ব্রীজ হচ্ছে অথচ এই রাস্তায় এস, পিটি, ব্রীজ হচ্ছে না। কেন উদের কি কোন প্রয়োজন নেই। এতগুলি ফ্লাড হচ্ছে কুর্ত্তী ফ্লাড—একটা নামকরা জায়গা সেই অঞ্চলে ক'টা স্লুইস গেট করে দিলে বিরাট এলাকায় ফসল হতে পারে। অথচ বার বার বলেও কোন স্কীম নেওয়া হয় না। সরকারী কর্মচারীরা কি কানে শুনে না, উদের কি চোখ নেই? তারা কি প্ল্যান নিতে পারে না বা তারা দিলে মন্ত্রীরা কি কান দেন না-এটাই কি বুঝতে হবে?

তাহলে কেন এই বৈষম্য ? উনারা কি ত্রিপুরার জনতা নয় ? আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি এই জিনিষগুলি যাতে হয়। এই সীমান্ত অঞ্চলের মানুষগুলি খুব গরীব। তারা বাংলাদেশ থেকে আগত ২/৪/৫ কানির মালিক তারা পরিশ্রমের ফসল কাটবে এমন অবস্থায় ফ্লাড এসে সেই ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। আর ঐ পরে কি দেখছি বাংলাদেশের সারা নদীর পারে বাঁধ দিয়েছে অনেক উঁচু করে। আগে যে জল যেত বিচ্ছিন্নভাবে, বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরায় সমভাবে বণ্টন হয়ে সেই জল আজ এই দিকে আসছে। বার বার বলা হয়েছে, তদন্ত করা হয়নি। প্রয়োজন মত ব্যবস্থা পাঠাবে—এই তার আর্থিক সমস্যা, এই তার খাদ্যের সমস্যা, জনতাকে বাঁচাব কি করে, শুধু টাকা দিয়ে ? আমি যদি আজকে ২ কোটী টাকা দিয়ে দিই মানুষের কাছে তাহলে কি তারা খেতে পারবে ? তাতে কি তাদের খাওয়া মিলবে ? টাকা নয় খাওয়া চাই। ইন্দীরাজী বলেছেন কি—আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে, আমাদের পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু পরিশ্রমের ফল তো তার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেটা করাতো অসম্ভব কিছু নয়। আজকে আমাদের প্রডাকশান বাড়ান দরকার, আজকে জাতীয় জীবনে কি দেখছি ? জাতি ধুকছে, তার জীবন শক্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খাদ্যের জ্বালা, খাদ্যের জ্বালা মানুষ কোনদিন সইতে পারে না। সব কিন্তু সইতে পারে কিন্তু জ্বালা মানুষ সইতে পারে না। কিন্তু এই গুলি কেন হয় ? এর কোন কারণ আমরা খোঁজে পাই না। মন্ত্রীসভার দোষ আমি বলছি না। মন্ত্রীরা দেখেন কাদের চোখে ? আমলা কর্মচারীদের চোখে ? যাদের উপর দায়িত্ব থাকে কাজ করার, যারা প্ল্যান করে আর আমরা মাঝে মাঝে বলি। মন্ত্রীরা তো সব সময় সব কথা মনে রাখতে পারেন না। স্মরণ রাখতে হলে নোট করা দরকার যে কোন এম, এল, এ কি বলে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি। কি বলবো কি জবাব দেবো তাদের কাছে ? পি, ডবলিউ একটা ডিপার্টমেন্ট যার দ্বারা কোন ইনকাম হয় না, কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্টে উপর এই রাজ্যের উন্নতিমূলক গঠনমূলক সমস্ত কিছু নির্ভর করে। আমরা দেখি এইখানে হাসপাতালের কাজ, স্কুলের কাজ অনেক কিছু দেখছি, কিন্তু হয় না। সেনশন থাকে, টাকা থাকে তবু হয় না। কাজেই এইগুলি থেকে মনে হয়, তারা লক্ষ্য করে না। চাকুরীর জন্য অফিসাররা যান অফিসে, কর্ম্মচারীরা যান কিন্তু আমরা তো কোন কিছু উপার্জন করছি না, কোন কিছু আমরা ফসল ফলাই না, আমরা বুদ্ধিজীবি। কিন্তু যারা টাকা দিচ্ছে, তারা যদি উৎপাদন না করে তাহলে আমরা জব্দ হবো। কাজেই আমি এখানে আবেদন রাখছি, আপনার মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ আবেদন রাখছি যে এই অসহায় অবস্থা থেকে যাতে মুক্তি পাই। আমি আশা রাখবো যে ত্রিপুরা রাজ্য যে খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত সেই সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে অন্ততঃ পক্ষে এই সমস্যার যাতে সমাধান হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। শহরে ড্রেনেজ একটা স্কীম আছে সেখানে অল্প জায়গা বোধ হয় কোয়ার্টার মাইল হবে না একটা ড্রেন করে সমস্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই আমি অনুরোধ রাখবো যে শহরের জন্য যাতে একটা ড্রেনেজ স্কীম রাখা যায়, শহরের যে পরিস্থিতি বাজারের যে অবস্থা তার জন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং যাদের উপর এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা যদি কাগজ পেয়ে থাকে তাহলে কেন এই কাজগুলি হচ্ছে না আমি জানি না। এই রাস্তাটা করার জন্য বহুবার রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট

ডিপার্টমেন্ট থেকে তবুও হয় না। কি অপরাধ এই এলাকার জনতার? টাকা নেই? লক্ষ লক্ষ টাকা রয়েছে, বাজেট প্রভিশন আছে কিন্তু কেন এইটা হয় না। আমরা বুঝতে পারছি না। এইটার কি প্রয়োজন নেই? কাজেই আমরা আশা রাখবো যে আমার এই আবেদন মন্ত্রীসভা লক্ষ্য রাখবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন এবং লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Mr. dy. Speaker :—No body will participate in the discussion?

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিম্যাণ্ডগুলি প্লেস করা হয়েছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য সুরু করছি। আমি প্রথমত পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টকে একটা টাচ করে যাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত সদস্য। একটা কথা কংগ্রেসের যে আদর্শ তাতে আমার মনে একটা জিনিস আছে যে, যে কংগ্রেসের অন্যতম নীতি সেইটা হলো ছোট ছোট গ্রামকে বড় গ্রাম করা আর বড় বড় গ্রামকে ছোট ছোট শহরে পরিণত করা। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে সমানভাবে উন্নতি করা। কিন্তু আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি আমাদের বাজেটের মোটা অংক টাউনের জন্য ব্যয়িত হয় সেইজন্য আমরা দুঃখিত। আমরা মুখে গালভরা অনেক কিছু বলি যে আমরা গ্রাম ও শহরের জন্য অনেক কিছু করি। আমরা যদি লক্ষ্য করে থাকি সেখানে গ্রামে রোয়েল ওয়াটার সাপ্লাই বলতে কিছু নেই কৃষকদের সুখসুবিধার জন্য কিছু নেই, গ্রামে পায়ে হাঁটার রাস্তা পর্য্যন্ত নেই অথচ টাউনে একটা রাস্তাকে তিনবার তৈরী করা হচ্ছে, মেটেলিং করা হচ্ছে। এইটা কি হচ্ছে? যারা গাড়ী ছড়াবে, যারা পিচের রাস্তা দিয়ে চলবে যারা কম খরচে প্রকাশন বাড়াবে তাদের জন্য সব কিছু করা হচ্ছে এবং তারা দিনের পর দিন ধনী হচ্ছে। কিন্তু আমার সাধারণ কৃষক যারা দীন দরিদ্র যারা সব সময় মাঠে পরে থাকে তাদের মাঠ থেকে বাজারে আসবার কোন রাস্তা থাকে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রায় ২৭ বৎসর হলো আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এই বৎসর পরও অমরপুর সাবডিভিশনে, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি একটাও রাস্তা নেই শুধু অমরপুর উদয়পুর এবং নতুন বাজার অমরপুর রাস্তা ছাড়া আর একটাও রাস্তা নেই। এই ২৭ বৎসরে যদি একটাও রাস্তা না হয় এই সাব-ডিভিশনে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারি? তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবো যে অনতিবিলম্বে যাতে অমরপুর অন্তত: টাউনের আশেপাশে তিন চার গ্রামের রাস্তাগুলি অন্তত: পায়ে হাটার মত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অমরপুর টাউন থেকে মৈলাক যে রাস্তাটা গেছে মাত্র তিন থেকে চার পাকা রাস্তা হবে এইটা অত্যন্ত মূল্যবান জায়গা সেখানকার জনসাধারণ বিনা পয়সায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাস্তা করার জন্য কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা হয় নি। আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। আজকে অমরপুর থেকে মৈলাক যেতে হলে, সর্বং যেতে হলে বা কাছের অন্যান্য গ্রামে যেতে হলে এমন কোন রাস্তা নাই যে সেই রাস্তা দিয়ে জনসাধারণ চলাফেরা করতে পারে। অমর-পুরের চারিদিকে নদী। কিন্তু লোকের পায়ে হাটার রাস্তা দরকার। ব্লক থেকে যেসমস্ত রাস্তা করা হয়েছে সেইসব রাস্তা যদি সুষ্ঠুভাবে হতো তাহলে আজকে সারা ত্রিপুরাতে আজকে ঘরে ঘরে রাস্তা থাকতো। কাগজ কলমে আমরা অনেক রাস্তা দেখি। আরেকটা ব্যাপার এই যে এইসমস্ত

রাস্তার মেন্টেনেন্সের জন্য সেখানে ব্লকে কোন টাকা ধরা হয় না। তাই এই সমস্ত রাস্তা একবার করলে আর তার অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করি যে যে সমস্ত রাস্তা ব্লক থেকে করা হয়েছে সেইগুলি অত্যন্ত মূল্যবান রাস্তা এইগুলি যেন অনতিবিলম্বে পি, ডবলিউর কাছে হ্যাণ্ডওভার করা হয় এইগুলির উন্নতির জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে পূর্ত বিভাগ এই পূর্ত বিভাগের অমরপুরের জন্য অতি অল্প টাকা বরাদ্দ করা হয় ফলে কোন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক হচ্ছে না সেখানে। আমি অভার ফ্লো সম্বন্ধে বলছি যে আমাদের দক্ষিণ জেলায় অভার ফ্লোর কোন টেষ্টিংই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। আজকে আমি এই হাউসের মধ্যে বলেছিলাম যে রামপুর একটা জায়গা আছে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সিতে যেখানে একটা বিরাট ধানের মাঠ আছে। কিন্তু জলের অভাবে সেখানে কোন ফসল হচ্ছে না। কৃষকভাইয়েরা রিপোর্ট করেছে যে সেখানে অভারফ্লো হতে পারে। তাই আমি অনুরোধ রাখবো যে সেখানে যেন অনতিবিলম্বে কৃষকদের জলের ব্যবস্থা করা হয়। আমি তৈদুতে দেখেছি সেখানে অভারফ্লো হচ্ছে, টিউবওয়েল থেকে জল উপচে পরছে। তাই আমার মনে হয় এই মাঠেও অভারফ্লো হতে পারে। যদি অভারফ্লো হয় তাহলে সেখানকার অনেক কৃষক বেঁচে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অনেক কথাই বলি কিন্তু আজ কৃষকদের জন্য কি করা হয়েছে? কিছুই করা হয় নাই। আজকে খরাপীড়িত এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্যাভাব, আজকে যে পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি, আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রামে গঞ্জে অনেক কিছু করা হয়েছে বলে দাবী করা হয় কিন্তু সেই সমস্ত শুধু কাগজে কলমে। আমার সাবডিভিশনে সেখানে টেষ্ট রিলিফের কাজ হয় নাই কোন কিছু করা হয় না। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে কৃষকদের উন্নতি কোনদিন হবে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেন এই সমস্ত জিনিসগুলি লক্ষ্য করেন যে কোথায় অভারফ্লো হবে কোথায় টেষ্ট রিলিফের কাজ হওয়া দরকার কোথায় জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার। এই সমস্ত কাজ যদি করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে আগামী দিনে আমাদেরকে ভাবতে হবে না খাদ্যের জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল বিলডিং-এর কথা বলতে গিয়ে আমাকে প্রথমেই বলতে হয় অমরপুর হাসপাতালের কথা। অমরপুরে যে হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের বিলডিং অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে হয়েছে। সেই হসপিটালের মধ্যে যেখানে পোষ্টমর্টেম করা হয়, আমি এই হাউসে বার বার বলেছি সেখানে এমন কোন জিনিস-এর ব্যবস্থা হয় নি। গত বছর সারা অমরপুরে কিছু টাকা খরচ করা হয়েছে এবং কিছু টেষ্ট রিলিফ হয়েছে। সেখানে খরচ করা হয়েছে, সেখানে নাকি নীট মুনাফা এক বৎসরে হয় নি, আমি মনে করি এইভাবে যদি পাবলিক মানি অপচয় করা হয়, তাড়াহুড়া করে ছেলেদের ডেপুটেশানের ভয়ে, মিছিলের ভয়ে তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করা হয় তাহলে কোন কাজ হবে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি সেখানে প্ল্যান করে অনতিবিলম্বে তাদের হসপিটাল থেকে জল নামার ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা একটা সাব-ডিভিশন্যাল হসপিটাল খুলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে জনগণকে ধোকা দেবার কোন মানে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরো বলছি যে গত বছর আমাদের এখানে মেডিক্যাল অফিসার রিপোর্ট করেছেন যদি" আমি এই ডিমাণ্ডের...

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12 Noon of Tuesday on 27th May, '75.

মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তৃতা আগামী কাল বলবেন।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 285.

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কি ওয়ার্ল্ড' এগ্রিকালচারেল সেন্সাস ১৯৭০-৭১এর ওয়ার্ক শেষ হয়েছে, যদি যদি শেষ হয়ে থাকে তার উপর কোন ষ্টেট রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে কিনা ;

২) যদি হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) হঁ্যা। ইহার ষ্টেট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হইয়াছে।

২) ষ্টেট রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 427

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া বাজার সম্প্রসারণের জন্য যে নূতন জমি এ্যাকুইজিশন করা হয়েছে তার অগ্রগতির হিসাব ;

২) ছোট ব্যবসায়ীদের এই স্থানে ঘর তৈরী করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং

৩) না থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১) সোনামুড়া বাজার উন্নয়নের জন্য খাসকৃত ভূমির দখল, টল ইত্যাদি তৈরীর জন্য পি, ডব্লু বিভাগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কন্সট্রাকসন কার্য্য চলিতেছে।

২। হঁ্যা।

৩) প্রশ্নের ২নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ANNEXURE—'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 136

By Shri Tapash Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ন্যাশন্যাল কমিশন অব লেবার গেজেন্দ্র (গজেন্দ্র গডকার কমিশন)এর রিকমেনডেশান-গুলি ষ্টেটমেন্ট পেয়েছেন কিনা ?

২) এর মধ্যে কোনগুলি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য গভর্ণমেন্ট, ষ্টেট গভর্ণমেন্টকে নির্দ্দেশ দিয়েছেন।

৩) সেগুলি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিনা ?

৪) যদি না হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) জাতীয় শ্রম কমিশন মোট ৩০০টি সুপারিশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৮টি সুপারিশ গ্রহণক্রমে/রাজ্য সরকারকে কার্য্যকরী করার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

৩) উক্ত ৪৮টি সুপারিশ বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হওয়া ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। বাকী ৩০টি সুপারিশ যথাযথ কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হইতেছে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 155

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

a) The number of marginal Farmers and the number of Small Farmers according to operational holdings (block-wise).

b) Total land in the hands of marginal Farmers and total land in the hands of small Farmers (block-wise).

ANSWER

Quations a & b.

Name of the Revenue Circles	Marginal farmers having land below 1·0 hectare or 2·47 acres.		Small farmers having land 1·0 hectare (2·47 acres) to 2·0 hectare (4·94 acres).	
	Number	Area in occupation (in acres)	Number	Area in occupation (in acres)
1. Dharmanagar	12,979	13,056·45	4,019	13,959·35
2. Kanchanpur	2,903	3,559·06	1,523	5,358·26
3. Kailashahar	11,339	11,319·43	2,863	9,892·60
4. Manu	2,192	3,291·11	1,803	6,325·35
5. Kamalpur	8,087	9,559·30	2,676	9,192·22
6. Khowai	11,657	12,679·17	3,694	12,672·92
7. Teliamura	7,662	6,385·84	1,220	4,198·53
8. Mohanpur	12,691	12,730·22	3,004	10,423·12

1	2	3	4	5
9. Agartala	22,510	18,771·06	3,961	13,943·35
10. Bishalgarh	21,304	20,062·56	5 162	17,947·36
11. Sonamura	15.543	14,502·21	3,295	11,470·73
12. Udaipur	13,448	13,147·92	3,326	11,564·27
13. Amarpur	4,625	58,400·90	2,252	7,720·86
14. Gandachara	879	1,090 29	875	3,377·11
15. Belonia	9,967	9,895·00	2,184	7,454 89
16. Santirbazar	8,208	8,988·23	2,609	9,020·00
17. Sabroom	7,796	8,442·91	2,583	8.911·78
Total—	1,73790	1,73,321·66	47,049	1,63,432·70

UNSTARRED QUESTION NO. 159

By Shri Tapas Dey
By Shri Naresh Ch. Roy
By Shri **Nripendra Chakraborty**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৭৫ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত হাফ-এ-মিলিয়ন জব স্কীমেতে ছাটাই করা কর্মচারী ভিন্ন নূতন ভাবে (fresh appointment) কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ;

২) হাফ-এ-মিলিয়ন স্কীমে যাদের recruit করা হয়েছিল তাদের নিয়মিত পদে নিয়োগ না করা পর্যন্ত অন্য কোন নূতন লোক নিয়োগ করা হবেনা এই মর্মে সরকার কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না ;

৩) যদি দিয়ে থাকেন তবে ঐ নির্দেশ পালন করা হয়েছে কি না ;

৪) না হয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) মোট ২১১ জনকে।

২) হাঁা, দিয়েছিলেন।

৩) যথাসম্ভব পালন করা হচ্ছে।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 176

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫ সনের বর্তমান সময় পর্যন্ত কোন মহকুমায় কোন স্থানে কত টাকার টেষ্ট রিলিফের কাজ করা হইয়াছে ; এবং

২) প্রত্যেক স্থানে কত সংখ্যক পুরুষ, নারী ও কিশোরকে ঐ টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১ ও ২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 27th May, 1975 at 12 Noon.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was on the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, the Deputy Speaker, 2 Ministers for State, 1 Deputy Minister, and 27 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Chandra Sekhar Dutta.

Shri Chandra Sekhar Datta :—Question No. 81.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 81 Sir.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলনীয়ার শচীন্দ্র গারো পাড়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এর ছাত্র-ছাত্রী হইতে ১৯৭৪ ইং শিক্ষা বছরের বার্ষিক পরীক্ষার ফিস বেশী নেওয়ার ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের মনে ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, এবং

২। সত্য হইলে বার্ষিক পরীক্ষার ফিস বেশী নেওয়ার কারণ কি?

উত্তর

বর্ধিতহারে বার্ষিক পরীক্ষার ফিস নেওয়া হইয়াছে সত্য কিন্তু জনসাধারণের মনে ক্ষোভ দেখা দেয় নাই।

২। প্রশ্নপত্র ছাপার খরচ ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি, তদুপরি ছাত্র সংখ্যার স্বল্পতাই বর্দ্ধিতহারে বার্ষিক পরীক্ষার ফিস আদায়ের কারণ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, কোন ক্লাসে কত হারে পরীক্ষার ফিস নিয়েছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণী থেকে ৭ টাকা ফিস নেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী ৫ টাকা, পঞ্চম শ্রেণীতে ৪ টাকা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীতে ৩ টাকা, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন ফিস বাড়ানো হয় নি। সেখানে এক টাকাই ছিল।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই ৭, ৫, ৪ ও ৩ টাকা এই যে বৃদ্ধি করে পরীক্ষার ফিস নেয়া হয়েছে সেটা শিক্ষা বিভাগের থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল কিনা? এই যে বর্ধিত হারে ফিস নেওয়ার জন্য কি কোন অনুমোদন নেয়া হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা নন-গভর্ণমেন্ট ফাণ্ড। শিক্ষা বিভাগের কোন অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না। তবে ঐ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম এবং প্রশ্ন পত্র ছাপার খরচ, কাগজের দাম এবং ছাপার খরচ বেশী পড়ে যায় এবং ছাত্র সংখ্যা কম

হওয়াতে অ্যাভারেজ সেটা চালাতে একটু বেশী হয়। তার জন্য এবছর একটু বেশী পড়েছে। তবে শিক্ষা বিভাগ থেকে একটা সারকুলার দেয়া হয়েছে যে প্রত্যেক স্কুলে যদিও এটা নন-গভর্ণমেন্ট ফাণ্ড তবু ঐ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ছাপার খরচ ফিস থেকেই দেয়ার নিয়ম---শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রত্যেক স্কুলে সার্কুলার দিয়েছেন যে যাতে একটা লিমিটের মধ্যে ফিসটা নেয়া হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন একটা রিজেনেবল সিসটেমের ভিতর দিয়ে নেয়ার জন্য। এখানে যে আন-রিজনেবল জিনিসটা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী স্বীকার করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে ফিস বেশী নেয়া হয়েছে। এই যে ফিস বেশী নেয়া হয়েছে তাতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আন-রিজেনেব্যল আমি বলি নাই। কারণ অ্যাভারেজ কণ্ট যেটা পড়ে স্যার, প্রশ্নপত্র ছাপাতে যে একটা কণ্ট পড়ে তা ছাত্রদেরই বীয়ার করতে হয়। শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য কোন অনুদান দেয়া হয় না। তাই এই যে কণ্টটা পড়ছে ঐ টাকাটা কালেক্শান করা হয় ছাত্রদের কাছ থেকে। এবং সেই টাকাটা পরীক্ষার বাবদে ব্যয় করা হয়েছে কিনা সেটা আগে বলা মুশকিল। তবে সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য যদি জানতে চান তাহলে আমি অনুসন্ধান করে দেখতে পারি, এই টাকাটা কালেকশন করা হয়েছে সেটা কণ্ট অব প্রিন্টিং কোয়েশ্চান পেপার ইত্যাদির জন্য, সেটা রিজেনেব্যল কি না?

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত ঃ---হ্যাঁ, মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন সেটা তদন্ত করে দেখেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী, শ্রীসুশীল সাহা।

শ্রীসুশীল সাহা ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৭১।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---কোয়েশ্চান নং ২৭১।

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘিতে সন্তরণের যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে অমরপুরে এর অমরসাগর দীঘিতে ১৯৭৫-৭৬ সালের আর্থিক বৎসরে সেই রকম ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা.

২। যদি না থাকে তাহার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। অমরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সন্তরণ শিক্ষা দিবার জন্য পুষ্করিণী আছে সেই জন্য অমর সাগরে পৃথক সন্তরণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্কুলের সাঁতারের পুষ্করিণীটি অমরসাগরের অতি নিকটে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অমরপুর সন্তরণের জন্য যে পুকুর আছে সেটাতে বৎসরের কোন দিন জল থাকে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর দীঘিতে আপাততঃ কাজ চালানো হচ্ছে। অসুবিধার কথা শিক্ষা দপ্তর পান নাই। কোন রকম অভিযোগ পুকুর সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর পান নি। স্যার, অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সামনে দীঘিতে ইতিমধ্যে সুইমিং পুলের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার মনে হয় না ডিপার্টমেন্ট এ সম্পর্কে এতটুকু খবর রাখেন। অমরপুরে যে টাকাটা খরচ করা আছে, পুকুর এই জায়গাতে এটাকে পুকুর বলে স্যার। আমরা বাড়ীর সামনে মাটি উঠাবার জন্য যে পুকুর করছি ঠিক ঐ রকম একটা পুকুর। ঐ পুকুরের মধ্যে সন্তরণের জন্য যে কাঠ দিয়ে মাচা করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অ্যানসাইন্টিফিক হয়েছে এবং সন্তরণের অত্যন্ত অনুপযোগী হয়েছে। এটা সত্যি কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই রকম কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি যেটা হাউসে বলছি সেটা কি তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে এই পুকুরে জল থাকে না। যার ফলে এই গরমের দিনেও যেখানে বৃষ্টি পড়ছে, ডোবা নালাতে প্রচুর জল হয়েছে সেখানে আজকে ঐ পুকুরটিতে সাঁতারের উপযোগী হয়ে উঠেনি আজ পর্য্যন্ত। তাই বলি, এটা এনকোয়েরী করে দেখবেন কিনা? যদি তদন্ত করে দেখেন যে পুকুরটিতে সাঁতারের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা অ্যান সাইন্টিফিক এবং সাঁতারের অনুপযোগী, তাহলে অনতিবিলম্বে সেটা দূর করা হবে কি না? আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্যে যে মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই দেখেছেন যে অমরপুর স্কুলের দীঘি পাশেই ২০০।৩০০ গজ দূর হবে। স্যার, বিরাট দীঘি আছে। সেখানে জল ঐ পুকুরের তুলনায় অনেক বেশী ভাল এবং অনেক বেশী গভীর তাই সেখানে না করে স্কুলের সামনের পুকুরে এই ভাবে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে পাবলিক মানি মিসইউজ করার কোন জাস্টিফিকেশান থাকতে পারে যেটা প্রকৃত পক্ষে ছাত্রদের কোন কাজে আসে না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর পুষ্করিণীটি সুইমিং পুল হিসাবে অনুপযোগী কি না সেটা সুইমিং অ্যাক্সপার্ট দ্বারা অ্যাক্জামিন করা হবে।

শ্রীতাপস দে ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, এই যে অমরপুর হাইস্কুলের সামনে যে পুকুরটা রয়েছে তার মাপ কি এবং তার সাইজ কি, ডেপথ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে স্কুলের সামনে যে পুকুরটা আছে সেটার চেয়ে অমরপুরের যে দীঘি রয়েছে সেই দীঘিতে সন্তরণের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়ঃ ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ---এটা অনুসন্ধান করে, তথ্য সংগ্রহ করে বিবেচনা করতে হবে শ্রেয়ঃ কি অশ্রেয় ঃ ।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘিতে যে সমস্ত সন্তরণের ব্যবস্থা আছে সেগুলি পর্যাপ্ত কিনা এবং যদি সেটা পর্যাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই যে দীঘিটা তার জলের গভীরতা কত এবং সেখানে সন্তরণ প্রশস্ত কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাপ ইত্যাদি জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে যেখানে ত্রিপুরার ছেলেরা সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাইরে গিয়ে অংশগ্রহণ করে প্রচুর পুরস্কার আনছে এবং আমরা দেখে থাকি সারা ত্রিপুরার মধ্যে উদয়পুর এবং অমরপুরের মত সারা ত্রিপুরায় দীঘি নাই অথচ এই যে শিক্ষা বিভাগ আমি বুঝতে পারলাম না স্যার, যেখানে আজকে আমাদের ছেলেরা এত আগ্রহী এবং এত নাম করছে, সেখানে অমরসাগরের দিঘীতে এটা না করে অমরসাগরের সামনে কেন করলেন এবং এটাতে স্যার, জল থাকছে না এবং আমি বলতে পারি এই জলে সাঁতার কাটলে গায়ে ফোস্কা পড়বে, এটা এইরকম নোংরা জল,তাই আমি আশা করি এটা যাতে অনতিবিলম্বে বদলানো হোক এবং নূতন করে করা হোক। আমি আর একটা সাপ্লিমেন্টারী করছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা সেখানে কাপড় পরিবর্তনের জন্য ছেলেমেয়েদের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? ইজ দেয়ার এনি বাথ রুম দেয়ার?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাপড় পরিবর্তন করার কোন জায়গা আছে কিনা এই বিষয়ে আমার কাছে কোন তথ্য নাই। তবে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করছি।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ঐখানে যে সুয়িমিং পুল করা হয়েছে তাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছিল এবং কি দিয়ে করা হয়েছিল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করা দরকার।

শ্রী অনন্তহরি জমাতিয়া ঃ---প্রশ্নটা হল অমরসাগরকে উদয়পুরের জগন্নাথ দীঘির মত বিবেচনা করা হবে কিনা? স্কুলের সঙ্গে দীঘি আছে, এটা কোন প্রশ্নই উঠে না স্যার। অতএব অমরসাগরের উপর সুয়িমিং পুল করার জন্য সরকার কোনরকম প্রয়োজনীয়তা মনে করেন কিনা সেটাই আমরা জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ স্কুলের সংলগ্ন যদি কোন পুকুর থাকে তাহলে শিক্ষা দপ্তর সেই পুকুরটাকেই সংস্কার করিয়ে যাতে সুয়িমিং পুলের উপযোগী করা যায় তার জন্য চেস্টা করেন। তবে মাননীয় সদস্য বলেছেন এটা অনুসন্ধান করার জন্য, এটা উপযুক্ত করা যাবে কিনা বা উপযুক্ত আছে কিনা, আমরা অনুসন্ধান করে যদি দেখি যে সেটা সুয়িমিং পুলের উপযুক্ত নয় তখন আমরা অমরসাগরের সম্বন্ধে বিবেচনা করব।

শ্রী অনন্তহরি জমাতিয়া ঃ---অমর সাগর সম্বন্ধেই প্রশ্নটা। অতএব আগে থেকেই এই অনুসন্ধান করা উচিত ছিল না কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ--যখন না কি স্কুলের সংলগ্ন কোন পুকুর থাকে তখন স্কুলের সংলগ্ন নয়, এমন কোন পুকুরের কথা আমরা বিবেচনা করি না। যদি স্কুলের সংলগ্ন কোন পুকুর না থাকে তাহলে অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের যে পুকুর সেটাকেই নেওয়া হয়।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া ঃ---প্রশ্নটা হচ্ছে অমর সাগর সম্পর্কে। সুতরাং আগে থেকেই তথ্যানুসন্ধান করে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল কিনা এই হচ্ছে আমার প্রশ্ন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরসাগরে সুয়িমিং পুল করার জন্য কোন প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ-মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর হাই স্কুলের কাছে যে পুকুরটীতে সুয়িমিং পুল করা হয়েছে এটা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---এটা এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলতে পারেন কি এই যে সন্তরণের যে ব্যবস্থা আছে সেটা আমি আগেই বলেছি স্যার, সেটা নাম মাত্র, তবুও যারা সেখানে আসেন সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে কিংবা সন্তরণে যারা উৎসাহী তারা সেখানে অংশ-গ্রহণ করতে পারে কিনা? আমি বলছিলাম যে নাম মাত্র একটা কিছু আছে যদিও সেখানে সন্তরণ হয় না, কিন্তু যদি কোন পাবলিক বা কোন এক্স স্টুডেন্ট যারা সন্তরণে উৎসাহী এমন লোক যোগদান করতে পারেন কিনা, দ্যাট ঈজ প্র্যাকটিস করার জন্য?

মিঃ স্পীকার ঃ---প্রশ্নটা আপনি ঘুলিয়ে ফেলছেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---আমার প্রশ্ন অত্যন্ত পরিষ্কার। ছেলেদের জন্য কি আছে সেটা আমি প্রশ্ন করি নি, সেটা আমি প্রশ্ন করতে পারতাম, কিন্তু যেটা আছে সেটা সুব্যবস্থা আছে কিনা, আমার প্রশ্ন এখানে স্যার, আমি বলেছিলাম যেটাতে মাস পিপল ইন্টারেস্টেড সেটা থাকলে পরে এক্স স্টুডেন্টস যেতে পারে, যে কোন লোক যেতে পারে। কি আছে না আছে, আমি আনতে চাই না। কাজেই আমার প্রশ্নটা পরিষ্কার করে বলছি যে সেখানে এই রকমভাবে যেখানে আয়োজন আছে সেখানে বাইরের কোন লোক যেতে পারে কিনা যেটা স্কুলের কম্পাউণ্ডার মধ্যে, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুলের সংলগ্ন যে পুকুরটা আছে তাতে স্কুলের ছাত্রদের জন্য সন্তরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর বাইরের কোন লোকের জন্য সাঁতার শিক্ষার ব্যবস্থা এখানে হয় নি, তবে বাইরের যারা উৎসাহী তারা যেতে পারেন কিনা সেই বিষয়ে তথ্য আমার কাছে নাই, সেটা অনুসন্ধান করে জানানো হবে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ--আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমি আগেই বলেছি যে এখানে ত্রিপুরার ছেলেরা আজকে বাইরে গিয়ে নাম করছে, তাই সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই আর্থিক বৎসরে সেখানে একটা সুয়িমিং পুলের যাতে ব্যবস্থা হতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা আমি এটাই চাইছি। এটার উপকারের ভিত্তিটা উনি স্বীকার করেন কিনা যে এইরকম একটা সেখানে দরকার আছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি আগে যে প্রশ্নটা করেছিলেন তার উত্তরে আমি বলছি সুয়িমিং পুলে ছাত্র ছাড়া অন্যান্যদের সন্তরণে বাধা নেই। অন্যরাও সন্তরণ করতে পারেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই পর্যন্ত অমরপুরের কোন লোক এই স্কুলের দীঘিতে গিয়ে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ--আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---অমরপুর হাইস্কুলের যে পুকুরটা আছে সেখানে জল থাকে না। কাজেই সেটা সুয়িমিং পুলের জন্য অনুপযুক্ত, তাই সেখানে অমরসাগরের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি আশ্বাস দিতে পারেন যে একটা সুয়িমিং পুল বা একটা সুয়িমিং ক্লাব, ক্যালকাটা বা অন্যান্য জায়গায় আছে এইরকম করার কোন পরিকল্পনা নেবেনে কিনা অমরসাগরে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ--বর্তমানে কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল আমি যে এতক্ষণ এত কথা বললাম যে এটার উপযুক্ততা সম্পর্কে, এটার প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা, যদি মনে করে থাকেন তাহলে এই বছরে কাজটা তিনি হাতে নেবেন কিনা, সেই জবাবটা আমি পাই নি। উনি এটা স্বীকার করেন কিনা যে এটা হওয়া দরকার?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ--এই বছরে কোন পরিকল্পনা নেওয়ার কোন প্রস্তাব নাই।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আবার আপনার দৃষ্টি অকর্ষণ করছি আমি এমন কিছু চাই না যে সেখানে সিমেন্ট লাগবে, রড লাগবে, অনেক টাকা খরচ করতে হবে শুধু একটা প্ল্যাটফরম করা শালের খুটি দিয়ে, শুধু কয়টা তক্তা লাগিয়ে দিলেই চলে স্যার, এখুনি বাজেটে এমন কোন প্রভিশনি লাগবে না স্যার, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেই দিক থেকে সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং, এটা ভেবে একটা কিছু করার ইচ্ছা আছে কিনা, আমি চাই যে উনার যে একটা সদিচ্ছা আছে সেটা প্রকাশ হোক, আমরা জানতে চাই সেটা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুর স্কুল সংলগ্ন যে পুকুরটি আছে, সেটার সম্বন্ধে তিনি যে অভিযোগ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করে দেখব এবং যদি সুইমিং এ্যাক্সপার্ট বলেন ঐ পুকুরে সন্তরণের ব্যবস্থা করা যাবে, তাহলে সেখানেই আমরা তার ব্যবস্থা করব, অন্য কোথাও সেটা করব না।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯২, স্যার।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ ইং আর্থিক বছরের এই সময় পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন?

২। কোন মহকুমায় ঐ মঞ্জুরীকৃত বিদ্যালয় কতটা খোলা হইয়াছে?

৩। যে সকল স্কুল মঞ্জুর করিয়াছিল ঐ সকল স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছিল কি?

উত্তর

১। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, মেটেরিয়েলস্ আণ্ডার কালেকশান, কিন্তু প্রত্যেক বছর বাজেট প্রভিশন থাকে যে এই আর্থিক বছরের ২০০টি নূতন স্কুল খোলা হবে। কিন্তু উনি যে মেটে-রিয়েলস্ আণ্ডার কালেকশান বল্লেন, তা কি ধরণের জবাব হল, আমি বুঝতে পারছি না। এটা তো বাজেটেই আছে, বাজেট খুল্লে দেখতে পাওয়া যাবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোয়েশ্চানটার সঙ্গে আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি ঃ---স্যার, এটা কোন সনের কথা হচ্ছে। এটা ত ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে কতগুলি স্কুল সরকার মঞ্জুর করেছেন, এটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে। এটা ত ডাইরেক্টরেটর তথ্য। কিন্তু উনি কি বলছেন, স্যার? ১৯৭৪-৭৫ সালের খবর যদি এখনও আপনার দপ্তরে না এসে থাকে, তাহলে সেই দপ্তর কেমন চল্‌ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—স্যার, ২ এবং ৩ যে প্রশ্নগুলি, সেগুলির সম্পর্কে তথ্য আনতে হবে, না এনে উত্তর দেওয়া যাবে না।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, ১ম প্রশ্নের জবাব আমরা বাজেট বইতে পাইতে পারি এবং সেটা বাজেটেই আছে, আর ২য় প্রশ্নের জবাব ডাইরেক্টরেট থেকে পাওয়া যেতে পারে। কাজেই সব প্রশ্নগুলির জবাবই ডাইরেক্টরেটে আছে, এটা এমন নয় যে ধর্মনগর বা ছৈলেংটা থেকে ইনফরমেশন কালেকশন করতে হবে। কাজেই স্যার, যে মেটেরিয়েল্‌স রাজধানীর বুকে আছে, সেটার উত্তরও যদি মেটেরিয়েলস্ আণ্ডার কালেকশন বলে আমাদের ফাঁকি দেওয়া হয়, তাহলে আপনার সাহায্য ছাড়া আমাদের আর কোনও গত্যান্তর থাকে না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি ঃ---স্যার, এখানে প্রশ্নকর্ত্তা বলছেন যে ১ম প্রশ্নের উত্তর বাজেট থেকে পাওয়া যাবে, আর ২য় প্রশ্নের উত্তর ডাইরেক্টরেটে পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি বলছি ৩য় প্রশ্নের উত্তরও ডাইরেক্টরেটে পাওয়া যাওয়ার কথা, কারণ স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ, সেটাও ত ডাইরেক্টরেট করে থাকে। এটা তো কোন ইন্সপেক্টরেট করে না। কাজেই উনি কি ধরণের উত্তর দিচ্ছেন, আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। মনে হয় উনি অনেকদিন মন্ত্রীকে ছিলেন না বলে সবই ভুলে গিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—গভর্ণমেন্ট সুড হ্যাভ সাপ্লাই অল দীজ ইনফরমেশন।

শ্রীতাপস দে ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩০৯।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৯, স্যার।

প্রশ্ন

১। গুডস ট্রাফিক সার্ভে স্কীমটা ত্রিপুরাতে আছে কিনা?

২। যদি চালু হয়ে থাকে, তবে কবে চালু হয়েছিল এবং এই পর্য্যন্ত রিপোর্ট বা বুলেটিন করা হয়েছে কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে গুডস ট্রাফিক সার্ভে স্কীমটা এখনও চালু করা যায় নাই।

২। প্রযোজ্য নহে।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই গুডস্ ট্রাফিক সার্ভে স্কীমটা ত্রিপুরাতে চালু না হওয়ার কারণ কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গুডস ট্রাফিক সার্ভে স্কীমটা চালু করবার জন্য যে প্রয়োজনীয় স্টাফের দরকার, সেই প্রয়োজনীয় স্টাফ এখন পর্য্যন্ত না পাওয়া যাওয়ায়, এটা চালু করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, কি ধরনের স্টাফের প্রয়োজন ছিল এবং কি ধরণের কোয়েলিফিকেশান বা ডিগ্রির দরকার হত?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দরকার ছিল ১ জন স্টেটেসস্টিক্যাল অফিসার গেজেটেড ক্লাশ টু, ২ জন ইন্সপেক্টার এবং ৮ জন ইন্‌ভেস্টিগেটার।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, কি ধরনের ডিগ্রির দরকার ছিল, এটাই আমার প্রশ্ন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,সার্ভে বইটা এখন আমার কাছে নাই, সেজন্য ডিগ্রির কথাটা আমি বলতে পারছি না। তবে ডিগ্রির জন্য আমরা স্টাফ যোগার করতে পারি নি, তা নয়।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এই স্টাফের জন্য কোন ইন্টারভিয়্ কল করা হয়েছিল কিনা, যদি করা হয়ে থাকে, কবে করা হয়েছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমতঃ ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের থেকে কয়েকটা পোস্ট চাওয়া হয়েছিল এবং সেটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই পোস্ট গুলির কন্টিনিউশান ছিল গত ফেব্রুয়ারী পয্যন্ত এবং গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কোন সিনিয়রিটি লিস্ট ফাইন্যাল না হওয়ায়, ঐগুলি আমরা পুরণ করতে পারি নাই। তাই ফেব্রুয়ারীর পর যখন নাকি মার্চ মাসে সিনিয়রিটি লিস্ট ঠিক হল, তখন সেই পোস্টগুলির কন্টিনিউশান চলে গিয়েছে। তাই আবার কন্টিনিউশানের জন্য লেখা হয়েছে এবং সেটা আসলে পর পোস্টগুলি ফিল্‌ড আপ করা যাবে।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই ইহা কি সত্য যে এই স্কীমটা ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্লেনে ধরা হয়েছিল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় স্টাফও ধরা ছিল?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথা সত্য।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, আমি জানি একথাটা সত্য। এখন মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, এই যে সিনিয়রিটি লিস্ট ফাইন্যাল করা গেল না, তার জন্য কোন রেস্পনসিবিলিটি ফিক্সড আপ করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে সেটা মার্চ্চ মাসে কম্‌প্লিট হয়েছে এবং নূতনভাবে আমরা যাতে স্টাফ এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি তারজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।

শ্রীতাপস দে ঃ. স্যার, যেটা ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার জিনিষ সেটা তিনি বলছেন গত মার্চ মাসে ওনারা ঠিক করেছেন, সেটাতো হতে পারে না স্যার। ৫ম বার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও ২।৩ বছর হয়ে গেছে এটা উনারা কি করলেন? কেন করা হল না? এই সিনিয়ারিটি লিস্ট কনফার্ম কেন করা হল না এবং এর জন্য কোন অফিসার রেসপনসিবল সেটা ফিক্সড আপ করা হয়েছিল কি না, যদি না হয়ে থাকে তার কারণ কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন রেসপনসিবিলিটি ফিক্সড আপ করা হয়েছে কি না এটা আমার জানা নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন ৪র্থ পরিকল্পনার টাকা যেভাবে ধরা হয়েছিল সেই ভাবে টাকা দিয়েছিলেন এবং সেই টাকা খরচ করা হয়নি। সেই টাকা কোথায় গেল বা কোথায় কোথায় খরচ করা হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে স্কীমটা চালু হয় নাই প্রশ্নের উত্তরে আমি দিয়েছি এবং টাকাটা কি হল তার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ পার্টিকুলার স্কীমের জন্য টাকা এসেছে এবং উনারা বলেছেন বাজেটে টাকা ধরেছেন কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা এনেছেন এর পর আমাকে বলতে হবে এই কথাটাই কেন্দ্রযে আমাদের বেশী টাকা দেয় না, উদের এই অযোগ্যতার জন্য তাইতো?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোগ্যতা অযোগ্যতর বিচার করার মালিক আমি নই তবে স্কীমটা যেহেতু চালু হয়নি টাকাটাও নিশ্চয় খরচা হয় নাই। টাকাটার কি হল সেটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীকালীপদ বানার্জী ঃ টাকা খরচা হয় নাই বলছেন। মাননীয় মন্ত্রী মশাই ফোর্থ প্ল্যানের টোটাল এলোকেশান কত?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই তথ্য এখন আমি দিতে পারছি না।

শ্রীতাপস দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মশাই গুডস্ ট্রাফিক সার্ভে'স্কীমটা চালু হলে আমাদের কি উপকার হত এবং না হওয়াতে কি ক্ষতি হয়েছে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সষ্ঠ পরিবহন নীত রূপায়নের জন্য ও পরিবহন খাতে রাজ্যের আয় নিরূপণের জন্য, মাল পরিবহণের জন্য বিস্তারিত পরিসংখ্যান প্রয়োজন। বিশেষ করে ত্রিপুরার মত অনুন্নত রাজ্যে যেখানে রেল পরিবহনের বিশেষ সুযোগ নাই এবং সড়ক পরিবহনই যেখানে এক মাত্র পরিবহণ অবলম্বন সেখানে সুদৃ পরিবহণ নীতি বিশেষ প্রয়োজন। ভারত সরকারের নির্দেষ মত পরিকল্পনা কমিশনের পরিসংখ্যান শাখা এই সমীক্ষা অনুমোদন করেছেন। এই পরিসংখ্যান হইতে সড়কের মাল পরিবহণের পরিমান, বিভিন্ন রকমের পরিবহন, সড়কের হিসাব বিভিন্ন রকমের পরিবহন যন্ত্রের হিসাব, পরিবহণ হইতে রাজস্ব আয়, পরিবহণের জন্য নিয়োজিত শ্রমিক এবং কর্মচারীর সংখ্যা তাদের মজুরী এবং পরিবহনের খরচা ইত্যাদি তথ্য এই সমীক্ষা হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীতাপস দে ঃ মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই স্কীমটা কবে নাগাদ চালু করা হবে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি একটু আগেই যে সরকার এই স্কীমটা চালু করবে। নূতন করে যাতে পোষ্ট ক্রিয়েশান হয় ও কনটিনিউয়েশানগুলি পাওয়া যায়, তারনর স্টাফ এপেয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর কাজ চালু করা হবে।

শ্রীতাপস দে ঃ স্যার, আমি ডেট চাইছি যে ৬ মাসের মধ্যে না ৩ মাসের মধ্যে, না এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে হবে, এই ব্যাপারে একটা স্পেসিফিক ডেট চাইছি--আমি টাইম চাইছি।

মি ঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য, টাইম দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব কিছু স্কীম প্রয়োজনেই করা হয়। আজকে এতদিন যাবত নানা কারণে করা যায়নি। তবে এখন আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি করা যায়।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ-মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটাই কি বুঝতে হবে যে সব পোষ্টে এই স্কীমের জন্য লোক লাগবে সব বাই প্রমোশানে রিক্রুটমেন্ট করা হবে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সার্ভিস রুলসগুলি সেই ভাবেই তৈরী হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীনরেশ রায়

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের ভিত্তি কি?	১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যক্রম শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিদ্ধারিত হয়। আমাদের উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পষদের অধীন। তাই ৬ষ্ঠ ও তদুর্দ্ধ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকও পাঠ্যক্রম পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নিদ্ধারিত হয়। তাই এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের বলার কিছু নাই। প্রাথমিক স্তরের ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষা অধিকর্তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি পাঠ্য-পুস্তক উপদেষ্টা কমিটি আছে। এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ১মহইতে ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম পরীক্ষা করেন এবং নির্বাচিত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রকাশকদের নিকট হইতে পাঠ্য বই এর নমুনা চাওয়া হয়। প্রকাশকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত পাঠ্যপুস্তকের নমুনাগুলি বিশেষজ্ঞ-গণ কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত পরীক্ষাসমালোচকদের রিপোর্টের ভিত্তিতে উপদেষ্টা কমিটি বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত বহির একটি তালিকা অনুমোদনক্রমে শিক্ষা অধিকর্তার নিকট পেশ করেন। উক্ত উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনানুসারে শিক্ষা অধিকর্তা কাজ করেন। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা যায় যে বিগত তিন বৎসর যাবত ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ন্যাশনালাইজড করা হইয়াছে।
২। বর্তমান বৎসরে স্কুল গুলিতে পাঠ্য পুস্তক তালিকা বিলম্বে দেওয়ার কারণ কি?	বর্তমান শিক্ষবর্ষে অধিকাংশ প্রকাশক ৩য়-৫ম শ্রেণীর জন্য নির্ব্বাচিত বহির সংশোধিত নকল নিদ্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভের জন্য দাখিল করিতে পারেন নাই। কারণ নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে তাহাদের একতিয়ার ছিল না। (ক) ঠিক সময়ে কাজ সহজলভ্য না হওয়া, (খ) ছাপাখানাগুলিতে বিদ্যুত সরবরাহের নিয়ন্ত্রের ব্যহত ইত্যাদি। এই সকল কারণে পাঠ্য বহির চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে কমিটি প্রকাশকদের বইগুলি ঠিক করে দেয় সেই কমিটি কোন ভিত্তিতে সেটা বিবেচনা করেন যে কোন বইটা প্রায়রিটি পাবে, তারপর কোনটা প্রায়রিটি পাবে---এইযে একটা প্রায়রিটির বেসিসে ঠিক করা হয় সেটা কমিটি কি কি নীতিতে নির্দ্ধারণ করেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কমিটি সেই বইগুলি পরীক্ষা করে সেই বইগুলি কিভাবে লিখা হয়েছে বা কি কি তথ্য আছে ইত্যাদি সমস্ত পরীক্ষা করে সেটার প্রায়রিটি ঠিক করেন।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন বিদ্যুত এবং কাগজের অভাব---মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি গভর্ণমেন্ট প্রেস থেকে যখন প্রুফ দেখার জন্য ম্যানাস্কৃপ্ট দেওয়া হয়েছিল সেটা ৬ মাস পরে প্রেসে ফেরৎ দেওয়ার জন্যই বিলম্ব হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---১ম থেকে ২য় শ্রেনীর ন্যাশনালাইজড যে সব বই ছাপা হয়েছে সেটা বিলম্ব হয় নাই। বিলম্ব হয়েছে শুধু যেগুলি কলিকাতা ছাপা হয়---কলিকাতার পাবলিশার্সদের তাদেরটাই বিশেষ করে বিলম্ব হয়েছে কারণ তাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে বা নিয়ন্ত্রনে থাকে তাছাড়া কাগজ সময় মত না পাওয়ার ফলে তাদের বাজার থেকে সেটা কিনে নিতে হয় সেগুলি বিলম্ব হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি প্রকাশকদের মধ্যে যে বইগুলি বেড়িয়েছে এবং যেগুলি স্কুলে পাঠ্য করা হয়েছে তার মধ্যে ২।১টা বই আছে যেটা পূর্ববর্ত্তী প্রকাশকদের বই থেকে হুবহু নকল করে করা হয়েছে এই বিষয়ে কি কমিটি লক্ষ্য করেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য আমার কাছে নাই।

শ্রীঅনন্ত হরি জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই কমিটি কবে নাগাদ গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটির সদস্য কে কে আছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটি কবে নাগাদ হয়েছে সেই তারিখটা এখন আমার কাছে নেই। তিন বছর হবে। তবে কমিটিতে কে কে আছেন সেটা আমি বলতে পারি ঃ---শিক্ষা অধিকর্ত্তা, শ্রীএম, সি, ভট্টাচার্য্য, উপশিক্ষা অধিকর্ত্তা, শ্রীএইচ, দত্ত চৌধুরী, অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি, ডঃ জে, সি, বানার্জী, উপশিক্ষা অধিকর্ত্তা, শ্রীমতি পি, দত্ত গুপ্তা, প্রধান শিক্ষিকা, মহারাণী তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়, শ্রীএম, কে, চক্রবর্ত্তী, উপঅধিকর্ত্তা, যুবকর্মসূচী, শ্রীটি, এম, আচার্য্য, অধ্যক্ষ, বেসিক ট্রেনিং কলেজ, আগরতলা, শ্রীএ, মিত্র, সায়েন্স কন্সালটেন্ট, শ্রীজে, সি, দত্ত, এসিস্টেন্ট পাবলিকেশান অফিসার।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারেন কি এই কমিটি কোন বই নিবাচনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না একক ভাবে, শিক্ষা অধিকর্ত্তা যেটা করে দিয়েছিলেন সেটাই ডিটো দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপদেষ্টা কমিটি যেটাকে নির্বাচন করে দিয়েছেন সেইটাই শিক্ষা অধিকর্ত্তা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীতাপস দে ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই কমিটি কয়দিন মিটিং করেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ---মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতি বৎসর যাতে বই পরিবর্ত্তিত না হয় এই কমিটি বা শিক্ষাবিভাগ সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই কি বই নির্বাচিত করেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---নিশ্চয়ই যাতে করিয়া কোন অসুবিধা না হয়, যাতে প্রতি বছরই বই পালটাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বই নির্ধারণ করা হয়, পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, একটা বইয়ের নাম শুধু বদলি করে এবং ভিতরে হুবহু রেখে দিয়ে যদি কোন বই পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পেয়ে থাকে এবং কমিটি নির্ধারণ করে থাকেন এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এইটাকে অ্যাপ্রোভড করে থাকেন তাহলে কি এই কথা বুঝতে হয় না যে ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে বইগুলি নির্বাচিত হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই রকম কোন কমপ্লেন নেই। কাজেই এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ---আমি নিজে বলছি স্যার, ক্লাশ ফাইভে শুধু বইয়ের মলাটের নামটা বদল করে, বাইরে সেম, ভিতরের লেখাও সেম এবং পরিণতি কি হয়েছে? অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সেইটা জানাচ্ছি যে, যে ছাত্র বইটির নাম আনে, পাশ করলে যে লিস্ট দেন স্কুল থেকে, সে স্কুল থেকে লিস্ট নিয়ে সে বই আনতে যায়। বই আনার পর পড়ে দেখে হুবহু তার সেই বই। তখন তার গার্ডিয়ানও দেখতে পায় যে একই বই শুধু নামটা বদলিয়েছে। আমি অনুমতি পেলে সেই বইটি দেখাতে পারি। এইভাবে বই নির্বাচত হলে গরীব জন-সাধারণ তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটা ছোট শিশুর মনে এই বই নির্বচিনের যে কমিটি তার প্রতি যে চিন্তাধারা পোষণ করে এবং সাধারণ মানুষ যে চিন্তাধারা পোষণ করছে, এতে শিক্ষা-বিভাগের উপরে একটা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ছে। তাই আমি বলেছি যদি এই রকম করে থাকে তার যদি প্রমাণিত হয় তাহলে যারা এই রকম করেছে, যারা এইটা সাজেশন করেছে সেই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সময়ে কমিটির চিন্তাধারার কোন পরিবর্ত্তন হবে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ করলেন সেইটা আমি উপদেষ্টা কমিটির নিকট এইটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য, অনুসন্ধান করে দেখার জন্য, সেইটা আমি পেশ করবো।

শ্রীতাপস দে ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিনয় বাবু যে অভিযোগটা করলেন সেইটা আজকে প্রথম অভিযোগ নয়, সেইটা পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশকদের একটা সেকশন গভর্ণমেন্টের কাছে একটা ডেপুটেশনে নমুনা সাবমিট করেছে কিন্তু অদ্যাবধি সেইটার কোন অ্যাকশন নেওয়া হয় নি। আর আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন যে তিনি উপদেষটা কমিটিকে বলবেন। এইটা আমি বুঝলাম না। যেটা নাকি খবরের কাগজে ব্যক্তিগত নাম দিয়ে যে অভিযোগটা করা হয়েছিল এবং এক শ্রেণীর প্রকাশক যারা সরকারের কাছে ডেপুটেশন এবং চিঠি দিয়ে জানিয়েছে সেইটা এতদিন তদন্ত হয় নি, এখন বিধানসভায় আসার পর উনি তাও তদন্ত করবেন না, উনি রেফার করবেন ঐ কমিটির কাছে। স্যার, এইটা এর আগেও তদন্ত হওয়া বাঞ্চনীয় ছিল। উনি এইটা কমিটির কাছে রেফার না করে নিজে তদন্ত করবেন এবং রিপোর্ট দেবেন। কারণ কমিটি সম্পর্কে আমরা যা দেখছি সেখানে ভেস্টেড ইন্টারেস্ট রয়েছে। কমিটির মধ্যে কতকগুলি প্রকাশকের বই আনহোল্লী অ্যালাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই রকম অভিযোগ আমরা পেয়েছি। প্রকাশকদের কাছ থেকে পেয়েছি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পেয়েছি। কাজেই আমরা এই অ্যাস্যুরেন্স চাই যে উনি নিজে তদন্ত করবেন এবং যথাবিহিত অ্যাকশন নেবেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা শিক্ষা বিভাগের থেকে অনুসন্ধান করা হবে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় সদস্যদের আলাপ আলোচনায় যেটুকু বুঝা গেল যে তার মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে। মাননীয় মন্ত্রী-মহাশয় সেইটা স্বীকার করেছেন এই যে কমিটি সেখানে গঠিত হয়েছে যাদেরকে নিয়ে তারা সবাই পণ্ডিত ব্যক্তি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সেইটা অনুসন্ধান করে দেখবেন কিংবা কমিটিকে বলবেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে একটা অনুরোধ করছি কিংবা প্রশ্ন তুলছি যে যদি দেখা যায় যে কথাগুলি এইখানে যা আলোচিত হয়েছে সেইটা সত্যি, তাহলে এই কমিটিকে বাতিল করবেন কি না এবং নুতন করে আরেকটা কমিটি গঠন করবেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে এখন কোন প্রশ্ন আসে না, এইটা অনুসন্ধান না হলে এই বিষয়ে কিছু বলা যাবে না।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো অনুসন্ধান করে যদি উনি সেইটা পান, তাহলে সেইটা বাতিল করবেন কি না এবং নূতন করে কমিটি গঠন করবেন কি না?

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে অ্যাক্শন নেওয়া হবে ইনকোয়ারীর পরে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস ঃ---সেইটা বলছি না স্যার, উনি তো সেইটা ইনকোয়ারী করবেন এইটা বলছেন না। উনি বলেছেন যে সেখানে আমি তাদেরকে বলবো। তাই আমরা বলেছি যে এখানে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে তাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে সেখানে একটা গোলমালে ব্যাপার আছে। যদি অনুসন্ধান করে সেইটা তিনি পান তাহলে সেই কমিটিকে বাতিল করবেন কিনা? মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে অভিযোগ এসেছে এবং এইটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সেই জায়গায় সেইটা বাতিল করবেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে অভিযোগ যদি থাকে সেইটা তদন্ত করে দেখা হবে এবং এই বিষয়ে এ্যাকশান নেওয়া হবে। আমি এখন এই বিষয়ে স্পেসিফিকেলি কিছু বলতে চাই না।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত পুস্তকগুলি বেড়িয়ে আসতে দেরী হওয়ায় শিশুদের এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার অনেক বিঘ্ন ঘটেছে এবং সেই জন্য সরকার কি চিন্তা করেছেন? আর এই বিলম্বিত হওয়ার আগে এইটা কি ডিপার্টমেন্ট জানতেন না যে কাগজ, কালি ইত্যাদির শর্ট আছে? তা কি আগে থেকে চেষ্টা করার ব্যবস্থা ছিল না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে বইগুলি ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই পেয়ে গেছে দেরী হয় নি। আর পাশ করে পড়াশুনা সরস্বতী পূজার আগে তেমন একটা আরম্ভ হয় না। এই ফেব্রুয়ারী মাসে পাওয়াতে খুব একটা ক্ষতি হয়নি। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে কাগজ ইত্যাদি সম্বন্ধে। তারা আশা করেছিল যে নির্ধারিত দামে সেখানে থেকে পাবেন কিন্তু শেষ সময়ে কাগজ আমাদের শর্টেজ হওয়াতে সেইটা দেরী হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত তারা কাগজ বাজার থেকে কিনেই বই ছাপিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীতাপস দে ঃ---সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, যে সমস্ত বইগুলি নির্বাচিত হয়েছে এইগুলির প্রকাশক কি বাইরের না ত্রিপুরার প্রকাশক?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীতাপস দে ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই বইগুলি ত্রিপুরাতে না ছাপিয়ে কেন কলিকাতাতে ছাপানো হলো?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---ত্রিপুরাতে এত বই ছাপাবার ব্যবস্থা নেই। তাই যদি আমাদের ছাপাতে হয় তাহলে কলিকাতাতে ছাপাতে হয়। তাছাড়া প্রকাশকরা যেখান থেকে তাদের সুবিধা হয় সেখানে থেকে ছাপান।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের এই বই ছাপাতে পারে যা মেশিন এবং ম্যাটেরিয়েলস আছে। কাজেই এইগুলি এইখানে না ছাপিয়ে কলিকাতাতে ছাপানোর কারণ কি, আমি বুঝলাম না স্যার?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেগুলি ত্রিপুরাতে ছাপানো যায় সেইগুলি ত্রিপুরাতেই ছাপানো হয় আর যেগুলি সম্ভব নয় সেইগুলি বাইরে থেকে ছাপানো হচ্ছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বইগুলি যে ক্লাশ পর্য্যন্ত বইগুলি দেওয়া নির্ধারিত হয়েছে সেইগুলি ত্রিপুরার গভর্ণমেন্টে প্রেসে ছাপানোর কোন ব্যবস্থা বা চেষ্টা হয়েছিল কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে কাগজের সর্টেজের কথা বললেন, ইণ্ডিয়া গভার্ণমেন্ট যে আমাদেরকে কাগজের কোটা করে দিয়েছেন সেইটা কি জানেন? আপনি যে দপ্তরের উত্তর দিচ্ছেন সেই দপ্তরের জন্য স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের জন্য বই ছাপানোর জন্য কাগজের ব্যবস্থা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট করে দিয়েছেন সেইটা কি জানেন? এই কাগজগুলি কোথায় গেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাগজের কোটা আছে কি না আমার জানা নেই। সেটা আমি অনুসন্ধান করব। আই ডিমাণ্ড নোটিশ। তবে কাগজ পাওয়া যায় না চেষ্টা করা সত্বেও সেটা ঠিক।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ--ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কাগজ অ্যালট করে দিয়েছেন। সেটা স্যার গোলমাল কোথায় হয়েছে। কাগজ অ্যালট করে দিয়েছিল, ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে। তারা প্রতিবাদ করেন নি। তারা প্রতিবাদ করেন নি যে না আসামের সঙ্গে নয়, আমরা আলাদা। সেই জন্য এই কাগজ ওরা পান নি। এখনও পান নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত ঃ---কোয়েশচান নং ১৩৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---কোয়েশচান নং ১৩৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বাইখোরা হাই স্কুলের উপযুক্ত ঘর না থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের পড়া-শোনার দারুণ ব্যাঘাত হইতেছে?

২। বাইখোরা হাই স্কুলের ঘর করার কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়ে নিয়াছেন?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কিছু অসুবিধা হইতেছে।

২। বাইখোরা হাই স্কুলের বর্ত্তমান ঘরগুলি মেরামতের জন্য বর্ত্তমান বর্ষে ৩,৩১০ টাকা অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। এই মেরামতের কাজ বর্ত্তমান বৎসর হইতেই শুরু হইতেছে। এছাড়া উক্ত স্কুলে স্থায়ী কোঠা বাড়ী নির্মাণের জন্য ৬, ১১, ১০০ টাকার সরকারী অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। নির্মাণের কাজ পূর্ত্ত বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৭৫-৭৬ ইং সনে হাতে নেওয়া হইতেছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই আর্থিক বছরে, এটা গত বছরের স্যার, গতবছরে প্রভিশন ছিল যে নন-প্ল্যানে, এটা বাতিল করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন এই বছরে প্ল্যানে যে বাইখোরা স্কুলের কন্সট্রাকশানের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটের ঐ ৬, ১১, ১০০ টাকা মধ্যে ৫০,০০০ টাকা এই বারের বাজেটে ধরা হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আর্থিক বছরে ৫০,০০০ টাকা যেখানে স্যার, ৭ লক্ষ টাকার মত টোটেল এ্যাস্টিমেট এসেছে স্যার, যেখানে ৫০,০০০ টাকায় কি হবে। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এইটা কি ঘর করা হবে না ফাউণ্ডেশানে দেওয়া হবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রাথমিক কাজ আমাদের হবে। তবে কাজ কর্ম বিহিত করার যে সমস্ত অসুবিধা আছে যেমন সিমেন্ট, ইট প্রভৃতি অসুবিধার কথা মাননীয় সদস্যদের অজানা নয়। এবং আপাতত ৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে, প্রয়োজন হলে বাড়ানো যাবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন, ঐ যে ৫০,০০০ টাকা সেটা এক্সপেণ্ডিচার স্যাংশান দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছর আরম্ভ হবে, এই বিষয়ে আমি কথা দিচ্ছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ---এই হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোন সনে? এই হাই স্কুলটি কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :---কোয়েশ্চান নং ২২৪।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---কোয়েশ্চান নং ২২৪।

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Deptt. be pleased to refer to the reply given to Assembly starred question No. 770 on the 29th March, 1973 regarding :--

ত্রিপুরার দুগ্ধ সমস্যা সমাধানের জন্য উন্নত জাতের গাভী সরবরাহ করা"

and state--

১। ত্রিপুরায় দুধ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার যে ৪৫টি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করিয়াছেন সেগুলি কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে?

২। সরবরাহ করার পরে কি পরিমাণ দুগ্ধ বাজারে বা সরকারী কেন্দ্রে আসিতেছে?

উত্তর

১। ঐ সব উন্নত যাতের গাভীগুলি উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---না উঠার কারণ কি? এই সরকারের রেফারেন্সটা কি? আগে এক প্রশ্নের উত্তরে ওরা বলেছেন ২৯ শে মার্চ'৭৩। তখন বলেছেন ৪৫টা উন্নত মানের আমরা গরু আনছি। এই গরুগুলি আমরা উৎসাহী যেসমস্ত কৃষক আছে তাদের কাছে দেব, দিলে এই তারা উৎসাহী কৃষকেরা উপকৃত হবে এবং আমাদের গ্রামের লোকেরা দুগ্ধ পাবে। এবং সরকারের যে দুগ্ধ কেন্দ্র আছে সেখান দুগ্ধ আসবে। এখন পর্যান্ত যে দেওয়া হল না, তা না দেওয়ার কারণ কি? গরুগুলি কি মারা গেল নাকি?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা যখন গরুগুলি ক্রয় করতে গেলাম সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক গরু কেনা সম্ভব হল না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অন্য প্রদেশে তাদের দেশের চাহিদা বেশী থাকায়

গরু পাওয়া গেল না। তারজন্য আমরা ঐ গরু কৃয় না করতে পারার জন্য ঐ স্কীমটা মোডি-ফিকেশান করে আমাদের একটা যে ক্যাটেল ভিলেজিং ফার্ম আছে। ঐখানে আমরা রেখে দিয়েছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---স্যার, এই হাউসে বলেছেন যে আমরা এই এই কিনেছি, এই ভাবে গরুগুলি আনব, গরু এনে এখানে এখানে দেব, দিয়ে এই যে ডিমাণ্ড হবে। আজকে যে কিনার ব্যাপারটা বাদ দিয়েছেন বা দিলেন, সেটা কি শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হয়েছে কিনা, তা জানাবেন কি ?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস ঃ---গরু না পাওয়ার জন্য আমরা এই মোডিফিকেশান করে আমাদের ঐ ফার্মে ৪৫টা গরু ক্যাটেল ফার্মে---ঐ ফার্মে আমরা রেখে দিয়েছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---গরু যে আপনি পান নি, আমাদের কি জানিয়েছেন ? আনবেন ? তাহলে আমরা এনে দেব। আনবেন ? আপনি আনবেন, তাহলে আমরা এনে দিতে পারি। পাওয়া যায় না ? পাওয়া গেল না ? মানে কি ? না পাওয়ার মানে কি ? এটা সত্য কথা নয়। দিস ঈজ দি ফ্যাক্ট। সত্যি কথা নয়। গরু পাওয়া যায় নি এটা সত্যি কথা নয়। আমি বলছি আমরা গরু এনে দেব। আমি গরু এনে দিতে পারি। এনে দিলে এরা কি নেবেন? এরা কিনবেন কি না ?

মি ঃ স্পীকার ঃ---আলাদা প্রশ্ন করুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---আলাদা কেন ? না আলাদা প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হয়েছে, আমি বলছিলাম আমরা গরু আনব। এবং এনে আমরা এইভাবে দেব। কিন্তু উনি এখন বলছেন যে গরু পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় নি বলে আনতে পারেন নি। ওদের গরু না আনার কোন ইচ্ছে নেই। যেহেতু পাওয়া যায় না, সেইহেতু আনেন না। এখন আমি যদি বলি যে আমি এনে দি তাহলে আপনি কিনবেন কি না ? আমরা এনে দিতে পারি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---আমরা টেণ্ডার কল করলে, আপনারা টেণ্ডার দিলে আমরা দিব।

শ্রীতাপস দে ঃ---সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ঐ ৪৫টা গরু কৃয় করা হল প্ল্যানিং করার পর। ঐ গরুগুলি আনার পর কেন কৃষকদের মধ্যে দেওয়া হল না।

মি ঃ স্পীকার ঃ---উনি বলেছেন তো উত্তরে।

শ্রীতাপস দে ঃ---না স্যার, যে ৪৫টা গরু এনেছেন সেটা কেন দেওয়া হল না ?

মি ঃ স্পীকার ঃ---তিনি তো মোডিফাই করেছেন। কি করেছেন উনি ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমরা ফার্মের জন্য গরু চাওয়া হয়েছিল। এবং আমরা আলাদা করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে পারি এই জন্যে গরু চেয়েছিলাম। কিন্তু যখন পশ্চিম বঙ্গে আমরা গেছি গরু কিনতে তখন তারা গরু বিকৃী করতে চাইল না। তখন আমরা ঐ যে লুজ স্কীমে দেওয়া, তখন আমরা মডি-ফিকেশান করেছি।

শ্রীতাপস দে ঃ---এখানেও দৃষ্টি ভঙ্গীর ফারাক। পাঞ্জাব, হরিয়ানা গরু কৃয় করে কৃষকদের দেয়। আর এখানে আমাদের গভর্ণমেন্ট গরু কৃয় করে ওদের ফার্মে রেখেছেন। আর আমাদের পাওডার মিল্ক খাওয়াচ্ছেন। আমার কথা হল এখানে যে ৪৫ টা গরু কৃয় করা হল এবং এখানে 'এই হাউসে দাড়িয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যে কৃষকদের দেওয়া হবে। সেই ৪৫টা কেন দেওয়া হয় নি ডিমাণ্ড থাকা সত্ত্বেও ?

মি ঃ স্পীকার ঃ---গরু দুধ দিচ্ছে না। ঐ ৪৫টা গরু দুধ দিচ্ছে না।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গরু যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে কথাটা হচ্ছে এই যে উন্নত জাতের গরু খুব কম পাওয়া যায়।

শ্রীতাপস দে ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ঐ ৪৫টা গরু ক্রয় করা বাবদ মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে?

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিটি গরু ১৬০০ টাকা এবং তার ভাড়া বাবদ আরও ৪০০ টাকা এই ২২০০ টাকা করে প্রতি গরুর দাম পড়েছে।

Mr. Speaker---The question hour is over. Minister may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions and also the replies of the Starred Questions which were not replied orally.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ ঃ---স্যার, কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিং, সেটা আপনি বলেছিলেন যে আপনি জানাবেন সেই বিষয়ে কি করেছেন। এটা তো ম্যাণ্ডেটরী প্রভিশান। কিন্তু আমরা জানতে পারিনি যে নমিনেশান পেপার আমাদের কবে দিতে হবে। কালকে আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে তার কোন আপত্তি নেই। আর আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠে না যেখানে রুলসে আছে, সেটা ম্যাণ্ডেটরী প্রভিশান, আপনি দিতে বাধ্য। কিন্তু আমরা কিছু জানতে পারলাম না স্যার।

মি ঃ স্পীকার ঃ---দিস কোয়েশ্চান ইজ স্টিল আণ্ডার মাই কনসিডারেশান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ ঃ---এখানে কনসিডারেশনের কোন স্কোপ নাই। দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর কনসিডারেশান বাই দি স্পীকার। তাহলে যারা অন্যায়ভাবে টাকা রোজগার করছে টি, আর, টি, সি, তে বা স্মল স্কেল কর্পোরেশনে তাদের আপনি সীল্ড করছেন, তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

মি ঃ স্পীকার ঃ---প্লীজ টেক ইওর সীট। ইউ হ্যাভ নট ইয়েট হার্ড মাই ডিসিশান।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ ঃ---আপনি কি আমার গলা টিপে বসাবেন স্যার? যেখানে আপনার পাওয়ার নাই, সেখানে যদি আপনি পাওয়ার খাটাতে চান, সেখানে কি আমরা কোন প্রতিবাদ করব না স্যার?

মি ঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, আমি আমার ডিসিশান এখনও দিই নি এই ব্যাপারে। সুতরাং আপনি কি করে জানলেন যে এটা হচ্ছে না?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ ঃ---ইউ মাস্ট টোল্ড মী স্যার, দ্যাট ইউ হ্যাভ নট ইয়েট কনসিডার্ড দেয়ার ঈজ নো স্কোপ ফর কনসিডারেশান।

মি ঃ স্পীকার ঃ---আমার ডিসিশান সব সময়েই নেগেটিভ হবে তা কি করে জানলেন?

শ্রী সমীর রঞ্জন র্ম---পজিটিভও হতে পারে। কিন্তু আমি শুধু বলতে চাই যে কনসিডারেশনের কোন স্কোপ নাই। সেটা আমি জানিয়ে রাখলাম স্যার।

শ্রীতাপস দে ঃ---স্যার, আমি একটা জিনিষ তুলতে চাই যে যদিও এটা আমাদের স্টেটের বিচার্য বিষয়ে মধ্যে পড়ে না তবুও যেহেতু আমাদের স্টেট ইনভল্ভ সেজন্য আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা প্রথম শুনেছিলাম যে ও, এন, জি, সি, অনেক ভাল ভাল জিনিষ আমাদের দেবে, তৈল দেবে, গ্যাস দেবে। গতকাল শুনলাম গজালিয়াতে যে ড্রিলিং মরার কথা ছিল সেই ড্রিলিং মেশিনগুলো তুলে তারা আন্দামান বা হিমাচল প্রদেশে নিয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের প্রস্পেক্টের যে সম্ভাবনা ছিল, বেকারত্ব গুচাবার যে সম্ভাবনা ছিল, ইকনমিক্যালী সাউণ্ড হওয়ার যে সম্ভাবনা ছিল সেটাওব্যহত হওয়ার পথে। এটা স্যার, আমাদের উদ্বেগের কারণ ত্রিপুরার ইন্টারেস্টে। আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, এই যে অপচেষ্টা চলছে এটাকে তুলে নেওয়ার, সেটা যাতে না হয় ত্রিপুরার ইন্টারেস্টে; স্যার, এটা খুবই মারাত্মক, আজকে যদি ড্রিলিং এখানে বন্ধ হয়ে যায় তো আর আসবে না। কারণ যে বা যা গেছে সে কখনও ফেরেনি।

কারণ যেখানে ত্রিপুরার স্বার্থের কথা বলার জন্য জনসাধারণ আমাদের পাঠিয়েছে সেখানে আমরা শুধু এইটুকু জানাচ্ছি, যেখানে আমরা টাকা পাই না, টাকার জন্য ইণ্ডাস্ট্রি হচ্ছেনা, সেই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে এখানে হাউসে একটা আশ্বাস দেবেন যে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলে এটা যাতে এখানে ড্রিল. কর হয়, এটাকে সরানোর যে চক্রান্ত চলছে সেটাকে ব্যর্থ করবেন, এইটুকু অ্যাসুরেন্স তিনি দেবেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি এবং এস্টিমেট কমিটি ফর্ম করার জন্য নমিনেশান পেপার কল করা হয়েছে। সেই একই কারণে কমিটি অন পাবলিক আণ্ডার টেকিংস এর নমিনেশান কেন কল করা হল না এবং তাতে কি এই কথা মনে করার সুযোগ নাই যে এটা নমিনেশান কল না করার কথাই আপনি চিন্তা করছেন?

মি ঃ স্পীকার ঃ---এটা এখুনি এখানে আসা উচিত নয়।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত ঃ---স্যার, আমাদের রুলস্ অব প্রসিডিউরে আছে যে there shall be a Committee on Public Accounts, there shall be a Committed on estimates and ther a shall be a Committee on Public Undertakings. Sir, this is must, it is mandatory. এই তিন বছরে এটা হয় নি, তিন বছর এলনা, এটা একটা বিধি বহির্ভূত কাজ হচ্ছে এবং হাউস যাতে বিধি সম্মতভাবে চলে সেটা দেখার দায়িত্ব স্পীকারের। যাই হোক, অতীতকে আমি টেনে আনতে চাই না, আমি আশা করব যে আজকেই আপনি এটা নোটিফাই করবেন। এখানে স্পীকারের কনসিডারেশনের কোন প্রশ্ন নাই, কারণ স্পিকারকে রুলসে ক্ষমতা দিয়েছে ইট ঈজ এ মাস্ট। সুতরাং আমি আশা করব রিসেসের পরেই হাউসে দিস শুড বী অ্যানাউন্সড দি টাইম অ্যাণ্ড ডেট ফর দি নমিনেশান ফর দি পাবলিক আণ্ডারটেকিং কমিটি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---ও, এন, জি, সি, এর কথা যেটা বললেন তাপস দে, সেখানে আমরা খবর পেয়েছি যে গজালিয়াতে ড্রিলিং এর কথা ছিল, সেখানে ড্রিলিং সাইটে কন্সট্রাকশনের যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল যাকে, তাকে বলা হয়েছে যে স্টপ ওয়ার্ক। তার মানে ওখানে যে রিগ পাঠানো হয়েছিল আমি খবর পেয়েছি যে সেটা বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি জানি স্যার, এই সম্পর্কে আমরা জানতে চাই যে তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন কি না, কারণ এর সঙ্গে ত্রিপুরার ইকনমির প্রশ্ন জড়িত। সুতরাং আমি জানতে চাইছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা?

মি ঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য, এই বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমার মনে হয়, একটা নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ---স্যার, কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে উই হ্যাভ গট দি রাইট টু ড্র ইওর অ্যাটেনশান। আমরা নোটিশ দিয়ে আলোচনা করতে চাইছি না। মুখ্যমন্ত্রী কি উপলব্ধি করছেন না যে এটা এইরকম যদি হয় তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে, ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে? সেজন্য আমরা জানতে চাইছি মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা এবং কেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কিনা এই জাতীয় কার্যকলাপ না করতে?

মি ঃ স্পীকার ঃ---আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে এখুনি কোন উত্তর দিতে পারবেন কিনা। যদি তিনি পারেন আমার কোন আপত্তি নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু জানা আছে, কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তিনি এই ব্যাপারে তৈল উত্তোলনের ব্যাপারে ও, এন, জি, সি, এর ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপে আমি যতটা বুঝতে পেরেছিলাম, তাতে আমার ধারণা হয়েছিল যে ত্রিপুরাতে ড্রিলিং এর কাজ বন্ধ হবে না এবং মাননীয় সদস্যারা যে কথা শুনেছেন বলে বলছেন সেটা আমি জানি না কোথা থেকে শুনেছেন, এই সম্পর্কে আমি জানি না। তবে আমি নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে খোঁজ করব।

Ms. Speaker—There is one calling attention notice to which the Miniater-in-charge of the Department agreed to make a stasement today. Now, I, would call on the Minister to make a statement on the calling attention notice of Shri Benoy Bushan Banerjee on---"ধর্মনগর দীননাথ নারায়নী বিদ্যামন্দিরে বিগত এপ্রিল মাসে ছাত্র ধর্মঘট এবং ধর্মঘট চলাকালীন দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্পর্কে"।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দীননাথ নারায়নী বিদ্যালয় একটি সরকার সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী বিদ্যালয় ও ইহা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্ররা গত ১৬.৪.৭৫ ইং তারিখ হইতে তাহাদের নিম্নলিখিত দাবীর পরি-প্রেক্ষিতে লাগাতার ধর্মঘট আরম্ভ করে।

১) বৈদুতিক পাখা স্থাপন,

২) সাইকেল রাখার জায়গা,

৩) বর্ত্তমান প্রস্রাব ও পায়খানা সংস্কার,

৪) কাগজ বিলি, কালি ও তৈল এবং অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজনীয় দ্রব্য নায্যমূল্যে সরবরাহ ইত্যাদি।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি উপরিক্ত দাবীর উপর নিম্নক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১) বিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় হইতে বৈদ্যুতিক পাখা স্থাপন করা সম্ভব নয়। শিক্ষা অধি-কর্ত্তার নিকট প্রয়োজনীয় অনুদান বিধির সংস্থান করিয়া অনুদান মঞ্জুরীর দরবার করা হইবে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি হইতে ৩ জন সদস্য ও ছাত্রদের হইতে ২ জন সদস্য প্রতিনিধি লইয়া একটি প্রতিনিধিদল উক্ত ব্যাপারে শিক্ষা অধিকর্ত্তার সহিত আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল।

২। সাইকেল রাখার জায়গা ৩ সপ্তাহের মধ্যে করা হইবে।

৩) শিক্ষক মহোদয়দের জন্য পৃথক প্রস্রাবাগার করার ব্যাপার পরিচালন সমিতির বিবেচনাধীন আছে।

৪) স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি কুপন মারফত কেরোসিন দিতে রাজী থাকে তবে ছাত্রদের কেরোসিন ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় কুপন দেওয়া যাইবে। এই ব্যাপারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল। সরকারের নিকট হইতে যে কাগজ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ২ দিস্তা করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে বিলি করা হইবে এবং উক্তকৃষ্ট কাগজ সরবরাহের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইবে।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে তাহারা ছাত্রদের ২, ৩ এবং ৪ নং দাবীর কিয়দাংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাকী দাবীগুলির জন্য শিক্ষা অধিকর্ত্তার সহিত ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল (যাহাতে ৩ জন প্রতিনিধি বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি হইতে এবং ২ জন প্রতিনিধি ছাত্রদের মধ্যে হইতে) শিক্ষা অধিকর্ত্তার সহিত সাক্ষাতকারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উক্ত প্রতিনিধিদল এখনও শিক্ষা অধিকর্ত্তার সহিত সাক্ষাতকারে মিলিত হয় নাই। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ৩০।৪।৭৫ ইং তারিখে এক সভায় মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি, দেনা পাওয়া ও বিদ্যালয়ের কর্মচারীদের সহ বিদ্যালয়টি সরকারের হাতে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদ্যালয়টি সরকারের হাতে প্রদানের প্রয়োজনীয় প্রস্তাব বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। ছাত্র ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে দাঙ্গা হাঙ্গামার কোন রিপোর্ট বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি কিংবা প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষা বিভাগ পান নাই। তবে আই, জি, পি, হইতে ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ২৮।৪।৭৫ ইং তারিখে বেলা ১০টা ৩০ মিনিটে স্কুলের সম্মুখ হইতে একটি মিছিল নয়াপাড়া কালীবাড়ীর দিকে

যাত্রা করে। নয়াপাড়ায় কতিপয় যুবক ধর্মঘটকারী ছাত্রদের সহিত সম্মুখ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ঐ সংঘর্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী ও সমর দেবরায় গুরুতররূপে আহত হয়। সমর দেব রায়কে প্রাথমিক চিকিৎস্যার পর ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে আবার ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী বহু জায়গায় আঘাত পাইয়া ভর্ত্তি হয়। শহরের অবস্থা উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। সুধীর দেবরায়ের ছেলে সমর দেব রায় এর অভিযোগ নং ৩৯(৩)।৭৫ আণ্ডার সেক্সান ১৪৮।১৪৯।৩২৬।৩০৭ আই, জি, পি, অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এস, আই ; এস, চক্রবর্ত্তী ও ও, সি, ধর্মনগর ইহার অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধান চলাকালীন অনুসন্ধানকারী ২৯।৪।৭৫ ইং তারিখে (১) সজল দত্ত পিতা হেমেন্দ্র কুমার দত্ত (২) জয়ন্ত বিশ্বাস পিতা রাজেন্দ্র বিশ্বাস, নয়াপাড়া, থানা ধর্মনগর, (৩) নৃপেন্দ্র কুমার দত্ত পিতা ধীরেন্দ্র কুমার দত্ত নামক ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন এবং আদালতে পাঠাইয়া দেন। আদালত হইতে তাহাদিগকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আহত পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী যাহার অবস্থা দৈবাধীন তাহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী এখন একটু সুস্থের দিকে।

বর্ত্তমানে ঐ এলাকা শান্ত। ঘটনাটি এখন উন্নতির দিকে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি ঃ---স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। আমি জানতে চাইছি যে ঐ বিদ্যাল্‌য়র পরিচালন কমিটি এবং ছাত্রদের গার্ডিয়ানেরা এই স্কুলটিকে সরকারের হাতে তুলে দেয়ার জন্য কোন প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---এই রকম কোন প্রস্তাব শিক্ষা দপ্তর পান নাই।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্কুলের হেড মাস্টারের নাম জনোবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ---শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে এই গোলমালের মূলভিত্তি কি, এটা কি দুই দলের সংঘর্ষ অথবা সমস্ত ছাত্ররা এক পক্ষে আর অন্য কোন দল ছাত্রদের বিরুদ্ধে, সরকার এটা তদন্ত করে দেখেছেন কি যে কি বিষয়ে গোলমাল হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মারফত যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তাতে এতটা ডিটেইলস পাওয়া যায় নি। তবে সেটা অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে এবং ডিটেলস পেলে পর জানানো হবে।

Mr. Speaker :—Now, discussion on the demands carried over from yesterday's bussiness will start. I would request Shri Sushil Ranjan Saha to resume his speech.

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আরম্ভ করেছিলাম। আজও আমি সেটা পুনরায় আরম্ভ করছি। আমি গতকাল পূর্ত্ত বিভাগ এবং মাইনর ইরিগেশনের উপর যে আলোকপাত করেছিলাম, তারপরে আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম মেডিক্যালের বিল্ডিং নিয়ে। আমি তাই সেখানে ফিরে যাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গতকাল বলেছিলাম যে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অমরপুরে একটা মহকুমা হাসপাতাল করা হয়েছে এবং সেটা অত্যন্ত আনসায়েন্টিফিক ওয়েতে হয়েছে এই কারণে যে সব সময়ে যেমন বর্ষাকাল থেকে শুরু করে আশ্বিন কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ক্লাশ ফোর এ্যামপ্লয়িদের কোয়ার্টারগুলি আছে, সেগুলি জলমগ্ন

থাকে। তাছাড়া হাসপাতালের আশে পাশে যে সমস্ত জায়গা আছে, পোষ্ট মর্টামের জন্য যে বিল্ডিং আছে সেটা পর্যান্ত জলমগ্ন থাকে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পূর্ত্ত বিভাগ কিম্বা স্বাস্থ্য বিভাগের টানা-হেচরায় অথবা স্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থের অভাবে কাজগুলি হচ্ছে না। আমি লক্ষ্য করছি, গত বছর যখন সেখানে মন্ত্রী মশাইরা ভিজিট করতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার যুব কংগ্রেসের ছেলেরা তাদের কাছে ডেপুটিটেশান দিয়েছে, পোষ্টারিং ইত্যাদি হয়েছে এবং আমি নিজেও এই হাউসে এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখেছি। তখন উদয়পুরের পি, ডবলিউ, ডির থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে সেটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়েছে। তাই সেখানে একটা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্যার, আমি তার একটা নমুনা এখানে তুলে ধরছি আপনার সামনে যে সেখানে গে টা বিশেক স্পান পাইপ লাগানো হয়েছে, শুধু স্পান পাইপ নয়, স্যার, সেখানে একটা ড্রেইন, সেই ড্রেইনের গভীরতা হচ্ছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ ফুট এবং সেই ড্রেইনে মানুষ অথবা যে কোন জীবজন্তু পড়ে যেতে পারে, মারা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সেই ড্রেইন দিয়ে রীতিমত জল পাস করে না। কাজেই এভাবে তাড়াহুড়া করে পাবলিক মানি মিস-ইউজ করার কি জাষ্টিফিকেশান থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না। তাই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং উনাকে অনুরোধ করছি, কারণ সামনেই আষাঢ় শ্রাবন মাস আসছে, তিনি যেন একবার অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করে আসেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য বিভাগের বরাদ্দকৃত অর্থ কি ভাবে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত, তা প্রত্যক্ষ করেন। তাই আশা রাখি, এখন বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, এর সঙ্গে সঙ্গে এখনই যদি সেই মহকুমা হাসপাতালের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হয়—গত বছর সেখানকার ছেলেরা এবং জনসাধারণ পোষ্টারিং করেছে আন্দোলন করেছে হয়ত এই আন্দোলন আরও গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। কারণ স্বাস্থ্য—আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে হেলথ ইজ ওয়েলথ। স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে, মন ভাল থাকে না। মন ভাল না থাকলে কাজকর্ম হয় না। এডুকেশান বলি আর যাই বলি এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের উপর তাই আমি অনুরোধ করছি যাতে এটা খুব তাড়াতাড়ি জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আমি গত বাজেটের দেখেছি—গত বার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসে বলেছেন যে সমস্ত ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে তাকে ৩০ বিছানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু আমি জানি না—আমার অমরপুরে ৩টা পি, এই, সি, আছে, একটা মহকুমা হাসপাতাল আছে। সেখানে কোন কাজ হয় নাই। তাই আমি আশা করি এই যে কাগুজে পরিকল্পনা সেটাকে যাতে আরও একটু দ্রুতগতিতে রূপদান করা হয় যাতে এটা জনসাধারণের স্বার্থে তাড়াতাড়ি করা হয়। আমি নুতন বাজার তীর্থমুখ সম্পর্কে বলছি। সেখানে ১০ বিছানার মত ব্যবস্থা আছে। মাননীয় মন্ত্রী খবর নিয়ে দেখলে পারেন সেখানে ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক থেকে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন করা হয়েছে এবং বেশ ভাল জায়গার ব্যবস্থা আছে সেখানে। আমি আশা করব আরও তাড়াতাড়ি সরকারী পরিকল্পনা যা আছে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ বিছানার হাসপাতাল এবং ঔষধ পত্র ঠিক ভাবে সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং নার্স ইত্যাদি যাতে বেশী পরিমাণে দেওয়া হয়। আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে

পাই আজকের যে পরিকল্পনা সেটার বেশীর ভাগ টাকা খরচা হয়ে যাচ্ছে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশনে। আমি বিভিন্ন ষ্টেটে দেখেছি—আমাদের যে ক্ষুদ্র রাজ্য যে রাজ্যের আয় নাই, সেই রাজ্যের ম্যাক্সিমাম টাকা এই সমস্ত কনষ্ট্রাকশানে খরচা হচ্ছে। এখানে আমি আপনার মাধ্যমে সাজেশান রাখব এই ভাবে বিগ বিগ বিল্ডিং করে জনসাধারণের টাকা ব্যয় করার কোন জাষ্টিফিকেশান নাই। যে রাজ্যের নিজস্ব আয় নাই, সেই রাজ্যের এত বড় বড় কেন দালান করবে? সে জাগাতে যে রাজ্যে কোন পরিবহন ব্যবস্থা নাই, আমাদের বাইরে থেকে ইট সিমেণ্ট রড আনতে হলে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়। তাই আমাদের বড় বড় বিল্ডিং না করে যে ত্রিপুরা রাজ্য বন সম্পদের জন্য গর্ব বোধ করি, যেখানে এত কাঠ আছে সেখানে কাঠ দিয়ে উপরে টিনের চালা দিয়ে আমি মনে করি অফিসের কাজ চালান যায়। আমি আগরতলার বুকে লক্ষ্য করেছি এমন কতগুলি দপ্তর আছে যাদের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে। যেখানে আজকে সাধারণ মানুষ কষ্ট পাচ্ছে সেখানে বড় বড় দালান তৈরী করা হচ্ছে। এই যে আউট লুকিং তার কোন প্রয়োজন নাই, যেখানে গ্রামের মানুষ খেতে পায় না। আমি আশা করি সেই বাজেট অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করে গ্রামের জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই বাজেট গ্রাম মুখীন যাতে করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও লক্ষ্য করেছি যে এডুকেশানের বিল্ডিংয়ের কথার আছে—আমি জানি নুতন বাজারে একটা হাই স্কুল আছে। নুতন বাজারের জনসাধারণের পক্ষ থেকে যোগাযোগ মন্ত্রীর নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে। বাজারের উপর একটা স্কুল আছে সেই স্কুলের ছেলেদের জন্য কোন খেলার মাঠ নাই, সেই স্কুলের বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশানের জন্য ভাল প্লেস নেই। জনসাধারণ রাতারাতি সেখানে বিরাট জায়গায় তাদের হেফাজতে রেখেছেন এবং আমি নিজে সেই বিভাগের মন্ত্রীর নিকট আলাপ করেছি চলুন আপনি। সেখানে গিয়ে জায়গাটা দেখুন, জনসাধারণ অনেক দিন আমাকে বলছে আজকে যেখানে সরকার ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ড দিচ্ছি সেটা তাদের পক্ষে লক্ষ্য করে আমার কষ্ট হচ্ছে। কাজেই আজকে সব কিছু বিবেচনা করে যাতে সেখানে স্কুল স্থানান্তরিত করা যায় সেটা আপনি দেখুন। ৩ বছর যাবত আমি সেটার কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে সেই দপ্তরের মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব উনি সেখানে গিয়ে সেই এলাকার জনসাধারণের সাথে আলাপ করে যেখানে ভাল মনে করেন সেই জায়গাতে এটা স্থানান্তরিত করা যায় সেই ব্যবস্থা করবেন. মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার এডুকেশন বিল্ডিং সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে আজকেও আমার একটা প্রশ্ন ছিল গার্লস হাই স্কুলকে স্থানান্তরিত করা হবে কি না। সেই সম্পর্কে বলছি এ্যাকচুয়েলী গার্লস স্কুলের কোন জায়গাই নাই। যেটা সিনিয়ার বেসিক স্কুল ছিল যেটাকে আজকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে সেই বিল্ডিং যেটা হয়েছিল সেটা সিনিয়ার বেসিক স্কুলের। সেখানে ভীষণ স্থানাভাব। শুধু তাই নয় স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আপনার মাধ্যমে সেই বিভাগের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেখানে শুধু গার্লস হাই স্কুল নয় সেখানে অমরপুর সাউথ জুনিয়ার বেসিক, অমরপুর টাউন জুনিয়ার বেসিক অমরপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, গার্লস হাই স্কুল এই ৪টা স্কুল একই স্থানে। গার্লস হাই স্কুলের

জন্য কোন বিলডিং নাই। তাই অনুরোধ রাখব যদি সরকার মনে করেন সেই গার্লস হাই হাই স্কুল স্থানান্তরিত করবেন তাহলে স্থান নির্ব্বাচন করে যাতে অনতিবিলম্বে সেখানে কাজ আরম্ভ করা হয়। অথবা যদি সরকার মনে করেন যে সেই জায়গা গার্লস হাই স্কুলের পক্ষে উপযুক্ত নয় তাহলে যদি আলাদা বিলডিং করে সেখানকার মেয়েদের লেখা পড়ার সুবন্দোবস্ত হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই যে সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা বলেছি আমি এই হাউসে নির্ব্বাচিত হয়ে আসার পর বার বার বলেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাদের বলা কতটুকু কার্য্যে পরিণত হচ্ছে। তাই, যে জনসাধারণের ভোটে এসেছি, বলা আমার উচিত, তাদের জন্য আগেও বলেছি, বলতে আমি বাধ্য, বলা আমার উচিত। কিন্তু আমি আশা করব এই যে সমস্ত মানুষগুলির কথা বার বার আমি বলেছি, আমাকে হাউসে দাঁড়িয়ে যাতে সেই সমস্ত কথা পুনরায় গতানুগতিক ভাবে বলতে না হয় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লিও, ডি, ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে আমাকে কিছু আলোচনা করতে হয়। কারণ আমি আগেও বহুবার বলেছি ত্রিপুরাতে জলের সমস্যা চারদিকে। এখন যেখাকে আর্টিজেন কূপের মাধ্যমে ইরিগেশান সম্ভব সেখানে যে ভাবে করা প্রয়োজন— বিশেষ করে খোয়াই সাব ডিভিশানের তেলিয়ামুড়া ব্লক এরিয়া এমনভাবে চিহ্নিত করে ভৌগলিক পরিস্থিতির মধ্যে আছে যে স্থানটার মাঝখান দিয়ে খোয়াই নদীর অফুরন্ত জল এবং ঠিক সেই জল খোয়াই নদী থেকে প্রয়োজনীয় জল দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব যদি অন্তরের সহিত কাজ করা হয়। আরও জানি, গত ৩/৪ বছর আগে থেকে অনেকবার আমি নিজেও অনুরোধ করেছি এবং যারা ঐ সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষ গিয়েছেন তদন্ত হয়েছে এবং ২/৩টা বাজেট সেশানে আমি নিজেও দেখেছি আপনি জানেন এষ্টিমেট ধরা আছে। এবং যতটুকু জানি অনেক জায়গা থেকে' যেমন কৃষ্ণপুরের ২২ ঘর, ব্রহ্মছড়া, করুইলুম, চেবরীর কাছে ঐসব জায়গায় অনেক দিন আগেও টেণ্ডার কল হয়ে আছে এবং কমলনগরে আরও দুর্ভাগ্যের কথা, কমলনগরের লিফট ইরিগেশানের জন্য গত খরার সময় ৮ এইচ, পি, একটা মেসিন ইলেকট্রিক চালিত মেসিন ফিট করা হয়েছিল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহিত আলোচনাক্রমে—তিনি বলেছিলেন খরার পরেই এটা চালু করা হবে পাবলিকের স্বার্থে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত একটি বৎসর যাবত এই লিপট ইরিগেশন স্কীমের আণ্ডারে সেখানে ১০ হর্স পাওয়ারের একটি মেসিন সেখানে সচল অবস্থায় আছে এবং সেইটার জন্য লোক রাখা হয়েছে কণ্টিজেন্ট হিসাবে বেতন দিয়ে কিন্তু এক ফোটা জল সরবরাহ করা হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার হিসাবে ত্রিপুরার দক্ষিণ অংশের কিছু এবং অন্যান্য জায়গাতে আমি ঘুরে দেখেছি, তেলিয়ামুড়ায় তুইচিন্দ্রাই ছড়াতে যে লিপট ইরিগেশন স্কীম আছে, এইটাই একমাত্র চালু, আমি যা দেখেছি কিছুটা চালু। কিন্তু ওখানে যার উপর এইটা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কিছুদিন আগে আমাদের কৃষিমন্ত্রী যখন স্বয়ং সেখানে সরজমিনে গিয়েছিলেন তখন লোকেলিটি থেকে অভিযোগ উঠেছে যে ৫/১০ টাকা না দিলে জল উঠে না, তারা জল দেয় না এবং মাননীয়

মন্ত্রীর সামনে। আমি অনেকবার যোগাযোগ করার পরে জানতে পারলাম যে কৃষিবিভাগ থেকে যদি টাকা না দেওয়া হয় আমাদের করণীয় কিছু নেই। আরেক পক্ষ বলবেন এই ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি কারেন্ট না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের করণীয় কিছু নেই। ইলেকট্রিক বলবেন যে এরা যদি টেপ করে না দেন তাহলে আমরা ইলেকট্রিক দিতে পারিনা। অনেকে বলেছে যে ব্লক থেকে কৃষি বিভাগ, কৃষি বিভাগ থেকে মাইনর ইরিগেশন, পি, ডবলিও, ডি, এই অফিস ফাইল ঠেলাঠেলি করতে করতে আমাদের অবস্থা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। আমরা যদি এই সমস্ত লোককে ঠিক ঠিকভাবে ঠিক সময় মত জল না দিতে পারি তাহলে এই ডিমাণ্ড পাশ করে লাভ কি? তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি যে যাতে স্বাধীনভাবে হোক আর যে কোন ভাবে হোক যাতে অতি সত্বর জলের ব্যবস্থা করা যায়, যাতে পাবলিকের কিছুটা উপকারে আসে সেই ব্যবস্থা যাতে করা হয়। কমলনগরে আরও চারটি মেশিন ফিট করা হয়েছে অনেক দিন আগেই। এই কিছুদিন আগেও আমি বলেছিলাম যে ট্রেনসফরমারটাকে যদি চেঞ্জ করে দেওয়া যায় তবে সেখানে ব্যাপকভাবে জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন রকম জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আজকে পর্য্যন্ত হয় নাই। অথচ মেশিন ফিট করা আছে, ৮ হর্স পাওয়ারের নুতন ৪টা দেওয়া হয়েছে আগেরও আছে। অথচ জল সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছেনা। এই হচ্ছে অবস্থা। এর পরে আমি পি, ডবলিউ, ডির কনসট্রাকশান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। তেলিয়ামুড়া গভর্ণমেন্ট হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আমি জানি না, তেলিয়ামুড়া সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য যে সম্পত্তি আছে ত্রিপুরা অন্যান্য যে কোন হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ঐ পরিমাণ সম্পত্তি আছে বলে আমার ধারণা নেই এবং ব্যাপক সংখ্যক ছাত্র আছে সেখানে। কিন্তু স্কুল ঘর থেকে আরম্ভ করে স্কুল বোর্ডিং হাউস আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। আমি জানি এই নিয়ে তিনটি বাজেট সেশ হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ টাকাও ধরা হয়েছিল অথচ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। সেখানে আগে সিনিয়র বেসিকের আমলে তখন যে ঘর তৈরী হয়েছিল টিনের ছাদ দেওয়া ঐ ঘরগুলিতে ছাত্ররা আছে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। রান্না ঘর নাই, লেট্রিন নাই, কিছু নেই। দুই তিনটা বছর চলছে আমি নিজে অনুরোধ করেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অস্বীকার করতে পারবেন না যে আমি উনার সংগে আলোচনা করি নাই। উনি নিজেও গত বছর খোঁজ খবর নিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন কিছু করা হয় নাই। এবং সেখানে মেশিন ফিট করা হয়েছে কিন্তু জল দেওয়া হয় না। এই হচ্ছে অবস্থা। আর আমাদের তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই রোড এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোড। তেলিয়ামুড়াতে খোয়াই যাওয়ার একটা পুল আছে। সারাটা বছর সেখানে কাজ করা হয়েছে। অল্প একটু ডেমেজের জন্য। মানুষ দুর্গতির চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। সেইরূপ চেবড়ীর এইখানে বাগান বাজারের এখানে একটা ভাংগা জায়গা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নিজের অভিজ্ঞতা, আমি একদিন উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রীর সফরের কাজে সহযোগিতা করার জন্য বাইজল বাড়ী থেকে ফিরার পথে রাত্রে দেখি ঐ ভাংগা জায়গাতে একশো দেড়শো লোক কাজ করছে। তারা এই রকম ডেইলি কাজ করছে সারাটা বৎসর। মাটি দেয় আর মাটি ধুইয়া লইয়া যায়। কিন্তু যে জায়গাতে গর্ত্ত

সেখানে একটা কুর আছে, সেখানে নিত্যনৈমিত্তিক মাটি দেওয়া হচ্ছে আবার জলে ভেংগে নিচ্ছে। এইভাবে সারাটা বৎসর কাজ চলছে। আমি যেদিন আসছিলাম তখন রাত্র ৯/১০টা হবে সেখানে রাস্তায় কোন রকম বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না, সোজা রাস্তা যেখানে ভেংগে ছিল দুর্ভাগ্যের বিষয় গাড়ীর ড্রাইভার সেখানে গিয়ে এমনভাবে পৌঁছেছিল যে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। সেখানে রাস্তায় কোন সাইনবোর্ড নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডি, সম্পর্কে ডিমাণ্ড যেটা আছে সেইটা আমরা পাশ করিয়ে দেবো, সবসময়ই আমরা পাশ করিয়ে দিচ্ছি. আগামীতেও দিব এবং যে ডিমাণ্ডটা রাখা হয়েছে যে টাকা রাখা হয়েছে সেইটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। যদিও কম মাইনর ইরিগেশন খাতে কিন্তু আমার এইটুকু বিশ্বাস আছে যদি কাজের পদ্ধতিটা আলাদাভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, হয়তো স্বাধীনভাবেই হোক বা যেকোন ভাবেই হোক সেইটা ভালভাবে করলে কাজের গতি বাড়বে। আমি জানি স্যার, ইনভেসটিগেশন ডিভিশন আমার এখানে কয়েকটা জায়গায় সার্ভে গত ৪/৫ বছরের আগের সার্ভে, এইটা এখনও ইনভেসটিগেশনে আছে। আর যে কত বছর লাগবে তার ঠিক নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তিন বছর আগে থেকে বলছি আমাদের এখানে জল সরবরাহ করার জন্য। সরকারের প্ল্যান আছে অথচ সেই প্ল্যান অনুযায়ী আমরা তাদের জন্য কিছু করতে পারছি না। আজকে এই বিপদের দিনে যদি তাদেরকে কোন কিছু না দিতে পারি তাহলে আমরা তাদের কাছে কি বলবো? অথচ এই কাজগুলি যদি হয় তাহলে আমার এখানে গরীব লোকগুলি অন্তত: ডেইলি লেবারী করে বাঁচাতে পারে। আমি এই টুকু অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছিলাম যে দুই তিন মাস আগে আমি নিজে দেখা করে এসেছি, আমি বলেছিলাম যে আপনাদের যদি জায়গা নির্বাচন করতে অসুবিধা হয়, আপনারা পাবলিকের এখান থেকে যদি নিতে পারেন, যদি মূল্য দিয়েও পাবলিক দিতে রাজী না হয়, আমরা আছি এলাকার মানুষ, আপনারা যেখান থেকে কন্‌ট্রাক্টার আনেন অন্তত: আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিবেন, আমি জায়গার ব্যবস্থা করবো। তাহলেও অন্তত: আপনারা মেশিন ঘরটা তৈরী করে দিন, আমি আমার নিজের দায়িত্বে করে দিব। কমলনগরে যেটা করা হয়েছে সেইটা আমি নিজের দায়িত্বেই করেছি; অথচ তারা মেশিন ঘরটা তৈরী করছে না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এইটুকু পর্য্যন্ত তারা করে নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই সমস্ত সরকারীর উদ্দেশ্য যাতে নষ্ট না হয় এই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন আমি সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করি এবং স্বাগত জানাই। আমাদের পি, ডাবলিউ, ডি, এবং মাইনর ইরিগেশানের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে মাইনর ইরিগেশান এবং ইনভেষ্টিগেশান ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের কাজ যে কি? কিংবা কি কাজ করেন উনারা তা প্রত্যক্ষ করে দেখা যায় না। আমি অন্তত আমার ধর্মনগরে তার কোন নিদর্শন পাই না। ওরিয়া একটা মাঠ এই মাঠের চতুর্দিকে কয়েক হাজার লোকের বাস। সবাই কৃষিজীবি। একমাত্র ওরিয়া মাঠেই কয়েক হাজার লোকের খেয়ে বাঁচার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

সেই ওারয়া মাঠের জন্য বিগত ২৫/২৭ বছর থেকে বহুভাবে সরকারকে বলা হয়েছে। একবার নাকি ১ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার একটা স্কীমও নেওয়া হয়েছিল। সেই মাঠটাকে উন্নতি করার জন্য। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে সেটা করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। এবং সরকারের তরফ থেকে বার বার বলা সত্ত্বেও ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা পয়সারও কাজ হচ্ছে না। যার ফলে ওরিয়া এলাকায় যে সমস্ত অধিবাসী তারা আজ বাঁচার জন্য কষ্ট করে তারা সেই সামান্য জঙ্গল খুঁড়ে তারা দিন মজুরী করে। নিজেদের জমি থাকা সত্ত্বেও তারা দিন মজুরী করে কাটাচ্ছে। ভাগ্যফলে একটা মাঠ আছে যেখানে সামান্য টাকা খরচ করলে মাঠটার উন্নতি করা যায় প্রচুর ফসল সেখানে উৎপাদিত হতে পারে সেখানে। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের যে কিছু কাজ আছে তা আমরা আজ পর্য্যন্ত টের পাইনি। তারপর ধর্মনগর থেকে রাণীবাড়ী তাঁতসঙ্গ পর্যান্ত প্রায় ১৮ মাইল লম্বা সীনান্তের সমস্তটাই জুরি নদীর পাশ দিয়ে গেছে। এটাও কৃষিবহুল এলাকা। এবং সীমান্তে এখানকার জনসাধারণ সরকারের কাছে তাদের অভিমত জানিয়েছে। তারা বলেছে যে শুধু এখানে একটা বাঁধ দেওয়া হোক, আমরা কোন ক্ষতিপূরণ চাইব না। সরকারের যে পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হবে তার জন্য আমরা সেই পরিমাণ জায়গা ছেড়ে দেব। কিন্তু সেটারও কিছু হয় নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত বাংলা-দেশের যুদ্ধে পাকিস্থানের সৈন্যরা সেই জুরি নদীর পশ্চিম পার দিয়ে তারা বাঁধ দিয়ে রাস্তা তৈরী করেছে যার ফলে আগে ধর্মনগরে সমস্ত জল চওড়া হয় যাতে বিগত দিনগুলিতে বন্যা হত না, সেই বাঁধ দেওয়ার ফলে আজ সেই জল বাঁধের ধাক্কা খেয়ে সমস্ত পল্লী অঞ্চল প্লাবিত হয় আর জলটা এখন ধর্মনগরের উত্তর দিকে এই ১৮ মাইল বা ১৪ মাইল জায়গার সমস্তটা বন্যায় ক্ষতি হয়। হাজার হাজার মানুষ যেখানে সামান্য চিন্তার ফলে কষ্ট পাচ্ছে সেখানে আমার বক্তব্য এই, আমরা বছরে বছরে বাজেট পাশ করে যাচ্ছি। কৃষকদের উন্নতির জন্য এই বাজেটের বেশী অংশে এবং ত্রিপুরার শতকরা ৮৫ জন যেখানে কৃষক, ত্রিপুরার বাজেটে সেই শতকরা ৮৫ জন কৃষকের দিকে লক্ষ্য করেই, তাদের সুযোগ সুবিধা। তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেই বাজেট তৈরী হয়। আমরা বাজেট পাশ করি কিন্তু মূলতঃ আমরা দেখি ঐ কৃষকেরা সব সময়ে উপেক্ষিত।

শহরের বাড়ী বিল্ডিং হচ্ছে। বড় বড় রাস্তাঘাট হচ্ছে, ড্রেনেজ হচ্ছে। গ্রামের মানুষ তা চায় না। গ্রামের মানুষ মোটা টাকা চায় না। তারা চায় তাদের যে সামন্যটুকু কৃষিজমি আছে সেই জমিটার উপরে যদি চাষাবাদ করে তারা বাঁচতে পারে এবং যে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে যেটা সরকারের ক্ষমতার আওতার মধ্যে আছে সেই সবটুকু তারা চায়।

আজকে পি. ডবলিউ. ডি. এর যে সমস্ত রাস্তাঘাট হয়, সেই রাস্তা ঘাটের মধ্যে দেখছি অনেক টেক্‌নিক্যাল পয়েন্ট আছে যেটা গ্রামের মানুষ বুঝে না তার। গত বছর ধর্মনগরে কয়টা রাস্তা হয়েছে? রাস্তা যে ষ্টার্টিং পয়েন্ট থেকে রাস্তা হয়ে এল শতকরা ১০ ভাগ। আর শতকরা ১০ ভাগের মধ্যে একটা ডিসপুট এল গত তিন বছরের মধ্যে। এটা গত তিন বছরের মধ্যে পি. ডবলিউ. ডি. দূর করতে পারলো না। টাকা খরচ করেও, সবকিছু করেও শতকরা ১০ ভাগ যেখানে বাকী সেই জায়গাটা আজ তিন বছরের মধ্যে পি. ডবলিউ, ডি, যে ত্রুটি আছে সেটা দূর করতে পারল না। সেটা নাকি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়। এখন

রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট এর সঙ্গে পি, ডবলিউ, ডি, ডিপার্টমেন্টের কোন সম্পর্ক না থাকে যার যার চিন্তাধারা অনুযায়ী যদি চলতে না পারে তাহলে এই সাধারণ মানুষের অবস্থা যে কি সেটা আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৬/২৭ বছর আগে যে অফিসার জায়গা অ্যাকোয়ার করেছেন আজ পর্যন্ত সেই টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে নিয়ে আসতে পারে না। অথচ সরকারের দখলীকৃত জায়গার খাজনা নেওয়া হচ্ছে সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে। এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে পি, ডবলিউ, ডি, ইণ্ডাষ্ট্রীর কাছ থেকে টাকা আনছে। কারণ পি, ডবলিউ, ডি, ইণ্ডাষ্ট্রির যে সব কাজ করে দিতে হয় বলে। বিগত বৎসর এবং বিগত বছরের আগের বছর ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে ধর্মনগর ইণ্ডাষ্ট্রী অফিসের জায়গা কেনা হয়েছে সেখানে ঘর করার জন্য, সেই ইণ্ডাষ্ট্রি উন্নতি করার জন্য, ধর্মনগরে যে ইণ্ডাষ্ট্রী আছে সেটার খুব একটা উন্নতি হয় নি। প্রচুর লোক সেখানে কাজ করছে, প্রচুর জিনিষ সেখানে তৈরী হচ্ছে, সেই টাকা দেওয়া থেকে সব কিছু করা সত্বেও জনৈক অফিসারের নাকি সেটা ইচ্ছা নয় যে সেখানে হোক সেটা। তারজন্য নাকি কাজ হচ্ছে না। পি, ডবলিউ, ডি,কে ইণ্ডাষ্ট্রি থেকে টাকা দেওয়া হয়েছে কাজের নিয়ম মাফিক। অ্যাক্সিকিউটিভ গিয়ে সেখানে সেটার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, রিপোর্ট দিয়েছেন। তারপরে আমি ধর্মনগরের অ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বিল্ডিং হচ্ছে না কেন? তারা তো টাকা সব পেয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন যে আমরা তো করব কিন্তু করবার মত আদেশ আমরা এখনও পাইনি। যার ফল সেখানে টাকা থাকা সত্বেও সরকারের জায়গা কেনা সত্বেও সেই কাজটা এখনও হচ্ছে না। এবং দুঃখ হয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সরকারের একটা প্রতিষ্ঠান যে ঘরের মধ্যে আছে সেটা ভাড়াটিয়া ঘর। সেই ঘর হেলে আছে। গরু ছাগলকেও এই রকম ঘরে রাখে না মানুষ। সাধারণ দরিদ্র কৃষকও তার গরু ছাগলকে এই রকম ঘরের মধ্যে রাখে না। আমি আশ্চর্য্য যে এত টাকা খরচ হচ্ছে এবং ২,৫০০, ৩,০০০ টাকা বেতন পাচ্ছে তারা দয়া করে একটা ঘর তাদের অ্যাম্প্লয়ী-গুলি যে ঘরে আছে যে কোন সময়ে তারা মরতে পারে। সরকারের মেসিনের কথা নাই বা বললাম। এই চিন্তাটুকু যাদের নাই, এই মানবিকতা যাদের নাই সেখানে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা এই বাজেটে পাশ করিয়ে কি হবে? স্যার, তা আমি বুঝলাম না। সেখানে যে কোন সময়ে এই লোকগুলি মারা যেতে পারে স্যার। ঘরটা অন্তত: এক হাত হেলে আছে। এবং সেটা আজকে নয় ২/৩ বছর ধরে হেলে আছে। এখানে ডাইরেক্টর যাচ্ছে, যাচ্ছে অন্যান্য অফিসার। তারা দেখছেন, আমরা বলেছি কিন্তু সেই কাজটা হচ্ছে না সেখানে। আজকে এডুকেশনের জন্য টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি কি? টাউনের উপর হাই স্কুলের মেন্টেনেন্স ছাড়া এই ধরণের বড় বড় বিল্ডিং করা ছাড়া গ্রামের স্কুল ভাল করে স্কুল ঘর নির্মাণ করার কোন চিন্তা আছে? তার কোন উদাহরণ আমি দেখতে পাই না। ছনের ছানির ঘর, বাঁশের খুটির ঘর সেখানে মেন্টেনেন্স হয় না। বর্ষাকালে ছাত্ররা আকাশে কালো মেঘের নমুনা দেখলে মাষ্টার মশাইরা স্কুল ছুটি দিয়ে বাড়ীতে চলে যান। এই হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং ঘরের জন্য টাকা স্যাংশান করার নমুনা। তার চাইতে আমি বরঞ্চ বলব যে এইসব টাকা শহরের কয়েকটা হাই স্কুলে ছাড়া অন্য কোথাও খরচ করার কোন আইন যদি না থাকে তাহলে টাকা

ওখানে স্যাংশান না করে গ্রামটাকে বাদ দিয়ে গ্রামের দুঃস্থ মানুষকে বলে দেওয়া হোক যে "বাবা তোমাদের স্কুল টুল বাদ দিতে হবে, সরকারের কাছে তোমরা স্কুলের ব্যাপারে এগিও না"। আজকে দু:খের সংগে এই কথা বলতে হচ্ছে। আবার ঘরে ফিরে পড়ুয়া মাঠের কথায় আসতে হয়। বিগত মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পরে আমি সেখানে সব ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের নিয়ে গিয়েছি। কারণ আমরা গ্রামের মানুষ, ইঞ্জিনীয়ার বুঝি না, আমরা বুঝি কিভাবে আমাদের ক্ষেতের বা জমির উন্নতি করা যায়। সেজন্য সব ডিপার্টমেন্টের পদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে গিয়েছি, আমি দেখিয়েছি ওদের। কিন্তু আজ তিন বছর চলছে সেই মাঠের উপর কোন নজর পড়ল না অথচ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হচ্ছে কৃষির উন্নতির জন্য, কি যে উন্নতি হচ্ছে জানি না। আজকে কম্পেনসেশান দেওয়ার কথা হচ্ছে। কোথায় দেওয়া হচ্ছে? বহু জায়গাতে দেওয়া হচ্ছে না এবং যেখানে জায়গা সরকার অধিগ্রহণ করেছে সেখান থেকেও খাজনা নেওয়া হচ্ছে। বিগত '৬৬ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত সেই জায়গা পরচা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি উপরন্তু এই জমির উপর কৃষকদের কাছ থেকে লেভিও ধরা হয়। আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনারা এই যে লেভিটা অ্যাসেস করছেন, তার অর্ধেকের বেশী সরকারের জায়গায় পড়েছে, সে কোথা থেকে এত ধান দেবে? তারা বলেছে যে স্যার, রেকর্ডে তো বলছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইছি না, আমি শুধু সরকারের কাছে আপনার মাধ্যমে এই অনুরোধ রাখছি যে টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়, সেই টাকাগুলি সব ডিপার্টমেন্টের যার যার কর্তব্য যদি ঠিক ঠিকভাবে তারা পালন করেন এবং ঠিক ঠিকভাবে খরচ করেন তাহলে আমাদের বাজেটে যদি কম টাকাও হয় তাহলে আমরা বেশী উপকৃত হব।

তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি, আজকে ত্রিপুরায় যে বড় বড় নদীগুলির উপর পুলগুলি হচ্ছে, যেমন কুমারঘাটে ব্রীজ, আমবাসার ওখানে একটা ব্রীজ, এক একটা ব্রীজ লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী করা হল, তারপর ব্রীজের উপরে উঠতে গেলে আবার দুটো করে ব্রীজ দিতে হয়। এই জিনিষটা সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আসে, তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তাদের আমরা কি জবাব দেই স্যার? কাজেই আমি পি, ডবলিউ, ডি-এর যারা কর্তা ব্যক্তিরা যারা আছে, ইঞ্জিনীয়াররা আছে, আমি তাদের অনুরোধ করব, এতবড় কাজ করতে গেলে যাতে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন না আসে সেইভাবে কাজ করলেই ভাল হয়। তারপর এই যে বড় বড় ডীপ টিউবওয়েল তৈরী করা হয়েছে সেখানে আমার শনিছড়াতে একটা ডীপ টিউবওয়েল আছে, যেটাতে পাওয়ার কানেকশান আছে এবং সমস্ত কিছুর মূলে যেখানে প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোন জলই যায় না স্যার। আজ প্রায় তিন বছর সেখানে ডীপ টিউবওয়েল হয়েছে কিন্তু তিন বছরে ৩ একর ক্ষেত হয়নি এই ডীপ টিউবওয়েলের জলে। এই যে খরা গেল, পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব হল, কিন্তু সেই যে দুই লক্ষ টাকা খরচ করে ডীপ টিউবওয়েল হল সেটা থেকে এক ফোঁটা জল নিতে পারল না, কাজেই আমি অনুরোধ রাখছি এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষের উপকারে আসার জন্য যে কাজ করা হয় তা যদি জনসাধারণের কোন কাজে না লাগে তাহলে সরকারের প্রতি, সেই ডিপার্টমেন্টের প্রতি

সাধারণ মানুষের কি শ্রদ্ধা থাকবে সেটাও বিবেচনা করা দরকার। আমি আর একটা কথা বলতে চাই স্যার যে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে যে জায়গা অ্যাকোয়ার করে সেই জায়গার যে যে সমস্ত ক্ষতিপূরণ সাধারণ কৃষক যাতে সেটা সহজে পায় সেইভাবে ডিপার্টমেন্টগুলির একটা চিন্তা রাখার জন্য, আজকে ১৫।২০।২৫ বছর আগে যে জায়গা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সেই সময়ে সেই জায়গার দাম হয়েছিল দুই শ' আড়াই শ' টাকা, আজকে সেখানে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠেছে। আজ পর্য্যন্ত যারা ক্ষতিপূরণ পেল না আজকে সেই আগের দামে যদি সেই ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হয় তাহলে তাদের প্রতি কি ন্যায় বিচার করা হবে স্যার ? কাজেই আমি সরকারের কাছে আপনার মারফতে অনুরোধ রাখব, যে সমস্ত জায়গা সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে সরকার অধিগ্রহণ করেছেন অনতিবিলম্বে তাদের সেই জায়গাগুলি পরচা থেকে বাদ দিয়ে খাজনা থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হোক এবং তারা বিগত ১৫।১৬।২০।২৫ ধরে যে খাজনাটা তারা দিয়ে এসেছে সেখানে জমির পজেশান সরকারের আমি অনুরোধ করব সেই টাকাগুলি যাতে কৃষকের হাতে সরকার তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেন। তা না হলে সাধারণ কৃষক হয়ত মামলা মোকদ্দমায় যেতে পারবে না, যাওয়ার উপায় নাই। কিন্তু দুর্বলদের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া একটা অনিয়ম। এরকম বহু টাকা শুধু খাজনার টাকাই যদি হিসাব করা যায় তাহলে আমার মনে হয় কয়েক লক্ষ টাকা হবে। সেটা বে-আইনীভাবে সরকারের ঘরে এসেছে। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব যে যে সব অসুবিধা আছে সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, সব ডিপার্টমেন্টের পক্ষ এই লক্ষ্য রেখে যতই তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় ততই কৃষকদের মনে একটা যে দুঃখ আছে সেটা দূর হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P.M.

(The House met again after recess at 2-30 P. M.)

Mr. Dy. Speaker :— I would now call on Shri Gopinath Tripura to start his speech.

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪ এবং ৩৫ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা এই সভায় পেশ করেছেন, সেই ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখছি। ১৪ এর মধ্যে মেজর হেড ২৫৯ পাবলিক ওয়ার্কস সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। স্যার, আমরা দেখি প্রতি বছর আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু সে টাকা কোথায় খরচ হয় এবং কিভাবে খরচ হয়, সেটা আমরা যারা সাধারণ মানুষের জনপ্রতি-নিধি, আমরা কিছুই বুঝতে পারি না। কেন এই কথা বলছি ? আমি দেখছি আজ ৩ বছর যাবত আমি যে কনষ্টিটিউন্সীর প্রতিনিধি (পাবিয়াছড়া) সেখানে পূর্ত্ত বিভাগের যে কাজকর্ম বা কার্য্যকলাপ তার কিছুই আমি সুষ্ঠভাবে দেখতে পাই নি। আর কোন কাজ নূতনভাবে হয়েছে কিনা, সেটাও আমার জানা নাই, আর পুরানো যে সব রাস্তা সেগুলিরও কোন সংস্কার হয়েছে বলে আমার জানা নাই। স্যার, আমি উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি রাস্তার কথা বলতে পারি যেমন—ধুমাছড়া থেকে ডেমছড়া হয়ে নেপাল টিলা যেখানে হাজার হাজার আমার জুমিয়া

পরিবার এবং সমতল ভূমির কৃষক বাস করেন, সেই রাস্তাটা প্রথমে ছিল ব্লকের মধ্যে, পরবর্তী কালে সেটাকে পূর্ত বিভাগ টেক-আপ করেন। ঐ রাস্তা টেক-আপ করার পর থেকে আজ ৮/১০ বছর গত হয়, আমি দেখলাম না যে সেখানে এক টুকরি মাটির কাজ হয়েছে, আজ সেই রাস্তার যে অবস্থা, রাস্তার উপর যে পুলগুলি ছিল তার সবগুলিই জরাজীর্ণ অবস্থা, কোন কাজ হয়নি সেখানে এমন কি রাস্তার উপরও কোন কাজ হয় নি। অথচ জুমিয়া এবং সমতল ভূমির কৃষক মিলিয়ে ঐ ধুমাছড়া থেকে আরম্ভ করে কাঠালছড়া ডেমছড়া এবং কুকীছড়া প্রভৃতি মিলিয়ে সেখানে কয়েক হাজার পরিবার বাস করছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই রাস্তা। এই রাস্তাটি কাঞ্চনবাড়ী, মশাউলী হয়ে ফটিকরায় এবং কৈলাসহর পর্যান্ত যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু আজ ৩/৫ বছর হল পূর্ত্ত বিভাগ সেই রাস্তায় কোন কাজ করে নি। স্যার, বারবার আবেদন জানিয়ে ছিলাম যে রাস্তাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেখানে জুমিয়া ব্যতীত সমতল ভূমির কৃষকেরাও ঐ ধুমাছড়া, মশাউলী হয়ে কাঞ্চনবাড়ীর সংগে এই রাস্তা দিয়ে যোগাযোগ। কারণ সেখানকার কৃষকেরা যে ফসল উৎপাদন করেন, তাদের ফসল যদি বাজারে নিতে হয়, তাহলে সম্বল হচ্ছে খচ্চর অথবা ঘোড়ার পিঠে করে নেওয়া অথবা মন প্রতি ৫ টাকা মজুরী দিয়ে কাঞ্চনবাড়ী বাজারে অথবা ধুমাছড়া বাজারে নেওয়া তার ফল হচ্ছে কি ? কৃষকদের সেই ফসল ধরুন পাট, সেই পাট কম মূল্যে ফরিয়ারা মহালে গিয়া কিনে নিচ্ছে। কারণ সেখানে মনু নদী খুব বেশী দূরে নয়, মাত্র ২/৩ মাইল দূরত্ব হবে নেপাল টিলা থেকে। কাজেই মরশুমের সময়ে সেই ফরিয়ারা, মহাজনেরা অথবা ব্যবসায়ীরা কম দামে মাল খরিদ করে নৌকা বোঝাই করে মনুঘাট বা ধুমাছড়ায় নামিয়ে নিয়ে যান। সুতরাং এই যে অবস্থা, এই যে রাস্তার গুরুত্ব সেটা কম নয়, কারণ এই রাস্তার আশে পাশে হাজার হাজার কৃষক জুমিয়া বাস করেন এবং তাদের উৎপাদিত ফসল ধান, পাট, কার্পাস, তিল এবং জুমের মেস্তা ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য হয় তাদের কাঞ্চনবাড়ী বাজার আর না হয় ধুমাছড়া বাজারে আনতে হয়, কি ভাবে আনতে হয় না হয় খচ্চরের অথবা ঘোড়ার পিঠে করে আনতে হয় এবং তাদের এই উৎপন্ন ফসল সেই সব ব্যবসায়ীরা অথবা ফরিয়ারা কম দামে কিনে নৌকা করে নিয়ে আসছে এবং তারা লাভবান হচ্ছে। স্যার, আমাদের নূতন মন্ত্রী সভা হওয়ার পর গত ৩ বছরের মধ্যে ধুমাছড়া থেকে ডেমছড়া যে রাস্তা, এই রাস্তাতে কোন কাজ হয়নি, অন্ততঃ আমি সেটা দেখতে পাই নি। স্যার, সেই রাস্তায় ধুমাছড়া, ডেমছড়া এবং কুকীছড়া এভাবে মোট ৫টার মত পুল আছে, সেগুলি একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে, অথচ সেই পুলগুলির কোন কাজ হচ্ছে না। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলার কোন প্রশ্ন উঠে না যার কারণ আজকে সাধারণ কৃষকদের দুরাবস্থা। আজকে এখানে আমরা যাদের প্রতিনিধিত্ব করছি, বা যাদের কথা এখানে বলছি তারা কোন সুযোগ সুবিধাই পাচ্ছে না। তারা স্বল্প মূল্যে কম দামে ফঁড়ের কাছে তাদের মাল সংগৃহীত হচ্ছে। শুধু এই রাস্তার কথায়ই নয়। আজকে আমি মনে করি যা সস্তা—যেমন ছামনু থেকে গোবিন্দবাড়ীর যে রাস্তা—স্যার, আমরা জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কিছু আমরা করতে পারি। আমি জানি না যুদ্ধ বিগ্রহ লাগলে, দেশে কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে টাকা কোথা থেকে আসে। কিন্তু মানুষের বাঁচার প্রশ্ন যেখানে, মানুষের কাজের প্রশ্ন যেখানে তখন আমাদের বাজেটের প্রশ্ন টাকা মঞ্জুরীর প্রশ্ন সেখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আজকে

যদি ছামনু থেকে গবিন্দবাড়ীর রাস্তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী হত তাহলে আমি ক'দিন আগে যে কথা বলেছিলাম সেই কথা বলার প্রয়োজন হত না। আজকে যোগাযোগের অসুবিধার কারণে সেখানে কোন রেশনের ব্যবস্থা নেই সেখানে পর্যাপ্ত কোন সরকারী কাজের ব্যবস্থা নেই। ছামনু থেকে গবিন্দবাড়ী এবং খালছড়ার যে রাস্তা পূর্ত বিভাগ হাতে নিয়েছেন—কিন্তু সেই রাস্তার বর্তমান অবস্থা সেই অবস্থা যদি বলতে হয় সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। গবিন্দবাড়ী বাংলাদেশ সীমান্তে, উপারে মিজোরাম। আমাদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের সেটার গুরুত্ব কম নয়। কাজেই আজ পর্যন্ত সেই রাস্তায় এখন গাড়া চলছে সেই রাস্তা শুকনা তার উপর থরা চলছে। কিন্তু প্রথম যখন বর্ষা আরম্ভ হবে, তখন যে কি অবস্থা হবে সেটা আমি বলতে পারছি না। কাজেই এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি পূর্ত বিভাগ-এর আগেই নজর দেওয়া দরকার। যেখানে মানুষের বাঁচার প্রশ্ন যেখানে মানবতার প্রশ্ন সেখানে আইনের যদি কোন বাধা থাকে সেটাকে আমরা দূর করতে হবে। স্যার, আমরা গ্রাম থেকে এসেছি। গ্রামের যে মানুষ বুভুক্ষু মানুষ, জনতার যে কাকুতি আমাদের কাছে রাখছে, আইনের কোথায় বাধা আছে সেটা আমরা জানি না। আমরা চাই মানুষকে বাঁচতে হবে। মানুষের বাঁচার প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বড় প্রশ্ন। সেটাই শুধু নয় এই রকম আরও বহু রাস্তা আছে যেগুলি অল্প জরুরী যগুলি ব্লক ডিপার্টমেন্ট আগের দিনেই রাস্তা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অনেকগুলি রাস্তা আমি জানি পূর্ত বিভাগে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু অনেক রাস্তা এখনও সংস্কার করা হয় নি। যার জন্য সাধারণ মানুষ ঐ সমস্ত এলাকার মানুষ, আমরা আজকে এই বিধানসভায় যাদের কথা বলছি সেই সাধারণ কৃষক যারা আজকে এই সহরের আমলা এবং আমরা যারা মন্ত্রী এম, এল, এ, আছি তাদের খোরাক যারা যোগাচ্ছেন তাদের রাস্তা ঘাটের যে অবস্থা সেটা আমরা যদি ভাবি তাহলে কি দেখতে পাই। ব্লক থেকে যে রাস্তাগুলি হয়েছিল—যেমন আমি ক'টি রাস্তার কথা বলতে পারি। ছৈল্যাংটা থেকে লালছড়া ৭/৮ মাইল হবে। সেখানে ট্রাইবেল মডেল কলোনী আছে অনেক জুমিয়ারা সেখানে আছেন। তাদের আজকে কি অবস্থা! তাদের মালামাল বাজারে যদি আনতে হয় সেই কঁড়ের পপ্‌পরে তাদের পরতে হয়। উচিত মূল্যে তারা পায় না। এই রাস্তা ব্লক ডিপার্টমেন্ট থেকে খরচা করার মত সামর্থ তাদের নাই। কাজেই পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মশাই এখানে উপস্থিত নাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনছি। ছৈলেংটা থেকে লালছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটার গুরুত্ব কম নয়। সেই রাস্তা আর ৮২ মাইল থেকে যে রাস্তা দুধপুরে গিয়েছে। সরকার থেকে কৃষি পণ্ডিত উপাধি রমেশ দেব উনি একজন দুধপুরের লোক। আমার এলাকার একজন কৃষি পণ্ডিত। তিনি অনেক বেগুন, কপি, অন্যান্য অনেক শাকসব্জী বিভিন্ন মরশুমে উৎপাদন করেন। আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন—কাঞ্চনছড়া (৮২ মাইল) থেকে মাত্র দুই মাইল হবে উনার বাড়ী। কিন্তু রাস্তার অসুবিধায় তিনি তার উৎপন্ন ফসলের উচিত মূল্য পান না—স্যার এই ভাবে যদি নীল বাতি জ্বালিয়ে দেন তাহলে আমি কি করে বলব, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন। তিনি বলেছিলেন যে আমার এখানে যদি গাড়ীর যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আমি যে দাম হয়, যে মূল্য হয় এর দেড়গুন দাম হতো যদি ৮২ মাইল ওখানে পৌছে দিতে পারতাম ভাল যোগাযোগের ব্যবস্থা যদি থাকতো। সেইটা আমি করে দিতে পারতাম। কিন্তু ব্লকের

মাধ্যমে যে রাস্তাটা হয়েছে যেখানে গাড়ী যেতে পারেনা। অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছিল, আমি নিজেও সেই জায়গায় প্রতিনিধি হিসাবে সেইটা ব্লক ডেভোলাপমেন্ট কমিশনারের কাছে এই রাস্তা সংস্কারের জন্য বলেছি। কিন্তু স্যার, যেখানে যে ছড়া নালা আছে সেখানে কাল-ভার্টের প্রয়োজন আছে সেইটা হয় নি। যার ফলে আমার একজন কৃষক আজকের দিনে উৎ-পাদন করে যে মূল্য পেতেন সেইটা থেকে উনি বঞ্চিত। আর পূর্ত বিভাগের যে রাস্তাটা মুকন্দ-বাড়ী থেকে মাণিকপুর সেইটার গুরুচ কম নয়। আজকে সেখানে রীতিমত রেশন যেতে পার-ছে না তার জন্য সেখানে বেকার মানুষেরা রেশন নিয়ে যাচ্ছেন, যার ফলে মজুরী পরছে বেশী। রাস্তা যদিও ছিল সেখানে কোন পুলের ব্যবস্থা নেই। সেই রাস্তার আজ তিন বৎসরে কোন কাজ হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আমি ছামনু এলাকার যদিও প্রতিনিধি নই সেইটা মানুশের তথ্য জনসাধারণের বাঁচার প্রশ্নে আজকে আমি সেই এলাকার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। স্যার, আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে হয়তো অনেক কথা বলতে পারি কিন্তু সেইটা কার্যকর করা হবে কি না জানি না। আজকে পুর্তবিভাগে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় বাজেট হয় এবং আমরা বাজেটকে সমর্থনও করি কিন্তু সেইটা কত খরচ হয় আমরা প্রতিনিধি আমরা জনসাধা-রণের কথা বলতে এখানে এসেছি কিন্তু আমরা জানি না কতটুকু মানুষের কাজ করতে পারছি। স্যার, চৈলেংটার কাছে একটা কালভার্টের জন্য চৈলেংটা বাজারের নিকট সেইটা একটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করবো যে কালভার্টের জন্য আজকে ছামনু থেকে চৈলেংটা, মনুর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেই কালভার্টকে আপনি তদন্ত করে দেখুন, আপনার তো অনেক অফিসার আছেন পূর্তবিভাগে আমার কথা সত্যি কি না। সেইটা যাচাই করুন। সেখানে যে কালভার্ট আছে সেইটা একটা মারাত্মক অবস্থায় আছে, যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। কিন্তু এই বিপদের ঝুকি নিয়ে যারা আজকে চাওমনুতে খাদ্য পৌছাছেন যারা আজকে কনট্রাক্ট নিয়েছেন যারা আজকে দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের কথা চিন্তা করা দরকার। তাই স্যার, পুর্তবিভাগ সম্বন্ধে আরও বললে অনেক কিছুই বলতে পারি; এখানে মাইনর ইরিগেশন ডিমাণ্ড নং ৩৫, মেজর হেড ৩০৬, ৩৩৩, মাইনর ইরিগেশণ ইত্যাদি আছে এই সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমরা চাই কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষকের উপকার করতে কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে কতটুকু করতে পারি, আমরা তাদেরকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমরা অনেক বড় বড় কথা বলে যাই কিন্তু এই কথা সবাই জানেন আমরা জনসভায় বলি থাকি যে কৃষকের জন্য আমরা আছি, কৃষক না বাঁচলে আমরা নাই এই সমস্ত কথা আমরা বলি, সতি কথা কিন্তু আমাদের দ্বারা কতটুকু কৃষক উপকার হয়েছে? আজকে কৃষককে প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয় আমরা আকাশের উপর চেয়ে থাকি যে কখন বৃষ্টি হবে, আমরা কখন আশীর্বাদ পাব, আমরা যখন জল পাব সেই আশায় আমরা বসে থাকি। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বহু লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা খরচ হয় কিন্তু স্যার, সে টাকা যদি কৃষকের উপকারের জন্য ব্যয়িত হতো তাহলে কৃষকের এই অবস্থা থাকে না। আমি আমার গ্রামের কথা বলতে পারি; এবার সেখানে সিকস্যাল বাঁধের পরিকল্পনা অনুযায়ী চৈত্রমাসে যে বাঁধ হয়েছিল সেই বাঁধে একশো একরের উপর, দেড়শো একরের উপর আমরা বুরো ফসল ফলিয়েছি। সেইটা সত্যি

কথা স্যার। আজকে তবুও ধুমাছড়ার কথা হয়, ধুমাছড়া একট সিজনেল বাঁধ করেছিল ধুমা-ছড়ায়, সেই রকম হয়েছিল করখছড়ায়, লালছড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় তার ফলে সেই সব অঞ্চলে অনেক ভাল বোরো ফসল হয়েছে। তারকালে আজকে ধুমাছড়ায়, ধুমাছড়ায় চাউলের কে, জি, দুই টাকার নীচে। এই রকম যদি প্রত্যেক জায়গায় যদি ব্যবস্থা করা হয়, সিজনেল বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে কৃষকের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু হঠাৎ যদি বৃষ্টি এসে পরে ইচ্ছে করে বাঁধ কেটে দিতে হয়।

এই রকম যদি ব্যবস্থা হয় সীজন্যাল বাঁধ ৯০০ টাকা খরচ করেও হঠাৎ যদি বৃষ্টি এসে পরে তখন ইচ্ছে করে বাঁধ কেটে দেওয়া হয়। সেখানে যদি আমাদের যে ক্ষুদ্র সেঁচ পরিকল্পনা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে যারা আছেন তারা যদি একটু লক্ষ্য রাখেন যেমন রাধানগরে যে জল সেচের জন্য বাঁধের সামনে দিয়ে যদি একটা পাকা নালার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে যদি বৃষ্টি আসে জল যদি অতিরিক্ত জমে যায়, তাহলে বাঁধ কেটে দেবার দরকার হয় না। নালা দিয়েই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে। যে তাই আমি বলতেচাই পরিকল্পনান্ত ক্ষুদ্র সেচ বিভা-গের যে মন্ত্রী আছেন বা যে অফিসার আছেন তাদের কাছে আমি এই অনুরোধ রাখব সেইটা তদন্ত করুন। তদন্তের মাধ্যমে আমরা যাতে বাঁচতে পারি বা একটু উপকার পেতে পারি সেই ব্যবস্থা করুন। ছামনু ব্লকের অনেক অনাবাদী জায়গা আছে

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার বলবার সময় যদি আমাকে বলার সুযোগ না দিয়ে লাল বাতি জালিয়ে দেন তাহলে কেমন করে হবে স্যার। তাহলে কি আমি বসে বলব ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আপনি আধ ঘন্টা সময় বলেছেন।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—আমি তিন বছর কিছুই বলি নাই। আমার অনেক দুঃখের কথা, বেদনার কথা, মনের কথা অনেক জমেছে। যদি এই ব্যবস্থা করেন আমি মিনিট টিনিট বুঝিনা। আমার সময় লাগবে যত সময় লাগে সেটা আমাকে দিতে হবে। মাইনর ইরিগেশ-নের কাজ হচ্ছে ঐ সীজন্যাল বাঁধ করেছিল স্যার, লালছড়ায় আনক অনাবাদী জায়গা জমি পরে আছে। এখানে একটা কলোনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার নাকি লালছড়াতে একটা আদর্শ কলোনী বানাবেন খুব ভাল কথা। লালছড়া মডেল কলোনীতে আদর্শ কলোনী। সেখানে গোপালপটিং ফার্মিং করা হয়েছে। এই ফার্মিংয়ে ১০০। ১৫০ জন পরিবার লোক সেখানে আছে। সঠিক সংখ্যাটা আমি বলতে পারছি না। সেখানে নাকি মাইনর ইরিগেশান ১০, ৮০,০০০ হাজার টাকা খরচ করেছে। কিন্তু আমি জানি স্যার, সেখানে ২০। ২৫,০০০ হাজার টাকার বেশী খরচ হয় নাই। আমি এটা চেলেঞ্জ করতে পারি। ঐ লালছড়াতে আমি সেদিন গিয়েছি স্যার, বড়জোর আট দিন আগের কথা সেই লালছড়া কি অবস্থায় আছে যে। জঙ্গল উতলা সেখানে কোন লোকজন নাই। এটার কি হাল। ১০,৮০,০০০ টাকার যে কনট্রাক্ট সেটার কি হাল ? স্যার, আপনার মাধ্যমে বলছি যে সেটার তদন্ত করা হোক। লালছড়ায় মাইনর ইরিগেশান এর কাজ করার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করা হল তার কি কাজ হল সেটার তদন্ত করা হোক স্যার। আমি স্যার এই এলাকায়

প্রতিনিধি নয়। এবং কেন আমি বলছি একথা সেইটা ঐ যে উপজাতি কলোনী সেইখানে সেইটার জন্য আমি বলছি। আমার এলাকা বলে কথা নয়। আজকে প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের বাঁচার প্রশ্ন। মানুষের চাকুরীর প্রশ্ন। সেই প্রশ্ন আজকে লালছড়ার কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আর আপনারা কি করেছেন? মাইনর ইরিগেশান, তাতে বললাম লালছড়ার কথা। ধুমাছড়ার কথা পরে হবে। স্যার নিজের এলাকা। সেখানে ব্লক থেকে প্রতি বছর টেষ্ট রিলিফের কাজ হয় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। করাতিছড়ার দুই পার্শ্বে যে অন্যায়া বাঁধ দেওয়া হয় সেই ব্লকের মাধ্যমে। এতে কোন কাজ হয় না। মনু নদীর পার্শ্বে আমার ধুমাছড়া কলোনী সেটা মনু নদীর জল যখন ফুলে উঠে তখন বিস্তীর্ণ মাঠ সেটা জলে প্লাবিত হয়ে করাতিছড়া বলে একটা গ্রাম আছে যা ধুমাছড়ার পাশেই। আমি জানি, এই ক্ষুদ্র সেঁচ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যখন ঐ এলাকার প্রতিনিধি ছিলেন ঘনশ্যাম দেওয়ান, তিনি অনেক বার বলেছেন করাতিছড়াতে আবাদ করার প্রয়োজন। অনেক জমি উদ্ধারের প্রয়োজন। কিন্তু সেই জমিগুলি আজও উদ্ধার হয় নি। বাঁচতে আমরা সকলেই চাই। কিন্তু সেই সুযোগ কোথায়? স্যার, ক্ষুদ্র সেঁচ বলে একটা বিভাগ আছে তার কাজ কি? তার কর্ত্তব্য কি? তার টাকা কোথায় খরচ হয়? সেগুলি স্যার, আমি জানি না। সাধারণ মানুষ জানে না সে কথা। কাজেই আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব আমরা এবার একশত একরের মত ধুমাছড়া, করালীছড়া মিলিয়ে আমরা বুরো ফসল করেছি। আপনারা সরকারের বীজ পুষ, জুমুর, এই ধান নিয়ে খুবই লাভবান হয়েছি আমরা কাজেই আমি অনেক দিন আগে ধুমাছড়ার জন্য একটা স্লুইস গেট আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আলাপ করেছিলাম নন-অফিসিয়েলী আলাপও হয়েছে। তিনি বলেছিলেন সেখানে নাকি সেটা কার্য্যকরী হবে না। কিন্তু আমি কাগজ পত্র কিছু পাই নি। তবু আমি আবার একথা বলছি সেখানে ১৫ অশ্ব শক্তির যদি একটা পাম্প মেসিন দেওয়া হয় একটা পাম্প সেট তাহলে আমরা অত্যন্ত সেখানে কি বলব স্যার, সেখানে ৩০০/৪০০ পরিবার লোক বাঁচতে পারি। কি যে অভার ফ্লো। অতিরিক্ত জল আমাদের জমির পার্শ্বে ধুমাছড়া ডেমছড়া যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটার একদম এক হাতের মধ্যে ইংরেজীতে তাকে বলে টেষ্ট বোরিং।

টেস্ট বোরিং কত হয়েছে স্যার, সেটা আমি জানি না। হয়েছে আমি দেখেছি। কিন্তু কোন গাঁওপ্রধান জানে না, আমার কথা বাদ দিন। কোন গাঁও প্রধান জানে না, কোন সর্দ্দার জানে না। যেখানে নাকি আন-সাক্সেসফুল, এটা কি করে হয় স্যার? আমি চ্যালেঞ্জ করব স্যার, যদি সেখানে সব কৃতকার্য্য হয়। সেখানে বোরিং বাবদে যে খরচ হবে, উঠানো বাবদে যে খরচ হবে এবং পরীক্ষা বাবদে যে খরচ হবে সেটা আমি নিজে বহন করব। এই বিধান সভায় আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই কথা যে যেখানে যদি কোন অকৃতকার্য্য হয় তাহলে সরকারের যে খরচ হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ আমি বহন করতে দায়ী আছি। কিন্তু আমি অনেক দেখেছি, যেমন ছামনুতে ওভার ফ্লোর ব্যাপারে ঘটনা। ময়নারমার একটা কথা আমি বলতে পারি। সেখানে ওভার ফ্লোর জন্য যে পাইপ বসানো হয়েছিল টিউবওয়েলে জল রাখার জন্য, সেখানে বসানো হয়েছিল জলসেঁচের জন্য। কিন্তু সেখানে কি জল সেঁচের ব্যবস্থা হয়েছে?

সেটা আমি জানি না। ব্লক উন্নয়ন কমিটি মিটিং এ যে অভিযোগ উঠেছিল বলে সেখানে কার-চুপি হয়েছে সেটা তদন্ত করা প্রয়োজন। তখনকার প্রজেক্ট এক্জিকিউটিভ অফিসার মানিক লাল মজুমদার, উনি ছুটিতে ছিলেন। দিলীপ কুমার রায় তার পরিবর্তে দুই মাসের জন্য ছিলেন। উনি আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে ওভারসীয়ার এবং যে গাঁও প্রধান রাখাল সাহা অভিযোগ করেছিল, তিনিও ছিলেন সেখানে, স্যার লিখিত অভিযোগ। এই অভিযোগে কি ফল হল। আর, ডবলিউ, এস, এর পবিত্র রায়, তিনি আজকে সাসপেণ্ডেড্। কিন্তু এরপর জানি না কি হয়েছিল, সেটা আমি জানি না। হয়েছে কি? সেখানে পূর্বে যে টিউবওয়েল ছিল, জল খাবার যে নলকূপ ছিল তার পরিবর্তে সেখানে নাকি ওভার ফ্লো, নলকূপ দেওয়া হয়। কিন্তু স্যার, সমস্ত নূতন পাইপ বিক্রি করে সেখানে পুরনো পাইপ বসানো হয়েছিল, সেটা প্রমাণ হয়েছে স্যার। (রেড লাইট) স্যার, দয়া করে আমাকে একটু সময় দিন।

মেডিকেল বিল্ডিংস সম্বন্ধে বলছি স্যার। ১১ নম্বর ডিমাণ্ড ২৮৪ মেডিকেল বিল্ডিংস। মেডিকেল বিল্ডিংস বলতে আমি বুঝি সেখানে শুধু ঘর নয় ডাক্তারের ব্যবস্থাও করা হবে, ঔষধ পত্রেও ব্যবস্থা করা হবে। আমি মাছলীছড়ার কথা বলছি, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীও এখানে আছেন। বড় লজ্জার কথা, আজকে ২০ বছর আগের কথা সেই মাছলীছড়ায় ডিস্পেনসারী হয়েছিল। যখন বাংলাদেশ থেকে আমাদের ভাই বন্ধুরা শরণার্থী হিসাবে আসেন ত্রিপুরা রাজ্যে তখন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে সেখানে রিলিফের একটা ডিস্পেনসারী হয়েছিল মাছলী বাজারের উপর, কিন্তু সেই যে জরাজীর্ণ, সেখানে বেড়া নেই, চাল নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। আজও সেই অবস্থায় সেখানে আছে। ষ্টাফ কোয়াবটার, সেখানে ষ্টাফ কোয়ারটার একজন ডাক্তার একজন কম্পাউণ্ডারের জন্য আছে, সেটা পূর্ত্ত দপ্তর নিয়েছে। কিন্তু ২০ বছর আগে রিলিফের আমলে ডিস্পেনসারীর জন্য যে ঘর, সেই ঘরেই বেড়া নেই। অরক্ষিত অবস্থায় আছে। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর বাড়ী ধর্মনগর। উনি যখন এক কালে বাড়ীতে যাবার সময়ে মাছলী বাজারে বলেছিলেন, অনেক লোকজন সেখানে গিয়েছিল, মাছলী বাজারের লোকজন এটা দেখিয়েছিলেন তাকে। তখন তিনি বলেছিলেন এই কথা, কি বলেছিলেন সেটা আমি জানি না। সেই যে অবস্থা, এটা সত্যিকারের কথা, এই ডিস্পেনসারীর সামনে টিলার উপর একটা ডিস্পেনসারী। কেউ যদি আগরতলা থেকে ধর্মনগর গিয়ে থাকে তাহলে দেখবেন মাছলী বলে একটা বাজার আছে টিলার উপর সেখানে কাঁঠাল গাছ, আম গাছ ইত্যাদির নীচে একটা ডিস্পেনসারী, ছোট্ট একটা ডিস্পেনসারী, সেখানে হাট বারে গরুর বাজার বসে সেখানে। আমি অনেক সময় ডাক্তারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু অভিযোগ করতে হবে কি? সেটা মাননীয় স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর কাছে সেই এলাকার জনসাধারণ বলেছে। ধুমাছড়ার কথা যদি বলেন, ঐ ১৯৪৭ সালের কথা, যখন আমি ছোট ছিলাম। তখন যে ডিস্পেনসারী হয়েছিল সেই ডিস্পেনসারী এখনও আছে। আজও কোন উন্নতি হয় নাই। উন্নত হওয়ার কথা নয়। কারণ আমরা গ্রামের মানুষ আমরা গ্রামে থাকি, আমাদের কথা কে চিন্তা করে? কে লক্ষ্য করে। অনেক সময় আমি অভিযোগ করি যে ঔষধ নাই ধুমাছড়াতে। চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা নাই। গত মার্চের ১৪ তারিখে ছামনুর যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধন হয়েছিল সেখানে সৌভাগ্যক্রমে আমিও উপস্থিত

ছিলাম, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীও ছিলেন। মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী দ্বারোদ্ঘাটন করে এলেন। আজকে স্যার, ৩/৪টা মাস গত হয় সেখানে আজও কোন ষ্টাফ যায় নাই। ঐ যে ছামনুর কথা বলছি, সেটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিন্তু মনু থেকে যেটা আঠার মাইল দূরবর্তী সেখানে ১৪ তারিখে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী উদ্বোধন করে এলেন। আজও সেখানে ষ্টাফ নাই, সেখানে কোন ঔষধের ব্যবস্থা নাই, এই হল অবস্থা। আমি গত ১৭ তারিখ ছামনুতে গিয়েছি। সেখানে মানুষের অভিযোগের পরে অভিযোগ। আজও মানুষ নানা রোগে ভুগছে না খেতে পেয়ে। তারা ছামনু থেকে আগরতলায় আসবে সেই ব্যবস্থা তো দূরের কথা, সেখানে ঔষধের ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই। কাজেই এই যে পরিস্থিতি, এই যে অবস্থা এটাতে আমরা মানুষের কতটুকু মঙ্গল করতে পারব, মানুষের কতটুকু সুযোগ সুবিধা দিতে পারব সেইসম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যাই হোক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এই সভায় পেশ করেছেন এইগুলিকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি, ভবিষ্যতেও সমর্থন করব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২, ৭, ১৪, ৩৫ এবং ৪৩ এগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমি অস্বীকার করতে পারি না যে প্রতি বছর আমরা যে বাজেট বরাদ্দ করে যাই, বাজেট পাশ হয় এবং বাজেটে বরাদ্দ কৃত টাকায় কিছুই হয় না, একথা ঠিক নয়। হয়তো সেই বাজেট ইমপ্লিমেন্টেশনের ভিতরে কিছু দোষ আছে, সেটা সংশোধন করার জন্য আমরা আমাদের বক্তব্য রেখে যাই, কিছুটা সংশোধন হয়, আর কিছুটা ফাইল চাপা পড়ে থাকে। সেজন্য আমাদের মনের ভিতরে অভিযোগ ধুমায়িত হয় এবং আমরা আবার এই বিধান সভাতে আবেদন করি, আবেদনন করি আপনার মারফতে যাতে কাজগুলি সুন্দর হয়। অনেক সময়ে সেটা হয় না বলে আমাদের মধ্যে ক্ষোভ জন্মে। তবে আমাদের ক্ষোভের নিরসন যে আপনার মারফতে হবে, সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশান সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে প্রতি বছর গ্রামাঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং হাই স্কুল হচ্ছে, সেগুলির অবস্থা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে একটা জরাজীর্ণ অবস্থা। আর সেই অবস্থা যখন আমরা দেখি তখন আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা ক্ষোভ হয়। মানুষ যখন আমাদের কাছে এসে অভি-যোগ করে যে ফার্নিচারগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, টেবল, চেয়ারগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ছাত্ররা পড়া-শুনা করতে পারছে না, তখনই আমরা সরকারের কাছে বলি যে এই সব জিনিষ কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার এলাকায় বেশ স্কুল আছে, আবার আমার এলাকা ছাড়াও আমি অন্যত্র যেখানে গিয়েছি সেখানে দেখেছি যে অনেক স্কুল ঘরের ছনের চাউনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে টেবিল, চেয়ার এবং অন্যান্য জিনিষগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে. ছাত্ররা পড়তে পারছে-না। আর আমি যখন এই সবের কথা বলি, তখন আমাকে বলা হয় যে টাকা নেই। কাজেই আমরা যে টাকা গত বছর বরাদ্দ করে গিয়েছি, সেই টাকা কোথায় গেল? আর টাকা নেই শব্দটাই বা আসে কোথা থেকে? তাহলে বাজেট তৈরী করার সময় ইন্সপেক্টর যে সব প্রপোজাল দেন ডাইরেক্টরেট, সেই প্রপোজাল মত কি বাজেট আসে না? না কি ডাইরেক্টরেট ছোট একটা বাজেট করেন, এটা আমার জিজ্ঞাস্য। স্কুলগুলি আজকে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে, আমিও গত বছরও বলেছি যে সেমি পার্মানেণ্ট কনষ্ট্রাকশান করা উচিত, আর কত দিন কাচা

কনষ্ট্রাকশান চলবে। অবশ্য পি, ডবলিউ, ডির হাতে যখন সেমি পার্মেনেণ্ট কনষ্ট্রাকশনের জন্য টাকা যায়, পি, ডবলিউ, ডি, শামুক গতিতে কাজ করে, ফলে দীর্ঘদিন পর্যান্ত কনষ্ট্রাকশান থেকে যায়। অবশ্য এর জন্য পি, ডবলিউ, ডিকে আমি দোষারূপ করতে পারি না। কারণ সিমেণ্টের অভাব, লোহার অভাব, কমিউনিকেশানের জন্যহয়তো লোহা আসে না। এই সব নানা গ্যারাকলের ফলে কনষ্ট্রাকশন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ তো চুপ থাকতে পারে না, মানুষ আমাদের উপর প্রেসার দেয়, আর সেজন্যই আমাদের এ্যাসেম্বলীতে এই সব কথা বলতে হয়। কাজেই এই সব কাজগুলি তরান্বিত হওয়া উচিত, আর না হয় ফার্ণিচার বাবত যে টাকা আমরা খরচ করব, সেটা নষ্ট হবেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জেনারেল ডিস্‌কাশনে মেডিক্যাল সম্পর্কে বলে গিয়েছি যে মেডিক্যাল এমন একটা গ্যারাকল, সেই গ্যারাকল ভাঙ্গার কোন উপায় নেই। সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। সেখানে কি একটা ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করা যায় না? নিশ্চয় করা যায়, স্যার। যেখানে কোটি কোটি টাকার কনষ্ট্রাকশন হচ্ছে, সেখানে নিশ্চয় ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করা যায়। স্যার, আমি সেদিন মন্তাই ডিস্‌পেন্‌সারীতে গিয়েছিলাম, সেই ডিস্‌পেনসারী যেটা নাকি মেডিক্যাল ইউনিট বলে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া হত, সেটাকে একটা মেডিক্যাল ইউনিট করা হয়েছে, কম্পাউণ্ডার একজন দেওয়া হয়েছে। রোগী গেলে, সে যে রোগই হউক, একটু লাল জল দিয়ে দিলেই হল, এ যেন থুবাও নয়। গ্রামে এই জিনিষগুলি আগে ছিল, এখন অবশ্য সেই ইউনিট শব্দটা এ্যাবলিষ্ট করে দিয়ে ডিস্‌পেনসারী করা হয়েছে। অর্থাৎ নুতন খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং সেই সংগে ঔষধের রঙ ও কিছুটা চেঞ্জ করা হয়েছে। কিছু ঔষধ পাওয়া যায়, কিন্তু যে পরিমাণ মানুষের ডিমাণ্ড সেই পরিমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই ডিস্‌পেনসারী করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেগুলির কনষ্ট্রাকশন করা যায় না। স্যার, আমি মন্তাই সম্পর্কে বলছিলাম যে সেটা পাবলিক কন্ট্রিবিউশান, সেটাকে ডিপার্টমেণ্টের কাছে হ্যাণ্ডওভার করা হয়েছে। অথচ ডিপার্টমেণ্ট সেটাকে এখন রি-কনষ্ট্রাক্‌শান করতে পারছে না। তারা বলছে আমাদের ইঞ্জিনীয়ার নাই, টেক্‌নিক্যাল স্যাংশান কে দেবে ইত্যাদি। পি, ডব্লিউ, ডি, এদিকে নজর দিবেন না, যেহেতু এটা পি, ডব্লিউ, ডি'র ঘর নয়। ফলে এই ঘরে গত বছরও বৃষ্টির জল পড়েছে, এবারেও বৃষ্টির জল পড়বে। আমি যখন ডাইরেক্টরেট অব হেলথ সার্ভিসের কাছে গিয়েছি, তিনি আমাকে বল্লেন আমি কন্‌টিন্‌জেন্‌সীর থেকে ৫ শত টাকার বেশী দিতে পারব না। উনি মঞ্জুরও করেছেন কিন্তু সেখানকার এস, ডি, এম, ও, বলেছেন আমি যে ৫০০ টাকা খরচ করব, তার টেক্‌নিক্যাল এ্যাপ্রুভ্যাল দিবে কে? কাজেই আমি টাকা খরচ করব না। এই যে গ্যারাকল, এই গ্যাড়াকল ভাঙ্গার জন্য আমি জেনারেল ডিস্‌কাশনের সময়েও বলেছি, এখনও আবার বলেছি যে এর জন্য একটা ইঞ্জিনীয়ারিং সেল করা উচিত যাতে করে হেলথ ডিপার্টমেণ্টের ইঞ্জিনীয়ারিং সেল তার এ্যাপ্রুভ্যাল দিতে পারেন। আর এই কাজটা করলে পর জিনিষটা খুবই ইজি হয়ে যায়। তাই আমি এই সাজেশনটা রাখছি, স্যার,। তাই বলছিলাম যে মেডিক্যালের জন্য যদি আলাদা ইঞ্জিনীয়ারিং সেল না হয়, তাহলে বিলডিং-এর কাজ বছরের পর বছর গড়াবে, কোন কাজই হবে না। পি, ডব্লিউ, ডি'র রাস্তার কাজ আছে,

ব্রীজের কাজ আছে, ডম্বুর প্রজেক্ট আছে, মাইনর ইরিগেশন আছে, ইরিগেশন আছে, তার অনেক কিছু ব্যাপার। সেখানে কত রকম ইঞ্জিনীয়ার আছে, সেই ডিপার্টমেন্টটা পরিদর্শন করতে আমার একদিন সময় লেগে গিয়েছিল, আমার কাছে মনে হয়েছে সীতাকুণ্ডের শিব চতুর্দ্দশীর সময় উঠা নামার যে পরিশ্রম ঐ ইঞ্জিনীয়ারদের সংগে পরিচয় করে আসতে, সেই পরিশ্রমই আমার হয়ে গিয়েছিল, স্যার। তাই আমি বলছি যে হেলথ ডিপার্টমেন্টের জন্যও ইঞ্জিনীয়ারিং সেল হওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পাবলিক হেলথ, সেনিটারী এবং ওয়াটার সাপ্লাই এগুলি কি? গ্রামের মানুষ এর জন্য আর, ডব্লিউ, এস, থেকে কাচ্চা কুয়া, টিউব-ওয়েল বা রিং-ওয়েল করা হয়। যে সব অঞ্চলে আর, ডব্লিউ, এস, এর ডিপ টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল সাক্সেসফুল হয় না, যেমন আমার বিলোনীয়ায় কয়েকটি জায়গা আছে, সেই সোনাইচুড়ি, মতাই প্রভৃতি জায়গাতে রিং-ওয়েল হয় না, সেখানে এই যে ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম, সেই স্কীম অনুসারে যে জল পাওয়া যায়, তা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহলে সেখানকার জন্য ঐ স্কীম নিয়ে লাভ কি? অবশ্য সেনিটারী শব্দটা থাকাতে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী বলে উঠবেন যে এটা আমার বিভাগের নয়, কিন্তু আমরা মনে করি এটা যে বিভাগেরই হউক না কেন, এটাত সরকারেরই কাজ। কাজেই স্কীম এমন ভাবে দেওয়া উচিত অন্ততঃ যেখানে রিংওয়েল বা টিউব-ওয়েল হয় না, সেখানকার জন্য ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম নিতে হবে। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টি থ্রি তে আছে—আরবান ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম এবং এই স্কীম অনুসারেই গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ প্রকিউরমেন্টের সময় ধান দেব আমরা, আর ওয়াটার সাপ্লাই হবে আগরতলাতে, তা হতে পারে না। কাজেই কৃষকদের যদি সাধারণ একটা পানীয় জলের ব্যবস্থাও না করে দিতে পারেন, তাহলে তারাই বা ধান দেবে কেন? তারা যদি সারা বছর ধরে রোগই ভোগ করে, তাহলে ধান চাষ করবে কখন? কাজেই আমার অনুরোধ আমাদের যে সমস্ত রুরাল এরিয়া আছে, সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করা হউক। তারপর আমার মেইন কথা হচ্ছে, মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে। ১৯৬৯ সালে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী নিজে সরজমিনে তদন্ত করেছিলেন মহামায়া চুড়াতে ডাইভার্সন স্কীমের ব্যাপারে এবং তিনি উপস্থিত সকলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এখানে একটা ডাইভার্সন স্কীম হলে প্রায় ৩০০ একর পতিত জমি উদ্ধার হবে, তাছাড়া অতিরিক্ত আরও ৬/৭ শত একর জমিতে চাষ করা যাবে। '৬৯ থেকে সেই ইনভেষ্টিগেশান যে কি করছে—ইনভেষ্টিগেশান নামে এই যে গেড়াকল আছে সেই গেড়াকল থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নাই। সেখানে ইনভেষ্টিগেশান আর হয় না, ডাইভার্শান—এর এষ্টিমেটও আর হয় না। আমার নলুয়াছড়াতে ডাইভার্শান স্কীমের কথা যখন বলেছিলাম তখন বিরাট টাকার অংক না আসাতে তখন আমরা টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে এই বাধ করি। '৭২—৭৩ সালে খরার সময় টেষ্ট রিলিফের ১০ হাজার টাকা খরচা করে এটা করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী নিজে দেখে এসেছেন। সেখানে ৮/৯'শ একর জমিতে আমরা উচ্চ ফলনশীল ফসল এই বছরে করতে পেরেছি। উনি দেখে এসেছেন এবং সন্তোষ্ট হয়েছেন, উনি বলেছেন যে এই রকম আমি দেখিনি মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে। সেই বাঁধ ভেংগে গিয়েছে, ভাংগার পর আবার রিপেয়ার করার দরকার আছে কাচ্চা বাঁধ।

টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে করা হয়েছিল। সেই বাঁধ এখনও ৭/৮'শ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল করা হয়। এটা হল স্যার, দক্ষিণের অংশ উত্তর অংশে নলুয়াছড়াতে উত্তর অংশে আমরা লিফট ইরিগেশন করি। আমি সেদিন ত্রিপুরার রাজ্যের ডেঃ মিনিষ্টার দেওয়ান সাহেব যখন গিয়েছিলেন এবং সেই সংগে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও ছিলেন তখন আমি বলেছিলাম যে এই ইরিগেশান স্কীম—দিস ইজ ভেরী আর্জেন্ট স্কীম। এই কুচাছড়ায় আমরা বাঁধ দিয়ে যদি জল প্রিজার্ভ করতে পারি এবং প্রিজার্ভ করার জায়গাও আছে এবং সেখানে যদি ডাইভার্শান স্কীম করতে পারি তাহলে লিফট ইরিগেশানের দরকার হয় না। লিফট ইরিগেশান জ্যানেরালী দরকার হয় বড় বড় নদীতে। স্যার, কেন এই কৃষকদের ব্লাফ দেওয়া হচ্ছে—এই লিফট ইরিগেশনের জন্য কেন চাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারি না। সেখানে যে সব ছোট ছোট ছড়া আছে সেগুলি নিয়ে ঐ বড় বড় নদীতে, মুহুরী, গোমতী, লিফট ইরিগেশান করা হউক। এবং যে সব ছোট ছোট ছড়াতে আছে সেই সব স্কীমগুলি উঠিয়ে ডাইভার্শান স্কীম করা হউক। তাহলে আমাদের ইরিগেশানের জন্য সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটারের একটা ব্যবস্থা হয়। মাননীয় মন্ত্রী সেদিন লাওগাং গিয়েছেন। সেখানে আমি বলেছিলাম—মাননীয় সদস্য গোপীনাথ ত্রিপুরা যে কথা বলেছিলেন টেষ্ট বোরিংয়ের কথা, টেষ্ট বোরিং লাগে নাই। গ্রামের মানুষ বাজার থেকে টিউব ওয়েল মেকানিক আছে তাকে নিয়ে লাপগাং যে মাঠ আছে সেই মাঠে ৩০০ থেকে ১৫০ ফুট পরেই লেয়ার পাওয়া যায়। সেখানে বোরিং করার পর সেই জায়গায় বারিথা বাঁশ বলে স্যার,—দেশী বাংলা কথায় বলে - সেখানে ২০ ফুট বসিয়ে তারা ইরিগেশান করছে। মাননীয় মন্ত্রী গিয়ে বলেছিলেন যে আমরা যদি ৬ ইঞ্চি পাইপ বসিয়ে ইরিগেশান করি তাহলে সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটার পাওয়া যায়। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটার করতে পারব এবং এই যে খাদ্য সমস্যার জন্য চীৎকার সেই চীৎকার আমাদের বন্ধ হয়ে যাবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার কথা হচ্ছে সেখানে সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটার করতে হবে। তার ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষক এই কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটার করতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বেতাগা গাঁও সভাতে একটা জায়গা আছে যেখানে বর্ষাকালে জল উঠে সমস্ত আমন ফসল নষ্ট করে ফেলে, সেই সব জায়গাতে ফ্লাড প্রটেকশান করা উচিত। এবং বিলোনীয়াতেও ফ্লাড প্রটেকশানের যে সমস্ত বাঁধ আছে সেগুলি অনেক সময় আশংকাজনক হয়ে পড়েছে, সেগুলি মেরামত করা দরকার। বিদ্যুত সম্পর্কে বলছি—ডম্বুর থেকে কখন গ্রামে বিদ্যুত যাবে সেটা সুদূর পরাহত। আমাদের বগাফাতে যে ইলেকট্রিসিটি আছে সেই ইলেকট্রিসিটি সাবরুম দিচ্ছে, শান্তির বাজারে দিচ্ছে, বিলোনীয়ায় দিচ্ছে। আবার দেখা গেল, সাব লাইন টেনে জোলাইবাড়ী, বাইকোড়া, বেতাগা, মুহুরীপুরে লাইন টানা হয়েছে অবশ্য লাইন টানা হয়েছে ৭/৮ মাস আগে, সেখানে গোল গোল বাতি এখনও আসে নি। হয়ত এই বাজেট পাশ হলে হতে পারে। কিন্তু সেই সংগে গতবার এসেম্বলীতে আমাকে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছিলেন—৫ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছরেই ঋষ্যমুখ, মতাই, কৃষ্ণনগর, নলুয়া আপটু শ্রীনগর ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে রুরেল ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই নামে একটা স্কীম আছে সেই স্কীমে। ৫ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর চলে গেল, ২য় বছর আরম্ভ হল, জানি না এই বছরে হবে কি না। আমি

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে রুরেল ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের যে স্কীম আছে সেই স্কীমে যাতে গ্রামাঞ্চলে ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে সেই সব জায়গাতে ইরিগেশানের ফেসিলিটি আমরা পাব। আমি আশা করি সেই সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আমাদের ইরিগেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে ইলেক্ট্রিক ডিষ্ট্রিবিউশান দ্রুতগতিতে হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আমি বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীমংচাবাই মগ।

শ্রীমংচাবই মগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন সেটা সমর্থন করে আমি পূর্ত্ত বিভাগ সম্পর্কে ২/১ টা কথা বলছি। আমাদের পি, ডাবলিউ, ডি খাতে বাজেটে যে টাকা ডিমাণ্ড করে রাখা হয়েছে সেটা চিন্তা করে বলছি। আগে আসাম আগরতলা রাস্তা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের এবং সেন্টাল গভার্ণমেন্ট গ্রহণ করার পর আমরা আশা করেছিলাম এখন ত্রিপুরার পি, ডাবলিউ, ডি, দ্বারা গ্রামের রাস্তাগুলি সুন্দর হবে। এই আশা করেছিলাম। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার আমি গত বাজেট ডিসকাশানেও বলেছিলাম এই ২৭ বছরের ভিতর আমার কুলাই হাওর নির্ব্বাচন কেন্দ্র—২৯টা গাঁও সভা নিয়ে কমলপুর, তার মধ্যে ১৭টা গাঁও সভা কুলাই হাউর নির্বাচন কেন্দ্র। এখানে একটাও সুষ্ঠু রাস্তা নাই। ১৯৫৭ ইং সালে একটা রাস্তা হয়েছিল—কুলাই হাসপাতাল থেকে নালিছড়া। সেই রাস্তায় পুল হয়েছিল ২/৩টা জায়গাতে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যান্ত সেই পুলগুলি একটাও করা হয়নি। প্রত্যেক বছর অবশ্য ড্রেসিংয়ের নাম করে যে সব ওয়ার্ক করা হয় তাতে সাইড কিছু কাটা হয়, তাতে রাস্তা কোন সম্প্রসারণ করা হয় না এবং যে ভাংগা আছে সেই ভাংগাই থাকে। এবং সেই পুলগুলিও আর করা হয় না। মানুষ বাঁশ দিয়ে সাঁকো করে যাওয়া আসা করছে। যে কন্ট্রাক্টার ড্রেসিং করে সেই কন্ট্রাক্টার রাস্তা পুরোপুরি না করে অর্ধেক রাস্তা ড্রেসিং করেই তার কন্ট্রাক্টারীর কাজ শেষ করে যায়। জানি না এখানে যে সব অফিসার ওভারসিয়ার আছে তারা তদন্ত করেন কি না, জানি না। বিশেষ করে আমি ··

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীমংচাবই মগ :— ৫ মিনিট বলব স্যার। কমলপুরে তুলনামূলকভাবে কিছু রাস্তা সোলিং হয়েছিল। আমার এলাকাতে টি, টি, সি,র আমল থেকে যে সব রাস্তা হয়েছিল—আমার সন্দেহ হচ্ছে—কুলাই হাউর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস পার্টি আসতে পারে নাই ৩টা নির্বাচন পর্য্যন্ত। গত ৬৭ এবং ৭২ সাল থেকে কংগ্রেস পার্টি আসছে। এই কারণেই নাকি কুলাই হাউর নির্বাচন কেন্দ্র কোন রাস্তা ডেভেলাপড হয় হয় নাই। এই রকম কিছু রাজনৈতিক চিন্তা আছে। কারণ সোলিং করা রাস্তা এখনও হয় নাই। গ্রামের মানুষ আজকে উন্নত হয়েছে, লোকসংখ্যা বেড়েছে কৃষক বাড়ছে, তাদের উৎপাদিত জিনিষগুলি বাজারে নিতে হলে একটু সুযোগ সুবিধা চায়। আমার এলাকার লোক আমাকে বলেছে যে অন্তত পক্ষে তুমি একটা দাবি কর, তাই আমি দাবি করছি যে আমার এলাকায় ৪/৫টা পি. ডাবলিউ, ডি.র রাস্তা আছে সেগুলি প্রয়োজনীয় রাস্তা। সেই সব রাস্তা তদন্ত করে অন্তত পক্ষে সোলিং করার জন্য এবং পুল দেওয়ার জন্য এই বিধান সভায় আপনার মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি।

২ নম্বর কথা হল হাসপাতালের বিলডিং সম্পর্কে বলছি। সেটা কুলাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গত বছরের আগের বছরের আগে থেকেও ডাক্তার-এর একটা কোয়ার্টার হওয়ার কথা ছিল। তার জন্য আমি যা বুঝি সেখানে প্রকৃত ঘটনাটা কি ? সেখানে এখনও ডাক্তারের কোয়ার্টার করা হয় নি। পি, ডবলিউ. ডি'র টাকা কোথায় যায় আমি জানি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ রাখছি আপনার মাধ্যমে সেইটা তাড়াতাড়ি করার জন্য। কুলাইয়ের যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র সেটাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র না বলে হস্পিটাল বলা চলে। কমলপুর থেকে কুলাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীর সংখ্যা কম নয়। কাজেই এইখানে যাতে অতি সত্বর ডাক্তারের কোয়ার্টার করা হয় সেইটা করার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। দ্বিতীয়তঃ জল-সেঁচের ব্যবস্থা। জলসেঁচের ব্যবস্থা আমাদের এখানে যথেষ্ট হয়েছে সেইটা স্বীকার করি। আমি পূর্বেও বলেছিলাম যে কুলাই ছড়াতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা দিয়ে সেই বাঁধ নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে ৫০ থেকে ৬০ দ্রোণ জমি শুকিয়ে গেছে কুলাই মাঠের। কাজেই ওখানে যে কোন প্রকারে একটা জলসেঁচের ব্যবস্থা করা দরকার। আরেকটা লালটি মাঠের জন্য আমি একটা ১৫ হর্স পাওয়ারের একটা মেসিন দেওয়ার জন্য অনেক দিন ধরে দাবী করে আসছি, এই বৎসর সেইটা দেওয়া হয়েছে। আনন্দের কথা। আরেকটা বলরাম একটা মাঠ আছে সেখানে নদী বা ছড়া কিছুই নাই। কাজেই সেখানেও যদি এই রকম একটা মেসিন দেওয়া হয় তাহলে ৫০ থেকে ৬০ দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়। সেখানে উপজাতি, বাঙ্গালী সবাই আছে। এইটা তাদের অনেক উপকারে আসবে। কাজেই আমি জলসেঁচ মন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ করবো যে এই বৎসর যাতে বলরাম মাঠে এই রকম একটা মেসিন দেওয়া হয়। এই অনুরোধ রেখে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী। আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমি রাজ্যপালের ভাষণ এবং অর্থ মন্ত্রীর ভাষণকে সব সময় সমর্থন করে আসছি এবং এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে সেইগুলিকেও আমি সমর্থন করছি তবুও আমি আমায় কিছু বক্তব্য আপনার নিকট বা মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করবো। প্রথমে আমি বলছি পি, ডবলিউ, ডি, সম্পর্কে। আমার একটা রাস্তা কুমড়াগাঁও হতে নদীহাং পাড়া রোড এইটা টি, টি, সির আমলের রাস্তা। ২৬ | ২৭ বছর হয়ে গেছে এখনও পর্য্যন্ত গাড়ী চলার উপযুক্ত হয় নাই। আমি জানি না, কত বছর হলে পরে একটা রাস্তা গাড়ী চলার উপযুক্ত হয়। আমি বুঝি না। কাকে অনুরোধ করবো, কার কাছে আবেদন রাখবো আমি বুঝি না। এলাকার উন্নতি করতে হলে যোগা-যোগের দরকার। আমার এই এলাকাটা হলো ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। যোগাযোগ নেই, গাড়ী চলে না সেইজন্য রেশন ঠিক ঠিক মত পৌছানো সম্ভব নয়। আরেকটা অসুবিধা হচ্ছে এই যে মিজোরা গোলমাল করছে, সেংকাকরা সেখানে আন্দোলন করার সুযোগ পাচ্ছে যার জন্য সেখানে জনজীবন শাঙ্কিত। আমি বহুদিন আগে থেকে দামছড়ার গাঁও প্রধানকে নিয়ে এবং সেখানকার জনসাধারণকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি ঐ রাস্তাটাকে উন্নত করার জন্য এবং সরকারের কাছেও অনেক আবেদন নিবেদন করেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই।

যদি রাস্তা থাকতো, যদি সরকার এই রাস্তাটাকে নিয়ে উন্নত করতেন তাহলে আমাদের এত কষ্ট করতে হতো না। আমার এখানে জলের ভাল ব্যবস্থা নাই। কাঞ্চনপুর হইতে দশদা বাজার হরিণথলা হইয়া টেণ্ডার কল করা হইয়াছে। ইট কত লাগবে? ১৬ লাখ। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে সেখানে মাত্র দিয়েছে ৬ লাখ। ১০ লাখ পাইবে। তাহলে দেয়া না দেয়া সমান। এই আকাঙ্খাইতো চলছে স্যার। ত্রিপুরাতে যদিও বাজেটে টাকা পাশ করি আমরা কিন্তু এই টাকাটা ঠিক ঠিক ব্যয় কেন হচ্ছে না? খরচ কেন করা হচ্ছে না? কিন্তু এই যে ব্যয় হচ্ছে না তাহলে বাজেটের টাকা কোথায় যায়? ঠিক মত কাজ হয় না। এই রকম ভাবে চলছে বছরের পর বছর। আমি অনুরোধ করছি বিধান সভার সদস্য এবং মন্ত্রীরা যেন এদিকে ঠিক ঠিক ভাবে নজর দেন। সেইদিকে যদি দৃষ্টি রাখা না হয় বছর বছর বাজেট পাশ করে সেন্ট্রাল থেকে আনি। কেন প্রতি বছর আনতে হয় সেন্ট্রাল থেকে। এই ব্যাপারে আমাদের লজ্জা থাকা উচিত। বছর বছর টাকা আমরা নিয়া আসি। সেটা নষ্ট হয়। এই য টাকাটা নষ্ট হল এটা কার টাকা? এই টাকাটা আমাদেরই। আমাদেরই টাকা নষ্ট হয়েছে। আনন্দ-বাজারে যখন নাকি মুখ্যমন্ত্রী দশদাতে যাবেন তখন পি. ডবলিউ, ডি, থেকে একটা ব্রীজ তৈরী করে দেয়ার কথা হল। শাল খুটি দেবার টাকা স্যাংশান হল। কিন্তু এই শাল খুটি সেটা ব্রীজে লাগানো হল না মাস্ত্রির অভাবে। আমি ছিলাম তখন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে। সেই সময়ে টেম্পরারী ব্রীজ করা হয়েছে কিন্তু পি. ডবলিউ, ডি, স্যার আগে ছিল কোথায়? আগে যেটা করার কথা ছিল সেটা না করে মুখ্যমন্ত্রীর যাবার সময়ে রাতারাতি একটা ব্রীজ তৈরী করা হল। বলা হচ্ছে যে ব্রীজের নানা জিনিসের অভাবে সেটা করা যাচ্ছে না। ব্রীজের যে কন্ট্রাক্টার গুরু প্রসন্ন নাথ যে ২০,০০০ টাকার কতকগুলি ব্রীজের অর্ডার নিয়েছে। কিন্তু কাজ কি হয় না হয় তার তত্ত্বাবধানের জন্য ওভারসিয়াররা সেখানে যান না, সেটার তত্ত্বধান করেন না। আমি জানি। একটা টেণ্ডার দেয়া হল সেটার কোন লক্ষ্য রাখার দরকার মনে করেন নি ওভারসিয়ারা। আজ পর্য্যন্ত সেখানে কিছু কাজ হচ্ছে না। এই রকমই চলছে স্যার। ওভারসিয়ারদের কিছু দিয়ে দিলে পরেই বলে যে কাজ হচ্ছে। তাহলে জনসাধারণ মনে করবে যে এম. এল. এ. তাঁর এলাকার জন্য কিছু কাজ করছে না। এটা আমার দুর্ণাম। আমার দুর্ণাম কেন হবে স্যার? যদি এই রকম ভাবে চলতে থাকে তাহলে কিভাবে হবে? সেন্ট্রাল থেকে যে টাকা পাওয়া যায় সেই টাকার ব্যায় ঠিকভাবে হয় না। আমার কাঞ্চনপুরে যে মনু নদীর ব্রীজ করার জন্য টেণ্ডার হয়েছে সেই টেণ্ডার হওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ নাই। কোন সনে যে সেটা হবে তা আমার জানা নাই। এখন পর্য্যন্ত কিছু হচ্ছে না। এই টেণ্ডার নিয়েছে রবি ধর। তার বাড়ী ধর্ম্মনগরে। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি কাজ করছ না কেন। সে আমাকে বলল যে আমাকে করতে দেওয়া হয় না। যদি এই রকম হয় তাহলে টেণ্ডার দেওয়ার অর্থ কি থাকতে পারে? সেটা স্যার, কন্ট্রাকটারের দোষ নয়, ডিপার্টমেন্টের দোষ। আমি সেটা বুঝতে পারছি না।

শিক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র স্কুল, সিনিয়র স্কুল, করা হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে এই কথা বলা হচ্ছে। আমি শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে

এতগুলি স্কুল, আমার কৈলাসহরে, সাক্রমে আমি দেখেছি, আমার নিজের এলাকায় দেখেছি যে মাষ্টার মহাশয়রা ঠিক মত যান। আমি হাজিরা খাতা দেখেছি। তাতে হাজিরা আছে ঠিকই। স্যার, এই সব দেখা হয় না। সেসব স্কুলে জঙ্গল হয়, রাস্তাঘাটে জঙ্গল হয় কিন্তু কেন এই সব হয়। মেন্টেনেন্সের অভাবে এই রকম দেখা যায় স্যার? ঠিক মত কাজ করলে পরে এই রকম হয় না। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব স্যার? তিনি কি উত্তর দিতে পারবেন? এই ছেলেরা কি করে সেখানে পরীক্ষা দেবে? এই বালক বালিকারা কি করে পরীক্ষা দেবে? এই রকম হয় কেন? ওরা কিভাবে চালায়? আর একটা আমি এখানে বলতে পারি যে ছানাল সিনিয়র বেসিক স্কুল, আনন্দবাজার সিনিয়র বেসিক স্কুল, এখানে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ক্লাস হয়ে থাকে। কিন্তু একটা ক্লাস নাইনে কতজন মাষ্টারের দরকার হয়? কতজন শিক্ষক লাগে ক্লাস নাইন স্কুল চালাতে? ঐ আনন্দবাজারে ৩ জন মাত্র শিক্ষক আছেন। এই রকম করলে সেখানে কিভাবে স্কুল চলবে? ছাত্র যথেষ্ট আছে। অথচ স্কুল ঠিক মত হয় না। ১০টা বেজে যায় স্কুল খোলে না। ছাত্ররা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে দরজায় দরজায়। এই দিকে একটা ট্রাইবেল বোর্ডিং বলে একটা বোর্ডিং আছে, সেখানে রান্নাঘর ইত্যাদি তৈরী করা হচ্ছে। সব কিছুই সেখানে হয়েছে। কিন্তু কোন ট্রাইবেল সেখানে ভর্তি হচ্ছে না। কিন্তু কেন এটা বুঝতে পারছি না তাহলে কেন বোর্ডিং ঘর হচ্ছে? আমার বাড়ীর কিনারে একটা আছে, কাঞ্চনপুর হাই স্কুলে আছে একটা ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস। কিন্তু জুলাই মাস হইতে ষ্টাইপেণ্ড পায় না ছাত্ররা। স্যার, আমরা বড় গরীব, তাই ট্রাইবেল ছেলেরা কি করে সেখানে ভর্তি হইবে? সেখানকার ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে কি কারণে তারা টাকা পায় না। তিনি বলেছেন আমি জানি না। কৈলাসহর ছামনুতে একটা বোর্ডিং আছে, ট্রাইবেল মেয়েদের বোর্ডিং। জুলাই মাস থেকে তারাও ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না। এই রকম চললে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা কিভাবে লেখাপড়া করবে?

আরো একটা কথা আমি না বলে পারছি না। কৃষকদের জলের জন্য দশদা কাঞ্চনপুরে একটা কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা জল পাচ্ছি না। এই জল না পাওয়ার কারণ কি? সেখানে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা সেখানে জল পাই নি। আমি দাবী করছি লক্ষ্মীরাম পাড়ায় বাঁধের জন্য। আজ পর্যান্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু একটা মাত্র কাজ হয়েছে।

আরো দেখা যায় যে প্র 'মে ব্লক থেকে রাস্তা করে। রাস্তা করার সময় সেই ব্রীজটা করা হয়েছে। সেখানে ব্লকের আণ্ডারে রাস্তা করা হয়। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য ব্লক থেকে রাস্তা করছে। সেই জন্য ড্রেন করা হয়েছে। এটা এখন নষ্ট হতে চলছে। সাধারণ মানুষতো আর এটাকে নষ্ট করেনি। ব্রীজের পাশ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। পি, ডবলিউ, ডি,কে বলা হয়েছে কিন্তু তারা বলল যে এটা ব্লকের আণ্ডারে আছে, ব্লক এটার কাজ করবে। কৃষক, দরিদ্র কৃষক, জনসাধারণ খাদ্যের অভাবে, আমি এবছরের কথা বলছি না। এবছরও হতে পারে আবার আগামী বছরও হতে পারে কিংবা এর পরের বছরও হতে পারে। কৃষকদের যদি সুযোগসুবিধা না দেওয়া হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরার কোন উন্নতি সম্ভব নয়। বছর বছর আমাদের অন্য

দেশ থেকে খাদ্য আনতে হয়। এই অভাব দূর করতে হলে আমাদের ত্রিপুরার লোকদের বেশী করে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য উৎপাদনের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু যত টাকা নষ্ট করছে সেগুলির ঠিকমত যদি কাজে লাগায় তাহলে আমাদের কৃষকদের বাঁচার উপায় আছে। যে টাকা বাজেটে ধরা হয় সেই টাকার শুধু হয় না, আমি চাইছি কৃষকের না হলে কর্মচারীর এবং ব্যবসায়ীরও কিছুই হবে না। মন্ত্রী মণ্ডলী কিছু করছে না, সেটা হবে না। মন্ত্রী মণ্ডলীর দায়িত্ব নিতে হবে, এম, এল, এ,দের দায়িত্ব নিতে হবে। এম, এল, এ,র কি মুল্য আছে? এম, এল, এ,র কোন মুল্য নাই। আমি আমার স্বার্থ চাই না জনসাধারণের স্বার্থ চাই। (রেড লাইট) স্যার, আমার কিছু সময় চাই। ট্রাইবেলদের জন্য কি হয়েছে? আমাকে বুঝাতে হবে। ট্রাইবেল মিনিষ্টার কোথায়? কিছু শুনুক। কি কি করছে আমাদের বুঝাক। এই করছি, সেই করছি এই সমস্ত বললেই হবে না। মানুষকে বাঁচাতে হবে। শুধু খাতা পত্রে থাকলে চলবে না। পাহাড় অঞ্চলে রেশন কার্ড পায় না। এই রেশন কার্ড না পাওয়ায় তারা কত কষ্টে আছে। জনসাধারণ নিরীহ মানুষ, সরকারের সংগে যোগাযোগ করতে পারে না। ভয়ে লজ্জায় ঠিকমত কিছু চাইতে পারে না। তাদের উপায় কি? সেটা আমাদের কর্মচারীরা কোন ব্যবস্থা করে নাই। আরও একটা দেখা যায়, সরকারী ধান চাল খরিদ করবার সময়ে জোর করে ধান আদায় করেছে। আমি তো মানুষকে অনুরোধ করেছি নমস্কার করে আদায় করি। সব থেকে ধর্মনগরে বেশী পায় রেশন। কাঞ্চনপুরে বেশী নাই। দেখা যায় যে কৃষকের ধান নিয়ে যায় যে টাউনে মাসে মাসে রেশন দেওয়া হয়। দেবার সময় বেশী, পাওয়ার সময় কম। সেখান থেকে ধান নিয়ে আসবে, কিন্তু রেশনে তাদের দেবে না। এই কি নীতি? টিনও পায় না, সিমেন্টও পায় না, সরকারী কাজে পর্য্যন্ত সিমেন্ট পায় না। কাজ আটক হয়ে আছে। কেন পায় না? ডিস্‌পেনসারী দেওয়া হয়েছে, দশদায় একটা, আনন্দবাজার একটা। কোন ঔষধের ব্যবস্থা নাই। ঔষধ যদি না থাকে, কি দিয়ে চিকিৎসা করবে? হংসধ্বজ দেওয়ানের আত্মীয় একজন আছে, সে কিছু জানে কবিরাজী। সে একটা কবিরাজী ঔষধের দোকান খুলবে। কিন্তু খুলেনি আজ পর্যন্ত। অতিরিক্ত কথা বলতে নাই। অতিরিক্ত বললে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। যা সম্ভব তাই বলবেন। সেটা আমি অনুরোধ করি যা করতে পারবেন না সেই কথা কোনদিন প্রকাশ করবেন না, করলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে হয়। এটা কোনদিন করবেন না। এই বলে আমি শেষ করলাম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, কালকে যখন কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী বলেছিলেন যে সারা ভারতবর্ষের জলসেচের মানচিত্রে ত্রিপুরার স্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পরেই। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাকে ব্রেকেটে করে বলেছেন এক নম্বর এবং ত্রিপুরা দুই নম্বর। জল সেঁচের ব্যবস্থা এত হয়েছে যে তা দিয়ে সারা ভারতের চিত্রে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার পরেই ত্রিপুরা। সেই চিত্রে অবশ্য তিনি বলেছেন যে সীজন্যাল বাঁধ যাকে আমি বলি আনসায়েন্টিফিক এবং মিস্-ইউজ অব পাবলিক মানি। কারণ সীজন্যাল বাঁধ কোন সমস্যার সমাধান নয়। এ দিয়ে শুধু বছর বছর টাকা খরচ এবং ঘুঘুর একটা বাসা তা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা যারা বলেছি তারা নাকি বলেছি যে 'কিছু হয় নি'। ত্রিপুরা রাজ্যে 'কিছু হয় নি' এই কথা আমরা কেউ বলিনি। বলা হয়েছে যে আজকে সব মেম্বারদের যে ক্ষোভ, নাই নাই, তার মানে

কি কিছু নাই ? আছে। যে রাস্তাটা তৈরী হয়েছিল তার সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হয় নি। সুতরাং সেই রাস্তাটা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ পি, ডব্লিউ, ডি, এর মানচিত্রে এত শ' কিলোমিটার রাস্তা আমার আছে, একটা ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ তাঁরা দেখাতে পারেন। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা ঘাট ছিল না। অমুক বছরের ইতিহাস কি, তমুক বছরের ইতিহাস কি সেটা আমরা জানতে চাই না। আমরা শুধু জানতে চাই এই যে বাজেট আমরা করে দিয়েছি, তিন বছরে আমরা কি করেছি ? কি কি ভাবে যে সব এলাকা উইক এবং যারা উইকার সেকশন মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেটা বলেছেন এবং অর্থ মন্ত্রীও তাঁর বাজেট ভাষণে বলেছেন যে উইকার সেকশনের জন্য আমরা এই এই করছি। সেই যে উইকার সেকশন যেটার সম্পর্কে রাইমনিবাবু বলেছেন সেখানে রাস্তা নাই, আর মধুবাবুর বাড়ীতে গাড়ী যায়, যেহেতু রাস্তা আছে, এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু ঐখানে নেই কেন ? নেই এই জন্য যে ইকুয়েল ডিষ্ট্রীবিউশন অব মানি হয় না। চারটে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছে, তাতে টোট্যাল ওয়েলফেয়ার এ্যাকটি-ভিটিজের যা কিছু হয়েছে, সবই প্রায় শহর অঞ্চলে পাটিকুলারলী এই আগরতলা শহরে। কাজেই এই আগরতলা শহরকে দেখেই কি আমি বুঝব যে এটা গ্রাম ত্রিপুরার অবস্থা ? মুখ্য-মন্ত্রীর বাড়ী যেতে যে সব নূতন সড়ক আমি দেখি, সেগুলিতে পাঁচ পর্যন্ত পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ছামনু বা আনন্দ বাজার যার কথা একটু আগে বলা হয়েছে, সেখানে রাস্তা আছে কিন্তু সেই রাস্তায় কাজ হয় না। কাজেই এই ওয়েলথের যদি ইকুয়েল ডিষ্ট্রীবিউশন না হয়, বাজেটের অর্থ যদি এভাবে ছাড়িয়ে দেওয়া না যায়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের জন্য আমরা যা করছি, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য যে ইজেরা নিয়ে এসেছি যে আমরা ভাল কাজ করব, যার জন্য আমরা গভর্ণমেন্ট করতে পেরেছি। কাজেই আমাদের কাজের জন্য, আমাদের রাজ্যের মানুষ যাতে আমাদের এই কথা বলতে না পারে, যে টাকার সঙ্গতি আছে, আমি বলছি না যে এক বছরেই সবগুলি করে ফেলুন। কিন্তু সহরের রাস্তাগুলি আগে করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেটা বললেন যে প্লেনের রাস্তা, ফোর্থ প্লেনের রাস্তা এখনও হচ্ছে, তার আর কি করা যাবে ? কিন্তু আমার অঞ্চলের যে রাস্তা যেটা ফোর্থ প্লেনে হওয়ার কথা, তার কি হল ? জবাব, তারা দিতে পারেন না এবং জবাব দেনও না। তাদের শুধু একটা কথা ঐ যে ফোর্থ প্লেন আসলে তার কোন জবাব নাই। কিন্তু এইসব দোষারূপ করার কথা নয় বা এক বছরে সব কিছু করার কথাও নয়। আমাদের যদি মানবিক চিন্তা হয় যে আমরা কিছু করব গ্রাম ত্রিপুরার জন্য, তাহলে যে রাস্তা টি, টি, সির আমলে হয়েছিল বা ব্লক ডেভেলাপমেন্টের রাস্তা যেগুলি হয়েছে, সেই রাস্তার কিছু কিছু আমরা সংস্কার করতে পারি। এখন তো আমরা জি, আর-এর ওয়ার্ক দেখছি ১৪ ফুড সি, এফ, টি হিসাবে কাজ হচ্ছে, রাস্তা তৈরী করা হচ্ছে এবং একই রাস্তায় বছর বছর কাজ করানো হচ্ছে, তাতে কোন বছর ১ কোটি আর কোন বছর ৮০ লক্ষ টাকা ত্রানের হিসাবে খরচ করা হচ্ছে, তাতে ত বেশ কিছু রাস্তাঘাট হয়। কিন্তু তা না করে আবার পরের বছরেই সেখানে সেই রাস্তা কাজ করতে যায়। অথচ সেখানে রাস্তার কোন চিহ্ন নাই, থাকতে পারে না। কাজেই এভাবে কোন কাজ হয় না অথচ ওরা ভাবেন আমরা বছরে ১ কোটি বা ৮০ লক্ষ টাকা দিয়েছি, সুতরাং বাকী কাজটা আমরা শহরেই করি। আর এখানেই আমাদের আপত্তি। আমাদের কথা হল আমরা যতটা পারব, ততটা যাতে সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে পারি এবং

যে যে অঞ্চল অনগ্রসর, সেই অনগ্রসর অঞ্চলকে আরও একটু সামনে আনার প্রয়োজনে, সেটা করতে হবে। তাই যে কথা বলছিলাম, মুনসর আলী সাহেব এখানে যে কথা বলেছেন, সেটা যেন আর না বলেন। তারপরে মাইনর ইরিগেশনের চিত্র আমরা কি দেখি? আমি নিজে গিয়ে দেখেছি তেলিয়ামুড়াতে কি আছে, শান্তির বাজারে কি আছে এবং মহারাণীতে কি আছে, সেখানে ১৫ একর জমিতে জল সেচ হয়, এই হচ্ছে আমাদের ইরিগেশন ব্যবস্থা। তারপর আমি শুনেছি কৈলাসহরের কথা, কৈলাসহরের মৌলানা সাহেব বলেন, আরও অনেক বলেন এবং আমি তাদের কথাও ব্যক্তিগতভাবে শুনি। ধর্মনগরের শুকনাছড়াতে ওরা মাইনর ইরিগেশনের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু জল নেই, জল উঠে না। এমন জায়গাতে বাঁধ দিলেন যে বালি উঠে সমস্ত জমি ভর্ত্তি হয়ে গেল। স্যার, আমাদের ষ্টেটেষ্টিক্স হচ্ছে ওয়ান পাসেন্ট অনলী যেটা তাপসবাবু কালকে বলেছিলেন, আর মন্ত্রী বলছেন যে না, তা নয়। অর্থাৎ আমাদের যা নাই, তাই বলতে হবে। মিস-ইউজ সব মানি, তাও বলতে হবে যে, না এই দিয়ে আমরা এই করেছি। স্যার, আমি টেষ্ট রিলিফে একটা বাঁধ দিলাম যখন সেখানে খরা অবস্থা চলছিল, তারপর আমি বলব যে সেখানে জমিতে জল সেচ হচ্ছে। কিন্তু তা নয়, যেটা বাস্তবিক ঘটনা সেটাই বলতে হবে এবং আমরা যা করতে পারি না হয়তো ভবিষ্যতে সেটা আমরা করতে পারব। উনি এখানে পাম্প সেটের কথা বলেছেন, অনেকগুলি পাম্প সেটের হিসাব দিয়েছেন, সেই পাম্প সেটগুলি কি চালু আছে? সেই পাম্প সেটগুলি চালু রাখার জন্য। কি ডিজেল বা লুব্রিকেন্টের ব্যবস্থা আছে যে গ্রামের মানুষ সেগুলি প্রয়োজনে চালাবে? সেই ব্যবস্থা যদি থাকত, তাহলে আমার এই সব কথা বলার এখন কোন সুযোগই ছিল না। ৫টা পাম্প সেট খরার সময়ে বসিয়েছিল, তার মধ্যে ৩টা পাম্পসেট তুলে নেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষকে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় ১২ লক্ষ মানুষকে আমাদের ত্রান ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। সেখানে ডিজেল বা লুব্রিকেন্টের ব্যবস্থা কোথাও যদি বা করতে পারে ওরা, যদি কিছু বেশী সংগ্রহ করতে পারে তাহলে ঐ ডিপোতে গিয়ে দেখবে ডিজেল নাই। গাড়ী চালাবার জন্য যেখানে মাঝে মাঝে ডিজেল থাকে না সেখানে গ্রাম ত্রিপুরার দূরবর্তী স্থানের লোক কি করে ডিজেল পাবে? সাব্রুম থেকে ৩০ মাইল দূরে গেলে একটা পাম্প ডিপো পাওয়া যায়। তারপরেও তিনি বলছেন যে পাম্প সেট আছে, লুব্রিকেন্ট আছে, ডিজেল আছে, সব ব্যবস্থাই আছে, শুধু লাগাতরের জন্যই যত সব। সত্যি এই লাগাতর নয়, আসলে আমাদের আক্রমণ করতে হবে, তাই উনি এটা বললেন। লাগাতরকে আমরা সমর্থন করি নি তো, আমরা বলি নি তো যে কর্মচারীরা ধর্মঘট করে ভাল কাজ করেছে। ধর্মঘটকে এ্যাভয়েড করার যে উপায় ছিল, সেটার কথাই আমরা বলেছি। আমরা বলেছি ত্রিপুরার বৃহত্তর স্বার্থে, ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে তোমরা লাগাতর থেকে বিরত হও, উইথড্র কর। আমরা তো তাদের কাছে দাবী রেখেছি এবং তাদের কাছে আবেদন রেখেছি। আমরা কি সমর্থন করেছিলাম যে আমাদের এই কথা বলতে হবে? তারপর আছে বিলডিং, পি, ডবলিউ, ডির ডিভিশন, এত ডিভিশন, এত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার কিসে লাগে, যেখানে আমরা কাজ করতে পারছি না? যেখানে আপনারাই বলছেন টাকা নেই, সেখানে এত ডিভিশন কেন, ডিভিশন তুলে দিন এবং তুলে দিলে আর আমাদেরও অভিযোগ থাকে না। কাজও হয় না, মন্ত্রীরা বলছেন টাকার অভাব হয়েছে, টাকা এত খাত থেকে অন্য খাতে ডাইভার্ট করা হচ্ছে, টাকা পাচ্ছি না। তাহলে ডিভিশন রেখে কি লাভ? এই সব ডিভিশন রেখে কি হচ্ছে? এষ্টাব্লিষমেণ্ট বাড়ছে। এষ্টাব্লিষমেণ্ট রেখে যদি কোন প্রডাকটিভ কিছু না হয় তাহলে ত্রিপুরার কল্যাণ, ত্রিপুরার অগ্রগতি বা ত্রিপুরার উন্নতি কিছুতেই হতে পারে না। এটা অর্থ নীতির কথা, এটা গলাবাজীর কথা নয়। আমরা দেখছি, ইট কিনা হয়। এখানে বলা হচ্ছে সিমেন্ট নাই, রড নাই, তাদের ইট দিয়ে কি হবে? কেন ইট কেনা হয়? প্রত্যেকটি ডিভিশন এখন বসে রয়েছে, কাজ কিছু হচ্ছে না কিন্তু এই বাজেট পাশ হওয়ার সংগে সংগে ওরা ইট কিনে ফেলবে, কারণ বড় বড়

কনট্রাক্টারদের তাদের পুষতে হবে। আমার সাবরুমে কোন ওয়ার্ক নাই, একথা আমি মুখ্য-মন্ত্রীকে আগেও বলেছি এবং আমি চাই যে এই সব জিনিষ যদি আমার ইটের প্রয়োজন হয়, একটা বিলডিং তুলব, অথচ সেই বিলডিং এর জন্য ওরা বলবেন যে সিমেন্ট নাই, রড নাই, তাহলে আমি ইট কিনব কেন? ৩ বছর আগের কেনা ইট আমি ইউটিলাইজ করতে পারছি না, সেই ইটে শেওলা পড়ে গিয়েছে, তারপরেও ইট কেনা হচ্ছে। কারণটা কি? কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। সুতরাং এভাবে নয় ছয় করার কোন যুক্তিকতা নাই। আমরা যা করতে পারি, সেটা যেন করি। আর একথা বলার কোন অর্থ হয় না যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত ২৭ বছরে কিছু হয় নি। এই কথা আমি বলছিও না। কিন্তু অর্থনীতি কি বলে, সত্যিই যদি ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি বা অগ্রগতি হয়ে থাকে, তাহলে প্রতি বছর ১২ লক্ষ মানুষকে ত্রানের আওতায় আনতে হয় না। এটা দুঃখের কথা যে কত বাড়ছে-আর কত কমছে এটা না বলেও এই কথা বলা যায় যে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ অবহেলিত, গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ কিছুই পাচ্ছে না। সুতরাং সেদিকে যেন বাজেটের টাকা খরচ হয় এবং বাজেটের টাকাটাকে যাতে সমগ্র ত্রিপুরার মানুষের জন্য আমাদের সরকার খরচ করেন, তার জন্যই আমাকে এই সব কথা বলতে হয়েছে। এই কথা বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাইনর ইরিগেশান পি, ডাবলিউ, ডি, বলার আছে একটা কথা আপনাকে বলছি স্যার। আমার এখানে কুমারঘাট থেকে এসেছে—কুমারঘাটের প্রধান উজ্জল বাবু এসে বলেছেন যে সেখানে রেশন নাই আর টি, আর-এর ওয়ার্ক নাই আর জি, আর-তো নাই-ই। এই অবস্থাটা আগে জানিয়ে রাখলাম। আর ফটিকরায় হাসপাতালে একটুও ঔষধ নাই, ভেটেরনারী হাসপাতালে ঔষধ নাই। কুমার-ঘাটে এক ফোঁটা ঔষধ নাই, মানুষ মরে যাবে স্যার, এই অবস্থটা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বক্তৃতা করার আগে একটা কথা বলছি যে চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। জেনারেল ডিসকাশানে আমি বলেছিলাম, কোন কোন মন্ত্রী বলেছেন যে এই সমস্ত কথার মধ্যে কোন সত্যতা নাই। আমি সেজন্যই বলছি—একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানেন যে সায়দাবাড়ীতে স্লুইস গেট-কাম-এম্বেকমেনট —যেটা মনোরঞ্জন বাবু এখন স্বাস্থ্য মন্ত্রী, উনি যখন ডেঃ স্পীকার ছিলেন সেই সময় এটার কাজ আরম্ভ হয়। কাজ আরম্ভ করার পর ৪২ হাজার টাকা খরচা করার পর একটা স্লুইস গেট হল ফ্লাড প্রটেকশান করার জন্য। কিন্তু স্লুইস গেটেই ফ্লাড প্রটেকশান হয় না, সংগে সংগে এম্বেকমেনট দরকার। সেই এম্বেকমেনট মাননীয় কৃষি মন্ত্রী যিনি কথায় কথায় বলেন যে আমাদের কথা ঠিক নয়—উনার কাছে অনেকবার বলা হয়েছে। চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে, মাইনর ইরিগেশানের সুপারিনটেনডেন্টের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। মনোরঞ্জন বাবু ডেপুটি স্পীকার কবে ছিলেন? আমার আবার সেই সব তারিখ টারিখ মনে থাকে না। আজ পর্য্যন্ত সেই ৪২ হাজার টাকার ওয়ার্কটা পড়ে রয়েছে, শেষ হয় নাই। কাজে কাজেই মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট কি ধরণের কাজ করে এটা আপনি একটু খোঁজ করে দেখবেন। এবং আমাদের কথায় সত্যতা নেই—মাননীয় মন্ত্রী যদি অস্বীকার করেন ঐখানে করার ইচ্ছা নেই তাহলে বলার কিছু নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইনর ইরিগেশানের কাজ সম্পর্কে আমি জেনারেল ডিসকাশানের সময় বলেছি, আমি এখনও আবার বলছি। মাইনর ইরিগেশান কৈলাশহরের অবস্থা। ক'টা স্কীম নিয়েছে সত্যি কথা। স্যার, এই চণ্ডীপুর কনষ্টিটিউয়েন্সীতে একটা মাইনর ইরিগেশান স্কীম আছে কাবলীকুড়ায়। সেটার অবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মশাই যদি ইনকোয়ারী করে রিপোর্ট দেন তাহলে বুঝা যাবে আমাদের কথা কতটুকু সত্য আর উনাদের কথা কতটুকু সত্য। রাতাছড়া কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে একটা মাইনর ইরিগেশান স্কীম, লিফট ইরিগেশানের স্কীম আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কত সময় বলবেন?

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমি এমনিতেই টায়ার্ড, আমি বেশী সময় বলব না।

মিঃ স্পীকার :— না, আপনি টাইম বলুন আমাকে, টাইম এলট করতে হবে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— না স্যার, আমি বেশী সময় বলব না। রাতাছড়ার কথা বলছিলাম যে সেটার মেসিন আছে। ইলেকট্রিক লাইনও আছে। লোক আছে কন্টিজেনসীতে। কিন্তু জল নাই, আসল কথা হল জল, জল নাই। কাগজে সব কিছুই আছে জলের কোন সুযোগ সুবিধা নাই। কুমারঘাটেও নাই—কুমারঘাট মাইনর ইরিগেশানের মধ্যে পড়ে না। কারণ এটা ব্লক থেকে দিয়েছে একটা ২০ হর্স পাওয়ারের মেসিন। মাননীয় এগ্রিকালচার মন্ত্রী দিয়েছেন সেজন্য উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মুসকিল হয়েছে স্যার, ইলেকট্রিক লাইন দিয়ে আসবে তারপর মাইনর ইরিগেশানের সুপারভিশানে। বি, ডি, ও,র কাছে হলে কিছু করতে পারতাম। কিন্তু মাইনর ইরিগেশানে যে গিয়েছে সেই বাবুদের পাওয়া যায় না—আগরতলায়। আর মাইনর ইরিগেশানের যিনি মন্ত্রী খোদ মন্ত্রী—বড় মন্ত্রী, কাজেই এটা আমাদের আওতায় পাওয়া কষ্ট। ছোট ছোট মন্ত্রীর কাছে হলে পারতাম। ঐ বড় মন্ত্রীতো আওতায় পাই না। কাজে,কাজেই লোক আছে, পাম্পার নাই, পাওয়ার আছে লোক নাই, পাওয়ার আছে মেসিন বন্ধ—এই অবস্থায় জল পাওয়া যায় না। আর একটা বড় কথা হচ্ছে মাইনর ইরিগেশানের বড় একটা ত্রুটি হচ্ছে—আমরা আবার টেকনেসিয়ান নই। ধরুন একটা মেসিন—এটা স্বাভাবিক যে মেসিন দিয়ে জল আসবে, তার একটা ওয়াসার নস্ট হয়ে গেল। এখন এই ওয়াসার আনতে গিয়ে একটা ওয়াসার মেকসিমাম আট আনা থেকে এক টাকা হতে পারে। এখন সেই ওয়াসারের জন্য সেংশান লাগবে। বড় মন্ত্রীর অধস্তন কর্ম্মচারী সুপারিন্টেনডেন্টের সেংশান লাগবে। এক টাকার ওয়াসার লাগিয়ে দিলেই জল পেত এখানে। ঐ যে গল্প আছে স্যার—আগুন লেগেছে পুলিশ গেল। বলল যে জলের ব্যবস্থা করতে হবে। আই, জি, পি, বললেন যে ১১টা মাটির কলসী পাঠাও। এখন সেই কলসী এল ১১ দিন পর। এখন আগুন লেগেছে পুলিশে ইনফর্ম করলে ফায়ার ব্রিগেড জল নিয়ে আসবে। তারাতো রিপোর্ট করে দিল আই, জি, পি,র কাছে, আই, জি, পি, বললেন যে ঠিক আছে ১১টা মাটির কলসী এখানে পাঠিয়ে দাও। সেই মাটির কলসী এল ১১ দিন পরে। ঠিক এই অবস্থা মাইনর ইরিগেশানে। একটা ওয়াসার একজন কর্মচারী কিনতে পারে না এমনি একটা আইন, আমি জানি না এই ধরণের আইন দিয়ে কি করে সাধারণ মানুষ জল পাবে, কি করে কাজ পাবে। সাধারণ এক টাকা বা ১-২৫ টাকার জন্য যদি সুপারিন্টেনডেন্টের পার্মিশান লাগে, মন্ত্রীর পার্মিশান লাগে তাহলে কি করে কাজ হবে। আরও আছে স্যার, আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—তিলকপুরে প্লেনিংএ একটা মাইনর ইরিগেশানের স্কীম ছিল, লিফট ইরিগেশানের স্কীম ছিল। সেটা লক্ষ্মীপুরে করা হয়েছিল। করার পর আজ দুই বছর দেখলাম এটা উঠে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাস করেছিলাম অফিসারকে কি ব্যাপার এবং এটা একবার বিধান সভার কমিটিতে বলেছিলাম। তখন উনি জাষ্টিফিকেশান দিলেন যে এখানে নাকি জল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সেখানে একবার ইনকোয়ারী করে মেজারমেন্ট ইত্যাদি করে প্লেনিংয়ের কাছে দেয় তারপর সেটা এপ্রুভ হয়। কিন্তু দুই বছর পর বলা হল যে এটা হবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—হবে না কেন? যে জল পাওয়া যায় না। মাইনর ইরিগেশানে জল পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্লক থেকে ২০ হর্স পাওয়ার মেসিন দিয়ে লক্ষ্মীছড়ায় তিলকপুরের কাছে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধ আজকের কথা নয়। এখনতো বৃষ্টি হচ্ছে যখন ড্রট ছিল তখন সারা দেশে ড্রট ছিল। তখন বাঁধ দিয়ে ২০ হর্স পাওয়ার মেসিন দিয়ে জল এত বেশী হল সেখানে বাঁধ

ভেঙ্গে দিতে হয়েছে। এবং সেখানে নীচে আর একটা বাঁধ দিতে হয়েছে সেখানে আর একটা পাম্প মেশিন দিয়ে তিলকপুর, ঋষভপুর পাথিরবাধ এইসব জায়গায় জল নিয়ে ইরিগেশান করা হল। কিন্তু মাইনর ইরিগেশন বললে যে জল পাওয়া যায় না। এই ডিপার্টমেন্ট কোন দেবতার সৃষ্টি আমি জানি না। তারা যে কিভাবে কাজ করতে চায় এবং তারা ত্রিপুরার মানুষের কি উপকার করতে চায় সেটা আমি বলতে পারছি না। স্যার, আপনিও জানেন, এই সত্তর মিঞার হাউরের ঘটনাটা—এইটা তো আপনি স্যার, ভাল জানেন। এখানে প্রত্যেক বছর বন্যা হয় এবং বন্যার ফলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় এবং কি অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বলে শেষ করা যায় না। সেখানে এই এলাকাটা নাকি ২৬ স্কোয়ার মাইল এবং সেখানে ৫ হাজার একর জমি আছে। সেই একটা হাওরে, কৈলাশহরের মধ্যে সব চেয়ে বড় হাওর, সেই হাওরে ধান হলে পরে কৈলাশহরে সেইটা সারপ্লাস হয়ে যায়। সেই হাওড়টা সম্পর্কে মাননীয় বড় মন্ত্রী উনি নিজেই বলেছিলেন যে সেখানে একটা স্লুইস গেট করে দেবেন। কিন্তু আজকে তিনটি বছর হয়ে গেল কেন স্লুইস গেট হলো না। বরং এখানে আর কারোর কোন অফিসারের দেখা পাই না। কাজেই এই যে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট, এইটা কেন হলো না এবং কবে হবে, এই ভাওতা আর কতদিন চলবে, এইটার আমি জবাব চাই। কেন হবে না? এইখানের লোকেরা কি লেভির ধান দেয় নাই? তারা কি এ দেশের মানুষ নয়? অথচ আগরতলা শহরের চারিদিকে মাইনর ইরিগেশনের নামে হৈ হৈ চলছে, বড় বড় এ্যানব্যাংকমেন্ট হচ্ছে ফ্লাড প্রটেকশনের জন্য। কিন্তু যেখানে ফসল হবে, ত্রিপুরার মানুষের প্রধানত: যে কৃষি সেই ফসলটা যেখানে হবে সেখানে যে একটা স্লুইস গেট যে হওয়া দরকার সেইদিকে উনাদের নজর নেই। পাম্প সেটা সম্পর্কে ঠিক একই অবস্থা। যদিও এইটা মাইনর ইরিগেশনে পড়ে না এইটা হচ্ছে ইলেকট্রিফিকেশন। আমি অফিসারদেরকে বলেছি কি ব্যাপার, আপনারা জল দিচ্ছেন না? সেই অফিসার বললো যে, স্যার, ইলেকট্রিফিকেশনের কোন সুবিধা আমাদের এখানে নেই। লাইন আমরা সময় মত পাই না। এখন কথা হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি আমাদের আছে সেইটা দিয়ে আমাদের কাজ চলছে তো? আমরা দেখছি আগরতলা শহরে রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় খুটি বসিয়েছে ঐদিকে কিছু কমিয়ে গ্রামে কিছু দেওয়ার তো ব্যবস্থা উনারা করতে পারতেন। ইলেকট্রিকের অভাবে যেখানে মেশিনগুলি চলতে পারছে না এবং এই মেসিনগুলি না চলায় তারা জল দিতে পারছে না। এইদিকে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমি জানি না। কাজেই এই যে পরিকল্পনা উনারা করেছেন, আমি বলেছিলাম যে বাজেটকে আমরা সমর্থন করি কিন্তু কাজকর্মকে মোটেই সমর্থন করি না। কারণ একটার সংগে একটার কোন লিঙ্ক নেই তো। কোনটার সংগে কোনটার সামঞ্জস্য থাকলে পরে আমার দেশের মানুষ বাঁচবে, উপকৃত হবে, এইদিকে কোন চিন্তাভাবনা আমাদের নেই। তাই আমার বক্তব্য অন্তত:পক্ষে যেখানে মাইনর ইরিগেশন আছে সেখানে শহরে একটু কমিয়ে গ্রামাঞ্চলে কিছু দিলে ভাল হয়। যাতে মেসিনগুলি হঠাৎ করে বন্ধ না হয়ে যায় সেই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। সেইটার একটা ব্যবস্থা করুন। পি, ডবলিউ ডি, সম্পর্কে দুই একটা কথা আমি বলছি যে ইদানিংকালে এই খরার সময়ে, আজকে আমি এসেছি স্যার, কুমারঘাট থেকে, সেখানে দেখে এলাম এই খরা থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য পি, ডবলিউ ফর্ম নং ১১ কাজ দেওয়া হচ্ছে।

এই কাজটা স্যার, শিক্ষিত বেকারদেরই পাওয়ার কথা। কিন্তু আমি সেখানে দেখে আসলাম, শিক্ষিত বেকার একজনও নেই। যারা কোন দিন লেখাপড়া করে নাই, যারা নাকি কনফার্মড দলের লোক, যারা নাকি বক্তার দলের লোক তারাই পেয়েছে। এই খরার দিনে মানুষের উপকারের জন্য যে কাজগুলি করা হচ্ছে এই কাজগুলি কি হবে না হবে আমি বুঝতে পারছি না। রাস্তা সম্পর্কে স্যার, আমি গত বাজেট সেশনে বলেছিলাম যে গ্রামাঞ্চলে রাস্তা নাই। আমি রাস্তার মন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি যে আপনি এই বিলাসপুর কনস্টিটিউয়েনসিতে গিয়ে দেখুন যে সেখানে কয়টা রাস্তা দিয়েছেন। এইটা দেখে আসুন। আমি আরেকটা রাস্তার কথা বলছি যে ঐ সোনাইছড়ি, কৈলাশহর, কুমারঘাট রোড থেকে হালামমুন্সী পর্য্যন্ত গিয়েছে, সেই রাস্তাটা নাকি পি, ডবলিউ. ডিকে হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটা ছড়া আছে। যেহেতু এখন এইটা বড় মন্ত্রীর কাছে গিয়েছে যদি এইটা পি, ডবলিউ, ডির কাছে না যেত তাহলে একটা ব্রিজ বা অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারতাম, বি, ডি, ওকে অনুরোধ করে বা ছোট মন্ত্রীকে অনুরোধ করে। কিন্তু এখন সেই রাস্তা তো তিন চার বছরের মধ্যেও হবে না। উপরন্তু আরেকটা রাস্তা পি, ডবলিউকে হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছে। তাতে হয়েছে কি? এখন সেই রাস্তা দিয়ে বর্ষার সময় লোকেরা যেতে পারে না। উনারা তো তিন বছরের মধ্যে কোন রাস্তা করেন নি। উপরন্তু যে সমস্ত রাস্তা আগে ব্লক করতো সেইটা এখন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এই ভাবে একটা সুপরিকল্পিত ভাবে আমার কনসটিটিউয়েনসিতে কাজ চলছে। আমি বহুবার অনুরোধ করেছি, সেই রাস্তা সম্পর্কে আমার এলাকার পি, ডবলিউ, ডির ওয়ার্ক সম্পর্কে দুই একটা চিঠিও দিয়েছি। ইনি এই রাস্তাটা পি, ডবলিউ, ডি থেকে নিয়ে ব্লকের কাছে নিয়ে কাজ করতে পারছেন না। এই ধরণের একটা সুপরিকল্পিত ভাবে আমার কন্সটিটিউশানের ওয়ার্ক হচ্ছে না। সুপরিকল্পিত ভাবে মানে কোন দিক দিয়ে কারোর কোন সাহায্য না নিয়ে কাজ করতে না পারা যায় তার ব্যবস্থা উনি করেছেন। ওটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ডিপার্টমেন্ট। কাজে কাজেই এই ধরণের অবস্থা যেখানে সেখানে কাজ কি হবে? বহুবার অনুরোধ করেছি। তিনি বলেছেন সেই রাস্তার সম্পর্কে, আমার এলাকায় পি, ডবলিউ, ডি, ওয়ার্ক সম্পর্কে, এক দু'টি স্কীম নয়, সেভারেল স্কীম, নানা বিধ স্কীম, যে ইঞ্জিনীয়ার সে ডিউটিতে কেন এসেছে—আমার কাছে ডকুমেন্ট আছে কিন্তু সেগুলি আমি আনি নাই, তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছি। পরে এনে দেব। দেখবেন সেখানে কি অবস্থার সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, শুধু এখানে কেন, ফটিকরায়, শনিছড়া, দুধপুর এই সব এলাকায় জিনিষপত্রের অভাবে ব্রীজ করতে পারছে না, কাজে কাজেই

(রেড লাইট)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় নেই। আপনি শেষ করুন তাড়াতাড়ি। আপনি বসে পড়ুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—স্যার লাল বাতি তো এমনিতেই জলছে। আর আসতে পারব বলে আশা হয় না। কাজেই ২/৪টা বলে যাই। এক রাস্তা ফটিকরায়—ধুমাছড়া একটা রাস্তা। ১৯৭২ সনে একটা কাজ হয়েছিল। এর পরে আর হয় নি। সেই রাস্তাটা ধলেশ্বরের রাস্তার থেকে গুরুত্ব কম নয়। কুমারঘাট—ফটিকরায় হইয়া ইটনা যে রাস্তা ভায়া দুলুগাঁও সেই

রাস্তাটা কি এই সমস্ত রাস্তার চেয়ে গুরুত্ব কম? কাজেই এইগুলি কেন হয়? পয়সা নাই? এই কথা তো উনি কোনদিন বলেন নি। পয়সা যদি না থাকে তাহলে কুমারঘাট ধর্মনগর ডিভিশান, আম্বাসা ডিভিশান এইগুলি না করলেও চলত। এইগুলিতে অফিস করার জন্য অফিসার, বড় বড় অফিসার পাঠানো হয় কেন? বড় বড় টেকনোসিয়ান আনা হয় কেন? তারা যে আসছেন তাদের দিয়ে তো কাজ করতে হবে। ঠিক সেরকম ব্যবস্থা যেখানে সেই-খানে বক্তব্য আর কি রাখব? সর্বশেষে একটা কথা তুলে ধরছি স্যার, এই যে রাস্তার কাজ করানো হয়েছে আমি মাননীয় এই কৃষি মন্ত্রীকে, কমুনিটি ডেভেলাপমেন্ট উনার কাছে বলদি যে একটা রাস্তা টি, আর, ওয়ার্ক হয়েছে। আমি আজই আসলাম। টি, আর, ওয়ার্ক হচ্ছে, সেখানে কিছু কাজ হয় নাই। কোন কাজ নাই। টাকা লোপাট হচ্ছে। এটা অ্যানকোয়েরী করবেন কি? ঐ পি, ডবলিউ, ডি, উনি করবেন কি না, যা আমরা দাবী করছি। কুমার-ঘাটে খরাত্রান সম্পর্কে বীজ ধান দেওয়া হয়েছে, সেই বীজ ধান জনৈক অফিসার গ্রামঞ্চলে সেইটা বিক্রি করে থাকলে...

(ভয়েস—মন্ত্রীতো নেই)

না থাকলে কি হবে? আমার কথা আমি বলে যাব। আমার কথা আমি বলে যাই। আমি দাবী করছি, আমি চাই এই বীজ ধান বিক্রী করেছে এটার এনকোয়ারী এবং টেষ্ট রিলিফের টাকার এনকোয়ারী করা হোক এটা আমি দাবী করছি। এই সব দাবী করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আই উড কল নাও আনারেবল মিনিষ্টার ইন-চার্জ...

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু সময় চেয়েছিলাম।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সময় খুবই অল্প।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—কিন্তু স্যার, আমি সময় চেয়েছিলাম চেয়ারের কাছে। কিন্তু যারা চায় নি তারা পেয়েছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—বলুন। বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্ত্ত বিভাগ এবং সঙ্গে ক্ষুদ্র জল সেচ এই ডিপার্টমেন্ট গুলির উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি চেষ্টা করব খুব অল্প সময়ে শেষ করতে। আপনি আমায় বলতে দিন। আপনি তো প্রথমে আমাকে বলতেই দেন নি। এখন বলতে আরম্ভ করলে কখন আবার আমায় বসিয়ে দেবেন...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আরো অনেকে বক্তব্য রেখেছেন। তারা এই ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করতে গিয়ে পি, ডবলিউ, ডি, ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তারা সাজেশান রেখেছেন জনস্বার্থের খাতিরে। কোথায় কোথায় কি গলদ আছে এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট নামটা এখানে আমার মনে হয় জনকল্যাণমূলক কাজ করার একটা ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু ইংরেজের আমলে যখন জনকল্যাণমূলক কাজের বালাই ছিল না অর্থাৎ এই ডিপাটমেন্ট শুধু বড় বড় রাজপথ, প্রাসাদ, অট্টালিকা, বড় বড় রাস্তা, সেট্টা মানুষের চাকুরীর জন্য, মানুষের উন্নয়নের জন্য গ্রামীন রাস্তা ঘাট স্কুলে যাবার সুবিধার জন্য গ্রামীন রাস্তাঘাট। কিংবা মাইনর ইরিগেশান করে গ্রামের

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য কিছুই ছিল না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটাকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট নাম দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় ধাপ্পা দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যে কাজ রয়েল ফেমিলির সুযোগ সুবিধার জন্য, যে কাজ শাসনটাকে অব্যাহত রাখার জন্য যে রাস্তাগুলি করার দরকার ছিল, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভের সুযোগ সুবিধার জন্য তাই করা হয়েছে। তাই এই ডিপার্টমেন্ট মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্যই, বোধ হয় পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম স্বাধীনতার পরে সেই ত্রুটিগুলি যথাযথভাবে দূর করা হবে। আমার মনে হয় যে নিজের থেকে যে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পি, ডবলিউ ডি, এর যে গুরুত্ব আছে সেই দিক দিয়ে যথাযথ ভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে না, এবং স্যার, গ্রামীন উন্নতির জন্য যতটা চিন্তা করে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার কথা ছিল, সেটাকে রূপ দেবার জন্য সে দিকে নজর রাখা হয় নি। আজকে আরো একটা হল পি, ডব্লিও ডিপার্টমেন্ট শহরে নালা, বিশেষ বিশেষ এলাকার উন্নয়নের জন্য দু'তিন হাত লম্বা ড্রেন করা হয়। কিন্তু এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই যে জমি পি, ডব্লিও, ডি, এর আওতারে সেখানে প্রায় ২,৫০০ একর ৩,০০০ একর জমি বৎসরের পর বৎসর সাধারণ এলাকার মানুষ দাবী করছে ১০/২০ বছর যাবত যে আমাদের এখানে একটা শ্লুইস গেট যাতে করে দেওয়া হয়। যাতে ধানের ক্ষতি না করে গ্রামকে উন্নতি করা। ৩/৪ হাজার টাকা। সেখানে আজকে ১৫ বছর যাবত তারা দাবী করে আসছে সেখানে ৪/৫ হাজার টাকা খরচ করার মত কোন সুযোগ সুবিধা হচ্ছে না। অথচ এই টাকা খরচ করলে সেখানে হাজার হাজার মানুষ একটি ফসলও অনিশ্চিত ফসলের মধ্যে যেমন বুরো ফসল প্রতি বছর যেটা হয়, বন্যায় নষ্ট খরায় নষ্ট করে দেয়। সেটা হত না, আপনাদের দেখা উচিত ছিল, সমাজবাদের দৃষ্টি ভঙ্গী যদি থাকত তাহলে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট এটার নামের যদি মূল্য রাখার চেষ্টা থাকত, এই দিকে যদি চেষ্টা না রাখা হয় তাহলে আমার মনে হয় সমাজবাদের দৃষ্টী ভঙ্গীর সঠিক মূল্য থাকবে না। কাজেই আজকে আমরা দেখছি, আজকে যে একটা গ্রামীন রাস্তা যেমন গোলাঘাটি রাস্তা এই রকম বহু রাস্তা গোলাঘাটির রাস্তার কথা আমি শুধু বলি নাই। এই রকম বহু রাস্তা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে। এখন অবশ্য গোলাঘাটীর রাস্তা সোলিং হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত দেখা গেছে মানুষ কত কষ্ট পেয়েছে, তারা স্কুল কলেজে আসতে অসুবিধায় কষ্ট পেয়েছে, এই গ্রামের মানুষ যখন তারা তাদের ফসল নিয়ে, পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেত তখন তারা অকথ্য কষ্ট স্বীকার করেছে। গ্রামের মেয়েরা যখন—আজকে আমরা আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষ পালন করছি, আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষের নামে বহু কীর্ত্তন করছি কিন্তু আজকে সেখানে আমাদের গ্রামের মেয়েরা লাকড়ি মাথায় করে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় বাজারে আসে। সেই সময় পথের মাঝে ভাঙ্গা জায়গাতে জল জমে থাকার জন্য সেই কাপড় বাঁচাতে গিয়ে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে ফেলল। কিংবা অনেক সময় দেখা যায় আমি এটা বলব—গ্রামের মানুষের কথা শুনতে ভাল লাগবে না, এটা সত্যির কথা। গ্রামের মানুষ স্বভাবতই আমরা গ্রামের মানুষের কথা বলছি। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা গ্রামের মানুষের সঙ্গে পথে ঘুরেছি।

পিছে পিছে ঘুরছি। এই যে গ্রামে ব্লকের উপরে শত শত মাইলের রাস্তা সেগুলির মেরামতির অভাবে ভেঙ্গে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে পড়েছে। শতকরা ৮০ ভাগ লোক, টোটেল পপুলেশনের ৮০ পারসেণ্ট লোক গ্রামে বাস করে। তারা কৃষক, শ্রমিক, মজুর প্রভৃতি। সেই মানুষগুলির জন্য রাস্তা মেরামত করা হয় না। ব্রীজ ভেঙ্গে থাকার ফলে, পাম্পসেটের অভাবে যেখানে জল জমে থাকে, সেখানে স্কুল থেকে আরম্ভ করে গর্ভবতী মহিলা কিংবা রুগ্ন শিশু পর্য্যন্ত অসুবিধায় পড়ছে। কিন্তু সেদিকে কোন নজর রাখা হচ্ছে না। এই রকম আজকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের জনকল্যাণমূলক কাজ যে মানসিকতা নিয়ে করা উচিত ছিল সেই মানসিকতার একেবারে অভাব। আমি মনে করি যে, পাবলিক শতকরা ১০ ভগে লোকের দিকে যতটুকু নজর দেয়া হচ্ছে, শতকরা ১০ ভাগের দিকে ঠিক ততখানি নজর দেয়া হচ্ছে না। এইদিকে দৃষ্টি নাই। যদি থাকত তাহলে আজকে গ্রামের রাস্তার এই অবস্থা হত না। সরকারী ব্লকে নির্ম্মাণ রাস্তা, তৎকালীন-ব্লকের নির্মিত রাস্তাগুলি কদর্য অবস্থায় পড়ে আছে মেণ্টেনেন্সের অভাবে। কারণ ব্লকে ফাণ্ড নেই। পি, উবলিউ, ডি, আজকে বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে কদর্য অবস্থা ধরে। এই কদয রাস্তা দিয়ে ততধিক কদর্য অবস্থায় সাধারণ মানুষ আজকে বিপন্ন বিপর্য্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু স্যার, কোন প্রতিকার নেই। আজকে এই অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। ট্রাইবেল অঞ্চলের কথা আমি বলতে পারি ঠিক একই হাল। কাজেই এই যদি আজকে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপাটমেণ্টের কাজের নমুনা হয় তাহলে আমি বলব যে এটা জনকল্যাণমূলক কাজের নামের কলঙ্ক। এইটার নাম হওয়া উচিত ছিল রুরেল ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট। আজকে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি কতক কতক জায়গায় পি, ডবলি, ডি, কাজ করছে বড় বড় বিলডিং করছে। সেখানে গ্রামে হাজার স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুল, আজকে সেই সমস্ত স্কুলগুলির শতকরা ৬০টার অবস্থা শোচনীয়। কাজেই তাদের মর্মান্তিক অবস্থা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ততোধিক মর্ম্মান্তিকভাবে উদাসীন। সেই দুরবস্থার কারণে রাস্তায় ঘাটে পি, ডবলিউ, ডি, এর কনস্ট্রাকশান না থাকার ফলে টেবিল, টেবিল চুরি হচ্ছে, রৌদ্র বৃষ্টিতে সেখানে ছেলেদের পড়াশুণা হচ্ছে না এবং এই অবস্থার ফলে তারা কোন রকম এনকারেজমেণ্ট পাচ্ছে না, কোন রকম পরিবেশ পাচ্ছে না লেখাপড়া শেখানোর মত, তাতে গ্রামের ছেলেপেলেদের শিক্ষার যে মান সেই মান নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও রাস্তার মাঝপথে যে একটা স্পান পাইপ এর অভাবে যেখানে রাস্তায় কাঁদা হয়ে গেল সেই দুরবস্থার জন্য টাউন থেকে কলেজে পড়া যে ছেলেটি অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিবেবেশে যে বর্ণ এণ্ড ব্রট আপ সেই ছেলেটি চাকরি পেয়ে যখন অনুন্নত এলাকায় গেল যে পরিবেশে সে অভ্যস্ত নয়, সে কি করে নালা পেরিয়ে রাস্তার এই কাঁদা ভেঙে স্কুল যায়, যার জন্য সে ফাঁকি দেয় কিংবা মাসে দুদিন গিয়ে সে বাকী দিনগুলির দস্তখত দেয়। তার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ কে হয়? ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। এ আমরা দেখি না তা নয়, আমরা দেখেও নির্লজ্জের মত অসত্য ভাষণ আমরা দিয়ে যাই। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের ধারক এবং বাহক আমরা, গ্রামের মানুষকে আমরা উদ্ধার করে ফেলব। সুতরাং আজকে যে গভর্ণমেণ্ট এই অব্যবস্থাগুলি দেখেন না তাদের নেতৃত্ব দাবী করার এবং ওদের বাহক বলে দাবী করার কোন অধিকার নাই। সুতরাং এই অব্যবস্থাগুলি অচিরেই দূর হওয়া দরকার।

গ্রামের মানুষ অজকে অনেক সময়েই রাস্তাঘাটের অভাবে তাদের পণ্য বাজারে বেশী দামে বিক্রী করতে বাধ্য হয়, কারণ সেটা বয়ে নিয়ে যেতে তার যে খরচ পড়ে সেই খরচের দরুণই এই বেশী দাম পাড়ে যায়। অনেক সময় গ্রামে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার যাচ্ছে না, কেন যাচ্ছে না ? এই বর্বরিকৃত রাস্তায় ভদ্রলোকের ছেলে কি যেতে পারে ? তার জন্য গ্রামে তারা যাচ্ছে না। সুতরাং শহরে এই যে বড় বড় ইমারত, রাস্তা যা নাকি চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় তা থেকে সেই অন্ধকার গ্রাম যেখানে রাস্তা নেই, শহরের জনজীবনের সঙ্গে তাল রেখে কিছুই নেই সেখানে তারা যাবে কেন ? আজকে যারা আলোর মানুষ তারা যদি অন্ধকারের মানুষের কাছে গিয়ে আলো পৌঁছে না দিতে পারে তাহলে গ্রামের মানুষ এগিয়ে আসবে কি করে। শুধু ফাঁকা বুলিতে তো হবে না। সুতরাং আজকে পি, ডবলিউ, ডি, মানুষের কতটুকু উপকার করছে। এখানে একটা কথা খুব সুন্দরভাবে বলা আছে যে একটা সংগঠিত উন্নত ব্যবস্থা হল সড়ক ব্যবস্থা যা নাকি একটা দেশের ধমনী। কিন্তু এই ধমনীর কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো জীবন শেষ। ভাষা পড়ে মনে হয় না জানি কি ? কিন্তু এই ধমনীর কাজ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে জীবন শেষ। কিন্তু আজকে এই ধমনীর মাঝপথে কাটা পড়ে গেছে। তাহলে গ্রামীণ জীবন শেষ এই ধমনী কাটার ফলে। এই ধমনীকে সুন্দর রাখা হয় নি। সুতরাং আজকে পি, ডাবলিউ, ডি, এর কাজের দু একটা নমুনা আমি উল্লেখ করতে চাই যে এটা সত্যি কথা যে অনুন্নত ত্রিপুরা রাজ্যে অল্প সময়ের মধ্যে যে সমস্ত রাস্তাঘাট এই পর্যন্ত গড়ে উঠেছে তার জন্য প্রশংসা পেতে পারে এমন লোক পি, ডবলিউ, ডি,তে অভাব নেই। কিন্তু চুরি বাটপাড়া করে শুধু প্রমোশন নিয়ে গেছে জুয়েলিং করে জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়ে এমন লোকেরও অভাব নেই। আমি বলছি জনস্বার্থের খাতিরে পরবর্তী সময়ে আমি যাদের কথা উল্লেখ করলাম তাদেরকে ছাঁটাই করে গ্রামীণ জীবন যাতে সুন্দর করে গড়া যায় এই মানসিকতা নিয়ে যেন তাঁরা কর্তব্যে এগিয়ে আসেন। মহারাণীতে একটা হস্পিটাল বিল্ডিং হয়েছে, ৭২ সনে কম্পলিট হয়েছে। তারপর টেণ্ডার কল করা হল, সেখানে ডাক্তারদের কোয়ার্টার, সেটা ১৯৭৪ সালে শেষ হয়ে গেছে। এখন টেণ্ডার কল করা হবে বোধ হয় ওয়াটার সাপ্লাই এর। ১৯৭২ থেকে আজকে ৭৫, এই পর্যন্ত বিভিন্ন ষ্টেজে এই কাজটা হল, আর ১৯৭২ এর যেটা শেষ হয়ে গেল তার মেণ্টেনেন্সের জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই যে ডিলাটরী প্রসেস, তার ফলে আজ পর্যন্ত যেটা তারা বেনিফিট পাওয়ার কথা ছিল সেটা তারা পেল না। আমি বলি তারা বলতে পারে সিমেণ্টের অভাব, তারা বলতে পারে সিমেণ্টের অভাব, তারা বলতে লোহা লক্করের অভাব, সেখানে আমি বলব যে গরীবের ঘোড়া রোগ না পুষে, বড় বড় ইমারতের স্বপ্ন না দেখে এই ত্রিপুরাতে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়, পার্শ্ববর্তী আসামেও কাঠ পাওয়া যায়, সবই বড় বড় বিল্ডিং হতে হবে এমন কোন কথা নাই, সেখানে উডেন কনষ্ট্রাকশন দিয়েই কাজ চালানো যায়। সেখানে জনতার যত সর্বনাশই করুক, কনট্রাক্টারের পারসেণ্টেজ, বা কোন কোন বাবুদের পারসেণ্টেজ হয়ত কিছু কম হবে এবং তার জন্য যতই দিন যাবে ততই কিন্তু পাওয়ার লাইনটা ঠিকই থেকে যাবে। কিন্তু এই পি, ডবলিউ, ডি, এর দরুণ জনসাধারণের যে দুর্ভোগ হচ্ছে সেদিকে কোন খেয়াল নেই। কেন ৫ বছর যাবে ? বলবেন,

সিমেন্ট নাই, এই নাই, সে নাই। তাহলে কেন উডেন কন্‌ট্রাক্‌শান করছেন না? যদি আসামের রাজশাসন চলতে পারে উডেন কন্‌ষ্ট্রাক্‌শানের ছোট ছোট ঘরে, যদি হিমাচল প্রদেশে উডেন কন্‌ষ্ট্রাক্‌শানের ঘরে রাজ কার্য্য চল্‌তে পারে, ত্রিপুরা রাজ্যে চলবে না কেন? বড় বড় ইমারত, বড় বড় পাকা বিলডিং হতে হবে, তার কোন মানে আছে? আমরা যদি উডেন কন্‌ষ্ট্রাকশান করি, তাহলে সময়ও কম লাগবে। শুধু তাই নয়, তাতে করে আমাদের ফরেষ্ট বেস ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি নানাভাবে ডেভেলাপ্‌ড হতে পারে এবং তাতে করে আমাদের জনসাধারণেও উপকার হতে পারে। তারপর উদয়পুরে অমরসাগর বলে একটা সাগর আছে, সেই অমর সাগরে ফিসারী ডিপার্টমেন্ট এ্যাক্‌সকেভেশনের জন্য প্রায় ৮ থেকে ৯ লক্ষ টাকা দিয়েছে এবং সেই ৮/৯ লক্ষ টাকার কাজ একটি মাত্র কন্‌ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়েছে এবং সে এই বছর কাজ আরম্ভ করেছে। এখন বৃষ্টি এসে গিয়েছে এবং এই বছরের জন্য কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ বৃষ্টি এলে পর নূতন মাটিগুলি আবার ঘুরে ফিরে আগের জায়গায় এসে সীল্‌ড হয়ে যাবে এবং আগামী বছরে এই সীল্‌ড করা মাটি আবার এ্যাক্‌সকেভেশন করতে হবে। সে যথেষ্ট লেবার পাবে না, কারণ এমনিতে ত্রিপুরা রাজ্যে লেবার সর্ট আছে। সুতরাং আস্তে আস্তে কাজ করবে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত অমর সাগর একটা টাকার সাগর হয়ে যাবে, সেটা হবে অফুরন্ত। অর্থাৎ প্রতি বছর কাজ আরম্ভ হবে, বৃষ্টি আসবে আমার সীল্‌ড হয়ে যাবে এভাবে চল্‌ছে। কাজেই এটা কি পি, ডবলিউ, ডির জানা নেই যে ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ লক্ষ টাকার একটা কাজ, এত বড় একটা দীঘি একটা মাত্র কন্‌ট্রাক্টারকে দিলে পর, তার পক্ষে এত লেবার সংগ্রহ করে একটা সীজনে সেটা করানো সম্ভব নয় এবং জেনেও তাকে অন্যায় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার মনে হয় এই ধরনের কাজ করানো হচ্ছে। এছাড়াও বলতে পারি যে সাবরুম হাই স্কুলের কন্‌ষ্ট্রাকশন, শ্রীনগর হাই স্কুলের কন্‌ষ্ট্রাক্‌শান এবং ব্রজেন্দ্রনগর হাই স্কুলের কন্‌ষ্ট্রাকশানের ব্যাপারে যথেষ্ট গাফিলতি করা হচ্ছে আর তার জন্য আজকে ছাত্রদের আন্দোলন থেকে সব কিছু করার উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত বলতে পারি, গত ১৯৬৯এ তালতলা হাই স্কুল বলে একটা স্কুল আছে বামুটিয়া অঞ্চলে সেটা পোড়া গিয়েছে এবং সেই স্কুল রিকনষ্ট্রাক্‌শানের জন্য ছেলেরা বহুবার বহু রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে কিন্তু আজ অবধি সেটার কন্‌ষ্ট্রাক্‌শান হয় নি। আজ থেকে আড়াই বছর আগে একবার কন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের কাজ ধরা হয়েছিল। কিন্তু সেটা এখন পর্য্যন্ত কমপ্লিট করা হয় নি। আমি তার জন্য পি, ডবলিউ, ডিকে বলেছি এবং ডাইরেক্টার অব এডুকেশানকে সংগে নিয়ে দেখিয়েছি। সবাই বলেছেন যে হয়ে যাবে। ছেলেরা সেজন্য দুই বার আন্দোলন করেছে, একবার অনশন করেছে আর একবার ক্লাশ বর্জন করেছে। কিন্তু তার কোন প্রতিকার নাই। তেমনি গান্ধীগ্রাম বামুটিয়া হয়ে ফটিকছড়া যে রাস্তা, সে রাস্তা মাননীয় পি, ডবলিউ, ডি মিনিষ্টার দেখেছেন যে তার কি দুরাবস্থা। সেই রাস্তা দিয়ে কোন ভদ্রলোক জুতা নিয়ে যাবে না, জুতার কষ্ট করে বলে মনে মনে করি। জুতার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে, এমন সেই রাস্তা গরীব মানুষের কথা বলে লাভ নেই, রাস্তা বাদ দিয়ে তাদের জঙ্গল দিয়ে হেটে যেতে হয়। এই হল অবস্থা। অথচ এই কথা জানার পর বা দেখার পর আর কোন প্রতিকার নাই যেখানে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মানুষে তাদের দৈনন্দিন প্রায়োজনে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বা প্রতিটি জিনিষের জন্য এই

আগরতলার উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই হাট-বাজার করে বা লেবার দিয়ে, জিনিষপত্র বেচা-কেনা করে বা স্কুল কলেজ করে সেখানকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষই এই আগরতলার সঙ্গে জড়িত। অথচ এই রাস্তাটার এই হাল বহুদিন যাবত, সেদিকে কোন নজর নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর সঙ্গে আজকে আরও কয়েকটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেট আলোচনা শেষ করছি, শুধু আবেদন রাখব যে এই প্রশাসন. আমার একটা বিশ্বাস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে সমাজবাদের কথা অনেকেই বলেছেন এবং সমাজবাদ বলতে যে কি বুঝায়, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না আমাদের কথায়, এই রকম একটা কিছু আমার মনে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ যে বললাম গ্রামের একটা স্পান পাইপের জন্য যেখানে প্রসূতি রাস্তায় প্রসব করতে বাধ্য হয়, সেখানে অল্প রোগী রাস্তায় আচার খেয়ে তার জটিলতা বাড়িয়ে দেয়, যেখানে গামছা পড়া লোক. গামছা খুলতে বাধ্য হয়, আর সেই গামছা খুলে ফেললো যে মান শেষ, আর ঐ মেয়েদের শাড়ী বাঁচাতে ইজ্জত শেষ, এই যেখাতে অবস্থা সেখানে ইজ্জত রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে সমাজবাদ এবং সেই কর্ত্তব্য পালন করা হচ্ছে সমাজবাদের কর্ত্তব্য। আমি আশা করব তিনি এর গুরুত্ব এবং গভীরতা উপলব্ধি করবেন এবং সেই অনুযায়ী ডিপার্টমেন্টকে পরিচালনা করবেন। অফিসারদের যে মানসিকতা অর্থাৎ বুর্জ্জুয়া টাইপের অফিসার যারা আছেন, তাদের বুর্জ্জুয়া মানসিকতা কাট-ছাঁট করে তাদের মধ্যে যাতে মানসিকতা আসে, তার জন্য সমাজবাদীরা অবশ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাদের আসার আগে, মাননীয় মন্ত্রীদের আগে আসতে হবে। কারণ তাদের দেখে ত তারা শিখবে। সুতরাং আমি আশা করব, এই লাইনে সত্যিকারের সমাজবাদ আসবে। আর এই সংগে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে বিলোনিয়ার রাজনগর হয়ে একিমপুর রাস্তার দুরবস্থা, কিম্বা বগাফার নিকটে কাঠালিয়াছড়া ক্যাম্প হয়ে নতুনবাজার অমরপুর যে রাস্তা, সেটা পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা, তার সলিং অনেক-দিন হয় উঠে গিয়েছে এবং সে রাস্তা মানুষ হাটার অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে। কিম্বা ঐ বগাফা থেকে আর একটি রাস্তা সেটা তৈনানি থেকে উদয়পুর, তার দুরবস্থা। জনস্বার্থের খাতিরেই এই রাস্তাগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কারণ এই রাস্তাগুলির সংগে ট্রাইবেল তথা গ্রামের মানুষের অর্থনীতি বলুন, সামাজিক বলুন সব কিছুই নির্ভর করছে। সুতরাং সে দিক থেকে এই রাস্তাগুলির প্রতি তিনি যেন একটু নজর রাখেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— এখন সময় নাই

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার এখনও দেড় ঘণ্টা সময় আছে, আমি স্যার. দুর্নীতির কথা আর বলব না. কারণ এসব বলে আমি আর আপনাদের অপ্রিয় হতে চাই না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসে এসেছে সেগুলি আন্তরিক ভাবে সমর্থন জানাচ্ছি। তবে সমর্থন জানাবার সংগে সংগে আমি আমাদের পি, ডবলিউ, ডি, মিনিষ্টার তথা মুখ্যমন্ত্রী উনাকে আমি অনুরোধ জানাব যে শুধু আগরতলা সহরের দিকে তাকিয়ে

থাকলেই চলবে না। কারণ উনি সব সময় হাউসে গ্রামের মানুষ-এর কথা বলতে গিয়ে বলেন যে গণতন্ত্র গ্রামের মানুষই রক্ষা করে। কাজেই গ্রামের দিকে দেখবার জন্য উনাকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ জানাচ্ছি। আসল কথা হল আমরা যারা আছি আমাদেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হতে সুরু করে আমরা প্রায় সবাই পাকা রাস্তায় শুধু হাটিই না পাকা দালানে আমরা ঘুমাই। আমরা মরলেও পাকা চুলায় আমাদের পুড়াবে। তারপর আমাদের ছাই ভস্মের উপরেও পাকা দালান উঠবে। কিন্তু গ্রামের মানুষ হাটতে পারে না, গ্রামের মানুষ মাটির রাস্তায় হাটতে পারে না। আমি দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কারণ সারা ত্রিপুরার ব্যাপার নিয়ে মাননীয় সদস্য প্রফুল্ল বাবু কালীবাবু সুবল বিশ্বাস উনারা আলোচনা করেছেন। আমি সেখানকার কথা বলছি সেখানকার কথা আমাদের প্রতি মন্ত্রী মনছুর আলী সাহেব উনি জানেন। আমি আমার এলাকার উদাহরণ দিয়ে বলছি যে বিশালগড়র থেকে একটা রাস্তা কামথানার দিকে গিয়েছে। গত তিন বছর যাবত বাজেটে সেই রাস্তার টাকা এলট করা হচ্ছে কিন্তু সেই টাকা খরচা হচ্ছে বনমালীপুর নইলে,কৃষ্ণনগরে। কারণ ঐ সমস্ত জায়গায় পি, ডবলিও, ডি, ছাড়াও কিছু কিছু রাস্তা হয়। আগরতলা টাউনের রাস্তা মিউনিসিপ্যালিটি কনষ্ট্রাকশান করছে। হয় পাকা ড্রেন সব কিছু পাকা হচ্ছে নয় বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাতে পাকা রাস্তায় পা দিতে পারেন না সেদিকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য রাখছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাতে পাকা রাস্তায় পা দিতে পারেন না—অতএব এটা স্বাভাবিক। নয় উনার সংগে যারা আছেন উনারাও বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাতে পাকা রাস্তায় পা দিতে পারেন সেদিকেও লক্ষ্য আছে। কিন্তু কোথাও আমি এমনতো দেখি না যে গ্রামের মানুষ কাঁচা রাস্তা দিয়ে হাটতে পারে সেই ব্যবস্থা উনি করছেন—সেটাতো নাই। আমি একটা রাস্তার কথা উল্লেখ করছি মনছুর আলী সাহেবকে বলেছি উনি জানেন সেই রাস্তা সোনামুড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তার কি অবস্থা মানুষতো হাটা দূরে থাকুক কুকুর বিড়ালেও হাটতে পারে না। এই হাউসে বলছি সুপারিন্টেডেণ্ড ইঞ্জিনীয়ার (Second circle) উনার সততা সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নেই। উনিও জানেন উনিও দেখেছেন। কাজেই উদের কাছ থেকে আমরা আশা করি যে উনারা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। তেমনি আর একটা রাস্তা আছে বিশালগড় থেকে গোলাঘাটি—আমরা উপজাতি, সিডিউলড কাষ্ট তাদের সুযোগ সুবিধার কথা বলি হাউসে দাঁড়িয়ে। উরা মাথায় করে চাল নিয়ে বাজারে বিক্রী করে অথচ বাজারের জিনিষ আনবে সেই ব্যবস্থাও নাই। লাইটতো দূরের কথা। পি. ডবলিও, ডি,র বাজেটে আছে লাইটের আলাপ আলোচনা করা হয়েছে। এই রাস্তার ব্যাপারে যেখানে আমরা উপজাতির জন্য আমরা ল্যাণ্ড রিফর্ম বিল পাশ করছি। কিন্তু কাজের কাজ আমরা কিছু করতে পারছি না। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব—ট্যাকনিক্যালী এই ডিফিকালটিজ আছে এই সব কথা বলে যেন গ্রামের মানুষকে বঞ্চনা করা না হয়। দীর্ঘ ২৭ বছর মুখে আমরা যাই বলি—আমরা গ্রামের মানুষকে খাওয়াব কিন্তু খাওয়াবেন কি করে? খাবার আনবেন কি করে? রাস্তা কোথায়? কোন রাস্তা দিয়ে তারা আসবে? এইগুলি মাইকে দাঁড়িয়ে বলা যায়। কারণ উনারা আগরতলার, মাঁরা আগরতলার। আগরতলা থেকে যখন যায় তখন ক্র্যাশ মেসেজ যায় টু দি এস, ডি, ও, বা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যে মুখ্যমন্ত্রী আসছে রাতারাতি ব্রীজ করতে হবে। মনছুর আলী

সাহেব মিনিষ্টার যাচ্ছেন রাতারাতি রাস্তা করতে হবে পাকা রাস্তা বানাতে হবে জীপ গাড়ীর জন্য পাকা রাস্তা বানাতে হবে। মন্ত্রী বাহাদুর চলে এলেন জীপও চলে এল পিছনে পিছনে। এই হল গণতন্ত্রের নমুনা এই আমরা গণতন্ত্রের পূজারী এই আমরা গ্রামের মানুষের জন্য কাজ করছি। কাজেই আমি আন্তরিকভাবে ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করলেও আমি এটা বলব যে আপনারা করুন, যেখানে যা দরকার, মুখ্যমন্ত্রী যাবেন মন্ত্রীরা যাবেন ভি, আই, পি.রা যাবেন পাকা রাস্তা করুন। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আছে মাথা ভারী এডমিনিষ্ট্রেশান—পি, ডবলিও. ডি, আছে এরা এগুলো করুন। আমাদের কোন আপত্তি না'। কিন্তু গ্রামের মানুষ ঘর থেকে বেড়িয়ে অফিস করার মত ব্যবস্থা করুন। তাদের কাপড় উরুর উপর উঠে তারপর যেন কাপড় মাথায় তুলতে না হয় সেদিকে উনারা লক্ষ্য রাখুন। সেদিকে উদের লক্ষ্য নেই। আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলছি আমি আর বেশী কিছু বলব না। আমি দুর্নীতির কথা বলব না, যদিও পি, ডবলিও, ডি, একটা দুর্নীতির আড্ডা। দুর্নীতির সম্পর্কে ল্যান্ড রিফর্মের উপর পুরোপুরি বলব। ইন্দ্রনগর-নোয়াবাদী একটা রাস্তা হবে।
এই রাস্তা ৪০ ফুট হলে চলে সেখানে ১২০ ফুট এক্যোয়ার করা হল ন্যাশনেল হাই ওয়ে নয়। তারপর ইঞ্জিনীয়াররা গেলেন ইঞ্জিনীয়াররা অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললেন যে এই রাস্তা ছোট করলেও চলবে। তথাপি একজনকে টাকা দিতে হবে। এখন পি, ডাবলিউ, ডি, বাজেট পাশ করাতে গিয়ে কোন কোন হুমড়া চোমড়া কিম্বা কোন দালালকে যদি ল্যাণ্ড এক্যুইজিশান বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা একট্রা মুনাফা পাইয়ে দিতে হয় তাহলে কি সেটা করাপশান নয়! সেটা কি চুরি নয়! যে সমস্ত অফিসাররা জড়িত কিম্বা যে সমস্ত রাজনীতিবিদরা জড়িত তারা কি চোর নয় তারা কি করাপশানকে প্রশ্রয় দেয় না? করাপশান আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? আমি এই ব্যাপারে পুরোপুরি এক্সপ্ল্যান করব ল্যাণ্ড রেভিনিও ডিমাণ্ড যখন আসবে তখন। কাজেই আমি বলছি এই পি, ডাবলিও, ডি,র টাকার অর্ধেক যেন ল্যাণ্ড একুইজিশানে না যায়। এইভাবে নুতন রাস্তা আপনারা করবেন না। আগরতলার রাস্তার উপর পাঁচ বছরে ২/৩ বার হয়। গ্রামের রাস্তায় ৫ বছরে একবার মাটি ফেলেন। বছর বছর মাটি দিন। এই বলে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মনছুর আলী।

শ্রীমনস্‌ুর আলী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনেক মাননীয় সদস্য মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সদস্য বলেছেন যে আমি কাল যে সব বক্তব্য রেখেছি তার হিসাবটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে অস্থায়ী বাঁধের মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত কাজ করেছি সেটাই বলেছি। এবং মাইনর ইরিগেশান কাজ কিছুই করে নাই, এই কথাই বলেছি, করে নাই এই কথাটা ঠিক নয়, সেটাই আমি বলতে চেয়েছি। হয়ত আমি তাদের মত গুছিয়ে সব বলতে পারি না যে জন্য কোন কোন সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমার কথা ছিল কৃষি বিভাগে অস্থায়ী বাঁধের মাধ্যমে ৪৪,৩৩০ একর জমিতে এবং ওভারফ্লোতে আমরা ৬,৯০০টি ওভারফ্লো করেছি এবং ,৭,৭৪০ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছি। ১৫ অশ্বশক্তি পাম্প সেট দিয়ে

আমরা ৩,০০১ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছি এবং ভর্তুকি দিয়ে পাম্প সেট আমরা ১৬,০৩৫ একর, ৫ ও ৩ অশ্বশক্তি পাম্প সেট জনসাধারণকে বিলি করেছিলাম তার মাধ্যমে ৮,১০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। তাছাড়া ভাড়ার জন্য সরকারের ১৮০টা মেসিন আছে। তা দিয়ে আমরা ৯০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছি। আমরা মাইনর ইরিগেশানের মাধ্যমে ২,৭৫১ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছি। সর্ব্বমোট ৬৬,৮২১ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করেছি এবং এটা স্থায়ী এবং অস্থায়ী। আর আমি বলছি যে নানা রকম অসুবিধা আমাদের আছে এবং যে কথা অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন যে ডিজেলের দাম বেড়েছে, মবিলের দাম বেড়েছে। আমরা ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে সরকার এই থেকে এই সমস্ত জিনিষ দিয়ে পাম্প সেট চালিয়েছিলাম। বর্তমানে সরকারের যে সমস্ত পাম্প সেট আছে—৫ অশ্বশক্তি পাম্প সেটগুলি আমরা ভাড়া নেওয়ার জন্য ব্লককে নির্দেশ দিয়েছি। যারা ভাড়া নেয়, ৪ টাকা করে ভাড়া আর যেগুলি বড় বড় পাম্পসেট আছে সেগুলি আমরা আমাদের তরফ থেকে অপারেটার এবং মেন্টেনেন্স আমরা করব। শুধু ডিজেলের এবং মবিলের খরচা কৃষকেরা দেয়। সেই হিসাবে অনেক কৃষক খরচার জন্য বা মনোযোগের অভাবে অনেক কৃষকের আগ্রহ হয় না। এই জন্য কিছু কিছু মেসিন অন্যত্র নিয়েছি। এবং যে কথা সাব্রুমের কালীদা বার বার বলেছেন যে ক'টা মেসিন ছিল, কেন সেগুলি নেওয়া হয়েছে? যেখানে মানুষের আগ্রহ নেয় না পয়সার অভাবেই হউক আর যে কোন কারণেই হউক করতে চায় না। সেজন্যই আমরা সেই সমস্ত মেসিন সেই সব জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়েছি। এবং সেই সমস্ত দিক দিয়ে কিছু মানুষের যে আর্থিক দুরবস্থা আছে তারা নিতে পারে না এই কথা আমরা অস্বীকার করছি না। এবং আজকে মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে আমরা পারছি এই কথা আমি বলছি না। আমরা সব সময় বলছি আমাদের আর্থিক সংকট আছে। যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেশের কথা চিন্তা করা হয়, ত্রিপুরার যে বাজেট হচ্ছে মাইনর ইরিগেশনের সেটা ২৩ লক্ষ টাকার। এই কথা কালকেও বলেছি যে ২৩ লক্ষ টাকা মাইনর ইরিগেশনের জন্য তার মধ্যে গোমতী বা বড় বড় নদীর বাঁধও আছে। আমরা যদি ঠিক মত কাজ করতে যাই তাহলে ২৩টা মাঠে যদি আমরা ওভারফ্লো করি তাহলেই ২৩ লক্ষ টাকায় কুলায় না। এই টাকা দিয়ে আমরা কতটুকু করতে পারি। প্রতি বছর আমাদের টাকার যে অবস্থা তাতে আমরা আজকে ত্রিপুরার সংগে সমতা রেখে, ত্রিপুরার মানুষের যে রকম চাহিদা তা আমরা পুরণ করতে পেরেছি তা আমি বলি না। আমি বার বার বলেছি, আমি জানি ত্রিপুরায় অনেক জলের কাজের দরকার এবং সাধারণ কৃষকের উপকারের জন্য আমরা যদি জলসেচের ঠিক ঠিক ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরার কৃষকের উন্নতি হবে না। তদুপরি ত্রিপুরার মানুষের খাওয়া পড়ার সুযোগ থাকবে না। তার কারণ ত্রিপুরা এমন একটা জায়গা যে জায়গায় আমরা শুধু কৃষক দেখছি আমরা অন্য কোন জিনিষে উপর নির্ভরশীল হতে পারি নাই। কারণ আমরা এখানে কোন ইণ্ডাস্ট্রি বা বড় বড় কলকারখানা আমরা করতে পারি নাই। কাজেই এইটার উপর আমাদেরকে বাঁচতে হবে, ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচাতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মাইনর ইরিগেশন যে কত দরকার সেইটা আমি নিজে, আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা আমার কথা কতটুকু বুঝেছেন কিন্তু এইটা আমি জানি যে আজকে ত্রিপুরার মানুষের জলের অনেক

প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ততটুকু পারি নাই। তবে আমি বলেছিলাম যে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। যেহেতু টাকার সংকুলান হয় না বলে আমরা পাশাপাশি কাজ করতে পারি নাই। তাহলেও আমরা গ্রামের মানুষের কাছে ছোট ছোট ছড়া, নালা এবং বাঁধ দিয়ে তাদের উপকার করতে চেষ্টা করেছি। আজকে মাননীয় সদস্য গোপীনাথ ভাই বলেছেন যে ধুমা ছড়াতে একটা স্লুইচ গেট নয় নাই, উনি চেয়েছিলেন। আমি যতটুকু জানি, আমি ধুমাছড়ায় গিয়েছি ঐ ছড়ার পারে পারে হেঁটেছি সেইটা তখন ইনভেষ্টিগেশন করে দেখেছি যে সেখানে জমির পরিমাণ বা টেকনিকেল পয়েন্ট থেকে বলা হয়েছে যে সেইটা ঠিক হয় নি। ভাই গোপীনাথ বলেছে যে স্লুইচ গেট যদি না হয় অন্তত: একটা পাম্পসেট দেওয়ার জন্য। আমি তাকে বলেছি যে পাম্পসেট যদি সত্যিই সেখানে কাজের হয় তাহলে নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। তারপর গোপীনাথ ভাই বলেছে যে সেখানে অভারফ্লো হবে, যদি হয় তবে সেইটার বরিংএর জন্য টাকা লাগবে বা উঠাতে যদি টাকা লাগে তাহলে আমি দেবো। আমি এই কথা বলি যে আমরা কৃষি বিভাগ থেকে প্রতি বৎসর ২০টা করে প্রত্যেক ব্লকে টেষ্ট করার কথা আছে, বোরিং করে জল পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করার কথা আছে। সেই ২০ টা হয়েছে কি না ছাওমনু ব্লকে আমি জানি না। যদি না হয়ে থাকে বা যদি হয়ে থাকে আমি কথা দিতে পারি যে ভাই গোপীনাথের টাকা দিতে হবে না, টাকা সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে দুই চারটা জায়গা আমাদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর গোপীনাথ ভাই বলেছে লাল ছড়ার কথা সেখানে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে।

তাতে মানুষের কোন উপকার হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতটুকু জানি এখানে একটা কাচ্চা ডোবার মত জায়গা আছে সেই জায়গাটা থেকে নালা করে জলটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে ওখানে কৃষকরা জলের ব্যবস্থা করতে পারে সেই জন্য ৫৩ হাজার টাকা খরচ করে একটা নালা করা হয়েছে। এই নালা করার ফলে সেই নালা দিয়ে প্রতি বৎসর জল ঢুকে কিন্তু আবার পৈলটা যখন পড়ে তখন ভরে যায়। বৎসর বৎসর সেইটাকে পরিষ্কার করতে হয়। সেইটা সরকার থেকে অনেক সময় করে। এইবার সেই নালাটা করার জন্য ৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি জানি না, এই নালাটা কি উপকারে আসবে। আমার মনে হয় খরচ করলে থাকবে না। কারণ এই নালাটা এর আগেই করা উচিত ছিল। যে ৯ হাজার টাকা এখন মাইনর ইরিগেশন খরচ করতে চাইছেন সেইটা যদি আরও দুই মাস আগে খরচ হতো তাহলে সেখানে ফসল হতো। কিন্তু আজকে যদি ৯ হাজার টাকা খরচ করে সেইটাতে ফসল হবে না। কারণ এই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এইটা করলে সেইটা ভরে যাবে। তাই আমি বলতে চাই যে এই টাকাটা যখন আমাদের খরচ করতে হবে তাহলে বৎসরের প্রথম দিকে করা উচিত। কারণ কাজে না লাগলে শুধু মাটি কাটার জন্য টাকা খরচ করার কোন সার্থকতা নেই। সেইজন্য আমি চিন্তা করে দেখেছি এই ৯ হাজার টাকা নালার জন্য আরও আগে খরচ করা উচিত ছিল। মাননীয় সদস্য চন্দ্র শেখর দত্ত বলেছেন মহামায়া ছড়ার কথা। আমি গিয়েছিলাম। আমি অনেক মাঠে গিয়েছি তার এবং ইনভেষ্টীগেশনও হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকে হয় নাই, আমি জানি না চন্দ্রশেখর ভাই আমার উপর রাগ করবে কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইনভেষ্টীগেশন ডিপার্টমেন্ট বলে যে

ওখানে বাঁধ দিতে হবে কিন্তু ওখানকার পাবলিক বলে যে না এইখানে। এই করে সেই বাঁধের কাজটা এখন বন্ধ আছে। মাননীয় সদস্ত বলেছেন লুঙাছড়ার কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লুঙা ছড়াতে আমরা ১৫ হস পাওয়ারের পাম্প আজকে থেকে ৫ বৎসর আগে সেখানে নিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা বলেছিলাম যে এই নালাটার দক্ষিণ পারে জল দেওয়া হবে। কিন্তু ওখানকার মানুষ আমাদেরকে বসাতে দিল না। বললো যে সব দিক দিয়ে জলের ব্যবস্থা করতে হবে তা না হলে আমরা বসাতে দিব না। এই হলো অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লুঙাছড়ায় এই বাঁধটা আরও অনেক আগে হতে পারতো কিন্তু সেইটা হয় নাই। মহামায়ার কথা চন্দ্রশেখর ভাই বলেছে, সেখানে কোনখানে হবে সেই জায়গাটা তারা সিদ্ধান্ত করবে স্যার।- তারপর ভাই সুবল, একটা জায়গার কথা বলেছেন আমি সেইটা অস্বীকার করি না। কিন্তু—

ডাঃ **বিনোদবিহারী দাস** :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে সুবল ভাই, চন্দ্রশেখর ভাই, ভাই গোপীনাথ ইত্যাদি তিনি এইভাবে বলতে পারেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্তকে উনি স্নেহ করে বলতে গিয়ে "ভাই" বলেছেন আর কি।

শ্রীমনছুর আলী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্ত যে জায়গার কথা বলেছেন সেখানে একটা স্লুইস গেট হয়েছে কিন্তু বাঁধটা এখনও হয় না। কেন বাঁধ হয় নাই সেইটার কারণ এখন আমার জানা নেই। তবে সত্তর মিঞার হাওড়ের কথা বলেছেন আমি যতটুকু জানি, আমি ভাই সুবলের সংগে গিয়েছিলাম তখনকার সময়ের আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও আমাদের সংগে ছিলেন। একটা বিরাট এরীয়া বলে জল যায়। এই সমস্ত জিনিষ চিন্তা করে এই যে রাস্তাটা হয়েছে, ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রাস্তাটা হয়েছে। এই রাস্তাটা হওয়ার ফলে অনেক বেচে যাবে। স্লুইস গেটটা কোথায় হবে, এবং হলে পরে কিরকম সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে এই সমস্ত জিনিস চিন্তা করে এই রাস্তাটা এখানে করা হয়েছে। মাননীয় সদস্ত ভাই সুবল, তাঁর যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যে অনেক যুক্তিকতা আছে। ওড়িয়া হাওয়ার যদি আমরা রক্ষা করতে পারি—বিরাট একটা মাঠ—। এটাকে রক্ষা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। এবং আমি নিজে সেখানে ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে যাব পরীক্ষা করার জন্য। আমার বিশ্বাস রাস্তাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আর মাননীয় সদস্য মৌলানা সাহেবের একটা কথা আমার কালকে মনে ছিল না যে তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে ১৯৬৪ ইংরেজী তারিখে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ীতে। তখন স্লুইস গেটের কথা বলেছেন। তা আমি দেখেছি সেটার খুব প্রয়োজন। কিন্তু তখনকার সময়ে যে স্লুইস গেট করার কথা তখন ত্রিপুরা সরকারের স্যাংশানের ক্ষমতা ছিল না। এখন সরকার সেটার মঞ্জুরী দিয়েছেন। এখন ভারত সরকারের মঞ্জুরী পাওয়ার পরে আমাদের কাজ আরম্ভ হবে। যার ফলে এটা অনেক দেরী হয়ে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্য বর্তমানে ষ্টেটহুড হওয়ার ফলে আমরা বিচার বিবেচনা করে হয়তো আরম্ভ হতে কিছুটা দেরী হতে পারে। আগে যে বাঁধের কথা বলেছিলেন এইটা এখানে বাঁধ হবে, না স্লুইস গেট হবে এই দু'টির মধ্যে কোন জিনিসটা হবে তার জন্ত এটা

সিলেক্ট করতে কিছুটা সময় লাগছে। যেটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে ঐ ঘটনাটা মৌলানা সাহেবের বাড়ীর ঘটনাটা, মৌলানা সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ আমি নিজে যাব সেখানে ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এবং যতটুকু সম্ভব যদি করার কোন রকম অসুবিধা না থাকে তাহলে আমরা চেষ্টা করব যাতে এটা হয়। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন এখানে। তাঁরা বিভিন্ন এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁরা যেহেতু বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই তাঁদের নিজেদের এলাকার সম্পর্কে কথা বলার অধিকার আছে। আমরা যখন সবাই এক সাথে মিলিত হই তখন আলোচনাও চলতে পারে। সেই আলোচনায় বিভিন্ন জায়গার কথাও আলোচনা হতে পারে। তাঁরা বিভিন্ন জায়গার কথা উপস্থাপিত করতে পারেন। একটা কথা আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই যে মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি এসেছে মনসুর আলী সাহেব তার জবাব দিয়েছে। আমি এই সম্পর্কে বেশী কথা বলতে চাই না। রাস্তাঘাট সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যকে সবাই জানেন। এবং যে কথা হচ্ছে সেটা প্রায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কথা হচ্ছে ধরে নেয়া যায়। বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধি এসেছেন এবং তাঁরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। আমরা স্বভাবতঃই যার যার এলাকার কথা একটু বেশী আসবে। আমাদের সবারই ত্রিপুরার কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখতে পাব আজকে আমাদের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে আর কতটুকু বা আমরা পিছিয়ে আছি। সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত যে ত্রিপুরা অনেক পিছিয়ে আছে বিভিন্ন দিক থেকে। তবে আমি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম, রাস্তাঘাটের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের পরিসংখ্যানের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা পিছিয়ে নেই। বরং অ্যাভারেজ অনুসারে আমাদের অনেক বেশী রাস্তাঘাট হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের আমি একথা বলতে পারতাম যে আমাদের সেচ পরিকল্পনাগুলি যেভাবে—আমাদের এই ত্রিপুরার রাজ্যে অবস্থা এমন একটা জায়গায়, এমন একটি অবস্থার মধ্যে যে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত আমাদের সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের যতই আগ্রহ থাকুক না, আমরা যদি কাজগুলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, আমরা যেভাবে অগ্রসর হতে চাই, কিন্তু সরকারের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি সম্ভবপর হয় না। কারণ বিভিন্ন দিক থেকে বাঁধা আসে, বিভিন্ন রকমের বাঁধা এসে যায়। মাননীয় সদস্যরা একমত হবেন কি না এই কথা মনসুর সাহেব বলেছেন যে গ্রামের মানুষ—স্বভাবতই আমাদের এলাকায় একটু বেশী হোক এই ধরণের কথাও শুনেছি। আমাদের কাছে যে প্রশ্ন এসেছে, কোন এলাকায় বেশী হল কেন ? কেন অন্য এলাকায় বেশী হল না ? এটা আমাদের সামগ্রিকভাবে আমাদের ত্রিপুরার বিধান সভায় আলোচনা করে দেখব। আমরা সামগ্রিকভাবে এটা দেখতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তাঘাট সম্পর্কে যতগুলির রাস্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আমার যতটুকু জানা আছে—বিশালগড় বামুটিয়া এইসব ধরণের যেসব কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সাব্রুমের কথা, হয়তো

মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন আমি নিজে গিয়েছিলাম, আমি বলেছি কেন হল না, সেটা আমাদের দেখতে হবে। মাননীয় সদস্যরা ওঁরা অনেক পথ রয়েছে যেভাবে এই প্রশ্ন করা যায়, এখানে যেভাবে আলোচনা চলে, তাতে কথা শোনা যায় যে ডিভিশানগুলি বন্ধ করা উচিত। কাজ হয়না কিছু। কেহ কেহ বলছেন ব্লকগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না কেন ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন যে ব্লকের কতকগুলি ষ্টেপ আছে যে যখন ব্লকের কাজগুলি নরম্যাল ষ্টেজে এসে যায় এবং তার সঙ্গে ব্লকের অফিসার, অ্যামপ্লয়ী সবাই সেখানে এসে যায়। এবং আমাদের রেস্পনসিবিলিটি হয়ে যায়। আমরা বাদ দিতে পারি। আজকে পি, ডবলিউ, ডি, ডিভিশান যে হয়েছে তা নির্ভর করে ওয়ার্ক লোডের উপর। এবং জাষ্টিফিকেশান না থাকলে ডিভিশান ওপেন করতে পারেন না। কাজের পরিমাণ এর উপর, টাকার অঙ্কের উপর বেশী নির্ভর করে। এবং সেভাবে ডিভিশান হয়। এবং কোন ডিভিশানে কতটা কাজ হয়েছে না হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। আমরা বলছিনা একথা যেসব জায়গায় ঠিকভাবে হয়েছে এবং সবার প্রতি জাষ্টিস করা গেছে এই কথাও বলছিনা। শুধু আমি বলতে চাইছি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থা থেকে খুব ধীরে হলেও আমরা এগিয়ে চলেছি। যেভাবে ডিভিশনগুলির সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিল না সেখানে ডিভিশনগুলি সঙ্গে আমাদের সংযোগের ব্যবস্থাটা প্রায় কম্প্লিট হয়ে গেছে। একটি মাত্র জায়গা, তাও অম্পি দিয়ে ঘুরে যাওয়া যায়। কৈলাসহর বিলোনীয়াতেও রাস্তা আছে, অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার কথা আছে, কৈলাসহরে রাস্তা আছে এবং সেখানে আমাদের চেষ্টা রয়েছে যে এই রাস্তাগুলি শর্টকাট করব না কি আমরা গ্রামের রাস্তার দিকে আরও জোর দেব। যেগুলির সঙ্গে সমস্ত মহকুমা হেডকোয়াটারগুলির যোগাযোগ, যেখানে যাঁরা কাজ করবে সেখান থেকে তাদের বেড়িয়ে আসতে হয়, কিংবা বিভিন্ন জায়গায় যাদের যাতায়াত করতে হয় সেখানে এত ঘুরে যাওয়া অপব্যয় নিশ্চয়ই হয়। সেজন্য আমাদের লক্ষ্য থাকে যে অন্তত: এই দিকটা আমরা আগে করি। আমাদের এখানে যখন পার্টিশান হয়ে গেল তখন আমাদের এখানে কোন রাস্তা ছিল না বেরিয়ে যাবার। মহারাজার আমলে আমরা দেখেছি, রেল লাইন ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক জায়গা থেকে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সেখানে যেতে পারলাম না পার্টিশানে ফলে। তখন যে টাকা খরচ হয়েছে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য সেই টাকায় হয়ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের রাস্তা অনেকখানি হয়ে যেতে পারত। আজকে যদি আমরা যেসব যোগাযোগ ব্যবস্থা মহকুমা হেডকোয়াটারগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা না গ্রামের দিকে আমরা রাস্তা করতাম তাহলে গ্রামের মানুষের উন্নতি হত। কিন্তু গ্রামের মানুষের সেই অভিযোগ আবার থাকত যে আমরা আজকে করেছি, আমাদের বেরুবার কোন জায়গা নাই। কাজেই আজকে কোন কাজটা আগে করতে হবে সেটা দেখতে হবে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন এষ্টাব্লিসমেন্টের খরচটা বাড়ছে কিভাবে। ফার্ষ্ট প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান সেই সমস্ত প্ল্যানের টাকা সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট দিচ্ছেন কিন্তু প্ল্যানের পরের বারেই আবার নন্-প্ল্যানে চলে আসছে এবং সেটা হল ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব। এতদিন পর্য্যন্ত ভাবতে হয় নি। কারণ এটা ইউনিয়ন

টেরিটরি ছিল। আমাদের এখানে ষ্টেট হওয়ার পর আমাদের ভাবতে হচ্ছে যে এই যে সমস্ত ষ্টাফ, এমন কি বলতে পারেন যে কতগুলি স্কীম আছে যেগুলি সেন্ট্রাল স্কীম সেগুলি ৩ | ৪ বছর চলেছে, সেন্ট্রাল থেকে টাকা দিয়েছে। বলেছেন পরে যে টাকা নাই, আর দেওয়া যাবে না। তখন দেখা গেল যে কতগুলি কর্মচারী যাদের কথা আমরা বলি, তারা বেকার হয়ে গেল, তাদের অ্যাবজর্ব করতে হবে, নিত্য নুতন বেকার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অ্যাবজর্ব করতে হবে। উপায় নাই, ত্রিপুরায় এটা ছাড়া আর উপায় নাই। কারণ একটি মাত্র জায়গা যেখানে গভর্ণমেন্ট সাহায্য করতে পারে। মাষ্টার দিতে হবে না হয় কেরাণী বানাতে হবে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নাই, এখন পর্যন্ত খোলা হয় নি। কাজেই সেখানে দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের নিজেদের মানসিকতা আমরাই নিজেদের নিয়েই ভূগছি। আমরা ত্রিপুরার মানুষ, আমাদের মানসিকতা এই ক্ষুদ্র জায়গায় থাকার জন্য আমাদের একটা জায়গায় আমাদের লক্ষ্য, গভর্ণমেন্ট সার্ভিসটা, যার ফলে আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিছু ট্রেনিং দিয়ে ইণ্ডাষ্ট্রি করানো যায় কি না। কিন্তু তাতেও যে সাড়াটা আমরা পেয়েছি, খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তার কারণটা হল এই যে যে মানসিকতায় তারা গড়ে উঠেছে, যদি আজকে একটা ইণ্ডাষ্ট্রী থাকত, ৩।৪টা ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারত তাহলে এদের মানসিকতা হয়ত অন্যরকম হত যে আমার কাজ খালি আছে, ঐ দিকেই আমি চেষ্টা করতে পারি। কাজেই আজকে কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, ভাগ্যে আমাদের যা আছে আমরা তা মেনে নিয়েই অগ্রসর হতে চাই। অর্থাৎ যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়েছি তার মধ্যে দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। মাননীয় সদস্যরা উদ্বেগ বোধ করবেন যে যতটা আগ্রহ নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছেন মানুষের কাজ করার জন্য অন্তত: তাদের নিজেদের এলাকার উন্নয়নের জন্য, আমরা যারা দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে সরকারে আছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্ভাগ্যক্রমে বলছি এই জন্য যে মাননীয় সদস্যরা ভাবছেন যে ওঁরা কি সুখে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এই কথা বলতে চাই, বরঞ্চ দুর্ভাগ্য এই জন্য বলছি যে আক্রমনটা আমাদের দিকে লক্ষ্য করে হয়। এটা সবাই করবে, কারণ যেহেতু আমাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে এবং তারাই দায়িত্ব দিয়েছেন যারা এখানে আছেন। দায়িত্ব দিয়েছেন যখন তখন আমাদের এই দুর্ভোগ ভূগতে হবে। যাই হোক সেটার জন্য ভেবে লাভ নাই। গ্রাম ত্রিপুরার কথা, ত্রিপুরা বলতে গ্রাম বুঝা যায়। কাজেই তার দিক থেকে আমাদের চেষ্টার জন্য আমরা কোন ত্রুটি রাখি নাই। হয়ত আমরা সমস্ত কাজ করে উঠতে পারি নাই। এটা ইচ্ছাকৃত যদি কেউ মনে করে থাকেন তাহলে ভুল করবেন। আমাদের যা সঙ্গতি আছে, হয়ত বলবেন আগরতলা শহরে রাস্তাটা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী আগরতলায় আছে, সেইজন্য হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী যদি অন্য জায়গায় থাকত তাহলে সেখানে রাস্তাঘাট থাকত কিনা আমি জানি না। কিন্তু এই রাস্তাটা এমনি হত, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী বলে হয়নি। ওখানে রাস্তা হবেই। রাস্তা হতেই হবে। আজকে মাননীয় সদস্যদের বাড়ীর কাছ দিয়েই পীচ ঢালাই রাস্তা গেছে। যাই হোক যেটা হওয়ার সেটা হবেই, সেটা হচ্ছে হবে। কিন্তু গ্রামের কথাটা যেভাবে টেনে আনা হচ্ছে, আমরা গ্রামের মানুষের জন্য, ত্রিপুরাকে বুঝতে গেলে গ্রামের মানুষকে বুঝতে হবে। আজকে টেষ্ট রিলিফ দিতে গিয়ে আমরা হয়রাণ হয়ে গেছি। প্রতি বছর আমরা টেষ্ট রিলিফ, এই ঋণ, সেই ঋণ দিয়ে

মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে হচ্ছে। অথচ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমরা সবাই মিলে একটু আগ্রহ নিতাম এই টেষ্ট রিলিফের কাজগুলি যে ব্লকের রাস্তা, আজকে ব্লকের রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে রয়েছে, সেগুলির মধ্যে বছর বছর যে টাকা খরচ করছি, গ্রামের উপর দিয়ে যে রাস্তা গেছে, গ্রামের মানুষকে দিয়ে যদি একটু এদিকে লক্ষ্য রাখতাম তাহলে এই রাস্তাগুলির আর একটু উন্নতি করা যেত। অথচ আজকে দুর্ভাগ্যক্রমেই বলছি হচ্ছে না। টি, আর, ওয়ার্কের জন্য আমাদের বলা হচ্ছে আমরা টি, আর, ওয়ার্ক দিচ্ছি, কোথায় কোথায় করা হবে, মাননীয় সদস্যরা যেখানে বলছেন সেখানে ব্লকের রাস্তা আছে কি নাই, গ্রামের রাস্তা আছে কি নাই জানি না। মাননীয় সদস্যরা যেখান থেকে এসেছেন, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন কোথায় কোথায় আছে। এই টি, আর ওয়ার্ক দিয়েই রাস্তাগুলিকে ঠিক করা যায়। প্রতি বছর রাস্তার কাজ চলছে, সেখানকার মানুষকে লাগিয়ে এই রাস্তাগুলিকে ঠিক করা যেত। অন্তত: পি, ডবলিউ, ডি,এর হাতে সব রাস্তা নয়, আজকাল পি, ডবলিউ, ডি-এর ম্যাপ অনুযায়ী যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলি পি, ডবলিউ, ডি, করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চেষ্টা করছি। আমি বলতে পারছি না, আজকে বামুটিয়া রাস্তার কথা বলা হয়েছে, বামুটিয়া রাস্তা সম্পর্কে আমার যতটুকু স্মরণ আছে সলিং করা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন বলে বলা হয়েছে, গোলাঘাটি রাস্তা হয়েছে, ট্রাইবেল এরিয়া এবং সেই রাস্তার যোগাযোগ করার জন্য, আর যে বিশালগড় রাস্তা, সেই রাস্তায় ভাঙ্গা ব্রিজ আছে, সেটা মেরামত হচ্ছে। আমি জানি না যে সেটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা।... ..

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। স্যার, আমি ত ব্রিজ সম্বন্ধে কিছু বলিনি। আমি রাস্তার সম্পর্কে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা তো পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, উনি হাউসকে ভুল ইনফরমেশান দিচ্ছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে রাস্তায় চলাফেরার কথা যেটা মাননীয় সদস্যরা অনেকে বলেছেন যে কাপড় তুলে আসতে হয়, আবার কেউ কেউ বলেছেন গামছা পড়ে আসতে হয়, আমি সেজন্য এই কথাগুলি উল্লেখ করছি যে সেখানে যদি ব্রিজ হয় সেখানে যদি স্পান পাইপ হয় আর সেগুলি যদি হয়ে যায়, তাহলে নিশ্চয় ওরা কাপড় বাঁচিয়ে আসতে পারবেন। (শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ—স্যার, কাপড় তুলে যদি হয়......) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের যে বক্তব্য ছিল, সেটা তিনি বলে গিয়েছেন, এখন আমাকে ত একটু সুযোগ দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন প্রশ্ন হল সবগুলো রাস্তার সলিং করা যাবে কিনা? আমাদের এখানে রাস্তায় সলিং করার জন্য ইটের ব্যবহার করতে হয়, কারণ আমাদের এখানে পাথর পাওয়া যায় না এবং পাথর পাওয়া যায় না বলে আমরা যে রাস্তাগুলি এই বছর করছি, আগামী বছর মেনেটেনেন্সের জন্য খরচ করছি। আর নূতন রাস্তা করার টাকা কোথায়? কাজেই ইট কেনাটা সলিংএর জন্য দরকার হয়েছিল এবং দরকার হয় এজন্য যে ইট হয়তো প্রাইভেট বিল্ডিংএ চলে যাবে আর সেজন্য ইন্‌সট্রাকশন দেওয়া হয়েছে পি, ডবলিউ, ডি,কে যে যত ইট আছে, সেগুলি কিনে রাখা যাতে দরকার মত

রাস্তার কাজ করা যায়। আমরা সেজন্য সিমেন্টের ব্যবস্থাও অগ্রিম করে রেখেছি। সিমেন্টের ব্যবস্থা আমরা অগ্রিম করে রেখে দিয়েছে ডম্বুর প্রজেক্টের জন্য। তার পর আইরণ রডসের কথা এখানে বলা হয়েছে, আমরা আইরণ রডসের ব্যবস্থাও অগ্রিম করে রেখে দিয়েছি ঐ গোমতী প্রজেক্টের জন্য। কাজেই এটাকে মিস-ইউস করা বলে না যদি যথাসময়ে মেটেরি-য়েলসটা কাজে লাগানো যায় এবং যথাসময়ে যদি কাজগুলি করানো যায়, তাহলে অনেকগুলি ডিমাণ্ড দূর হয়ে যাবে, এটা হল আমাদের বিশ্বাস এবং এদিক দিয়ে আমরা এসব করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডবলিউ, ডি'র ওয়ার্ক রাস্তার কাজের জন্য আমরা এই অবস্থায় বড় বড় কাজ যেগুলি আছে সেগুলির জন্য যে টেণ্ডার হয় ঐ টেণ্ডারগুলিকে বার করে দেওয়ার জন্য আমরা বলে দিয়েছি কারণ তাতে যদি আমরা গ্রামের মানুষগুলিকে এইসব কাজের মধ্যে লাগাতে পারি, সেই অনুযায়ী ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়েছে কোথাও কোথাও, আমি বলতে পারছি না ঐসব জায়গায় আরম্ভ হয়েছে কি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই যে কথা সত্তর মিঞার হাওয়ারের কথা যেটা মুনসর আলী সাহেব বলেছেন, আমি নিজেও গিয়েছি। সেখানে আমি যখন গেলাম, এটা আগে ব্যবহৃত হত কেন? সত্তর মিঞার হাওয়ার ছিল একটা রিজার্ভায়ার, বন্যার জলটা সেখানে গিয়ে জমা হত এবং জমা হত বলে ঐদিকে যে কৈলাসহর এর এয়ারপোর্ট বা কৈলাসহর এফেক্টেড হয় এবং তাতে করে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। এখন প্রশ্ন হল ঐ জল জমা থাকলে অসুবিধা হবে, সেজন্য দেখা যাক একটা ড্রেন করে দিয়ে জলটাকে অন্য দিক দিয়ে বের করে দেওয়া যায় কি না এবং অন্ততঃ সেখানে বরো ফসলটা করা যায় কি না। তাই প্রথম স্কীম নেওয়া হল —ড্রেন করার। এই ড্রেন করে তাতে কি হয়েছে, না হয়েছে সেটা পরীক্ষা করার পর আজকে ঠিক হয়েছে এবং কাজ আরম্ভ হয়েছে বাঁধ দেওয়ার কাজ, স্লুইচ গেট দিলে জল জমে কিনা অথবা বাঁধের ঐদিকে জল জমে শহরকে কিভাবে এফেক্টেড করবে না করবে, সেটাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। একটা কাজ আমরা করে ফেললাম, তার ফল মানুষের কাছে একটা অভিশাপ হবে, তা হতে পারে না। কাজেই একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা এই ব্যাপারে দরকার আছে। প্রথমে আমরা খাল কেটে জল সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি, তারপর বাঁধ দেওয়ার পর যে রাস্তাটা হয়ে যাচ্ছে, আমরা সেটার কাজও শুরু করেছি, তারপর আমরা চিন্তা করব ঐ বাধ দেওয়ার ফলে জল কতটা ঐদিকে জমে এবং তাতে কোন ক্ষতি হবে কিনা বা অন্য কোনও এলাকার কোন ক্ষতি হবে কি না। একটা স্কীম নিলেই হবে না, আমাদের বুঝতে হবে যে একটা স্কীম নিলে তার মাধ্যমে আমরা একটা এলাকায় ধান ফলাতে পারি কি না। আমরা বিশ্বাস বিশ্বাস করি বলে, আমরা এই কাজে হাত দিয়েছি এবং হত তাড়াতাড়ি মাননীয় সমস্তরা চান, তা আমরাও চাই। কিন্তু তত তাড়াতাড়ি সেই সমস্ত করা অনেক সময়ে সম্ভব হয়ে উঠে না, তাই এটাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, করাপশান, করাপশান, এখানে অনেক কথা শুনেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এজন্য যেহেতু আমি ডিপার্টমেন্টের পুরোভাগে আছি কাজেই দায়িত্বটা নিশ্চয় আমার উপর আছে। সংগে সংগে আমি এই কথাও বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যরা যতটা কাজের প্রতি আগ্রহ দেখান, আমি

কোন রিপ্রেক্শান করতে চাই না, তবে এই কাজগুলি কিভাবে হচ্ছে, না হচ্ছে, টেণ্ডার কি হচ্ছে এবং সেই টেণ্ডার অনুযায়ী কাজগুলি হচ্ছে কিনা, যাতে গ্রামের মানুষগুলিকে এর মধ্যে কাজে লাগানো যায়, সেই সবগুলি পরীক্ষা করা দরকার, তাহলে পরে আজকের যে অভিযোগ-গুলি, সেগুলির অনেকগুলিই থাকতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পুর্ত্ত বিভাগ সম্বন্ধে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, আমার সময় কম বলে সেগুলির উপর আমার বক্তব্য রাখতে পারছি না, আর না হয়, আমি এক একটা করে জবাব দিতাম। তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে কোন কর্ম্মচারী যদি কোন ব্যাপারে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এমন কোন প্রমাণ থাকে, এমন কোন কথা যেখানে আমরা বার বার বলছি যে বেনামী চিঠির উপর পর্য্যন্ত আমরা ইনকোয়ারী করাই, সেখানে মাননীয় সদস্যদেরও নিশ্চয় অধিকার আছে বলার যে এই জায়গাতে দুর্নীতি আছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে এটুকু সাহায্য আমি চাই। কাজেই অভিযোগ, অভিযোগ বা দুর্নীতি দুর্নীতি করে চীৎকার করলে, দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে না। দুর্নীতি বন্ধ করার মাত্র পথ গ্রাম ত্রিপুরা মানুষকে সজাগ করে তোলা এবং যে কাজটা গ্রামের মানুষের জন্য হচ্ছে, সেই কাজটা যাতে সুষ্ঠভাবে হয়, সেজন্য মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি সহযোগীতা চাই। এবং বিশ্বাস করি এখন যে দুর্নীতির কথা এখানে আলোচনা করেছি, তার অনেক কথাই হয়তো এখানে আর উঠবে না। তখন দেখা যাবে যে অনেক কথাই শুধু শোনার উপর আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলে আজকের যে ডিমাণ্ডগুলি আমি হাউসে সামনে রাখছি যাতে করে ডিমাণ্ডগুলি পাশ হয়ে যায়। এবং তার পরবর্ত্তী যে ডিমাণ্ডগুলি আমি আজকের মধ্যে পেশ করতে পারব।

Now Discussion on demand is over. Now I am puttting the demands to vote one after another.

Now the question before the House a sum not exceeding Rs. 11,21,000/- exelusive charged expenditure of Rs. 4,21,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of of payment during the year ending on the 31st day of March,, 1976, in respect of Demand No. 2.

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs.6,08,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 2,75,09,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1875], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 7 : Major Head 254—Treasury and Accounts Administration.

It was put to voice vote and passed.

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 3,21,99,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,01,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 14—Major Head 259—Public Works, 277—Education (Buildings), 280–Medical (Buildings), 282—Public Health, Sanitation & Water Supply, 288-Social Security & Welfare (Social Welfare-Buildings).

It was put to voice vote and passed.

Now question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,40,18,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1976, in respect of Demand No. 20 : Major Head 283-Housing, 284-Urban Development (Town & Regional Planning), 337-Roads & Bridges.

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 1,22,44,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 35 : Major Head—306—Minor Irrigation, 331—Water & Power Development Services, 333—Irrigation, Navigation, Drainage & Flood Control Projects, 334—Power Projects.

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 77,94,000/- [including of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accounts) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 36 : Major Head 459—Capital Outlay on Public Works, 477—Capital Outlay on Education, Art & Culture (Buildings), 480–Capital Outlay on Medical (Buildings), 482–Capital Outlay on Public Health Sanitation & Water Supply (Urban Water Supply), 511-Capital Outlay on Dairy Development (Buildings), 521-Capital Outlay on Village & Small Industries (Buildings).

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 2,13,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 39 : Major Head 483-Capital Outlay on Housing, 537-Capital Outlay on Roads & Bridges.

(It was put to voice vote and passed).

Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 4,80,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 43 : Major Head 506-Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation and Area Development, 533-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Projects, 534–Capital Outlay on Power Projects.

(It was put to voice vote and passed).

Now there are 10 Demands to-day. I would request the Hon'ble Chief Minister to move the demands one after another.

Shri Sukhamoy Sen Gupta—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,21,26,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 9 : Major Head 252-Secretariat General Services, 265-Other Administrative Services (Vigilance), 265-Other Administrative Services (Guest House), 295-Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 95,68,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accounts) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 11 : Major Head 255-Police, 260-Fire Protection & Control, 265-Other Administrative Services (Civil Defence), 265-Other Administrative Services (Home Guards), 344-Other Transport & Communication Services (Wireless Planning & Coordination).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,24,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 28 : Major Head 287-Labour & Employment, (Training of Craftsman), 304-Other General Economic Services (Regulation of Weight & Measures). 314-Community Development (State Planning Machinery).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 75,77,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 34 : Major Head 320—Industries, 321-Village & Small Industries.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,15,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 38 : Major Head 483-Capital Outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Scheme), 500-Investment in General Financial & Training Institution.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 65,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975]be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 44. Major Head 526-Capital outlay on Consumer Industries 530—Investments in Industrial Financial Institutions.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,55,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975]be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1976 in respect of Demand No. 47. Major Head 698. Loans to Co-operative Societies (Industrial Co-operative). 721. Loans for Village Small Industries.

Mr. Speaker :—Now I would request Hon'ble Minister Shri Kshitish Chandra Das, to move the demands standing in his name.

Shri Kshitish Chandra Das :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 85,83,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No. 30. Major Head 310—Animal Husbandry, 311-Diary Development.

Shri Kshitish Chandra Das :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,46,62,000[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975]be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No. 31.

Shri Kshitish Chandra Das :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,10,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975]be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of March, 1976 in respect of Demand No. 37.

Mr. Speaker :— Now I would request Hon'ble Member Sri Jitendra Lal Das, to move his cut motion.

শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস ;— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কালকে মোভ করবো।

মিঃ স্পীকার :— আপনি আজকে মোভ করুন, কালকে ডিসকাশন করবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩৪ এর সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশন আছে। সেইটা হলো রাজ্যের শিল্প বিকাশের প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে। এই ডিমাণ্ড আমি মোভ করছি। আমি আজকে বিস্তারিত আলোচনা করবো না, কালকে করবো।

স্বদেশ-৮

Mr. Speaker :—Now the House stands adjourned till 12 Noon on the 28th May, 1975.

ANNEXURE—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 87

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Relief and Rehabilitation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সদর আমতলী পি, এল ক্যাম্পের জন্য নির্মান কার্য্য ও অন্যান্য বাবদ মোট কত টাকা এ পর্য্যন্ত বরাদ্দ হয়েছে এবং এর মধ্যে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

২) ঐ পি, এল ক্যাম্পে ১৯৭৪ এ কতটি পি, এল, পরিবার আছেন ?

৩) ঐ ক্যাম্পে পি, এল পরিবারের সংখ্যা বাড়ানোর কোন প্রস্তাব আছে কি ?

উত্তর

১) সদর আমতলী পি, এল, ক্যাম্পের নির্মাণ কার্য্যের জন্য মোট, মং ১১,৬০,৩০০০.০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত মোট মং ৬,৪০,৩১৫.০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

২) ঐ পি, এল ক্যাম্পে ১৯৭৫ এ পি, এল পরিবার সংখ্যা ১১১ লোক সংখ্যা ৪১৫।

৩) হাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 173

By Shri Gunapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জম্পুইজলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক (ইনচার্জ্জ) ১৯৭৪ইং সালে বুকগ্র্যান্ট ফরম বাবৎ প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হইতে ০.৫০ (পঞ্চাশ পয়সা) করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে ?

উত্তর

২) হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 196

By Shri Gunadada Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বুকগ্র্যান্ট, ষ্টাইপেণ্ড ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত সাহায্য পাইবার জন্য ছাত্র-ছাত্রী-দের কি কি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হয় এবং কোন কোন ব্যক্তি ঐ সার্টি-ফিকেট দেবার উপযুক্ত বিবেচিত ?

২) বুকগ্র্যান্ট, ষ্টাইপেণ্ড ও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কিত সাহায্য পাইবার জন্য ছাত্রছাত্রী-দের নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হয়।

ক) নাগরিকত্ব, স্থায়ী বাসিন্দা, আয়, তপশীলজাতি। তপশীল উপজাতী। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এম, পি, এম, এল, এ এবং গেজেটেড অফিসার—এইসব সার্টিফিকেট দিবার অধিকারী।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 212

By Shri Bhadramani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সদর আথালিয়াছড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কতজন ছাত্রছাত্রী আছেন ?

২) কতজন শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক আছেন ?

৩) উক্ত বিদ্যালয়টিকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কি ?

৪) বিদ্যালয়ে যে বেঞ্চ আছে তাতে কি ছাত্রছাত্রীদের বসার অসুবিধা হয় ?

৫) বিদ্যালয় গৃহটিতে টিনের ছাউনি দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) আথালিয়াছড়া নিম্ন বুনিয়াদী স্কুলে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছাত্র ৮১, ছাত্রী ৪৯—মোট—১৩০

২) শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১ জন।

৩) না।

৪) না।

৫) না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 218

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৮১ সনে দুইজন ট্রেইণ্ড লাইব্রেরীয়ান ত্রিপুরায় থাকা সত্বেও একজন নূতন untrained লোককে ২০০-৪০০ টাকা স্কেলে নিয়োগ করা হইয়াছে। এবং উক্ত দুজন ট্রেইণ্ড লাইব্রেরীয়ানকে ১১৫-৩২৫ টাকা স্কেলে রাখা হয়েছে এবং

২) যদি ইহা সত্য হয় তবে তার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 229

By Shri Kalipada Banerjee

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম মহকুমা সদরে ব্রীডিং পুল না থাকার কারণ ?

২) ঐ অঞ্চলে গো-প্রজননের জন্য কি ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর

১) যেহেতু কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন কার্য্য সম্পাদন করা হইতেছে সেহেতু উক্ত স্থানে কোন বৃষ রাখা হয় নাই।

২) উদয়পুর হইতে জার্সি জাতীয় বৃষের বীজ সংগ্রহ করতঃ সাব্রুমে প্রেরণ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে গো-প্রজনন করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 272

By Shri Sushil Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫-৭৬ আর্থিক বৎসরে অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের স্থান পরিবর্ত্তনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 297

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে (যখন হায়ার সেকেণ্ডারী এডুকেশান উঠে যাবে এবং দশম ক্লাশ স্কুল শিক্ষা চালু হবে) নূতন দশম ক্লাশ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ও পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার কি পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এখনও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ত্রিপুরা সরকার কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

STARRED QUESTION NO. 326

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া শহরে আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হবে এবং

৩। যদি না থাকে তবে বর্তমানে বিলোনীয়ার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা যে রকম ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সরকার কিভাবে ছাত্রীদের স্থান সংকুলান ও সুষ্ঠুভাবে লেখা পড়ার সুযোগ দানের ব্যবস্থা করবেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্তমান বৎসর পর্য্যন্ত স্থান সঙ্কুলানের কোন অসুবিধা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTON NO. 332

By Shri Kalidas Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের বর্তমান হেড মাষ্টার মহাশয়ের বিরুদ্ধে গত ২০-২-৭৫ তারিখে শিক্ষা দপ্তর কি কোন লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন ;

২। যদি পেয়ে থাকেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; এবং

৩। ঐ সকল অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। অভিযোগগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) বর্তমান প্রধান শিক্ষক কাজ চালাইতে সক্ষম কি না ?

(খ) বিগত ১৯৭৪-৭৫ ইং তারিখে ২ জন শিক্ষকের চাকুরীতে নিয়োগ বৈধ কি না,

(গ) অন্যান্য শিক্ষকদের জন্য নির্দ্ধারিত বেতনের টাকা হইতে উক্ত শিক্ষকদিগকে বেতন দেওয়া ঠিক কি না,

(ঘ) ১৯৭৪ ইং সনের অক্টোবর হইতে শিক্ষকদের বেতন না পাওয়ার কারণ কি ?

৩। বিষয়টি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 370

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Printing & Stationary Department be pleased to State —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট প্রেস এণ্ড প্রিন্টিং ডিপার্টমেন্টে মোট কতজন কর্মী রয়েছেন বোথ মিনিষ্ট্রীয়েল এ্যাণ্ড আদার।

১। এদের মধ্যে মোট কতজনকে পার্মানেন্ট এণ্ড কোয়াসি পার্মানেন্ট ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাকীদের না করার কারণ কি ?

উত্তর

২। প্রিন্টিং এণ্ড স্টেশনারী ডিপার্টমেন্টে মোট ১৪৭ জন কর্মী আছেন, তন্মধ্যে মিনিষ্ট্রীয়েল ৩০ জন এবং আদার (ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল) ১১৭ জন।

২। এদের মধ্যে ৩৮ জনকে পার্মানেন্ট ও ১৭ জনকে কোয়াসি পার্মানেন্ট ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৪ জনের তিন বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় পার্মানেন্ট কিংবা কোয়াসি পার্মানেন্ট নিম্ন বর্ণিত কারণগুলির জন্যই করা যাইতেছেনা।

প্রধান কারণগুলি :—

১। কিছু সংখ্যকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রসিডিংস আছে।

২। কতিপয়ের বয়সাধিক্যের দরুণ কোয়াসি পার্মানেন্ট করার অসুবিধাহেতু।

৩। সিনিয়রিটির খসড়া তালিকার উপর বেশ কিছু কর্মচারী অনবরত অভিযোগ ও আপত্তি করিতে থাকায় তাহা বিবেচনাক্রমে ফাইনাল সিনিয়রিটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইতেছে, কাজেই কর্মচারীদের স্থায়ী ও অর্ধস্থায়ী করণের কাজ ও বিলম্বিত হইতেছে।

৪। এতদ্ব্যতীত, পুনর্গঠন কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 378

By Shri Niranjan Deb

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ইহা কি সত্য, ম্যাট্রিক পাশ আন-ট্রেইণ্ড শিক্ষকরা পার্মানেন্ট হওয়ার পরও রিভাইস্ড স্কেল পাচ্ছেন না ?

উত্তর

সত্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 382.

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Relief & Rehabilitation Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৬৮ সালে অরুন্ধতিনগর ও আমতলী পি, এল, ক্যাম্প থেকে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে মানাতে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে ডোল না দেওয়ার জন্য তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্বেও ডোল দেওয়া হয়েছে ?

৩) যদি সত্য হয় তবে তা কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১।
২। } এই বিষয়টি অত্যন্ত পুরাতন রেকর্ড সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 405

By Shri Abdul Wazid

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর পদ্মপুর এইস, এস, স্কুল, ধর্মনগর গার্লস স্কুলগুলিতে ক্লাসিকেল টিচার নাই, এবং

২। সত্য হইলে উহার কারণ ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 407

By Shri Jitendra Lal Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ইহা কি সত্য যে বিলোনীয়া মহকুমার (দঃ ত্রিপুরা) পতিছরি মৌজায় ঠাণ্ডাবাবু মগ পাড়া প্রাইমারী স্কুল ও পূর্ব বেতাগায় সর্বধন রিয়াং পাড়া প্রাইমারী স্কুল ১৯৭৩ সালে মঞ্জুর হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন শিক্ষক উক্ত দুই স্কুলে দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর

ইহা ঠিক নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 412

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় রঘুনাথঢেফা উপজাতি গ্রামে ১৯৭৪ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী দিয়েও এখন পর্য্যন্ত কোন শিক্ষক প্রেরণ না করার কারণ কি ?

উত্তর

২। ইহা ঠিক নহে।

ANNEXURE 'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 132

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Statistical Department be pleased to state :—

QUESTIONS

a) The per capita income of Tripura in 1972-73, 1973-74 and 1974-75 at the price base of 1969-70.

b) Whether those were lower than that of India and if so, how much were lower and the reasons there for.

ANSWERS

a) The per capita income of Tripura is not prepared on the base price of 1969-70.

2) Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 151

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Printing & Stationery Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা গভঃ প্রেস ওয়ার্কাস এসোসিয়েশনের ৩০/১০/৭৩ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট কোন মেমোরেণ্ডাম সাবমিট করিয়াছেন কিনা ?

২) যদি হঁ্যা হয় তবে কি কি দাবী ছিল ?

৩) ঐ দাবীগুলির মধ্যে কোনগুলির কতদূর কি হয়েছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা মহাশয়।

২) দাবীগুলি ছিল এই যে—

১) পি, টি, সি নিয়মিত করন।

২) ১৯৭০ সালের প্রেসের আন্দোলনের ভিত্তিতে যে বেতন কর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা ফেরত দেওয়া।

৩) শিক্ষা প্রাপ্ত দুইজন মনোকাষ্টারকে নিয়মিত পদে নিযুক্ত করন ও টাইম স্কেল চালু করা।

৪) কর্ম্মচারীদের স্থায়ী করন।

৫) ভারী মেসিন পরিচালনার জন্য মেসিনম্যানদিগকে বিশেষ ভাতা প্রদান করা।

৬) সিলেকশন গ্রেড পদ সৃষ্টি করা।

৭) বিবিধ দাবী :—

যথা—(ক) বিগত এক বৎসর যাবৎ ওয়ার্ক চার্জড কম্পোজিটরগন যে লিভ সেলারী পাইতেছে না তাহা পাওয়ার জন্য দাবী।

খ) ফাস্ট এড্ বক্স ও সাইকেল ষ্টেণ্ডএর জন্য ব্যবস্থা করা।

গ) মেডিকেল বিল পাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা।

৩) উক্ত দাবীগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ দাবী পূরন করা হইয়াছে এবং বাকীগুলি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১নং দাবী—পদ শূন্য পাওয়া গেলে যোগ্যতানুযায়ী এদের বিষয় অন্য কর্ম্মচারী-দের সঙ্গে বিবেচনা করা হইবে।

২নং দাবী—বেতন ফেরত দেওয়ার দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে।

৩নং দাবী—প্রাথমিক অবস্থায় উক্ত দুইজন কর্ম্মীকে প্রবেশনার হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া টাইম স্কেল দেওয়া হয় নাই। ৩/৪/৭৪ইং তারিখ হইতে তাহা-দিগকে নিয়মিত করা হইয়াছে এবং বকেয়া পাওনা সহ টাইম স্কেল ও

৪নং দাবী—সিনিয়ারিটি তালিকার বিরুদ্ধে কর্ম্মীদের কাহারো না কাহারো অভিযোগ থাকায় উহা পুনর্বিবেচনা করিয়া ফাইনাল সিনিয়রিটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হওয়ার জন্যই কর্ম্মীদের স্থায়ী করণ বিলম্বিত হইতেছে। সিনিয়রিটি তালিকা ফাইনাল হইলেই স্থায়ী করনের কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

৫নং দাবী—ভারী মেসিন যাহারা যাহারা পরিচালানা করেন তাহাদিগকে "স্পেশাল পে" প্রদান করা হইতেছে। যে তিনজন ভারী মেসিন চালান তাহা-দের প্রত্যেককে মাসিক ১৫ টাকা করিয়া স্পেশাল পে ১-১-৭৪ ইং তারিখ হইতে দেওয়া হইতেছে।

৬নং দাবী—এই বিভাগের অনুমোদিত রি অরগানাইজেশন (পূর্ণগঠন) চালু করার কাজ অগ্রসর হইতেছে। সিলেক্সন গ্রেড পদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

৭ (ক) নং দাবী—ওয়ার্ক চার্জড কম্পোজিটরগণ যথারীতি লিভ সেলারী পাইতেছেন।

৭ (খ) নং দাবী—(১) ফার্ষ্ট এড বক্স এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) অফিস বিল্ডিং এর কাজ চলিতেছে এবং এর মধ্যেই সাইকেল ষ্টেণ্ডের প্রভিশন করা হইয়াছে।

৭ (গ) নং দাবী—মেডিকেল বিল দেওয়ার আইনানুগ চালু আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 157

By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরের এই সময় পর্যন্ত কন্ট্রোল রেটে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাগজ ও কেরোসিন তৈলের পরিমাণ কত?

উত্তর

১) তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Wednesday, the 28th May 1975 at 12-00 Noon.

PRESENT

Mr. Speaker (the Hon'ble Manindra Lal Bhowmik) in the Chair,, Chief Minister & 5 Ministers, 2 Ministers for State. 1 Deputy Minister and 25 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred questions—Shri Anantahari Jamatia.

Shri Anantahari Jamatia :— Question No 61.

Shri Sukhamoy Sengupta (Chief Minister) .— Mr Speaker Sir. Question No 61.

প্রশ্ন

১) মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি যে, তেলিয়ামুড়া তহশিলাধীন (গামাইবাড়ী) ২৫৮২নং খতিয়ানের ১৩২৬নং জোত ভূমির উপর এইচ, টি, ইলেকট্রিক টাওয়ার পোস্ট বসানো হইয়াছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে, ঐ পোস্ট বসানোর ব্যাপারে ভিটি ভূমির মালিকের কোন প্রকার মতামত নেওয়া হয় নাই .

৩) গত ৮-১০-৭২ ইং তারিখে সমস্ত দরখাস্তের প্রতিলিপি সহ মাননীয় সরকারের নিকট পুনরায় আবেদন করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১) না, উল্লিখিত জোতে উক্ত টাওয়ার বসানো হয় নাই।

২) এক নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩) সরকারের গোচরে এমন কোন আবেদন আসে নাই.

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া : — আমি জানি স্যার, ঐ জোতের উপর টাওয়ার বসানোর ফলে ডিপার্টমেন্টের নিকট অনেক আবেদন নিবেদন করা হয়েছে এবং এনকোয়ারীও হয়েছে এবং ঐ প্রতিলিপি সহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অ্যাড্রেস করে যে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে তার অ্যাকনলেজমেন্ট কার্ডও আছে মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে হাড্রো ইলেকট্রিক টাওয়ার-গুলি, এটাও এখন ঠিক ভিটির মধ্যখানেই অবস্থিতি করছে। এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় সদস্য বোধ হয় ভুল করেছেন প্রশ্নটা আনতে। সেটা যে জোত নাম্বার দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক নয়। কাজেই আমাদের প্রশ্নেরও উত্তরে আমরা 'না' বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি জানেন তাহলে সেই জোত নাম্বার সংশোধন করে উত্তর দিলেই হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যদি সংশোধন করে উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু থাকে তাহলে আমি উত্তর দিতে পারি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— জোত নাম্বারটা হয়ত ভুল হতে পারে। এডিটিংয়েও ভুল হতে পারে। এই ঘটনা যদি তিনি জানেন, গামাইবাড়ীর ঘটনা, তাহলে উত্তর দিতে কোন বাধা নাই।

মিঃ স্পীকার :— দেন লেট মী কারেক্ট দি কোয়েশ্চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা টাওয়ার নাম্বার ৪০০। এটার খতিয়ান নাম্বার হয়েছে ২৫৮২, জোত নাম্বার ২১২৩। এই সম্পর্কে সাধারণভাবে ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটী অ্যাক্ট যেটা থাকে তাতে সাধারণভাবে তাদের মতামত নেওয়া হয় নি। কিন্তু যদি কোন জমির উপর পড়ে এবং কারো ক্ষতি হয় তাহলে সেটা সম্পর্কে এনকোয়েরী হয়ে থাকে।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— যে মালিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেই মালিকের মাত্র ১৫ গণ্ডা বাড়ীর ভিটা ঐখানে আছে এবং এই ১৫ গণ্ডা বাড়ীর ভিঠার মধ্যে দুইটা ঘর পাশাপাশি ঠিক মধ্যখানে ঘরের চালটার উপর লাইনটা দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় কোন রকম বিবেচনা বা তদন্ত করে যাতে তার সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার কোনরকম ব্যবস্থা করা যায়, এইরকম ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ইতিমধ্যে ইন্‌কোয়েরী করা হচ্ছে এবং ইনকোয়েরী রিপোর্টে যদি দেখা যায় যে তার আগে কোন বাড়ী ছিল কিনা, সেই সম্বন্ধে কোন মেটেরিয়েলস নাই। আর যদি খালি জমি পড়ে থাকে তাহলে সেখানে টাওয়ার বসানোর জন্য যে জমিটুকু দরকার লাইন টানার ব্যাপারে, সেখানে কোন অবজেকশন ছিল না। সাবসিকোয়েন্টলী লাইন টানার পর হয়তো সেখানে বাড়ী হয়েছে, আর সেজন্য অনুসন্ধান করা হচ্ছে যাতে তার প্রপার্টির কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা এবং যদি ক্ষতি হয়ে থাকে অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুসারে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, এই জোতদারের নাম হচ্ছে অক্ষয় কুমার সরকার, তার জমি আছে মাত্র ১৫ গণ্ডা এবং তার বসত বাড়ীর উপর টাওয়ার বসানো হয়েছে, এমন জায়গায় বসানো হয়েছে দুইটি ঘরের মাঝখানে। এখন বাড়ীওয়ালা আপত্তি করলেও তারা শুনেনি এবং শুনেনি বলেই এই দরখাস্তটা এসেছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে ইলেক্‌ট্রিসিটি এ্যাক্টে যা আছে, যার দ্বারা তারা গাইডেড হয়, তাতে মতামত নেওয়ার কোন প্রশ্ন থাকে না আর যদি কোন বাড়ীর উপর দিয়ে যায়, তখন লাইন টানার সময়েও যদি অবজেক্‌শান দেওয়া হত, তাহলে হয়তো এখন এই প্রশ্নটা উঠত না।]

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে মতামত নেওয়ার প্রশ্ন নাই। এবং মতামত নেওয়ার প্রশ্ন না থাকার জন্যই এটা হয়েছে। কিন্তু ১৫ গণ্ডা যার জমি তার জমির বাইরে করতে কি অসুবিধা ছিল? আমি জানি না আইনে এই রকম কোন ক্ষমতা দেওয়া আছে কিনা যে আমার ১৫ গণ্ডা জমির মধ্যে টাওয়ার বসানোর জন্য ৩ গণ্ডা জমিই নিয়ে নেবে। এই রকম কোন আইন ভারতবর্ষে আছে কিনা, আমি জানি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা টাওয়ার বসাতে ১৫ গণ্ডা জমির মধ্যে ৩ গণ্ডা জমি লাগে না। সাধারণতঃ যেটুকু লাগে, তাতে জমির খুব বেশী কিছু ক্ষতি হয় না, উপর দিয়ে লাইন টানার জন্য। অর্থাৎ টাওয়ারটা বসাতে যেটুকু জমি লাগে, তাতে জমি করতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই আমি আগেও বলেছি যে বাড়ী-ঘর আগে সেখানে ছিল কিনা, সেই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— স্যার, এই এলাকাটা আমার, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ খবর নিয়েছি যে যখন টাওয়ার বসানোর জন্য সার্ভে করা হচ্ছিল, তখন বাড়ীর মালিক বাড়ীতে ছিলেন না, তিনি চাকুরী করেন অন্যত্র। এই বিষয়ে নিয়ে তার স্ত্রী যখন তার কাছে চিঠি লেখে, তখন সে সংগে সংগে অব্‌জেক্‌শান দেয় এবং অবজেক্‌শান করার পরও তার কথা না শুনে সেখানে টাওয়ার বসানো হয়েছে, লাইন টানা হয়েছে। তাই বলছিলাম যে আমি এখানে যে তারিখটার কথা উল্লেখ করেছি, সেই তারিখেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. আমি আগেই বলেছি যে এই সম্পর্কে ডি, এম, এ্যাণ্ড কালেক্টার এ্যাক্ট অনুসারে যা করা সম্ভব তার জন্য তদন্ত করেছেন এবং তদন্তের ফলস্বরূপ যদি দেখা যায় যে সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাহলে ঐ এ্যাক্ট অনুযায়ী তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ইলেক্‌ট্রিসিটি এ্যাক্টের কথা যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, সেটার কোন ধারা মতে কারো জোতের উপর দিয়ে তার পার্মিশান ছাড়াই ইলেক্‌ট্রিক লাইন টানা যেতে পারে, বলবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আণ্ডার সেক্‌শন ফিফ্‌টি ওয়ান টি, ই, এ্যাক্ট এবং আণ্ডার সেক্‌শন টেন অব ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ এ্যাক্ট।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, সেখানে লেখা আছে জোতের যে মালিক, তার প্রায়র পার্মিশান নিয়ে করতে হবে আর সে যদি পার্মিশান না দেয়, তাহলে তার জোতের উপর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিকের তার যেতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বাড়ী করার আগে ইলেক্‌ট্রিসিটি ডিপার্টমেন্টকে কম্প্লেন করেছি আমার বাড়ীর সামনে থেকে ইলেক্‌ট্রিকের পোষ্ট সরিয়ে নেওয়ার জন্য, আইন দিয়েই আমি তাদেরকে কম্প্লেন করেছি। কাজেই উনি এখানে যেটা বল্‌লেন, সেটা অসত্য বলেছেন, এই রকম কোন আইন নাই, স্যার, যে আমার জোতের উপর দিয়ে আমার পার্মিশান বা আমাকে কমপেন্‌সেট না করে নিতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য আইনজ্ঞ লোক। কাজেই হয়তো তাঁর ব্যাখ্যা এক রকম হতে পারে। তবে আমার যেটকু জানা আছে, তাতে এই সম্পর্কে কোন মতামত নেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। আর অবজেক্‌শান সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে এই সম্পর্কে আগে অবজেক্‌শান উঠে নি বলে এর কোন বিবেচনা করা হয়নি। সাব্‌সিকোয়েন্টলী দরখাস্ত এসেছে, এটা ঠিক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, প্রথমে যদি ওরা বাধা না দিয়ে থাকে, তাহলে ঠিক আছে, আমি সেটাকে কোন আপত্তি করছি না। কিন্তু এখন আমি আপত্তি করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী না জেনে এই ভুল ইন্‌ফরমেশানটা সভায় দিচ্ছেন। ইণ্ডিয়ান ইলেক্‌ট্রিসিটি এ্যাক্টস যেটা এখানে প্রযোজ্য সেখানে এই রকম কোন কথা নেই যে জোতদারের মত না নিয়েই তার জায়গায় উপর দিয়ে কোন ওভার-হেড লাইন নিয়ে যেতে পারে। এটা সত্যি কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীই বলুন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে জমির উপর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক তার যায়, সেই জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং অনেক জায়গাতে এই রকম হচ্ছে। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বলে এই প্রশ্নটা উঠে নি। আর যদি ঘরবাড়ী থাকে, তাহলে জোতের কতটুকু ক্ষতি হয়েছে, কারো হয়েছে, যেমন কারো দু-তলা বাড়ী আছে, আর কারো ৩-তলা বাড়ী আছে এবং সেখান দিয়ে নিতে গেলে অসুবিধা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করেছি যে ইলেক্‌ট্রিসিটি এ্যাক্টে এই রকম কোন বিধান নাই যে আমার জায়গার উপর আপনি টাওয়ার কনস্ট্রাক্‌শান করবেন। এটা হতে পারে না। আমার মত না নিয়ে সেটা করতে পারেন না। এখন কেউ যদি আপত্তি না করে, তাহলে সেটা অন্য কথা কিন্তু আপত্তি করলে সেটা করতে পারে না কম্‌পেনসেশান না দিয়ে

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আপত্তি না থাকার জন্যই এই সব প্রশ্ন উঠেছে। আপত্তি এলে কি করে হত, সেটা তখন বিচার করা হত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই লাইন টানার প্রয়োজনে টাওয়ার বসানোর জন্য যে সার্ভে করা হয়েছে, সেই সার্ভের সময় জোতদারদের কোন মতামত নিয়েছিলেন কি না?—টাওয়ারটা পরে আসবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টাওয়ার যখন করা হয়, তখন অবজেক্‌শান করা হয় নি, যখন সার্ভে করা হয়, তখনও অবজেক্‌শান নিশ্চয় করা হয় নি। যদি হত তাহলে এটাকে ঘুড়িয়ে নিতে কিছুই অসুবিধার কারণ ছিল না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যার বাড়ীর উপর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক লাইন গিয়েছে, সে একজন চাকুরীদার, বাড়ীতে থাকেন না আর যারা বাড়ীতে আছেন যেমন তাঁর বাচ্চা ছেলেরা যারা আছে, তারা অবজেক্‌শান কি, কোথায় কি করতে হবে, না হবে, তা তাদের জানার কথা নয়। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে ডিপার্টমেন্ট যাতে মানবিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মশাই কিছু করবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্যই ডি, এম, এ্যাণ্ড কালেক্টারকে বলা হয়েছে ইন্‌কোয়েরী করে যেন কম্‌পেনসেশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৬, স্যার।

প্রশ্ন

১) নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি তৈরী করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

 ক) নূতন বাজার থেকে ধনবিলাস রাস্তা,

 খ) সোনামুখী হইতে জগন্নাথপুর রাস্তা,

 গ) গোলদারপুর থেকে পাথিরবাসা রাস্তা,

 ঘ) দুর্গাপুর থেকে গোলদারপুর রাস্তা,

 ঙ) তিলকপুর থেকে গোলদারপুর রাস্তা।

২) যদি পরিকল্পনা থেকে থাকে, তাহলে কৈলাসহর মহকুমায় ঐ রাস্তাগুলি কতদিনের মধ্যে হইবে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন এই রাস্তাগুলি করার কোন পরিকল্পনা নাই। এখন আমার এখানে কোন প্রশ্ন হচ্ছে এই রাস্তাগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতগুলি রাস্তার নাম করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তা হয়ত সবগুলির আছে কি নেই সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। এবং তার মধ্যে যদি বিশেষ একটা রাস্তার উপর বলা হত তাহলে হয়ত সেটাকে কি ভাবে বিবেচনা করা যায় দেখা যেত। এতগুলি রাস্তা সম্পর্কে যেটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যে নেই সেটা সম্পর্কে বিবেচনা এখন করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—স্যার, উনি বললেন যে এতগুলি রাস্তা যদি প্রয়োজন থেকে থাকে—প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রাথমিক কাজ হিসাবে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলতে পারবেন কি, তাঁর ডিপার্টমেন্টের লোকেরা প্রাথমিক কোন সার্ভে বা এস্টিমেট করেছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সাধারণত সমস্ত রাস্তাগুলি—যেখান থেকে মানুষের ডিমাণ্ড আছে সবগুলি রাস্তাই এস্টিমেট করার কথা বলে থাকি। তার অর্থ এই নয় যে প্ল্যানের টাকা এর মধ্যে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যদি কোনটা থাকে তাহলে করা যায় কি না সেটা আমরা দেখি, সেজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছিলাম যে এতগুলি রাস্তা বলার ফলে, পার্টিকুলার একটা রাস্তার সম্পর্কে যদি বলা হত তাহলে হয়ত আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারতাম।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মিনিমাম নিডস যেটা করা হয়েছে তাতে এই বিলাসপুর এরিয়ার মধ্যে যে রাস্তাগুলির কথা বলা হয়েছে—এই মিনিমাম নিডস প্রগ্রামের মধ্যে একটা রাস্তাও সেখানে নেই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নিডস প্রোগ্রামের মধ্যে সবগুলিকে ধরা যাবে কি ধরা যাবে না, ১টা ধরা যাবে না ২টা ধরা যাবে সেটা বিবেচনা করার জন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই বলেছিলাম এতগুলি রাস্তা আসার জন্য—এটা যেহেতু প্ল্যানে নেই, আমার উত্তরে না বলতে হয়েছে। যদি একটা পার্টিকুলার রাস্তা সম্পর্কে বলা হত—মাননীয় সদস্য যদি বলতেন যে এটা সব চাইতে ইম্পর্টেন্ট তাহলে এডজাষ্ট

করার কোন পসিবলিটিজ আছে কি না সেটা আমি বিবেচনা করে দেখতে পারতাম। তাহলেও আমি এইটুকু মাননীয় সদস্তদের বলছি যে ট্রাইবেল এরিয়ার সাব প্ল্যান যেটি হয়েছে তার মধ্যে ক'টি প্রস্তাব রাখা হয়েছে এখন পর্য্যন্ত স্যাংশান হয় নাই, এষ্টিমেট ইত্যাদি করা হয়েছে, সেটা হল গোলকপুর জগন্নাথপুর ভায়া ধনাবলাশ।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন একটা কনষ্টিটিয়ুয়েন্সীর মধ্যে এতগুলি রাস্তার কথা বলেছেন একটি মাত্র রাস্তা পড়েছে—একটা রাস্তাও এই ৩ বছরের মধ্যে তার কোন প্রয়োজন বা সরকারের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ল না, এটা স্তার, আমি বুঝতে পারলাম না। এই যে ৫/৬টার কথা বললাম একটা কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে—বিলাশপুর কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে গত ৩ বছরের মধ্যে—এই রাস্তাগুলি সম্পর্কে, একটা রাস্তাও সো কল্‌ড প্ল্যানিং যেটা সেই প্ল্যানিংয়ের কর্ত্তাদের মাথার মধ্যে একটা রাস্তারও প্রয়োজন পড়ল না। আপনার তো স্তার, কৈলাশহরে বাড়ী, সেখানে যখন যাবেন—উনি যে কথা বলেছেন যে একটাও পড়ে নাই এই তিন বছরের মধ্যে, কোন কোন জায়গায় পড়েছে আমি বুঝতে পারছি না স্তার। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই রাস্তাগুলির মধ্যে একটা বা দু'টা পড়েছে বা প্রয়োজন অনুভব করেছেন—আপনি প্ল্যানে টাকা রাখেন বা না রাখেন সেখানে আমার কোন প্রশ্ন নেই। প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এমন ২/১টা রাস্তার কথা বলুন উনি। (ইণ্টারাপশান) না এটা বিলাসপুরের মধ্যে পড়ে না—গোলকপুর এইগুলির মধ্যে পড়ে না, এটা ফটিকরায় থেকে চণ্ডীপুর পর্য্যন্ত গিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— যেটার কথা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস ঃ— এটাতে, স্তার, এটার মধ্যে নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্ত, আপনার কনষ্টিটিউয়েন্সীর ভিতর দিয়েই গিয়েছে মনে হয়।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— আমি বলছি স্তার, এই ৫টার মধ্যে একটারও প্রয়োজন নাই? (একটু পরে) স্তার, আমি উত্তর পাই নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এই প্ল্যানের কথাই বলেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে পূর্ত্ত বিভাগের শান্তির বাজার ডিভিশনের অন্তর্গত লাউগাঙ হইতে বিলোনীয়া কলেজ পর্য্যন্ত টি.টি.সি. আমলের রাস্তাটি দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে পুল ও রাস্তার অবলুপ্তি ঘটিতেছে?	রাস্তাটির অবলুপ্তি ঘটে নাই।
২। সত্য হইলে রাস্তাটি মেরামত করার কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে?	অর্থের সংকুলান না হওয়াতে পুলসহ রাস্তাটি সংস্কারের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি জানাবেন, এই রাস্তাটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং টি. টি. সি'র আমলের ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কোন রাস্তা কি আছে যেটা পি, ডাব্লিও, ডি. টেক আপ করে নাই এবং টেক আপ যদি কর না থাকে তাহলে এই রাস্তাটা টেক আপ করার ব্যবস্থা করছেন না কেন? স্যার, উনি বলেছেন রাস্তাটির অবলুপ্তি ঘটে নাই কিন্তু অবনতি ঘটেছে এটা স্বীকার করেছেন। এটা মেরামত করার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. টি, সি'র আমলে যে সব রাস্তা হয়েছে সেগুলি পি, ডব্লিও, ডি'র স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী অনেক জায়গায় হয় নাই বলে টি. টি. সি'র অনেক রাস্তা পি, ডব্লিও, ডি, টেক আপ করেনি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই রাস্তাটা কোন সালে এবং কত টাকা ব্যয়ে করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ম্যাটেরিয়েলস এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তাটা স্যার, একটা পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গেছে স্যার এবং সেখানে মানুষগুলির সংগে শহরের কোন যোগাযোগ নেই। এই অবস্থা বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি আমাদেরকে এই আশ্বাস দিবেন যে এইটা মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামে নেবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এখনই কোন কিছু কমিটমেন্ট করা যায় না। তার কারণ হলো এই যে এখানে যতটুকু রাস্তা আছে তার চাইতে কালভার্ট রয়েছে অনেক বেশী। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামে এইটা বিশেষভাবে দেখা দরকার। ট্রাইবেল এরিয়ার জন্য আর বিলোনীয়ার সংগে সংযোগ রক্ষা করার জন্য এখানে বহু রাস্তা হয়েছে। কাজেই এখন এই রাস্তার খুব বেশী প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়ার সংগে বহু রাস্তার সংযোগ হয়েছে কি না এইটা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা ট্রাইবেল এলাকা সেখানে ট্রাইবেলরা যে সব ফসল উৎপাদন করে তারা এই ফসলের দাম পায় না। আবার এলাকাতে যে সব জিনিসের দর তার দ্বিগুণ দামে তাদেরকে নিতে হয় স্যার। এই সব দিক বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এইটাকে মিনিমাম নিডস্ প্রোগ্রামে নেবেন কি না ? কালভার্ট থাকুক সেইটা আমার প্রশ্ন নয় স্যার। এই সাধারণ ট্রাইবেলের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা যাতে ন্যায্যমূল্যে জিনিস কিনতে পারে এবং তাদের দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এইটাকে মিনিমাম নিডস্ প্রোগ্রামে নেবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমার যতটুকু জানা আছে লাউগাং-এ একটা বাজার আছে এবং বিলোনীয়াতেও বাজার আছে এবং তার মাঝা মাঝি যারা আছে তারা দু'টো বাজারকেই ব্যবহার করতে পারে এবং তার দক্ষিণের যদি কেউ আসে তাহলেও তার যাওয়ার জন্য অনেক ব্যবস্থা আছে।

শ্রীকালপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মহাশয় বলেছেন যে টি. টি. সি'র অনেক কাজই পি. ডব্লিও, ডি'র নিয়ম কানুন মত হয় নি। কিন্তু আমি জানি যে পি. ডব্লিও, ডি,র যে নিয়ম কানুন আছে সেই নিয়ম কানুন মেনেই তো সেইটা করা হয়েছে। আর এইটার বাইরে যদি তারা গিয়ে থাকে, এই সময়ে ছিলেন এই দপ্তরের কর্তা পি, ডব্লিও ডি'র সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার তিনিই দেখতেন এইসব কাজকর্ম। সুতরাং এই কথা যদি মাননীয় মন্ত্রী বলেন তাহলে তো সাংঘাতিক কথা। এই সম্বন্ধে তদন্ত করা হোক।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. টি. সি'র রুলস্ অনুযায়ীই তখন কাজ চলতো এবং তার নিয়ম অনুযায়ীই পি, ডব্লিউ, ডি'তে কাজকর্ম হয়েছে। পি, ডব্লিউ, ডি'তে তখন যারা ছিলেন তারা- তখনকার আমলে টি. টি. সি,র রুলস্ অনুযায়ী কাজ চালাতেন। আর যে প্রশ্নটা তখন পি, ডব্লিউ, ডি'র কাজ পি, ডব্লিউ, ডি দেখতো যখন টি. টি. সি, মার্জ করলো তখন যে প্রশ্ন এসেছে সেই প্রশ্নে দেখা যায় যে পি. ডব্লিউ, ডি যে নিয়ম সেই নিয়ম ঠিক ঠিক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় কিছুটা লিবারেল করা হয়েছিল যেটা এখন করা সম্ভব নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. টি. সি'র রুলস্ ছিল যে পি, ডব্লিউ'র রুলস মত কাজ হবে। আমি বলিনি যে পি, ডব্লিউ, ডি, সব কাজ করতেন। টি. টি. সি'র কাছে গ্রামের রাস্তাগুলি ট্রেন্সফার করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে যে রাস্তা হয়েছে সেইটা পি, ডব্লিউ'র সমস্ত আইন কানুন মেনেই করা হয়েছে। কাজেই এর বাইরে যদি তারা গিয়ে থাকেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন যে মান মত হয় নি। মান মত যদি না হয়ে থাকে তাহলে এইটাকে ধরতে হবে যে সেখানে টাকা চুরি গেছে। এইজন্যই এইটা তদন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. টি. সি'র আমলে যে রাস্তা হয়েছে তখনকার যে অবস্থা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে তখন তাকে হয় তো দশফুট রাস্তা কাটতে হতো কিন্তু আজকে এই রাস্তা দশ ফুট রাস্তা দিয়ে হয়তো আজকের দিনের পারপাস সার্ভ হবে না। এজ জন্য টি. টি. সি'র রাস্তা আজকের দিনে পি, ডব্লিউ, ডি'র পক্ষে নেওয়া কঠিন হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে টি. টি. সি'র আমলের রাস্তার কথা বলেছেন যে ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের আইন অনুযায়ী না হওয়ার জন্য এইটাতে এখন কাজ করা সম্ভব নয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে টি. টি. সি'র অবলুপ্তির সময় এবং যখন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং সেই সময়ে তখনকার মন্ত্রী সভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং আদেশ আছে, খুঁজলে পাওয়া যাবে যে টি. টি. সি'র সমস্ত রাস্তা পি, ডব্লিউ, ডি'র স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হবে, সেইটা সম্বন্ধে মাননীয় মহোদয় অবগত আছেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেভাবে হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছে সেই সময় মিনিস্ট্রির আমলে তখন টি. টি. সি.র লাস্ট পিরিয়ডে বোধহয় আমি ছিলাম। যেভাবে হ্যাণ্ড অভার করা হয়েছে তখন যেহেতু এইটা মার্চ করতে হবে সেই জন্য মার্চ করানো হয়েছে। কিন্তু যখন মিনিষ্ট্রির আমল এলো তখন পি. ডবলিউ,র যে সমস্ত আইন কানুন কিংবা যেভাবে ল্যাণ্ড অ্যাক্যুইজিশন করে যে সমস্ত রাস্তা হওয়া দরকার সেইটা তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল যে টি. টি. সি.র সময় কার যে রাস্তা সেইটা এখন করা যায় না। এইটা করতে গেল, পি. ডবলিউ. ডি.র পক্ষে করতে গেলে অসুবিধা অনেক আছে। এই হলো একটা সমস্যা। আরেকটা সমস্যা হলো যে টি. টি. সি.র সময় যারা রাস্তার জন্য জমি দিয়েছে তারা আজকে যখন গভার্ণমেন্টের হাতে এসেছে অর্থাৎ মিনিসট্রি হয়েছে তখন দেখা যায় তারা কমপেনসেশন চাইতে আরম্ভ করেছে। তখন মাননীয় সদস্যরা হয়তো বা বুঝে সুঝে যেভাবেই হোক এই রাস্তা করে ফেলেছেন কিন্তু তারপর যখন মিনিসট্রির আমল এলো তখন দেখা গেল যে সব জায়গা থেকে ডিমাণ্ড আসছে যে এই রাস্তার কমপেনসেশন দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আজকে এই রাস্তার কমপেনসেশন দিতে হয় তাহলে পি. ডবলিউ. ডি.র পক্ষে বা মিনিষ্ট্রির পক্ষে খুব অসুবিধা হবে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে টি. টি. সি.র আমলে যে সমস্ত রাস্তা হয়েছে, জনসাধারণ তখন দিয়েছিল, এখন জনসাধারণ কমপেনসেশন চাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কারণে চাচ্ছে তারা যে সেটেলমেন্ট তাদের জমি সরকারী রাস্তা হিসাবে এইটা না দেখিয়ে তাদের জোতভুক্ত করে রেখেছে। এই ভুলের জন্যই তারা এখন কমপেনসেশন চাচ্ছে। এইটা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা সেপারেট কোয়েশ্চন হয়ে এলে ভাল হতো। তবু আমি উত্তর দিচ্ছি যে যখন হ্যাণ্ডঅভার করা হলো তখন রাস্তার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, এই রকম কোন ডকুমেন্ট এখন গভর্ণমেন্টের হাতে নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি স্বীকার করবেন যে টি. টি. সি.র পরে যে রাস্তাগুলি টি. টি. সি. করেছে সেই রাস্তাগুলি পি. ডবলিউ. ডি. টেক আপ না করাতে দিনের পর দিন মানুষ সেই রাস্তাগুলিকে এ্যানক্রোচমেন্ট করেছে যার ফলে এখন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাস্তাই নেই। এইটা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের সংগে আগে যেটা মাননীয় সদস্য কালীবাবু বলেছিলেন সেই প্রশ্নের সংগে এইটার হয়তো উত্তর দেওয়া সম্ভব হতো। আমি এখনও উত্তর দিতে পারতাম, তাহলেও এইটা সেপারেট কোয়েশ্চন হয়ে এলে ভাল হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে বলেছেন যে রাস্তার কোন অবনতি ঘটেনি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই যে রাস্তাটির অবনতির কথা চিন্তা করবেন? আমি বলছিলাম এই জন্য যে এই রাস্তাটির জন্য কোন অ্যাকুইজিশানের দরকার হবে না। স্যার, তার সমস্তটা খাস জমি এবং টিলা জমির উপর দিয়ে গেছে রাস্তাটা। তাই অ্যাকুইজিশানের কোন প্রশ্নই আসে না। তাই এখানে স্যার, গাড়োপাহাড় ট্রাইবেল কলোনী আছে, সোনাইছড়ি ট্রাইবেল ট্রেনিং সেণ্টার আছে। তাই ট্রাইবেলের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন কমপেনসেশান লাগবে না। অ্যাকুইজিশানের কোন প্রশ্ন আসে না। পি. ডবলিউ. ডি. প্রোগ্রামের লেভেলে নেবেন কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তাটা যতটা লেন্‌থ দেখা যাচ্ছে সেটা হল ৫৮.২ কি:মি:, আর ওয়েড ২.৪২ মিটার। আর ব্রীজের নাম্বার হল ৭ নাম্বার। তার মধ্যে ১০০ ফিট লম্বা এস. পি. টি. ব্রীজও রয়েছে।

মি: স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ২২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ২২৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। সাব্রুম মহকুমায় প্রচুর ইক্ষু চাষ হয় এবং টীলাসমূহে আরও প্রচুর ইক্ষু চাষের সম্ভাবনা থাকায় সেখানে একটি মিনি-চিনির কল (মিনি সুগার মিল) স্থাপন করার কথা চিন্তা করিতেছেন কি ?

উত্তর

১। ইহা পরীক্ষাধীন আছে।

মি: স্পীকার ঃ— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে ঃ— ৩০৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ৩০৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। পাটকল, কাগজ কল ও চিনি কলের জায়গা পছন্দ করার জন্য কোন সাইট সিলেকশান কমিটি গঠন করা হইয়াছে কি, এবং

২। যদি 'হাঁ' হয়, তবে সাইট সিলেকশান কমিটি কোন রিপোর্ট দিয়েছিলেন কি ?

উত্তর

১। পাট কলের সাইট সিলেকশান বিশেষজ্ঞ কমিটি করিয়াছেন।
কাগজ কল সম্বন্ধে সাইট সিলেকশানের সুপারিশ ফিজিবিলিটি রিপোর্টে আছে।
চিনি কলের সাইট সিলেকশান সম্বন্ধে কোন কমিটি গঠন করা হয় নাই।

২। পাটকল এবং কাগজ কল সম্বন্ধে রিপোর্ট আছে। চিনি কল সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পাট কলের জন্য কতগুলি জমির অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৪০ একর অকোয়ার করার কথা ছিল, তার মধ্যে ১১.৮৩ এ্যাকোয়ার করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পাট কলের যে সাইট সিলেকশান কমিটি গঠন করা হয়েছে তা কাকে কাকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কমিটি যেটা করা হয়েছিল ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার, সেক্রেটারী টু দি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, চেয়ারম্যান, কে. কে, চ্যাটার্জী ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল অ্যাডভাইসর, অফিস অব দি জুট কমিশনার, গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা, ক্যালকাটা—

মেম্বার, ফিনান্স সেক্রেটারী টু দি গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা—মেম্বার, শ্রী আই. এল. ত্রিপাটি টেক্‌নেসিয়ান কর্ণসাল্ট, ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড—মেম্বার, এন. সি. বর্ধন, অ্যাসিসটেন্ট কষ্ট অ্যাকাউন্টেড, অফিস অব দি জুট কমিশনার, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া—ক্যালকাটা—মেম্বার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট অফিসিয়েল অন স্পেসিয়েল ডিউটি অব গভর্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা—মেম্বার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাট কলের জায়গা যে অ্যাকুজিশান করা হল সেটার প্রপোজাল ইনসিয়েন্ট কত তারিখে হয়। আমি বলছি যে সাইট সিলেকশান কমিটি কত তারিখে হয়েছে যে মেম্বার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটিতে বললেন এই দুইটার মধ্যে ডিফারেন্ট কত মাসের।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাডভাইসরি কমিটি করা হয়েছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জুট মিল—যেটা পাট কলের কনসালটেন্ট নিযুক্ত না হন ততক্ষণ পর্য্যন্ত অ্যাড-ভাইসরি কমিটি হিসাবে এটা কাজ করছে, এর মধ্যে অ্যাক্সপার্ট রয়েছে এটা মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে থাকবেন। এখন যে সাইট সিলেকশান কমিটি করা হয়েছে, এই কমিটি দু'টি জায়গা সিলেকটেড করেছেন। একটা হল প্রতাপগড়, আর একটা নাম হল টি গার্ডেন, হাফানিয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গায় অ্যাড্‌ভাইসরি কমিটি, এই জায়গায় জুট মিলের সাইট ঠিক করা হয়েছে। সেই জায়গা তারা ঠিক করেছেন কন্‌সালটেন্ট এসে জায়গা দেখেছেন। তারপরেও এখানে যারা আছেন তারাও এই সিলেক্ট করেছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্ন এইটা ছিল না। আমার প্রশ্ন ছিল ল্যাণ্ড অ্যাকুজিশান করা হলে সেখানে তার নটিফিকেশান করে দেয়া হল এবং এই যে অ্যাডভাইসরি কমিটি ডি. সি. কে. কে. চ্যাটার্জী, ফিনান্স সেক্রেটারী অব ইণ্ডিয়া—এদের নিয়ে একটা কমিটি করা হল সেটা গত তারিখে করা হল। দু'টার ডিফারেন্স কতটুকু। এই কমিটি কি করলো সেটা আমার প্রশ্ন নয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাটকলের জন্য যে জায়গা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে এটার তারিখটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তবে যে এরিয়াটা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে এটা সবটাই অ্যাকোয়ার করার কথা ছিল, অ্যাকোয়ার করার কথা ছিল পাট কলের জন্য নয়, এটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বেল্ট হবে এই হিসাবে এটাকে ঠিক করা হয়েছিল এবং সমস্ত জায়গাটাই অ্যাকোয়ার করার কথা ছিল এবং কিছু জায়গা আমরা অ্যাকোয়ার করেছি এবং তার জন্য যে কম্পেনসেসান দেওয়া দরকার সেই টাকাও কোর্টে জমা হয়ে আছে। যেহেতু তার মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে মালিক সম্পর্কে কে কম্পেনসেসান পাবে, যারা মালিক ছিলেন তাদের মধ্যেই ডিসপুট রয়েছে এবং যে কারণে আমাদের কোর্টের কাছে টাকা জমা দিতে হয়েছে এবং সেখানে প্রশ্ন হল রিটেনশানের একটা ধারা রয়েছে আমাদের ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্টের মধ্যে। সেই রিটেনশান অনুযায়ী কতটা জায়গা রাখতে পারবে সেই জায়গাটা এখন পর্য্যন্ত ঠিক হয়নি। মাননীয় সদস্যরা হয়ত জানেন যে এখানে ও, এন, জি, সি'রও জায়গা দেওয়া হয়েছে। ওদের আমরা জায়গা অ্যাকোয়ার করে দিয়েছি। ওরাও কম্পেনসেসানের টাকা দিয়েছেন এবং সেই

টাকাও জমা হয়েছে কোর্টের কাছে। এখন সেই জায়গা রিটেনশানের জন্য, উনি যে জায়গাটা চাইবেন সেই জায়গাটা যখন পাওয়ার অনুযায়ী তিনি রিটেনশান চাইবেন তখন কম্পেনসেসানের প্রশ্ন কিংবা অ্যাকোয়ার করার প্রশ্ন আসে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— 'তাহলে কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের ডেটটা এবং এই কমিটি কবে হয়েছিল সেই ডেটটা দিতে পারবেন না বলতে চান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজাক্ট ডেটটা দিতে পারছি না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— দু'টোর একটাও দিতে পারছেন না ? আমি দুটো ডেট চেয়েছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজাক্ট ডেট দেওয়াটা কঠিন তবে আমি যা বললাম তার বাইরে কোন ডেট নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এটা কি সত্যি যে পাটকলের সাইট সিলেক্শানের জন্য ডি, এম, ওয়েষ্ট ত্রিপুরাকে নিয়ে একটা কমিটি করা হয়েছিল এবং আরও মেম্বার ছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যতটুকু আমি জানি কমিটি গঠন করার পরে সাইট সিলেকশান করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি জিজ্ঞাসা করছি, মাননীয় ওয়েষ্ট ত্রিপুরার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই কমিটি গঠনের আগে অন্য লোকদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অনেক বেশী অভিজ্ঞ, কারণ অনেক প্রশ্ন যখন আছে তারা জানেন যে জুট মিল কিংবা পেপার মিল সম্পর্কে এক্সপার্ট এখানে নেই, কোন্ সাইটে সেটা হতে পারে সেটারও এক্সপার্ট অপিনিয়ন দরকার পড়ে। সেখানে ডি, এম, এর অপিনিয়ন কিংবা অন্য কারো অপিনিয়ন এখানে কাউন্ট করে না। এটা এক্সপার্টদের অপিনিয়ন সর্ব্ব জায়গায় নেওয়া হয়ে থাকে এবং এখানেও তাই করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি অবগত আছেন যে এই সাইট সিলেকশানের ব্যাপার নিয়ে তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী সিংঘল সাহেব অ্যাডভার্স রিপোর্ট করেছিলেন যে এত হারিডলী কেন সাইট সিলেকশান করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কে কি করেছে না করেছে, আমার কাছে যতটা আছে তাই আমি উত্তর দিয়েছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা অবগত আছেন কি যে তদানীন্তন চীফ সেক্রেটারী এই মর্ম্মে একটা অ্যাডভার্স কমেণ্ট করেছিলেন যে এত হারিডলী সাইট সিলেক-শানের প্রয়োজনীয়তা ছিল না এবং এটা অত্যন্ত হারিডলী করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু জানা আছে ততটুকু পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি যে এক্সপার্ট কমিটির অপিনিয়ন ছাড়া এটা এক পাও অগ্রসর হয় নি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এটা কি ঠিক যে ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আজ এ হোল অর্থাৎ ফিনান্সের আণ্ডার সেক্রেটারী, ফিনান্স সেক্রেটারী, ফিনান্স মিনিষ্টার অ্যাডভার্স রিপোর্ট দিয়েছিলেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে অ্যাডভাইসরি কমিটি থেকে এটা করা হয়েছে। তাতে ফিনান্স সেক্রেটারীও আছেন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই যে জুট মিলের জন্য যে জায়গা অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সেই জায়গার মালিকদের নাম কি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কোর্ট থেকে সাব্যস্ত হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা কি জানেন যে জুট মিলের ঠিক অপোজিটে ৫০ একরের মত একটা জায়গা আছে, যার ইললীগেল অকুপায়ার মধুজিৎ দেববর্মা ? এবং এই হাউসে আমরা গত সেসনে বলেছিলাম যে ৫০ একরের মত জায়গা মধুজিৎ দেব শর্মার ইল্লীগেল অকুপেশনে রয়েছে সেটা অ্যাকোয়ার করা হোক। সেটা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে এটা সম্পুর্ণ খাস জায়গায় পড়েছে এবং এটা কৃষ্ণদাসবাবু এক্সেস ল্যাণ্ড ছিল, ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশনের এক্সেস ল্যাণ্ড সরকারের উপর বর্ত্তেছে এবং প্রচুর খাস জায়গা সেখানে আছে। সেখানে জুট মিল না করার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে এটা এক্সপার্ট অপিনিয়নের উপর নির্ভর করে। কার জায়গা, কোথায় পড়ল না পড়ল এটা আমাদের উপর নির্ভর করে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— তথাকথিত এক্সপার্ট কমিটিকে, এই যে জায়গা এখন অ্যাকোয়ার করা হয়েছে তার উল্টো দিকের জায়গা কিংবা কৃষ্ণদাসবাবুর বাগানের যে এক্সেস ল্যাণ্ড সেগুলি কি দেখানো হয়েছিল ? ফাইলে এইরকম কিছু আছে ? সেইগুলি প্রডিউস করতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— প্রশ্ন এখানে না উঠার জন্য স্পীকার সাহেব আছেন। আপনি নন। স্পীকার সাহেব আমাকে বাঁধা দেন নি। অত্যন্ত রিলেভেন্ট কোয়েশ্চান স্যার। অ্যাডজাসেন্ট ল্যাণ্ডে প্রচুর খাস জায়গা আছে। ষ্টেট গভর্ণমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন, যদি অ্যাট অল কোন কমিটি ফরমেশান করা হয়ে থাকে ল্যাণ্ড অ্যাকোয়ার করার আগে, সেখানে আমাদের ডি, সি, সাহেব ছিলেন, চিত্ত রঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন, এঁরা এই জায়গাগুলি দেখিয়েছিলেন কি না এক্সপার্ট কমিটিকে, যদি অ্যাট অল এক্সপার্ট কমিটি থেকে থাকে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের জবাব আগেও দিয়েছি যে তাঁরা সব জায়গা দেখিয়েছেন, আশে পাশে যেসব জায়গা আছে। তারপর যে জায়গা তাঁরা সিলেক্ট করেছেন সেটাই অ্যাকোয়ার করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এই দুটো জায়গার কথা বলেছি। তিনি রাখতে পারবেন কিনা এবং আমাকে দেখাতে পারবেন কিনা যে এই দুটো জায়গা মধুজিৎ বাবুর যার ইল্লীগেল অকুপেশনে আছে রাস্তার উত্তর দিকের জায়গাটা এবং কৃষ্ণদাসবাবুর এক্সেস ল্যাণ্ড যেটা সরকারের উপর বর্তিয়েছে সেই জায়গাগুলি, আমি নাম বলছি, ষ্টেট গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে একসপার্ট কমিটিকে দেখানো হয়েছিল কিনা. আমি জানি ফাইলে কিছু নেই, দেখানো হয় নি এই সমস্ত জায়গা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত জায়গা, সমস্ত এরিয়াটা তাঁরা দেখেছেন, কারণ এটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বেল্ট হওয়ার কথা এবং সেখানে জুট মিল হচ্ছে ফ্লাওয়ার মিল হচ্ছে, সবটা এরিয়া হয়ত মিল এরিয়া হয়ে যাবে এবং সেইভাবে তারা জুট মিলের জায়গাটা সিলেক্ট করেছেন। কোন বিশেষ জায়গা সিলেক্ট করতে আসেন নি। গভর্ণমেন্ট থেকে যেটা বিবেচনা করা হয়েছে সেটা বিবেচনা করা হয়েছে যে এরিয়াটা খাস করতে হবে, সমস্ত এরিয়াটাকে খাস করে রাখতে হবে এবং সেজন্য খাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলবেন যে এই জায়গা অ্যাকুইজিশান করার ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারী একটা নোট দিয়েছিলেন এবং সেই নোটে উনি বলেছিলেন যে সাইট সিলেকশান, এটা একটা ইম্পোর্টেন্ট ফ্যাক্টার। কাজেই সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্সনদের সংগে কন্সাল্ট না করে ভার্বেল অর্ডারে সিলেকশান করা রেভিনিউ কমিশনারের পক্ষে ঠিক হয় নি, এইরকম কোন নোটিশ তিনি দিয়েছিলেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে যারা সাইট সিলেকশান করেন এটা এক্সপার্ট বডি এবং এক্সপার্ট বডি থেকে এটা করা হয়েছে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— ইহা কি সত্য নয় যে সাইট সিলেকশানের আগেই জমি অ্যাকোয়ার করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একই প্রশ্নের জবাব আমি কতবার বলব ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি মাননীন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বলে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পার্শ্ববর্তী যে জায়গা বলেছেন যে দেখানো হয়েছে, এটা আদৌ সত্যি নয়। মধুজিৎবাবু যে জায়গার ইল্লীগেল অকুপায়ার, সরকারের হাতে এইরকম কোন ডকুমেন্ট নাই, আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি সরকারকে দেখাতে। পরে যে জায়গা দেখানো হয়েছিল এবং এই-

রকম কোন ডকুমেণ্ট সরকারের হাতে নেই। অসত্যের উপর পরিবেশিত হচ্ছে। কৃষ্ণদাসবাবুর একসেস ল্যাণ্ড যেটা সরকারের উপর বর্তেছে সে জায়গা দেখানো হয়েছিল এইরকম কোন রেকর্ড হাউসে দাখিল করতে পারবেন না। অসত্য কথা এখানে পরিবেশিত হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যতটা ফ্যাক্ট আছে তাই বলেছি।

Mr. Speaker :— Question hour is over. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and also the Starred Questions which were not replied orally.

There is one calling attention notice to which the Minister in-charge of the Home Department agreed to make a statement to-day. Now, I would call on the Minister to make a statement on the calling attention notice of Shri Sunil Chandra Dutta on— গত ৬ই মে তারিখে বি, এস, এফ, এর চারজন কর্মী-দ্বারা কমলপুর মহকুমার মোহনপুর মৌজার ফিরোজ মিঞা এবং কতিপয় ব্যক্তিকে অহেতুক নির্মমভাবে প্রহার করা সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭/৫/৭৫ তারিখে ৪ জন বি, এস, এফের কর্মী কমলপুর মহকুমার মোহনপুর মৌজার ফিরোজ মিঞাকে মারধর করেছে মর্মে গ্রাম্য নেতা শ্রীআবদুল মুন্নাফের এজাহার মূলে কমলপুর থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৪৮, ৩৪২, ৩২৩নং ধারা মূলে ৭/৫/৭৫ইং তারিখে মকোদ্দমা রেজিষ্ট্রি ভূক্ত হয় এবং এজাহার মূলে তদন্ত আরম্ভ হয়। উক্ত অভিযোগে এফ, আরে, প্রকাশ যে গত ৬/৫/৭৫ইং তারিখে বেলা প্রায় আট ঘটি-কার সময় বি, এস, এফের একজন অফিসার ও বি, এস, এফের ৩ জন সিপাহীসহ আসিয়া মোহনপুর নিবাসী ফিরোজ মিঞা ও আবদুল মুন্নাফের বাড়ী তল্লাসী করে এবং তাহাদিগকে ও তাহাদের পরিবারস্থ লোকজনকে মন্দ ভাষায় গালিগালাজ করে। ফিরোজ মিঞা ও আবদুল মুন্নাফকে আটকিয়ে রাখে বলে অভিযোগ। তাহারা ফিরোজ মিঞাকে প্রহার করে। বি, এস, এফের লোকজন তাহাদিগকে বাংলাদেশে গিয়া শ্রীজয় চন্দ্র নমস্বদ্রের কন্যা শ্রীমতি সুষমা নমস্বদ্রকে ফিরাইয়া আনিতে বলে। শ্রীমতি সুষমা উক্ত ফিরোজ মিঞার পুত্র রস্তাজ আলীর সাথে গত ২৯/৪/৭৫ইং তারেখে বাংলাদেশে চলিয়া গিয়াছে। ইহা জানা যায় যে ফিরোজ মিঞার লোকেরা শ্রীফিরোজ মিঞাকে বেত দ্বারা প্রহার করে। বিজয় সিং নামে অপর এক ব্যক্তি বি, এস, এফের কাজে বাধা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু তদন্তের সময় কেউ বি, এস, এফের লোকজনকে চিনিতে না পারায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। পুলিশ উক্ত ফিরোজ মিঞাকে কমলপুর হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং তার আঘাত সামান্য বিধায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তার বিজয় সিং-এর চিকিৎসার কোন প্রয়োজন হয় নি। ফিরোজ মিঞা সম্পর্কে ডাক্তারী রিপোর্ট সারা শরীরে বেদনা ছিল, তাছাড়া শরীরে ৪টি আঘাতের চিহ্ন ছিল যাহা সামান্য, বেত দ্বারা প্রহারের দরুন ঐ আঘাত। উক্ত ব্যাপারে কমলপুর মহকুমা শাসক উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট ৮ই মে তারিখে পূর্ণ বিবরণ প্রেরণ করেন। উক্ত জেলা শাসক ৯১ নং বি, এস, এফের কমাণ্ডারকে যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেতার বার্তা প্রেরণ কারেন এবং ৯১ নং বি, এস, এফের কমাণ্ডার ১৩ই মে তারিখে এক রিপোর্টে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসককে লিখিতভাবে বলেন যে শ্রীমতী সুষমার পিতা জয়চন্দ্র নম:সুদ্র, বি, এস, এফের নিকট সাহায্য চেয়েছিল। কমাণ্ডেন্ট উক্ত অভিযোগ স্বীকার করেন। এদিকে বি, এস, এফের ডি, আই, জিকে এক বার্ত্তায় সরকার হতে জানতে চাওয়া হয়েছে যে উক্ত ঘটনার তদন্তক্রমে যে সমস্ত বি, এস, এফ, কর্মী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, তাদের কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা। উত্তরে এখনও পাওয়া যায় নি। মকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রীসুনাল চন্দ্র দত্ত :— পয়েণ্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে-এবং এটা মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘটেছে। বি, এস, এফের কর্মীরা জনসাধারণের বাড়ীতে ঢুকে তাদেরকে প্রহার করবে, এই ধরণের অধিকার তারা কোথায় পায়? এবং তাদের জনসাধারণের বাড়ীতে ঢুকার অধিকার আছে কিনা এবং তারা কেন জনসাধারণের বাড়ীতে ঢুকার মত সাহস পায়?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার জবাবে আমি বলেছি যে এটার সম্পর্কে কেস করা হয়েছে এবং তার তদন্ত করা হচ্ছে। আর যেহেতু আইডেণ্টিফিকেশান করা সম্ভব হয় নি, তাই কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নি তাই বি, এস, এফের অফিসিয়েলসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— ঘটনা ঘটেছে মে মাসের ৬/৭ তারিখে, এখন মে মাস শেষ হয়ে গেল, অথচ তাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ সাট এনে শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হল না। এটা কি সত্যি জনসাধারণ যারা সনাক্ত করবে, তাদের ভাগ্যেও এই ধরণের প্রহার ঘটবে, এই ভয়ে তারা কেউ সনাক্ত করতে চায় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে প্রাথমিক রিপোর্ট যে এসেছে তাতে আছে যে আইডেণ্টিফিকেশান করা হয় নি বলে গ্রেপ্তার করা হয় নি। তবে যেহেতু কেসটা মারাত্মক ধরণের সেহেতু আমরা বি, এস, এফের হাই অফিসিয়েল যারা আছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

যাতে এই ধরণের রক্ষী যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা ওরা নেবেন, না কি আমাদের কাছে ছেড়ে দেবেন।

শ্রীসুনাল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন ফিরোজ মিঞাকে মার-ধর করা হয়েছে, আর একজন বিজয় সিংকেও মারপিট করা হয়েছে। এটা কি সত্য যে ফিরোজ মিঞাকে একবার মারপিট করার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ফিরোজ মিঞা ঐ বিজয় সিংহের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করলে, তার বাড়ী থেকে ঐ ফিরোজ মিঞাকে আবার ধরে এনে রাস্তার উপর মারধর করা হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু এটা তদন্তাধীন রয়েছে সেহেতু বিস্তারিত মেটেরিয়েলস এখন দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা সম্পর্কে সেটা আমি এখানে বিবৃত করেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কমলপুরে এই ধরণের ঘটনা আরও ঘটেছে, এই রকম আর কোন নালিশ অপনার কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই ধরণের ঘটনা আগে যদি ঘটে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেগুলির প্রপার ইনকোয়ারী হয়েছে এবং তার রিপোর্ট হয়তো বা এসেম্বলীতে দেওয়া হয়েছে, আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন এবং কেসটা তদন্তাধীন আছে সেহেতু এই সম্পর্কে যদি আর কোন প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়, তাহলে তদন্তটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আমি মনে করি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— তদন্তকালীন অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী আর কিছু বলতে রাজী নন। কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছে আর একটা জিনিষ জানতে চাই যে বি, এস, এফ ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র, তাদের যে ডিউটি বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন না করে পুলিশের যা করনীয় সেই সব কাজে তারা হস্তক্ষেপ করছেন এবং বর্ডার এর ভিতরে যেসব গ্রাম আছে, সেগুলিতে ঢুকে অত্যাচার করে। কাজেই এইসব কথা বিবেচনা করে বি, এস, এফ-কে আমাদের ত্রিপুরা আর্মড পুলিশ ফোর্সকে নিয়োগ করার চেষ্টা করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বি, এস, এফ. এবং বর্ডারটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। কাজেই এই সম্পর্কে এখন কিছু বলতে পারছি না।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, I have received two notices of alleged breach of privileges one from Sarbasree Abdul Wazid, Jatindra Kumar Majumder and Samir Ranjan Barman, M. L. As. against Shri Mohan Lal Roy, Editor of the Daily Nagarik for Publishing a news on 23rd May, 1975 which is alleged to have cast aspersion on the rights & privileges of the Hon'ble member Shri Kalipada Banerjee, Shri Jaduprasanna Bhattacharjee, and Shri Prafulla Kr. Das and another from Shri Jatindra Kr. Majumder against said editor Shri Mohan Lal Roy for Publishing a news in his paper on 27-5-75 which is alleged to have cast aspersion on the conduct of Shri K. P. Banerjee as a member of this Assembly.

Now, in pursuance of rule 191 of our Rules of Procedure & Conduct of busiuess, I refer both the cases to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.

DISCUSSION & VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1975-76.

Mr. Speaker :— Next business of the House is discussion and voting on demands for grants for 1975-76. To-day in the list of business there are 10 (ten) demands for grants viz. Demand Nos. 3, 18, 19, 21, 23, 29, 32, 33, 41 & 45 to be disposed of by the House.

Moreover, there are 10 (ten) demands viz. Demand Nos. 9, 11, 34, 38, 44, 28, 47, 30, 31, & 37 which have been carried over from the list of business for 27. 5. 1975 and these 10 (ten) demands will be taken up first to-day.

Among the 10 (ten) demands shown is the to-day's list of business demands No. 3. 18, 19 & 21 standing in the name of the Minister-in-charge ef the Medical & Law Department, demands No. 23 standing in the name of the Minister for Tribal Welfare and demand Nos. 29, 32, 33, 41 & 45 standing in the name of the State Minister for Agriculture. The Ministers concerned will move the demands when called upon by me. Details of the demands and cut motions relating thereto are shown in the Appendix of the list of business already circulated to the Members. As soon as the demands Nos. 18, 23 have been moved I shall take up the cut motioni to be moved by Shri J. L. Das on these demands.

Now, I call on Shri J. L. Das to start discussion.

Shri Samir Ranjan Barman :— আমি একটা কথা বলছি স্যার, আমি ডিমাণ্ডের উপর বলব, আমার নাম যেন দেওয়া হয় স্যার।

Mr. Speaker ;— I would like to have list of Members. If you like to participate in the discussion (interruption)

Shri Samir Ranjan Barman :— নাম কে নেবে আমি জানি না স্যার। আমাদের পার্লামেণ্টারী এফেয়ার্স-এর মিনিষ্টার এখানে নেই।

Mr. Speaker :— I would like to allow enough time for the Members.

Shri Samir Ranjan Barman :— না স্যার, আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি—আমাকে একটু বলতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এটা আপনি জানেন কে করছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ ঃ— সেটা নয় স্যার। আমি বলছি আমাদের পার্লামেণ্টারী এফেয়ার্সের মিনিস্টার এখানে নেই, কে নেবে সেটা আমি জানি না। আমি আপনার দৃষ্টিতে এনে রাখছি আমি পুলিশ এবং ভিজিলেন্সের উপর বলব আমাকে যেন বলার সুযোগ দেওয়া হয় স্যার রিসেস-এর পর।

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ ষ্টার্ট। মাননীয় সদস্য আপনি কাল সুরু করেছিলেন বোধ হয়। আপনি অনুগ্রহ করে ১০ মিনিট বলবেন। কারণ আমাদের সময় এত অল্প, আজকের ডিমাণ্ড পেশ করার সুযোগ পাওয়া যাবে কি না সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করছে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪—ইণ্ডাষ্ট্রীতে ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বরাদ্দের জন্য উত্থাপন করা হয়েছে। আমি এই ডিমাণ্ড-এর উপর একটা কাট মোশান মুভ করছি যে আমাদের এখানকার শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্পের অগ্রগতির জন্য আজ প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এই বরাদ্দ অত্যন্ত স্বল্প। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়। শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের—একটা অনগ্রসর রাজ্য, একটা মৌলিক অর্থ নৈতিক সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আমাদের এই রাজ্যে ২টা জিনিষের উপর—আমাদের অর্থ নৈতিক অগ্রগতি, কর্ম্মসংস্থানের অগ্রগতি প্রডাকশানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, সমস্ত দিক থেকে অগ্রগতি নির্ভর করছে। একদিকে যেমন কৃষির দিকে উন্নয়ন আর এক দিকে শিল্পের উন্নয়ন। ত্রিপুরা রাজ্যে আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে এমন একটা রাজ্য যে রাজ্যে গত ৩০ বছরের মধ্যে

বা ২৫/২৬ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বেড়েছে। বেড়েছে এই কারণে যে এটা একটা সীমান্তবর্তী রাজ্য এবং ১৯৪৭ ইং ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগে এবং পরে বিপুল সংখ্যক লোক আসিতে লাগলেন তখনকার পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে এবং এখানকার অর্থনীতিতে একটা

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, হাউসে কোরাম নাই।

মিঃ স্পীকার :— বেল বাজালেন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই ত্রিপুরার অর্থনীতি স্বাভাবিক অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তা ঘটেনি। অর্থ নৈতিক অবস্থার স্বাভাবিক অগ্রগতির তুলনায় অনেক বেশী দ্রুত গতিতে এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি গেয়েছে ফলে প্রচণ্ড—উৎপাদন বা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড সংকট এব সেই সংকট প্রকাশ পাচ্ছে সব চাইতে বেশী আমাদের রাজ্যের কর্মসংস্থানের দিক থেকে, বেকার সমস্যার দিক থেকে। আমি শিল্পের কথাই বলছি যদি শিল্পের অগ্রগতি দ্রুতগতিতে না করা যায়, যদি শিল্পের অগ্রগতি প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত শ্লথগতিতে চলতে থাকে তবে আমাদের এই রাজ্যের অর্থনীতির দিক থেকে যেমন ঠিক কর্মসংস্থানের এবং বেকার সমস্যা সমাধানের দিক থেকেও রাজ্যের পরিস্থিতির কোন রকম পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হবে না। আমাদের এই রাজ্যে গত বছরে পাট এবং কাগজ কল—২টা শিল্পের কথা উত্থাপিত হয়েছে এবং এখানকার রাজ্যের মন্ত্রীসভা বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে সার্ভে করা হচ্ছে বা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। আমি জানি না এই পাটকল, চট কল বা এছাড়া আর কি ধরণের শিল্প এখানে হতে পারে—এখানে কোন কোন শিল্পের ইন্‌ফ্রাষ্ট্রাকচার এখানে আছে সেটা এক্সপার্টের বিবেচনার বিষয়। কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝি সেটা হল দ্রুতগতিতে শিল্পের যদি অগ্রগতি না হয়, দ্রুতগতিতে শিল্পের যদি সম্প্রসারণ না হয় তাহলে রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড সংকট চলছে সেটাকে কোনভাবেই মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কাজেই শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যা ক'বছরে এই বিধান সভায় দেখেছি, সেই ক'বছরে আমরা দেখেছি শিল্পের ক্ষেত্রে যা বরাদ্দ দাবী করা হচ্ছে সেই বরাদ্দ প্রপোজ করা হচ্ছে যে বরাদ্দ প্রোপোজ করা হচ্ছে সেই বরাদ্দ এখানকার শিল্পের অগ্রগতির তুলনায় অত্যন্ত কম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানকার শিল্প পাটকল, চটকল ইত্যাদির ব্যাপারে কথা এই বিধান সভায় উঠেছে এবং সংগে সংগে আমরা বিশেষভাবে আমি প্রস্তাব উত্থাপন করেছি যে আজকের দিনে ত্রিপুরার মত অনগ্রসর রাজ্যে কোন প্রাইভেট সেক্টার থেকে শিল্প গঠন করা সম্ভবপর হবে না। কাজেই পাবলিক সেক্টারে কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে এইখানে শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাই ত্রিপুরা সরকারকে আরও দ্রুতগতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকে কনভিন্‌সড করতে হবে যে ত্রিপুরায় শিল্পের অগ্রগতির প্রয়োজন বিভিন্ন দিক থেকে। এখানে আমরা দেখেছি দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত বিড়লা বা অমুক এই মন্ত্রীসভা গঠনের আগে প্রাইভেট সেক্টারে শিল্প উন্নয়নের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসে নানারকম ইনকোয়ারী ইত্যাদি করেছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ আমরা জানি আজকের দিনে ভারত-

বর্ষের শিল্প ক্ষেত্রে কি প্রচণ্ড সংকট চলছে এবং উৎপাদন পুঁজিপতি মালিকরা আজকে তারা শিল্পের অগ্রগতি ঘটাতে চায় না। তারা প্রডাকশনে কোন রকম পুঁজি নিয়োগ করতে চায় না। কারণ তারা পুঁজি নিয়োগ করছে এখন ব্ল্যাক মার্কেটে, ব্ল্যাক মানি হিসাবে এবং হোর্ডিং ইত্যাদিতে। কাজেই প্রাইভেট সেক্টার থেকে শিল্প যে ত্রিপুরায় হতে পারবে না সেই সম্পর্কে আমরা প্রথম দিক থেকে নিঃসন্দেহ। যাহাই হোক, পরবর্তীকালে পাবলিক সেক্টার থেকে শিল্পের কথা উত্থাপিত হয়েছে এবং সরকার যতটুকু কাজ গ্রহণ করেছেন আমি জানি না কবে এই পাটকল, চটকল ইত্যাদির সাইট সিলেকশন হবে এবং কবে এখানে পাটকলের শিল্প স্থাপনের কাজ সুরু হবে এবং কবে পর্য্যন্ত চালু হবে। এবং কাগজ কলের অবস্থা বা কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে আজকে যদি সরকার দ্রুতগতিতে এই সমস্ত শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত না করেন এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত না করেন তাহলে আজকের দিনে আমাদের ত্রিপুরার আর্থিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা চলছে তা ব্যাহত হবে এবং ত্রিপুরার অর্থনীতির একটা চরম আর্থিক সংকট সৃষ্টি করবে। কাজেই আজকে এই যে পাটকল এবং চটকলের কথা আমরা বলছি, এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের শিল্পের ব্যবস্থা হতে পারে। আমরা জানি আমাদের রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আনারসের উৎপাদন এবং সেই আনারসের উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেই আনারসের উৎপাদনের সম্ভাবনাকে কার্যকরী করার জন্য একটা মার্কেট সৃষ্টি করতে পারেন নি। তারজন্য একটা উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারায় আনারসের উৎপাদন হয় নি। আমাদের এই ত্রিপুরায় একটা বা দুইটা আনারসের যে দাম, কলিকাতাতে যে কোন রাস্তার মোড়ে একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে যে আনারসের টুকরা তুলে দেওয়া হয় সেইটার দাম ত্রিপুরার দুটো আনারসের দামের চাইতেও বেশী। আনারসের চাহিদা ভারতবর্ষের বাহিরেও আছে। বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সোভিয়েত রাশিয়াও আনারসের চাহিদা আছে। আমরা জানিনা, আমাদের ত্রিপুরা সরকার আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ব্যাপারে আলোচনার কি প্রচেষ্টা তারা করছেন। ত্রিপুরার আনারসের এ্যাক্সপোর্ট করার যদি একটা পন্থা সৃষ্টি হতে পারে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে যে টীলা জমি আছে সেই টীলা জমির উপরে প্রচণ্ড আনারস উৎপাদন করা যেতে পারে এবং ত্রিপুরার প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে এক দিকে আনারসের প্রিজার্ভেশন সৃষ্টি করা যেতো। আমি জানি না, কেন আমরা এই সমস্ত ব্যবস্থার দিকে আমরা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে পারছি না। আমি জানি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার চাইতে ত্রিপুরার আনারসের উৎপাদন উন্নত ধরণের। এবং ভারতের বিভিন্ন ষ্টেটে অথবা ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে আনারসের এ্যাক্সপোর্ট করার যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার ভিত্তিতে এখানকার প্রচণ্ড শিল্প এবং আনারসের প্রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা কেন গড়ে উঠছে না তা আমরা বুঝতে পারছি না। এইটার বিরাট সম্ভাবনা আছে। কারণ একদিক দিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে টীলা জমিতে আনারসের উৎপাদন সৃষ্টি করা যায় যদি আনারসের একটা মার্কেট সৃষ্টি করে দিতে পারেন। সেই মার্কেট দেশজোড়া আছে অথচ প্রিজার্ভেশনের ইণ্ডাষ্ট্রি যেটুকু আছে সেইটুকু অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আছে। আজকে সমগ্র রাজ্য জোড়ে সেই আনারসের উৎপাদন সৃষ্টি করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আঁখ, আঁখের

উৎপাদন ভারতে মাত্র কয়েকটা পকেটে হয়। আঁখ চাষ সমগ্র ভারতবর্ষে হয় না। কিন্তু ত্রিপুরাতে আঁখ চাষের একটা সম্ভাবনা আছে, একটা উপযুক্ত সয়েল আমাদের এখানে আছে। কাজেই এই আঁখ চাষের ভিত্তিতে আমাদের একটা ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি চিনিকল দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া সাবডিভিশনের শান্তির বাজারে হয়েছে। এই ধরণের চিনির কল আরও অন্যান্য জায়গায় হতে পারে যদি সুপরিকল্পিত ভাবে সেই চিনির কলকে বিভিন্ন এলাকায় আঁখ চাষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে শান্তির বাজারে একটা চিনির কল আছে সেই চিনির কলে আঁখ চাষীদের উৎপাদনের খরচ পুষিয়ে উপযুক্ত দর তারা নিতে পারে না। যে কারণে এইবারের মরশুমে প্রচুর পরিমাণে আঁখ তারা চিনির কলের কাছে তারা বিক্রী করতে পারে নাই কারণ তাদের যে দর সেই দর উৎপাদনের তুলনায় সাংঘাতিক ভাবে কম এবং মরশুমে বিভিন্ন রকমের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এইবার এমন একটা সমস্যা সৃষ্টি হলো যে হঠাৎ গুড়ের দাম পড়ে গেল এবং বিভিন্ন দিক থেকে আরেকবার আঁখের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিল। সেই সময়ে মানুষ প্রডাকশন খরচ পোষুক বা না পোষুক চিনির কলের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হতো। যেহেতু গুড়ের মার্কেট প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত তখন দেখা গেল চিনির কল বন্ধ এবং বহু জায়গায় মানুষ আঁখ চিনির কলের কাছে জমা দেওয়ার জন্য কেটে রাখে এবং পরবর্তীকালে চিনির কল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য সেই সমস্ত তারা আর দিতে পারে নাই। কাজেই এই যে সমস্যা সংকট এইটা দূর করতে হলে ইণ্ডাষ্ট্রি আমাদেরকে করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একবার বাইরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ১৯৭১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা দেখেছি মস্কোতে সেখানে ডিনারের টেবিলেই হোক বা গ্রামের যৌথ খামারেই হোক সেখানকার ডাইনিং টেবিলগুলিতে প্রচুর ফল তারা দেয় এবং সেই সমস্ত দেশে আমরা দেখেছি আংগুর, আপেল ইত্যাদির তুলনায় আনারসের অথবা কলার মোটেই সুস্বাদু বা উপাদেয় নয়। কাজেই সেই সমস্ত দেশে যেখানে খাদ্যের মধ্যে বেশীর ভাগ ফল তারা খায়, সেই সমস্ত দেশে আমাদের দেশের কলা, আনারস তাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত জিনিষ সম্পর্কে যদি আমাদের রাজ্য আমাদের সরকার আজকে চাপ সৃষ্টি করেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে আমরা বাইরে এ্যাক্সপোর্ট করতে চাই, কারণ আমাদের এখানে প্রচুর কলার চাষ হতে পারে, কাঁঠাল তো আছেই। আর আনা-রসের চাষও হতে পারে এবং সমাজতান্ত্রিক অন্যান্য দেশগুলিতে এই সমস্ত ফলের চাহিদা তাদের প্রচণ্ড আছে। কাজেই ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলতে হবে যে আমাদের এখানে এই ধরণের শিল্প হতে পারে। ত্রিপুরায় বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি হওয়ার মত একটা ইনষ্ট্রাকচার আছে আছে কিনা আমি জানিনা, তবে ত্রিপুরায় এই সমস্ত কৃষি ভিত্তিক যে শিল্প সেই সমস্ত শিল্প হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে যথেষ্টভাবে কার্য্যকরী করা যায়। কাজেই সরকারকে সেই সমস্ত ব্যবস্থার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার এই শিল্পগুলি গ্রহণ করতে রাজী না হন তবে ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরার মন্ত্রী পরিষদ, অন্যান্য রাজ-নৈতিক দল যারা ত্রিপুরাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চায়, যারা ত্রিপুরাকে এই সমস্ত

জিনিষপত্র বাইরে রপ্তানী করে ত্রিপুরার শিল্পের একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে চায়, সেই সমস্ত দলের যৌথভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যদি সৃষ্টি করা যায় তাহলে আমি বলতে পারি আমাদের সেই শিল্পের ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যের দিক থেকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার, বছরের পর বছর যদি এই ভাবে জিনিষগুলিকে উপেক্ষিত করা হয়, উপেক্ষা করে ফেলে রাখা হয়, আজকে আনারস, কলা বিভিন্ন জিনিষের উৎপাদন মার খেয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার সেই সমস্ত উৎপাদন গুলি করা যাচ্ছে না। আমরা যদি কাগজ কল, পাট কল এর ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে চাপ সৃষ্টি না করি তাহলে সেই জিনিষগুলি সৃষ্টি করা যাবে না। কাজেই আমি এই সমস্ত জিনিষগুলিকে কার্য্যকরি করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন এবং-তাই আজকে সৃষ্টি করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল, যারা ত্রিপুরার অগ্রগতি চায় এই সমস্ত জিনিষগুলি যাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি এবং দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন পারটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই দিকে আজকে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই দিক থেকে বলছি ত্রিপুরা শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছেন তা সেই শিল্পের, প্রকল্পের উন্নতির, ত্রিপুরার চাহিদা, ত্রিপুরার প্রয়োজনীতা, যে রাজ্যে ২৫/২৭ বছরের মধ্যে লোক সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বাইরে থেকে লোক আসার ফলে এবং এখনও লোক আসছে। সেই আসাকে সরকার রোধ করতে পারছে না। আজকে হয়তো একসময়ে দেখা যাবে এই সমস্ত লোক যারা আসছে, আমার মনে হয় স্যার, সেই সব লোককে আসতে বাধা দেওয়া উচিত। কারণ ত্রিপুরার একটা সীমা আছে তাই ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই লোকগুলির আসা বন্ধ করা হোক। যাইহোক, এটা এই আলোচনার মধ্যে প্রধান বিষয় নয় তবু ত্রিপুরার এই সমস্ত অর্থ নৈতিক দিক থেকে এই সমস্ত সংকটের দিক থেকে বিবেচনা করে ত্রিপুরার শিল্পের অগ্রগতির জন্য চেষ্টা করা দরকার। সেই চেষ্টা করতে পারলে শিল্পের অগ্রগতি হতে পারে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই দেশ, আমাদের এই ভারতবর্ষ আজকে একটা প্রচণ্ড সংকটের সৃষ্টি সম্মুখীন। সেই সংকটটা হল এই ভারতের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকটের ফলে মানুষের মধ্যে যে একটা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সেটা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। আজকে তাই প্রতিবিপ্লবী শক্তি এইখানে, এই ভারতবর্ষের মধ্যে ফাসিষ্ট শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই যে প্রতিবিপ্লবী শক্তি যা জয় প্রকাশ নারায়ণ-এর-নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ফ্রন্টের সংগ্রাম যেমন একটা সংগ্রাম, তার বিরুদ্ধে একটা অর্থ নৈতিক সংগ্রাম হল সেই সমস্ত সংগ্রাম। যদি আমাদের দেশের মধ্যে যে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে. সেই সমস্ত সংকটের ফলে আমাদের বেকাররা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের যুব শক্তি যারা অনবরত বেকার থাকতে থাকতে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছে। স্যার, আজকে তারা বিভিন্ন দিকে বয়ে যাচ্ছে। সেই সমস্তকে যদি পরাস্ত করতে হয়, জয় প্রকাশ নারায়ণের প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র যদি প্রতিরোধ করতে হয়, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে যদি পরাস্ত করতে হয় দেশে যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা কায়েম করতে হয় তবে সমস্ত প্রগতি শক্তির প্রয়োজন। যে প্রতিবিপ্লবী শক্তির পতন করতে হলে একদিকে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে সমস্ত

কনসুলেট করে শিল্পের, কৃষির উন্নতি করার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন এই দুই দিক থেকে। যাতে এইগুলিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং এই রাজ্য ভারতবর্ষের যেহেতু একটা অংশ, একটা দুর্ভাগ্যের মধ্যে বসে আছে। আমি বলছি, সেই সমস্ত চিন্তা করে এইভাবে যেন ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিণয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার—৯, ১১, ৩৪, ৭৬, ৪৪, ২৮, ৪৭, ৩০, ৩১ এবং ৩৬। এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে ডিমাণ্ড এসেছে এই ডিমাণ্ডে যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী চিন্তার দিকে, সমস্ত শ্রেণীর দিকে কংগ্রেসী সরকার আছেন সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই করেছেন। আমাদের লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। সমাজ-তান্ত্রিক যে চিন্তা ধারা তা রূপায়িত করা আমাদের এখানকার কর্তব্য। এবং সেই দিকে যদি আমরা লক্ষ্য না রাখি তাহলে সমাজতান্ত্রিক মানুষের চিন্তা কাগজে কলমে থেকে যাবে। বাস্তবে রূপায়িত হবে না। হলেতো সাধারণ মানুষ, যারা অসহায়, যারা পিছনে পড়া, শিক্ষায়, দীক্ষায়, অনগ্রসর, তাদের মনে দেখা দিবে একটা বিদ্রোহ এবং অসন্তোষ। এবং সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদল আমাদের সরকারকে অপদস্থ করতে চায়। অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেওয়াই তাদের চিন্তা তাদের চিন্তা কংগ্রসকে পর্য্যদস্থ করা, সেখানেই তারা এটার সুযোগ নেবে। এই দৃষ্টি ভঙ্গীত থেকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদের নিকট আমি আমার আবেদন রাখছি। এই ত্রিপুরা শাসন ব্যবস্থায় যারা আছেন, যারা এই ত্রিপুরার পরিকল্পনা রূপায়নের দায়িত্ব আছে তারা যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না রাখেন, তারা যদি দরিদ্র জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য না রাখেন, ত্রিপুরার উন্নতির অগ্র-গতির কথা চিন্তা না করেন, কাজের উৎসাহের প্রেরণা না যোগান তাহলে মন্ত্রী পরিষদের শুভ চিন্তা বা এম, এল, এ,দের চিন্তা থাকলেই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে না। বাজেটে আমরা টাকা ধরি গরীব জনসাধারণের জন্য, সেই জনসাধারণের উন্নতি, অর্থ নৈতিক উন্নতি, ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধ করা তার সমস্ত কিছু কাজের রূপ দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে কর্মচারিদের। ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ছোট একটা জেলা। সেটা প্রদেশের একটা মর্য্যদার মধ্যে আমরা বাস করছি। প্রদেশের মর্য্যদা আছে। এটার উন্নতির জন্য একটা কাঠামো দরকার। তা আমাদের আছে। জনতার কল্যাণ প্রকল্পে ঠিক ঠিক বাজেট রচনা করার পর সেই বাজেটের টাকা আমরা যদি সুন্দর ভাবে পাওয়া না যায়, ত্রিপুরা যদি অগ্রগতির দিকে অগ্রসর না হয়, পরিকল্পনা এবং প্রকল্প থাকবে, তার সংগে পরে যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল অনগ্রসর ত্রিপুরার যে বেকারী আছে, শিল্পে যে বেকার, শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর, শিশু খাদ্যের যে অভাব, প্রোটিন খাদ্যের যে অভাব, সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রগতির দিকে যাওয়ার জন্য এই বাজেট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই যে কর্মচারী যারা আছে, আমরা বাজেট পাশ করার পরে যথাযোগ্য রূপ দেওয়ার জন্য এই দায়িত্ব তাদের। আমরা তাদের দৃষ্টিতে আনতে পারি। কিন্তু কর্মপ্রবাহ

সৃষ্টি করে, জনমত সেই দিকে নিয়ে আসা কর্ম্মের দ্বারা তাকে বাঁচাবার দায়িত্ব তাদের কাছে। আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট যে প্রশাসন যদি গতিশীল না হয়, প্রশাসনের কর্ম্মচারীদের আউটপুট কি হচ্ছে তা যদি না দেখি তাহলে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতি করতে পারব না। প্রচুর টাকা ত্রিপুরা যে ব্যয় করে এই উদ্দেশ্যে সেটা ব্যর্থ হবে।

আমি এখানে শিল্প সম্বন্ধে বলছি। আমরা ত্রিপুরার যে গ্রামের মানুষ তাদের মধ্যে বহু বেকার আছে। আমরা শহর গড়ে তুলছি। সবাই শহরে এসে কর্মসংস্থান করবে, এটা আমরা বিশ্বাস করি না। তাহলে গ্রাম ত্রিপুরা বাঁচবে না। গ্রাম ত্রিপুরা যদি মরে তাহলে শহর জীবনও বাঁচবে না। সেই শহরের জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে না। কাজেই গ্রামীণ শিল্পের জন্য আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরা সরকারের চেষ্টা কম নয় এবং সেখানে আমি শুধু ইণ্ডাষ্ট্রীর একটা আইটেম তুলে ধরছি। সেরিকালচার ইণ্ডাষ্ট্রীর একটা ডিমাণ্ডের মধ্যে একটা সাবহেড আছে। সেই সাব-হেডে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কাছে একটা চিত্র তুলে ধরছি ত্রিপুরার, এই ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি ফোর এ। সেখানে টোটেল প্রডাকশান অ্যাণ্ড অ্যাড মিনিষ্ট্রেশান কষ্ট হচ্ছে ৯,৪০,০০০ টাকা। আর এক দিকে সেরিকালচার ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য খরচ হচ্ছে ৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, শুধু সেরিকালচার ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য। সেখানে গ্র্যান্ট ইন এড পাচ্ছে ১১,০০০ টাকা। স্কলারশিপ এবং ষ্টাইপেণ্ডের জন্য পাচ্ছে ২ হাজার টাকা, আর মেশিনারী কষ্ট হচ্ছে ১১,৫০০ টাকা। আর মোটর মেন্টেনেন্সের জন্য কষ্ট হচ্ছে ১৪,০০০ টাকা। আর গাডস্ ম্যানুর, র' ম্যাটেরিয়ালস্, ট্রেনিং অ্যাণ্ড আদার কষ্ট হচ্ছে দুই হাজার টাকা। এই মাত্র টোটেল খরচ আমাদের হচ্ছে পাবলিকের জন্য। আর ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার বাকী সমস্ত খরচটা এষ্টাব্লিশমেন্টের খরচ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইণ্ডাষ্ট্রির একটা সাব-হেডে একটা আইটেম তুলে ধরেছি। এইরকম ইণ্ডাষ্ট্রীর আরও বহু আছে। তাহলে এই বিরাট ব্যয় আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণ-এর টাকা থেকে বহন করছি। উদ্দেশ্য ত্রিপুরাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাব। এই যে মন্ত্রীদের চিন্তা, এই যে কংগ্রেসের ধ্যান ধারণা তাকে রূপায়িত করার দায়িত্ব যাদের উপর তাদের যদি মানসিকতা সুন্দর এবং সেইভাবে গড়ে না উঠে তাহলে অসম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন এই কর্ম্মচারীদের গতিশীল এবং উন্নতির চিন্তাধারা পোষণ এবং সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে দায়িত্ব তা শুধু জনসাধারণের নয়, মন্ত্রীদের নয়, এম, এল, দের নয়, তারা বাজেট রচনা করতে পারে, জনসাধারণের কথা বলতে পারে, কিন্তু ব্যয় বরাদ্দ রচনার পর সমস্ত দায়িত্ব তাদের আসে যারা ব্যয় বরাদ্দের উপর লক্ষ্য রাখবে তাদের প্রতি। প্রত্যেকটি ইণ্ডাষ্ট্রীতে লোন দেওয়া হয়েছে। মৌলানা সাহেব বললেন যে আমরা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কর্পোরেশন থেকে লোন দিয়েছি। কিন্তু সেই লোন আজও দেওয়া হয় নাই। তাহলে পরিকল্পনাটা কি? ত্রিপুরাকে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা কি করা হয়েছে? বেকারী দূর হবার জন্য ত্রিপুরাতে কোন পথ নেই চাকুরী ছাড়া। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ত্রিপুরাতে চাকুরী ছাড়া আর বিকল্প কোন পথ নেই। কিন্তু সেই পথ খোলার জন্য যতটুকু চেষ্টা আছে তা রূপায়িত কতটা হচ্ছে সেগুলি যদি আমরা দৃষ্টি না রাখি তাহলে সম্ভব নয়।

কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য লোন দেওয়া হয়েছিল। যারা লোন নিল, এই লোনের টাকা ঠিক ঠিক ব্যয় করা হচ্ছে কিনা, তার আউটপুট কি? সেখানে কতজন লোক কাজ করতে পারছে, তার দিকে লক্ষ্য না রেখে কতগুলি টাকা বিলিয়ে যে দিলি তার কাজ শেষ হল না। কাজেই আমি ছোট্ট একটা ঘটনার দ্বারাই বলছি যে আমাদের পরিকল্পনা আছে, মহৎ চেষ্টা আছে, জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু রূপায়িত না হলে কিছু করবার নাই। কাজেই আমি আশা করব যে ইণ্ডাষ্ট্রির এই যে আবহাওয়া তা যাতে দূর হয়। আমি দেখেছি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট কয়েকটা আছে, তার জন্য খরচও আছে। যেমন অরুন্ধুতিনগরের খরচ হচ্ছে ৭৪,০০০ টাকা, কুমারঘাটে খরচ হচ্ছে ৩৭,০০০ টাকা, উদয়পুরে খরচ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা। আমি জানি না কুমারঘাটে এবং উদয়পুরে এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের মধ্যে কি প্রডাকশান হচ্ছে। কিন্তু তার ষ্টাফ মেন্টেনেন্স হচ্ছে। তার জন্য খরচ হচ্ছে। আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট করবার জন্য ব্ল্যাকস্মিতি ইউনিট এমন একটা জায়গায় আছে যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার মেশিনারী একটা ছনের ঘরের মধ্যে থাকে। বার বার দাবী করার ও তার জন্য একটা সুন্দর জায়গা হল না। তার জায়গা অ্যাকুইজিশান হয়েছে। আজও সেখানে বিলডিং হল না। ইণ্ডাষ্ট্রীর জন্য টাকা স্যাংশান হয়েছে আজও সেখানে কাজ হচ্ছে না। ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান হয়েছে, আজও সেখানে কাজ হচ্ছে না। অথচ তার তো ষ্টাফ খরচ কম নয়। তাই আমি বলছি এই কাজগুলির হিসাব নিকাশ কে করবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা তো পাঁচ বছরের জন্য এসেছি। আমাদের একটা কৈফিয়ত দিতে হবে জনতার কাছে আগামীবার আবার। হয়ত আমরা আবার আসব আবার নাও আসতে পারি। মন্ত্রী যারা রয়েছেন তারাও আগামীবার আসতে পারেন, হয়ত নাও আসতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু যে কর্মচারীরা একবার ঢুকলে পরে তাদের উপর সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব পরে, যদি তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তার জন্য তো কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না জনসাধারণের কাছে। তাই বোধ হয় এটার জন্য এত গভীর চিন্তা নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল স্কীমের মধ্যে এবার কিছু টাকা আছে, আমি আপনার মাধ্যমে আশা করব, এই যে পরিকল্পনা, নর্থ ইস্ট কাউন্সিলের হোক অথবা ত্রিপুরার মন্ত্রীসভার হোক, এইগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করার জন্য যাতে ভবিষ্যতে চেষ্টা করে।

(রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটু সময় চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে এনিমেল হাজবেন্ড্রী সম্বন্ধে বলব। এনিমেল হাজবেন্ড্রীর গুরুত্ব আমরা কম দিই। কারণ এটা মোরগ পালা, হাঁস পালা, গরু ছাগল পালা. এটা আবার কি? কিন্তু আমাদের প্রোটিন খাদ্যের জন্য এইগুলির প্রয়োজন.হয়। শিশু খাদ্যের জন্য আমাদের দুগ্ধের প্রয়োজন আছে। আমরা দেখেছি এনিমেল হাজবেন্ড্রীর বিভিন্ন জায়গা আছে, পশুপালন বিভাগ, অবশ্য তারা কোন কাজ করেনা এই কথা আমি বলব না না, সারা ত্রিপুরা রাজ্য ছড়িয়ে আছে এবং অনেক সময় তারা ভাল কাজ করে।

আমি বলছি না যে কোন কাজ হয় নি, উন্নত গরু কিছু রাখা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত এই বিভাগ যত টাকা ব্যয় করেছে, উন্নত ধরনের গরুর অগ্রগতির দিকে, সেই টাকা বিনিময়ে কতটুকু কাজ হয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর লক্ষ্য করে দেখবেন। ভাল ভাল গরু মানুষ পালে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সেই গরু ঠিক ঠিক বাচ্চা দেয় না। গৃহস্থ পালছে, হয়তো বা সে বাচ্চা সহ গরু কিনল, কিন্তু তারপরে গরুটার বাচ্চা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বার বার এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ডিতে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কেন যে সেটা বাচ্চা দেয় না, তা বুঝতে পারি না। তবে আমার মনে হয় যদি এই বিভাগের মন্ত্রী মশাই দেখেন, সিম্যান দেওয়াটা যদি একটু ভাল করে দেখে নিয়ে দেয়, তাহলে নিশ্চয় ভাল কাজ হবে। কারণ, এটা একটা বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে করতে হয়। আমরা সভ্যতার যতটুকু অগ্রসর হয়েছি, পাশ্চত্য দেশের থেকে. সেই লণ্ডন, আমেরিকা কিম্বা রাশিয়া তাদের সমকক্ষভাবে আমরা বিজ্ঞানে অগ্রসর নাও হতে পারি, কিন্তু আমরা মানসিক চিন্তাটা তাদের থেকে নিয়েছি যে বিজ্ঞানে আমাদের অগ্রগতি হতে হবে এবং অনগ্রসর ভারতকে অগ্রসর করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজন বোধের দিক থেকে আমরা বিজ্ঞানের প্রসেসটা নিয়েছি আর সেই বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাকে যদি পরিপূর্ণভাবে রক্ষা না করা হয়, শুধু সেখানে কাজ করার জন্য কতগুলি কর্মচারী দিলাম, তাতেই সব কিছু হয়ে গেল, তা নয়। কারণ আমাদের সাধারণ মানুষগুলি সেই সব বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। কাজেই সেখানে যদি এই ধরণের একটা ব্যবস্থাপনা থাকে, তাহলে নিশ্চয় গরু বাচ্চা দেবে। আমি জানি হাজার টাকার গরু এরকমভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেগুলি বাচ্চা দিচ্ছে না, কাজেই গৃহস্থরা তিক্ত বিরক্ত হয়ে গরুগুলিকে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে কি করে আমাদের দুধের প্রডাক্‌শন বাড়বে? আর এক দিকে দেখছি দুধের অভাব, গ্রামের গরীব মানুষের যদি একটা ভাল গাভী থাকে, তাহলে সে বাঁচতে পারে, এমন কি একটি বিধবা মহিলা বাঁচতে পারে। কিন্তু আমি দেখি বার বার বছরের পর বছর এই রকমভাবে চলে যায়, গরু আর বাচ্চা দেয় না। কিন্তু আমরা এক দিকে বলছি যে তোমরা ভাল জাতের গাভী পাল, তাহলে বাঁচতে পারবে। অর্থাৎ তার যে ইকনমিক ক্রাইসিস সেটা থেকে সে যাতে রেহাই পেতে পারে বা উন্নতি করতে পারে, তার অর্থ নৈতিক চিন্তা করে এটা বলছি। কিন্তু কোথায় সেই উন্নতি? কাজেই কাগজের উন্নতি আমরা দেখতে চাই না, আমরা বাস্তবে উন্নতি দেখতে চাই এবং এটা সম্ভব। আজকে আমাদের দেশের শিশুদের কি অবস্থা হচ্ছে। তারা দুধ খেতে পায় না। গ্রামের একটা লোক গরু পাল্‌লে দুধ বিক্রি করতে পারবে এবং কিছু পয়সা পাবে, আর তার শিশুকে দুধ খাওয়াছে। কিন্তু বিক্রি করা ত দূরের কথা তার শিশুকে পর্য্যন্ত সে দুধ খাওয়াতে পারছে না। কারণ অন্য দিক দিয়ে আমরা দেখছি মিষ্টির জন্য পাওয়া যায় না। আমরা দেখেছি যে পশ্চিম বঙ্গে মিষ্টি বানানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মিষ্টি বানানোর একটা সীমা করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখানে দেখছি ব্যাপকভাবে মিষ্টি বানানো হচ্ছে। তাই আমি মনে করি যেখানে বিশেষ করে শহরে দুধ পাওয়া যায় না, আমাদের জাতির ভবিষ্যত যে শিশু, তাদের প্রোটিন খাদ্যের অভাব, দিন দিন তারা শুকিয়ে যাচ্ছে আর সেজন্য আমি প্রস্তাব করছি যে দুধ ব্যাপকভাবে মিষ্টি তৈরীতে ব্যবহার না করে ভাবী ভারতের যারা মানুষ যারা নাগরিক তাদের দিকে আপনারা চান। মিষ্টি কারা খায়?

মিষ্টি ত বড় লোক যারা তারা খাবে। এই শিশু যদি না বাঁচে তাহলে মিষ্টি দিয়ে কি হবে? তাই আমি অনুরোধ রাখব যে মিষ্টিতে বেশী দুধের ব্যবহার না করে শিশুরা যাতে দুধ খেতে পারে তার জন্য সেটাকে কন্ট্রোল করুন। অন্তত: শিশুদের বাঁচাবার প্রয়োজনে আপনারা এই ব্যবস্থাটা করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেষ্ট সম্পর্কে কিছুটা গৌরব করতে পারি। ফরেষ্ট আমাদের সব চাইতে বেশী রেভিনিউ দেয়, যেহেতু ফরেষ্টের এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন ভাল। আমাদের অন্যান্য যে কোন ডিপার্টমেন্টের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের চাইতে ফরেষ্টের এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশন, অনেক ভাল, একথা বলা যেতে পারে। তবে ফরেষ্টের কাঁচা পয়সা। যেভাবে গভীর জঙ্গলে নি:সঙ্গ জীপন যাপন করে অরণ্যের মধ্যে থেকে সমস্ত কর্মচারী কাজ করে তারা যেভাবে লেবার পেমেন্ট করে, কারণ বেশ কিছু কাঁচা পয়সা এখানে হয়, তাতে আমি বলব এই ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক ভাল। তবে এই ডিপার্টমেন্টের কাছে আমি একটা আবেদন রাখছি যে আমাদের এখানে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নাই ইণ্ডাষ্ট্রি না থাকলেও ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আমাদের সরকার চিন্তা করছে রবার ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে। কাজেই রবারের চাষ আরও ব্যাপক হওয়া উচিত। রবার ইণ্ডাষ্ট্রি যাতে এখানে গড়া যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে এর চেষ্টা আরও ব্যাপক করা উচিত। কাজু বাদামের চাষ এতদিন ধরে তারা করে আসছিল, কিন্তু এখন সেটাকে যখন বাদ দিয়েছেন, তখন রবারের চাষটা আরও বাড়ানো দরকার। কাঁচা রবার যেটা এখানে উৎপাদন হবে, তা দিয়ে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা সম্ভব এবং এই দিক দিয়ে উৎসাহ দিলে ভাল হয়। স্যার, আমি সময় অনেক নিয়েছি। তবে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কো-অপারেটিভ হয়েছে এবং সেগুলি বিজনেসের, তারা শুধু বিজনেস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ত্রিপুরা রাজ্যে কো-অপারেটিভের জন্ম আজকের নয়, বহুদিন আগে থেকে। তাই আমার কথা কিন্তু ডায়েরীর কো-অপারেটিভ একটিও নাই। তাই আমার কথা হচ্ছে যারা কো-অপারেটিভে থাকেন, তাদের দৃষ্টি কি শুধু বাজেটের টাকা খরচ করা? কো-অপারেটিভ-এর দিকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যাতে যেতে পারে বা কো-অপারেটিভ করার মানসিকতা যাতে তাদের মধ্যে গড়ে উঠে, সেদিকে তাদের কোন দায়িত্ব নাই, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মেন্টালিটি যাতে সে দিকে গড়ে উঠে এবং তার জন্য কাজ করার দায়িত্ব কি তাদের নাই? আমি অনেক সময় শুনি যে নর্থে কৃষির উন্নতি হয় না, নর্থের মানুষগুলি কৃষি কাজ জানে না, সাউথ ভাল, আর ওয়েষ্ট ভাল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে অনগ্রসর জায়গাতে পশ্চাতে যারা আছে, তাদেরকে শিখিয়ে তোলার দায়িত্ব কি আমাদের নাই, তাদের মেন্টালিটি গ্রো করে তোলার দায়িত্ব কি আমাদের নাই? আমরা কি শুধু একথা বলেই খালাস পাব যে ওরা পশ্চাদপদ, ওরা কিছু বুঝে না, ওরা কিছু করে না এবং ওদের জন্যই কিছু হয় না। একথা বলে মন্ত্রীরা খালাস পায়, এম, এল, এরা খালাস পান এবং কর্ম্মচারীরা খালাস পায়। আমি আর বেশী সময় নষ্ট করব না, স্যার। তবে আমি আবেদন রাখছি যে এই সবদিকে লক্ষ্য রেখে যেন কাজ করা হয় এবং তা করলে পর ভবিষ্যতে আমরা সুখী হব, জনতা সুখী হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১১, ৩৮, ৪৪, ২৮, ৪৭, ৩৮ এবং ৩৭ নং ডিমাণ্ড যেগুলি এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। তবে ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ তে পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ তিনি চেয়েছেন সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলছি। পুলিশ রি-অরগানিজেশান করা হচ্ছে, তিন ডিষ্ট্রীক্টে ৩ জন এস, পি; এস, পি, (সি, আই, ডি,) এই রকম বিভিন্ন ভাবে পুলিশকে রি-অর্গানিজেশান করা হচ্ছে। কিন্তু এত বড় পুলিশ বাহিনী ত্রিপুরাতে থাকা সত্ত্বেও আজকে ত্রিপুরা রাজ্য যেখানে খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত, যেখানে চাউলের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও দেখছি কি করে বাংলাদেশের লোক এখানে এসে বাস করছে। এখানে পুলিশ ইন-এক্টিভ। আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটি গ্রামে আজকে বাংলাদেশের লোক এসে খাওয়ার জন্য মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরছে, তা না হয় ভিক্ষা করছে। আজকে যেখানে আমার রাজ্যের লোক কাজ পায় না, সেখানে বাংলাদেশের লোক এসে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে এখানকার আনএ্যামপ্লয়মেন্ট যেটা, সেটা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আজকে যেখানে ১৬ লক্ষ লোকের খাদ্য যোগান দিতে ত্রিপুরা সরকারের কষ্ট হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ থেকে এসে তারা আমাদের খাদ্যের উপর ভাগ নেবে, এটা ত হতে পারে না। আমি সেদিন সাব্রুমে গিয়েছিলাম এবং দেখে এসেছি যে সেখানকার একটা চা-বাগানে ৩০০ পরিবার লোক আছে। তারপর বিলোনিয়ার তক্মাছড়াতে যেটা নাকি ইনটেরিয়র ট্রাইবেল এরিয়া সেখানেও অন্তত ২০০ পরিবারের লোক রয়েছে। আমি এই ব্যাপারে পুলিশকে বলেছি, ডি, এম,কে বলেছি যে বাংলাদেশের লোক এখানে ঢুকে পড়েছে এবং নুতনভাবে বাড়ীঘর হচ্ছে, এখানকার লোকদের ভরণ-পোষণ করতেই আমাদের কষ্ট হচ্ছে, তারপর বাংলাদেশের লোক এসে এখানে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করছে, এটা আপনারা বন্ধ করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে যাদের জন্ম তাদের সিটিজেনসীপ পেতে কষ্ট হচ্ছে, এর উপর বাংলাদেশের লোকের এখানে অনুপ্রবেশ ঘটছে, এ কি রকমভাবে হতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। এখানকার লোকদের সিটিজেনসীপ পাওয়ার জন্য যে রকম একটা কড়াকড়ি চলছে, তাতে এই রকম একটা ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে তাদেরকে সরকার নাগরিকত্ব থেকে ডিপ্রাইভড করতে চাইছে, অথচ অন্য দিকে এখানকার সরকারই পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের লোকদের এখানে আসবার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। তাই আমি দাবী করছি যে আশু যদি বাংলাদেশের লোকদের এখান থেকে বাহির করে না দেওয়া যায়, তাহলে আমাদের আরও দুর্ভিক্ষের চরম সীমায় গিয়ে পৌছতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সাধারণ শ্রমিক বা লেবার কাজ পাচ্ছে না, যার জন্য আমরা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে দৈনিক দুই টাকা করে মজুরী দেওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও আমরা মজুরের রেট ফিক্সড করেছি ৫ টাকা। সেখানে বাংলাদেশের মানুষ এসে সস্তায় কাজ করে যাচ্ছে। আজ এখানকার মানুষ কাজের জন্য পাগল, কারণ তারা কাজ পাচ্ছে না, তাদের যে কাজ পাওয়ার কথা, সেটা বাংলাদেশের মানুষই সস্তায় করছে। কাজেই তারা পাগল হতে বাধ্য হয়েছে...

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2-30 P. M. The member speaking will have the floor.

(আফটার রিসেস)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের উদ্বাস্তু এই ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যাকে আরও তীব্রতর করে তুলবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যতটুকু রিপোর্ট পেয়েছি যে প্রায় ৫০ হাজারের উপর উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে তারা বাড়ী ঘর করে আছে। আমি ক'টা জায়গার নাম উল্লেখ করছি—সাব্রুমের লুন্ধা চাবাগান, বিলোনীয়ার মতাইয়ের জগতপুর, চাকমাছড়া ইত্যাদি, এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রামে তারা বসবার করছে। আমাদের কৃষকরা কাজ পাচ্ছে না তাদের জন্য একদিকে অন্যদিকে আমাদের খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানে আমাদের সরকারের পরিকল্পনা আছে ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান এবং যারা বাস্তহারা তাদের বাস্তু প্রদানের যে পরিকল্পনা আজকে রূপায়নের যে বাধা আছে সেখানে যদি নুতনভাবে বাংলাদেশের লোক আসে তাহলে আমরা আরও সমস্যায় জর্জরিত হব। কাজেই আমি দাবী করছি বাংলাদেশের যে সব উদ্বাস্তু এখানে ত্রিপুরা গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করার করিকল্পনা নিয়েছে তাদের পুশ ব্যাক করা উচিত এবং এটা যত শীঘ্র সম্ভব করা যায় ততই মংগল। আমি ডেপুটেশানে বিভিন্ন অংশের সংগে আলোচনা করেছি—পুলিশ বলবে বি. এস. এফ. এর দোষ, বি. এস. এফ. বলে, হাম কেয়া করেগা ভাই ইয়েতো পুলিশ আচ্ছা নেই। এই সব কথা বলছে। বি. এস. এফ. সম্পর্কে বলছি, বি. এস. এফ. এমন ষ্টেজে পৌছেছে—বিশেষ করে ৯০ বি. এস. এফ. ঋষ্যমুখ থেকে সমস্ত ধান বাংলাদেশে পাচার করার জন্য তারা গ্রামের লোককে উস্কানি দিচ্ছে। আমি রিটেন কম্পলেন করেছি। তাতে একটা রিড্রেস আমি পেয়েছি, সেখানে টি. এ. পি.; বি. এস. এফ. এর মিঃ রক্ষা আমাকে বলেছেন যে তাদের কোচবিহার ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিন্তু আমি যে সব বি. এস. এফ. এর নাম দিয়ে কমপ্লেন করেছি আজও তাদের শাস্তি হয়নি। এবং এখানকার আমাদের পুলিশের সংগে বি. এস. এফ. এর যে গড়মিল তাদের, উদ্বাস্তু আসার পথ আরও প্রশস্ত করছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে আমরা আগের বাজেটেও দেখেছি এ'বারেও দেখছি যে পুলিশ বেটেলিয়ান করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছি। ত্রিপুরাতে সেপারেট পুলিশ বেটেলিয়ান করার মত টাকা বরাদ্দ ছিল। আজকেও ত্রিপুরাতে সেই পুলিশ বেটেলিয়ান করা হয়নি। যেখানে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা জর্জড়িত সেখানে প্রায় ৯০০ থেকে এক হাজার পুলিশ ইন্ডিলী রিক্রুট করা যায় এই রকম টাকা গতবার বাজেটেও আমরা বরাদ্দ করেছি, এখনও এটা হয় নি। আমি অনুরোধ করব সরকার যাতে নুতন ভাবে পুলিশ বেটেলিয়ান করার যে টাকা আমরা মঞ্জুর করেছি সেই টাকায় যাতে পুলিশ বেটেলিয়ান করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডাষ্ট্রি—ইণ্ডাষ্ট্রীর আছে কি, এই ডিপার্টমেণ্টে আমরা প্রতি বছর টাকা বরাদ্দ করে যাচ্ছি, ইণ্ডাষ্ট্রী কি হচ্ছে? মাননীয় সি. পি. আই-র এম. এল. এ. ঝুমু দাস বলে গিয়েছেন—সেখানে আনারসের একটা ইণ্ডাষ্ট্রী আমরা ইন্ডিলি করতে পারি। শুধু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তেই নয় ভারতবর্ষের বাইরেও এই আনারসের ডিমাণ্ড আছে। শুধু আমরা প্রিজার্ভ করতে পারছি না বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই আনারসের রক্ষার কোন পরিকল্পনা রাখি নাই। গ্রামাঞ্চলে যেখানে পাহাড়ীয়ারা

—প্রত্তিটা পাহাড়ীয়া বাড়ীতে আনারসের গাছ আছে সেই আনারস বিক্রী করে তারা দুই পয়সা পেতে পারে এমন কোন পরিকল্পনা সরকার নেয় নাই বা ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট কি করছে আমি জানি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুরে ধ্বজনগরে একটা বড় সাইন বোর্ড দেওয়া আছে। কিন্তু এই সাইন বোর্ডই শেষ। যেখানে আমরা যে প্রতি বছর টাকা খরচা করছি, সেখানে কি আয় কি ব্যয় তার হিসাব করার জন্য একটা তদন্ত কমিটি করা উচিত। সেখানে যার যার যে কাজ আছে তারা যদি সেই কাজ না করেন সে সাধারণ কর্ম্মচারীই হউক আর অফিসারই হউক তাদের শাস্তি বিধান করা উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নম্বার ২৮ সম্পর্কে বলছি। সেখানে লেবার এম্প্লয়মেন্ট সম্পর্কে কথা আছে। ত্রিপুরায় যেখানে পত্র পত্রিকায় দেখছি প্রায় ৪৫ হাজার বেকার আছে। এই বেকারের অসন্তোষ শিক্ষিত ছেলে যারা সমাজে অবহেলিত হয়ে আছে, যারা কোন পথ দেখতে পাচ্ছে না সেই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ছাড়াও—আমি পেপার দেখেছি যে ও. এন. জি. সি.তে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। এবং সেখানে বাইরে থেকে লোক আনা হচ্ছে। ত্রিপুরার কোন ছেলেকে চান্স দেওয়া হচ্ছে না। সেখানে আমাদের গভর্ণমেন্ট অন্ততঃ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট-এর কাছে লিখালেখি করে ত্রিপুরার ছেলে যারা ট্যাকনিকেল ম্যান বা আমাদের ত্রিপুরাতে পাওয়া যায় না সেই সম্পর্কে আমার কোন কথা নেই, সাধারণ যেখানে ত্রিপুরায় ট্যাকনিকেল ম্যানও আছে যারা পলিটেকনিক পাশ করেছে এবং ক্লার্ক বা অন্যান্য কাজে ত্রিপুরায় ইজিলী পাওয়া যাবে। সেখানে এখান থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা যদি সরকার করেন তার জন্য অনুরোধ করব। তাছাড়া, বি, এস, এফ, এয়ার ফোর্স, ল্যাণ্ড ফোর্স এবং আর্মিতে ত্রিপুরা থেকে যাতে রিক্রুট করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং ত্রিপুরা থেকে যদি রিক্রুট করা না হয় তাহলে তাদের সেই শিলং গিয়ে ইন্টার্ভিও দিয়ে সেটা সম্ভব হয় না। আমরা দেখেছি, ম্যান পাওয়ার থেকে কিছু কিছু দোকান ঘর হয়েছে। এখানে চিলড্রেন পার্কের কাছেও কিছু দোকান হয়েছে এখনও বিলি হয়নি। তেমন ভাবে বিলোনীয়াতে, বাইখোরাতে সাব্রুমেও দোকান ঘর পড়ে আছে। সেখানে দেখছি অন্য শ্রেণীর কিছু লোক বাংলাদেশের রিফিউজি এখানে ঢুকে দিব্যি আরামে আছে। আজকে বেশ কয়েক মাস পড়ে আছে। কাজেই এই দোকান ঘরগুলি যদি বেকারদের জন্য করা হয়ে থাকে, সেখানে যদি স্কীম করা হয়ে থাকে তাহলে কি হিসাবে এই বেকারদের দোকান বিলি করা হবে, তাদের কি কি লোন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সেটা পরিষ্কার ভাবে পত্র পত্রিকাতে ষ্টেটমেন্ট করলে ভাল হয়। কিন্তু আমরা যে হাজার হাজার টাকা খরচা করে দেখনই ঘর করেছি, বিলির কোন ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া টেম্পো যেখানে দেওয়া হত সেটাও আজকে নাকি ব্যাংক টাকা দিচ্ছে না। ফলে ছেলেরা দরখাস্ত করেও টেম্পো পাচ্ছে না। আমি আর একটা ব্যাপার বলছি, গ্রামাঞ্চলে বেকার সমস্যার সমাধানের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না, ষ্টেট গভর্ণমেন্ট আগরতলা এবং সদরেরই বেশী প্রেফারেন্স দিচ্ছে। গ্রামের ছেলে লেখাপড়া শিখার পরেও তারা চাকরী পাচ্ছে না। সেখানে বলা হচ্ছে নিড বেসিসে। স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এজন্য—গ্রামের একটা ছেলে তার অভিভাবকের খাসের হউক বা জোতেরই হউক অন্ততঃ ১০ গণ্ডা জমি হলেও তার আছে। সেখানে যে ঘোষণাপত্র সরকার দিয়েছিলেন

তাতে আছে ১০ গণ্ডা জমি আছে। ফলে সে জমিদার হয়ে গিয়েছে এবং এই জমিদার হওয়ার ফলে আর সে চাকরী পাচ্ছে না। কিন্তু আগরতলা সহরে যাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে, তারা দালানে আছে ৫ গণ্ডা জমির উপর। কাজেই গ্রামের লোক যার ১০ গণ্ডা জমি আছে সে জমিদার হয়ে গিয়েছে। সেখানে ৫ গণ্ডা হলেও সে একজন ভূমিহীন। স্যার, এইভাবে যদি করা হয় তাহলে গ্রামের লোকদের ডিপ্রাইভ করা হবে। কাজেই সে গরীব কিনা সেটা তদন্ত করে ঠিক করতে হবে শুধু জমির উপর বিচার করে করলেই হবে না। আমি বিভিন্ন ভাবে সরকারকে বলেছি, এই সেই গরীবের বিচার যদি ভূমির উপর করা হয় তাহলে সেটা ঠিক হবে না। এবং যারা আগের বেকার সেটা চিন্তা করে সিনিয়রিটি বেসিসে তাদের চাকরী দেওয়া উচিত। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এনিমেল হাজবেণ্ডারী সম্পর্কে বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এনিম্যাল হাজবেনড্রী সম্পর্কে বলছি। গ্রামে পশু চিকিৎসার জন্য কিছু কিছু ভেটেরিন্যারি ডিস্পেনসারী করা হয়েছে। মাননীয় সরকার; মন্ত্রী বাহাদুর, আমার এলাকাতে যে একটা পশু চিকিৎসালয় করেছেন সেটা নলুয়াতে। সেটা বে-সরকারী ভাবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যে যদি তোমরা ঘর করে দাও তাহলে সেখানে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার দেওয়া হবে। একজন সার্জেন বোধহয় দেওয়া হয়েছে। দিয়েছে বোধ-হয়। সে আজকে দীর্ঘ ৮ মাস পর্যন্ত জয়েন করার পরে সেখানে একদিন গিয়েছিলেন। চলে এসেছে। কোথায় সে এখন আছে আমরা জানি না। এইখানকার গ্রামের লোকেরা বলছে যে তার নামে চিঠি যায়। এই চিঠি ডাইরেক্টরের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে উনি এই গ্রামে থাকেন না। উনাকে এখানে পোষ্টিং দেন নাই। তাহলে আমাদের নলুয়া পোষ্ট অফিস কেন উনার নামে চিঠি ডেসপাস করছে। আমি আরো বলব স্যার, সেখানে এখন কম্পাউণ্ডার আছে। একদিন এক কৃষক তার গরুর বাচ্চার অসুখ করেছে সন্ধ্যার পর। বোধহয় সন্ধ্যা ছয়টা বেজে গেছে। সেখানে গিয়ে কৃষক দেখে যে সেই কম্পাউণ্ডার একটি চা দোকানে বসে তাস খেলছে। লোকটি এসে কম্পাউণ্ডারকে বলল, বাবু আমার গরুর বাচ্চার অসুখ করেছে, আপনি একটু দেখে দিন। কিন্তু দেখেননি উনি। বার বার বলার পরেও সে এই দিকে কর্ণপাত করল না। সে বলেছে আমি তাস খেলব, এখন আমি দেখতে পারব না। সেই কৃষকটি বলল যে দেখুন এটা আমার একমাত্র সম্বল, এটাকে দিয়ে আমি চাষাবাদ করে আমার সমস্ত পরিবারকে বাঁচাই। আপনি এটাকে দেখুন। তখন সেই কম্পাউণ্ডার বলল যে তুই বাড়ীতে নিয়ে যা এখন, আর যদি ১০ টাকা দেয়া হয় তাহলে আমি দেখব কৃষক বলল যে টাকাটা আপনি এখানে নিয়ে গরুটাকে দেখে দিন। আমি এখানে টাকা দিতে আপনাকে রাজী আছি তবু আপনি গরুটাকে দেখুন। কম্পাউণ্ডারটি বলল, বলছি না এই রকম হাজার হাজার টাকা আমি পাব। গত বছরের হাজার টাকা আমি পাব। আমার ভিজিট রয়েছে গ্রামের লোকের বাড়ীতে। যে টাকা আছে, হাজার টাকা হবে। আমি এখন দেখতে পারব না। সে এসে যখন আমার কাছে কম্প্ল্যান করল যে বাবুজী আমার গরু উনি দেখেননি। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বলছি যে এটা ডিপার্টমেন্টলী এনকোয়েরী করা হোক। কারণ এই সমস্ত কাজ কেন করা হচ্ছে? যেখানে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও এই সব কাজ কেন হচ্ছে?

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ফরেষ্টের কথা কিছু বলছি। স্যার, ফরেষ্ট রাস্তার পাশে পাশে বাগান করছে। প্রথম বার '৭২ ইংরেজী সনে আমি বলেছিলাম-ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট রাস্তার পাশে পাশে বাগান করছে। আগে দেখেছি ফরেষ্ট লোকালয়ের বাইরে কাজ করত। বাগান করা ভাল, তবু বলছি যেগুলি লোকালয়ে আছে, সেখানে ফরেষ্ট বাগান করলে সাধারণ মানুষের জোত জমি, ক্ষেত নষ্ট হবে। সেইদিক থেকে অন্তত: জোত-জমি নষ্ট না করে যাতে বাগান করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং ফরেষ্টের দিক থেকে আমাদের যে সম্পদ আছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে, আমরা ফরেষ্টের গাছ, পালা, বাঁশ এইগুলি বাংলাদেশে রপ্তানী করতে পারি। এই রপ্তানীকে কার্য্যকরী করার জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। এখান থেকে সমস্ত ফরেষ্টের কাঠ চোরাপথে চলে যাচ্ছে। আজকে এখানে যদি কাষ্টমের থ্রুতে কয়েকটা ইজি প্রসেস আমরা করতে পারি তাহলে আর এই ভাবে চোরাপথে জিনিসগুলি যেতে পারে না। কুমিড়া পাতায় আজকে ট্যাকস নিচ্ছে। বহু বি, এস, এফ,কে পয়সা না দিলে, কিছু না দিলে সেটা বাংলা দেশে যায় না। এই যে একটা ব্যবসার লাইন করার ফলে সাধারণ মানুষ, দরিদ্র মানুষ, যে দরিদ্র লোক দু'পয়সা পেতে পারত তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমি বলব সেখানে কাষ্টম থেকে একটা যদি বর্ডারের লাইন দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়, সেটা আগরতলাতে হোক, বিলনীয়াতে হোক, সাব্রুমে হোক, ধর্মনগরে হোক যেখানে হোক প্ল্যান করে সেটা করা উচিত। সেটা যদি করা যায় তাহলে চোরাপথের কাজটা হয়তো বন্ধ করা যায়। যদি চোরাপথ বন্ধ না হয় তাহলে অবাধভাবে যে স্মাগলিং চলছে সেটা চলতেই থাকবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিমাণ্ড নাম্বার ৯-এ বহু কাজ সেখানে আমরা হিন্দি, টি, পি, এস, সি, ত্রিপুরা ক্যাডার সার্ভিস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে একটা গ্যারাকল স্থায়ী মুভ করছে স্যার। সিনিয়রিটি রক্ষা করতে হবে? যে সব গেজেটেড অফিসার এফিসিয়েন্সী নাই তারা এমনিতেই সিনিয়র হয়ে গেলে তাদের প্রমোশন দিয়ে কোন লাভ হবে না। ত্রিপুরা বর্ডার সার্ভিস করতে হলে যাদের এ্যাফিসিয়েন্সী আছে, যারা যোগ্য লোক তাদের প্রমোশন পাওয়া উচিত। সিনিয়রের কথা নয়। আমি সিনিয়রকে এভয়েড করতে বলছি না। সিনিয়রিটি এক দিকে রেখে অন্যদিকে যারা এ্যাফিসিয়েন্ট তাদের প্রমোশন দেওয়া হোক। নাহলে এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের ক্ষতি হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সময় বাড়াব না। ইনড্রাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু আমি সেটাকে দীর্ঘ করব না। আমি বলছি যে বগাফাতে যে সুগার মিল হয়েছে সেখানে আখের দাম কম, ফলে সুগার মিল যতদিন চলার ততদিন চলে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া এমনও অভিযোগ আছে যে যে সরকারের কাছে, লক্ষীছড়াতে আখ কেটে ১৫/২০ দিন পর্য্যন্ত পড়ে ছিল। কৃষকদের আগে বলা হয়েছিল তোমাদের আখ আমরা নিয়ে নেব সুগার মিলের জন্য কিন্তু সেখানে আগে নেওয়া হয় নি। স্যার, তারা ট্রাইবেল, সাধার ট্রাইবেল—রিয়াং। তারা আখ করেছিল সুগার মিলে দেবার জন্য। সুগার মিল থেকে বলা হয়েছিল যে তোমাদের আখ নেয়া হবে।

কিন্তু পরে দেখা গেল ১০।১৫ দিন পরেও যখন আখ নিচ্ছে না তখন তারা চিঠি দিয়েছে আমাকেও চিঠি দিয়েছে। আমি জানিয়েছি আখ নষ্ট হয়ে গেছে, আখ নেওয়া হয় নি। আজকে সুগার মিল বন্ধ হয়ে গেছে অজ্ঞাত কারণে। এইখানে সরকার আমাদের কাছে রিপোর্ট করেছেন সুগার মিল আখ পাওয়া যায় নি বলে আমরা সুগার মিল বন্ধ করে দিয়েছি। এটা ঠিক নয় স্যার। এই তথ্য, সরকারের এই বয়ান ঠিক নয়। আসল কথাটা হচ্ছে বাইরে থেকে যে মেশিন আনা হয়েছিল সেই মেশিনের টাকা দিতে যে কথা ছিল, সেই টাকা ইনষ্টলমেন্টে বোধ হয় দেবার কথা ছিল, সেই টাকা দিতে ডিলে করার জন্য সেখানকার যে মেকানিক ছিল সে মেশিনের প্লাক নিয়ে চলে গেছে। সে চলে যাওয়ার ফলে সেই মিল বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। তাই কৃষকের উপর দোষারোপ করে এই যে আখ পাওয়া যাচ্ছে না বলা হচ্ছে এটা ঠিক নয় স্যার। আমি গতদিনও বলেছি যে ৬ মাসের জন্য সুগার মিলের কাজ চলে। তাতে স্যার, অন্য যে দিকটা আছে আমাদের ধান কেচিং করা যায়, যে মেশিনে সেই মেশিনে যদি শুধু হলার বা ফেন্টার বসিয়ে ধান মেলিং করা যায়। সেই মেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সুগার মিল করার কোন লাভ হবে না। সেখানে দেখা গেছে সুগার মিল মেশিনের তাপ, লেভার কষ্ট, ডিষ্ট্রিং করার চাপ আনার কষ্ট. পরে তাতে ডাইরেক্টর আমাকে বলেছিলেন যে এক কে, জি, চিনির উৎপাদন খরচ পড়ে ১৭ টাকা। কাজেই এই ধান মেলিং করার কথা যদি বলা হয় তাহলে কমে যাবে। যদি সারা বছর মেশিন চালানো যায় তাহলে এই উৎপাদন খরচ কমে যাবে। ছয় মাসের জন্য যে ১৭ টাকা পড়েছে যদি সারা বছর মেসিনটা চলে অন্য খাতে, অন্য দিকে তাহলে চিনির যে কষ্টিং যে টোটেল কষ্ট সেটা ১০ টাকায় এসে যাবে। আমি আমার বক্তব্য না বাড়িয়ে এই দিকে নজর দেবার জন্য বলে এবং সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য, সাধারণ মেয়ে ছেলে যারা আজকে টেষ্ট রিলিফের জন্য ঘুরছে, তাদের একটা কর্মসংস্থান হবে যদি এখানে একটা ধান কেচিং করার ব্যবস্থা করা যায়। আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আর বাড়াচ্ছি না। বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমার নামটা এখানে আছে কি না স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— না, নেই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— তাহলে তো স্যার এই ডিমাণ্ড পাশ হবে না। আমাকে বলতে দিতে হবে স্যার, আমার একঘন্টা এবং কালী বাবুর একঘন্টা লাগবে স্যার।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— দশ মিনিটের বেশী দেওয়া যাবে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি এখানে যে লিষ্ট পড়েছেন সেটা আপনাকে দিয়েছে স্যার ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেই সমস্ত ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, আমরা বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করি, যারা আজকে আমরা

এখানে লেজিসলেটরস্ আছি, আমরা পলিসি তৈরী করি, কিন্তু এই সমস্ত পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব যারা সরকারী কর্মচারী আছে তাদের উপর বর্তায়। আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনেক নিয়ম কানুন আছে যে সিনিয়রিটি অনুসারে তাদের প্রমোশন দেওয়া হয়। এতে আমরা দেখি যে অনেক ভাল কর্মচারী আছে তারা সিনিয়রিটির দিক্ দিয়ে পিছিয়ে আছে। কিন্তু তাদের অ্যাকটিভিটি কিংবা তাদের কাজের দক্ষতা অনেক বেশী। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ রাখব যে প্রমোশনের বেলায় কাজের দক্ষতার দিকে যেন তারা লক্ষ্য রাখেন। অনেক ভাল কর্মচারী আছেন যারা অনেক ভাল কাজ করতে পারেন, কিন্তু এই যে একটা সিনিয়রিটির প্রশ্ন আছে সেখানে তারা ভাল কাজ করার যাদের ইচ্ছা আছে যে মনোবৃত্তি নিয়ে তারা কাজ করে তাতে তারা হয়ত উপরের স্তরে প্রমোশান পাওয়ার যোগ্য, কিন্তু সেই স্তরে আসতে তাদের অনেক দেরী হয়ে যাবে, সেজন্য তারাও ভাল কাজ করতে উতসাহ পায় না। কিন্তু এমন কর্মচারী আছে যারা ভাল কাজ করতে জানে না, কিন্তু এই যে রিক্রুটমেন্ট রুল, আমাদের এই যে প্রমোশনের পদ্ধতি এতে তারা ভাল কাজ না করেও প্রমোশন পেয়ে যান। কিন্তু তাদের কাজে কোন উৎকর্ষতা থাকে না। তাই আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে আমি অনুরোধ করব ভবিষ্যতে যাতে কর্মচারীদের প্রমোশনের বেলায় তাদের কাজের যে দক্ষতা সেটা যাতে বিবেচনা করা হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ দ্যাট ইজ ২৫—পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। কিছুদিন আগে পত্র পত্রিকায় আমি দেখেছি যে আগরতলা থেকে ৬ জন নক্শালপন্থী কয়েদী পালিয়ে গিয়েছে জেল থেকে। একটা শহরের বুক থেকে আগরতলা একটা কেপিট্যাল, সেখান থেকে কয়েদী পালিয়ে যায়, তাতে আমার মনে হয় পুলিশের কর্ম পদ্ধতির মধ্যে একটা ডিফেক্ট আছে। কাজেই আপনার মাধ্যমে পুলিশ মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, পুলিশ বিভাগকে আধুনিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে এমন করে গড়ে তোলা দরকার যাতে এই সমস্ত দিক থেকে মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য থাকে। এই যে নক্শাল কয়েদী যারা কিছুদিন আগে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছে স্যার, আমি পরম্পর জানতে পারলাম যেখান থেকে তাদের গণ্ডগোল সৃষ্টি করার জন্য ধরে আনা হয়েছিল সেখানেই তারা আবার পালিয়ে গিয়েছে এবং সেখানে তারা প্রচুর পরিমাণে গোলযোগ সৃষ্টি করছে। কিন্তু সরকার যে কতটা কি করতে পারছেন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমরা লক্ষ্য করেছি বাইরে থেকে যে সমস্ত সি, আর, পি, বা রাজস্থান পুলিশ আনা হয় এইগুলির পেছনে প্রচুর পরিমাণে, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় এবং আমার ত্রিপুরার এমন বেকার আছে যারা বি, এ, পাশ করে পুলিশের চাকরী করছে। এই হাউসে মাননীয় সদস্য তাপসবাবু বলেছেন তার এক বন্ধু এম, এ, পাশ করে হোমগার্ডের চাকরী করছে। অথচ বাইরে থেকে পুলিশ এনে যে টাকা আমরা খরচ করি সেটা যদি ত্রিপুরার পুলিশের জন্য খরচ করা হয় এবং ত্রিপুরার জন্য একটা ব্যাটালিয়ান গড়ে তোলা যায় তাহলে আমাদের এমপ্লয়মেন্টের পক্ষে অনেক সুবিধা হয় স্যার এবং এলাকার ছেলেরা যতটুকু দরদ দিয়ে কাজ করবে ত্রিপুরার জন্য, বাইরের ছেলেরা ততটুকু দরদ দিয়ে কাজ করবে না স্যার। তাই আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিশেষ করে পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উনি যেন কিছুদিনের মধ্যেই এই রকম একটা

ব্যাটালিয়ান চালু করার ব্যবস্থা করেন। আমি আরও একটা কথা বলছি স্যার, আই, ও, ডিপার্টমেন্ট যতনবাড়ীতে খোলা হয়েছে। হয়ত উনারা বলতে পারেন যে যতনবাড়ীর গুরুত্ব আরোপ করে সেখানে হেড কোয়াটার করা হয়েছে। কিন্তু তার সাথে সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে যে যতনবাড়ীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যখন পূবপাকিস্তান ছিল, এখন যেহেতু বাংলাদেশ হয়েছে সেইহেতু বাংলাদেশের সাথে আমাদের মোটামুটি একটা ভাল রিলেশান আছে, সেই দিক থেকে সেই জায়গার প্রতি যে গুরুত্ব ছিল সেটা আমরা অন্যভাবে নিতে পারি। সেখানে সি, আই, পুলিশ তো যায়ই আবার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হেড কোয়াটার যতন বাড়ীতে করেছে। আমার মনে হয় স্যার, যদি সেটা যতন বাড়ীতে না করে অমরপুরে যে সাবডিভিশন্যাল হেড কোয়ারটার আছে সেখানে যদি সি, আই, ও, এর হেড কোয়াটার করা হত তার পক্ষে অমরপুর থেকে তৈদু পর্যন্ত তার এরিয়া, তা থেকে আরম্ভ করে তাকে শিলাছড়ি করুক জলাইয়া পর্যন্ত যেতে হয়। তাই যতন বাড়ী যদি হেড কোয়াটার করা হয় তাহলে যাতায়াতের অসুবিধা হয়। জলাইয়া থেকে কাঞ্চন বাড়ীর ভিতর দিয়ে আমবাসা হয়ে তারপর যেতে হয়। সেই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে যদি এই হেড কোয়াটারকে অমরপুরে স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে যে অফিসার সেখানে থাকবে তার পক্ষে যেমন সার্ভিস নেওয়ার সুবিধা তেমনি ভাল সার্ভিস পাবে বলে আমি আশা রাখি। আজকে যে সি, আই, ও, অফিস সেখানে রয়েছে তার জন্য কোন কোয়াটারের ব্যবস্থা নাই। সেখানে তারা দুর্নীতি করছে সেই দুর্নীতি দমন করতে গিয়ে তাদেরও যদি অসুবিধা ভোগ করতে হয় তাহলে তার দিক থেকেও স্যার, অবিচার করা হবে। তাই যদি অমরপুরে সি, আই, হেড কোয়াটার করা হয় তাহলে আমি মনে করি সব দিক থেকে সেটা সুবিধা হবে। তারপর বলছি ইণ্ডাষ্ট্রী। আমি লক্ষ্য করেছি স্যার, এই যে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপাটমেন্ট বা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি যেটা আমরা বলি, যে সমস্ত টাকা লোন দেওয়া হয়েছে ইনডাস্ট্রির ডেভালাপমেন্টের জন্য, বিগত দিতে এমন ব্যক্তিরা এমন পরিমাণে টাকা নিয়েছে যে সমস্ত কাজের জন্য টাকা নিয়েছেন সেই টাকা সেই কাজের জন্য কতটা তারা ইউটিলাইজ করেছেন সেটা তদন্ত করার জন্য সেই বিষয়ে কিছু সংখ্যক এম, এল, এ.দের নিয়ে একটা কমিটি করে সরকারীভাবে পাবলিক মানি ব্যয় হচ্ছে, তার একটা এনকোয়ারী করা দরকার বলে আমি মনে করি। আপনার মাধ্যমে আমি এই হাউসে দাবী রাখছি যে এইভাবে যদি জনসাধারণের টাকা কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে ব্যয় করা হয় তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে। বিগত ২৭ বৎসরে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিতে কতটা ডেভেলাপমেন্ট করেছি, কত টাকা আমরা ঋণ দিয়েছি এবং কাদের স্বার্থে আমরা ঋণ দিয়েছি, তারা কি কি ইণ্ডাস্ট্রি করেছেন সেটা যদি এনকোয়ারী করা হয়, আর যারা টাকা রিফাণ্ড করার কথা, যাদের সামর্থ্য আছে টাকা রিফাণ্ড করার তারাও আজকে টাকা দিচ্ছে না। তাই আমি মনে করি, একটি কমিটি ভিন্ন দুর্নীতি দূর করা সম্ভব না। আমি যখন ১৯৭২ সনে নির্বাচিত হয়ে এলাম তার কিছুদিন পরেই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরপুরে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল। গভর্ণমেন্টের হিসাবে সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। পাবলিকের হিসাবে অনেক বেশী হতে পারে। কারণ অনেকের ব্ল্যাক মানি আছে, সেটা তারা হিসাবে দেখাতে পারে নি।

সেটা আমি নাকবা করলাম। কিন্তু আমি বলে আসছিলাম এই কাউন্সে বার বার যে একটা সাব-ডিভিশান এবং অনুন্নত সাব-ডিভিশান যেখানে বছরের কয়েক মাস অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় সেখানে একটা ফায়ার সার্ভিস ইউনিট দেওয়া উচিত। আমি কয়েকদিন আগে মহকুমা অফিস থেকে জানতে পারলাম যে সেখানে সাইট সিলেক্শানের জন্য বলা হয়েছে। তাই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের কথা কাগজে কলমে রয়েছে, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি খোলা হয় এবং তা করলে পরে সেখানকার জনসাধারণের অনেক দিনের দাবী যেটা তার প্রতি সুবিচার করা হবে। আর এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রী সম্পর্কে আমি বলছি এবং মাননীয় পশু বিভাগের মন্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপও করেছি যে অমরপুর মহকুমায় বামপুর বলে একটা জায়গা আছে। অমরপুর টাউনে যে ভেটারিনারী হসপিটাল আছে, তাতে ঐ এলাকা থেকে গো-পশু ইত্যাদি আনার পক্ষে অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে কারণ কোন গো-পশু অসুস্থ হলে ঐ যে গোমতী নদী সেটা পার করে সেগুলিকে আনতে হয়, তাছাড়া অনেক সময়ে অসুস্থ অবস্থায় গো-পশু আনাও অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই সেখানকার জনসাধারণ বিভিন্ন সময়ে ডাইরেক্টারের কাছে দরখাস্ত করেছে এবং আমি নিজেও আলাপ করেছি যে অন্তত: বড় আকারে না হউক যাতে একটা ষ্টকম্যান সেন্টার খুলে সেই এলাকার দরিদ্র কৃষকদের যে সমস্ত গরু মহিষ আছে, সেগুলির রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। তারপর নূতন বাজারে যে ষ্টকম্যান সেন্টার আছে এবং তার যে ষ্টকম্যান আছে, তার পক্ষে সেই বিরাট এলাকার গরু মহিষ এবং ছাগল ইত্যাদির চিকিৎসা করা কতটুকু সম্ভব পর, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই নিজেও জানেন। তাই আমার অনুরোধ, সেখানকার মত একটা উপজাতি অঞ্চল সেটা নাকি একটা দুর্গম অঞ্চল, এই সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে সেই এলাকার গরীব জনসাধারণ ও কৃষকের গরু মহিষ যগুলি আছে, সেইগুলির যাতে আরও সুষ্ঠ চিকিৎসা হতে পারে, তার জন্য যেন একটা কিছু করেন। আমি এই বলে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী কিছু বলব না। আমি শুধু ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এবং ১৯ সম্বন্ধে দুইটি কথা রাখছি। স্যার, সরকারী হিসাব মত আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ষোল লক্ষ লোকের বাস। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং তার সম্পর্কে আমরা যদি কোন কনষ্ট্রাকটিভ কথা বলতে যাই, তাহলে সেটা হল এই যে বাজেট বরাদ্দ ছিল, বরাদ্দ রয়েছে এবং আরও থাকবে, কিন্তু এই পুলিশকে মোর সাইন্টিফিক করার জন্য কতটুকু সচেষ্ট হয়েছি, তাতে আমার সন্দেহ আছে। উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে পারি যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের চেষ্টা খুব কম। এই কথাটা আমি এই জন্য বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে ট্রেণ্ড লোক, আই, পি, এস, রয়েছে কিংবা ফিন্গার প্রিন্ট ট্রেণ্ড রয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে যদি আমাদের আগ্রহ থাকত এই পুলিশকে জনসাধারণের শান্তি রক্ষা এবং সেবার কাজে লাগানোর জন্য আগ্রহ থাকত, তাহলে কেন একটা ইন্ভেষ্টিগেশান ইউনিট আমরা করছি না। ট্রেণ্ড পার্সোন্যাল কেন ট্রেনিং দিয়ে বসে রয়েছে. কি কাজেই বা তাদের লাগানো হচ্ছে? যদি আমি বলি এই কথা, বোধ হয় আমার অন্যায় হবে না যে

মানুষ বলাবলি করছে, দেখছে এবং মন্তব্যও করছে যে পুলিশকে যার যার নিজস্ব কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকে তাদেরকে দোষারূপ করলে চলবে না, কারণ তারা নিশ্চয় এই কথা বলতে পারে যে আজকে খুন হচ্ছে অথচ খুনি ধরা পড়ছে না, আজকে লোকের ঘরে ঢুকে চোখের সামনে কুপিয়ে হত্যা করছে এবং সেজন্য পুলিশের কাছে এজাহার দিচ্ছে, অথচ আসামী ধরা পড়ছে না। আবার আসামী ধরতে গিয়ে পুলিশের ভয় হচ্ছে, কারণ তারা বলছে যে এজাহার নিয়ে কি হবে, কোন কাজই আমরা করতে পারছি না। কাজেই সেখানেই সন্দেহ জাগছে এবং সেই সন্দেহে কোন রকম অবকাশ থাকার কথা নয়। সন্দেহ সরকারের প্রতি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের প্রতিও এসে যায়। তারপরে আমাদের এখানে যারা আই পি, এস, আছে, তাদেরকে আমরা বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং যারা আই, পি, এস, পাওয়ার যোগ্য তাদেরকে আমরা আই, পি, এস, দিচ্ছি না। এখানে আমি নাম করে বলতে পারি যেমন—গোবিন্দ রায়, মিঃ দাশগুপ্ত, রমেন দাস ইত্যাদি যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা আই, পি, এস, দিতে পারি, কিন্তু দিচ্ছি না। আবার বাইরে থেকে আই, পি, এস, এনে আমরা এখানে বসাচ্ছি। কিন্তু আমি বলি বাইরে থেকে আই, পি, এস, আনাটা খুব খুশীর কারণ নিশ্চয় নয়। আমি ত্রুটি ধরছি না, কিন্তু আমাদের লোক যারা রয়েছে, যাদের পেনেলে নাম রয়েছে, তাদেরকে আমরা বাইরে পাঠাচ্ছি, অথচ তাদেরকে আই, পি, এস, দিচ্ছি না। তার অর্থ কি এই নয় যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে যথোপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাবার আগ্রহ কম। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে একজন পুলিশ এ্যাডভাইসর নিযুক্ত করা হয়েছিল কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে। তিনি রিপোর্টও দিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সেই রিপোর্ট ইমপ্লিমেন্টেশান হচ্ছে না। আর আমরা যারা এম, এল, এ, রয়েছি বা আমরা যারা জনসাধারণের প্রতিনিধি রয়েছি, তারা সেই রিপোর্ট পাই নি। পুলিশ এ্যাডভাইসর-এর রিপোর্ট আমাদের কাছে দিতে কি আপত্তি থাকতে পারে, তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাহলে আমরা কি বুঝব যে সেই রিপোর্টে এমন কতকগুলি কথা আছে, যাতে সরকারের গাফিলতির কথা উল্লেখ রয়েছে এবং সেই রিপোর্টে সরকারের দুর্বলতার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর কেনই বা সেই রিপোর্ট ইমপ্লি-মেন্টেশান করা হচ্ছে না যার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে ? এখানে আমাদের একজন মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত উল্লেখ করেছেন বেটেলিয়ান রেইজ করা হচ্ছে না অথচ বাজেটে তার জন্য টাকা বরাদ্দ ছিল। আমরা যেখানে আমাদের আন্-এ্যামপ্লয়মেন্ট রিভ করতে চাইছি, তা সত্বেও ঐ রিপোর্টটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি না। দোষ কি ? তা যদি করা হত তাহলে এক দিকে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করা হত, অন্যদিকে আমাদের ছেলেরা আমাদের রাজ্যেরই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারত। আর তা না হলে, এই পুলিশের জন্য যে একটা মোটা অংক বরাদ্দ রয়েছে, সেই বরাদ্দকৃত টাকা কি করে খরচ হবে ? তার উপরই বা আমাদের কেন অবিশ্বাস আসবে ? সমালোচনা করতে গিয়ে যদি কোন কন্‌ষ্ট্রাক্টিভ সাজেশান রাখতে যাই, তাহলে হয়তো সেটাকে অন্যভাবে মন্তব্য করা হবে, এটা বড় দুঃখের। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি জিরানীয়ার একটা ঘটনার কথা এবং উল্লেখ করে বলতে পারি যে জিরানীয়াতে গত স্বরস্বতী পূজার পর রবি সরকার বলে একজন সাধারণ কৃষক, উনি আনন্দ-

বাজার পত্রিকার এজেন্ট, সন্ধ্যা সময়ে তার ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, ভাগ্যিস তার হাত পা কেটে কোন রকমে পিছনে গিয়ে উনি বাঁচলেন। কিন্তু একটাও আসামী ধরা হল না। পুলিশ ফাঁরি তার বাড়া থেকে সাড়ে চারশ' থেকে ৫০০ হাত তফাৎ হবে। চীৎকার দিয়েছে পুলিশ শুনেছে, পুলিশ আসেনি। কেন আসেনি আমরা জানি—সে কথা হচ্ছে এই যে, পুলিশ ভয় পাচ্ছে। যদি আজকে তাদের প্রটেকশান দিতে চায় যদি কোন আসামীকে ধরতে যায়, কোন কোন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি সেখান থেকে তাদের নির্দেশ করবে, তাদের চাকরী থেকে সাসপেনশানের ভয় দেখাবে এবং তাদের প্রমোশান দেওয়া হবে না বলে শাসাবে। তাহলে কি আমাদের বলতে হবে যে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সেই সব আলোচনা করব না? কোন কোন মন্ত্রী বাহাদুর বলেছেন যে আর তো কোন দিন এই বিধানসভায় বাজেট ভাষণে এমন কথা শুনি নাই। তাকেও আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রসিডিংস দেখুন। প্রতিটা বাজেট সেশানে এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্যরা মূল্যবান সাজেশান রেখেছেন, কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রেখেছেন, ডেষ্ট্রাকটিভ নয়। কিন্তু তার মূল্য কতটুকু পেয়েছেন সদস্যরা? ত্রিপুরাবাসী কতটুকু পেল? সেই হিসাবে আমাদের জবাব দিতে হচ্ছে. সরকারকেও দিতে হবে। আজ আমি কারও উপর ব্যক্তিগত আক্রমন করছি না। মাননীয় মন্ত্রী কৃষ্ণদাসবাবু সেদিন বলেছিলেন যে আমি জানি না, আমি বুঝতে পারছি না এই বাজেট অধিবেশনে এমন সমালোচনা কেন? কিন্তু আমি তার বক্তব্য থেকে বলে দিতে চাই, এই এই বাজেট সেশানেই তার বক্তব্য রয়েছে, তিনি এই কথা বলেছেন, এই সরকারের পাম্পসেট আছে কিন্তু ডিজেল নাই, পাম্পসেট আছে জল বের হয় না। তাই এই সরকার কি করে আজকে এইসব রিপ্রেজেন্ট করছেন সেই কথা তিনি গত সেশানেও বলেছেন। আজকে তিনি অবশ্য অনভাবে—রিসেন্টলী একটা ডেভেলাপমেন্ট পেয়েছেন, তার জন্যই তিনি এইসব কথা বলছেন—না এইরকম সমালোচনা কি করে করা যায়, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। এই এই বিধান সভায় আমরা সমালোচনা করি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য—বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই অর্থের যাতে যথাযথ ভাবে খরচা করা হয় তার জন্য, যাতে কোন কারচুপী না আসে, সমান ভাবে সম-দৃষ্টি নিয়ে সমাজবাদী দৃষ্টিতে সেই টাকা যেন মাঠে কৃষকের জন্য, শ্রমিকের জন্য, কর্মচারীর জন্য, সর্বস্তরের মানুষের জন্য যাতে খরচা করা হয় সেই কথাই বলতে এসেছি। এখানে খেলা করতে আসনি। কারও শাসানিতে বা কারও ধমক খেয়ে পয়সা নেওয়ার জন্য আসিনি। কারও ধমক আমরা পরোয়া করি না যতক্ষণ মানুষের আশীর্বাদ থাকবে সদস্যদের উপর। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের রেশন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে হয়। এ, এস, আই, পর্যন্ত পাচ্ছে। সাব-ইন্সপেক্টার পাচ্ছে না। তাহলে এই ভাবে এটাকে কি বলা যায়—এটা শুধু ডিভিশান ক্রীয়েট করবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা বলা কি অমূলক হবে? তাদের মধ্যে একটা মন কষাকষি, একটা গ্রুপিজম, একটা সেকশানিজম এইসব সৃষ্টি করবার জন্যই কি তা করা হচ্ছে? কারণ পশ্চিমবংগে রয়েছে এখানে কেন সাব-ইনস্পেক্টাররা পাবে না অর্থাৎ কিছু হাতের প্যাচ রাখা যাতে পুলিশ আমাদের কথা শুনে। কিছু হাতে আটকিয়ে রাখা যাতে পুলিশকে যে কোন ভাবে ব্যবহার করা যায়। পুলিশের দোষ নাই। দুই একজন লোক পুলিশের মধ্যে খারাপ থাকবে, আমাদের মধ্যেও

খারাপ থাকবে, জোয়ানদের মধ্যে খারাপ থাকবে সেটা অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু সকলেই খারাপ সেটা আমি মনে করি না। যদি তাদের ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োগ করা যায় দেশের কাজে তাহলে তারা কাজ করতে বাধ্য। তবে তার আগে একটা কথা বলতে হয়, আমরা দুই একটা উপদেশ দিতে পারি কিন্তু কেন উপদেশ মানবে সেটাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব কম সময় চেয়েছিলাম। আমি এখন ডিমাণ্ড নম্বার ৪৭র উপর বলছি। ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল কোপারেটিভ সম্পর্কে বলছি। ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সোসাইটি ত্রিপুরাতে রয়েছে বেশ। বিশেষ করে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল সোসাইটিগুলিতে ওইভাস কোপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা বেশী আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকে সেগুলির অবস্থা কি সেটা বলতে ভয় হয়। মাননীয় উপধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কোপারেটিভগুলির সংগে বিশেষভাবে জড়িত এবং লাষ্ট টুয়েন্টি ইয়াস আমার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে কুটির শিল্প গ্রো করার কোন সুযোগ সুবিধা আমরা ত্রিপুরাতে দিচ্ছি না। কারণ, আমি কারও নাম করে বলতে চাই না। ২ বছর আগে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল সোসাইটিগুলির সদর সাবডিভিশানের ৩টা ব্লকের যতগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধানের উপায় উল্লেখ করে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে লিখেছিলাম এবং বলেছিলাম যে দয়া করে আপনার সুবিধা মত একটা সময় এবং তারিখ দিয়ে যদি জানান তাহলে এই সোসাইটিগুলির দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে আমি দেখা করব এবং কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রাখব এবং মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আলোচনা করব। দুই বছর চলে গেল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এক বছর পর উত্তর পেলাম হাঁা, সময় দেওয়া হবে, তারিখ দেওয়া হবে। তবে আপনাদের এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিভাগীয় প্রধানদের কাছে চিঠি লিখা হয়েছে সেই সমস্ত প্রধানদের কাছ থেকে উত্তর এলে পরে আপনাদের সময় দেওয়া হবে। দুই বছর আড়াই বছর চলে গেল আজ পর্যান্ত বিভাগীয় প্রধানদের কাছ থেকে উত্তর এসেছে কি না জানি না, তবে প্রতিনিধি যারা ইণ্ডাষ্ট্রি করতে চায় তাদের যেতে দেওয়া হল না। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রির ডেভেলাপমেন্ট কি করে হবে আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বোধ হয় আর সময় নাই, আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীমংচাবাই মগ।

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করে ফরেষ্টের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, বিশেষ করে আমার এলাকায়, আমবাসা এলাকায়—কমলাছড়া, রাইপাশা এই সব জায়গাতে শত শত লোক আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী লোক বাস করছে। এই রকম আরও আছে। যেখানে কোন কাজ নাই, উদ্বাস্তু কলোনী আছে জুমিয়া আছে এবং ভাল জমিও আছে, সেখানে যদি ফরেষ্টের প্ল্যানটেশান করা যায় তাহলে রাস্তা ঘাটও হবে এবং জনসাধারণের কাজ হবে। আর একটা কথা এই ফরেষ্ট গার্ডদের কাপড় চোপড় দেখলে মায়া লাগে। সব সময় তারা জংগলে জোকের কামর খায়, তারা হাফ পেন্ট পড়ে থাকে, তারা মশার কামর খায় কাজেই তাদের পোষাক-এর সংখ্যা

আরও বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাছাড়া ফরেষ্ট গার্ডরা কম পয়সা বেতন পায়, তাদের ছেলে-মেয়েরা তারাও আমাদের ছেলে ছেলেমেয়েদের মত বাঁচতে চায়, তারাও আমাদের ছেলেমেয়ে-দের মত পড়াশুনা করতে চায়। কাজেই এই ফরেষ্ট গার্ডদের ছেলে মেয়েদের বিনা মূল্যে পাঠ্য পুস্তক অন্তত পক্ষে সিনিয়র বেসিক পর্য্যন্ত পাওয়ার সুযোগ যাতে দেওয়া হয় সেজন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। যেখানে সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা হায়ার সেকেণ্ডারী পর্য্যন্ত স্টাইপেণ্ড বুক গ্র্যান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেখানে ফরেষ্ট গার্ডদের—যারা সকাল থেকে সারাদিন জংগলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবে তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য ফরেষ্ট মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করব। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি বলতে চাই না কারণ পুলিশের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস ছিল, পুলিশকে মানুষ ভয় করত। আগে পুলিশ গ্রামে ঢুকলে মানুষ ভয় করত এখন আর পুলিশকে দেখলে মানুষ আর ভয় করছে না। পুলিশকে আজকে মানুষ মনে করছে তারা শান্তি রক্ষার জন্য আসে কিছু কিছু আমি দেখেছি পুলিশের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সেটা বলা যায় কি না, আমি জানি না। আমি প্রায়ই ট্রাকে করে আসি এবং ট্রাকে আসার সময় ড্রাইভারেরা বলে যে আমাদের বিপদ কারণ আমাদের প্রতিটা থানায় ১০ টাকা করে দিতে হয়, এখন বেড়েছে, ২০ টাকা করে দিতে হয়। আউটপোষ্টগুলির জন্য ৫ টাকা, থানাওয়ালা ১০ টাকা। এখনও আমি মাঝে মাঝে ট্রাকে করে আসি। যেমন ড্রপ গেটে রানীর বাজার যখন আসল পুলিশ দৌড়ে আসল, কোন ট্রাক ড্রাইভার বলল যে নাই নাই, কোন ট্রাকের ড্রাইভার বললে যে কেবল দুইজন। আমি বললাম কেন দিয়ে দাও? কোন কোন সময় যদি না দেয় তাহলে পরবর্তী গাড়ীতে পুলিশ দৌড়ে আসল আগরতলা ড্রপ গেটে সেখানে এসে বলল যে টাকা দিয়ে এলে না? এই সম্পর্কে একটু চিন্তা করে দেখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমি লেবার এম্‌পলয়মেন্ট বলতে চাই। কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিত বেকার-এর সংখ্যা কম নয়। সেই সব বেকারদের যথাযোগ্য কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের বলতে হবে। আমার এলাকায় গত দুই বছর যাবত কৃষকেরা কৃষি কাজ করতে না পারায় কিছু শ্রমিক আমাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে তারা কাজ করে খাচ্ছে। সেখানে তাদের পোষাচ্ছে না। এই রকম শিক্ষিত বেকার ১০০ টাকা ভাতা দিয়ে ডম্বুর প্রজেক্টে, বুলাংবাসাতে কাজ করছে। স্যার, গত এপ্রিল থেকে এই এপ্রিল মাসের মধ্যে তাদের থেকে আবার ১০ জন ছাটাই হয়েছে। এই এলাকায় গত '৭৩ইং থেকে একজনেরও চাকুরী হয় নি শিক্ষিত বেকারদের। আমি দেখি এখানে এই এক মাসের মধ্যে এই আগরতলার বুকের উপর কংগ্রেস কর্মী, যুবক, শিক্ষিত বেকার তাদের চাকুরী হচ্ছে। এবং আমার এলাকা থেকে ২/১ জন বেকার এসেছে, দরখাস্ত করতে এসেছে, আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু আমি জানি না আমার এলাকায়, শুধু আমার এলাকা বলে কথা নয়, সমগ্র গ্রামাঞ্চলে বেকারদের কেন বঞ্চিত করা হচ্ছে? দু'মাস আগে কিছু বেকারকে চাকুরী দেবার জন্য নাইট গার্ডের পোষ্ট অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রীতে নাইট গার্ডের পোষ্টের জন্য লোক চাওয়া হয়েছিল। আমি বাজেট অধিবেশনে আলোচনা করেছি। আমি শুনেছি যে নাইট গার্ডের পোষ্টের জন্য অনেক গ্রেজুয়েট ছেলে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছেলে দরখাস্ত করেছে। আজকে একজন নাইট গার্ড ২০০ টাকা পাইবে। আজকে তারজন্য আরো শুনেছি নাইট গার্ডের পোষ্ট

নাকি পার্মানেন্ট পোষ্ট। আজকে একজন ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে তার বাড়ী বুলাংবাসা—তাকে ধর্মনগরে পাঠিয়ে পিয়নের চাকুরী করছে। জানি না সত্যি কি না ; হতে পারে। আমরা বুঝি না, আমরা অনভিজ্ঞ লোক। কিন্তু যারা স্কীমে, যুবকদের স্কীমের মাধ্যমে ভলান্টিয়ার ফোস করে একটা বৎসর ডম্বুর প্রজেক্টে কাজ করল, বুলাংবাসাতে কাজ করল, আজকে তাদের অন্যান্য বেকারদের সঙ্গে সম সুযোগ না পাওয়ায় কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়ায়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর সুযোগ না পাওয়ায় এই ছেলেদের চতুর্থ শ্রেণীর পোষ্ট দিয়ে কে এই অপকর্ম করল সেটা আমি জানি না। বুঝতে পারছি না। এইখানে আমি বলতে পারি মন্ত্রী বাহাদুরকে,—অযৌক্তিক আমি বলছি না। আমার এলাকায় যুবকদের যে, শুধু আমার এলাকা নয়, সমগ্র গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকাররা যদি এই ধরণের ব্যবহার পায়, মন্ত্রী বাহাদুরদের কাছ থেকে, সরকারের কাছ থেকে, —আমরা প্রতিনিধি হয়ে আসি—আমরা কি ব্যবহার ওঁদের কাছ থেকে পাব ? আমরা জানতে চাই, কর্ম্মচারীরা আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে প্রশ্ন করছি। সেই জবাব কি উনারা দেবেন, না আমি দেব ? কিন্তু ভবিষ্যতের চিন্তা করে, আগরতলার সদরের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়গণ আমি শুনেছি—নাম বলব না, কয়েকদিন পরে বলতে হয় বলব—এই সমস্ত অন্যায় ব্যবহার যদি হয়, আমি জানি না, আমি এই কথা বলছি আগামী আগষ্ট মাসের মধ্যে যদি অন্যায়ের প্রতিকার না পাই, কারণ আমার এলাকায় যদি ৩০ জন বেকারের সুষ্ঠু চাকুরী যদি না হয় তাহলে এই বিধান সভা থেকে পদত্যাগ করব আমি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেঃ স্পীকার :— আই উড কল নাও অনারেবল মেম্বার শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে আমি এই ডিমাণ্ডগুলিকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি। সমর্থন জানিয়ে আমি এই ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি কোন্ কোন্ ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুলিশ এবং ইণ্ডাষ্ট্রি demands-কে সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটা কথা রাখতে চাই আপনার মাধ্যমে। তবে তার আগে আমি আমাদের যে নূতন চীফ সেক্রেটারী এসেছেন- উনার একটি ডি. ও. লেটারের কয়েকটি জায়গা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। এবং তাতে দেখতে পাবেন স্যার যে পুলিশ ডিপার্ট-মেন্টের লোকগুলো কি রকম করিৎকর্মা। এই চিঠির নাম্বার হল :

D. O No. F 2-(1) C S./75. Agartala 15th May, 1975. স্যার, একজায়গায় আছে,

I enter upon my duties with the conciousness of the Prime need for continuting to provide a strong and efficient Administration.

Mechinery to fulfill the people rising exception in the field of economic progress and social justice. তারপরে আর এক জায়গায়,

I shall meet the Inspector General of Police and D. I. G. at 10 A. M. on Tuesday, Thursday and Saturday begining from 16th May. একজন চীফ সেক্রেটারীকে সপ্তাহে তিন দিন সময় দিতে হবে, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এত উস্তাদ হয়ে উঠেছে। তারপরে আর একজায়গায় আছে, 24 hours will be meximum period of pendency of paper on my table. উনার ডি. ও. লেটারের যে দু' এক জায়গা আমি পড়লাম তাতে আমি বাজেট ডিসকাশনের সময়ে যে কথা বলেছিলাম যে বর্ত্তমান এই প্রশাসন স্বজন পোষণতায় লিপ্ত, দুর্নীতিতে লিপ্ত, কোন কাজ তারা করে না এই ডি. ও. লেটার বা মুখ্যপ্রশাসকের যে চিঠি আই. জি. পি. এর কাছে, এটা তাই প্রমান করে দিয়েছে। কারণ তিনি এইটুকু জানতেন বলেই উনি লিখেছেন—

meet for continueing to provids a strong and efficent admiaistratution. There is no Administration. যাক, তার আগে আমি প্রথমে আপনার মাধ্যমে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মিনিষ্টারকে—তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে অনুরোধ জানাবো নীচু স্তরের কর্ম্মচারী যারা এস, আই, যারা ইন্সপেক্টার তারা তাদের রেশনের বন্দোবস্ত করা উচিত। কারণ আমাদের এই রাজ্যে এস, এস, বি-যে সাব-ইন্সপেক্টার আছেন, সি, আর, পি, বি, এস, এফ-এর যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছে তাদের রেশন দেওয়া হচ্ছে। শুধ এই রাজ্যে নয়। অন্যান্য ষ্টেট সেখানে তারা পাচ্ছে। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে রেশন দেওয়া হচ্ছে। রেশনিং এ্যালাউন্স নয়। যেখানে চার টাকা কে, জি.চাল, সেখানে ২ টাকাতেও পাচ্ছে চাল, চিনির কে, জি, ৭৫ পয়সা করে সাপ্লাই করা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে বোধহয় সর্ব্বমোট ২০০ মত হবে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। তাদের রেশন দেবার জন্য গতবারও আমি বলেছি। আমার সদস্য তাপসবাবুও বলেছেন গত সেসনে। কিন্তু সেদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য রাখা সঙ্গত মনে করেন নি। এ. এস, আই,দের বেতনের যে কাঠামো এই রাজ্যে তাতে দেখা যায় সাব-ইন্সপেক্টার যারা তাদের সঙ্গে মূল বেতনের ডিফারেন্স ১৫।২০ টাকার মত। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ জানাব এই ২০০ জন সাব-ইন্সপেক্টার—মেক্সিমাম সিভিল এবং আর্ম্মস মিলিয়ে ২০০ জনের বেশী হবে না, তাদের ন্যায্য দাবীর দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। তারপরে আসছি এখন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অপকর্মের ফিরিস্তি নিয়ে। আপনার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি নিজে বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ ডিপাটমেন্টের বদলীর নীতি কিংবা পোষ্টিংয়ের কোন নীতি যে নেই তা কোতোয়ালী থেকে শুরু করে আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে আমার এলাকাতে আমি যাই। আমার এলাকাতে যে লোক পাঠানো হয়েছে সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর লোক। এই রকম একজন লোককে পাঠানো হয়েছে যিনি বি, ডি, টি, এস, সি, পরীক্ষা পাশ করেননি। এ স্তিনিই ত্রিপুরাতে একমাত্র সাব-ইন্সপেক্টার। উনাকে ও, সি, করে পাঠানো হয়েছে। উনাকে ও, সি, করে আমার এখানে বিশালগড়ে পাঠানো হয়েছে। এবং যাবার আগে স্পেসিয়েল সেক্রেটারী টু চীফ মিনিষ্টার একটা ডি, ও, লেটার দেন টু আই, জি, পি। সেই ডি, ও, লেটারে আই, জি. পিকে বলা হয়—

Chief Minister desire Mahendra Roy should be posted as O. C. at Bishalgarh. কে, পি, দত্ত. স্পেশিয়াল সেক্রেটারী সই করেছেন এটা। স্পেশ্যাল? এবং ঐ

চিঠির মূলে আই. জি, পি, এস, পি, কে একটা রিকোয়েষ্টিং লেটার দেন। তারপর সমস্ত বদলী নীতি লঙ্ঘন করে, জলাঞ্জলী দিয়ে যে B. D. S T. পরীক্ষায় পাশ করেনি ফেল করেছে তাকে আমার এখানে, বিশালগড়ের মত একটা জায়গায় যার জনসংখ্যা এই ব্লকে ৩ থেকে সাড়ে ৩ লক্ষ সেখানে ও, সি, করে পাঠানো হয়েছে। এই হল বর্তমান সরকারের প্রশাসনের বদলী নীতি. মাননীয় স্পীকার, স্যার, আবার এই দিকে তাকিয়ে দেখুন কোতয়ালী পুলিশ ষ্টেশান। এখানে আপনি দেখবেন '৬৮ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সাব-ইন্সপেক্টর পদে বহাল তবিয়তে এখানে আছে। ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩-এও ছিল অথচ তারা পি, আর, বি, তে আছে আমি জানি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করতে পারেন কি না যে পি, আর, বি, ত্রিপুরায় প্রযোজ্য, সেই পি, আর, বি, তে আছে যে কোন জায়গায় কোন সাব-ইন্সপেক্টর নরম্যালী দুই বছরের বেশী থাকবে না Special ক্ষেত্রে তিন বছর। কিন্তু নরম্যালের জায়গায় অ্যাবনরম্যাল যে সিচুয়েশান তাও পার হয়ে গেছে। তথাপি তাকে রাখতে হবে। কারণ ওরা মিনিষ্টারের ফোন মত কাজ করে। ওদের আইন মতও, বে-আইন মতও এক, আই, আর, নিতে হবে। ছেড়ে দাও বললে তারাও ছেড়ে দেবে। (মধুসূদন দাস—কাজ করাতে হলে ফোন করতেই হবে) আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মধুবাবুকে যে উনি স্বীকার করলেন এইভাবে ফোন না করলে দেশের কাজ হয় না। এইভাবে ফোন করে প্রশাসনের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়. অথচ আই, জি, পি, আছেন, ডি, এস, পি, আছেন. কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক নেতারা ফোন করবেন। এই হল অবস্থা। আমি ওদের দক্ষতা কিংবা অদক্ষতা নিয়ে কথা বলছি না। কোতোয়ালীতে যারা আছে তাদের আমি দক্ষ বলে জানি। কিন্তু আমরা যারা গ্রামের মানুষ, গ্রামের এম. এল, এ, তারা দক্ষ অফিসারদের কাজের নমুনা দেখতে চাই, স্যার। এই দক্ষ অফিসাররা কেমন সেবা করে এটাও গ্রামের মানুষ জানতে চায়। নিশ্চয় তাদের সমস্ত দক্ষতা এই মন্ত্রীসভার খেয়ালের উপর নির্ভর করবেন, আর প্রশাসনিক স্তরে কয়েকজন লোকের হুকিমসের উপর নির্ভর করে না। আমি আর ১টি উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের বাজেট সেসান, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি স্বীকার করবেন যে মার্চ মাসের ৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। ৫ তারিখ এই প্রসাশনের অাংগুলি নির্দেশে আমার বাড়ীতে ২৫ জন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার নিখিলেশ মজুমদারকে পাঠানো হয়েছে। আমার কি অন্যায় জানি না। আমার বিরুদ্ধে কি কেস ছিল ৫ তারিখে আমি জানি না। আমি মুখ্যমন্ত্রী তথা হোম মিনিষ্ট্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কি কেস ছিল আমার বাড়ীতে? আমি বাড়ীতে নেই, আমি কোর্টে। আমার ঘুমোবার ঘর পর্য্যন্ত এই সাব-ইন্সপেক্টার দৌড়ে গেছে। আমার বাড়ীতে চোরাই মাল ছিল? বলতে পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়ে? আমি তাঁর দলের সদস্য। কালীবাবু তাঁরা জানেন, প্রফুল্লবাবু জানেন, অশোকবাবু জানেন, রাধিকাবাবু জানেন, তাপসবাবু জানেন, মৌলানা সাহেব জানেন, সুবল বিশ্বাস জানেন, লক্ষীনাগ জানেন, যতীন্দ্র মজুমদার জানেন। আমার বাড়ীতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে আমি তখন কোর্টে ১টি case আরগুমেন্ট করছি। এই হল পুলিশের দক্ষতা। ওদের রাখতে হবে ৮ | ১০ বছর যাবত আগরতলা টাউনের উপর কারণ ওদের দুর্নীতি স্বজন পোষণতাকে যে আমরা সমর্থন করি না। অনেকে বলেন, কৃষ্ণদাস বাবু বলেন, সি, এল, পি, তে বলা হয় না কেন? আজকে এটাও আমি সি, এল, পি, হিসাবে

ধরে নিয়েছি। আর দুর্নীতির কথা? আমার পার্টি আমাকে শিক্ষা দেয় নি যে দুর্নীতির কথা তুমি হাউসে বলো না, স্বজন পোষণের কথা হাউসে বলবে না।" আমার ঘরের দরজা ভেঙেছে, আমি কোর্টে পিটিশান করেছি। তার বেশী আমি বলব না। বাকীটা সাব-জুডিস এর মধ্যে আছে। এই হল পুলিশের প্রশাসন। অথচ এই সমস্ত অফিসারদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রমোশন দেবার জন্য আমাদের বর্তমান প্রশাসন উঠে পড়ে লেগেছে। '৬৮ সালে সুশান্ত চক্রবর্তী এবং সরোজ রায়, দুইজন সাব-ইন্সপেক্টার ওরা ইন্সপেক্টার শিপ পরীক্ষায় পাশ করেছে। কোন্ অপরাধ করেছে তারা? তাদের ইন্সপেক্টার না করে কোতোয়ালীতে ৬।৭ বছর যাবত যারা আছে, হয়ত কোন মন্ত্রীর আত্মীয় হবেন, বা এম. এল. এর আত্মীয় হবেন। তাকে ইন্সপেক্টার বানানো হচ্ছে। পরীক্ষায় ফেল করেছে। এইখানেই শেষ নয়, তাদের প্রমোশন দেবার জন্য ঐ সরোজ রায় এবং সুশান্ত চক্রবর্তী যারা যোগ্যতার মাপকাঠিতে টিকে গেছে তাদের এস, এস, বি, তে পাঠানোর জন্য চক্রান্ত চলছে। ফাইলে অর্ডার হয়ে গেছে। ফাইল মুভমেন্ট শুরু হয়েছে। অর্ডার তাদের কাছে এখনও পৌঁছে নি। এটা স্বজন পোষণতা নয়। এটা দুর্নীতি নয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তারপর কি করে ৩ তারিখ ম্যাসেজ পাঠিয়ে বিভিন্ন পুলিশ ষ্টেশন থেকে কাগজপত্র এনে কি করে মিসার গ্রাউণ্ড তৈরী করা হচ্ছে? কি করে আমার বিরুদ্ধেও তৈরী করা হচ্ছে তার প্রমাণ আমি এই হাউসে দেব। আমি পরে দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সি, আই, ডির, অ্যাডিশন্যাল এস, পি নিরাপদবাবু। উনি আই, পি, এস, নন। উনি নন্-ক্যাডার লোক। উনাকে এনে অডিস্যাশনেল এস, পি, করা হয়েছে। উনার সাবষ্টেন্টিভ পোষ্ট হল ডি, এস, পি,। অথচ আমার রাজ্যে আই, পি, এস, অফিসার আছে। অনেকে চলে গেছে মিসার কাগজে সই করে নি বলে চলে যেতে হয়েছে। আগে এস, পি. ওয়েষ্টকে চলে যেতে হয়েছে। কারণ মাননীয় ডি, এম, বাবুদের কথায় উনি কাগজে সই করেন নি। উনাকে রাজ্য ছাড়তে হয়েছে। তেমনি চলে গেছেন হয়ত বি, এল, ভোরা. এস, পি, মেহত্রা। ওঁরা আই, পি, এস। এই মাত্র জানতে পারলাম ভোরা সাহেবও চলে গেছেন। ওদের উপযুক্ত posting হয় নি। দেওয়া হয়েছে নন্-ক্যাডার পোষ্টের লোককে। S. P. West-এর Post. নুতন এস. পি. ওয়েষ্ট এসে কি করলেন? আগের যে এস পি. থাম্পি সাহেব, উনার কোঠায় দুই এক দিন অফিস করলেন, পরে ঐ রুম ছেড়ে চলে গেলেন। আমি ফিরিস্তি দিচ্ছি, ব্যক্তিগত চরিত্র হনন নয়, আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। অস্বীকার করুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আমি জানি আমার এই কথা বলার পর পুলিশকে আরও লেলিয়ে দেওয়া হবে আমার পেছনে। আমিও এই মিসার জন্য তৈরী। আমি তার জন্য তৈরী হয়েই বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি একটা গোদরেজ টেবিল কিনেছেন। থাম্পি সাহেবের পুরনো টেবিলে চলবে না। ১২৫০ টাকা দিয়ে এটা কিনেছেন। একটা থ্রি হুইল রিভলভিং চেয়ার কিনেছেন ৭০০ টাকা দিয়ে। কার্পেট কিনেছেন ৯০০ টাকা দিয়ে। এই হল প্রশাসন, এই হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। উনার পায়ে ফোস্কা পড়বে। উনি পাকা দিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন না। আমার সংগে চলুন, আমি এখনই সব দেখিয়ে দেব। উনি ব্যাটারী সিস্টেমে ঘড়ি, টেবিল ক্লথ কিনেছেন। পুরনো ঘড়িতে চলবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার,

সমস্ত লাইট, ফ্যান সব চ্যাঞ্জ করে ফেলেছে। উনি পেন হোল্ডার কিনেছেন ৭৫ টাকা দিয়ে, উনি পাপোশ কিনেছেন একটা ২৫০ টাকা দিয়ে। এই লোকটাই হচ্ছেন আমাদের জনদরদী মুখ্যমন্ত্রীর এস, পি,। কিন্তু আমরা গ্রামের মানুষের জন্য কাঁদি, বেকারের জন্য কাঁদি। এই টাকায় কয়টা লোককে কনটিনজেন্ট ডেলী বেসিসে নেওয়া যেতে পারতো? এসবের জন্য কোথায় এরা স্যাংশান পায়? এই মন্ত্রী সভা থেকেই তো স্যাংশান পায়। না বলতে পারেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী? এখানেই শেষ নয়। আমি আপনাদের আশীর্বাদে প্রাইম মিনিষ্টারের সেক্রেটারীয়েটে গিয়েছি। আমাদের মহান নেত্রীর সংগে কথা বলেছি। আমাদের রাজ্যেও চীফ সেক্রেটারীর চেম্বারে গিয়েছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কয়েকজনের চেম্বারেও গিয়েছি, কিন্তু এই ধরণের ব্যবস্থা দেখিনি। এখানেই শেষ নয়, কি নাম আমি জানিনা, একটা স্প্রেয়িং মেশিন আনা হয়েছে উনার অফিসে ওয়ালের সেন্ট দেওয়ার জন্য। আমরা সমাজবাদে বাস করব, কিছু বলা যাবে না। উনার ঘরে স্প্রে দিয়ে সেন্ট দেওয়া হয় গভর্ণমেণ্টের পয়সায়। অথচ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটা কথা, আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী থেকে সুরু করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও পায়ে কলিং বেল টিপেন না। কিন্তু উনি, এই এস, পি,টি পায়ে কলিং বেল টিপেন। উনি রিভলভিং চেয়ারে বসে পায়ে কলিং বেল টিপেন। এই হল গণতান্ত্রিক সমাজবাদের নিদর্শন এই প্রশাসনের। আমি একটা ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। অথচ আমাদের রাজ্যের যারা কনষ্টেবল থেকে সাব ইন্সপেক্টার শীতের দিনে আমি নিজে দেখেছি জানুয়ারী মাসে তা টক টক করে কাপে, হাফ পেন্ট পড়ে তাদের রাস্তা ঘুরতে হয়, তাদের কাপড়, জুতা দিতে পারে না, এই প্রশাসন, এই প্রশাসন তাদের ড্রেস দিতে পারে না। জেনারেল ডায়েরী ছিড়ে মিসার কাগজ তৈরী করবে কে? এই যে স্যার, আগুনে দিয়ে সেইগুলিকে পুড়ানো হয়েছে, তার হাজার হাজার কপি আমার কাছে আছে। এই কথায় আমি পরে আসছি, এখন এখানেই আছেন, ডি. এস. পি. বসে। আপনি একজন ল-ইয়ার স্যার, আপনি দেখবেন ডি. জি.র ডুপ্লিকেট কপি থাকে, সেগুলিকে আগুন দিয়ে পুড়ানো হয়েছে। স্যার, এই অবস্থা চলছে আজকে প্রশাসনে মানুষকে নিস্পেষণ করে আর তারা নাকি গ্রামে গিয়ে কাজ করবে, ছিঃ। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আবার আমি বিশালগড়ে আসছি এবং মহেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে আমি আগেই আপনাকে বলেছি। নেওয়া হল মহেন্দ্র বাবুকে, কি রকম দক্ষ ও. সি. উনি, উনাকে বিশালগড়ে নেওয়া হল এবং নেওয়ার সাত দিনের মধ্যে এটেম্পট হলো টু মার্ডার, কংগ্রেস কর্মী যোগেশ সাহাকে। থানা থেকে এক ফার্লং দূরে, এই ঘটনা, কেসের কোন তদন্ত হয়নি। কোন এজাহার তার আত্মীয়ের কাছ থেকে নেওয়া হয়নি, এই প্রশাসন নেয় নি, মহেন্দ্র বাবু ও. সি.র কাছে এজাহার দেওয়া হয়েছিল, তাপস বাবু তার সাক্ষী। এই তাপসবাবুর সামনে, আমার সামনে এবং সুশীল বাবুর সামনে সেই এজাহার দেওয়া হয়েছিল, ও. সি. এফ. আই. আর ট্রিট করে নি। তাতে নাম ছিল কারা কারা আছে, সেই এফ. আই. আর নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এবং নষ্ট করে দিয়ে থার্ড পার্টির এফ. আই, আর নেওয়া হয়েছে যে এফ, আই, আর-এ নাম নাই একজন আসামীরও। ১৬১ নং ষ্টেটমেন্টে ১৪ জন সাক্ষীর কাছে নিয়েছে। অথচ এত কর্ম্মিৎকর্ম্মা ও, সি, সেই ১৬১ নং ষ্টেটমেন্টে একটি আসামীরও নাম নাই। বাধ্য হয়ে মাননীয় জুডিশিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট ১৬৪তে রেকর্ড ষ্টেটমেন্ট করতে বললেন। তারপর কি

বিক্রম এই প্যুলিশ ডিপার্টমেন্টের, এস,পি,ডি,এস, পি এবং কোর্ট ইন্সপেক্টারকে ডেকে ধমকাচ্ছে কি করে ষ্টেটমেন্ট করলেন, সামনে কন্‌ষ্টেবল দেখে ধমকিয়ে বলছে তোমরা কি করছিলে ? এই রকম লোককেই দেওয়া হয়েছে একটা কন্সেপিরেসি করে। না হলে একটা সাব-ইন্‌সপেক্টারকে ট্রেন্‌সফার করার জন্য স্পেশাল অফিসার টু চাফ মিনিষ্টার ডি, ও, লেটার দেয় আই, জি, পিকে এবং আবার আই, জি, পি, দেয় এস, পিকে ডি, ও, লেটার। খুন করার যদি ষড়যন্ত্র না থাকে ষড়যন্ত্রে যদি বর্ত্তমান প্রশাসনের মদত না থাকে, করতে পারে সেটা ? আমি সেই এলাকার বিধায়ক, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সেখানে এইসব করা হয়েছে। উনি অবশ্য দাড়িয়ে অনেক কথাই বলবেন, যখন আমরা কারাপশান এবং নেপটিজম চার্জ করে বসে পড়ব। তখন বলবেন স্পেসিফিক বলুন। উনি এখানে দাঁড়িয়ে বলুন যে ওয়ানচু কমিশনের মত কমিশন করবেন, উনার সাহস থাকে, স্পর্দ্ধা থাকে, আমি কেস দেব স্পেসিফিক কেস এই প্রশাসনের অফিসারদের সম্বন্ধে, উচ্চস্তরে যারা আছেন, তাদের সম্বন্ধে। আমি উনার কাছে দেব, কি কারণে ? উনি উনি কি করবেন ? উনার প্রশাসন কি ইনকোয়ারী করবে ? উনি নিজেই বলেছেন গাবিউল্ল চিঠি তদন্ত করেন। কার ব্যাপারে তদন্ত করবেন ? তাপস দের কথায় যদি উনার মুখ দিয়ে ... ... বের হয়, তখন হয়তো সেটার তদন্ত হয়, কারণ তখন ফাইল তার ড্রয়ারে থাকে। আমার ব্যাপারে ফাইল থাকে, বি, দাসের ব্যাপারে, প্রফুল্ল বাবু, যতিন বাবু তাদের ব্যাপারে থাকে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকমভাবে প্রশাসন উনি চালাচ্ছেন। আরও বলে দিচ্ছি, অনেক আছেন এই হাউসে অথবা হাউসের বাইরে। কোন্ এম, এল, এ স্কুটার কিনেছে কি করেছে, তার সম্বন্ধেও ফাইল হয়। আপনারা জেনে রাখুন উনিই সব করছেন। কোন মেম্বার স্কুটার নিয়েছে, চালাতে পারে না, রেখে দিয়েছে কিংবা তার ছোট ভাইকে দিয়েছে, এটার জন্যও ফাইল করা হচ্ছে যে সে স্কুটার বিক্রি করে দিয়েছে, যদিও এম, এল, এর নামে সেই স্কুটার। এই সবই করা হচ্ছে প্রশাসনের অফিসারদের দিয়ে, তাহলে ঐ যে তদন্তের কথা, সেটা আমি কাকে বলব ? উনি তদন্ত করবেন কি ? ঐ যে বসে আছে উনার রুমে নিরাপদ গন চৌধুরী, আমি নিজে তাকে দেখে এসেছি যে দুই পা টেবিলের উপর রেখে কাগজে টুকছে, এই হল একজন—ওনার এক্‌সটেনশানওয়ালা অফিসার। তিনি তদন্ত করবেন ? আর একজন হল অফিসারদের সম্বন্ধে যে সমস্ত ভাল ভাল অফিসার আছে, তাদের সম্বন্ধে তদন্ত করবেন—সি, আর, পাল। তার সম্বন্ধে তদন্ত কে করে তার হিসাব নাই, যে খাসের জায়গা বন্দোবস্ত নিয়েছে, খাসের জায়গায় বাড়ী করেছে গভর্ণমেন্টের কোয়ার্টারে থেকে গভর্ণমেন্টের সমস্ত রুলকে ভায়লেট করে, সেই বাড়ী আবার ভাড়া দেওয়া হয়েছে ঐ ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার এজেন্টের কাছে, এই সি, আর, পাল অফিসারদের ভাগ্য নিয়ন্তা। তার মত করাপটেড লোক কে আছে ? সে এক্‌সটেনশানের পর এক্‌সটেনশান পাচ্ছে, তাকেই জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, এখানেই শেষ নয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তার বাড়ীর সামনে ড্রেনে মাটি পড়ে যায়, সেখানে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে দিয়ে তার বাড়ীর ড্রেনের পার বাঁধ দেওয়া হয়েছে যাতে মাটি সে ড্রেনে না পড়ে। স্যার, কৈ আপনি বললে বা আমরা বললে কৃষকের জমির জন্য তা বাধা হয় না ? অবশ্য আমাদের দরকার নাই এবং আমরা তা চাইওনা। যেখানে দরকার সেখানে ত বাধা হয় না ? অথচ ঐ সি, আর, পালের বাড়ীর সামনাটা পাকা করে দেওয়া

হয়েছে যাতে উনার বাড়ী থেকে এক ইঞ্চি মাটিও না এসে পড়ে। এই সমস্ত লোকদের ওর ওর কাছে পিটিশান দিতে হবে। উনি বলবেন পিটিশন দিন, স্পেসিফিক কেস দিন, তারপর দেখব। কেন দেব আমরা ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে গিয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি ত আগেই বলেছি যে আমাকে এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। আমার কথা শুনতে হবে। আর এই করাপশানের কথা এলেই আমি লক্ষ্য করছি যে আমাকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি রেড লাইন জ্বালিয়ে দেন। আমি এই ব্যাপারে অনুতপ্ত। আমাকে ফাষ্ট আওয়ারে মাননীয় স্পীকার সাহেব বলেছেন যে আপনি এক ঘন্টা বলবেন"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনাকে একা এত সময় দিলে ত চলবে না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি টেপ বাজিয়ে দেখুন, মাননীয় স্পীকার সাহেব আমাকে এক ঘন্টার সময় দিয়েছেন কি না ?

শ্রীমধুসূদন দাস :— না, স্যার, এভাবে হবে না। তাহলে আমরা কেন বলতে পারব না ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আচ্ছা, আপনি বলুন ... ..

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ : – মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হল এই রাজ্যের ভিজিলেন্স অফিসার, পার্টিকুলার অফিসার সম্বন্ধে আমার যদি কোন বক্তব্য থাকে, তাহলে এই vigilence অফিসারের কাছেই সেটা দিতে হবে। আর এম, এল, এ সম্বন্ধে নিরাপদ বাবু যিনি কয়েকদিন আগেও আরও ৬ মাসের জন্য একসটেনশান পেয়েছেন। আমি স্যার, অনেক ছোট থাকতে এখানে এসেছি, ৪৮ এ এসেছি, আমি উনাকে কতোয়ালী থানার স্যাব-ইন্সপেক্টার হিসাবে দেখেছি। উনি উনার জীবনে একটি চার্জসীটও দেন নাই, আর আজকে উনি হচ্ছেন এই রাজ্যের একজন এাডিশনেল এস, পি, উনি এস, পিকে সুপারসিড করেও কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ চালাচ্ছেন যিনি জীবনে একটা কেসেবও তদন্ত করেন নি, উনি আজকে এডিশন্যাল এস, পি ? আর ওর কাছে দিতে হবে। কেন, কি প্রয়োজনে ওর মত লোকের কাছে কি ব্যাপার ? যদি সাহস থাকে আমিতো বলেছি আমার সম্পর্কে ইনকোয়ারী কমিশন করুক ওনার সম্পর্কে করুক সবার সম্পর্কে করুক। কার শ্রেষ্ঠ কতটুকু পবিত্র দেখি। দাঁড়িয়ে গলাবাজী করা নয় হেলিয়ে দুলিয়ে কথা বলা নয়। ক্ষমতায় থেকে শরীর হেলান দুলান যায়। তদন্ত কমিশন বসান যারা ভারতবর্ষের নেতা সিদ্ধার্থ বাবু করেছেন তারা তদন্ত কমিশন করতে সেন্টারের মত আনতে হয়নি। এটা রাজ্যের ব্যাপার রাজ্যের লোক রাজ্যের বিধায়ক রাজ্যের অফিসার সম্পর্কে তদন্ত হবে। উনি নিজকে সিদ্ধার্থ বাবুর একজন প্রধান শিষ্য বলে মনে করেন তদন্ত কমিশন করুন, মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর আমি যাচ্ছি ভিতরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যাপারে এই

প্রশাসন গলা টিপে ধরে। আমি আমার উদাহরণ দিচ্ছি। তাপসবাবু, কালীবাবু ওদের বাড়ীতে গিয়ে—যেদিন সি, পি, এম,র এম, এল, এ,দের এরেষ্ট করা হয় ওদের ঘরের সামনে পুলিশ বসিয়ে রেখেছে এই প্রশাসন? জানালার কিনারে পুলিশ বসিয়ে রেখেছে সারা রাত ওরা ঘুমাতে পারেনি। অনেকেই এই হাউসে বলেছে—আমার বাড়ীতে ঢুকে আমার ঘরের ভিতর ঢুকে ২০/২৫ জন কনষ্টেবল নিয়ে দেখেছে। মাননীয় মেজিষ্ট্র্যাটকে যখন দিলাম তখন তিনি লিখলেন ইরেস্পন্সিবল অফিসার এই অর্ডার দিয়েছিলেন। তারপর আমি ৮০ সি, পি, নোটিশ দিচ্ছি পদের নামে। এই হচ্ছে ওনার পুলিশের প্রশাসন। এই পুলিশকে নিয়ে কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন—রাজনৈতিক প্রতিদন্দ্বী স্বদলীয়, বিদলীয় নির্দলীয় সবার বিরুদ্ধে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি একজন একজন স্বনামধন্য ল'ইয়ার ছিলেন উদয়পুরে এখানে উপাধ্যক্ষ হয়ে আসার আগে। আপনি জানেন জেনারেল ডায়েরী ২টা কপি থাকে একটা ওরিজিনাল আর একটা ডুপলিকেট। ওরিজিনেলটা থাকে থানায় আর ডুপলিকেটা যায় কনসার্নিং সি, আই,র কাছে। যখন ঠিক হল আমাকে গণতন্ত্রকে হত্যা করতে হবে—উনি গণতন্ত্র করছেন, গ্রামের মানুষের জন্য। গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে চীৎকার করেন—আর আমাদের বলছেন আমি এই করেছি সেই করেছি। আমরা সি, পি, এম,কে ভয় পাই না উনি ভয় পেতে পারেন। ওদের প্যাচে উনি মরতে পারেন আমরা মরব না আমরা জানি ওদের কি করে রুখতে হয় আমরা রুখে এসেছি। আমরা দেখি উনি বিভিন্ন রূপে নিয়ে একই অঙ্গে বিভিন্ন রূপে নিয়ে আসেন যার সঙ্গে যেমন দরকার সেইভাবে আসেন। আমরা যাইনি C. P. M.-এর সঙ্গে, আমরা জানি ওদের কি করে রুখতে হয়। বাজেট কি করে পাশ করতে হয় আমরা জানি। বিরোধীরা মাঠে গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে গোলমাল করলে আমরা ওদের সঙ্গে যুঝতে জানি। এবং সেটা আমরা দেখিয়েছি অতীতে আমরা করেছি সার্থকভাবে মোকাবেলা। ওনার নির্দ্দেশে বিশালগড়ে করা হয়েছে উনি করিয়েছিলেন উনি জানেন। তার মানে এই নয় যে ওদের গারদে পুরে রাখ। সেই গারদে পুরার জন্য জেনারেল ডায়েরী নয় যেটি পুরনো জি, ডি,তে এণ্ট্রি করতে হবে, তাই back date-এ জি, ডি বানিয়ে G. D তে এণ্ট্রি করা হল। এই সমস্ত বিধায়করা—ফুড ফেমিন যখন হয়েছিল কিংবা অন্য কোন এলাকায় যখন ঢুকেছিল—ফুড লুঠ করার চেষ্টা করেছিল বি, ডি, ও,কে ঘেরাও করেছিল, কেন ওদের এরেষ্ট করা হল না তখন? ওরা যদি ক্ষুধার্থ মানুষকে নিয়ে ক্ষুধার্থ মানুষের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে থাকে—যদি কেউ ক্ষুধার্থ মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে থাকে তবে লাইট পোষ্টে বেধে ওদের পিঠের চামড়া তুলে দেওয়া উচিত ছিল। উনি কেন তা করলেন না? উনার মনে হল তখন যখন এসেম্বলী সুরু হল। এই প্রহসন এই পরিষদীয় গণতন্ত্রের গলা টিপে মারার প্রহসন—তাই উনি জেনারেল ডায়েরি—পুরানো ডায়েরিতে যেগুলি এণ্ট্রি ছিল সেগুলিকে পাল্টালেন। সি, আই, ও, সি,র কাছে যেগুলি ছিল সেগুলি আগুন দিয়ে পুরিয়েছেন। কেউ কেউ বাণ্ডিল করে রেখে দিয়েছেন। নূতন জি, ডি, করা হয়েছে। নূতন জি, ডি, বই করে তাদের বানান হয়েছে আমাদের সম্পর্কে—আমাদের সম্পর্কেও ফাইল তৈরী করা হয়েছে। স্বদলীয় এম, এল, এ,দের সম্পর্কেও ফাইল তৈরী করেছে—সি, পি, এম,র সঙ্গে আমাদের এলায়েন্স আছে বলে। এই করেছেন ওদের অফিসারদের দিয়ে। অযোগ্য অফিসারদের দিয়ে প্রমোশান দিয়ে যে জন্য একজন

অযোগ্য অফিসারকে এক জায়গায় ৭/৮ বছর রেখে দিয়েছেন এই উনি করছেন। আমি কি করে পেলাম, সিক্রেট ডকোমেন্ট। আমি চুরি করে থাকলে যে অফিসার-এর কাছ থেকে চুরি করেছি। হি অট টু বি সাসপেণ্ডেড তারপর রিজাইন দিতে হয় আমি দেব। আমি কি করে পেলাম উত্তর দিতে পারেন এখানে দাঁড়িয়ে। ক্ষমতা আছে উত্তর দেওয়ার। এটা সিক্রেট ডকোমেন্ট· কোন উত্তর খাটবে না। শুধু এগুলো নয় আরও হাজার হাজার আছে করুক তদন্ত কমিটি এম, এল, এ, দের নিয়ে আমি স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে দেব এই প্রশাসনের। পুলিশকে দিয়ে কি করেছে কি না করেছে ; ক্ষমতা আছে এই এম, এল, এ, দের তদন্ত কমিটি গঠন করতে পারেন। আমি চেলেঞ্জ দিচ্ছি উনাকে উনি পারবেন ? অফিসার ভিত্তিক রাজনীতি নয় আমরা জন প্রতিনিধি জনতার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা নয় কমিটি করুন জন প্রতিনিধিদের নিয়ে। কত বড় ক্ষমতা দেখি আমি প্রমান করে দেব কি করে এই সমস্ত স্বদলায় প্রতিদ্বন্দীদের কি করে আপনি মারতে চান। গণতন্ত্রের পুজারী। হাউসে দাঁড়িয়ে হাউসকে থ্রেটেন করা। কংগ্রেসী সদস্যদের আমি বলে দিতে চাই কেউ ক্ষমা পাবে না কেউ ক্ষমা পাবে না। আর কেউ চায় না এই প্রশাসনের কাছে ক্ষমা। আমরা যা করেছি আমাদের ভাগ্যে কি লিখা আছে আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই করেছি। আমার সম্পর্কে বাড়ীতে পুলিশ পাঠিয়েছে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার চন্দন সেন মজুমদারকে বলেছে। উনার পি, এ, কে দিয়ে বলিয়েছে ইনকাম ট্যাক্স ক্লীয়ারেন্স আছে কি না দেখ। কি হয়েছে— আমার সম্পর্কে ব্যাংকে খোঁজ নিয়েছে আমার লকার আছে কি না খোঁজ নিয়েছে কি পেয়েছে ? আমার সম্পর্কে ক্রীমিনেল কেস করেছে। ক্ষমতা থাকে উনি আমার কনভিকশান করবেন। ক্ষমতা থাকে আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি প্রমান করুন চেলেঞ্জ দিচ্ছি উনাকে। এই হল উনার কাজ। এই পুলিশদের দিয়েই উনি সব করান। উত্তর দেবেন উনি বেহায়াপনার সীমা থাকা দরকার। তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার, নিরাপদ বাবু সম্পর্কে আমি বলে ছিলাম এই নিরাপদ বাবু পুলিশের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য—কিছুদিন আগে আপনি জানেন নকশাল পন্থীদের বলে একটা ঘটনার কথা। নকশাল পন্থী কিছু যুবক police ভেন ভেংগে পালিয়ে গিয়েছে তার জন্য সাসপেণ্ড হল কনেষ্টবল। অর্ডিনারী কনেষ্টবল। সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিশকে, সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল ডি, এস, পি সেন্ট্রালকে কোর্ট ইনশপেক্টারকে উদের সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল। এক'শ দেড়'শ টাকার কর্মচারীকে সাসপেণ্ড। তাদের হাতে আপনার এডমিনিষ্ট্রেশান বন্দুক দেয় নি. এডমিনিষ্ট্রেশান ভেনের তালা দেয় নি। তোমার এডমিনিষ্ট্রেশানকে বার বার রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে তালা দাও পুলিশ ভেনে লাগাবার জন্য। সেই চিঠির কপিও আমার কাছে আছে। দাঁড়িয়ে না বলুক। কিন্তু গরীব কতগুলি কর্মচারী পেটী এমপ্লয়ীকে সাসপেণ্ড করে দেওয়া হল। এস, পি, কে সাসপেণ্ড করা হল না কেন ? হি ইজ রেসপনসিবল ফর দি মেন্টেনানস্ অব পিস এণ্ড ট্রেং-কোয়েলিটি অব দি ষ্টেট। ক্ষমতা নেই উনাদের সাসপেণ্ড করার। ক্ষমতা নেই ডি, এস, পি, কে সাসপেণ্ড করার ক্ষমতা নেই, সি. আই, কে, সাসপেণ্ড করার। গরীবের গলা টিপে ধরতে এবং প্রতিবার তাই উনি করছেন। তারপর যখন দেখলাম আমরা এই নকশাল পন্থী পালিয়ে গেল— আমি আবার আগের জায়গায় আসছি —তখন নিরাপদ বাবু কেস নিয়ে অংগ

ভংগী করে মনছুর আলী সাহেবের বাড়ীতে গেলেন উনার মন্ত্রী সভার মন্ত্রী উনি। আমাকে বলতে দিন—আপনি না বলুন। কংগ্রেসের একজন কনভেনার, উনার এক ছেলে ১৪।১৫ বছরের ছেলে, ইন্টারগেশান করলেন নিরাপদ গণচৌধুরীর লোক তার পুরস্কার তার একস-টেনশান। তার ১৪।১৫ বছরের ছেলে, কংগ্রেসের একজন কনভেনার কংগ্রেসের একজন মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রী তার ছেলে নাকী ওখানে গিয়ে বনমালীপুর গিয়ে যেখানে জেল ভেংগে পালিয়ে গিয়েছিল সেখানে ওদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বড় দুঃখে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই সব কথা। এই সমস্ত কাজ এই প্রশাসন করেছে অস্বীকার করতে পারেন? এই সমস্ত কাজের প্রমাণ আমার কাছে আছে। ঘরের বউকে ঘরের ছেলেকে টেনে আনছে। মনছুর আলীর সংগে রাজনীতি হতে পারে। রাজনীতি আমাদের সংগে হতে পারে। ঘরের ছেলেকে ঘরের বউকে তার বাবা তার মা উদের টেনে আনবে। এই ভাবে আমরা রাজনীতি করি? আবার বড় বড় কথা বলি। আমরা যখন হাউসে দাঁড়িয়ে বললাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি হামলার প্রতিবাদ করুন উনি নিরবে রইলেন একটা কথা বললেন না! পার্টির মিটিং করেছি, পার্টির মিটিংয়েও উনি বললেন না, একটা রিজলিউশান নিই না আমরা। উনি মহান নেতৃ ইন্দিরা গান্ধীর একজন দরদী জননেতা। আমি হাউসে বলেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সংগে সংগে তাপস বাবু ওরা সমর্থন করলেন উনি করবেন না। সুবিধাবাদী রাজনীতি ইন্দিরা গান্ধীকে ভজবেন আবার জয়প্রকাশকে বকবেন না। কিন্তু কিছুদিন আগে জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে এনেছিলেন এই ভদ্রলোক সুনু বাবু, রিপলাই আপনিও শুনেছেন। আমরা এনে-ছিলাম গত পরশু তারপর পার্টি মিটিংয়ে সেখানেও হয়নি। প্রাইম মিনিষ্টারের লাইফ ইন ডেনজার সেখানে আমাদের সর্ট নোটিশ দিতে হবে। সেখানে নেশন্যাল লিডারের লাইফ ইন ডেঞ্জার সেখানে আমাদের সর্ট নোটিশ আনতে হবে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করেনা বলতে?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি দেখবেন? এটা আপনি দেখবেন?

মি স্পীকার :—লাগবে না। আপনি বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়েছি। আপনি আমাকে বলতে বলেছেন তাই আমি আরো কিছু সময় নেব। যাই হোক, এত অত্যাচার, এত উৎপীড়ন, এত উৎপীড়নের মধ্যেও আমরা কংগ্রেসী করছি। কংগ্রেসী করব আমরা পুলিশ বাজেট পাশ করাব। উনি কিছু করুন আমাদের জন্য। তার জন্য আমি তৈরী আছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এরপর আমি ইণ্ডাষ্ট্রিতে যাচ্ছি। জুট মিল সম্বন্ধে আমি শুধু টাচ দিয়ে যাব—এখন বলার সময় নেই। উনি এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন আমার একটা সাপ্লি-মেন্টারী প্রশ্নে যে কমিটির—সাইট সিলেকশান কমিটি করা হয়েছিল এখানে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে এই সাইট সিলেকশন কমিটি আগে জায়গা দেখেছিলেন কি না। আমি প্রশ্ন করেছিলাম সাপ্লিমেন্টারী। কিন্তু কোন উত্তর হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জায়গাগুলি এ্যাকুজিশান করা হয়েছিল কি না? যদি খাস পাওয়া যায় তাহলে আমাদের গভর্ণমেন্টের এই পাবলিক মানি অপচয়—লক্ষ লক্ষ টাকার এতে

কত টাকা চলে গেছে। সেইগুলি গেল কোথায় ? এই কথা আমি হাউসে জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু ঠাকুর ঘরে কে রে—আমি কলা খাই নি উত্তর। টাকার কথা আমরা কেহ জিজ্ঞাসা করিনি, উনি পাশ থেকে বলছেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি উনি উনার ফাইল দেখে বলুন যে সিঙ্গল একবার রিপোর্ট দিয়েছিলে। অস্বীকার করবেন ? আমি উনার চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্ট করব। ফিনান্স সেক্রেটারী একবার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, ফিনান্স আণ্ডার সেক্রেটারী একবার রিপোর্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিনান্স সেক্রেটারী এ্যাগ্রী করেন নি। তার জন্য ফিনান্স মিনিষ্ট্রি শুধু দেখার পর মাননীয় কৃষ্ণদাস বাবু যেসমস্ত অ্যাসেসমেন্ট ছিল এই কমিটি যদি অ্যাকাউন্ট কমিটি হয়ে থাকে—কমিটি রাতারাতি গড়ে উঠল। সেই কমিটি বলেছেন নাম্বার ওয়ান প্রেপারেন্স দিয়েছিল কৃষ্ণদাসবাবুর জায়গাতে ইণ্ডাষ্ট্রি করা হোক। আমি আজকে আপনার কাছ থেকে পারমিশান নিয়ে বলছি আমাকে ডেভেলাপমেন্ট কমিশনারের যিমি সদস্য সেই সম্পর্কে তিনি আমাকে বাইরে গিয়ে বলেছিলেন স্যার, রক্ষা করেছেন। ঠিকই বলেছিল যে কৃষ্ণদাসবাবুর জায়গা এক নাম্বারে কিন্তু অমল ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে সত্য কথাটা বার করতে পারলাম না। অশোক বাবু তখন ছিলেন। সেটা তিনিও জানেন। এই কথা আমি বলছিলাম আমি এইজন্য যে আমি সত্য কথাটা জানি। কিন্তু বনমালাপুরে অমরেন্দ্র মুখার্জী-কে টাকা পাওয়াতে হবে। যদিও টাকা আগেই কোর্টে চলে গেছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—কার নাম বললেন ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্দ্ধণ :—অমরেন্দ্র মুখার্জী। ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে। এটার ফাউণ্ডেশান করা এবং নয়ছয় করতে কত টাকা খরচ হয়েছে উনি বলুক ? ইণ্ডাষ্ট্রি উনি করেছেন যে ৭ লক্ষ টাকা সুগার ইণ্ডাষ্ট্রি—চিত্তবাবু, তড়িৎ কর বাবু—মহান ব্যক্তি চিত্ত ভট্টাচার্য। উনাকে নিয়ে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে ইণ্ডাষ্ট্রি করেছেন। ১৭ লক্ষ টাকার সুগার ইণ্ডাষ্ট্রিতে চিনি উৎপাদন করতে গিয়ে খরচ পড়ল ১৭ টাকা কে, জি.। ১৭ লক্ষ টাকার চিনির কলে চিনির কে, জি, পড়বে ১৭ টাকা। উনি বলুক তার মধ্যে চিনি উৎপাদন হয় নি। ৬ মাস উৎপাদন হবে না। এটা ইণ্ডাষ্ট্রী ? সুগারের যে ছিবড়া থাকে সুগার কেইনে সেটা অন্য কিছু একটা কার্ড বোর্ড, পিচ বোর্ড পেপার ইণ্ডাষ্ট্রী করা উচিত ছিল। সুগার করতে গিয়ে যে সমস্ত ওয়াইন হয় সেটা করার উচিত ছিল। সেই দিকে উনার লক্ষ নেই। তা তিনি করবেন না। কারণ এটা করার কথা ছিল তাই তিনি করেছেন। যে পারপাস ছিল সেই পারপাস সার্ভ হলেই চলে। কৃষ্ণদাস বাবু নিজেও এ কথা বলেছেন উনার অ্যাক্সেস জায়গাটা উনি নষ্ট না করে অনেক কষ্টে রক্ষা করেছেন। জায়গার খাজনা বছর বছর উনি দিয়েছেন। দিয়ে সেই জায়গা রক্ষা করে সেই জায়গা উনি সরকারকে দিতে চেয়েছিলেন যাতে এই জায়গায় একটা ইণ্ডাষ্ট্রি হোক। আমার কাছেও উনি বলেছেন যে আমি জায়গা সরকারকে দেব তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ইণ্ডাষ্ট্রী হোক। স্যার, যারা সাইট চয়েস করে, সাইট সিলেকশান করে তারা বলেছেন একথা। কিন্তু হবে না। উনার জায়গাটা সিলেক্ট ছিল। উনার জায়গাটা নিলে এত অ্যাক্সপেন্ডিচার হত না। কিন্তু যে জায়গা সিলেকাশান করা হয়েছে সেটার টিলা। নীচে খাদ আছে। মাটি নিয়ে ভরাট করতে হবে। তারপর জুট মিলের বাহাদুরী হল কার। চিত্ত বাবুর। উনি জুট মিলের অ্যাক্সপার্ট,

সুগার মিলের অ্যাক্সপার্ট. মেশিনারীতে অ্যাক্সপার্ট, ইলেট্রিক্যাল ডিভিশানে উনি অক্সপার্ট যে সাইট স্কীম হয় জুট মিলের জন্য তাতেও তিনি অ্যাক্সপার্ট। এই অ্যাকসপার্টের কাজ দেখুন? এর কথা আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন। চিত্তবাবু একটা টেণ্ডার কল করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনি শুনেছেন, এখানে একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান অব জুট মিল বিল্ডিং। তার নাম্বার ১০১১/০০১। এষ্টিমেটেড কষ্ট অব আরনেষ্ট মানি ৪২ লাখস রুপাস ২১ থাউজেণ্ড ৪০১ গ্রেপ। শুনেছেন? ২৫/২৭ বছরে আপনি শুনেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৪২ লক্ষ টাকার—৪২ লক্ষ টাকার টেণ্ডার। তা মধুবাবু বলেছেন। হতে পারে। মাননীয় সদস্য যা বলেছেন ঠিক সেই ক্ষেত্রে কি করা হয়। আমরা দেখেছি অ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নির্মল দত্ত, ডি, কে, দাস, কে দেখছি। ওরা ভাট লেভেল পর্যান্ত একটা টেণ্ডার কল করে। ছাদ উঠার আগেও পর্য্যন্ত একটা পোরসান করে। তারপরে প্লট করে একটা পোরসানে। এই রকম করেই করা হয়। লোকে তাই করে। কিন্তু এই কর্মিৎকর্মা পুরুষকে আমাদের মূল কন্ট্রাকটারাইজ টেণ্ডারে টেণ্ডার দিতে পারবে না। কারণ স্যার, আরনেষ্ট মানি ৭৫,০০০ টাকা। ৭৫,০০০ টাকা? এই ৭৫,০০০ টাকা দেবার মত আরনেষ্ট মানি লোকে সেই ৭৫,০০০ টাকা কয়টা কন্ট্রাকটার দিতে পারে। বাইরে থেকে হিন্দুস্থানী পয়সা ওয়ালা লোক আছে ওরা এখানে টেণ্ডার দেবে। ওদের সঙ্গে পরতা হবে। স্যার, এই হল মহান কর্মিৎকর্মা ব্যক্তি। তার রাজনীতি—উনি অ্যাক্সপার্ট? স্মল স্কেলে অ্যাক্সপার্ট, উনি অ্যাক্সপার্ট সুগার মিলে, পেপার মিলে, উনি দৌড়াদৌড়ি করেছে, ছোটাছোটি করেন।

(রেড লাইট)

স্যার, আমার আর দশ মিনিট লাগবে। এই যে নিদর্শন এই গুলি কোরাপশান না। এখানে কোরাপশানের কথা তুলে লাভ নেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর আগে আমাদের এখানে আমরা দেখেছি তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার ছিলেন, আজকে না তিনি যখন কংগ্রেস থেকে বেড়িয়ে গিয়েছিলেন তার আগে। যখন ডেভেলাপমেণ্ট মিনিষ্টার ছিলেন ঐ সময়ে, ঐ সময়ে প্লাই উড কারখানা করতে এসেছেন তিনি। প্লাই উড কারখানা। আপনি বোধহয় জানেন সেটা হয় নি। কেন হয় নি তাও বোধ হয় জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যে হবে না। ফাউণ্ডেশান, ঘর. এখন সুগার মিলের কাজ বন্ধ। এত জানা কথা স্যার। ঘর উঠবে, ফাউণ্ডেশান হবে, হেলিকপ্টার ঘুরবে এই পর্যন্তই তো ইণ্ডাষ্ট্রী ত্রিপুরা রাজ্যে। কেন ইণ্ডাষ্ট্রী হবে না। ত্রিবেনী বাবু নামে এক ভদ্রলোক চিত্তবাবুর কল্যাণে পড়ে তিনি আজ সবশান্ত।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে, এই ডিমাণ্ডগুলোকে সমর্থন করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ মেজর হেড, ২০, ফায়ার প্রটেকশান অ্যাণ্ড কনট্রোল, এই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য মৃণাল সাহা বলেছেন যে তিনি নির্ব্বাচিত হওয়ার সংগে সংগে অমরপুরে একটা ফায়ার অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে। ঠিক সেরূপ তারও আগে '৭২ সালের মার্চের ২২ তারিখে তেলিয়ামুড়াতে বিরাট একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল এবং তখন থেকেই আমার চেষ্টা এবং সেই মুহূর্তে, মানে ঐ বৎসরের বাজেট সেসানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তেলিয়ামুড়াতে ফায়ার স্টেশান করা হবে এবং তেলিয়ামুড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি, বর্ত্তমানে পুনরায়

আমি হাউসকে বুঝাতে চাইছি যে তেলিয়ামুড়া এমন একটা জায়গার মধ্যে অবস্থিত সেটা ত্রিপুরার অনেক বিভিন্ন সাব-ডিভিসন্যাল হেড কোয়ারটারের চাইতেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে আগরতলার তথা ত্রিপুরার একটা লাইফ লাইনের মধ্যে জড়িত চারটা রাস্তার কেন্দ্রস্থলে আছে।

ডাঃ **শ্রীবিনোদ বিহারী দাস** :—স্যার, সব ফাকা। হাউস কি এইভাবে চলতে পারে কোন মিনিষ্টার ছাড়া ?

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—স্যার, মন্ত্রীরা যদি না থাকে তা হলে আমরা কি বললাম না বললাম তার উত্তর তারা কি দেবেন ?

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—এখনও দেওয়ার মত কোন প্রস্তুতি নেই। গত সেনসাসে তেলিয়ামুড়া একটা ব্লক এরিয়ার পপুলেশান ১১০,০০০। কিন্তু প্র্যাকটিকেলী সেখানে প্রায় দেড় লক্ষ হবে। আমি নিজেই জানি, কতগুলি সেনসাস রিপোর্ট যেটা দেওয়া হয়েছে সরকারী রিপোর্ট সেগুলি আমি দেখেছি এবং যে সমস্ত এলাকাতে বহু বাঙ্গালী বাস করতে সেখানে বাঙ্গালী দেখানো হয় নাই, আবার যে সমস্ত এলাকাতে বহু ট্রাইবেল বাস করতেন সেখানে ট্রাইবেল দেখানো হয় নাই। কাজেই ঐ সমস্ত রিপোর্ট ফিজিক্যালী অসংগতি রয়েছে। তাছাড়া চারটা রাস্তার কেন্দ্রস্থল। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে তেলিয়ামুড়াটাকে টাউন হিসাবে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, '৭২ ইং তে যদি তেলিয়ামুড়াটাকে টাউন হিসাবে অ্যাপ্রুভ করা হয়ে থাকে আর এখনও পর্যন্ত যদি সেটাকে সেই স্টেটাস না দেওয়া হয় তাহলে আমরা কি বুঝব স্যার, যে তেলিয়ামুড়াটাকে এইভাবে বিবেচনা করা হয়েছে একটা বিলাতী মদের বোতলের খালি অংশ ? কিন্তু একটা বিলাতী মদের বোতল অত্যন্ত দামী যতক্ষণ ভিতরে মদটা থাকে। খাওয়ার পর টেবিলের নীচে এটাকে ফেলে রাখা হয়। অথচ তেলিয়ামুড়াকে যুদ্ধের প্রয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ এর আগেও আমি অনেকবার এ্যাসেম্বলীতে রিকোয়েষ্ট করেছি, ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি। অদ্যাবধি কোন কিছু হয় নাই। আমি আশা করব স্যার, আজকে এই হাউসে সবাই বিবেচনাক্রমে আমার তেলিয়ামুড়াকে যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উপরন্তু তেলিয়ামুড়ার পুলিশ ষ্টেশনের যে এরিয়াটা, সেটা হচ্ছে বড়মুড়ার ও, এন, জি, সি, থেকে আরম্ভ করে ডলুবাড়ী, আমবাসা পার হয়ে গঙ্গানগর পর্যন্ত প্রায় একশ' বর্গমাইল. এই দিকে মোগলছড়া। সামান্য সংখ্যক কয়েকজন পুলিশের এবং বর্ত্তমানে তেলিয়ামুড়াতে যে এরিয়াটা সবচাইতে ল্যাণ্ডলেস কলোনী বেশী থাকাতে ঐ এলাকার গুরুত্বও বেশী এবং বর্ত্তমান বৎসর ত্রিপুরার ঐতিহাসিক অভাব, এই ঐতিহাসিক অভাব সম্পর্কে এখানে বহু আলোচনা হয়েছে। অতএব আমি আর ঐদিকে যেতে চাই না। তবে যেহেতু অভাবের উপলক্ষে চুরি চামাড়ী বেশী হচ্ছে, সুতরাং মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক পুলিশ দ্বারা এতবড় এলাকা কন্‌ট্রোল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতবড় এরিয়াতে কোনরকম গাড়ীর ব্যবস্থাও নাই। শুনেছি একটা জীপ নাকি দেওয়া হয়েছে কয়েকদিনের জন্য। তাও অকেজো। একটা সিভিল ডিফেন্সের জন্য কিছু টাকা ধরা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিভিল ডিফেন্সের টাকা যদি সত্যি সত্যি

ব্যবহার করার আপনাদের সদিচ্ছা থাকে তাহলে সেখানে অল্প সংখ্যক পুলিশ যদি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের এই বর্তমান অবস্থাটা অনেকটা উপস্থত হতে পারে স্যার। তারপর লেবার এ্যাণ্ড নাম্বার ২৩—মেজর হেড ২৮৭। টাকাও ধরা আছে—৭,২৯,০০০ টাকা। লেবার এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই। সেখানে সারা রাজ্য ভিত্তিক এমপ্লয়মেন্ট হয় সেখানে গ্রামাঞ্চলে পাবেই না। উপরন্তু তেলিয়ামুড়া ব্লকে, আমি আগেই বলেছি, লোক সংখ্যা ১,১০,০০০ জন সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী। প্র্যাক্টিকেলী আরও বেশী। ঐ এলাকার মধ্য থেকে একটা সিডিউলড কাষ্ট মেয়ে গত দেড় বৎসরে হাফ-এ মিলিয়ন জবে চাকরী পেয়েছিল। বর্তমানে একটা মেয়েকে ফোর্থ ক্লাশ এমপ্লয়ী হিসাবে পেয়েছে স্যার, হেলথ ডিপাটমেন্টে। লজ্জা করা উচিত স্যার। যদি তার পৈতৃক অবস্থা থাকত এবং সেও যদি দেড় বৎসরের ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারত তাহলে সে গেজেটেড র‍্যাঙ্কের অফিসার হতে পারত। শুধু সিডিউলড কাষ্ট এবং আমরা যারা কথা বলতে পারি না, যারা সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, সেজন্যই কি এই অবহেলা স্যার? কিছুদিন আগে উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে উনার দপ্তরের চার জন লোককে একটা ফিনানসিয়াল ইয়ারে চাকরী দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয় একটাও ট্রাইবেল নেওয়া হয়নি। এটা আমাদের পাওনা স্যার। আর এনিমেল হাজবেনড্রী সম্পর্কে গত বছরেও বলেছিলাম, ভি, এফ, এ, এবং ষ্টকম্যান যারা তারা কিন্তু অলরেডি ট্রেনিং দেওয়ার পরে চাকরী পায়। টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়ার পরে চাকরীতে যায়। পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বা অন্যান্য ডিপাটমেন্টে যারা আছে, আগে যারা এ্যাপয়মেন্ট পেয়েছেন, অনেকে মেট্রিক ফেল আছেন, বা নুতন যারা মেট্রিক পাশ আছেন। কিন্তু তারা কোনরকম টেকনিক্যাল ট্রেনিং নেয় নি। কিন্তু ভি, এফ, এ, যারা তাদের ট্রেনিং আছে। কিন্তু তাদের স্কেল এখন পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। আমি এর আগেও বলেছি, নিজে যোগাযোগ করেছি, ভারপ্রাপ্ত মিনিষ্টারের সংগে যোগাযোগ করেছি এবং উনি কথাও দিয়েছিলেন যে দেবেন। কিন্তু অদ্যাপি কি হয়েছে সেটা আমার জানা নাই, স্যার। কিন্তু আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যারা নন্-টেকনিক্যাল ম্যান তারা যদি হায়ার স্কেল পেতে পারে তাহলে টেকনিক্যাল হয়ে কেন তারা পাবে না? আর ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে এখানে বেশ কিছুটা টাকা ধরা আছে। ডেয়ারী একস্‌টেনশান সেন্টার বলে একটা সাইনবোর্ড তেলিয়ামুড়াতে বেশ দীর্ঘদিন থেকে আছে এবং কতগুলি সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টাস' আছে এবং কয়েকজন লোক আছে এবং তারা সরকারের বেতন পায়, কোন কাজ নাই এবং ঠিক এইভাবেই চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের খবর কিরকম? আমার এখানের যে অবস্থা সেই অবস্থার দিকে যদি চিন্তা করে ডিমাণ্ডকে আমরা সমর্থন করি এবং করব। কিন্তু অন্যান্য জায়গাতে কিভাবে ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে সেটা অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার স্যার। অতএব এই দিক থেকে আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি যাতে এই সমস্ত গাফিলতির দিকে আমাদের বর্তমান যে দৈনন্দিন অভাবগ্রস্থ এলাকার অভাবী মানুষদের টাকা পয়সা দিয়ে, তাদের কিছুটা উপকারের উদ্দেশ্য সরকার পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সমস্ত টাকা খরচ করছেন এবং আরও যে সমস্ত টাকা খরচ হবে, সেই সমস্ত টাকা যাতে আমাদের মত গ্রামাঞ্চলের নিরীহ মানুষের সৎকাজে লাগে, সেদিকে

চিন্তা করে মাননীয় সদস্যগণ আলোচনা করেন। আর ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে বলতে গেলে আমি এম, এল, এ, হওয়ার পর, আমি নিজেও জানি যে তেলিয়ামুড়া থেকে কয়েকজন লোক এ্যাপ্লিকেশান করেছিল, খুব গরীব, স্যার, এবং কয়েকজনের নামে স্যাংশানও হয়েছে, খুব বেশী নয়, স্যার, ২ হাজার, ৩ হাজার, ৫ হাজার এবং ১০ হাজার টাকা এই রকম হবে। কিন্তু দু:খের বিষয় যে ডিপার্টমেন্ট থেকে যা যা চাওয়া হয়েছিল, তার সব কিছুই তারা ফিল-আপ করে ঐ ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে জমা দিয়েছিল। অথচ ৩ বছর আগে যে টাকাটা মঞ্জুর করা হয়েছে. আমি নিজেও এটা জানি, কারণ আমি কমিটির একজন মেম্বার। এরপর দেখা গেল কাগজের পর কাগজ দিয়ে তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমাদের ল্যাণ্ডের ভেলুয়েশান কত ? তারা তার উত্তর দেওয়া সত্বেও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এটাতে আমরা সেটিসফাইড নই, কারণ তোমাদের ডি, এম, এর থেকে এর জন্য সার্টিফিকেট দিতে হবে বা অমুকের থেকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। কাজেই এই সব করতে করতে যদি পাবলিককে এভাবে হয়রানি করা হয়, স্যার তাহলে আমরা যেটা বলছি রুরাল ইণ্ডাষ্ট্রী সম্বন্ধে বা সরকারী যে উদ্দেশ্য সেটা কি ভাবে পাবলিকের কাছে পৌছবে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আর আমরাই বা কোন মুখে তাদের কাছে কথা বলব ? আমি আগেও বলেছি, স্যার, যে আমার মনে যা আছে, সেটা আমি এখানে পরিস্কার করে বলতে পারছি না, কারণ আমার সেই অভিজ্ঞতা নাই। তাই আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে গত ৫/৬ বৎসর পরে ডেয়ারী এ্যাক্সটেনশানের নাম করে সখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে ৫/৮টা কোয়ার্টারও আছে এবং ২/১ জন লোকও আছে, যারা সরকারী বেতন পাচ্ছে। অথচ সেখানে আর কোন লোককে পাঠানো হচ্ছে না ঠিক এই রকম ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যাপারেও চলছে, স্যার। কাজেই যদি সব ক্ষেত্রেই এই অবস্থা হয়, তাহলে আমরা এলাকাতে কি করে কথা বলব, তা আমি জানি না। এই বলে আজকের ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাধারমন নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১, ৩৪, এবং ৪৭ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এর মধ্যে অর্থাৎ পুলিশ বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ১৯৭২ ইং সনে যখন আমি এই বিধান সভায় প্রথম আসি, তখন আমার এলাকার অবস্থা সম্পর্কে অর্থাৎ আমার এলাকার চাহিদা সম্পর্কে আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম যে সাব-ডিভিশন টাউনগুলিতে যে সমস্ত থানা আছে, সেই থানাগুলিতে একটা করে জীপ গাড়ী দেওয়ার জন্য। এরপরেও আরও অনেকবার আমি এই কথা বলেছি, তার কারণ হচ্ছে সাব-ডিভিশনগুলির রাস্তাঘাট যদিও কিছুটা উন্নত হয়েছে, কিন্তু এক একটা সাব-ডিভিশন অন্য সাব-ডিভিশন থেকে এত দূর, বিশেষ করে হেড কোয়ার্টারগুলি এত দূরে, যেখানে কোন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশকে তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে সেই দুর্ঘটনার মোকাবিলা করার পক্ষে অনেকটা অসুবিধা হয়। তাই আমরা এখানে প্রস্তাব রেখেছিলাম, প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশন থানাতে একটা করে জীপ গাড়ী দেওয়া হউক। আর এই জীপ গাড়ী না দেওয়াতে সেখানকার থানা পুলিশের কার্য্যক্রমে অনেক অসুবিধা হচ্ছে এই তারা তাদের কর্তব্য সেখানে পুরাপুরিভাবে করতে পারছে না। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, সে বছর দেড়েক হবে, সঠিক তারিখটা অবশ্য আমার মনে নাই, শান্তিছড়া একটা

ডিঙ্গাড়িং এলাকা, এটা সবাই জানেন, সেখানে নকশালদের উপদ্রব এবং বিগত নির্ব্বাচনের পর সেখানে পর পর বেশ কয়েকটা খুন হয়ে গিয়েছে ঐ নকশালদের হাতে। সেখানকার কোন এক ঘটনায় পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টারও খুন হয়েছিল। স্যার সেই এলাকাতে বছর দেড়ের আগে একটা দুর্ঘটনা হয়ে গিয়েছে এবং সেই দুর্ঘটনার খবর শনিছড়া থেকে ধর্মনগর এই ৭ মাইল রাস্তা, গভীর রাত্রের ঘটনা, সেখান থেকে মানুষ যেমন করেই হউক থানাতে খবর দিল। কিন্তু থানাতে তখন একজন এস, আই, ছিল, আর অন্যান্য যারা ছিল তারা সবাই নিজ নিজ ডিউটিতে ছিল, অন্য লোক ছিল না। কাজেই তাদের থানা ছেড়ে যাওয়া অসুবিধা ছিল। তবু কোন প্রকার গাড়ী ঘোড়া না পেয়ে, সেই দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, তবে কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছিল। দেরী হওয়ার কারণ হল এই যে ৭+৭=১৪ মাইল রাস্তা হেটে আসা এবং যাওয়ার যে সময়টুকু, সেই সময়টুকু গাড়ী ঘোড়া ছাড়া মেক-আপ করার উপায় ছিল না। পরবর্তী সময়ে কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য ঐ ভদ্রলোককে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। অথচ স্যার, এই আগরতলা শহরের উপর দেখছি প্রচুর গাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মফঃস্বল থানাগুলিতে যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী আছে, তারা কর্ত্তব্য করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হন, তার জন্যই একটা জীপগাড়ীর একান্ত দরকার। যেমন ধরুন পানিসাগরে একটা দুর্ঘটনা ঘটল, পানিসাগরের থানা হচ্ছে ধর্মনগরে, সেখান থেকে ১৮ মাইল দূরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পুলিশের সাহায্য করার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। আবার যেমন ধরুন দামছড়া সেখান থেকে খবর আসল ধর্মনগর থানা হেড কোয়ার্টারে, এখান থেকে ঐ দুর্ঘটনাস্থলে যেতে হলে, সেও একদিনের দরকার, স্যার। কারণ সেখানে কোন গাড়ীর বন্দোবস্ত নাই। তবে একখানা কালো গাড়ী আছে, উপরে মাইক ফিট করা, সেই গাড়ী ভাল রাস্তা ভিন্ন অন্য কোথাও যাতায়াত করতে পারে না। কাজেই আমি অনেকবার এই এসেম্বলীতে বলেছি, আবারও আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি, অন্ততঃ মফঃস্বলের সবগুলি পুলিশ ষ্টেশনের জন্য যাতে একটা করে জীপ গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়, তারজন্য যেন সরকার চিন্তা করেন।

আর একটা কথা আমি বলছি, স্যার। সেটা হল পুলিশের যারা এ, এস, আই, এবং এস, আই, তাদের একটা দাবী আছে। যেমন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী যতগুলি ষ্টেট আছে, সবগুলি ষ্টেটই তাদেরকে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে সেটা দেওয়া হয়না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব পুলিশের বাজেটের যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে, তা দিয়ে তাদের রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাদের দাবি দাওয়া পুরণ করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইণ্ডাস্ট্রী সম্পর্কে এখন কিছু বলতে চাই। ইণ্ডাষ্ট্রির নামে এখানে বিরাট টাকা প্রতি বছরই বাজেটে ধরা হয় এবং বাজেট পাশ হয়। কিন্তু সেই টাকা কোথায় যে খরচা হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের ধর্মনগরে একটা রেশম শিল্প কেন্দ্র আছে। তার এগেনষ্টে অনেক টাকা ধরা থাকে। কিন্তু আমি দিন কয়েক আগে সেখানে গিয়েছিলাম, সেই ঘরটা বোধ হয় পার্টিশানের পর রিলিফের জন্য করা হয়েছিল। সেই ঘরটা শেষে শিল্প কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। ঐ ঘরের সিলিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং যে কোন সময় এটা খসে পড়ে লোকজন মারা পরতে পারে সেখানে। ওখানে ২/৩ জন কর্মচারী আছেন তারা ডিপার্টমেন্টের লোক কি না সেটা বুঝতে অসুবিধা

হয় তাদের কেউ কোন খোঁজ খবর রাখে না। ওখানে জায়গাটা মোটামোটি যা আছে সেখানে পরিকল্পনা নিয়ে সুচিন্তিত ভাবে সেখানে সেটা করতে পারলে সেই এলাকার দরিদ্র মানুষ এই শিল্পের উপর ভিত্তি করে বাঁচতে পারে—বেকার যুবকরা অথবা বিধবা মেয়েলোকেরা যারা বেকার আছে যাদের কাজ নাই তারাও সেখানে একটা সাহায্য পেত। কিন্তু সেটার উপর কোন লক্ষ্য নাই। এমনকি সেই ঘরটার সিলিং খুলে গিয়ে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে —অতি অল্প টাকা খরচা করলে, আমার মনে হয় ১০০ টাকা খরচা করলেই এটা হতে পারে। কিন্তু আজকে ৩ বছর যাবত এই টিনগুলি পড়ে আছে এই হচ্ছে অবস্থা। ধর্মনগরের কথা আমি সেদিনও বলেছিলাম, আজকেও আবার আমি বলছি, অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি স্যার, আজ সেখান থেকে বেশী প্রডাকশান হয় তুলনামূলক ভাবে। আমার মনে হয় আগরতলায় এমন কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নাই তুলনা করলে ধর্মনগরের সংগে কম্পিটিশানে আসতে পারে। সেই ঘরটা করা দরকার। যে কোন সময় এটা পড়ে যেতে পারে। এখানে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকার সরকারের মেসিনারীও আছে, বহু জিনিষ আছে সরকারের সেখানে। সেগুলিতো আছেই, উপরন্তু যে সমস্ত কর্মচারী সেখানে বসে কাজ করে যে কোন সময় দুর্ঘটনায় পড়ে ওদের প্রাণহানী ঘটতে পারে। এই কেন্দ্রটা ভাল করে করার জন্য তার পাশে বর্তমানে টি. আর. টি. সি'র বাসষ্টেণ্ডের সামনে একটা জায়া প্রচুর টাকা দিয়ে খরিদ করা হয়েছে। সেখানে কন্ট্রাকশান করার জন্য দুই বছর আগে পি, ডাবলিও, ডি'তে—আমি শুনেছি টাকা হেণ্ডওভার করা হয়েছে। পি, ডাবলিও, ডি'র সেই কাজ করনে যে প্রস্তুতি দরকার সবগুলি শেষ হয়েছে, আর্কিটেক্ট ফাইনেল রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে সেই কাজটা আরম্ভ হয়নি। তাহলে এই যে বাজেটে টাকা ধরা থাকে সেই টাকার কি হয় স্যার। তারপর ৭৩-৭৪ সালের প্রথম দিকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন সেংশান করা হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত সেই লোন ডিষ্ট্রিবিউশান হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি স্যার, সাধারণ মানুষ যারা একটা কিছু করে বাঁচতে চায়, সরকারের যেখানে প্রভিশান আছে সেখানে যদি আমরা লোন ডিষ্ট্রিবিউশান করতে ২/৩ বছর সময় লাগে আর তাদের কয়েক বার রাজধানীতে অফিসগুলিতে এসে বাবুদের সংগে মেলামেশা করার প্রশ্ন থাকে তাহলে তাদের যে ৫ হাজার ৭ হাজার ১০ হাজার টাকা লোন পাবে সেই টাকার অর্দ্ধেকতো এখানেই খরচা হয়ে যাবে। তারপর তারা কি করবে? আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যাপারে ধর্মনগরে কিছু কিছু ইলেক্ট্রিকের যোগাযোগের প্রয়োজন আছে এবং কতগুলি লোন এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যেগুলি পি, ডাবলিও, ডি'র ইলেকট্রিক কানেকশান ছাড়া চলতে পারে না। বেকার ছেলেরা লোন তারা চেয়েছে এবং লোন তারা পেয়েছে। কিন্তু তারা ইলেক্ট্রিক কানেকশান-এর জন্য তারা তাদের সেই কাজ আরম্ভ করতে পারছে না অথচ পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বাড়ীতে নূতন নূতন কানেকশান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যেখানে গভর্ণমেন্টের লোন সেখানে বিবেচনা করা হচ্ছে না। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করব অন্তত: সরকারের টাকা যেখানে তারা ঋণ গ্রহণ করেছে, টাকা তাদের ফিরত দিতে হবে। সেই টাকা যদি তারা খাটাতে না

পারে তাহলে সরকারের টাকা তারা কি ভাবে ফিরত দেবে ? এই কথা চিন্তা করে, সরকারের কথা চিন্তা করে এবং সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে তারা এইগুলি যাতে অন্তত: করেন, আমি সেই দিকে দৃষ্টী আকর্ষণ করছি। এনিমেল হাজবেণ্ডারী সম্পর্কে—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করাবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরাধারমন নাথ :— এই কথা বলেই শেষ করছি স্যার। এনিমেল হাজবেণ্ডারী সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা অনেক আলোচনা করেছেন। আমি এই সম্পর্কে ২/১টা কথা বলছি। আজকে উন্নত ধরণের গো-সম্পদের জন্য ত্রিপুরা সরকার বা এই ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছেন সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবে একটি ক্ষেত্রে আমরা গ্রামের যারা কৃষক আছি—গ্রামে গো-প্রজনন যথোপযুক্ত উন্নত হয় না যার ফলে ভাল ভাল গরু অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি এই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়কে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে ব্রীডিং যা করা হয় সেগুলি যাতে সায়েন্টিফিক ওয়েতে হয় এবং যাতে সেটা দরিদ্র কৃষকদের উপযুক্ত হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা—মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকের জন্য নির্দিষ্ট যে ডিমাণ্ড তার উপর আমরা আলোচনা আরম্ভ করতে পারি নাই (ইন্টারাপশান) প্লীজ ওয়ান এ্যাট এ টাইম। গত কালের ডিমাণ্ডগুলি ক্যারিড ওভার হয়েছিল, তার উপরই আলোচনা হচ্ছে। এখনও আজকের জন্য নির্দিষ্ট যে ডিমাণ্ড, আমরা তার উপর আলোচনা আরম্ভ করতে পারি নাই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমাদের হাউসে এই রকমই হয়। শেষ দিকে আপনি গিলোটিন করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে অভিযোগ আনবেন স্পীকার গলা টিপে গিলোটিন করে পাশ করিয়ে নিচ্ছেন ?

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না, রুলসে আছে সেই দিনের মধ্যে যদি সব আলোচনা হয়ে পাশ না হয়, তাহলে শেষ মুহুর্তে আপনি তাই করবেন, গিলোটিন করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— রুলসে অনেক ক্ষমতাই আছে, কিন্তু প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না, হবে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ক্ষমতা আছে অনেক, প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। (ইন্টারাপশান) দিস ইজ নট মাই রুলিং, এটা আপনাদের অবগতির জন্য বলছি।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন আমি ডিমাণ্ড নম্বার ৩৪, ডিমাণ্ড নম্বার ২৮ এবং ৩১র উপর কিছু বলছি। স্যার, শিল্প সম্পর্কে যদি বলতে চাই আমরা দেখি প্রতি বছরই হাজার হাজার টাকা শিল্প খাতে বরাদ্দ হয়, আমরা সেই ব্যয় বরাদ্দ পাশ করছি। কিন্তু স্যার, আজ ত্রিপুরাতে বড় বড় শিল্পের পরিকল্পনা—যেমন, পাটের কারখানা,

চিনি এবং কাগজের কল ইত্যাদি হচ্ছে। সেটা আমাদের সৌভাগ্যের কথা। আমাদের এখানে বড় বড় কারখানা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই বড় বড় কারখানার সাথে সাথে আমাদের ভাবতে হবে, আমাদের চিন্তা করতে হবে, সেই গ্রামে যারা অবহেলিত বঞ্চিত মানুষ তাদের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেদিন আমি আমার আদিবাসী অঞ্চলের কথা বলেছি। শিল্প বিভাগ থেকে ব্লকে যে সমস্ত তাঁত শিল্প শিক্ষন কেন্দ্রে দেওয়া হয়। ছামনু ব্লকের প্রতি-নিধি হিসাবে এই মন্ত্রী সভার কাছে আমি বলব, আমি দেখেছি শিল্প বিভাগ থেকে ব্লকের মাধ্যমে উপজাতি অধ্যুষিত যে অঞ্চল, যেমন আমি বলতে পারি নালকাটা, ধুমাছড়ার, এবং ময়নামার কথা। এইখানে স্যার, উপজাতি মহিলাদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁতশিল্প শিক্ষন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেখানে রীতিমত শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। প্রথম প্রথম কয়েক বছর ভালভাবে চলেছিল। গ্রামের উপজাতি মেয়েরা শিক্ষা নিয়েছিল। এক বছর শিক্ষা নেওয়ার পরে তাদের সেখানে কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়নি। কোথায় সেই ইন্সট্রাক্টার? কোথায় সেই শিক্ষয়িত্রীরা? স্যার, শুধু এটাই নয়, আই, টি. আই. যেটা, উপজাতীয় এবং সিডিউল কাস্ট যারা তাদের প্রথমে সুযোগ দেওয়া হয়, আমাদের কৈলাশহরের সেখানকার আই, টি, আই, সেখানে শিক্ষা নেওয়ার পরে আমার বাড়ির পার্শ্ববর্তী কবাতীছড়া গ্রামের, তার নাম ঠিক আমি বলতে পারছি না। এর মধ্যেই ভুলে গেছি। শুনলাম সে কার্পেন্টারীতে শিক্ষা নিয়েছে—সার্টিফিকেট সে পেয়েছে, সে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আজকে ছেলেটা স্যার, কোন কর্মসংস্থান নেই। সে বেকার। সে সিডিউল কাষ্ট। স্যার, আজকে শুধু বড় শিল্পের কথা ভাবলে চলবে না। আমাদের যে নগণ্য গ্রামের অর্ধশিক্ষিত মেয়েরা আজকে যারা চাকুরী বাকুরীতে সুযোগ পাচ্ছে না, তাদের একটা কর্মসংস্থানের জন্য সেখানে ব্লকের মাধ্যমে তাঁত শিক্ষা দেওয়া—সেই শিক্ষা দেওয়ার সময়ে তাদের ৩০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা নেওয়ার পরে তাদের জন্য কর্মের কোন ব্যবস্থাই থাকে না। কাজেই এই অবস্থায় উপজাতিরা রয়েছে। উপজাতীয়দের যে কি ভাবে উন্নতি করবেন, সে শুধু পুনর্গঠন দিয়ে, তাদেরকে খয়রাতি দাদন দিয়ে, জি, আর,এর দাদন দিয়ে উপজাতিদের উন্নতি করবেন? যদি তাদের উন্নতি করতে হয়, যদি তাদের অর্থনৈতিক বলে বলীয়ান করতে হয়, সারা ত্রিপুরার অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের মত বাঁচার অধিকার দিতে হবে তাদের। তাহলে মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই যে বড় বড় শিল্পের কথা বলা হচ্ছে সেই দিক দিয়ে গেলে আমরা অগ্রসর হতে পারব না। আজ আমরা আমাদের মা-জননীরা তারা আমাদের কাপড় বোনে রিয়া-পাছড়া বিভিন্ন ধরনের কাপড় তারা বুনে থাকে। কিন্তু আজকে জুম চাষ নিষিদ্ধ। আমাদের পূর্বপুরুষের প্রথা অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে আমাদের চড়কা আছে। যাকে চড়কী বলে স্যার। কোমর তাঁত বলি। এইগুলি দিয়ে আমরা আমাদের পড়ণের কাপড় করি। আমাদের অনেক কাপড়ই কিনতে হয় না। আর এই যে অবস্থায় বর্তমানে আমরা এসে পড়েছি, বাজার থেকে যদি আমরা কাপড় কিনি তবে আমরা বহু তাইহল ঐ তাইহলের যে আরো একটু উন্নতি হত। আমরা আলনা বলি যাকে। তাইহলের এই ছোট ছোট কাপড়ের—এইগুলি দিয়ে আলনা তৈরী করি। সেই তাইহল কাপড় মাথার মত আমাদের সুতো বাড়ীতে হয় না। স্যার, সুঁতো

কিনবার মত অবস্থা আমাদের কয়জনের আছে? আজ আমরা পরেছি নিজেদের প্রস্তুতে নিজেদের চেষ্টায়। আজকে আমরা স্বয়ম্ভর হব, কিন্তু স্যার, সেই সুযোগ কোথায়? আজকে কার্পাস হয় না, তুলো হয় না—সেটা একটা বড় শিল্প। তারজন্য আমরা বাজার থেকে কিনি। আমাদের পরিবারের যে কাপড়ের প্রয়োজন সেটা বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম স্যার. উপজাতিদের জন্য যদি উন্নতি করতে হয়, যদি বিরাট সংখ্যার উপজাতিকে দু'মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে পরিকল্পনা ছাড়া এই উপজাতিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। শিল্পকে স্বয়ম্ভর করতে হবে? আজকে যদি ছামনু ব্লকের শাখানোর কথা বলি—শাখানোর সেই লুসাই জাতীয় খণ্ডজাতি তারা তো পরনির্ভরশীল নয়। আমি দেখি নাই তাদেরকে বাঁচার জন্য, খয়রাতি সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে মুখাপেক্ষা হতে। কিন্তু সরকারের কাছ থেকে কি সাহায্য তারা পাচ্ছে? তাদের মূল আয়ের উৎস ছিল বাগান, সেই বাগানে কমলা, আনারস আর আজকে শাখানের মানুষ, মেহনতী মানুষ তাদের কমলা গাছ আজকে- তারা এই রাজ্যের সরকারের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পায় নাই। ওরা তো আমাদেরই মানুষ। ওদের কথা তো সরকারের চিন্তা করা উচিত ছিল। তাদেরকে বাঁচানো, তাদেরকে রক্ষা করার কথাতো আমাদেরই চিন্তা করতে হবে। সুতরাং এই দিক থেকে আমি বলতে চাই, আজ যদি আমরা বড় বড় শিল্পের কথা চিন্তা করলে হবে না। আজকে চিন্তা করতে হবে তাদের বাঁচানোর অধিকার, চিন্তা করতে হবে সাধারণ মানুষ, তাদের জীবনের অধিকার। এই চিন্তা করার অধিকার আমাদের আছে। যাই হোক আমার কথা আমি বলছিলাম। স্যার, এই যে আই, টি, আই,এর যারা ট্রেনিং দিয়ে, শিক্ষা নিয়ে যারা আজকে সিড়াল কাষ্টের ছেলেমেয়েরা, সিড্যুল ট্রাইবের ছেলেমেয়েরা বসে আছেন। তারা যদি আজকে সরকার থেকে কার্পেন্টারী ট্রেনিং পেত তারা যদি আজকে তাদের যে শিক্ষা নিয়েছে সেই কাজ করার জন্য সুযোগ পেত তাহলে অনেকটা সমস্যার সুরাহা হয়ে যায় এবং তাদের দেখাদেখি আমাদের ছেলেরা যাতে সেই শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য তার প্রতি আকাঙ্খা থাকত। কিন্তু সেই সুযোগ কোথায়? আমরা সেই সুযোগ তাদের দিতে পারছি না।

এই তো গেল শিল্পের কথা। এখন আমি এমপ্লয়মেণ্টের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। এবার মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষণে আমরা দেখতে পাই উপজাতির ৩১ জন এবং তপশীলি জাতির জন্য শতকরা ১৩টি পোষ্ট বরাদ্দ আছে। কিন্তু স্যার, এই কোটা যে বরাদ্দ আছে এটা আমরা যে পুরোপুরি পাই এই দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নি। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি স্যার। কৈলাশহর মহকুমার কুকিগাছড়া (কাঁঠালছড়া) বলে একটা গ্রাম আছে। পরশুরাম রিয়াং, সে ১৯৭২ সনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ছিল। তার কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের নম্বর হল ১৮০/৭২। স্যার, আমি জানি না সে কয়বার ইণ্টারভিউ দিয়েছিল। আরও দুঃখের কথা, তার বাবা শাইখা রায় রিয়াং, সেই রাজার আমলের তহশীলদার। আমরা যে দালানে বসে কথা বলছি সেই দালানের মালিকের তহশীলদার। তিনি তিন বৎসর হল রিটায়ার্ড হয়েছে। তার পেনসান এর টাকাটা পর্য্যন্ত আজ পর্য্যন্ত পায় নাই। কি কারনে পায় নাই আমার জানা

নাই। মাইনের ফাক। শাইগাঁ রায় রিয়াং তার ছেলে পরশু রাম রিয়াং, ৭২ সনে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন চাকরী হল না। এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। সেটা যদিও আমার নিজের এলাকা নয়, তবু আমি সব এলাকার সংগে যোগাযোগ রাখি, খবর রাখি। প্রমোশনের ব্যাপারে কি হয়েছে স্যার? আমি যদি আজকে বলি, আমাকে এই কথা বলবেন কিনা জানি না যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক কথা বলছি, কিন্তু সব বলতে আমি বাধ্য। এস, ই, ও, সোস্যাল এডুকেশান অরগেনাইজার, সেই দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এখানে উপস্থিত নাই। গুণবতী রিয়াং, ১৬।১৭ বছর চাকরী হয়েছে তার। সেই ১৯৬৯ সনের স্কেল১২৫-২০০/-, তাদের স্কেল সেই সময়কার। ত্রিপুরারর মধ্যে স্যার, একমাত্র মহিলা এস, ই, ও. গুণবতী রিয়াং, সে আজকে কোন অপরাধে এখনও নতুন স্কেল পায় নাই? অথচ স্যার, তার অনেক জুনিয়ার যারা তারা স্কেল পেয়েছে। আমি সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে একদিন দেখা করেছিলাম। তিনি অনেক দুঃখ করেছেন, বলেছেন এই কথা যে সত্যি এই মেয়েটি বড় ডিপ্রাইভ হয়েছে। তিনি বললেন আমি বলে দিয়েছি। আপনি একটু শিক্ষা অধিকর্তার সংগে দেখা করুন। স্যার, মার্চ মাসের প্রথম দিকে মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তার সাথে আমি দেখা করেছি। উনার কাছে তখন মাননীয় সদস্য বিচিত্র মোহন যাহা উপস্থিত ছিলেন। আমি চ্যালেঞ্জ করেছি এই কথা যে এই মেয়েটির কেন আজ পর্য্যন্ত স্কেল হয় নাই? তিনি বলেছেন যে ট্রেনিং না হলে তো হয় না। স্যার, ট্রেনিং তো তাদের পছন্দ মত, তাদের খুশীমত। তিনি আরো বলেছেন এই কথা যে এপ্রিল মাসের মধ্যেই আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছি এই আগরতলাতেই। তারপর স্কেল হবে। স্যার মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তা আমাকে এস্যুরেন্স দিয়েছেন। তিনি এখানে উপস্থিত আছেন কি না জানি না। স্যার, এই যদি হয় তাহলে আমাদের মনোভাব কি হবে? আমি বলতে চাই, তার সার্ভিসে যদি কোন খারাপ রেকর্ড থাকে বলুন যে তোমার এই জন্য প্রমোশন হয় না বা স্কেল হয় না। সেদিন তার স্বামী বিনয় কুমার রিয়াং, আমার পাড়ার লোক, দুঃখ করে চিঠি লিখেছে, আমার কাছে 'আপনি যদি আমাদের জন্য না বলেন তাহলে আমাদের জন্য আর কেউ নেই'। সুতরাং আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখব, এই মেয়েটির যদি তার ১৬ বছরের চাকরীতে কোন খুত থেকে থাকে, কোন অপরাধ থেকে থাকে তবে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিন।

আর তা করলে পরে আমাদের কিছু বলার মুখ থাকবে না। কেন তাকে আজকে এভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে? আমি বলব, এই কথা যে সে একজন উপজাতি মহিলা, তাই তার অপরাধ, তার কোন ক্ষমতা নাই, তার কোন ব্যাকিং নাই, তার জন্য তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা বড় দুঃখের কথা, স্যার। চাকুরী ত আরও অনেক হবে, প্রমোশনও হবে অনেক। কিন্তু এই যেটা বললাম, এটা ত কাগজে-পত্রে, এটা ত ছেলে ভুলানোর ব্যাপার। আজকে আমাদের ১৯ জন উপজাতি সদস্য যেখানে রুলিং পার্টিতে আসার কথা ছিল, সেখানে কন ৭ জন আসি আমরা? এই উপজাতিদের প্রতি অনেক অবিচার করা হয়েছে, স্যার। না মরে এই জাতির বাঁচার কোন অধিকার নাই, এভাবে এই জাতি বাঁচতে পারে না। সরকারী

কাজে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে, তার আমরা কতটুকু পাব? আমরা কি উপকার পাব, সেটাও আমি জানি, স্যার। আমাদের উপজাতি মন্ত্রী মশাইর ডিমাণ্ড যখন আসবে, তখন আমি সেই সব কথা বলব।

এখন আমি বন বিভাগ সম্পর্কে বলছি, স্যার। এই বন বিভাগ সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নাই। কারণ বন না থাকলে এই রাজ্য বাচতে পারে না। এই রাজ্যের আয়ের উৎস হচ্ছে বন বিভাগ। তা সত্বেও কিছু সমালোচনা করতে হয়। কারণ গত মার্চের ৭ তারিখে যখন এই এসেম্বলী বসল, তখন আমি একটা কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছিলাম, তার বিষয় বস্তু ছিল ধুমাছড়ার সুখরানী পালিত আর মাছলি ছড়ার চন্দ্রমুখী চাকমা, তাদের দুইজনের বাড়ী নদীর এক পার, তারা একই রাত্রে বন্য হস্তি কর্তৃক নিহত হয়েছিল। স্যার, এই সুখরানী পালিত আরও ৩/৪ জন মেয়েছেলেসহ রাত্রে নদীর ঐ পারে থেকে বরযাত্রী আসছিল, তারা তাই দেখতে গিয়েছিল তখন ঐ রাস্তায় বন্য হস্তী যে আসছে, সেটা সে বলতে পারেনি। সেই হাতী তাকে টেনে-ছিড়ে এমন করেছিল যে চিন্তেই পারা যায় নি, এই রকমভাবে তাকে মেরে চলে যায়। সেই চন্দ্রমুখীর স্বামী করাতের কাজ করে, বড় গরীব। ঐখানে একটা ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে সেটাকে তছনছ করে দেয়, তার দুইটি ছেলে-মেয়েও আহত হয়েছিল। চন্দ্রমুখী ত জায়গাতেই মারা গিয়েছে। অথচ তাদেরকে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে মাত্র ৫০ টাকা। আর আমি যদি ব ল যে বন বিভাগের একটা গাছ যদি কোন কারনে কেটে ফেলে বা একটা হাতীকে যদি গুলি করে মেরে ফেলে তাহলে স্যার, জরিমানা ত হবেই, জেলও হবে। স্যার, আইন ত মানুষের জন্য, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ রাখব আজকে আমি যে তথ্য পরিবেশন করলাম, সেটা সত্য কিনা, তদন্ত করে দেখবেন। কারণ উনার ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে যখন কোন অভিযোগ উঠে, তখন উনি প্রায়ই বলে থাকেন যে আমি তদন্ত করে দেখব, কিন্তু সেই তদন্ত হয় কিনা, আমি জানি না। এইত গত এসেম্বলীতে আমি যখন ক লাটিলার ফরেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে, তখন তিনি বলেছিলেন যে তদন্ত করাবেন। কিন্তু তদন্ত স্যার, তার আমলে হল না, আগামীতে হবে কিনা, তাও জানি না। এই অবস্থাই চলছে।

তারপর এ্যানিম্যাল হাজবেনড্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে সরকার কৃষকদের উন্নতি করতে চান। কৃষকদের বাঁচার দরকার. কারণ এই শহর, নগর, ইলেক্‌ট্রিক বাতি সব কিছুই এখানকার মানুষেরা ভোগ করছেন। কিন্তু আজকে যদি কৃষকদের কাছ থেকে ধান, চাউল সংগ্রহ করা না যায়, তাহলে স্যার, এই শহরের খাদ্য যোগাবার কথা নয়। কিন্তু ঐ কৃষকদের আসল হাতিয়ার হচ্ছে তাদের গরু বাছুর হালের বলদ। আপনারা প্রায় পত্র পত্রিকাতে দেখবেন যে গো-মড়ক লেগে গরু-বাছুর মারা যাচ্ছে, কিন্তু তার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। আমার সেখানে ধুমাছড়া, কাঁঠালছড়া, ডেমছড়া বিরাট একটা এলাকা, সেখানে স্যার, গরুর কোন প্রকার রোগ হলে একটা উপদেশ দেওয়ার মত লোক থাকে না, যে এই এই কাজ করলে পর গরুগুলি বাঁচতে পারে। আমি আজকে দুই বছর যাবত, মাননীয় পশু পালন মন্ত্রী মশাইর দপ্তরের কেউ এখানে আছেন কিনা, আমি জানি না, কিন্তু আমি এই কথা বলব যে আমিরাব

বার দরখাস্তের মাধ্যমে এবং নিজে উপস্থিত হয়ে ঐ দপ্তরের কাছে এই আবেদন রেখেছিলাম যে ধুবাছড়া অথবা মন্নুতে একটা ষ্টকম্যান সেন্টার খোলে তাতে কিছু ঔষধ পত্র রাখার ব্যবস্থা করা হউক। । আর তাহলে আমার মত কৃষক এবং সাধারণ মানুষ অনেক সময় গরুর রোগ হলে তার চিকিৎসা করিয়ে বাঁচাতে পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোথায়? আজকে ৩ বছর চলে যায় আমি অনেক বার ডিপুটি ডাইরেকক্টার এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রির সাথে দেখা করেছি উনি বলেছেন আমাদের এখন ষ্টাফ নাই ষ্টাফের যখন ট্রেনিং শেষ হয়ে আসবে, তখন দেওয়া যাবে। কিন্তু আমি এই কথা আজকে এ্যাসেম্বলীতে বলার পর, তিনি কি মনোভাব পোষণ করবেন, তা আমি জানি না। তবুও আজকে যেখানে মানুষের বাঁচার প্রশ্ন, যেখানে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের প্রশ্ন, সেখানে এটা নিশ্চয় বড় কথা নয়। আজকে আমরা যেখানে মহাশূন্যে উপগ্রহ পাঠাচ্ছি এবং আনবিক বোমা ফাটাচ্ছি, সেখানে পশু পালন বিভাগের একটা মাত্র ডিস্পেনসারী না হওয়ার কারণ কি, আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং, স্যার, শেষ করছি আমি। এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি আছে আমি এটাকে আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি এবং পরে যেগুলি আসবে সেগুলিও সমর্থন জানাব। এবং যে কথাগুলি বলেছিলাম সেগুলির কতখানি কার্যকরী হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ই জানেন। এবং এখানে বলাটা শুধু অরন্য রোদন হবে কিনা জানি না। আমি গত দুইদিনও বলেছিলাম—আমি কোন দিনই বলি নাই স্যার। আমার দুঃখ ক্ষোভ অনেক জমে আছে। আমি বলি নাই কিন্তু এখন দেখছি না বললে আমার পিঠের চামরা বাঁচে না, এলাকায় না গিয়ে আমি পারি না। কাজেই, কাজ হউক বা না হোক বলতে হয় প্রসিডিংস হয় কাজ কতটুকু হবে সেটা আমি জানি না। সেজন্য স্যার, আপনার মাধ্যমে আমার দাবিগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীকে এখনই আপনার কথার উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে অনেকগুলি ডিমাণ্ড আছে এবং এই সম্পর্কে অনেক বক্তব্য হয়ে গিয়েছে। তবু যেহেতু আমি একটা কনষ্টিটিয়েন্সীর প্রতিনিধি, সেজন্য উদের কথা আমাকে বলতে হয়। এটা আমার কথা নয়। তাদের কিছু বলার জন্য আমি আপনাদের সভায় এসেছি। প্রথমে আমি এনিমেল হাজবেন্ডারীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এটা আমার অভিযোগ নয়। কটিকরায়ে একটা প্রাইমারী সেন্টার আছে, কুমারঘাটে একটা আছে, কাঞ্চনপুরে একটা আছে। এইসব কতগুলি সেন্টার আছে। ইদানিং কালে সেই সব সেন্টারে ঔষধ একদম নাই। এখন কৃষি কাজের জন্য, বিশেষ করে এখন কৃষি কাজের মাধ্যমে, কিন্তু ঔষধ একেবারেই নাই। এই সব জায়গাতে অতি সত্বর যাতে ঔষধ যায় সেজন্য উনাকে আমি অনুরোধ রাখব আপনার মাধ্যমে। আর একটা অনুরোধ রাখব সেটা যদিও অন্য সময়ে বলতে পারতাম—বিশেষ করে আপনি জানেন স্যার, মনুনদীর ঐদিকে একটা গো প্রজনন কেন্দ্র আছে। দেওনদীর ওপারে সোনাইমুড়ি বা জগন্নাথপুর বা কুমারঘাটের মাঝখানে ঐসব এলাকার জন্য একটা গো-প্রজনন কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য—দুরত্ব যদি ধরি তাহলে এক বেষ্ট ২/৩ মাইল হবে। মাঝখানে মনুনদী এবং বর্ষাকালে পারাপার করার অসুবিধা সেটা বিবেচনা করে একটা ডিসপেনসারী দিতে পারেন কিনা...

মিঃ স্পীকার :— কোথায় ?

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— সায়দাবাড়ীতে—ফটিকরায় থানার কাছাকাছি সায়দাবাড়ী। এর বেশী আমি আর বলব না। আর ফরেষ্টের সম্পর্কে আমি আর একটা অনুরোধ রাখব। ত্রিপুরাতে দেখছি, বাজেটে দেখছি যে ত্রিপুরাতে যদি কিছু ইনকাম হয়। ফরেষ্টের যে ইনকাম হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি বলব যে ১০০ বছর ১৫০ বছর মেয়াদী শাল আর সেগুন গাছ না করে আমাদের ত্রিপুরাতে রাবার অল্প সময়ের মধ্যে যে ধরণের প্রডাকশান হয় এবং ত্রিপুরার যে সয়েল সেই অনুপাতে রাবারের যা প্রডাকশান হয় তাতে আমার মনে হয় ফরেষ্টের মেকসিমাম নজর রাবার প্রডাকশানের দিকে দেওয়া উচিত, তাহলে আমাদের আর্থিক অনেক উন্নতি হবে। এবং যতটুকু সরকারের করা দরকার তিনি যাতে সেটা করেন। সুনাম বা দুর্ণাম বহুকিছু আমার আছে। তবু আমি দেখছি যে এই রাবার আমাদের ত্রিপুরার অর্থনীতির দিকে একটা বিরাট সাফল্য আসত যদি আমরা এগুতে পারি। এবং সংগে সংগে শুধু তাই নয়, রাবার ইণ্ডাষ্ট্রিও আমাদের এখানে গড়ে উঠতে পারে। আমি এই কথা বলছি এই জন্য, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বহুবার বলেছেন এবং মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণেও আছে ইণ্ডাষ্ট্রী—পেপার ইণ্ডাষ্ট্রি, জুট ইণ্ডাষ্ট্রীর কেলেংকারীর কথা স্যার, আপনি শুনলেন, এইগুলি আমি আর বলছি না। পেপার ইণ্ডাষ্ট্রী হচ্ছে, এটাও শুনলেন যে পেপার ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য প্রায় কয়েক কোটি টাকা খরচা হয়েছে, কিন্তু পেপার ইণ্ডাষ্ট্রির কোন পরিকল্পনা হচ্ছে না। কাজেই এই চিন্তা ধারার পিছনে মন্ত্রীদের সত্যিকারের দেশের কাজ করার ইচ্ছা আছে কিনা, আমি জানি না। তবু রাবার চাষ যদি বেশী করে করতে পারি তাহলে স্বতসিদ্ধ ভাবে রাবার ইণ্ডাষ্ট্রি এখানে গড়ে উঠবে। যার জন্য বিশ্ব-ব্যাংক-এর টাকা, ইন্দিরা গান্ধীর যে ফাণ্ড আছে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের টাকা, এই সব বড় গল্প আমরা করছি পেপার মিলের ব্যাপারে। এই সমস্ত কিছুই করতে হবে না। যদি আমরা সাফিসিয়েন্ট রাবার দিতে পারি, অটমেটিক এই ইনডাষ্ট্রি গড়ে উঠবে। এবং সেই ইনডাষ্ট্রি গড়ে উঠলে আমার দেশের বেকারদের অনেক উপকার হবে। এই বলে মাননীয় এনিমেল হাজবেণ্ডারী এবং ফরেষ্ট মন্ত্রীকে অনুরোধ রাখছি। এবং তারপর আমার মুখ্য কথা হল ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনি আরও বলবেন ?

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, আমি আমার মুখ্য কথায় এখনও আসি নাই। আমার মুখ্য কথা হল এই ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যাপারে আমি খুব অন্ধকারের মধ্যে পড়েছি। ত্রিপুরার এই মন্ত্রীদের কথা বার্তা শুনে এমন অন্ধকারে পড়েছি। ইণ্ডাষ্ট্রীর নাম হচ্ছে—বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রীর নামে হাজার হাজার লোকের চাকরীর ব্যবস্থা হচ্ছে। আর আমরা যারা গ্রামের মানুষ তারা ভাবছে কবে ইণ্ডাস্ট্রী হবে আর আমরা চাকরী পাব। এই যে এমন একটা অবস্থা স্যার,—বাবা, তোমরা পারনা যখন মুখ বুঝে থাক। বড় বড় লেকচার আর দিও না। বর্তমান সায়েন্টিফিকের যুগে মানুষ যেটা করতে পারে—মানুষ অসাধ্য সাধন করছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে—যেটা করতে পারে সেখাই বলে। শুধু ভারতবর্ষে নয় প্রতিটা জায়গায় এখন যারা ভারতবর্ষ থেকে অর্থ নৈতিক দিক থেকে অতি নীচে তারাও এই কথা বলে। কিন্তু আমাদের মাথায় কি আছে যা করতে পারি না, যা করার ক্ষমতা নেই, কেবল বড় বড় লেকচার দিয়ে মানুষগুলিকে খামাখা ঘুরাচ্ছে। ত্রিপুরার মানুষ যেন ভাংগা কাঁঠাল-এর মত যেমন খুশী তেমন করা যায়। নইলে স্যার, দেখুন না অপজিশান খালি হয়ে আছে। কারণ আজ আমার প্রয়োজন হল বেঁধে রাখ। মিসা দিয়ে

বেধে রাখা এটা কি আইন স্যার? সেটাতো আমি বুঝলাম না। যদিও এইটা ডিমাণ্ডের মধ্যে পড়ে না, যদিও এটা পুলিশের মধ্যে পড়ে, আমি সেই সম্পর্কে কথা বলতে চাই না। তবু এসে যায়। কোনটা আসে? এই যে স্যার, উপজাতি মেয়েরা; আমি আরো অনেকবার বলেছি যে এই আদিবাসী উপজাতিরা তাদের কতগুলি বৈশিষ্টা নিয়ে জন্ম নেয়। এমনি একটি হাতের কাজ, বাঁশের কাজ। এটা স্যার, একেবারে জন্মগত বৈশিষ্টা। তাদের পূর্বপুরুষ থেকে এই বাঁশের কাজ ভাল জানা চলে আসছে। বাঁশ কেমন হয়, কত হয় এইগুলি তারা ভাল জানে। আমরা বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রীর কথা বললাম কিন্তু একটা জিনিষ, এই বাঁশের যেমন বাঁশের কঞ্চি যেগুলি দিয়ে ছাতির বাট হয় সেই ছাতির বাটের বাঁশ এখানে ত্রিপুরায় প্রচুর আছে। কিন্তু আমরা এখানে ত্রিপুরার মন্ত্রী মহাশয়রা বড় বড় মাথা নিয়ে দিল্লীতে লাফালাফি করেন। কিন্তু এটা কেন মাথায় ঢুকে না। এটা করতে বেশী ট্রেইণ্ড লোকের দরকার হয় না। অল্প ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক হলেই চলে। এই দেশে নাকি আছে—এই ত্রিপুরা রাজ্যে এটা তাদের মাথায় ঘুরবে না। মাথায় ঘুরবে কোনটা? পেপার মিল। এই যে স্যার এটা আমার এলাকায় হবে সেটা আমার সৌভাগ্য। আর সৌভাগ্য হচ্ছে এখানে যাদের টাকা মারার একটা ফন্দী হচ্ছে। এটা স্যার, আমরা বুঝি। পেপার মিল? সেখানে কাজের মধ্যে কি হয়েছে? ২ খানা ঘর তৈরীতে ৪০ লক্ষ টাকা, তার কিছু কিছু টি, এ, ডি, এ, মন্ত্রীদের টি, এ, ডি, এ, এই দিল্লী থেকে যখন অফিসাররা আসবে তখন টাকা দেওয়া হবে। এবং এই সমস্ত ফাঁকি দিয়ে মন্ত্রীরা পারছে তাই করছে স্যার। আমাকে আপনি যদি সময় দেন, আমি যদি সময় পেতাম তাহলে আমি স্পেসিফিক কেস আমি এখানে উত্থাপন করতে পারতাম। সেখানে যে কিভাবে পেপার মিলের নাম নিয়ে যা দেওয়া হয় কনট্রেন্স কষ্ট, ৫৫—৫০ ক্রোস, ৭৫ ক্রোস এর পরে হবে। কিন্তু এখন বাগবাটোয়ারা হচ্ছে না। যেখানে লাগে ৫৫ ক্রোস। আর এটা হবে না। বাগবাটোয়া হচ্ছে না। এইখানে যে ৭২ পারসেন্ট এষ্টিমেট কষ্ট, এর পরে সেটা ১০০ পারসেন্ট কষ্ট হবে। এই ডিপার্টমেন্টে। এটার মানে কি? এখানে কিছু হবে না। এইখানে মন্ত্রীরা, এই কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মাধ্যমে এই পরিবর্তন করে এই স্কীমের মাধ্যমে তাঁরা ভাবছেন যে টাকা কিভাবে মারা যায়। পেপার মিলের জন্য তারা চিন্তা করে না। আর আমরা বললে, না, পেপার মিল ত্রিপুরাতে হয় না। আমি বলছি, আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি যে টাকা পাওয়া যায়? মন্ত্রীরা যদি না পারে আমাদের বলুক, আমরা ৪০ জন কংগ্রেসী এম, এল, এ, প্রত্যেক টাকার জন্য দিল্লীতে ধর্ণা দেব অনশন করব টাকার জন্য? কিন্তু এইসব ব্যবস্থা তো তাঁদের নেই। এই ধরণের কোন চিন্তা তো তাঁদের নেই। যদি আমরা সমালোচনা করলাম অমনি বলা হবে যে আমাকে ওঁরা চায় না। আমি এখানে ত্রিপুরার লোকদের ত্রিপুরার

বেকারদের চাকুরী দেব, আমি তাদের উন্নতির জন্য অবিলম্বে কিছু করব, আমি তাদের উন্নতি কামী। লম্বা লম্বা বড় বড় লেকচার? যাতে সব। কোলকাতা গিয়ে, দিল্লী গিয়ে যত সব বড় বড় লেকচার দেওয়া হয়। আর এখানে এলে সি এল, পি, মিটিয়ে চুপচাপ। তিনি আরো বলেন যে দরকার হলে আমরা যারা খাদ্য মজুত করে রাখবে, চোরাকারবারীর মিসায় ঢুকাব। সে আমার দলের লোক হলেও আমি ছাড়ব না। বা! আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আপনি যে অপকর্মটা করলেন এই মিসার নামে এই লিষ্টে কতগুলি সদস্যদের অফিসার দিয়ে মিসায় ঢোকানো হল তাদের ভয়ে? তাদের ভয়ে কি আমরা অ্যাসেম্বলীতে আসব না? তাদের ভয়ে কি আমরা ত্রিপুরার বাজেট, কংগ্রেসের বাজেট পাশ হবে না? এই যদি মনে করেন তাহলে কি প্রমাণ হচ্ছে এই মুখ্যমন্ত্রী, তার সাহস নেই? তার নিজের লোকদের দিয়ে বিশ্বাস করার মত সাহস নেই। নিজেরা ভিতরে এক আর বাইরে দেখায় আর এক। ত্রিপুরার জন্য, বেকারদের জন্য পেপার মিল করব। বেকারদের কাজ দেব। আর ভিতরে কিভাবে পয়সটা লুটা যায় তাই চিন্তা করেন। আমাদের মাননীয় সদস্য সমীর বাবু বলেছেন তদন্ত কমিটি বসাতে। তদন্ত করে যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে আমরা পদ-ত্যাগ করব এখান থেকে। আমরা এখানে চুরি করতে আসি নি। আমরা এসেছি এই রাজ্যের লোকদের কথা বলতে। কারণ আপনি তো জানেন স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হচ্ছে নাথ সম্প্রদায়। সেই নাথ সম্প্রদায়ের লোক ত্রিপুরাতে আজকে আছে বহু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের পেশা হচ্ছে কাপড় বোনা। ট্রাইবেলদের সম্পর্কে মাননীয় সদস্য গোপীনাথবাবু যে বল্লেন, তাদের পেশা হচ্ছে কাপড় বোনা। এছাড়াও আরো কতকগুলি সম্প্রদায় আছে তার মধ্যে মনিপুরী তাদের পেশা কাপড় বোনা। এখানে স্যার, কাপড় বোনার যে প্রসেসটা আছে, তার জন্য ঐ মাদ্রাজ, লাঙ্কাশায়ার এই সব জায়গায়, মহারাষ্ট্র এই সব জায়গায় তাদের ট্রেনিং নিতে হয় না। এটা তাদের জন্মগত অধিকার। মসলিন, ঢাকার মসলিন, তার কথা আপনি জানেন স্যার। তার জন্য তাদের লাঙ্কাশায়ারে ট্রেনিং নিতে হয় নি। তারা কি সেই লাঙ্কাশায়ারে ট্রেনিং নিয়েছিল? এমন যে তারা মসলিন তৈরী করেছিল সেটা তারা জন্মগত অধিকার নিয়ে করেছিল। সেই অধিকার নিয়ে এই সম্প্রদায়গুলি জন্মেছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়কে কোন সুতো দেবার ব্যবস্থা এখানে নেই। হ্যাণ্ডলুম দেবার ব্যবস্থা নেই এখানে। অথচ বলা হচ্ছে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি করব। কিন্তু তারা কি করছে? সামান্য টাকা বলে, এটা করতে সামান্য যে টাকা লাগে এই ইণ্ডাষ্ট্রি করতে, তাদেরকে এই সামান্য টাকার সুতো, এবং সামান্য কিছু সুবিধা দিতে কি হাজার টাকা লাগে? এই পরিবারগুলিকে যদি সুবিধা দেওয়া হয়, লোনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে এই লোকগুলি বাঁচতে পারে? কিন্তু

আমরা দেখেছি যে তারা বলে থাকেন,ভূমিহীন বলে আমরা এই করেছি, রিফ্‌জি বলে আমরা এই করেছি, আমরা বেকার বলে আমরা এই করেছি, আমরা বহুভাবে চেষ্টা করছি, গ্রামে গ্রামে যে ইণ্ডাষ্ট্রি করতে, অফিসার, বড় বড় অফিসার সেখানে পাঠাতে, বড় বড় প্রোগ্রাম, কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নেই। এই সব অপদার্থ লোক রেখে ত্রিপুরার উন্নতি হতে পারেনা। তারা আমাদের দেশের মানুষের লক্ষ্যের সঙ্গে মিলতে পারে না। মানুষের অ্যানভারোমেন্টের সঙ্গে মিলতে পারে না, আমাদের মেটিরিয়েল্‌স কি আছে তারা জানেন না। তাদেরকে দিয়ে হবে ইণ্ডাষ্ট্রি ? আমি যে কথা বলেছিলাম যে ত্রিপুরাতে বাঁশের কাজ এত সুক্ষ্ম কাজ আছে, যেমন পাটি বোনার কাজ, ঐ বিভিন্ন রকমের কাজ ছোট ছোট তাঁতের কাজ আছে যেগুলি ত্রিপুরার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় তারা পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু আমরা তাদের এই সম্মানের কোন কি আদর জানিয়েছি ? তাদের দিকে কেন সুনজর নেই ? উন্নতির কেন চিন্তা ভাবনা নেই ? এই বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রী হবে--জুট মিল হবে, কিন্তু জুট মিলের আজকে অবস্থা কি ? সময়তো চলে যাচ্ছে স্যার, কাজেই এই সব কথা চিন্তা করলে আমি বুঝতে পারি না তাদের দ্বারা কি হবে ? কি হবে স্যার ? তবু আর একটা কথা আমি বলছি স্যার, বেকারদের কথা। এই সম্পর্কে আমিই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বহুবার চেলেঞ্জ করেছি,—বনমালীপুরে কত লোকের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, গ্রামে কত চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? কোন এলাকায় কত চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? তার যদি সাহস থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার ভাবে বলুক আমি অনেকবার চেলেঞ্জ করেছি। কিন্তু চেলেঞ্জ গ্রহণ করার মত সাহস ওনার নেই। আমি এই দিকে যাব না স্যার। ওনাকে অনেক বলা হয়েগেছে। এত বলতে হয়েছে আজকে যদি পৃথিবীর মধ্যে মহাভারত, রামায়ন মহাকাব্য থেকে অডিসি-ইলিয়াড মহাকাব্যের এই মহা-বাক্যগুলি যোগাড় করে এত বড় কাব্য মহাকাব্য একত্র করলে যা হয় তার থেকেও আরো বেশী হবে। এই আমাদের বর্তমান কর্ণধারার যে কার্যাবলীর ধারাবিবরণী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি যাব না। তার দরকার নেই স্যার। তবু বলি একটা গণতান্ত্রিক দেশে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের শ্রীমতী গান্ধীর যে ইমেজ, যে চিন্তা ধারা সেই চিন্তা ধারা, সেই চিন্তাধারা আমরা গ্রহণ করি নাই। অথচ তিনি নাকি বলেন আমি একবারে কংগ্রেসী পোষা পুত্র আর ইন্দিরাজীর একেবারে একান্ত। একটা জিনিষ কতকগুলি ছেলেকে চাকুরী দেয়া হয়েছে, বি, এ, পাশ করেছে সে। স্যার বি, এ, পাশ একটা ছেলে সে সেনসাসে চাকুরী করত স্যার, সে ছয় মাস সেনসাসে চাকুরী করেছে, সুপারভাইজারির চাকুরী করেছে। কিছু দিন পরে ছাঁটাই হয়েছে। এরপরে চাকুরী করেছে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে। মোটামুটি সে বি, এ, পাশ, সে আশা করেছিল একটা সুন্দর পোষ্টে চাকুরী পাবে। এখানে যে বেতন, ১৫০ টাকা। দুই জায়গায় চাকুরী থেকে সে ছাঁটাই হয়েছে, যদিও সে রেগুলার নাইট গার্ড হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে।

কিন্তু সে চাকুরী এখনও পায় নাই। অফার পেয়েছে। বলেন দেব। মাননীয় সদস্য রাধিকাবাবুর এলাকার একটা ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ। নাইট গার্ড। তারা বাংলাদেশের রিলিফের সময়ে সুপারভাইজারের কাজ করেছে, হাফ-এ মিলিয়ন ভাবে কাজ করেছে। এই সমস্ত কাজ করার পরে আজ হল তারা নাইট গার্ড। কি রাজত্ব? কি গণতন্ত্র স্যার? এহেন গণতন্ত্রের পূজারী যারা তাদের কোন কথা বলাই তো মহাপাপ। তবুও এই বাজেট আমি সমর্থন করি এই জন্য যে এটা তো তাদের নয়, এটা হল জনসাধারণের। নচেলে তাঁদের ঐ সমস্ত কার্য্যাবলী কি সমর্থন করা যায়? কোন ভদ্রলোক সমর্থন করতে পারে? এটা আমার ধারণার বাইরে। কাজেই এইটুকু বলেই আমি শেষ করলাম।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী: — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি। সমর্থন করি এই হাউসে যে আলোচনা হয়েছে, এতক্ষণ আমি খুব মন দিয়ে শুনেছি, গোপীনাথ বাবুর কথা, মংচাবাই মগ এর কথা, অনন্তহরি জমাতিয়ার কথা। কি বললেন ওঁরা? ওদের মনে যে ক্ষোভ, ওদের কনষ্টিটিউয়েনসীতে ওঁরা যেতে পারেন না সে জন্য ওঁরা এতদিন কোন মুখ না খুলে আজকে এইসব অভিযোগ করছেন। কেউ বলছেন যে আমি পদত্যাগ করব, মংচাবাই বলছেন যে আমি পদত্যাগ করব যদি আমার এলাকায় চাকরী না হয়। এটা হচ্ছে যে, আমি তো সব সময়ই বলি, এইবার একটু বেশী ক্ষোভ হয়েছে, কারণ এইদিকে যখন নাই তখন তো এটা আমাদের নিজেদেরই মিটিং। সেজন্য দলের কথাও বলেছি, অনেক কথাই বলেছি। সেদিন আমরা যখন নিরাপদ বাবুর কথা বলছিলাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন বিরোধ নাই, আমি তাকে ভাল করে চিনিও না। কিন্তু সেদিন যখন আমি এর সম্পর্কে বলেছিলাম তখন আমার বিশ্বাস ছিল অন্তত: মুখ্যমন্ত্রী তাকে আর এক্সটেনশান দেবেন না। এই উত্তপ্ত বিধানসভায়, সদস্যদের এই উত্তপ্ত ক্ষোভ অন্ততঃ তাঁকে এইটুকু বুদ্ধি দেবে যে অন্তত: ওঁকে আর এক্সটেনশান দেবেন না। কারণ দেড় বছর এক্সটেনশান হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। তিনি গরীব মানুষ নন। এডিশন্যাল এস, পি। ঐ এডিশন্যাল এস, পি, যদি রিটায়ার করেন তাহলে তার জায়গায় একজন ডি, এস, পি, এর প্রমোশন হবে, ডি, এস, পি, পোষ্ট খালি হবে, তার জায়গায় আর একজন ইন্‌সপেক্টরের প্রমোশন হবে। এইভাবেই অনেক পোষ্টে প্রমোশন হবে। কিন্তু কি কারণে এই ভদ্রলোক এত বড় অপরিহার্য্য ব্যক্তি হয়ে গেলেন, একে ছাড়া পুলিশ দপ্তর চলবে না, আশ্চর্য্যের কথা! তার মানে কি হচ্ছে? আমরা যখন বললাম এইসব কথা, পরদিন খবরের কাগজে দেখলাম 'নিরাপদ বাবু আরও ছয় মাস একসটেনশন পাইলেন'। তাহলে আমরা কি বুঝি যে আমাদের এই হাউসে যে গাইড লাইন বলে দেওয়া হয় যে দিস শুড বি দি পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট, সেখানে কি হচ্ছে? আমাদের পলিসিকে গভর্ণমেন্ট মানতে

পারলেন না। কারণ অপরিহার্য্য। আমরা খবর পাই, সাব-ইনসপেক্টর থেকে আরম্ভ করে ডি, এস, পি, পর্য্যন্ত সবার মধ্যে একটা ক্ষোভ। কারণ ওরাই বলেছেন, এই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমার বলার নাই, ওর মত অযোগ্য নাকি আর নাই। অযোগ্য অফিসারকে যদি প্রমোশন দেওয়া হয় তাহলে নিচের দিকে যারা যোগ্য অফিসার আছে তারা এই অযোগ্য অফিসারের আণ্ডারে কাজ করতে পারবে না দক্ষতার সঙ্গে। ফ্রাসট্রেশান আসবে। তাই বক্তব্য হচ্ছে যে উঁচু তলার যে অফিসার তাদের আর এক্সটেনশান দিওনা, নীচের দিকে প্রমোশনের স্কোপ যেন থাকে। জেনারেল ডিসকাশনে আমরা এই কথা বলেছি। মুখ্যমন্ত্রী তা মেনে নেন নি। যাই হোক, তিনি মানবেন না আমি জানতাম। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন এবং তখন তিনি বলেছেন যে না আর এক্সটেনশান পাবে না। তার ছেলে এস, ডি, ও, হয়েছে সেটা তিনি কনফার্মড করেছেন আমাকে। আর তাকে দেওয়া হবে না। কিন্তু দেওয়া হল। আর পুলিশের মধ্যে আমরা কেন ব্যাটালিয়ান বাড়াচ্ছি না? আমার রাজ্যের ছেলেরা যেখানে নাইট গার্ডের চাকরি করে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে, যেখানে আমরা তাকে কনষ্টেবল বানাতে পারি না, সেখানে আমরা করব না। কেন করব না? বাইরে থেকে সি, আর, পি, আনব, বিহার থেকে মিলিটারী পুলিশ আনব। বি, এস, এফ তো আছেই। এটা অপরিহার্য্য। নূতন চীফ সেক্রেটারী দরকার। নূতন চীফ সেক্রেটারী তার অফিসারদের তিনি লিখেছেন এই রাজ্যে ৫০ জনের জন্য একজন করে কর্ম্মচারী আছে। পুলিশের সংখ্যা কিরকম আছে? সি; আর, পি, বি, এস, এফ, আমার কাছে পরিসংখ্যান নাই। বোধ হয় এক কোটি দেড় কোটি টাকা বছরে দিতে হয় তাদের জন্য। আমরা প্ল্যানের কাজ করতে পারি না। কর্ম্মসংস্থানের কাজ করতে পারি না, কিছুই করতে পারি না। কিন্তু সি, আর, পি, বি, এস, এফ, বি, এম, পি, তাদের জন্য আমাদের টাকা খরচ করতে হবে। আমাদের এখানে ব্যাটালিয়ান আমরা গড়ব না। নূতন ব্যাটালিয়ান করলে প্রমোশনের স্কোপ ছিল যেসব অফিসারদের তাও দেওয়া যেত। কিছুই আমরা করি না। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সে বক্তৃতাকে আমি বিশ্বাস করছি না। আমি বলছি এম. টি, ক্যাডারের যে আই, এ, এস, অফিসার আছে মণিপুরে তাদের গ্রহণ করে নি, সেই নবীন অফিসারদের গ্রহণ করে নি। আমাদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এস, ডি, ও, হয়েছে জায়গায় জায়গায়। আই, এ, এস, হলে প্রথমেই তাদের এস, ডি, ও, হিসাবে চাকরী দেওয়া হয়। এস, ডি, ও, পোষ্টটা এত জটিল পোষ্ট, সেখানে আমার রাজ্যের যারা এফিসয়েন্ট অফিসার তারা চাকরী করতে পারবে না, বাইরে থেকে ২৫ বছরের ছোকরা এসে চাকরী করবে, এটা কোন্ কথা? যাই হোক, দূর্নীতি দূর করার জন্য কতদিন বলেছি। অফিসারদের বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির

অভিযোগ থাকে তাহলে তিনি বলেছেন যে গভীরুল্লার সাহায্যে তদন্ত করবেন। গভীরুল্লা মানে কি ? কোন স্বাক্ষর বিহীন উড়ো চিঠি। আমাদের ভাল অফিসারও আছে খারাপ অফিসারও আছে। ভাল অফিসারের সংখ্যাই অনেক বেশী আমি জানি। হয়ত ভাল অফিসারের বিরুদ্ধে আমার রাগ হল, হতে পারে, আমি তার নামে একটা উড়ো চিঠি লিখে দিলাম। তার প্রমোশন আটকে যাবে ? এইতো ? এটা হতে পারে। আমরা চাই আমার রাজ্যের অফিসারদের প্রমোশন হোক। তাকে আটকে দেওয়ার জন্য সেটা যদি উনি গ্রহণ করেন সেখানে আমি চাই আমার রাজ্যের বাইরে থেকে আই, পি, এস, না এনে নন্-ক্যাডার অফিসারদের এস, পি, বানানো হোক, কোন আপত্তি নেই আমার যদি সে উপযুক্ত হয়। তখনও বলবেন না আমরা পারি না। কিন্তু পারেন ওরা : আমার রাজ্যে আই, পি, এস, ছিল তাকে আমরা এস, এস, বি,তে পাঠিয়ে দিয়েছি কোচারের জায়গায়। যখন আমরা বলি আমার রাজ্যে এডিশনাল এস, ডি, ও,কে ডি, এম, কর তখন বলেন আই, এ, এস, না হলে কি করে হবে ? উনি স্বীকার করেন কোন কোন লোক এফিসিয়েন্ট। কিন্তু তারা আই, এ, এস, নয়। কিন্তু যারা আই, এ, এস, হচ্ছে ইন্-এফিসিয়েন্ট অফিসার, মোষ্ট ইন্-এফিসিয়েন্ট অফিসার আমাদের এখানে আই, এ, এস, হিসাবে আসছে। এইভাবে প্রশাসনের গতি বাড়ে না, গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। গতি নাই। কোনখানেই গতি নাই। এরপর আমি ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলব। সর্বভারতীয় ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক যেখানে ৫৭ টাকা ইনভেষ্ট করছে ইণ্ডাষ্ট্রিতে, সর্বভারতীয় হিসাবে, ত্রিপুরাতে দুই টাকা, মাত্র দুই টাকা। এখানেও হয়ত মন্ত্রী মহাশয়েরা বলবেন, 'না, আমরা এক নম্বরে আছি'। ত্রিপুরা এক নম্বরে। ১৬ লক্ষ মানুষের রাজ্যে আমরা এক নম্বরে। কি অদ্ভুত কথা ! আমরা যখন মাইনর ইরিগেশনকে আন-সাইন্টিফিক বলেছি এবং তার পিছনে আমরা যে সব যুক্তি দেখিয়েছি, তাতেই মন্ত্রী মহোদয়ের বুঝা উচিত ছিল যে বোধ হয় সেটা সত্যি। না, তবু তিনি বলবেন এবং বলে যাচ্ছেন সে সীজন্যাল বাঁধ দিয়ে এই এই করেছি, এত হাজার একর জমিতে জল সেচ করছি, তারপরই বলবেন খরাতে সব মরে গিয়েছে। তাহলে এত জমিতে আমরা যদি জল সেচই করলাম, অথচ খরাতে সব মরে গেল, এর মধ্যে কোনটা সত্য ? কাজেই এই সব যুক্তিতর্কে তারা কিছুতেই যাবেন না, কারণ এ্যাচিভমেন্টের কথা বলতে হবে। কিন্তু এই যে এত টাকা খরচ হল, তার এ্যাচিভমেন্ট কি ? আমি জিজ্ঞাসা করি যে খরাতে এই রকম ভাবে ধান নষ্ট হল কেন, তখন বলবেন, হঁ্যা, জল যে নাই। কাজেই এই জাতীয় কথাই এখানে বলা হচ্ছে। ১৬ লক্ষ মানুষের রাজ্য, ত্রিপুরা সব চাইতে অনগ্রসর। ষ্টেটিস্টিক্স নিয়েই বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মত গরীব মানুষ, এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাই। আসামের মানুষ ত্রিপুরার চাইতে উন্নত, মণিপুরের মানুষ ত্রিপুরার চাইতে উন্নত, নাগাল্যাণ্ডের মানুষ ত্রিপুরার চাইতে উন্নত। এমন কি মিজোরামের মানুষ ত্রিপুরার চাইতে উন্নত। তবু আমি বলব, আমি এক নম্বর। কি দিয়ে এক নম্বর ? আমার

টাকা আনতে পারি না। ১২ কোটি টাকা পেয়েছি আমরা, মণিপুরে পেয়েছে ১৪ কোটি টাকা। এরপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন, না, না, বলুন তাহলে উনি কত পেয়েছেন? আমি মিথ্যা কথা বলতে আসি নি, কিন্তু তিনি বলতে পারবেন না যে কত টাকা পেয়েছেন। তারপরেও বলবেন যে আমার কথা সত্য নয়। না জেনে শুনে আমি এখানে কোন কথা বলছি না, কাজেই ষ্টেটিস্‌টিক্‌স দিয়ে আমি বুঝাতে পারব, যদি আমাকে সময় দেওয়া হয়। কিন্তু উনারা ঐ সব দিকে যাবেন না। আমাদের এখানে কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নাই, বাইর থেকে লোক আনতে হবে। আমার রাজ্যের লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নাই, অথচ বাইরে থেকে লোক এনে চাকুরী দেব। দিতে হবে। আমার এখানকার ছেলেরা চাকুরী পাবে না, আমার এখানে ইঞ্জিনীয়ার বেকার যারা আছে, তারা চাকুরী পাবে না। আমার রাজ্যের ছেলে, এখানে জন্ম, এখানে লেখা পড়া শিখেছে, এখানে বড় হয়েছে, সে চাকুরী পাবে না, বাইরে থেকে এসে যে হেতু ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েছে, যেহেতু এখানকার ইঞ্জি-নীয়ারিং কলেজে প্রচুর সীট খালি থাকে, বাইর থেকে ছেলেরা এসে পড়ছে, সুতরাং তাকেই আমাদের চাকুরী দিতে হবে। অথচ আমার ছেলেরা বাইরে ডাক্তারী পড়তে যাচ্ছে, তারা কি সেখানে চাকুরী পাবে? এই ধরুন উড়িষ্যাতেই যদি আমরা পাঠাই, উড়িষ্যাতে কি তারা চাকুরী পাবে? না, এসব কোন যুক্তিই আমি মানব না যেটা হচ্ছে কর্ম সংস্থানের সরকারী পলিসি। যার জন্য ও, এন. জি. সিতে আমার ছেলেরা চাকুরী পায় না। এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ থেকে নাম পাঠানো হয় না। ৩টা ডিষ্ট্রিক্টে ৩টা এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ আছে, অথচ তারা কমপ্লাই করে না যে এই জাতীয় ছেলে আছে কি না। এই আগরতলাতে কালকে যারা নাম রেজিষ্ট্রী করেছে, তার নাম পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওদেরই ত চাকুরী হচ্ছে। এই গুলির তদন্ত করা হউক। আমার রাজ্যের লোককে চাকুরী দেওয়ার জন্য আমি বলব না? আমি কি বলব না যে আমাদের রাজ্যের ছেলেকে চাকুরী দিতে হবে? আরও বেশী করে দিতে হবে, অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত সংস্থা আছে, সেগুলিকে বলব না যে আমার রাজ্যের ছেলেকে চাকুরী দিতে হবে?

তারপর ইণ্ডাষ্ট্রি, ইণ্ডাষ্ট্রি আমরা চাই। আমি চাই, আমি বহুবার বলেছি। কাজেই বর্তমান সরকার যত কথাই বলুন না কেন, আমি সেই সব বিশ্বাস করি না। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রি যে করবেন, তার টাকা কোথায়? কাগজের কলের টাকা কোথায়? পাট কলের টাকা কোথায়? পাট কল ত শুনছি গত ৩ বছর ধরে চলছে, কাগজের কলও ৩ বছর ধরে চলছে। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কোথায়? কোথায় থেকে টাকা পাচ্ছেন? এই যে ব্যাংক ইন্‌ভেষ্টমেন্ট, কত আনবেন, এই সবের পলিসি আমাদের কাছে রাখুন, আমরা কন্‌ভিন্‌সড হই। আমি দেখছি যে সারা ভারত-বর্ষে যেখানে ৫৭ টাকা এখানে হচ্ছে ২ টাকা। আর যেখানে নাকি হাউসিং-এর জন্য এল, আই সি, টাকা দিচ্ছে অন্যান্য ষ্টেটকে, আমার রাজ্য টাকা চায় না। সুতরাং আপনি যে করবেন, আমরা ত চাই হউক; কর্ম সংস্থানের জন্য শিল্প যদি না হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকের কর্ম সংস্থান হবে কি করে? সুতরাং এখানে শিল্প গড়ে তোলার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। আমরা শুধু একটা টেণ্ডার দেখে বা প্লেনে উড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঐ ফটিকরায়কে দেখলেন, তাতে আমরা আশস্ত হতে পারি না। কারণ এর পিছনেই

প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গেল। একবার আমরা একজন কন্‌সালটেন্ট ঠিক করলাম, সে অনেক তথ্য দিয়ে রিপোর্ট দিল, তারপর আর একজন কন্‌সাল্‌টেন্ট ঠিক করা হল, তাকেও কিছু টাকা দেওয়া হল। এখন আবার শুনছি যে আর এক জন কন্‌সালটেন্ট ঠিক করা হয়েছে। এও শুনছি যে পার্সেন্টেজ হিসাবে সেই টাকার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগে আমাদের যে টাকার কথা শুনিয়েছেন, তাতে কুলাচ্ছে না। আবার অনেকে বলছেন যে ডম্বুরের মত বাড়তে বাড়তে ২০০ কোটি টাকাতে দাঁড়িয়ে যাবে। কাজেই এই যে আমরা সন্দেহ করছি, এই সন্দেহের পর যদি কেন্দ্র টাকা না দেন, তখন হয়তো বলবেন টাকা নাই, কোথায় কি করে করব? তাই টাকার জন্য আমাদের যেটা দরকার কেন্দ্রকে বুঝান যে ত্রিপুরার অবস্থাটা কি, সেখানে এক নম্বরে না থেকে সর্বশেষ নম্বরে আসুন এবং বলুন যে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, আমাদেরকে টাকা দাও। এক নম্বর বললে কেন্দ্র আর টাকা দেবে না। এক নম্বরে আছি, সুতরাং টাকা দাও, এক নম্বর বললে কেন্দ্র আর টাকা দেবে না। এক নম্বরে আছি, সুতরাং টাকা দাও, এক নম্বরে আছি সাব-সিডি দাও। কেন? এরপরে আমরা বলছি আমাদের যে ইন্‌ভেষ্টমেন্ট, তার যে রিটার্ণ আসবে, কারণ আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইন্‌ভেষ্টমেন্ট করেছি, তার রিটার্ণ হচ্ছে কি—বছর বছর টেষ্ট রিলিফ, বেকার, রাস্তায় রাস্তায় ছেলেদের মিছিল, এই ত হচ্ছে আমাদের রিটার্ণ। সুতরাং যে টাকা আমরা খরচ করতে পারছি না, অথচ আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এত হেভী। এই যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট, কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নাই আমাদের রাজ্যে, ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে ত স, আর, পি আছে আর পুলিশ আছে, আর তার জন্য আছে অফিসার এবং ইদানিং কালে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টে ৮/১০ জন এ্যাসিষ্টেন্ট ডিপুটি ডাইরেক্টার নেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা যা বলছিলাম যে এষ্টাব্লিষমেন্টের পিছনে যদি আমরা এত টাকা খরচ করি, তাহলে সত্যি সত্যি এই যে স্কীমগুলি আছে, সেগুলিকে রূপ দেব কি করে? রূপ ঐ থাকল, শিল্প করব, তার পিছনে এত টাকা খরচ, তার মধ্যে এষ্টাব্লিষমেন্টের খরচ সিংহ ভাগ, আর জনতার জন্য যা খুদ হচ্ছে। তাতে তো হবে না। তাহলে আমাদের যে শুভ ইচ্ছা আছে সেটা তো জনসাধারণের বুঝবে না। এই রাজ্যে বর্তমানে যে ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি আছে, তারজন্য এষ্টাব্লিষমেন্ট খরচ অনেক বেশী হয়ে গিয়েছে। আজকে শুনলাম যে চিনি প্রতি কে, জির দাম নাকি ১৭ টাকা পড়েছে। সর্বনাশ এক কে, জি, চিনির দাম ১৭ টাকা, প্রডাকশান কষ্ট আর বিক্রি হচ্ছে চার টাকা, সাড়ে চার টাকায়। কত পার্সেন্ট আমরা সাবসিডি দিচ্ছি? এত দাম কি করে পড়ে? সর্ব ভারতে কি এভাবে চলছে? অথচ আমরা লেভীর চিনি ২.১৫ টাকায় খাই, এটার প্রডাকশান কষ্টও কি ১৭ টাকা পড়ে? সুতরাং চিন্তা করার জিনিষ আছে যে কি করে হচ্ছে। দেখবার কথাই খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। আমি জানি না চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছে, আমি জানি না সত্যি সত্যি ১৭ টাকা কি না, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না ১৭ টাকা কি করে হয়। ১৭ টাকা যদি হয় তাহলে সাড়ে চার টাকা কি করে বিক্রয় মূল্য করতে পারে। এখানে এই যে ..

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অনুগ্রহ করে...

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হ্যাঁ, আমি শেষ করছি। গোপীনাথ বাবু বলেছেন আমাকে গুণবতী রিয়াংয়ের কথা, কাজেই আমি আবার বলছি গুণবতী রিয়াং, এস. ই. ও. তার যাতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয় এবং তার ট্রেনিংয়ের পরে যাতে তার স্কেল ঠিক করে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। এই বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ চন্দ্র রায়।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে ক'টি বিষয়ের উপর আলোচনা করব। প্রথমত আমরা জানি স্বল্প সঞ্চয় যদি সুশৃঙ্খলভাবে করা যায় তবে তার মধ্যেও শান্তি আছে সুখ আছে। স্বল্প ব্যয় হলেও যদি সুশৃঙ্খল ভাবে যায়, সুন্দর ভাবে খরচ করা যায় তার মধ্যেও সুখ আছে। কিন্তু আমরা বার বার বলি আমাদের ত্রি রা রাজ্যের আনএম্‌পলয়মেন্ট প্রবলেমকে বিশেষ করে শিক্ষিত আনএম্‌পলয়মেন্ট প্রবলেমকে সলভ করার একটা বড় পথ সরকারী চাকরী। সরকারী চাকরী লিমিটেড কিন্তু এই লিমিটেড সরকারী চাকরীতে ২/৩ বছরে যত চাকরী দিয়েছি আমরা কি বলতে পারব বা সরকার কি বলতে পারবেন এই কথা যে সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ভাবে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেই প্রতিশ্রুতি হুবহুব পালন করে চাকুরী দিতে পেরেছে? আমি বলব, না। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যার ঘরে কেউ চাকরীওয়ালা নেই তাকে ফাষ্ট প্রায়রিটি দেওয়া হবে, যারা গরীব তাদের প্রায়রিটি দেওয়া হবে। কিন্তু যখন হিসাব করা যায়, কিংবা যদি কোন জায়গায় আজকে যাই, বিভিন্ন কনষ্টিটিউয়েনসী ঘুরে দেখলে দেখা যায় যার ঘরে ২ জন ৩ জন চাকুরী করছে সেই পরিবারেই চাকরী পেয়েছে, যে পরিবারের খাওয়ার পরার এত বেশী অভাব নেই সেই পরিবারেই চাকরী হয়েছে। এবং গত দুই দিনের মধ্যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে—যে চাকরীই হউক যদি গভর্ণমেন্ট আমাকে বলেন তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি যার পরিবারে ৩ জন চাকরী করছে এবং ৬ মাস আগেও শিক্ষকের চাকরী পেয়েছে সেই পরিবারে রেডিও সার্ভিস না কিসের চাকরী পেয়েছে—কতগুলি এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে আমি সেই খবর জানি। যার পরিবারে ৬ মাস আগেও চাকরী পেয়েছে—আর একটা পরিবারের কথা বলছি, চাকরী পেয়েছে শিক্ষকের। এই কি সরকারের পলিসি! আমি যতটুকু জানি যে পরিবারগুলি একেবারে নিঃস্ব নয়। কিন্তু আমার চোখের সামনে যারা '৬৪ সাল থেকে পাশ করে বসে আছে, ওভার-এজ হয়ে গিয়েছে, বহুবার এই সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেছে এবং আমি নিজেও এই ব্যাপারে অনেক চেস্টা করেছি—খেতে পায় না, চলতে পারে না এই রকম একটা পরিবারে এখনও চাকরী পাচ্ছে না। তাহলে কি করে বলব, এই সরকার তার প্রতিশ্রুতিতে ঠিক আছে। যারা নাকি স্কীমে কাজ পেয়েছিল প্রথম দিকে শুনেছি এবং বলা হয়েছিল স্কীমের চাকরী ক্রমানুসারে চাকরীগুলি হবে। কিন্তু এখন পর্যান্ত দেখা যায় কি—ক্রমানুসারের কোন গন্ধও নাই। যে যে ভাবে সুবিধা করতে যে যে ভাবে চাকরী নিতে পারছে আজকে তারাই নিচ্ছে। বিশেষ করে প্রয়োজন হলে যদি কোন জায়গায় টাকা পয়সা দিয়েও করা যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে কোন সিনিয়রিটি নাই। যে জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি—আমার কনষ্টিটিউয়েনসীর মধ্যে স্কীমে যারা কাজ করত

তাদের আমি অনেক বারই বলেছি যে একর্ডিং টু প্রায়রিটি—সেই সিরিয়েল মেণ্টেন করে সেই অনুসারে চাকরী দেওয়া হবে। সেই অনুসারে থার্টি টু ফোর্টি পার্সেণ্ট হবে আমার এরিয়ার প্রায়রিটি থাকা সত্বেও চাকরী পাচ্ছে না। এই সরকারের প্রতিশ্রুতি—সরকার তার প্রতিশ্রুতির কথা আমাদের কাছে বললে আমরা জনসাধারণের কাছে গিয়ে তাদের বুঝাবার চেষ্টা করি—ভাই, এই হল সরকারের পলিসি, সেই পলিসি অনুযায়ী সবাইকে আমরা কাজ দেব। কিন্তু যখন সেই পলিসি ব্রেক করেন সরকার আমাদের মান কোথায় থাকে? জন প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্ব কোথায় থাকে? জনসাধারণের কাছে আমরা কি বলি? সুতরাং এই যে প্রতিশ্রুতি ভংগের অপরাধ সেই অপরাধ যতদিন পর্যান্ত চলতে থাকবে ততদিন পর্যান্ত আমরা কারও কাছে ক্ষমা পাব না। আমি বার বার এই কথাই বলব যদিও আমাদের স্বল্প ব্যবস্থা, তথাপি সেটা যদি সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল ভাবে হয়, সেই বিষয়ে যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। আমি কিছুদিন আগে টাকারজলায় গিয়েছি। সেটা ট্রাইবেল এরিয়া। টাকারজলাতে সেখানে ট্রাইবেলদের মধ্যে বেশ ক'টা ছেলে—৮/১০টা ছেলে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে আছে এবং গ্র্যাজুয়েটও আছে। তারা আমাকে বলেছে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে তারা ইণ্টারভিও দিয়েছে একটি মাত্র ছেলে চাকরী পেয়েছে। আর কারও হয়নি। বললাম যে ট্রাইবেলদের মধ্যেতো অনেকেরই হয়েছে। তারা বলল যে আমার দুর্ভাগ্য, আমরা জানি না আমাদের কিসের জন্য চাকরী হচ্ছে না। আমি কাঞ্চনমালাতে গিয়েছি সেখানে কতগুলি ছেলে '৬০ সালে পাশ করেছে এখনও চাকরী হয়নি। সেকেরকোটে কতগুলি ছেলে অত্যন্ত গরীব পরিবারের, বার বার চেষ্টা করেও বসে আছে। পরিবারের কেউ চাকরী করে না, স্কীমেও হয়নি। আর একটা জায়গায় '৬৪ সাল থেকে ক'টি ছেলে বেকার তাদের ওভার-এজ হতে চলেছে। বার বার বলা সত্বেও এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে হয়নি। এবং স্কীমের কথাও বলেছিলাম—তাদের যে কেন হচ্ছে না, কেউ পাচ্ছে, কোন নীতি নাই। এবং সব ভেংগে গিয়েছে। কিন্তু এই যে ছেলেগুলি তাদের কি অপরাধ বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় যদি সরকার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চান তাহলে সেদিকে একটা লক্ষ্য রাখবেন। অনেক সময় বলা হয় নাম ধাম দিন—যদি এই রকম কিছু হয়ে থাকে— নাম ধাম আমরা দিতে পারি। কিন্তু লজ্জা কি করে না নাম ধামের কথা বলার আগে উনারা কি নাম ধাম জানেন না? নাম ধাম ছাড়াই চাকুরী দিয়েছেন, কোন ইনসপেকশান ছাড়াই চাকরী দিয়েছেন। তার বাড়ী ঘরের অবস্থা, তার পরিবারে আর কেউ চাকরী করে কি না সেই সব খবর ছাড়াই চাকরী দিয়েছেন। সুতরাং এই সব কথার কোন অর্থ হয় না। তাহলে যদি নাম ধাম না দিয়ে থাকে, যদি এই ভাবে বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আমি এই সরকারকে বলব একটু ভাল করে সার্ভে করুন চাকরীর উপর। এই ক'বছরে যে চাকরীগুলি দিয়েছেন ভাল ভাবে সার্ভে করে দেখুন কি ত্রুটি আপনারা করেছেন। এবং সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য অগ্রসর হউন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বন বিভাগ আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় বিভাগ। এবং ত্রিপুরার রিসোর্স বলতে বনজ সম্পদ একটা সম্পদ। তাকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে। কিন্তু তার ভিতর কতকগুলি সমস্যা আজ অনেক বছর যাবত চলে আসছে, সেইগুলি কোন কোন জায়গায় কিছু সংখ্যক লোক যারা কৃষি যোগ্য জমি অর্থাত করেই এর

ভিতরেই কৃষি যোগ্য জমি করে বা আবাদ করে অনেক দিন যাবদ বসবাস করে আসছে এবং সেখানে কাছাকাছি কোন ফরেষ্ট বিট নেই। এই সমস্ত জায়গাগুলি, আমরা লক্ষ্য করেছি, সার্ভে করেছি যে যারা জোতদার আছে তাদেরকে আটকে না রেখে তাদের জমি ছেড়ে দিলেই ফরেষ্ট এর মধ্যে যে গোলমাল জনসাধানের মধ্যে যেটা দেখা যায় সেটা অনেকটা থকেবে না। আর ভূমির উপরে তাদের একটা দায়িত্ব থাকবে এই চিন্তা থাকায় তারা জমির উপর উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হবেন। আমাদের ফরেষ্ট এর মধ্যে বহু জাগয়া এখনও খালি পড়ে আছে যেখানে এখনও কোন সম্পদ গড়ে ওঠেনি। সামগ্রিক ভাবে ফরেষ্টকে ভালো ভাবে সেটেলমেন্ট করে, যেখানে এই রকম বৃক্ষাদি সহজে হতে পারে। সেই রূপ আমরা লক্ষ্য করি যে ফলের চাষ আমাদের এই বাগানে গুলিতে খুব দুর্বল। ফলের চাষ যদি করা হয় তাহলে প্রত্যেকটি সিজেনে আমরা বিভিন্ন রকমের ফল দিতে পারি। ফলের চাষ যাতে আরও বৃদ্ধি করা যায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সেদিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সমন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলছি। আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আইনকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন আছে কিন্তু আইনের যেখানে ব্যতিক্রম হয় বা হতে চলছে সেখানে তো পুলিশকে শক্ত হাতে অগ্রসর হতে হবে। আজ প্রায় কয়েক মাস যাবত আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সহরে অনেক জায়গায় বিভিন্ন রকমের খুন, মারামারি, জবরদস্তি হয়ে গেছে এবং হতে চলেছে। কিন্তু এমন বহু কেস আছে তার আসামী এখনও খুজে পাওয়া যায়নি, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে আসামী ধরা হয়েছে এবং সংগে সংগে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যদি পুলিশ সেখানে শক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ না করে তাহলে এই যে বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তার অভাবে যে নিরাপত্তার অভাবে সহরের অনেক দিকের মানুষ প্রতিষ্ঠাতার আরও অবনতি হবে। আমি কোন কোন পুলিশ অফিসারের কাছে এই কথা শুনেছি যে এই সমস্ত বিশৃঙ্খার ব্যাপারে যদি আপনারা, আপনারা কাকে বলেছেন জানিনা, যদি প্রকৃতি ভাবে আমাদের ছেড়ে দেন তাহলে আমরা তিন দিনের মধ্যে এই সমস্ত উশৃঙ্খলাতা দমন করতে পারি। কিন্তু আমরা অনেক সময় হাতে পায়ে বাধা থাকি। জানিনা একথার কি অর্থ? আবার একথাও শুনেছি কোন কোন পুলিশ অফিসার বলেছেন যে আজকে চালের দাম ৩,০০, ৩-৫০, বা ৪ টাকার কাছাকাছি। একদিনে আমরা ২ টাকা থেকে ২-৫০ টাকার মধ্যে চালের কেজি আনতে পারি। কারণ, মজুতদারদের কাছে অন্যায়ভাবে মজুত অনেক চাল রয়ে গেছে এইগুলি হস্তক্ষেপ করতে গেলে আমাদের অসুবিধা আছে। এই যে কথাগুলি, এরপর সত্যি দুঃখ হয় কোথায় যেন কিসের একটা আধারের মধ্যে এই পুলিশ পড়ে আছে যার জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শান্তি আনায়ন করা যাচ্ছে না। আমি মনে করি এর উপর একটা সুষ্ঠ দৃষ্টি রাখা উচিত যাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে সুষ্ঠ ভাবে চালানোর জন্য এবং পুলিশের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এই সমস্ত কারসাজী যেন বাদ দেওয়া হয় এবং সেই দিক দিয়ে যেন সরকার সচেষ্ট থাকেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কৃষি প্রধান দেশে, কৃষির সংগে গরু অংগাংগি ভাবে জড়িত। কৃষি মন্ত্রী এবং পশুপালন মন্ত্রী, আমার মনে হয় অভিন্ন নয়, দুই জনের সংগে একটা যোগ সুত্র আছে এবং থাকারও দরকার। কারণ একজনকে ছেড়ে আর একজন হতে পারেন না। কারণ জমিতে চাষ করতে গেলে লাংগল দরকার এবং গরুরও দরকার। সুতরাং কৃষি

মন্ত্রী যদি বলেন যে আমার গরুর কোন দরকার নাই, আমার কৃষি এমনিতেই হবে তাহলে সেটা বৃথা। সুতরাং সেখানে গরুকে রক্ষা করতেই হবে। যদি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে চান সেখানে দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। সে দুধ দেবে কে? গাই। সুতরাং গরুর প্রয়োজন আছে। এইজন্য বলছি যে কৃষি এবং পশু পালন বিভাগ অংগা-অংগি ভাবে জড়িত। ওইদিন কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, আমাদেরও এটা আনন্দের কথা যে বিভিন্ন জায়গায় সুন্দর সুন্দর ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে কৃষিকে উন্নত করার জন্য। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পশুপালন মন্ত্রী তার সংগে সমঝোতা রেখে সুন্দর সুন্দর ড্রাইভ দিতে পেরেছেন কি না সেটা অনেক জায়গায় দেখে আমরা বিবেচনায় বুঝি না। কেন বুঝিনা? যেমন আমাদের ষ্টকম্যান সেন্টার দরকার, আমি এনিম্যাল হাসব্যাণ্ডারির ডিস্পেন্সারি দরকার সেই কথা বলছি। আর ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকেই অভিযোগ আসছে, এবং আসাই স্বাভাবিক। কারণ ত্রিপুরার ভৌগলিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায়, যদি আমি বুলি যে আগরতলায় সহরের কাছে একটা ডিস্পেন্সারি করে, ত্রিপুরা রাজ্যের ১০ মাইল এলাকা পর্যান্ত আমরা কভার করবো সেটা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় এই জন্য যে এক দিক দিয়ে চালচলের অসুবিধা আর এক দিক দিয়ে কৃষকের এরকম সময় নেই যে একটা গরু নিয়ে তিন দিনের পথ অতিক্রম করে সে আসে। সুতরাং স্থানে স্থানে এই কৃষকের জন্য পশুপালন ডিস্পেন্সারি করা প্রয়োজন। কোন কোন জায়গায় ডিসপেনসারী আছে, সেটা প্রজনন কেন্দ্র—সেখানে যখন গরু নিয়ে যায় তখন বলে ওটা ওষুধের জন্য নয়, ওটা প্রজনন কেন্দ্র। দেখিয়েছে ওষুধের জন্য, এখন বলে প্রজনন কেন্দ্র। তাহলে প্রজনন কেন্দ্র থেকে ওষুধের কেন্দ্র বেশী দরকার। যে প্রজনন চলছে এতে আমরা বেশী শক্তিশালী গাই পাবো এবং এরজন্য আমরা হয়তো আরো শক্তিশালী জায়গায় পৌছতে পারবো সুতরাং শক্তিশালী গরুর জন্য যে প্রজনন চলছে এটা মন্দ নয়। সুতরাং ওষুধ দিয়ে আমরা প্রজননটাকে আরও সুস্থ ভাবে এবং সুন্দর ভাবে রাখার জন্য ব্যবস্থা করুন এবং জায়গায় জায়গায় ষ্টকম্যান সেন্টার খুলুন।

আরেকট কথা, সেটা হোল ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে। ইণ্ডাস্ট্রী সম্বন্ধে দু মিনিট কথা বলে আমি শেষ করছি। ইণ্ডাস্ট্রী একটা ডিপার্টমেন্ট। এর অনেক আয়োজন ও খরচপত্র আছে, আইনও ভিতরে গেলে কম না। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রী কার জন্য? ইণ্ডাস্ট্রীর ব্যাপার, আমার মনে হয়, ভোরের মানুষ শিল্প কি জিনিষ আমরা কেউ জানিনা। আমরা যখন বলি শিল্প বিভাগের এটা ইণ্ডাষ্ট্রী। অনেক সময় আমরা শুনি শিল্প বিভাগ এই ঋণ দেয়। আরে, শিল্প বিভাগ কি? তারা জানে কি? তাহলে আমাদের এই ফ্রি প্রোসেসটা কি? এই যে ক্ষুদ্র শিল্প, এই ক্ষুদ্র শিল্পকে গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, গ্রামের মানুষের কাছে শিল্পের কথা পৌছে দেওয়ার জন্য বা শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করেছি। আমার মনে হয়, আমরা কোন ব্যবস্থাই এই পর্য্যন্ত নেই নি যে কারণে গ্রামের মানুষ ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে সচেষ্ট হয় অথবা এমন কোন ব্যবস্থা করি নি যার দ্বারা মানুষ উৎসাহিত হতে পারে। যে যে জিনিষের যেমন কাজ করে। যেমন তাঁতি তাঁতের কাজে অভ্যস্ত, সেখানে হয়তো শিল্প বিভাগ অনেক সময় কিছু কিছু সুতো প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁত শিল্প যেখানে হয় সেখানে গিয়ে কি

দেখেন যে সুতোর কি ক্রাইসিস? এভাবে করলে সেভাবে নয়, সেভাবে করলে এভাবে নয়, এই রকম একটা অবস্থা। তার মানে সুন্দর ভাবে বোনা হচ্ছে না। চাহিদা অনুসারে সুতো সরবরাহ অত্যন্ত কম এবং তাও যে দেওয়ার ব্যবস্থা তার মধ্যেও অনেক ভুলত্রুটি। যেখানে ইণ্ডাস্ট্রী নেই সেখানে আবার ইণ্ডাষ্ট্রীয়ার লোন। যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রি করার চেষ্টা হচ্ছে সেখানে কোন ব্যবস্থা নেই। তারা যাতে তাদের শিল্প গঠন করতে পারে, তার সুন্দর প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত হতে পারে নাই। সেখানে কর্মকার আছে, কুম্ভকার আছে, চর্মকার আছে। আমাদের দেশের মধ্যে হিন্দু সিষ্টেমটাই এইরকম যে আমরা ইণ্ডাস্ট্রী ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা করেছি। এটা একটা সামাজিক ব্যবসায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই ইণ্ডাস্ট্রীকে আমরা রক্ষা করতে পারছি না। আমাদের স্বাধীনতার যুগে, শিল্পের যুগে আমরা আমাদের সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারছি না। কারণ, তারা দারিদ্রের চাপে দিন দিন তাদের কর্মক্ষমতার দিক থেকে সরে যাচ্ছে, ফলে-তাদের কর্মক্ষমতা ভুলে যাচ্ছে। সেই যে ভুলে যাওয়া কর্মক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা সেটা আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেন্ট করছে না। ফলে কর্মকার, কুম্ভকার, অনেক বেকার। অনেক শিল্পী বেকার। আমি অনুরোধ করব, তারও একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। এই বলে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩০, ৩১ এবং ৩৭ এর আলোচনায় মাননীয় সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেছেন। সেই আলোচনার মধ্যে যে সমস্ত কথা তাঁরা বলেছেন আমি এর কিছু উত্তর দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নরেশ রায় মহাশয় বিজাভমুক্ত জায়গাতে যারা রয়েছে তাদের জন্য জমি ছেড়ে দিতে বলেছেন। সেটা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নয়। আমরা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এ ব্যাপারে প্রায় ৪১,০০০ একর জায়গা ছেড়ে দিয়েছি ভূমিহীনদের জন্য। তবে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টর ভূমিহীনদের জন্য জায়গা ভূমিহীন হিসাবে প্রস্তাব পেশ করা, প্রথম এস, ডি, ও, এবং এই ডিপার্টমেন্টের জায়গা ছাড়ার জন্য কতগুলি প্রসেস আছে, সেই প্রসেসের ভিতর ডিষ্ট্রিক্ট লেভেল কমিটি আছে এবং ষ্টেট লেভেল কমিটি আছে। ঐ কমিটিতে যে যে সাব-ডিভিশনের লোক সেই সাব-ডিভিশনের এস, ডি, ও,রা ঐ সমস্ত প্রস্তাব পাঠায়। যেখানে খাসের জায়গার অভাব আছে সেই ক্ষেত্রে এস, ডি, ও, যদি মনে করেন এখানে খাসের জায়গা নেই অথচ এখানে ল্যাণ্ডলেসদের জায়গা দেওয়ার প্রয়োজন আছে তখন তারা এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি ডিষ্ট্রীক্ট লেভেল কমিটি এবং ষ্টেট লেভেল কমিটিতে পাঠায়। এই কমিটিগুলিতে এস, ডি, ও, থাকে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের অফিসার থাকে এবং ফরেষ্ট অফিসার থাকে। এইভাবে যখন সুপারিশ আসে তখন আমরা জায়গা ছাড়ি। আর তা না হলে আমরা ছাড়তে পারি না।

বাজেটের সাধারণ আলোচনায় মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র লাল দাস মহাশয় কাগজ কলের ব্যাপারে কাঁচা মালের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন। ২৫০ টন পেপার মিলের জন্য পর্য্যাপ্ত কাচামাল আছে কিনা তা ভারত সরকারের প্রি-ইনভেষ্টমেন্ট সার্ভে অব

ফরেষ্ট রিসার্স সংগঠন, তার জরীপ ক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এখানে কাঁচামাল আছে। কাজেই কাগজ কল হতে পারে। সুবল বিশ্বাস এম, এল, এ, মহোদয় রাবার বাগান সম্পর্কে বলেছেন যে গাছগুলি একশ' বছরে ম্যাচুরড না হলে কাজে লাগে না। আমরা বাগান বাড়িয়ে চলেছি। তবে যে সমস্ত জায়গায় খুব খাড়া টিলা সেই সমস্ত জায়গায় রাবার গাছ হয় না। সেখানে সেগুন বা অন্যান যে গাছ আছে এইগুলি লাগাতে হয়। কাজেই রাবার বাগান যেখানে হয় সেটা সাধারণত একটু নীচু টিলা এবং সমতল টিলার মধ্যেই রাবার রোপন করা হয়। এই ব্যাপারে আমরা রাবার যে করা হয়েছে ১৫২৭ একর, সেই ১৯৬৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ৫২০ একর হয়েছিল, ১৯৭২ পর্য্যন্ত, ৭৩-৭৪ সালে ৭২০ একর, '৭৪-৭৫ এ ৩৩৫ একর এবং ৭৫-৭৬ এ ২০০ একর। এই ব্যাপারে ১৯২৭ একর রাবার আমরা করেছি এবং এখানে মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত বলেছিলেন যে আমরা খাসের জায়গার মধ্যে প্ল্যানটেশান করি। এটা ঠিক নয়। সাধারণত রিজার্ভ এবং প্রোপোজড রিজার্ভের মধ্যেই আমরা বন করি। যেখানে বাগানের কাছে জমি আছে সেই সমস্ত চাষের জমি থেকে একটু দূরে আমরা বাগান করি। জোতের জমিতে আমরা এই সমস্ত প্ল্যানটেশান করি না। ফরেষ্টের যে রিজার্ভড জায়গা আছে সেই জায়গার মধ্যে আমরা বাগান করি। তারপর তিনি বলছিলেন বনজ সম্পদ চোরাই পথে যায়, বনজ সম্পদ ত্রিপুরা থেকে বাংলা দেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালান দেবার বিষয়টা। সেই কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগে এসব ব্যবসা চালানো যায় না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা, এম, এল, এ, মহোদয় ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, রামপুরে একটা ভেটেরিনারী সেন্টার খোলা যায় কি না এবং নূতন বাজারে অতিরিক্ত ষ্টাফ দেওয়া যায় কি না। তবে রামপুরে একটা এই বৎসরে ভেটেরিনারী সেন্টার খোলার প্রস্তাব আছে এবং অতিরিক্ত ষ্টাফ নূতনবাজারে দেওয়ার বিষয়টা আমরা চিন্তা করে দেখছি। তারপর মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর দত্ত নলুয়া ভেটেরিনারী ডিসপেনসারী সম্পর্কে ভেটেরিনারী সার্জনের অনুপস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন। হ্যাঁ, কিছুকাল ছিল, সেজন্য ঐ ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বর্তমানে ঐ ডাক্তার ছুটিতে আছেন। বর্তমানে কম্পাউণ্ডারই সেখানে চার্জে আছে এবং উনি বলেছেন কম্পাউণ্ডারকে টাকা দিতে হয়। ডিস্পেনসারী থেকে দূরে গেলে টাকা দিতে হয় ঠিকই। তবে বেশী চার্জ করার ব্যাপারে কোন কম্প্ল্যান আমরা পাই নি। সেইরকম কম্প্ল্যান পেলে আমরা নিশ্চয়ই যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব। তারপর মাননীয় সদস্য অনন্তহরি জমাতিয়া ভেটেরিনারী সার্জন এবং ভি, এফ, এ'দের পে স্কেল সম্পর্কে বলেছেন। পে স্কেল সম্পর্কে ত্রিপুরাতে পে কমিশান হয়েছে এবং পে কমিশন আমাদের সামনে আছে, পে কমিশন এইগুলি বিবেচনা করে দেখবেন। তেলিয়ামুড়াতে ডেয়ারীর ব্যাপারে বলা হয়েছে। সেখানে ডেয়ারী মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এখন আমাদের ইলেক্ট্রিক পাওয়ারের অভাব, পাওয়ার পেলেই আমরা কাজ আরম্ভ করব। সেইজন্যই কাজ বিলম্ব হচ্ছে। গোপীনাথ ত্রিপুরা এম, এল, এ, মহোদয় বর্তমান বৎসরের মধ্যে একটা ভেটেরিনারী ডিস্পেনসারীর কথা বলেছেন উনার জায়গায়। তবে মহুতে ভেটেরিনারী ডিস্পেনসারীর একটা ইউনিট খোলার জন্য আমাদের প্রস্তাব রয়েছে। মাননীয় সদস্য গোপীনাথ ত্রিপুরা আমাদের আর একটা ব্যাপার

বলেছিলেন যে ধুমাছড়াতে একটা বন্য হাতী দু'জন মহিলাকে মেরেছে। সেই মৃত্যুর ব্যাপারে একটা কলিং এ্যাটেনশান এসেছিল এ্যাসেম্বলী আরম্ভ হওয়ার সময়ে। তখন এই সদস্য মহোদয় উপস্থিত ছিলেন না হয়ত। হয়তো সেটা ফল্‌স থ্রু হয়ে গিয়েছে। আর যেটা নাকি তদন্তের কথা আমি ফুলছড়ির একটা ব্যাপারে হাউসের সামনে বলেছিলাম, সেটা সাধারণতঃ এ্যাসুরেন্স কমিটি থেকে আমার কাছে যায়, কিন্তু এখন পর্যন্ত এ্যাসুরেন্স কমিটি, সেটা আমার কাছে পাঠায় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী: —স্যার, এ্যাসুরেন্স কমিটি কখন বসবে, তারপর উনাকে জানাবেন, তাত হয় না। মিনিষ্টার নিজেইত এই হাউসে এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন, এখন সেটা এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন, এখন সেটা এ্যাসুরেন্স কমিটির কাছ থেকে তাঁর কাছে যেতে হবে কেন?

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ:— বলছি, এইজন্য যে এ্যাসুরেন্স কমিটি থেকে সাধারণতঃ আমাদের কাছে কাগজ পাঠান এবং সেটা পাঠালেই আমরা দেখব। কাজেই আজকে এই যে ডিমাণ্ডগুলি আলোচিত হয়েছে এবং মাননীয় সদস্যরা তাদের আলোচনার মাধ্যমে যে সব কথা উৎথাপন করেছেন, সেই সমস্ত কথার আমি মোটামোটি জবাব দিয়েছি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যগণের কাছে অনুরোধ রাখছি, ডিমাণ্ডগুলি যাতে পাশ হয়, সেজন্য ডিমাণ্ডগুলিকে যেন সমর্থন করেন। আমিও এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেস করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় কতটা আছে আমি জানি না। আর কতটা সময় আমাকে দেওয়া হবে, তাও আমি বলতে পারছি না। তার কারণ হল, এটা বোধ হয় মাননীয় স্পীকারের উপর নির্ভর করে না। কারণ এখানে অভিযোগ হয়ে যাবে, তার উত্তর দেওয়ার সময় মন্ত্রীরা পাবে না, এই অবস্থাটা চলতে পারে না। সেজন্য এদিকে আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন যাতে অভিযোগগুলির জবাবটা ঠিকমত দেওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরও বিজেনেস আছে—ডিমাণ্ড প্রেস করতে হবে। তাতেও সময় লাগবে, কাট মোশান রয়েছে, তার উপর ভোটাভোটি হবে তাই আরও অনেক সময় দরকার। কাজেই ৭টার মধ্যে শেষ হবে কিনা, আমি জানি না। তবে যতটুকু সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে দিবেন, তার মধ্যেই যতটুকু সম্ভব আমি জবাব দেওয়ার চেষ্ট করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যতগুলি অভিযোগ এসেছে, তার সবগুলিই ভিত্তিহীন বলে আমি প্রথমেই বলে রাখছি। আর যদি আমার সময় থাকত, তাহলে আমি সেগুলির একটা করে জবাব দিতে পারতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ এটা একটা এ্যাসেম্বলী হাউস হিসাবে আমি দেখছি, এটাকে আমি কোর্ট বলে মনে করি না বা কোন পক্ষের উকিল হিসাবে আগুমেণ্ট করবার জন্যও এই এ্যাসেম্বলী নয়। কারণ এই হাউসের কতগুলি ডেকরাম আছে, কতগুলি নিয়ম আছে, সেগুলিকে অবজার্ভ করতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে কারো সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাইনা। আমাদের এখানে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা আজকে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন, আর সেই আলোচনার মধ্যে ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, বিশেষভাবে পুলিশ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। আর এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রী সম্পর্কিত যেটা, সেই সম্পর্কে কল্পানিং মিনিষ্টার যিনি, তিনি উত্তর দিয়েছেন। কাজেই আমি বিশেষভাবে অভিযোগ যেটা, সেটা আমার কাছে মনে হয় পুলিশ সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে আমি কোন এ্যাডভকেসী জন্য এখানে আসিনি। এখানে একটা কথা আমার মনে পড়ছে, খুব বিখ্যাত লোক, ব্যারিষ্টার, তিনি কোর্টে দাঁড়িয়ে যখন আগুমেণ্ট করছিলেন, বোধ হয় ডিফেন্স নিয়ে, আগুমেণ্ট করার সময় দেখা গেল, তার আগুমেণ্টটা প্রতিপক্ষের ফেভারে গেল। তখন তার যারা এ্যাসিসটেণ্ট ছিলেন তাকে বার বার ঠেলা দিচ্ছেন এবং বলছেন আরে আপনি এটা কি বলছেন, এটা ত

প্রসিকিউশানের কথা, এটা ত ডিফেন্সের কথা হয়। তিনি তখন কি অবস্থায় ছিলেন, আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এত গা টিপাটিপির পরেও উনি তার প্রসিকিউশানের সাইডে বলতে লাগলেন। তারপর একটা কাগজে লিখে তাকে দেখানো হল, তিনি সেই কাগজের দিকে চেয়ে মাননীয় কোর্টের কাছে বললেন, স্যার, এতক্ষণ আমি যা বললাম প্রসিকিউশান সাইড থেকে যা যা বলার, সেগুলিই আমি বলেছি, এর বাইরে কোন কথা থাকতে পারে না। এখন আমি যে পক্ষের উকিল হয়ে এসেছি, বা যে পক্ষের ব্যারিষ্টার হয়ে দাঁড়িয়েছি তার কথাই আমি বলব। এভাবে আর্গুমেন্টটা চলছিল, স্যার। এখানেও আলোচনার মধ্য দিয়ে আমার মনে হয় যখন আমরা শুনছিলাম যে এখানকার লোক্যাল অফিসারদের নাম করে বলা হয়েছে, এবং এটা এই হাউসের রীতিসম্মত কিনা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে অফিসারদের কথা বলা হয়েছে, তাদের এখানে কোন রকম কথা বলার অধিকার নাই। সাধারণতঃ আমরা জানি এ্যাসেম্বলীতে এসে যাদের বলার অধিকার থাকে না, তাদের সম্পর্কে নাম করে বলা যায় না। তবুও এখানে নাম করে বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এই হাউসের রীতিসম্মত কিনা, এই বিচার আমাদের নয়, এই বিচার মাননীয় অধ্যক্ষের, তিনিই এই ব্যাপারে বিচার করবেন, যখন তিনি সেটা এ্যালাও করেছেন। আমি এখানে নাম করে বলতে চাই না। কোন কোন অফিসার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কেন তাদেরকে আই, পি, এস, করা হল না? তাদেরকে আই, পি, এস, করা হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরমূহুর্ত্তে যে আর্গুমেন্ট হচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে তাদের করাপশানের জন্য আর থাকা যাচ্ছে না, ভীষণ অবস্থা ভীষণ করাপশান! কাজেই ঐ গল্পটা মনে পড়ে গেল। এখন কোনটা বক্তব্য আর কোনটা বক্তব্য নয় সেটা যদি আগাম বুঝতে পারতাম তাহলে হয়ত জবাবটা আমি ঠিক মত দিতে পারতাম এর মধ্যেও কিছু বের করে নিতে হয়েছে যে কোন কথাটা বলতে চাইছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিচারক আপনি, আমি এখানে এ্যাডভোকেটী করতে আসিনি। তবে আমি বলতে এসেছি এই কথা যে ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব হিসাবে—যে সমস্ত অভিযোগ অফিসারদের সম্পর্কে যা আছে সেই সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টের মুখ্য হিসাবে আমি গ্রহণ করে নিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে চেলেঞ্জ হতে পারে, আমি চেলেঞ্জে যাচ্ছি না। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করতে চাই এই কথা যে যদি এখানকার ইনকোয়ারীর উপর ভরসা কারও না থাকে তাহলে আরও ইনকোয়ারীর ব্যবস্থা আছে। এবং আমি যতটুকু জানি বহু জায়গায় অনেকেই বহু কমপ্লেন করেছেন এবং এই সব সম্পর্কে, এই যতগুলি কমপ্লেন হয়েছে সবগুলিই গিয়েছে। এখন ইনকোয়ারী হয়েছে কি না হয়েছে সেই কথা আমি বলতে পারব না। কারণ ওরা কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কোন কোন লোক কোথায় গিয়েছেন—আমাদের মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও কেহ কেহ গিয়েছেন কিনা তাও আমি বলতে পারছি না। তবে এই সম্পর্কিত ব্যাপারে ইনকোয়ারীর জন্য বিভিন্ন আরও হায়ারে যারা আছেন—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু আমরা পার্টিতে আছি, আমি পার্টি হিসাবেও বলতে পারি, কংগ্রেসের একজন রুলিং পার্টি হিসাবে এখানে দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারি এই কথা যে—আমার কথাগুলি রুলিং পার্টি হিসাবে, পার্টি হিসাবে কতগুলি প্রসিডিউর আছে। সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী ঠিক এই কমপ্লেনগুলি গিয়েছে। খুব সম্ভবত আমি যতটুকু জানি তার প্রতিটির ইনকোয়ারী হয়েছে। কি রিপোর্ট হয়েছে না হয়েছে তার অবশ্য আমি বলতে পারছি না এবং আমি জানি না তার রায় কি হয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে জবাবদিহি করতে পারছি না এই মূহুর্ত্তে। কারণ হায়ার লেভেলে যখন একটা জিনিষ চলে যায় অন্ততঃ রুলিং পার্টিরও কিছু ডিসিপ্লিন আছে বলে আমি মনে করি। এবং সেই ডিসিপ্লিন আছে বলেই আমি এই কথাটা বলছি একটা রুলিং পার্টি হিসাবে। রুলিং পার্টির যে কোন কাজই হউক তার ডিসিপ্লিন আছে, লোকেল ইউনিট আছে,

তার উপরে আবার আর একটা থাকে তার উপরেও থাকে তেমনি করে তার কোন একটা জায়গায় যখন প্রতিকার থাকে না তখন এটার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে তখন যে পথ যার অবলম্বন করা উচিত তারা তা করতে পারেন। যদি তার প্রতিকার না হয়। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি এর অনেকগুলি—কাগজ কল, পাটকল, এই সম্পর্কে বহুবার বহু কথা বলা হয়েছে। যদিও আমার কাছে এ ব্যাপারে—আমার কাছে লিখিত ভাবে এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ আসেনি। তথাপি আমি জানি অনেক উপর লেভেলে পড়ে এই কম্‌প্লেন হয়েছে। এবং কম্‌প্লেনের কি ইনকোয়ারী হয়েছে কি হয়নি সেই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে পারি অন্ততঃ যেহেতু রুলিং পার্টি—যেহেতু পার্টি মানি আমি জানি যে পার্টির ডিসিপ্লিনের মধ্যে কারও সম্পর্কে কোন কম্‌প্লেন গেলে সেটার ইনকোয়ারী হয়ে থাকে এবং তার ইনকোয়ারী হয়েছে। ইনকোয়ারী হওয়ার পর কি হয়েছে না হয়েছে আমি সেই কথা এখন বলতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিসিপ্লিন মানি বলেই—রুলিং পার্টি হিসাবে আমি তার অপেক্ষা করে আছি। যদি বিচার ওখান থেকে আসে তাহলে মাথা পেতে নেব। আর যদি এখানে কোন প্রশ্ন তোলা হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, করাপশান সম্পর্কে তাহলে অন্যদিকেও পথ খোলা রয়েছে, আমি চেলেঞ্জ করার জন্য বলছি না। আমি বলছি মাননীয় সদস্যদের পার্টি হিসাবে না হউক—যে কোন মাননীয় সদস্য হিসাবে তার অভিযোগ করার বিভিন্ন জায়গা রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে সব অভিযোগ করা হয়েছে আমি এখনও বলছি সব ভিত্তিহীন, তার কোন ভিত্তি নাই। আর যেখানে এপিল করা হয়েছে এই সব ইনকোয়ারী করার জন্য সেই ইনকোয়ারীর যদি কোন রিপোর্ট বের হয় তাহলে আমি জানি তার বিচার কি হবে। এবং সেই বিচারের অপেক্ষায় আমি আছি। আর যাদের প্রতি এই কথাগুলি এসেছে—সেই মানুষ তাদের কাছেও আমরা জবাবদিহি করতে পারব এই বিশ্বাস রেখেই আমি কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখিনি কিন্তু আমি শুনেছি, সব কথাই আমি শুনেছি কি বলেছেন না বলেছে। কিছু কাগজের কথা।

জি, ডির কাগজ—শুনেছি আমার কানে এসেচে সেইসব কথা। পেড়োন যায়,

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আইনজ্ঞ লোক নই, আইনের ধারা আমার খুব বেশী জানা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মধ্যে কোন কোন মাননীয় সদস্য হয়ত আইন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত আইনজীবিও রয়েছেন এটা রুলিং পার্টির গৌরবের বিষয় এবং তারা আইন থেকে কোট করতে পারেন। আমার যতটুকু জানা আছে জি, ডি,র এন্‌টি টি, আর, পি,র মতে ৫ বছর পরে পুড়িয়ে ফেলা যায়। কোথাকার কাগজ কোথায় পুড়িয়ে ফেলা হল আর সেই পুড়িয়ে ফেলা কাগজ, কি কাগজ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে সেই কাগজ এনে যদি সো করান হয় এসেম্বলীতে—তাই যদি অভিযোগ হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব ৫ বছর আগেকার অথবা ৫ বছর পরের কথা এর মধ্যেকার। আমি জানি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা পি, আর, বি. তে রয়েছে—ধারার উল্লেখ করতে চান আমি ধারা উল্লেখ করতে পারি যদিও আমি আইনজ্ঞ নই—হয়ত আমাদের প্রখ্যাত আইনজীবিদের মত করে আমি আর্গুমেন্ট করতে পারব না, তথাপি আমার কমনসেন্‌স থেকে আমি যতটুকু জানি আমি সেই কথাই বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জুট মিল, জুট মিলের টাকা ধরা হয়নি।

এই সম্পর্কে আজকেও প্রশ্ন হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কারও বিরুদ্ধে ক্যারেক্টার এসেসাইনেশানের কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি বলতে পারি—কিন্তু আমাদের রুলিং পার্টি'র মাননীয় সদস্যদের সম্পর্কে আমার এমন ধারণা নয় যেহেতু আমি তার লিডার। কৃষ্ণদাস বাবুর কথা বলা হয়েছে—তার চা বাগানের কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জায়গা কবে পাওয়া গিয়াছে আর কবে জুট মিলের জায়গা ঠিক হয়েছে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মারফত যারা অভিযোগ করেছেন তাদের সেই ফাইল দেখাতে আমি পারি। এই কথা আজকে বলছি না, এখানে যখন মাননীয় অপজিশান লিডার ছিলেন তাকেও বলেছিমাম যে অভিযোগ করার আগে কাগজ দেখে নিতে পারেন, আমি ফাইল দেখাতে রাজী আছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি এটা নীতি হয়ে থাকে যে একটা অসত্যকে বার বার বলে মানুষের মনের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে হবে তাহলে সেই পথ রুলিং পার্টি'র পথ কি না আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না যে আমাদের মাননীয় সদস্যদের কেউ সেই অসত্য ভাষণ বার বার করে যাবেন যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা যায়, এটা আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না বলেই আমি আজকে এই কথাগুলি বললাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি নিজেও জানেন যে কারও সম্বন্ধে যদি কোন অভিযোগ আসে, তদন্ত যদি করানো না হয় তাহলেও অভিযোগ হবে। তদন্ত করলেও অভিযোগ আসবে, পুলিশ অত্যাচার করছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় কোন সদস্য বলেছেন তাঁর বাড়ীর ঘরের মধ্যে পুলিশ ঢুকেছে কিংবা এ, এস, আই বা এস, আই ঢুকেছে এরকম ধরণের কথা উঠেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সে সম্পর্কে বেশী আলোচনা করতে চাই না। আমি যতটুকু জানি একটা গাড়ী সেই বাড়ীতে, বাড়ীর বাইরে গ্যারেজের মধ্যে থাকতো। রিপোর্ট হয়েছে যে গাড়ীর মধ্যে ফরেন পার্টস আছে এবং সেখানে বাড়ীর মালিক মিঃ. দাবী করেন কোন মাননীয় সদস্য কি না আমি বলতে পারবো না, তাঁকে [illegible]রে হয়েছে যে—গাড়ীটি আপনার কি না।—ডেকে দিন ড্রাইভারকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতটুকু জানা আছে গাড়ীর মালীক এবং বাড়ার মালীক এক নয়। কিন্তু বাড়ীর মালীক যিনি বলেন তার বাড়ীতে গ্যারেজটা ছিল এবং সেই গ্যারেজে গাড়ীটি রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার।

মিঃ স্পীকার :— বলুন, আপনি আপনার পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ ঃ— উনি ষ্টেটমেন্ট করেছেন। আমি ষ্টেটমেন্ট করেছি, আমার বাড়ীতে গাড়ী কোথায় ছিল। উনি রেস্পনসিবিলিটি নিয়ে ষ্টেটমেন্ট করুন তাহলে আমি এক্ষুনি বিধানসভা সদস্য পদ প্রত্যাহার করবো। উনি যদি প্রমাণ করতে পারেন, উনি বলেছেন আমার বাড়াতে গাড়ী ছিল উনি সিন্ধার লিষ্ট-এ পুলিশের কেস দেখে বলুক। আমি এই জায়গায় পদত্যাগ করে যাব। উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন এখানে দাঁড়িয়ে।

Mr. Speaker :— This is not a point cf order.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উনাকে তাহলে বলুন অসত্য ভাষণকে প্রত্যাহার করার জন্য।

Mr. Speaker :— Please listen to me, this is not a point of order. But you can speak your personal explanation.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বলার উদ্দেশ্য তা নয়। রিপোর্ট যেটা হয়েছে ওই গ্যারেজে থাকতো —

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উনি অসত্য ভাষণ দিচ্ছেন স্যার। রিপোর্ট-এ তা হয় নি, আমি যে গাড়ীর মালিকের পক্ষে। আমি এক্সপ্লেন করেছি স্যার।

Mr. Speaker :— Please do not interrupt the Chief Minister.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— পয়েন্ট অব অর্ডারে এরকম বললে, স্যার, আমি এরকম পয়েন্ট অব অর্ডার তুলবো। আমার কথা শুনুন স্যার। আমি পয়েন্ট অব অর্ডার এই কারণে তুলছি, উনি যদি কোন ডকুমেন্টের উপরবেস করে যদি স্টেটমেন্ট দিয়ে থাকেন তাহলে সেই ডকুমেন্ট আপনার এবং মাননীয় সদস্যদের সামনে প্রডিউস করুন। আমি এক্ষুনি এখান থেকে রেজিগনেশান দেব। দেয়ার সুড বি এ সিস্টেম।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— যদি মুখ্যমন্ত্রী যদি এরকম বলেন তাহলে দ্যাট পেপারস সুড বি প্লেসড বিফোর ইউ।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি একজন কংগ্রেস সদস্য, আমি দলের সদস্য, উনি আমার নেতা, আমি ওনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। আমার জন্য কংগ্রেসের ইমেজ নষ্ট হোক সেটা আমি চাই না। উনি সেটা বলুক কোথায় কোন কাগজে পেয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— আপনি যেটা বলেছেন সেটার এক্সপ্রেশান লিখিতভাবে কালকে আপনি দিন, আমি তাহলে এ বিষয়ে চীফ মিনিষ্টারকে বলতে পারবো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— নো স্যার—হবে না স্যার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— হোয়াট ইজ দা রুল ? যদি কোন ষ্টেটমেন্ট এই হাউসে কোন মেম্বার সম্বন্ধে দেওয়া হয়, কোন মামলা টামলার ব্যাপারে বা গাড়ী টাড়ির ব্যাপারে এই সব ক্ষেত্রে যদি মেম্বার সম্বন্ধে বলা হয় তাহলে দোস পেপারস সুড বি প্লেসড বিফোর দা হাউস। আমরা সে পেপার দেখবো এবং প্রয়োজন হলে এই হাউসই সেই মেম্বার-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— উনার পারসোন্যাল এক্সপ্লেনেশান লিখিতভাবে প্রিসাইডিং অফিসারকে দিতে পারেন। তারপরে আমি এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে তার বক্তব্য রাখতে বলবো।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— তাহলে আমার এক্সপ্লেনেশান পাওয়ার পর উনার বক্তব্য রাখতে বলবেন, এইতো বললেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আপনি যে বিষয়ে বললেন সেই বিষয়টি লিখিতভাবে আপনি প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— তাহলে স্যার, আপনি অসত্য ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। আমি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছি, চীফ মিনিষ্টার কিছু বলবেন। উনাকে তাহলে অসত্য ভাষণ পরিবেশন করার সুযোগ আপনি দিচ্ছেন এটাই আমাকে ধরে নিতে হবে—১ নং—

মিঃ স্পীকার :— আপনি আগে থেকেই ধরে নিয়েই কথা বলছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— ইউ আর এলাউইং। আমি সেটা চ্যালেঞ্জ করেছি।

Mr. Speaker :— Please wait & see, what I am allowing or not. আমার বক্তব্য আপনি প্রডিউস করে কথা বলছেন।

Shri Samir Ranjan Barman :—Thank you Sir, I am extremely sorry. আমার ভুল স্বীকার করলাম স্যার। তাহলে বক্তব্যটাকে উইথড্র করতে বলুন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে এখানে আমি কোন মাননীয় সদস্য-এর নাম উল্লেখ করিনি। মাননীয় সদস্য নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে গেলেন কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— কারণ এই প্রশ্ন স্যার, আমি তুলেছিলাম, এবং প্রশ্ন হাউসের অন্য কোন মেম্বার প্রোপাগেট করে নি। আমি তুলেছিলাম, আমিই বলেছি, আমি পুলিশের বিরুদ্ধে এলিগেশান এনেছি। আমাকে তাহলে আরও একসেসিভ হতে হচ্ছে স্যার। পারটি মিটিং-এ সমস্ত সদস্য-এর সামনে—

মিঃ স্পীকার ঃ— ডোন্ট ব্রিং এনি পারটি মিটিং হেয়ার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— চীফ মিনিস্টার বলেছেন যে ওর বাড়াতে পুলিশ গেছে, দারোগা গেছে, চীফ মিনিষ্টার যদি তা নিজেই বুঝতেন, নাম না বললেও বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ ওর বাড়ীতেই গেছে—আমার বাড়ীতে তো যায় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কথা বলতে চেয়েছি আমি জানি না কোথায় ভুল হয়েছে। আমি বলতে চেয়েছি সেই বাড়ীর মালীক বলে যিনি দাবী করেন তার বাড়ীর সামনে একটা গ্যারেজ আছে। রিপোর্ট হয়েছে যে গাড়ীটা খোঁজ করা হয়েছিল (কিংবা একটা জীপ) সেটা ওর বাড়ীতে ওই গ্যারেজ থেকে—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ : – আমি আবার পয়েন্ট অব অর্ডার তুললাম স্যার। এ রকম কোন রিপোর্ট কোথাও নেই। আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এরকম যদি কোন রিপোর্টও থেকে থাকে, তাহলে আমি পদত্যাগ করবো। এক্ষুনি পদত্যাগ করবো। উনাকে সেটা প্রোডিউস করতে বলুন। এ রকম কোন রিপোর্ট কোথাও নেই। আমি উনাকে আবার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— তাহলে স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে কথা বলবেন, তিনি সেই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন যে ষ্টেটমেন্ট করেছেন বা যে বক্তব্য রেখেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে। আর যে সম্পর্কে তার নিজেরও সন্দেহ আছে সেই সম্পর্কে বলা ঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। আর দুই নং কথা হচ্ছে কোন মেম্বার সম্বন্ধে কোন বক্তব্য কোন সদস্য বা মন্ত্রী কোন মন্ত্রী যদি এই হাউসে করেন তাহলে সেই সদস্য-এর একটা রাইট আছে সেই সম্পর্কে রিপ্লাই দেওয়ার।

স্যার, কাজেই আমার মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীর যে কথা সম্পর্কে তার নিজেরই সন্দেহ আছে, এটা আমার মনে হয় প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া দরকার।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— জানেন, কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সেই কাগজ পড়ে শোনান এবং সেই কাগজ হাউসের সামনে রাখা হোক।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— যেটা বললেন এটা ঠিক নয়, যদি উনি তার ষ্টেটমেন্ট আস্ক করে যান সেটা যদি কন্টিনিউয়িং হয় সেটা দেবেন বলেছেন। তারপরেও যদি ঘটনার মধ্যে যদি কিছু থাকে সেটা হাউসও বিবেচনা করতে পারেন, বা পরবর্ত্তী পর্য্যায়েও সেটা বলতে পারেন। দ্যাট ইজ দা ইউজুয়েল প্রসিডিউর।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— দ্যাট ইজ দা প্রসিডিউর। এটা তো স্পেসিফিক কেস, সেই কেসের কাগজ পত্র এখানে রাখা হোক। সেই কাগজ পত্র দেখে উনি বলে যান। আমরা সেই কাগজ পত্র ইনসপেকশান করতে চাই। উই লাইক টু সি দ্যাট পেপারস।

মিঃ স্পীকার :— কিন্তু কাগজ পত্র নিয়ে—

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— না, না। তাহলে তিনি বললেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ওনার সন্দেহ আছে। এ কথার জবাবে কিন্তু সমীর বাবু স্পেসিফেলী বলেছেন যে ওনার বাড়ীতে পুলিশ গেছে—আমার বাড়ীতে তো পুলিশ যায় নি। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ সমীর বাবুর বিষয়। সমীর বাবু বলেছেন কেস আছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ওর সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, ওর বাড়ীর ভিতরে গ্যারেজ, ঐ গ্যারেজে গাড়ী আছে। যদি সেই সময়ে ওর বাড়ীতে গাড়ী থাকে তাহলে নিশ্চয়ই উনি দোষী। আমি তাকে দোষী সাব্যস্ত করছি।

(ভয়েস)

মিঃ স্পীকার :— I like to hear from the Hon'ble member Shri T. M. Dasgupta. আগে উনার কথা শুনে নিই, তারপর আপনি বলবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— উনারা যতটা বললেন তাতে আমি যতটা বুঝেছি, পার্লামেন্টারী প্রসিডিওর হচ্ছে, উনি একটা অভিযোগ করেছেন, তার একটা উত্তর ধৈর্য্য ধরে উত্তরটা শুনুন, উনার একটা বক্তব্য থাকলে পরবর্তী পর্য্যায়ে তিনি সেটা বলবেন। যদি তার উপর কোন ইনকোয়ারী করার থাকে হাউস শান্ত মনে সেটা বিবেচনা করবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সমীর বাবু বলেছেন তাঁর বাড়ীতে পুলিশ গিয়েছে। আমার বাড়ীতে পুলিশ যায় নি। সমীর বাবু বলেছেন একটা কেস আছে এই সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী আমার সম্পর্কে যে সব কথা বলছেন যে আমার বাড়ীর ভেতরে গ্যারেজ আছে, যদি তা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই দোষী, আমি তাকে দোষী সাব্যস্ত করছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— উনারা যেটা বললেন, আমি যেটুকু বুঝি যে পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে আছে যে উনি একটা অভিযোগ করেছে, তার একটা উত্তর দেওয়া হয়েছে, উত্তরটা শুনুন। যদি উনার বক্তব্য থাকে পরবর্তী পর্যায়ে সেটা বলবেন। তার উপর যদি কোন এনকোয়ারী করার থাকে হাউস শান্ত মনে সেটা শুনবে।

(নো, নো, চীৎকার)

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী তড়িতবাবু যা বললেন এটা ঠিক নয়। কোন মিনিষ্টার যদি কোন বোনাফায়েড মিষ্টেক করে ইন মেকিং এ ষ্টেটমেন্ট দ্যাট মিনিষ্টার হ্যাজ রাইট টু রেকটিফাই ইট।

মিঃ স্পীকার :— সেটা বোনাফায়েড কিনা আমি জানি না। বোনাফায়েড মিষ্টেক নয়। উনি বলতে পারেন না, সত্যি কি মিথ্যা। (ইন্টারাপশান)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাউস উত্তপ্ত হচ্ছে কেন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সত্যি কি মিথ্যে আমি জানি না। তাহলে তিনি বলছেন কি করে? উনি বলতে চাইছেন, ওর বাড়ীর ভিতর গ্যারেজ আছে। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে হী ইজ গিল্টি। সেই সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র এখানে আমি চাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে একটু বলার দরকার এই জন্য, আমি কোন গাড়ীর নাম্বার বলিনি। একটা গাড়ী, টি, আর, এ, ১৩৫৮, ভেহিকেল নাম্বার। এই গাড়ী সম্পর্কে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। রিপোর্ট রয়েছে যে এই গাড়ীতে ফরেন পার্টস্ রয়েছে। যদি একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন ইনফরমেশান আসে তাহলে সেই ইনফরমেশনেরব জন্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করতে পারে। এটা নরম্যাল কোর্সে হয় এবং সেইভাবে যদি কোন গাড়ীর মালিকের বাড়ীতে যায় তাহলে তদন্তকারীর অপরাধ হয়ে গেল? আমি এই কথা বলিনি, আমি বলেছি তার বাড়ীতে গাড়ীটা আছে কি নেই এটা সত্যি কি মিথ্যে এমন একটা ইনফরমেশনের উপর এরা গেছে এবং সেখানে আমার কাছে যতটুকু রয়েছে তিনি যেহেতু অভিযোগ করেছেন তার বাড়ী বলে, আমি কোন মাননীয় সদস্যের উপর কোয়েশ্চেন আনতে চাইছিলাম না, যাই হোক যতটুকু আমি রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখা যায় ওকে ডেকে বলা হয়েছে যে ঐ গাড়ীটা আপনি থানায় পাঠিয়ে দেবেন। এখন সেই গাড়ীটা গ্যারেজে ছিল কি ছিল না, গ্যারেজে আছে এমন একটা ইনফরমেশান নিশ্চয়ই পেয়েছে। সেখানে যদি গাড়ী না থেকে থাকে তাহলে তো সেরেই গেল। গাড়ীটির নাম্বার ছিল ১৩৫৮। গাড়ীর মালিক কে তাও আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইভাবে উনি বলেছেন যে এই গাড়ীটা ড্রাইভারের নামে। ড্রাইভার এর মালিক। তারপর বোধ হয় থানায় নেওয়া হয়েছে এবং এটাতে ফরেন পার্টস আছে কি, না আছে এটা কেসের ব্যাপার চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার জানা নাই তার বাড়ীর ভেতর ঢুকে কোনরকম অসম্মান করা হয়েছে, এইরকম কোন খবর আমার জানা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তেজনার কারণ কি ঘটল হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম না। ১৩৫৮-এর সংগে কি সম্পর্ক মাননীয় সদস্যের সেটা আমি জানি না। সেখানে গাড়ীর ড্রাইভার যে মালিক সেই ড্রাইভার কোথায় রেখেছে এটা তদন্তের ব্যাপারে নয়। গাড়ী কোথায় থাকত, কে ব্যবহার করত সেই সমস্ত জিনিষ তদন্তে প্রকাশ পাবে। আর এটা যখন কোর্টের ব্যাপারে রয়েছে এটা সাব-জুডিস। কাজেই এই সম্পর্কে আমি বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই না। আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম যে একটা ইনফরমেশান পেয়ে তারা গিয়েছিল। এইরকম নাম্বারের একটা গাড়ী খোঁজ করা হচ্ছিল যেটার মধ্যে নাকি ফরেন পার্টস আছে। সেই গাড়ীর খোঁজ করতে করতে ওরা হয়ত সেই বাড়ীতে যেতে পারে। এখন মাননীয় সদস্য হঠাৎ কেন এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন আমি বুঝতে পারলাম না। মাননীয় সদস্য আমার ষ্টেটমেন্টটা পড়তে পর্য্যন্ত দিলেন না—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আগে বলেছিলেন যা আমাদের খুব একটা উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল, সেটা এখন উনি যেভাবে বলেছিলেন তা'তে আমি দেখছি আমার ঘরে পুলিশ যেতে পারে, অসুবিধা নাই। কিন্তু আগে যেভাবে বলেছিলেন তাতে কিন্তু অসুবিধা ছিল। হয়ত আগে যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি উনি প্রত্যাহার করে এখানে বলছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমার কথাটা শেষ করতে পারলে, আগের কথাটার সংগে কিভাবে সামঞ্জস্য করে বলচি সেটা ওরা বুঝতে পারতেন। যেমনভাবে অনেক মাননীয় সদস্যরা এই হাউসেও একটা চিঠির হয়ত একটা অংশ পড়লেন, বাকীটা কি আছে সেটা দেখালেন না। কাজেই একটা ষ্টেটমেণ্টে সাবজেক্টা না জেনে শুনে একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লে, সেটা না করে যদি সাবজেক্টা বলা যায় তাহলে দেখছি আমি যে ষ্টেটমেণ্ট করেছি সেটা ঠিকই

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হোয়েদার ইট ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি রিপ্লাই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, হাউস আধ ঘণ্টার মধ্যে একষ্টেণ্ড করা হয়েছিল সেটা শেষ হয়ে গেছে। যদি হাউস চান তাহলে আরও আধ ঘণ্টা একষ্টেণ্ড করা যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বক্তব্য শেষ করতে পারবেন?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, হাউস একষ্টেণ্ড করতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আমাকে পাঁচ মিনিটের টাইম দিতে হবে। এখানে মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন তা অসত্য।

মিঃ স্পীকার :— আপনি পরে ষ্টেটমেন্ট দেবেন। আফটার হি হ্যাজ ফিনিশড হিজ স্পীচ। তাহলে আধ ঘন্টা থেকে বেশী সময় আমাদের একষ্টেণ্ড করতে হল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি যতটুকু হাউসের ব্যাপারে দেখছি, কালকে যেটা আলাপ আলোচনা হয়েছে, আজকে আবার সেই কথাটাই উত্থাপন করা হয়েছে। এভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে আজকের কথাটাও কালকে আবার উঠতে পারে, কাজেই এজন্যই ত আবার টাইম চাওয়ার দরকার আছে। আর আমার উত্তরের জন্য হাউস এ্যাডজোর্ন করতে কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে আমি আর বেশী সময় নিতে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য আমি সবগুলি অভিযোগকে আগেও অস্বীকার করছি, এখনও করছি। আর যদি আপনি হাউস এ্যাক্‌ষ্টেণ্ড করেন, তাহলে আমি আরও দুই একটি কথা বলতে পারি।

Mr. Speaker :— Hon'ble member, sense of the House is that the duration of the House is extended.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমাদের তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই রকম বলেন যে যা যা বলা হয়েছে, সবই অসত্য, তাহলে ত ঠিক বলা হল না। উনি ত পয়েন্ট টু পয়েন্ট উত্তর দিবেন। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি যে আজকে না হয়, কালকে করুন, সব কাগজপত্র বা ফাইল ইত্যাদি দেখে শুনে যে সমস্ত অভিযোগ এখানে করা হয়েছে, সেগুলির উত্তর দিন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অভিযোগ হয়েছে আমাদের এখানকার যারা অফিসার্স আছেন, তাদের কয়েকটা নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন—মেহতা, বোরা আরও কারো কারো নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার সম্পর্কে আমি

ফাইল দেখাতেও পারি, যদি মাননীয় সদস্যরা দেখতে চান। তারা ইচ্ছা করেই এই সব বলতে চাইছেন, কিন্তু কোন প্রশ্নই এই সংগে নাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা হাউসের সামনে বার বার বলেছি এই কথা যে আমাদের এখানে আমরা চাই যে আমাদের এখানকার লোক যারা আছেন, যারা অফিসার আছেন, তাদের আই, এ, এস, আই, পি, এস, এই সব ক্যাডারগুলিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বোধ হয় প্রথম চেষ্টা হচ্ছে যে ক্যাডার সীষ্টেম করে আমাদের অফিসারদের কিম্বা আমাদের ছেলেদের সুযোগ দেওয়ার, যাতে তারা আই, এ, এস, হতে পারে, কারণ এই সব দিক দিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। তাদের জন্য রুলিং পার্টি আমরা সবাই দায়ী, ব্যক্তিগতভাবে আমি কাউকে দায়ী করছি না, দায়িত্বটা আমি নিয়েছি এই কারণে রুলিং পার্টির নেতা হিসাবে। আর ২৫ বছরের কথা যদি উল্লেখ করা হয় তাহলে রুলিং পার্টি' হিসাবে ২৫ বছরের দায়িত্বও আমাদের। কিন্তু আজকে আমরা আসার পর ক্যাডার সীষ্টেম করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আই, এ, এসের মধ্যে আমাদের যারা পাওয়ার উপযুক্ত, তাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আই, পি, এস,টাও ঠিক হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে টি, সি, এস টি, পি, এস এই ক্যাডারগুলি যেটাতে সীষ্টেম ছিল না, সেই সীষ্টেমটা চালু করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় ৩ বছরকে একটা বিরাট সময় বলে ধরে নিতে পারেন, হ্যাঁ, সময় হিসাবে ৩ বছরটা সত্য কথা। কিন্তু ২৫ বছরের তুলনায় ৩ বছরটা বোধ হয় খুব বেশী কিছু নয়। আর সমস্ত জিনিষগুলিকে একটা সীষ্টেমের মধ্যে আনতে গেলে কিছু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কারণ এটার মধ্যে অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করার দরকার হয়ে পড়ে। এখানে কারো নাম ধরে আমি কথাটা বলতে চাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সব অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের সংগে আমরা আমাদের ছেলেদের বাদ দিতে চাইনি, আমরা চাই আমাদের ছেলেরা যারা আছে তারাও প্রপার জায়গাতে একোমডেটেড হউক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক একজন করে করাপশানের যে কথা বলা হয়েছে, তার উত্তর দিতে গেলে আমি জানি না, কত বছর লাগবে ? আমি প্রত্যেকটারই উত্তর দিতে পারতাম। আর করাপশানের কথা আমাকে যদি বলতে হয়, তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই সমাজের মধ্যে আছি এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা চাকরী বাকরী করে, আমাদের ভাই বোনেরা চাকরী বাকরী করে। এখন যদি কোন জায়গায় কোন করাপশান কোন অফিসার সম্পর্কে কিম্বা কোন কর্মচারী সম্পর্কে অভিযোগ আসে, তাহলে ইণ্ডাইরেক্টলী দায়িত্বটা আমাদের সকলের উপরই আসে। কাজেই অভিযোগটা এট্রাক্ট করার জন্য নয়, সত্য বাহির করবার জন্য যে প্রশ্ন করার দরকার, যেভাবে উপস্থিত করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হয় যে সেটা সেভাবে আসে নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, এটা রুলসের মধ্যে নাম করে বলা যায় কিনা, মেনশান করে বলা যায়, কিন্তু নাম করে বলা যায় কিনা, সেটা আমি জানি না। কারণ এত রুলস আমি জানিও না, আর আমি এত অভিজ্ঞ হয় নি এখন পর্যাস্ত, অনেক মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত শিশু। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা কথা বলা হয়েছে পুলিশ ডিপার্ট-মেন্টের, আমার আত্মীয় কেউ আছে, তার প্রমোশনের জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে অনেককে বাদ দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না, আমার কোন আত্মীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আছে কিনা।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। এই কথা এখানে বলা হয় নি। উনি অসত্য কথা বলেছেন, আপনি টেপ বাজিয়ে দেখুন, স্যার।

Mr. Speaker :—Hon'ble member, you should not interrupt while he is speaking. এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এভাবে বলা হয়েছে, আমি যতটুকু শুনেছি—হয়তো বা মুখ্যমন্ত্রীর কোন আত্মীয় হবে, তারা বাদ পড়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে কোন বাদানুবাদ আমি করতে চাই না, আমি যতটুকু শুনেছি, ততটুকু বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের যাদের নাম করে বলা হয়েছে, এস, এস, বিতে ডেপুটেশান দুই জনের নাম আমি শুনেছি, তারা নিজেরা ইচ্ছা করে এস এস, বিতে গিয়েছে, তাদের সিনিয়রিটি সুপারসিড করা হয় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য বাড়িয়ে তুলতে চাই না, কারণ করাপশান সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে, যদি কারও বিরুদ্ধে এই ধরনের কোন করাপশানের কথা থাকে কোন অভিযোগ থাকে আমি তদন্ত করে দেখি এবং তার ফলে অনেকে সাসপেণ্ড হয়েছে, কোর্টে কেস গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যত অভিযোগ মাননীয় সদস্যরা এখানে তুলেছেন—যদি এটা আমার কাছে কাগজ কলমে আসত তাহলে আমি দেখতে পারতাম। মাননীয় সদস্যরা যে অভিযোগগুলি করেছেন সেই অভিযোগগুলি আমি দেখতে পারি কিন্তু আমি জানি যে অনেক অভিযোগই তার ভিত্তি নেই। যেমন আগে বলেছি, নাম করে বলেছি যে সব কথা এখানে বলা হয়েছে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আমাকে একটু এলাও করেন তাহলে এই পুলিশ আর মাননীয় কোর্ট সম্পর্কে—যখন জনতার সংগে রয়েছে, কোর্টের সংগে রয়েছে, থানার সংগে রয়েছে, পুলিশের সংগে রয়েছে—কারণ পুলিশ আসামী ধরে কোর্টে চালান দেবে, কাজেই এই ব্যাপারে হয়ত বা কোন কোন মাননীয় সদস্যরা অনেক বেশী আমার থেকে জানতে পারেন। কারণ প্রসিডিউরে কি আছে কোথায় কি হয় আমি জানি না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না। কাজেই সেই ভাবে যদি কোন ডিটেলস্ কাগজ পত্র আমার কাছে আসে তাহলে নিশ্চয় আমি তদন্ত করে দেখতে পারব। কিন্তু যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন অফিসার সম্পর্কে, কোন কর্মচারী সম্পর্কে হয়ত বা কোন মানুষ—একজন নাগরিক সাধারণ নাগরিক তার খুশীমত প্রতিকার পান নি। তাহলে সেই নাগরিক যদি অভিযোগ করেন এই লোকটা করাপটেড সেটা হাউসের সামনে আসতে পারবে কি না, আমি জানি না। আর এলেও ইনকোয়ারীতে দেখে যাবে সেটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু আমি কারও উপর রিফ্লেকশান করতে পারছি না, আমার বাধা আছে এজ লিডার অব দি হাউস। মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, কাজেই আমি বলছিলাম যেসব অভিযোগ যাদের সম্পর্কে আছে এবং বলা হয়েছে—এক্সটেনশান ইত্যাদি সম্পর্কে, এক ভদ্রলোক সম্পর্কে নাম করে বলা হয়েছে যে বার বার এক্সটেনশান দেওয়া হচ্ছে। এই কথাও মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে ভদ্রলোকের কোন করাপশান আছে কি না, আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমিও বলি রিটায়ার করার সংগে সংগে তার ছেলে কিম্বা মেয়ের—এটা আমাদের জেনারেল রুলস—চাকরী পাওয়ার

পর, সেই ছেলে কিম্বা মেয়ের চাকরী পাওয়ার পর তার এক্সটেনশান-এর প্রয়োজন আছে কি না সেটা এখন পর্য্যন্ত বিচার হল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেখা গেল অভিযোগের পর অভিযোগ আসছে। যেহেতু সেই অফিসারটি আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য নিজকে জাষ্টিফিকেশান করার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারছেন না। কাজেই কর্মচারী হিসাবে নাম করে—বলতে পারেন একটা পোষ্ট হিসাবে বলতে পারেন। কিন্তু একটা নাম করে যেখানে অফিসারকে বলা হয়, যদিও তারমধ্যে কোন রকম সত্যতা নেই বা আছে তাহলে সেই অফিসারটি কিম্বা কর্মচারীটি—একদিকে আমরা বলব এডমিনিষ্ট্রেশান উইক হচ্ছে আর এক দিকে বলব এই ধরণের অফিসারের নাম করে বলা, কর্ম্মচারীদের নাম করে বলে যদি আক্রমণ হয় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি না এই এডমিনিষ্ট্রেশান কোথায় চলে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জাষ্টিফিকে-শান দেওয়ার জন্য আমি বলছি যে যত অভিযোগ করাপশান সম্পর্কে সবগুলি ভিত্তিহীন। জুট মিল সম্পর্কে, পেপার মিল সম্পর্কে টাকা দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে ? এই অভিযোগ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও যে এই অভিযোগ আজকের নয়, এই হাউসে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এসেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ তারা নেই। যারা অন্যান্য জায়গায় অভিযোগ করেছেন সেই সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে কিম্বা তদন্ত হয়েছে সেই সম্পর্কে আবার এসেম্বলীর হাউসে আসতে পারে এটা আমি রুলিং পার্টি হিসাবে বিশ্বাস করতে পারি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুলিং পার্টির ডিসিপ্লিন হিসাবে যারা মনে করেন যে রুলিং পার্টি থেকে বাজেট পাশ করাবেন —কিম্বা মিনিষ্টারদের সম্পর্কে কোথায় কোথায় অভিযোগ করতে হয় তাও তাদের জানা আছে। কার বিরুদ্ধে কোথায় অভিযোগ করতে হয় তাও জানা আছে, জানা নেই এই কথা বললেই চলবে না, জানা আছে। কিন্তু তারপর রুলিং পার্টি বলে স্বীকার করে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অভিযোগগুলি আসবে আর তা মেনে নিতে হবে রুলিং পার্টি হিসাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা বুঝতে আমি অক্ষম। তথাপি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলিং পার্টির লিডার হিসাবে আমি বলছি যে আমাদের মাননীয় সদস্যদের আগ্রহ এত বেশী যে এডমিনিষ্ট্রেশান সুন্দর হউক, এডমিনিষ্ট্রেশান-এর কাজ ভাল ভাবে চলুক সেটাই হয়ত তাদের লক্ষ্য এবং সেই ক্ষোভটাই তারা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন সেটা হয়ত পার্টি হিসাবে ডিসিপ্লিনের বাইরে যেতে পারে এই কথা তারা ভাবেনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা বলছি, কারণ বলার জন্য বলছি না, যেহেতু উঠেছে সেজন্য বলছি। এটা সি. এল. পি র মিটিং নয়, এটা এসেম্বলীর মিটিং। এই প্রশ্ন আগেও এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্য উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হয়নি দুর্ভাগ্য তাদের হয়ত আগ্রহ এত বেশী সেবা করার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনষ্টিটিউয়েন্সীর সেবা করার জন্য কিছু বলা দরকার এবং বাজেট সেশানটাই সব চেয়ে বড় জায়গা, সেজন্য আমরা ভাবি বাজেট সেশানে আমরা সবাই মুখ খুলব। কিন্তু পার্টি হিসাবে একটা ডিসিপ্লিন তার সংগে সংগে থাকে। যাই হউক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেই সম্পর্কে কোন কথা বলছি না—পার্টির হাই কম্যাণ্ডের কাছে যেমন তারা যেতে পারেন, সবাই যেতে পারেন, সবাই অভিযোগ করতে পারেন। কিন্তু তার মধ্যে নিয়ম করা আছে কি ভাবে কোথায় কার কাছে কি ভাবে অভিযোগ করতে হয়, সব আছে

নিয়ম দেওয়া আছে, শৃঙ্খলা দেওয়া আছে। তারপর সেটা কি হবে না হবে সেই শৃঙ্খল তারা কিভাবে রক্ষা করেছেন—তা তারা নিশ্চয় রক্ষা করেছেন—এসেম্বলীকে সি. এল. পি.র মিটিং-য়ের মত করে দেখাটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডাস্ট্রি সম্পর্কে—জুট মিলের জায়গা সম্পর্কে আজকেই প্রশ্ন হয়েছে, আজকের জবাবে আমি সে কথা বলেছি। এডভাইজারী বোর্ড জায়গা ঠিক করেছে, একোয়ার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি একসপার্ট কমিটি জায়গা ঠিক করেন—এটা একটা মিল যেখানে আমাদের দেশের মধ্যে একসপার্ট এমন কেউ নেই যার উপর ডিপেণ্ড করে আমরা বলতে পারি এই জায়গাটা জুট মিল হওয়ার পক্ষে উপযোগী, আমরা আমাদের কমনসেন্স থেকে বলতে পারি। হয়ত মাননীয় সদস্যরাও তাদের কমনসেন্স থেকে বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সর্বত্রই জুট মিল, পেপার মিল সম্পর্কে একসপার্টের ওপিনিয়ন নিয়ে সাইট সিলেকশান হয়। তার জন্য সাইট সিলেকশান কমিটি থাকে—লোকেল সাইট সিলেকশান কমিটি একসপার্ট নয়। জুট মিলের জন্য পেপার মিলের জন্য প্রত্যেক জায়গাতে—যাদের একসপার্ট কনসালটেন্ট বলে তাদের কাছে এই জিনিষগুলি যায়। সাইট সিলেকশানের মধ্যে কারচুপি আছে, তার মধ্যে বলতে হবে যে এটা রিফ্লেকশান দেওয়া হয়েছে তার কারণ গেল এই যে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কনসালটেন্ট নিযুক্ত করার ব্যাপারে ত্রিপুরার কথা যেমন বলেছে এটা যেমন সত্য কথা, তার সংগে সংগে আমি এ কথা বলবো যে আজকে জুট মিলে কনসালটেন্ট যারা রয়েছে তারা মেঘালয়ে যাচ্ছে, তারা ওড়িষ্যাতে যাচ্ছে এবং ইণ্ডিয়ার মধ্যে কলকাতাতে হচ্ছে জুট মিলগুলোর সবচেয়ে বড় সেন্টার এবং সেখানকার জুট কমিশনার যনি, গভার্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এডভাইসর তার পরামর্শ মত জুট কমিটির সংগে পরামর্শ করে, যে জায়গায় কাকে কাকে কনসালটেন্ট নেওয়া হবে ঠিক হয় সেখানে আমার মতামতের কোন মূল্য নেই, সেখানে আমাদের দামও নেই। সেখানে জুট ইণ্ডাষ্ট্রির সংগে যারা জড়িত এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে ওই ক্যালকাটা অথরিটির যারা জড়িত থাকে, তারা যাকে রেকমেণ্ড করবে, যাকে বলবে, আমাদের নির্ভর করতে হবে তাদের উপর, এ ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। তবে বলতে পারতাম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু কে ওখানে জুট ইণ্ডাষ্ট্রীর মিনিষ্টার তা আমি জানি না। ওই মিনিষ্টারের সঙ্গে এই মিনিষ্টার, অফিসারের কোন যোগাযোগ আছে কি না, আবার সেই মিনিষ্টারের সঙ্গে এখানকার মুখ্যমন্ত্রীর কোন যোগাযোগ আছে কি না, ওখানে কোন এগ্রিমেন্ট হয়েছে কি না টাকা পয়সা লেন দেনের, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জোড় হাত করে বলতে পারি এই হাউসের সামনে, এটা আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পেপার মিল সম্বন্ধে এক কথাই আমি বলতে চাই যে আজকে এইচ, পি, সি, বলে একটা পাবলিক সেক্টার যেটা গভার্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া পাবলিক সেক্টর চলছে 'হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন' সেখানে ওরা কাজ করতে পারছে না; ওদের সময় লাগছে ৮ বছর ৯ বছর; কিন্তু মিল করতে পারছে না। নাগাল্যাণ্ড আরম্ভ করেছিল, তাদের ৮ বছর লেগেছে সেই পেপার মিল করতে। তারপর এই কনসালটেন্টদের নেওয়া হয়েছে, আমাদের যে নিউজ প্রিন্ট কারখানা নেফার, সেই মিলের

এক্সপানশানের জন্যও এই কনসালমেন্ট। আজকে ভারত সরকারের যিনি প্ল্যানিং মিনিষ্টার ডি, পি, ধর তিনি রেকমেণ্ড করেছেন এই কনসালটেন্টকে, আজকে যিনি কেন্দ্রিয় প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, হাকসার সাহেব তিনিও বলেছেন দিস ইজ দা বেষ্ট কনসালটেন্ট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আজকে শুনতে হয়েছে এই কনসালযটেন্টর সংগে মুখ্য মন্ত্রীর যোগাযোগ আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এগুলো যদি ক্যারেকটার কেশান না হয়ে থাকে তাহলে আর কি ভাবে ক্যারেকটার মেশান হয়, আমি বুঝতে পারি না। বিরোধী পক্ষ থেকে যদি মাননায় সদস্যরা কোন অভিযোগ করতো বা ধরা পড়েছে আমরা তার জবাব দিয়েছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলিং পার্টি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশী এবং এসেমবলি হাউসের মধ্যে রুলিং পার্টির বক্তব্য কি হবে না হবে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এসেমবলি হাউসে আমাদের দায়িত্বটা অনেক বেশী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্পর্কে আর কিছু বলতে চাই না। ইণ্ডাষ্ট্রী অন্য দিকে যেগুলো করা হয়েছে, হ্যাণ্ডলুম, সত্যি আমাদের দেশের হ্যাণ্ডলুমটা মরে যাচ্ছে, কেন মরে যাচ্ছে? মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন কত কো-অপারেটিভ গজিয়ে উঠেছিল, অনেক কমিউনিটীর কথা বলা হয়, কমিউনিটি ছাড়াও শিল্পি রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রশ্ন এসেছে আমাদের কাজে আগে যতটা ঋণ নেওয়া হয়েছিল. সমস্ত ঋণ ফেরত দেওয়া হবে না, তাই তো? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তিন বছরে আমরা তাও করার চেষ্টা করেছি, সেগুলো স্পেসিফিক করার চেষ্টা করেছি। আমরা করপোরেশন করেছি, করপোরেশন করে আমরা প্রুফ করতে চাই। আমরা জানি আমাদের হ্যাণ্ডলুমের পসিবিলিটি, যে ভাবনা এত দিন ছিল না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। হ্যাণ্ডীক্রাফট ও হ্যাণ্ডলুম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে এষ্টাবিলিশমেন্ট আজকে হ্যাণ্ডীক্রাফটের ইনষ্টিটিউট করে যে এষ্টাবিলিশমেন্ট করা হয়েছে, কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এভাবে চলতে পারে না। যদি তাকে করপোরেশানের আওতায় আনতে হয় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রতি বছর যে ৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে তা সমস্ত এই করপোরেশনের কাঁধে এসে পড়বে অথচ আমাদের ডেভেলাপ করতে হবে ওই হ্যাণ্ডিক্রাফটকে। আমরা চাই যে একটা মানথলি প্রোডাকশান হোক, আমরা চাই আমাদের শিল্পটা গড়ে উঠুক। কিন্তু আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? কেন? মাননীয় সদস্যদের প্রতি আমি কোন বিরূপ মনোভাব পোষণ করে কিছু বলছি না। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাটা বলছি যে আজকে যেখানে আমরা কিছু করতে চেষ্টা করছি, আমরা যখন এটাকে একটা পথে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি তখন হয়তো মাননীয় সদস্যদের অনেকে উদ্‌গ্রিব হয়ে রয়েছেন যে কি জানি, নিজের কনষ্টিটিয়ুয়েন্সীর কথাটা ভালো ভাবে বলার জন্য, হয়তো অনেক কথা তারা বলবেন এবং বলতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সারভিসের দিকে যেমন নজর দিয়েছি, আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যত যাতে ভালো হয় এমন সিওরিটি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবাই জানেন কি জানেন না, আমি জানি না। কিন্তু সিকিয়রিটির একটা প্রশ্ন রয়েছে তারমধ্যে মেরিটের প্রশ্নও আছে। এযাবত কাল আমরা দেখে এসেছি কি? যে মেরিটের জাজমেন্ট আমরা কি দিয়ে করবো, সমকস্তরে কেবল আউটস্ট্যাণ্ডিং, আউটস্ট্যাণ্ডিং রিপোর্ট

হয়ে আছে। সবাই আউট ষ্ট্যাণ্ডিং অথচ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এসেম্বলীতে এলে আমরা শুনি যে অমুক অফিসার করাপটেড, তমুক অফিসার করাপটেড। মেরিটের জাজমেন্ট করার পর্য্যন্ত কোন সুযোগ পাওয়া যায় না যে মেরিট অনুযায়ী হবে। এখন সিনিয়রিটি বাদ দিলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সদস্য জানেন যে কোর্টে কেস হয়েছে, তাকে দিতে হবে, কমপেনসেশন দিতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সব চেঞ্জ না করে নূতন কোন কিছু করতে গেলে অসুবিধা আছে, তথাপি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা চেষ্টা করছি যে সিনিয়-রিটি দেখেও হবে এবং মেরিটটাকেও জাজ করার মত যাতে ব্যবস্থা করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্যও আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। আমি আমার বক্তব্য বাড়াতে চাই না, কারণ অনেক কথা এখানে বলা হয়েছে,সবাই তাদের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন, তাদের কনষ্টিটিয়েন্সিকে দাঁড় করা-বার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এত কথার জবাব দিতে পারবো না এই অল্প সময়ের মধ্যে। কাজেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করে, গতকালকের যে ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছিল এবং যেটা আলোচনায় এসেছে সেই ডিমাণ্ড পাশ হবে বলে আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি বলেছিলেন পাঁচ মিনিট টাইম দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন ঠিক সেই কথার উত্তরটা দেবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সেই কথারই উত্তর দেব স্যার। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন তার উপরেই আমি উত্তর দেব, তার বাইরে আমি যাবো না। পাঁচ মিনিট বলি।

মিঃ স্পীকার :— নো, নতুন কোন কথা এ্যাড করতে পারবেন না। শুধু আপনি এই সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন সেই সম্পর্কে আপনি পারসোন্যাল একস্‌প্ল্যানেশান দেবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— সেটাই আমি বলব। নতুন কথা কোথা থেকে আনব? রুলিং পার্টির লীডার হিসাবে আমার আশাটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু জ্ঞান গরিমা নিয়ে বলবেন। রুলিং পার্টির লীডার, হাউসের লীডার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং উনি পার্সোন্যাল ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশনে যাবেন না বলে আমার বিশ্বাস ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি যতদূর জানতে পেরেছেন --

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বারংবার কি এটাই কন্টিনিউ করবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উনি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন। আমাকে পাঁচ মিনিট টাইম দিয়েছেন, আমি বলব। ঘটনাটা হল আমার বাড়ীতে ৫ই মার্চ পুলিশ যায়। যদি কোন স্ক্র্যাপ অব পেপার পুলিশ দেখাতে পারে তাহলে আমি বলছি আমি এম, এল, এ, শিপ থেকে পদত্যাগ করব। আমার বাড়ীতে যায়, গিয়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা মারে, যদি গাড়ীর জন্য পুলিশ যেত, আমার ওয়াইফ বাড়ীতে, আমি কোর্টে, নিখিলেশ মজুমদার গিয়েছিল, উনি সীলড করছেন দারোগাকে, সে দরজায় ধাক্কা মারে। আমার ওয়াইফ বলেছিল যে কেন এসেছ,

বলে সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমার বাড়ীর সামনে কিংবা ভিতরে জনৈক সদস্যের বাড়ীর ভিতরে, আমার বাড়ীর ভিতরে বা সামনে যদি কোন গাড়ী পেয়ে থাকেন কিংবা ছিল বলে পুলিশ দেখাতে পারেন তাহলে আমি পদত্যাগ করব। আর উনি যেটা বলেছেন ১৩৫৮, আমি বলেছি ১৫৫৮ নম্বর গাড়ী নিয়েছে। কাজেই আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব পার্সোন্যাল অ্যাসাসিনেশান না করে তদন্ত করে দেখুন, আপনি ডেকে আমাকে বলতে পারেন যে এই হয়েছিল, উনি হাউসে অসত্য ভাষণ দিয়েছেন। উনি যা বলেছেন সবগুলি অসত্য ভাষণ দিয়েছেন, গাড়ী সম্বন্ধে যা বলেছেন। আমি উনাকে এখানে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। কোর্টে জাজমেণ্ট হয়েছে। যদি মাননীয় স্পীকার বলেন, কালকে আমি দেব। বলেছে যে পলিটিক্যাল মটিভ নিয়ে আমার ওখানে গিয়েছে, জাজমেণ্ট বলেছে। গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এটা রিসিণ্ড করার জন্য বলেছে, রিসিণ্ড হয় নি। এই হল পজিশান। ৭ তারিখে যে ভয়ে উনি মিসা করেছেন সেই ভয়ে উনি আমাকে জড়াতে চেয়েছেন। এই হল ব্যাপার। উনি ভেবেছিলেন আমরা বাজেট পাশ করব না।

মিঃ স্পীকার :— দিস শুড নট বী দি পয়েন্ট।

শ্রীসমীর বর্মণ :— আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে কালকে আমি কোর্টের অর্ডার সম্পূর্ণ এনে দেব।

Mr. Speaker :— Now, discussion on Demand for grants is over. Now, I am putting the Demands for grants to vote one after another.

The question that the demand moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 42,25,000/- [inclussive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 9, Major Head 252—Secretariat General Services, 265—Other Administrative Services (Vigilance), 265=Other Administrative Services (Guest House), 295—Other Social & Community Services (Celebration of Republic Day)

(It was then put and carried by voice vote).

Then the question that the demand moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 3,21,6,000/- [inclusives of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 11.

Major Head—255—Police, 260—Fire Protection & Control,

265—Other Administrative Services (Civil Defence)
265—Other Administrative Services (Home Guards)
344—Other transport & Communication services
(Wireless Planning & co-ordination)

(It was then put and passed by voice vote).

The Cut Motion of Shri J. L. Das on Demand No. 34 that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—রাজ্যের শিল্প বিকাশের প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা সম্পর্কে (It was then put and lost by voice vote).

The question that the motion moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 75,77,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No. 34.

Major Head 320—Industries, 321—Village & Small Industries.

(It was put and passed by voice vote).

The question that the Motion moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 8,15,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 38.

Major Head 459—Capital Outlay on Housing (Subsidised Industrial Housing Scheme).

500—Investment in general financial & Training Institution.

(It was then put and passed by voice vote).

Then the question that the Motion moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 65,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 44.

Major Head 526—Capital Outlay on Consumer Industries.

530—Investment in Industrial Financial Institutions.

(It was then put and passed by Voice Vote).

The question that the Motion moved by the Chief Minister. that a sum not exceeding Rs. 11,24.000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 28.

Major Head 287—Labour & Employment, (Training of Craftsman)

304—Other General Economic Services (Regulation Weight & Measures)

314—Community Development (State Planning Machinery)

(It was then put and passed by voice vote).

The question that the motion moved by the Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,55,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] , be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 47,

Major Head 698—Loans to Co-operative Societies (Industrial Co-operative), 721—Loans to Village small Industries.

(It was then put and carried by voice vote).

The question that a motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 85,83,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 30,

Major Head 310—Animal Husbandry

311—Dairy Development.

(It was then put and passed by voice vote).

The question that a motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 1,46,62,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No· 31,

Major Head 307—Soil & Water Coservation (Forest)

313—Forest.

(It was then put and passed by voice vote).

The question that the motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 7,10,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 37,

Major Head 482—Capital Outlay on Public Health Sanitation and Water Supply (Assistance to Agartala Municipality and Slum improvement Scheme),

711—Loans for Diary Development.

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Minister-in-charge of Medical & Law Department to move his Demand Nos. 3, 18, 19 & 21 standing in his name

Shri Manoranjan Nath :— Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,92,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 6,32,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on tho 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 3.

Major Head 214—Administration of Justice,

214—Election.

Mr. Speaker :— Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,08,92,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 18.

Major Head 265—Other Administrative Service (Vital Statistics)

267—Aid Materials & Equipments (Public Health)

280—Medical

282—Public Health, Sanitation & Water Supply),

295 - Other Social & Community Services (Exhibition for Public Health),

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,60,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 19.

Major Head—281 Femily Planning.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 19,83,000/- [inclusive of the sums specified in Colümm 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 21

Major Head—285—Information & Publicity

—339— Tourism.

Mr. Speaker :— Now, I would request the Hon'ble Minister for Tribal Welfare to move his demad No. 23 standing in his name.

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ২৩—মেজর হেড—২১৬—সেক্রেটারিয়েট সোসিয়েল এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস, ডাইরেক্টরেট অব ট্রাইবেল রিসার্চ'—৬৯ হাজার টাকা, মেজর হেড—২৮৮—সোসিয়েল সিকিউরিটি এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার, ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবস এ্যাণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশেস—১ কোটি ২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং মেজর হেড—৩০৯—ফুড এ্যাণ্ড নিউট্রেশন (স্পেশাল নিউট্রেশন) প্রগ্রাম—১২ লক্ষ টাকা বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১ হাজার টাকার অনুর্ধ পরিমাণ [এ্যাপ্রপিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল ১৯৭৫-এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য আদেশ পেশ করিতেছি।

Mr. Speaker :— The mover of cut motion, Shri J. L. Das is absent. So the cut motion falls through. Now, I request the Minister of State for Agriculture to move his Demand Nos. 29, 32, 33. 41 & 45 standing in his name.

শ্রীমনসুর আলী :— মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ২৯ মেজর হেড—২৯৫—আদার সোস্যাল এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস, জিওলজিক্যাল এ্যাণ্ড পাবলিক গার্ডেন—৮ হাজার টাকা, মেজর হেড —৩০৫—এগ্রিক্যালচার—১ কোটি ৬৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, মেজর হেড—৩০৬—মাইনর ইরিগেশন—১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, মেজর হেড—৩০৭—সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজার্ভেশন (এগ্রিকালচার)—৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং মেজর হেড—৩১২—ফিসারিজ—২৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা) বাবত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ২ কোটি ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার অনুর্ধ পরিমাণ [এপ্রপিয়েশন (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল ১৯৭৫ এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থসহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৩২ (মেজর হেড—৩১৪—কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট) বাবত ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৩৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকার অনুর্ধ পরিমাণ [এ্যাপ্রপিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থসহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৩৩ (মেজর হেড—৩১৪—কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট, ওয়াটার সাপ্লাই এ্যাণ্ড সেনিটেশান) বাবত ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৪৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার অনুর্ধ পরিমাণ [এ্যাপ্রিপ্রিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থসহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

মি: স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৪১ (মেজর হেড—৫০৫—ক্যাপিটেল আউট-লে অন এগ্রিকালচার ৯৯ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৫০৬—ক্যাপিটেল আউট-লে অন মাইনর ইরিগেশান, সয়েল কনজার্ভেশান এ্যাণ্ড এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট ২ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৫১২—ক্যাপিটেল আউট-লে অন ফিসারিজ ১ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৭০৫—লোন্স ফর এগ্রিকাচার ১ লক্ষ টাকা এবং মেজর হেড— ৭১২ লোন্স ফর ফিসারিজ ২ লক্ষ টাকা) বাবত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকার অনূধ' পরিমাণ [এপ্রপ্রিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থসহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

মি: স্পীকার স্যার, ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৪৫ (মেজর হেড—৭১৪—লোন্স ফর কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট) বাবত ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার অনূধ' পরিমাণ [এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩নং স্তম্ভে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থসহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 12 noon of to-morrow the 29th May, 1975.

ANNEXURE—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 71

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার কোন কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এ্যাষ্টেটে কি কি শিল্প চালু আছে এবং তাতে কতজন শ্রমিক কাজ করছেন তার হিসেব: এবং

২) ইহা কি সত্য যে কুমারঘাট ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এ্যাষ্টেট থেকে শ্রীদীপক রায় স্পিনিং মেসিন সহ বহু যন্ত্রপাতি শিলচরে চালান দিয়েছেন?

উত্তর

১) ত্রিপুরার বিভিন্ন শিল্পনগরীতে নিম্ন বর্ণিত শিল্পগুলি চালু আছে :—

ক) ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এ্যাষ্টেট, অরুন্ধতিনগর,

হস্তচালিত কাগজ শিল্প, চামড়া পাকাই শিল্প, কাঠের আসবাব-পত্র তৈরীর শিল্প, সিট মেটেল এবং লৌহজাত জিনিষ তৈরীর শিল্প, জুতা ও অন্যান্য চামড়ার জিনিষ তৈরীর শিল্প, গাড়ী সার্ভিসিং এবং মেরামত কারখানা, এ্যালুমিনিয়ামজাত তৈজষ-পত্র তৈরীর শিল্প, সিলিকেট শিল্প, কাঠ চেরাই-এর কারখানা, বয়ন শিল্প অম্বর চরকা দ্বারা সূতা তৈরীর শিল্প, মোজাইক টালীর শিল্প, ফল সংরক্ষণ শিল্প, কাঠ ট্রিটমেন্ট এবং সংরক্ষণ শিল্প।

৩৩৮ জন শ্রমিক কাজ করছেন।

খ) ইণ্ডাষ্ট্রিওেল এ্যাষ্টেট, উদয়পুর
কাঠের আসবাব-পত্র তৈরীর শিল্প, সিটমেটেল এবং লৌহজাত জিনিষ তৈরীর শিল্প।
৩৭ জন শ্রমিক কাজ করছেন।

গ) ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এ্যাষ্টেট, কুমারঘাট।
এ্যালুমিনিয়ামজাত তৈজষপত্র তৈরীর শিল্প।
৫ জন শ্রমিক কাজ করছেন।

২) শ্রীদীপক লাল রায় তাহার কারখানা হইতে ৫টি স্পিনিং লেদ কুমারঘাট হইতে শিলচরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 105

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) যতনবাড়ী ডুম্বুর প্রকল্প এলাকায় এ পর্য্যন্ত কয়টি প্রেসার ফিল্টার কেনা হয়েছে এবং তার জন্য মোট কত টাকা খরচ হয়েছে,

২) ঐ প্রেসার ফিল্টারগুলি চালু আছে কিনা, যদি না থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) ৩টি। মোট খরচ হয়েছে ৭৫,০০০ টাকা।

২) ৩টিই চালু অবস্থায় আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 240.

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে পূর্ত্ত বিভাগের নিম্নলিখিত কর্মচারী যেমন মিস্ত্রি, লিফ্‌ট মেন, পাম্প মেন, খালাসী এবং মজদোরগণ ঐ বিভাগে বহুদিন যাবৎ কাজ করা সত্ত্বেও অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয় ?

২) এই সমস্ত কর্মচারীগণ তাহাদের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের সময় গ্রেচুইটি বা ভাতা অথবা এমন কোন কিছু পান কিনা ; এবং

৩) সরকার তাহাদের স্থায়ী করিবার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন কিনা ?

উত্তর

১) মিস্ত্রি, খালাসি, পাম্পমেন, এবং মজদুরগণ স্থায়ী এবং অস্থায়ী উভয় ধরনের কর্মচারী, পূর্ত্ত বিভাগে কোনও লিফট ম্যান নাই।

২) হ্যাঁ, কিন্তু অনিয়মিত কর্মচারীগণ যাহারা কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এর সুযোগ সুবিধা স্বেচ্ছায় রাখেন এমন অনিয়মিত কর্মচারীগণ শুধু কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগ সুবিধা পান।

৩) হ্যাঁ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 251

By Shri Gunapada Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৫ এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সকল অফিসারদের নিকট সরকারী বাড়ী ভাড়া পাওনা আছে তাদের নাম, পদবী এবং মোট বকেয়া ভাড়ার পরিমাণ ; এবং

২) এই বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে ?

উত্তর

১) পি, ডব্লিউ, ডি, রেকর্ড অনুসারে বকেয়া ভাড়ার তথ্যাদি সংযোজিত করা হইল।

২) গেজেটেড অফিসারদের বেতনের বিল হইতে বকেয়া বাড়ী ভাড়া আদায়ের জন্য ট্রেজারী অফিসারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য ডি, এম'কে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং বিভাগীয় প্রধানদেরও অনুরূপ অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে তাহাদের অধীনস্থ গেজেটে অফিসাররা তাহাদের বেতনের বিল মারফত সমস্ত বকেয়া বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করেন।

১৯৭৫ ইং সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত গেজেটে অফিসারদের নিকট হইতে অনাদায়ী বাড়ী ভাড়ার হিসাবের তালিকা—

ক্রমিক নং	অফিসারের নাম এবং পদবী	১৯৭৫ ইং এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত অনাদায়ীকৃত টাকা
১)	শ্রী এম, আর, পাল, এস্. টি, ও, কমলপুর	১০৮.৬০
২)	পি, নাগ, ক্যাম্প সুপারভাইজার কমলপুর	১১৮.০৮
৩)	বি, ভট্টাচার্য্য ক্যাম্প সুপারভাইজার কমলপুর	২৩১.০৫
৪)	এ, সি, দেবনাথ, সি, ও, কমলপুর	২০৬.৫০
৫)	এ কে, সিংহ ডি, এফ, ও, আমবাসা	১৪৬.৫০
৬)	এল, এ, দাস, এইচ, এম, কুলাই	২০০.০০
৭)	শ্রীমতী লীলা দেব, এ্যাসিষ্টেণ্ট এইচ, এম, কমলপুর	১৫৭.১৫

১	২	৩
৮)	,, কে, দত্ত, হেড মিষ্ট্রেস কে, সি, গার্লস স্কুল	৯২·৫০
৯)	শ্রী কে, এস, নাগ, বি, ডি, ও, সালেমা	৭৯·৬৫
১০)	পি, কে, পালিত, এ, ই, পি, ডব্লিও, ডি.	৩২·৪৮
১১)	পি, কে, রায়, এ, ই, উদয়পুর, সাব-ডিভিশন নং ১	২৮·১০
১২)	এন, বি, চক্রবর্ত্তী, এ, ই, পি; ডব্লিও, ডি,	১৪২·০০
১৩)	সত্য সাহা, এ, ই, পি, ডব্লিও, ডি,	১০০·০০
১৪)	ডি, কে, রায়, ডেপুটি কালেক্টার	২৩১·১৫
১৫)	এন, কে, পাল, বি, ডি, ও,	৭৬৮·১৫
১৬)	এন, সি, দেব, পি, ই, ও,	১২১·৬০
১৭)	কে, এন, পাণ্ডে, এইচ, এম,	১৬৩·৫০
১৮)	এল, সি, লুরা, এস, টি, ও কে, এল, এম,	১০২·০০
১৯)	বীরহরি দে, পি, ই, ও, কে, এল, এম,	১৬৪·০০
২০)	বি, সিংহ, এইচ, এম,	২২·৭০
২১)	এন, সি, পাল, এইচ, এম, কে, এল, এন	৮০·০০
২২)	শ্রীমতী জে, রাহা, এইচ, এম, কে, এল, এম,	১৮৬২·৯৩
২৩)	শ্রী বি, কে, সারথল, এ্যাসিষ্টেন্ট ইন্সপেক্টার (স্কুল) কে, এল, এম,	৬০৯১·০০
২৪)	এম, কে, দে, বি, ডি, ও, (পানিসাগর)	৫৭·২৪
২৫)	পি, আর, পাল, হরটিকেল ইন্সপেক্টর	১৫৯৪·৮০
২৬)	বি, বি, মজুমদার, টেক্নিকাল অফিসার (ইণ্ডাষ্ট্রিজ) কে, এল, এন,	৭৩·৭২
২৭)	বি, চক্রবর্ত্তী, ক্যাম্প, সুপারভাইজার	৯·৩২
২৮)	শ্রী এ, সি, দেবনাথ, এ, ডি, এম এবং কালেক্টার	৬৫২.৭৫
২৯)	এইচ, এস, ধর, ইনিসপেক্টার অব স্কুল	১৬৮৬.১৬
৩০)	এন, সি, দে, সি, ও, কৈলাসহর	১৪৭.০০
৩১)	এস, চাটার্জি, ই, ই,	৫২.৫০
৩২)	টি, এস, দাস, এস, ডি, ও (পি, ডব্লিউ, ডি)	৫৫০.৮৫
৩৩)	ডি, বি, চক্রবর্ত্তী, এস, ডি, ও (খোয়াই)	২৩০.০৪
৩৪)	পি, দাসগুপ্ত, এস, ডি, ও (জিরানীয়া)	৭৪.০০
৩৫)	এস, সি, দে এস, ডি, ও (কে)	৬৩.১৫
৩৬)	শীবদাস পাল, বি, ডি, ও (খোয়াই)	১৯০.৭৩
৩৭)	এস, আর, সিংহ (মুনসেফ) (কে)	২২৭.২০
৩৮)	বি, বিশ্বাস, হেড মাষ্টার, কল্যাণপুর	২০৪.০৪
৩৯)	পি, কে, ভট্টাচার্য্য, এস, ডি, ও তেলিয়ামুড়া)	১৮৮.২০
৪০)	পি, এম, ভট্টাচার্য্য, এস, ডি, ও (কে)	২৭৭.৪০
৪১)	শ্রীমতী এস, ভট্টাচার্য্য, হেড মিষ্ট্রেস (খোয়াই)	২২৫.০০

১	২	৩
৪২)	শ্রী বি, এল, দেববর্ম্মা, পি, পি, ও	৪৪৭.৩৫
৪৩)	বি. বি, ভট্টাচার্য্য, সহকারী সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স	১২৬২.৬৫
	অফিসার	
৪৪)	আর, এস, দেবনাথ, এইচ, এম (টি)	৩৮৪.০০
৪৫)	এস, বিশ্বাস, এস, ডি, ও (ই)	৩৮০.৫০
৪৬)	এ, লোধ, এস, ডি, ও (ই)	৫০৭০.৮০
৪৭)	আর, কে, দত্ত, এসিষ্ট প্রফেসার	৪৫০.০০
৪৮)	বি, আর, প্রধান, এসিষ্ট প্রফেসার	৬৩৮.১৫
৪৯)	এ, কে, রায় চৌধুরী, লেকচারার	৭০৫.৭৭
৫০)	পি. পি. আইর, এসিষ্ট প্রফেসর	৫০৪.৯৭
৫১)	এম, এল, দাসগুপ্ত, প্রিন্সিপাল, বি, ই, সি	৩৭.০০
৫২)	এম, বি, সাহা, লেকচারার	৩০.০০
৫৩)	এস, বাসুলী, প্রফেসর	৩০.০০
৫৪)	এ, পি, জুপালকর, প্রফেসর	৮৫৮.০০
৫৫)	এস, পি, পাণ্ডে, ফরমেন	১১৯.০০
৫৬)	এ, কে, মিত্র, প্রফেসর	৯৯৪.০০
৫৭)	জহর রাও, প্রফেসর	১২৬ ৬২
৫৮)	এস, বি, ভট্টাচার্য্য, এসিষ্ট প্রফেসর (গ্রেইড (২)	১০.০০
৫৯)	আর, সি, চক্রবর্ত্তী, এস, ডি. ও	৯৩২.০০
৬০)	শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ, লেকচারার	৯০৫.২০
৬১)	এস, এন, দাস. প্রফেসার	৬৮.৭০
৬২)	কে, কে, মজুমদার, এস, টি, ও (কে)	৬০.২০
৬৩)	কে, কে, ভট্টাচার্য্য, হেড লাইব্রেরিয়ান	২৪.৩০
৬৪)	এ, এস, চৌধুরী, লেকচারার	৬৬.৪৫
৬৫)	ডি, এন, দেবরায়, লেকচারার	১৭৫.৭৭
৬৬)	অমল জ্যোতি ভৌমিক, এস, ডি, ও (ই)	১৬৪.০০
৬৭)	এস, গাঙ্গুলী, এস, টি, ও (ই)	২৬.০০
৬৮)	আর, সি, চক্রবর্ত্তী, এস, ডি, ও	১৫৫.০০
৬৯)	আর, এস, মিত্র, এইচ, এম	৪৮.০০
৭০)	এ, কে, মালিক, লেকচারার	৮৪.০০
৭১)	এস, কে, চক্রবর্ত্তী, বি, ডি, ও	৫৯.৫০
৭২)	আর, কে, ভট্টাচার্য, মুন্সীফ	২৬৬.০৯
৭৩)	শ্রীমতী এন, আর, রাহা, এইচ, এম, খোয়াই	৩৪.০০
৭৪)	শ্রী বি, আর, রায়, এস, ডি, ও (ই)	২৭১.০০
৭৫)	এস, এন, গুপ্ত, এইচ, এম	৩০.০০

১	২	৩
৭৬)	এস, কে, ঘোষ, এসিষ্টেন্ট প্রফেসর	৪২.৬৫
৭৭)	এ, কে, সেন, সার্কেল অফিসার (কে)	১৩২.৬৫
৭৮)	আর, এন, চক্রবর্তী, এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	৫০৯.১০
৭৯)	এন, সি, বসাক, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	২৪১.৫০
৮০)	এ, ভৌমিক, ই, ই, (ইলেক)	১৯৫৬.৯৫
৮১)	এস, কে, মিত্র, এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার	১৪১.৯৪
৮২)	কে, বি, নাথ ঐ (মেক)	৫৪৪.৮০
৮৩)	এ, কে, দেবনাথ ঐ (সিভিল)	১৪৩৮.৮৫
৮৪)	কে, কে, সিন্হা ঐ (ঐ)	৫৮৪.৭৪
৮৫)	বি, ডি, রায় ঐ (ঐ)	৪৪২.২০
৮৬)	ডি, সি, দেবনাথ, এক্স একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার গোমতী প্রজেক্ট ডিভিসন নং ২	১১৯১ ৫০
৮৭)	আর, কে, রায় চৌধুরী, এক্স, এস. ই (ইলেক)	২৪৩.০০
৮৮)	আর, বিশাল, ডেপুটি কালেক্টর	৯০৮.৫৩
৮৯)	পি, বি, মজুমদার, এসিষ্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট, বি, এস, এফ	১০০০.০০
৯০)	নরচিন্ত শান্তিলাল কৌরালাল ড্রাগ কন্ট্রোলার	৭৮২.০০
৯১)	শ্রীমতী শৈল শর্মা, সিনিয়র লেকচারার	৪৪১.৫০
৯২)	শ্রী এস, বি, ভট্টাচার্য, এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রী	৪৬৬.৬০
৯৩)	এইচ, মজুমদার, এক্স ষ্টাফ অফিসার, আই, জি, পি,	৩৭১.৬৫
৯৪)	সুব্রত কুমার দে, মাষ্টার ডিজাইনার, ইনডাসট্রিজ	৫২৬.৩৫
৯৫)	এন. কে. সিন্হা, সিনিয়র ডেপুটি মেজিসট্রেট	৯৪৮ ০০
৯৬)	এম, বি, চক্রবর্তী, ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার	৪৬০.০০
৯৭)	বি, এন, ভট্টাচার্য্য, ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট, খোয়াই	৫৯৮.৬০
৯৮)	জি, এল, ভারমা, সিনিয়র লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ	৪৭২.০০
৯৯)	পি, কে, দাসগুপ্ত, প্রজেক্ট অফিসার, ইণ্ডাষ্টিজ	২০৩.৪৫
১০০)	এস, কে, চৌধুরী, ডেপুটি সেক্রেটারী, পি, এম, সি,	১৩৭৩.৭৫
১০১)	এস, সি, চক্রবর্তী, ফিনান্স অফিসার	১৪২৯.৭৬

১	২	৩
১০২)	অপূর্ব্ব কুমার ঘোষ, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, বোটানী।	৩৬৭·৯৮
১০৩)	মিছেচ আরটি পাত্র, এম, এম, শিশু বিহার।	২২০১·৯২
১০৪)	লেইট পুলিন দেববর্ম্মা, লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ।	২৪২৭·২০
১০৫)	শ্রী এস, সি, ভট্টাচার্য্য, প্রচার বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধিকর্তা।	২৫৪৪·৫০
১০৬)	ষ্টেট সমিয়েল ওয়েল ফেয়ার এডভাইসরী বোর্ড।	৫৮২৬·৮০
১০৭)	আর, এন, ভট্টাচার্য্য, এক্স স্টাফ অফিসার টু পুলিশ এডভাইসার।	১০০৩·৫০
১০৮)	জে, পি, গুপ্তা, চীফ লেবার অফিসার।	২৮৯·০০
১০৯)	এস, পি, গাঙ্গুলী, এসিষ্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট, (কমিউনিকেসন)-৯১, বি, এস, এফ।	২৭০·০০
১১০)	এম, কে, মুখার্জী, কমাণ্ডেন্ট হোমগার্ড।	৪৩২·০০
১১১)	আর, পি, গুপ্তা, ডি, এস, পি, সেনট্রাল।	২৯০·০০
১১২)	শ্রীমতি সোভা ঘোষ, ডেপুটি ডাইরেক্টার, এডুকেশন।	৭১৯·০০
১১৩)	ডক্টর বিকাশ রায়, ভি, এম, হসপিটাল।	৮৯৯·২০
১১৪)	কে, ভেনচিনাথন, এক্স ডিরেক্টর অফ এনিমেল হাজবেনড্রী।	১৫৯৪·০০
১১৫)	এস, কে, দে, রিটায়ার্ড ডেনটিষ্ট।	৭৫৩২·০০
১১৬)	বি, আর, সুর, আই, জি, পি, ত্রিপুরা।	১,৯৭০·৬৫
১১৭)	কে, ডি, মেনন, রিভিনিউ কমিশনার।	২,৮৫৯·০০
১১৮)	এস, সি, কুণ্ডু, এইচ, এম, নবগ্রাম এইচ, এম, স্কুল	৪৩৫·২৫
১১৯)	এ, কে, রায়, কাউন্সিল ইনচার্জ, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট	৪৩২·০০
১২০)	আর, সি, কুহর, এরিয়া অরগানাইজার	২,৬৫৫·২৫
১২১)	এম, জে, ভাট, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ	৪৬৩·০০
১২২)	এম, কে, দাস, ই, ই, প্লেনিং	৫৯৯·৬৫
১২৩)	সি, আর, দাস, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ	৪২৮·৮৫
১২৪)	এম, আর, চৌহান, এ্যাসিষ্টেন্ট কমাণ্ডেন্ট, ডি, এ, আর, (ডব্লিউ)	৫৬৫·০০
১২৫)	এম, পি, মেহতা, এ্যাডিশনল আই, জি, পি, ত্রিপুরা	৭৭৮·৩০

১	২	৩
১২৬)	এ, কে, সেন, ইঞ্জিনীয়ার	৯৬২·৫০
১২৭)	আর, এন, গাঙ্গুলী. প্ল্যাণ্ট প্রটেকশন অফিসার	৬০৪·০০
১২৮)	ডাঃ এ, কে, বিশ্বাস	৮২০·০০
১২৯)	আর, দাস, প্রিন্সিপাল পি, টি, সি	১,১৬৪·০০
১৩০)	বি, এল, তাস, এস,পি, ডি, আই, জি	৭২৬·১০
১৩১)	এন, সি, জৈন, হিন্দী এডুকেশন অফিসার	৯৫৮·০০
১৩২)	পি, কে, ঘোষ, একাউন্টস্ অফিসার	৫৫৪·৮০
১৩৩)	জি, পি, সিংঘল, চীফ সেক্রেটারী	৩,৬১৭·০০
১৩৪)	এন, চন্দ্র, এ, ডি, এম	৫৪৮·৯০
১৩৫)	এন, সি, বসাক, স্পেশিয়ালিষ্ট, জি, বি, হাসপাতাল	১৮০·০০
১৩৬)	পি, এস, গুপ্ত, ডাইরেক্টর অব পুলিশ প্রজেক্ট	৪২৮·৬০
১৩৭)	এস, সি, বল, আণ্ডার সেক্রেটারী	১,২৮৯·৪০
১৩৮)	এস, নাগ, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার	২২৮·০০
১৩৯)	ডা: ডি, এন, চৌধুরী	৩৮৬·১০
১৪০)	এস, কে, ঘোষ, ষ্টেটিস্টিক ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট	৬৮৮·৪৫
১৪১)	এস, বি, লস্কর, ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ	৩০৪·৫০
১৪২)	এস, আর, চক্রবর্তী, রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ	৬৭ ·৫০
১৪৩)	ডাঃ সুজিত দে	৩৭৮·০০
১৪৪)	ডাঃ আর, এম, বসাক	৩৭৬·০০
১৪৫)	আর. ভট্টাচার্য্য, ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, পুলিশ (ভিজিলেন্স)	৪৯৪·২৫
১৪৬)	এস. কে, চক্রবর্ত্তী, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব এডুকেশন।	১৫৯৬·০০
১৪৭)	পি, সি, দাসগুপ্ত, স্পেশিয়ালিষ্ট	৩৫২·০০
১৪৮)	এ, কে, বৈদ্য	১৮৪·০০
১৪৯)	ডাঃ এ, এম, মজুমদার	৩৪০·০০
১৫০)	এস, এম, আলী, এডিশেনাল সেসন জজ	৮৭·০০
১৫১)	সুকুমার দাস, হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ফিজোলিজি	৬৭৪·০০

১	২	৩
১৫২)	এম, সরকার, ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচার	৩১৮·০০
১৫৩)	এইচ, ঘোষ, ডেপুটি সেক্রেটারী	১৪৬৮·০০
১৫৪)	ডা: চণ্ডিপদ আচার্য্য	৩৪৬·০০
১৫৫)	বিমল চন্দ্র দেব, ডেপুটি রেজিষ্ট্রারার অব কো-অপারেটিভ	৪৩১·০০
১৫৬)	এ, কে, বানার্জী, এইচ, এম, সোনামুড়া, এইচ, এস, স্কুল	২১৬·০০
১৫৭)	ডি, কে, দে ; বি, ডি, ও, মেলাঘর	৮২·০২
১৫৮)	আর, কে, ভট্টাচার্য্য, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব এগ্রিকালচার, সোনামুড়া	৫১৫·১৭
১৫৯)	কে, দাসগুপ্ত, ফিসারী অফিসার, মেলাঘর	৮৬·৪০
১৬০)	ডি, কে, ভট্টাচার্য্য, ডেপুটি কালেক্টার, উদয়পুর (২৮-১১-৭৪ইং পর্য্যন্ত)	৮২১·৪২
১৬১)	আর, কে, ভট্টাচার্য্য, সাব-এরিয়া অরগেনাইজার	১৬২·০০
১৬২)	পি, কে, সরকার, মুনসেপ, উদয়পুর (৪-৪-৭৩ইং পর্য্যন্ত)	৪৭·০০
১৬৩)	এস, ঘোষ, এস, টি, ও, উদয়পুর	২৫৬·৬০
১৬৪)	এস, কে. দাসগুপ্ত, এ, টি, ডব্লিউ, ও উদয়পুর	১১৪·৬৮
১৬৫)	ডি, কে, সেন, এডিশনাল এস, ডি, ও উদয়পুর	৫২৩·৪৪
১৬৬)	আই, পি, বানার্জী, সার্কেল অফিসার, উদয়পুর	৩৯১·১৮
১৬৭)	এ, কে, চক্রবর্ত্তী, এস, ডি, ও, (পি, ডব্লিউ, ডি) এটাচ্ টু, ডি, এম	৯২১·৫৫
১৬৮)	আর, এন, সিংহ, এসিষ্ট কমেডেন্ট ডি, এ, আর	৯২৭·৯৬
১৬৯)	আর, বি, ভূষণ, ডেপুটি কালেক্টর	৯৪·৫৭
১৭০)	এস, কে, রায় চৌধুরী, ডি. এস, পি (এল, আর)	৮৯৪·৯০
১৭১)	এন, সি, চক্রবর্ত্তী, ডি, আই, এস	৪৬৬·১০
১৭২)	এইচ, সি, সুর, এ, এইচ, এম. কে, বি, আই	১২৪৭·৪৯
১৭৩)	এস, এন, গুপ্ত, এইচ, এম, কাকড়াবন (৩০-৪-৭৩ইং পর্য্যন্ত)	১৬৪২·৬০
১৭৪)	জে, সি, দাস. এস, ডি, ও (পি, ডব্লিউ, ডি) এম, আই, ডিভিশান, উদয়পুর	২৬১·৮০

১	২	৩
১৭৫)	জে, কে, মহলানাবীশ, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব এগ্রিকালচার (৩১-১২-৭৩ইং পর্য্যন্ত)	৬৩৮·৯২
১৭৬)	বিভাস চন্দ্র সাহা, এসিস্ট ভেটেরেনারী সারজন	৬৬·৯১
১৭৭)	শ্রী পি, সি. রায়, এইচ. এম. চন্দ্রপুর এইচ. এস. স্কুল	৫০৫.০৮
১৭৮)	,, এস. বিশ্বাস, সার্কেল অফিসার (২৮/৮/৭১ পর্য্যন্ত)	৫০৩.২১
১৭৯)	,, এ. কে. কর ভৌমিক, এ. সেটেলমেন্ট অফিসার	৬৩৫.১৭
১৮০)	,, এ. আর. চৌধুরী, এ. এইচ. এম, কে. বি. আই.	৫৯৯.৯২
১৮১)	,, এইচ. সেনগুপ্ত, এস. ডি. ও./পি. ডবলিউ. ডি, উদয়পুর	৫৯৫.০০
১৮২)	,, এম. বি. চক্রবর্ত্তী, এগ্রিকালচার অফিসার।	৫৭০.৪৫
১৮৩)	,, ভোলানাথ রায়, স্টেটিসটিকেল অফিসার।	১৪০২.১০
১৮৪)	,, এস. কে. দেববর্ম্মা, এ. ই. ও. অব এগ্রি।	১৫১৯৮
১৮৫)	,, এ. চাটার্জী, ফিসারী অফিসার।	৭৫৬.০০
১৮৬)	,, টি. চক্রবর্ত্তী, এক্টেনশন অফিসার (ইঞ্জিনীয়ার)	৫০৬.৮৮
১৮৭)	,, এন. আর. ঘোষ, এগ্রি. ডেভলাপমেন্ট অফিসার	২৭২.১৬
১৮৮)	,, এম. কে. বিশ্বাস, ডি. এফ. ও.	১৭০.০০
১৮৯)	,, সুরদাস ঘোষ, ডি. এফ ও,	২১৬.০০
১৯০)	,, এস. সি. চক্রবর্ত্তী, মুন্সীফ, উদয়পুর।	১০৭৫.৪৪
১৯১)	,, এস. দাস, সার্কেল অফিসার।	৬১.৫৬
		মোট—১,২১,৫১৬.৬১

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 270

By Shri Baju Ban Riyan

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ধান কাটা নিয়ে মোট কতটি বিরোধ হয়েছে তার স্থান ও সংখ্যা সহ বিবরণ ?

উত্তর

১) ডিসেম্বর মাসে কোন বিরোধ হয় নাই। তবে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মোট ৬টি বিরোধ হয়েছে। তন্মধ্যে জিরানীয়া থানায় ৩টি, বিশালগড় থানায় ২টি ও কৈলাশহর ১টি

নভেম্বর মাসে ৫টি (পাঁচটি)

জিরানীয়া থানায় ৩টি : বড়জলা, শান্তিনগর ও বেলবাড়ী।

বিশালগড় থানায় ২টি : ২টিই অমরেন্দ্রনগর।

অক্টোবর মাসে ১টি

কৈলাশহর : ভাগ্যপুর।

মোট—৬টি

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 276

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

a) The number of persons so far enrolled as Home-Guards and

b) The wages rate and method of payment ?

ANSWER

1) 7238 volunteers have so far been enrolled as Home Guards.

2) The Home Guards who work within their own P. S. jurisdiction are paid Rs. 5/- each per day and those who work outside their own P. S. jurisdiction was paid Rs. 6/- each per day. The method of payment is strictly on the basis of 'No-work' 'No-pay'.

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 300

By Shri Purna Mohan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state :-

প্রশ্ন

১) প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য সরকারকে বর্তমানে কত খরচ করতে হয় এবং প্রতি ইউনিট বিদ্যুত সরকার কি দরে বিক্রয় করেন ?

২। বিদ্যুতের ক্রয় ও বিক্রয়ে লাভ হচ্ছে না লোকসান হচ্ছে ?

৩) লোকসান হলে প্রতি ইউনিটে তা কত ?

উত্তর

১। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য বর্তমানে সরকারকে কত খরচ করতে হয় তাহা নির্ণয়ের জন্য প্রফরমা একাউন্টস এর কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রতি ইউনিট বিদ্যুতে নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় করা হয়।

আবাসিক প্রতি ইউনিট লাইট ও ফেন	ব্যবসায়িক প্রতি ইউনিট (স্মল পাওয়ার)	শিল্প ও কৃষিজাত প্রতি ইউনিট	রাস্তার বাতি প্রতি ইউনিট
আগরতলা—৫০ প:	৩১ প:	২৮ প:	৩৭ প:
আগরতলা ছাড়া—৫৬ প:	৩৭ প:	৩৭ প:	৪৩ প:

অন্যত্র।

যাহা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পাওনা পরিশোধ করিলে সর্ব ক্ষেত্রে ৬ পয়সা প্রতি ইউনিটের জন্য রেহাই দেওয়া হয়।

২। যেহেতু লাভ ক্ষতির সঠিক হিসাব এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 302

By—Srhi Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Deptt. be pleased to state ;—

প্রশ্ন

১) ডুবুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মূল ঠিকাদার নিযুক্ত মাষ্টার রোল কর্মীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে কি সরকার অবহিত ?

২) গত ২রা নভেম্বর ১৯৭৪ ইং এন, পি, সি, সির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ রত কর্মীদের কি কি দাবী ছিল এবং কত জন কি কি কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

৩) কর্মীদের বিক্ষোভ দূরী করণে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) বিক্ষোভ কর্মীদের দাবী ছিল এন, পি, সি, সির ছাটাই মাষ্টার রোল কর্মীদের পুর্ণ নিয়োগ। ১৯৭৪ ইং সনের ২রা নভেম্বর তারিখে এন্, পি, সি, সির গাড়ী চালানে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

৩) চাকুরীর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা লেবার কোপারেটিভ গঠন করিয়া পিস্ ওয়ার্ক বেসিসে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাহারা কাজ করিতে থাকেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 322

By—Shri Nripendra Chakravorty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) গত ৬-১১-৭৪ এ শ্রীআশুতোষ শীলকে কি অমরপুর নগর পুলিশ রিজার্ভের ভিতরে পিটানো হয়েছে।

২) যদি পিটানো হয়ে থাকে, তার কারণ এবং

৩) এই ঘটনা সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) মারামারির কারণ প্রহৃত বা প্রহারকারী কেহই ব্যক্ত করে নাই।

৩) হাবিলদার শ্রীমহেন্দ্র বৈদ্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় প্রসিডিং চলিতেছে এবং শীঘ্রই এই প্রসিডিং এর কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

ANNEXURE—'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 59

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরায় শিল্প বিভাগে যে সমস্ত পাওয়ারলুম ক্রয় করা হয়েছে সেগুলো গত দুই বছরে কতদিন কোন সময়ে চালু ছিল বা কাজ হয়েছে?

(২) কয়টি পাওয়ারলুম এখন কাজ হচ্ছে না?

(৩) কাজ না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

(১) চালু ছিল না।

(২) একটিতেও কাজ হচ্ছে না।

(৩) সাইজড্ বিম্ (Sized Beam) এর অভাবে পাওয়ার লুমগুলো চালু করা হয় নাই।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 68

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর কাঁঠালিয়া এবং নদিয়া তহশীল এলাকাগুলিতে কৃষি জমিতে স্থায়ী জলসেঁচের ব্যবস্থা গ্রহণে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; এবং

(২) ১৯৭২ এর পর ঐ অঞ্চলে নূতনভাবে কত পরিমাণ কৃষি জমি স্থায়ীভাবে জলসেঁচের আওতায় আনা হয়েছে?

উত্তর

(১) তহশীলগুলির মধ্যে ধনপুরে লিফ্ট ইরিগেশন্ প্রকল্পের মাধ্যমে ধনপুর সোনাই নদী হইতে জলসেচের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাঁঠালিয়াতে মহেশপুর মাঠে স্থায়ী জল সেঁচের জন্য একটি লিফ্ট ইরিগেশন্ প্রকল্পের এষ্টিমেট করা হয়েছে। ইহার কিছু কাজ (অপারেটারের কোয়ার্টার) ধরা হইয়াছে এবং বাকি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

(২) ১৯৭২ এর পরে ধনপুর অঞ্চলে অতিরিক্ত ১০ | ১২ একর জমি স্থায়ী জলসেঁচের আওতায় আনা হইয়াছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 79

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be please to state.

প্রশ্ন

(১) আগরতলা কোতোয়ালী থানা এলাকায় গত ছয় মাসে সাইকেল চুরির সংখ্যা কত।

(২) তন্মধ্যে কয়টি সাইকেল পুলিশ কর্তৃক উদ্ধার করা হয়েছে ?

উত্তর

(১) ১৯৭৪ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই ছয় মাসে কোতোয়ালী থানা এলাকা হইতে মোট ৫৩টি সাইকেল চুরি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়েছে।

(২) উদ্ধারকৃত সাইকেলের সংখ্যা ৪ (চার)।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 84

By Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION

a) How many persons were arrested and detained by the Maintenance of Internal Security Act 1971, since the Act came into force. (Year-wise arrest and period of detention).

b) What general offence was made each of them prosecuted by this Act.

ANSWER

a) Total number of persons (including foreigners) detained under Maintenance of Internal Security Act 1971 during the respective years since the inception of the Act is as follows :—

Year		Number
1971	—	857
1972	—	36
1973	—	11
1974	—	45
1975 (upto 30. 4. 75)	—	31
		980

The period of detention in respeet of foreigners entering India without valid travel documents is for 2 years. In case the matter is placed before the Advisory Board before the expiration of two years period and the Board justifies the detention the maximum period of dententon in the above case may be extended to 3 years. In other cases the maximum period of detention is for one year.

b) Detention under Maintenance of Internal Security Act is not done for any offence. The detentions were made with a view to preventing any person from acting in any manner prejudical to :

i) Security of the State or the maintenance of public order or

ii) Maintenance of supplies and services essential to the community or

iii) in respect of any foreigner that with a view to regulating his continued presence in India or with a view to making arrangements for his expulsion form India.

Or

To prevent one from smuggling goods etc. (this provision has been repealed w. e. f. 19. 12. 1974).

UNSTARRED QUESTION NO. 137

By Shri Jatindra Kumar Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Political Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাক্তন সৈনিকদের সংখ্যা কত ; এবং

২) সরকারী প্রচেষ্টায় কতজন প্রাক্তন সৈনিক পরিবারকে পুনর্বাসন, আর্থিক সাহায্য, ঋণ বা চাকুরী দেওয়া হইয়াছে (ভিন্ন ভিন্ন হিসাব) ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় প্রাক্তন সৈনিকদের সংখ্যা ৬,০০৬ জন।

২) সরকারী প্রচেষ্টায় যে সমস্ত প্রাক্তন সৈনিক পরিবারকে পুনর্ব্বাসন, আর্থিক সাহায্য, ঋণ বা চাকুরী দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিন্ন ভিন্ন হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

পুনর্ব্বাসন : ১০৯ জন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্ব্বাসনের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ১৯৭১ ইং সনে পাক-ভারত সংঘর্ষে নিহত ৩ জন সৈনিকের পরিবারকে বসতবাটী ও কৃষি কার্য্যের জন্য জমি দেওয়া হইয়াছে। সরকারী খরচায় উক্ত ৩ জন সৈনিক পরিবারের জন্য বসত বাটীর জমিতে বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে।

উপরন্তু ১ জন যুদ্ধবন্দী সৈনিক পরিবারের জন্য বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে। নির্মিত ৪টি গৃহ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকগণকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক একটি গৃহ একজন মৃত সৈনিক পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনটি গৃহ আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে।

আর্থিক সাহায্য : খোয়াই অন্তর্গত করঙ্গীছড়ায় ১১১ জন প্রাক্তন সৈনিককে পুনর্ব্বাসনের জন্য ৩৬,৪২ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্তন সৈনিকদের "বেনাভোলেন্ট ফাণ্ড" হইতে ৪৮ জন প্রাক্তন সৈনিককে ৭,৩৭০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ৫৯ জন প্রাক্তন সৈনিককে ১৭,৭০০ টাকা "জুমিয়া গ্রাণ্ট" দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬২ ইং সন হইতে ১৯৭১ইং সন পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধে নিহত ৯ জন সৈনিকের পরিবারকে, ২ জন আহত সৈনিককে এবং ৩ জন যুদ্ধ বন্দীর পরিবারকে মোট ৮,০৬০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

ঋণ : খোয়াইর অন্তর্গত করঙ্গীছড়ায় পুনর্ব্বাসনের জন্য ১১১ জন প্রাক্তন সৈনিককে ২,১৬,০৫০ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ৪০ জন প্রাক্তন সৈনিককে ২৬,২৫০ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী চাকুরী : বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে মোট ৩৪২ জন প্রাক্তন সৈনিককে কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩ জন গেজেটেড কর্ম্মচারী, ২২৫ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী ও ১০৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Thursday, May 29, 1975.

The House met in the Assembly House at Agartala, on Thursday the 29th May, 1975 at 12 Noon.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, Chief Minister, 6 Ministers, 3 Ministers for State, 1 Deputy Minister, Deputy Speaker and 27 Members.

QUESTIONS & ANSWERS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short-notice question asked by Shri Kalipada Banerjee.

Shri Kalipada Banerjee :— Short Notice Question No. 4.

Shri Tarit Mohan Dasgupta (Minister in-charge of the Food & Civil Supplies) :— Short Notice Question No 4, Sir.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় সরবরাহকৃত চাউল ও গমের মূল্যের উপর যথাক্রমে কুইন্টল প্রতি ১১ টাকা ও ১৪ টাকা সাবসিডি দেওয়া হয়– এই কথা কি সত্য ?

২) রাজ্যে চাউল সংগ্রহকালে ক্রয়মূল্য নির্ধারণের সময় এই সাবসিডির বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১) বর্তমানে মিডিয়াম চাউল ও গমের উপর যথাক্রমে কুইন্টল প্রতি ১১ টাকা ও ৬ টাকা ভর্তুকী দেওয়া হয়।

২) না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— পার্লামেন্টে মিঃ এ. পি, সিন্ধে এক তথ্যে বলেছেন যে Tripura Government was also clearing subsidy @ Rs. 14/- and Rs. 11/- per quintal of wheat and rice. আমি এটা কোট করছি Time of India dated 29-4-75. এখন মন্ত্রী মশাই বলছেন চাউল ১১ টাকা আর গম ৬ টাকা, কিন্তু ওরা বলছেন চাউল ১১ টাকা আর গম ১৪ টাকা। কাজেই এটা কেমন করে কি হল, আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :- - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১-৮-৭৪ ইং পর্যন্ত এটা ১৪ টাকা ছিল। কিন্তু ১-৮-৭৪ ইং এর পর অর্ডার দিয়ে সেটাকে ১৪ টাকা থেকে কমিয়ে ৬ টাকা করা হয়েছে এবং বর্তমানেও এই হারেই চলছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু Shri A. P. Sindhe stated in Lok Sabha on 24-8-75. কাজেই উনি এই বিষয়টা আবার দেখতে পারেন। যা হউক উনি যেটা বলছেন, তার থেকেই আমি বলছি, এই যে আমরা চাউল সংগ্রহ করলাম তখন এই ভর্তুকীর বিষয়টা আমরা বিবেচনা করলাম না কেন জানতে পারি কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংগ্রহ মূল্যটা সর্ব্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে এবং সেই দরেই এখানে কেনা হয়েছে। কিন্তু যখন এই জিনিষটা বিক্রী হচ্ছে, তখনও এই পরিমাণ সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একই আছি, কারণ বিক্রি করার সময় আমরা ১. টাকা করে দেই; এখন আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আমরা যদি বিক্রি করার সময় ১১ টাকা সাবসিডি দিতে পারি তাহলে আমরা যখন সংগ্রহ করছিলাম, তখন কিছু টাকা বাড়িয়ে দিতে পারতাম না ? আমরা বাইর থেকে যে চাউল আনছি, তার দাম বেশী পড়ছে বলে ১১ টাকা সাবসিডি দিচ্ছি, কিন্তু যখন আমরা এখানে ধান সংগ্রহ করলাম, তখন আমাদের কৃষকদের আরও কিছু বেশী পয়সা দেওয়া যেত না কি ? কাজেই কেন সেটা দেওয়া হল না, কেনই বা ধরা হল না, তার যুক্তিই বা কি, বা কি যুক্তিতেই এটা করা হয়েছে ? আমরা সেটা জানতে চাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার জিনিষের উপর আমরা যে সাবসিডি দিচ্ছি, আর আমরা এখানে যেটা সংগ্রহ করছি তার উপর যে সাবসিডি দিচ্ছি, তা প্রায় পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। কারন এর দ্বারা আমরা মূল্যমান কিছুটা কমিয়ে রেখেছি। এবং এই দিক দিয়ে ফলাফল একই দাঁড়াচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমাদের সংগ্রহ মূল্য ছিল ১.২০ টাকা, বিক্রি করছি ১.৬০ টাকা তারপর উনি বলছেন যে বিক্রির উপরও ১১ টাকা সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই যখন কেনা হল, তখন এসব জিনিষগুলিও ধরা হয়েছে, এটা আমি কি করে বুঝব ? কারণ সংগ্রহ মূল্যত সব জায়গাতেই এক রকম যেমন, হরিয়ানাতে চাউল ১.২০ টাকা, আর ধান ৭০ পয়সা, আমাদের এখানেও এই একই রেটে কেনা হচ্ছে। তাহলে ওখানে কিনে এখানে এনে বিক্রি করার সময় যে সাবসিডি দিচ্ছেন, সেটা কিভাবে দিচ্ছেন বুঝিয়ে বলুন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এটার উপর ট্রেন্সপোর্ট খরচ এবং আনুসঙ্গিক খরচ সব কিছুই ধরা হয়। কারণ বাইর থেকে যখন আসছে, তখন তার ট্রেন্সপোর্ট খরচ, গো-ডাউন খরচ, সর্টেজ এ্যাণ্ড ওরেষ্টেজ পার্সেন্টেজ যা আছে সেগুলি যোগ করে যে দাম পড়ে, তার থেকে এটা কমিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ১.২০ টাকায় আমি এখানে কিনলাম, তারপর পাঞ্জাব বা অন্ধ্র থেকে যে চাউল এখানে আনা হল, তার ট্রেন্সপোর্ট খরচ ত এখানকার ট্রেন্সপোর্ট খরচের চাইতে অনেক বেশী পড়বে। তাহলে কেন আমরা সংগ্রহের সময় আমাদের কৃষকদের ২ টাকা বেশী দিতে পারলাম না ? এটা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন যে আমাদের এই ক্রয়মূল্য, এই খরচ, এই সাবসিডি, কারণ এখানে সংগৃহীত চাউলের মূল্য আর অন্ধ্রের থেকে সংগৃহীত চাউলের মূল্য কখনও এক হতে পারে না।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— এটার এক একটা আলাদা করে এ্যাপ্রক্সিমেটলী করা হয়। কারণ সবটার উপরই এটা ধরা হয়েছে যেমন সংগ্রহের খরচ, ট্রেন্সপোটের খরচ আবার ধান ভাঙ্গাবার খরচ সবটাই ধরা হচ্ছে, আর সেজন্য ধানের বেলায় মূল্যমান স্থির করার জন্য ভর্তুকীর পরিমাণ হচ্ছে ৭ টাকা। আর আমরা যখন ডিষ্ট্রিবিউট করছি, তখন সবটাই এক দরের মধ্যে আনতে হবে, সেজন্য এভারেজ করা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মাশই আমরা যে ধান ধর্মনগরে সংগ্রহ করলাম এবং ধর্মনগরের মানুষকে যে ধান দিলাম তাতে আমার কত খরচা গেল,—১৮ টাকায় কিনে আমরা কত টাকায় ওখানে বিক্রী করেছি? তারপর ৭ টাকা সাবসিডি সেটা জাষ্টিফাই করে?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের সবটাই প্ল্যান করে প্রপোস'নেটলী ধরা হচ্ছে। আমাদের এডমিনিষ্ট্রেটিভ কষ্ট সবটাকে সমস্তটার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আপনি যা বলেছেন আপনার কথার মধ্যে যুক্তি আছে যদি জিনিষ-টাকে আপনি আলাদা করে ধরেন। কিন্তু আমরা যেটি ধরেছি সেটা হোল এডমিনিষ্ট্রেটিভ কষ্টটাকে ইকুইটিবল ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি।

.**শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী** :— এতো বুঝলাম,—তাহলে কি এই কথাতেই আসছেন না— সংগ্রহমূল্য ঠিক করেছেন—অর্থাৎ এত ভর্তুকীর বিষয়টা আদৌ বিবেচনা করা হয়নি এই কথাটা কি সত্যি হল না? আদৌ বিবেচনা করা হয়নি—১১ টাকা সাবসিডি, ৭ টাকা সাব-সিডি, আদৌ বিবেচনা না করে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যখন ১৮ টাকা দাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে ধানের আর ১২০ টাকা চালের, সেটাকেই আপনারা বলছেন সর্বভারতীয় ভিত্তি? পশ্চিম বংগে সাবসিডি দেয় না, আসাম সাবসিডি দেয় না, মণিপুর সাবসিডি দেয় না, বিহার সাব-সিডি দেয় না। তারা ১২০ টাকা কিনেন। ১.৬০ পয়সা বিক্রী করেন আমাদের আপত্তি নেই। আমার ষ্টেট গভর্ণমেন্ট সাবসিডি দেয়। আমি সেদিন পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলাম, কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল সাবসিডি দেয়, তখন মন্ত্রী বলছিলেন যে ত্রিপুরাতেও সাব-সিডি দেয়, সেখানে বলা হয়েছে ১১ টাকা ১৪ টাকা। মন্ত্রী বলছেন ৬ টাকা আমার রাজ্যে সাবসিডি দেয়। অন্য কোন রাজ্য দেয় না। সুতরাং এই ধানের যখন সংগ্রহ মূল্য ঠিক করলাম তখন কেন্দ্রে যে কমিটি আছে যার মারফতে ঠিক করা হয়েছে চালের দাম, গমের দাম তার উপর—আমরা সাবসিডির কথা কোন বিবেচনা করছি না এক কথাটা কি সত্যি নয়?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার উপর আমরা সাবসিডি দেই না এই কথাতো বললাম, আমরা কোন সাবসিডি দেই না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার মূল প্রশ্ন ছিল রাজ্যের চাল সংগ্রহ কালে মূল্য নির্ধারনের সময় এই সাব সিডির বিষয় বিবেচনা করা হয়নি উত্তর হয়েছিল করা হয়নি। মন্ত্রী বলেছেন এর পর, আমরা সাবসিডি দিয়েছি। এই সংগ্রহের উপর আমরা কোন সাবসিডি দেই নাই—এখানে আমরা ব্যবসা করছি এই চাল দিয়ে—আমার এখানে সংগ্রহ করা ধান এবং চালের উপর কোন সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে না এই কথা কি সত্যি নয়?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিষয়টি হচ্ছে ত্রিপুরার জন্য আমাদের বাইরে থেকেও আনতে হচ্ছে—যখন আমরা বিক্রী করছি দুটো মিলিয়ে এভারেজ করে সেখান যদি দেখা যায় যে বাইরেরটা বেশী পড়ে যাচ্ছে তখন তার সংগে সমতা আনার জন্য এই সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এর বেনিফিট ইণ্ডাইরেক্টলী সবাই পাচ্ছে। আপনি যদি আলাদা করে দেখেন ধানের উপর যেটি বলেছেন সেটা নেই। কিন্তু আমরা যখন ধান এবং চাল মিলিয়ে ধরি তার বেনিফিটা ত্রিপুরার কৃষকেরাও ইণ্ডাইরেক্টলী পাচ্ছে—যখন চাল এবং গম তার পরবর্তী পর্যায়ে পাচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমার জিজ্ঞাসা ছিল এই বিষয়টি—আমি গভর্ণমেণ্টকে বলতে চাই যেহেতু আমরা সংগ্রহ করছি—নেকস্ট টাইমে আমরা যখন সংগ্রহ করব, নেকস্ট টাইমে আমরা যেন এই বিষয়টা বিবেচনা করতে পারি। কারণ সংগ্রহ করার জন্য যে সব ভারতীয় দাম তার চাইতে আমাদের বাজারে বেশী দাম ছিল, তখন সংগ্রহ করার সময় আর কিছু বেশী দাম আমরা দিতে পারতাম। এই সাবসিডি যখন আমরা দিচ্ছি—আমার ষ্টেট যখন বিক্রীর সময় সাবসিডি দিচ্ছে, কিনার সময় যদি এই সাবসিডির বিষয় আমরা চিন্তা করতাম তাহলে কুইন্টাল প্রতি আমরা ৬ টাকা বেশী দিতে পারতাম এবং চালে ১১ টাকা বেশী দিতে পারতাম, সেটা অসম্ভব ছিল না। এবং যেখানে গভর্ণমেন্টের সংগে কৃষকের যে সংঘর্ষ সেই সংঘর্ষকে এড়ান যেত। সেজন্যই আমার প্রশ্ন ছিল যে সংগ্রহ করার সময় এই সব জিনিষগুলি যেন সরকার ভবিষ্যতে চিন্তা করেন।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যা করেছি সেটা সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতেই করেছি। এর আগের বছর দেখবেন যে একটা বোনাসের মত দেওয়া হয়েছিল যারা এই সময়ের মধ্যে দেবে তাদের ধানের জন্য প্রতি কুইন্টল ৩ টাকা এবং চালের জন্য প্রতি কুইন্টাল ৫ টাকা একস্ট্রা দেওয়া হবে এবং ভারতের ক'টি ষ্টেটে দিয়েছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকার সকলের কাছে বলেছেন—গতবার যেটি ৭০ টাকা ছিল এই বার ৭৮ টাকা করা হয়েছে, সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে এই একই মূল্যে কিনতে হবে এবং এই ব্যাপারে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কোন ডিসক্রশান দেন নাই। তবে তিনি যে কথাটা বলেছেন এই বছর যদি কোন স্কোপ থাকে তাহলে নিশ্চয় বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— দুই টাকা করে বোনাস দিয়েছিল—নির্দিষ্ট সময় ছিল সেটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে—যারা বিক্রী করেছে তাদের দুই টাকা করে বোনাস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— আই টেক দি ইনফর্মেশান—এমন নয়, আমার মনে হয় এটা একটা কমিশন ছিল পঞ্চায়েতের জন্য।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কমিশন পঞ্চায়েতের জন্য রাখা হয়েছে, গত বছর বোনাস ছিল।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :— গত বছর ৭০ টাকা ছিল তখন বোনাস ছিল, এ'বার বোনাস নীতিটা ভারত সরকার কোন ষ্টেটকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এটা সর্ব ভারতীয় ব্যাপার—সব ভারতীয় ব্যাপারে সাবসিডি নাই। সাবসিডি কাশ্মীরের এবং আমাদের ষ্টেটের আছে। সুতরাং সেখানে আপনার স্কোপ আছে, গভর্ণমেন্টের বিবেচনার করার স্কোপ আছে। সুতরাং কিনার সময় আমরা যদি বলি আমার এখানে কৃষকদের জন্য ৩/৪ টাকা কমিশন দেব বা বোনাস দেব—বিক্রীর সময় যদি আমরা দিতে পারি কিনার সময় কেন দিতে পারব না ? কিনার সময় যারা উৎপাদক তাদের অর্থ নৈতিক মান বাড়াবার জন্য, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি বিবেচনা করি হয়ত তাহলে সংগ্রহের জন্য এত হৈ চৈ আর এত বাঁশ লাগাতে হবে না বলে আমার ধারণা।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পয়েন্ট রেইজ করেছেন নিশ্চয় কমিশন সম্পর্কে সংগ্রহের সময় বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীতাপস দে :—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, সব ভারতীয় ভিত্তিতে আমাদের এখানকার দর ঠিক করা হয়েছিল—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি মাদ্রাজে ধান প্রতি কুইন্টল ৮৯ টাকা করে করা হয়েছে। মাদ্রাজ যদি বাড়াতে পারে আমরা কেন বাড়াতে পারলাম না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা মাদ্রাজ সরকারের ব্যাপার।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, যেহেতু সব ভারতীয় ভিত্তিতে হচ্ছে—মাদ্রাজ ভারতের বাইরে নয়—মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট পারলেন আর আমার ষ্টেট গভর্ণমেন্ট পারলেন না কেন ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেইটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের, ব্যাপারে, সেইটা আমরা জানি না। আমরা যেটা জানি সেইটা বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২১৮, (অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২১৮।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকার কি মহকুমা শাসক পদটি আই, এ, এস, ক্যাডার পোষ্টে উন্নীত করিয়াছিলেন ?

২) এক নম্বরের উত্তর 'হ্যাঁ' হইলে কি কি কারণে উন্নীত করা হয়েছে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :- মাননীয় স্পীকার স্যার, নো সাপ্লিমেন্টারী।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৪২৯ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাণ্ড সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪২৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৭৪-১৯৭৫ ইং সালের আর্থিক বৎসরে বাজেট বরাদ্দ ও শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও বনবিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগগুলিতে লোক নিয়োগ করা হয় নাই ?

২। সত্য হইয়া থাকিলে ঐ বিভাগগুলিতে যথাক্রমে কয়টি করিয়া শূন্যপদ ছিল এবং

৩) আরও অন্যান্য বিভাগে শূন্যপদ ছিল কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ১৯৭৪-৭৫ ইং সনে বন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগে সমস্ত শূন্যপদগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

২।

বিভাগের নাম	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
বন বিভাগ	২	৪	৬১	১৩৭	২০৪
স্বাস্থ্য বিভাগ	৫	৭	১৩১	২৪	১৬৭
কৃষি বিভাগ	-	৬	৭১	৩৬	১১৩

৩) অন্যান্য বিভাগের এরূপ শূন্যপদের দপ্তরওয়ারী শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সংগীয় তালিকায় প্রদত্ত হইল।

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF VACANT POST UNDER VARIOUS DEPTTS/OFFICES UNDER THE GOVERNMENT OF TRIPURA DURING THE FINANCIAL YEAC 1974-1975.

Sl. No.	Name of Departments & Offices	Number of posts vac2nt during the financial year				
		Class I	Class II	Class III	Class IV	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Civil Secretariat (S. A. Dsptt.)	3	3	1	18	25
2.	Chief Minister's Secretariat	—	—	2	2	4
3.	Publicity Department	—	5	10	3	18
4.	Labour Department	—	—	2	3	5
5.	Public Works Department	7	8	125	81	221
6.	Employment Services & M. Planning	—	—	7	—	7
7.	Directorate of Fire Service	—	—	9	—	9
8.	Office of the Advocate General	—	—	1	—	1
9.	D. M. & Collector (North)	3	107	7	—	7
10.	D. M. & Collector (West)			1	—	111
11.	D. M. & Collector (South)			15	17	32
12.	Tribal Welfare Department	1	10	18	—	29

1	2	3	4	5	6	7
13.	Asstt. Transport Commissioner	—	—	1	—	1
14.	District & Session Judge	1	16	55	30	102
15.	Rehabilitation Department	—	—	—	1	1
16.	Panchayat Raj Department	—	—	10	—	10
17.	R W. S. Engneering Division	—	—	9	—	8
18.	Food & Civil Supplies Deptt.	—	2	2	5	9
19.	Enforcement & Anti-sorruption Orgn.	—	—	1	—	1
20.	Prisons Directorate	—	—	1	—	1
21.	Directorate of Land Records etc.	—	1	—	—	1
22.	Animal Husbandry Department	—	1	75	29	105
23.	Cooperative Department	—	2	11	—	13
24.	Directorate of Civil Defence	—	—	3	—	3
25.	Industries Department	1	13	102	45	161
26.	Inspector General of Police	—	—	231	—	231
27.	Statistical Department	—	3	17	3	23
28.	Evaluation Organisation	—	1	9	1	11
29.	Tripura Public Service Commission	—	3	5	1	9
30.	State Planning Machinery	—	—	1	4	5
31.	District Registrar (West)	—	—	2	—	2
32.	Education Department	11	101	127	—	239
33.	Printing & Stationery Deptt.	—	2	19	3	24

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় টোটেলটা ক জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— দিস উইল বি লেইড অন দি টেবল। আপনারা যোগ করে নেবেন তাহলেই হয়ে যাবে। উনি এইটাতো কেটাগরিকেলী বলেছেন।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— যেখানে রাজ্যপালের ভাষণে পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার বেকারকে জাতীয় সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করা হোক, সেখানে এতগুলি পোষ্ট শূন্য থাকা সত্বেও এই একটা বৎসরে চাকরীতে নিয়োগ না করার অর্থ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শূন্য পদগুলি সত্বর পূরণ করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে কারীগরী ও অকারিগরী প্রার্থীর অভাবের জন্যই বেশীরভাগ পদ শূন্য রয়েছে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যেখানে কারীগরী এবং অকারীগরী প্রার্থী পাওয়া যায় নি সেখানে উনারা ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন কিভাবে এবং কভাবে বুঝলেন যে প্রার্থী পাওয়া যায় না ?

(নো রিপ্লাই)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আদৌ কোন অ্যাডভারটাইজমেন্ট হয়েছিল কিনা ? অ্যাড-ভারটাইজমেন্ট যদি না হয় তাহলে কি করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা নিচ্ছে, অন্যান্য ক্যাটাগরীতে, টি, সি, এস, ইত্যাদি পোষ্টগুলি বাদ দিয়ে ? ক্লাস থ্রি, ক্লাস ফোর তার জন্য এই রাজ্যে লোক নাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে গেজেটেড ব্যান্কের পোষ্ট, এইগুলি ডি, পি, সি, করে পাঠাতে হবে এবং সেখানে আবার পরীক্ষা দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে অনেক পোষ্ট আছে, যেমন বন বিভাগের পোষ্ট। চতুর্থ শ্রেণীর ১৩৭টি পোষ্ট খালি ছিল। সেখানে বেশীর ভাগ পোস্ট ১৯৭৪–৭৫-এ ক্রিয়েটেড এবং তার জন্য আমি একটা একজাম্পল দিচ্ছি। তারা এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে লোক চেয়েছে। তারা ৩/৪ হাজার নাম পাঠিয়েছে। এর পর আবার বন বিভাগ বললেন যে আমাদের ৩/৪ হাজার লোকের ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় নেই। আমরা ১০০/২০০ লোক নেব। সুতরাং এর মধ্যে আরও কমিয়ে দাও। সেই ফাইল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে স্ক্রুটিনি করে ১ হাজার, দেড় হাজার বেরিয়েছে এবং তারা ইন্টারভিউ'এ বসেছে। সিমিলারলী মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেমন ক্লাস থ্রি, স্বাস্থ্য বিভাগের ৩১টা পোস্ট আছে। এইগুলি টেকনিক্যাল পোষ্ট, যেমন কম্পাউণ্ডার, হেলথ ভিজিটার, নার্স, লেবরেটরী টেকনিসিয়ান, ইত্যাদি টেকনিক্যাল পোস্ট। এখন সেই পোস্টগুলির ট্রেনিং-এর দরকার আছে। এইগুলি ট্রেনিং না দিয়ে নেওয়া যায় না এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এখন যে সংখ্যা দিলেন তাতে বুঝা যায় বেশীর ভাগ পোষ্ট খালি নাই। আগে যে সংখ্যা দিলেন তাতে অন্যরকম বলা হয়েছিল। আগে ২/৩ হাজারের সংখ্যা দিলেন, এখন বলছেন পূরণ করা হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— অধিকাংশ পোস্টই পূরণ করা হয়ে গেছে এবং অনেক পোস্ট আবার পূরণ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট যে ১০টা পোষ্ট ভ্যাকেন্ট আছে এই পোষ্টগুলির নাম কি? ক্লাস টু পোস্ট?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ৩৩টি ডিপার্টমেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে। কোন পোস্টের কি নাম যদি তাঁরা চান বা কি নেচারের পোষ্ট তার জন্য আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান করলে বিরাট লিষ্ট দেওয়া যাবে।

শ্রীমধুসূদন দাস :— একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে সেই ১০টা পোস্টের নাম কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ক্লাস টু পোস্ট খালি, সব ডিপার্টমেন্ট মিলে অনেক পোষ্ট আছে।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— প্রশ্নটা হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে ক্লাস টু এর ১০টা ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে সেই পোষ্টগুলির নাম কি? সোজাসুজি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার ভাষণে বলেছেন যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লোক চেয়েছে এবং ৩ হাজার লোকের নাম পাঠানো হয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের এমন কোন নিয়ম আছে কিনা যে কতগুলি পোস্টের জন্য কতগুলি লোক পাঠানো যাবে? স্যার, আমার মূল প্রশ্ন হল, এই যে ক্লাস ফোর এবং ক্লাস থ্রি নন্-টেকনিক্যাল, এই পোস্টগুলি কেন ফিল আপ করা হল না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নন-টেকনিক্যাল পোস্টের মধ্যেও প্রমোশন্যাল পোষ্ট আছে। সুতরাং প্রমোশন্যাল পোষ্ট যেগুলি আছে, সেগুলির জন্যও ডি, পি, সি, করতে হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, দেখুন উনি কিভাবে প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন ?

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে পোস্টগুলি খালি আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ্যামপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে ৩ হাজার লোকের নাম এসেছে। এখন মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে এ্যামপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জ থেকে নাম চাওয়ার জন্য ওয়ান ইজ টু কত লোকের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়, এমন কোন সর্কুলার আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জে নাম চাওয়া হয়, সেই সব ডিপার্টমেন্টের এমন কোন রেসিও নাই যে এত পোস্ট থাকলে এতটা নাম পাঠাতে হবে।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, সেখানে নিয়ম আছে যে ১:১০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই এ্যাম সরী, এটা ১:১০। সুতরাং তারা নিয়ম অনুযায়ী পাঠাই নাই। কাজেই বন বিভাগে ১৩৭টা ভেকান্ট পোষ্টের জন্য ৩ হাজার লোকের নাম পাঠানোর কোন জাষ্টিফিকেশান নাই।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে ১৯৭৪ সনে যে গণ ইন্টারভিউ নেওয়া হল, তার মধ্য থেকে কেন লোক নেওয়া হল না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গণ ইন্টারভিউর থেকেও নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনি একবার বলছেন এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ থেকে চাওয়া হয়েছে আর একবার বলছেন গণ ইন্টারভিউর থেকে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে এ কি রকম কথা ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— স্যার, আপনি দয়া করে ইন্সট্রাকশান দিন যে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। আর এভাবে যদি বলেন. তাহলে সদস্যরা উৎতপ্ত হবেই।

মিঃ স্পীকার :— আমার প্রশ্ন তা নয়। আমার কথা হচ্ছে আপনারা ৪/৫ জন যদি এক সাথে প্রশ্ন করতে থাকেন, তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— স্যার, এটা চাকুরী সংক্রান্ত বিষয় কিনা, তাই সবাই একটু উৎতপ্ত হয়। কারণ এমন অনেক সদস্য আছেন, যাদের কনষ্টিটিউন্সীর ভাগ্যে একটা চাকুরীও জুটে নাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কনষ্টিটিউন্সী ছাড়া চাকুরী হয় না, আমার কনষ্টিটি-উন্সীতে চাকুরী হয় নি. সমীর বাবুর হয় নি, যতীনবাবুর হয় নি এবং যদুবাবুর হয় নি। তাছাড়া আমাদের আরও অসুবিধা হচ্ছে এই যে আমরা যখন কাউকে রিকমেণ্ড করে পাঠাই, তখন উত্তর আসে, উনিই ত চাকুরী দিতে পারেন, উনি স্থানীয় এম, এল, এ, চাকুরী দিতে পারেন। অথচ আমাদের অবস্থাটা কত অসহায় যে আমরা একটা লোককে বা একটা ছেলেকে

চাকুরী দেওয়ার মত কোন কিছুই আমাদের হাতে নাই। কাজেই এই যে সভার মধ্যে একটা উৎতপ্তভাব, এটা আপনি নিজেও ফিল করেন। কারণ ব্যক্তিগতভাবে কারো লাইসেন্স বা পার্মিশানের প্রশ্ন নয় বা লাভ লোকসানেরও প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে প্রত্যেকের কনষ্টিটিউন্সীর মধ্যে যে বেকার আছে, তাদের সবার এক দিনেই বেকারত্ব দূর হয়ে যাবে, সেই কথা আমি এখানে বলছি না, আসলে উৎতপ্তটা হচ্ছে সেখানে যেমন ধরুন ২৬টা রাস্তা মুখ্যমন্ত্রীর কনষ্টিটিউন্সীতে হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আর ইউ এ্যাক্সপ্লেনিং দি রিজনস ?

শ্রীমধুসুদন দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যে ১০টা পোষ্টের জন্য নাম চাওয়া হয়েছে, তার সব কয়টাতেই এ্যাড-হক বেসিসে লোক নিয়োগ করা হয়েছে, এটা আপনি স্বীকার করবেন কি ? যারা যারা এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, আমি তাদের নাম পর্যান্ত বলে দিতে পারি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তপ্ত হয় এই কারণে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরবর্তী পর্য্যায়ে হতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, মন্ত্রী একবার বলছেন খালি আছে, আবার বলছেন হতে পারে, এটা কেমন কথা ?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে ১০ টিপোষ্ট খালি আছে, আবার পরবর্তী সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলছেন যে হয়তো পূরণ হয়ে যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৪-৭৫ সনের যে ফিগার তা আমি দিয়েছি। পরবর্তী সময়ে কোন জায়গায় কতগুলি পোষ্ট ফিলড আপ হয়েছে, সেটা আমার কাছে নাই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— স্যার, প্রশ্নটা ছিল ১৯৭৪-৭৫ সনের আর্থিক বৎসরে বাজেট বরাদ্দ ও শূন্যপদ থাকা সত্বেও বন বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ ও কৃষি বিভাগগুলিতে লোক নিয়োগ করা হয় নাই। আজকে যখন মন্ত্রী মশাই উত্তর দিবেন, তখন ডিপার্টমেন্ট অবশ্যই ইতিমধ্যে লোক নিয়োগ করা হল কি হল না, তার বিস্তারিত খবরা খবর সাপ্লাই দিবেন, যাতে মন্ত্রী মশাই তার উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রী মশাইর উত্তর থেকে জানা যাচ্ছে যে অনেকগুলি পোষ্ট এখনও খালি পড়ে আছে, গত এক বছর ধরে লোকই নেওয়া হয় নি। তারপর টেকনিক্যাল পোষ্ট যেগুলি আছে, সেগুলিতে নিয়োগ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না, কিন্তু ডি, এম, অফিসের যে সমস্ত ক্লাস ফোর এবং ক্লাস থ্রি পোষ্ট আছে, সেগুলিতে লোক না নিয়োগ করার কি কারণ থাকতে পারে ? ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকার কিছু কম নাই, এই অবস্থায়ও দেখা যাচ্ছে যে টেকনিক্যাল পোষ্ট ছাড়াও নন-টেকনিক্যাল পোস্ট হাজারের উপর খালি পড়ে আছে। এগুলিতে লোক নিয়োগ না করার কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার প্রশ্ন অনুযায়ী ১৯৭৪-৭৫ সনে যে পোষ্টগুলি খালি ছিল, তার লিষ্ট আমি এখানে দিয়েছি এবং বলেছি যে পরবর্তী সময়ে কত পোষ্ট ফিলড আপ করা হয়েছে, তার ডীটেইলস আমার কাছে নাই।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— একটা ডেফিনিট প্রশ্নে মেম্বাররা তার ডেফিনিট উত্তর চান এবং স্যার, এটা আপনি নিশ্চয় এগ্রি করবেন যে মিনিষ্টার সুড কাম প্রিপেয়ার্ড টু আনসার রিলিভেন্ট সাপ্লিমেন্টারীজ। মন্ত্রীরা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না এবং স্বভাবতই এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে ত্রিপুরাতে ৪০ হাজার বেকার এবং সেই সম্পর্কে দায় সারা গোছের যদি মন্ত্রীদের কাছ থেকে উত্তর আসে স্বভাবতই হাউস একটু উত্তপ্ত হতে বাধ্য। সুতরাং স্যার, আপনি যদি মন্ত্রীদের বলেন টু কাম প্রিপেয়ার্ড ইন দি হাউস টু গিভ আনসার দি কোয়েশ্চান। যেটা না জানেন সেটা হলেই—আই ডিমাণ্ড নোটিশ—এইভাবে হাফেজার্ড ওয়েতে আনসার ঠিক নয়। এটা উনারা করবেন না, it is digniiy of the House, it is dignity of the Chair, আমি আপনার মারফত এই দাবি রাখছি স্যার।

Mr. Speaker :—Yes, it is true that Ministers should come fully prepared with the reply (interruption) please stand one .....

Dr. Binode Behari Das :— স্যার, প্রশ্ন ছিল ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ এবং শূন্য পদ থাকা সত্ত্বেও সেই পদে নিয়োগ করা হয়নি। এতক্ষণ যে কথাবার্তা আমরা শুনলাম বা আলোচনা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে—মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করবেন কি বাজেট বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও তারা লোক নিয়োগ করতে পারেন নাই—এখানে এই সরকারের টোট্যাল ফেলিউর, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন কারণে এই পদগুলি ফিল আপ করা হয় নাই তা আমি আগেই বলেছি। সুতরাং সম্পূর্ণ ফেলিউর এটা আমি স্বীকার করি না।

মিঃ স্পীকার :— নাও, আই সুড গো টু দি নেকস্ট কোয়েশ্চান—শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— কোয়েশ্চান নম্বার ৪৩৫

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত ;— কোয়েশ্চান নম্বার ৪৩৫

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর বিভাগের বিভিন্ন বাজারে বাঙালি দোকানদারদের সপ লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে না ?

২) সত্য হইলে না দেওয়ার কারণ ?

উত্তর

১) সাধারণতঃ বাজারের বাঙালি দোকানদারদের কোন সপ লাইসেন্স দরকার হয় না।

। উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— বাজারের মধ্যে ষ্টেশনারী বা অন্যান্য জিনিষ পত্র বিক্রী করে যারা তাদের লাইসেন্স অবশ্য দেওয়া আছে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কোন সময় দেওয়া হয় না। আমরা দেখছি লাইসেন্স তারা অলরেডি পেয়েছে। অনেক রিনিও করার জন্য প্রেয়ার করেছে, পাচ্ছে না। অনেকে নূতন লাইসেন্সের জন্য প্রেয়ার করেও ৮ বছর যাবত পাচ্ছে না—এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভাল ভাবে বুঝে উত্তর দেবেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবার জন্য লাগে না। যারা ফুড গ্রেনস নিয়ে ডিল করেন তাদের জন্য লাগে যেমন খাদ্য, চিনি, কেরোসিন এইগুলি যারা ডিল করেন তাদের লাগে। এখন যারা লবন, তেল, ডাল ব্যবহার করেন তাদের ৫০ কেজি. পর্য্যন্ত কোন লাইসেন্স লাগে না। সর্ষের তেল ১০ লিটার পর্য্যন্ত লাগে না, লবন ১০ কেজি. পর্য্যন্ত লাগে না—তাদের এই সমস্ত লাইসেন্স-এর কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাপড়ের যারা ব্যবসা করেন তাদের কাপড়ের ব্যবসার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় এবং চাইলে সেই লাইসেন্স দেওয়া হয়। ধর্মনগরেও কিছু কিছু লাইসেনস দিয়েছেন—৩৫৪টি কেরসিনের, ৬৯৬টি ফুড ষ্টাফের এবং ২৯৪টি চিনি বিক্রীর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এবং ২১টি লাই-সেন্সের দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ধর্মনগরে লাইসেন্সের জন্য কতটা দরখাস্ত আছে?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমানে ২১টি দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে লাইসেন্স দেওয়া হয় সেগুলি লোকেল এস. ডি. ও. দেন, না ডি. এম. দেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন বাছালি দোকানগুলিতে লাইসেন্স-এর দরকার হয় না। বাজারের বাছালিগুলির অবস্থা মন্ত্রী মশাই জানেন না। প্রত্যেকটা বাছালি এক একটা দোকান—সমস্ত খাদ্য সামগ্রী নিয়ে তারা বাছালি ঘরের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে। কাজেই ত্রিপুরা সরকারের বাছালি দোকান সম্পর্কে পূর্ব্বের যে চিন্তা ছিল এবং অবস্থা ছিল বর্তমানে তা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই দোকানগুলির লাইসেনস চাওয়ার পরেও লাইসেন্স ছাড়া দোকান করেছে, এইগুলি কি বেআইনীর মধ্যে পড়ে না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টেশনারীর জন্য লাগে আর ফুড ষ্টাফের জন্য এর নিচে করলে লাগে না। যারা মশলা বিক্রী করেন তাদের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া শাকসব্জী বিক্রী করার জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না—এবং আমি যা বলছি, কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে এবং কিছু বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, যেগুলি বিবেচনাধীন আছে সেগুলি সত্বর দেওয়ার যেন ব্যবস্থা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলি যাতে সত্বর হয় সেই বিষয়ে আমি ইনস্‌ট্রকশান পাঠাব।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— যে সব দোকান লাইসেন্‌স নাই, মাননীয় মন্ত্রী মশাই কি স্বীকার করেছেন তারা এখনও দোকান করছে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, করছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তাহলে লাইসেন্‌স ছাড়া তারা দোকান করছে। কিন্তু এটা কি সিষ্টেম, ফুড ইনসপেক্‌টারকে দুই চার পয়সা দিলে লাইসেন্‌স ছাড়া দোকান করতে পারে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমন কোন কথা নয়—দুটা জিনিষ এর মধ্যের আছে যখন লাইসেন্‌স দেওয়া হয় তখন তাদের রিটার্ণ ইত্যাদি দিতে হয়। কেউ করেন কেউ করেন না, এ হতে পারে।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী এই রিটার্ণ ক'দিনে নিতে হয়—১৫ দিনে, না মাসিক, না সপ্তাহে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাইমটা আমি বলতে পারছি না। আইনে এটার বিধান আছে। তবে কাপড়ের দোকানের এক বছরের ট্রেনজেকশানের জন্য রিটার্ণ দিতে হয়—একটা প্রেসক্রাইবড ফর্ম্ম অনুযায়ী তাদের রিটার্ণ দিতে হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি এই লাইসেন্‌সের উপর সরকারের কোন রেভিনিও আসে কি না ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আসে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তাহলে যে সব দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে সেগুলি তড়ান্বিত করার ব্যবস্থা করছেন না কেন ? বাধা কোথায় ?

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হচ্ছে না তা নয়, করা হচ্ছে আর যাদের লাগে না তারা করছেন না।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এটা শুধু ধর্মনগরের নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থা, রিটার্ণ দেওয়ার পরেও কারও লাইসেন্‌স রিনিউ হচ্ছে না।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্পেসিফিক কেস যদি আমার দৃষ্টিতে আসে তাহলে আমি বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি আপনার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার। সেদিন আমরা হাউসে বলেছিলাম যে সাবরুমের গজালিয়াতে যে অপারেশনের কথা ছিল সেটা ও. এন. জি. সি, বন্ধ করে দিয়েছে এবং রিগ যা এসেছিল সে রিগগুলো রাজ্যের বাইরে পাঠানো হচ্ছে। তখন মুখ্যমন্ত্রী যিনি ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে যাতে আসে, মুখ্যমন্ত্রী যাতে একটা ব্যবস্থা করেন তার জন্য আমরা এই অভিযোগের কথাটা জানিয়েছিলাম। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী

বলেছিলেন যে তিনি এটা জানেন না, এটা হতেও পারে না। আজকে আমি আনন্দ বাজার পত্রিকাতে দেখেছি যে রাজ্যের মুখ্যসচীব আনন্দ বাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টারকে বলেছেন এবং তিনি খুব উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন যে গজালিয় র কাজ ও. এন. জি. সি, বন্ধ করে দিয়েছে এবং রিগ গুলো রাজ্যের বাইরে, হিমাচল প্রদেশে পঠিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমাদের যে উদ্‌-বেগ, এই অঞ্চলের তেলের অনুসন্ধানের ফলে, সমগ্র ত্রিপুরার যে অর্থনীতি, যে উন্নতির একটা সম্ভবনা ছিল তাকে এভাবে যদিও ও. এন. জি. সি এক তরফা বন্ধ করে দেয় তাহলে সেটা কি ভাবে হবে ? প্রসংগক্রমে, এখানে প্রচুর কনষ্ট্রাকশানের করা হচ্ছিল এবং এখনও হচ্ছে, সে আমি নিজেই শুনেছি। সেদিন আমি শুনলাম যে প্রোজেকট যা করার কথা ছিল তা বন্ধ করে দিচ্ছে। সুতরাং আমি রাজ্যে সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এ বিষয়ে যাতে বক্তব্য রাখেন এবং গজালিয়ার কাজ যাতে বন্ধ না হয়, তেল অনুসন্ধানের কাজ যাতে সেখানে হয়, কেওয়াস যাতে না হয় সেজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে জানাবেন। আপনি মুখ্যমন্ত্রীকে এ সম্বন্ধে বলুন।

Mr. Speaker :—Any reply on behalf of she Chief Minister, Mr. Krishnadas Bhattacharjee.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমি যে উদ্‌বেগের কথা বললাম এটা সবার উদ্‌বেগের কথা, রাজ্যের উদ্‌বেগ। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এটা আনা হবে কি না ? এবং যাতে ড্রিলিং বন্ধ না হয় এবং অবিলম্বে রিগ গুলো যাতে না যায় সেই জন্য রাজ্য সরকার এক্ষুনি বলুক যে তোমরা এসব করমে না।

মিঃ স্পীকার :—আপনি যে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন আমি সমভাবে এই বিষয়ে উদ্‌বেগ বোধ করছি। অতএব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যদি সম্ভব হয় এ বিষয়ে আজ উত্তর দিতে পাবেন, তা না হলে তিনি পরে দিতে পারেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এর উত্তর একটা হতে পারে, এখানে যে প্রোজেক্ট ম্যানেজার আছে বা ওদের ও, এন, জি, সি,র যে বড় অফিসার আছে অথবা আজকেই টেলিগ্রাম করুন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে, না এখান থেকে রিগ যাবে না।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—স্যার, উই ওয়াণ্ট এস্যুরেন্স ফরম দি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট। সেই এস্যুরেন্সটা হবে যে, রাজ্য সরকারের এই হাউস এবং ত্রিপুরাবাসীর এই উদ্‌বেগের কথা বলবেন যে আমরা চাই যে গজালিয়াতে যে কাজ হওয়ার কথা ছিল সেটা চলুক। সেটা যাতে বন্ধ না হয়, সেটা যাতে চলে, সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের এই হাউস কতৃপক্ষের কাছে জানাতে অনুরোধ করবে যাতে এই কাজ বন্ধ না হয়ে যায় এবং এইটুকু জানালে আমরা সুখী হব যে রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে সব প্রকার কাজ করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে মন্ত্রীসভা থেকে যদি কেউ বলেন তাহলে আমরা আশ্বস্ত হতে পারবো।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যগণ যে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সেটা আমরা অনুসন্ধান করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—আমি অবাক হচ্ছি, মাননীয় মন্ত্রী জানেন না, মুখ্যমন্ত্রী জানেন না। মুখ্যমন্ত্রী বরং এ্যাডভানস জানবেন, যেখানে আমি জানি না। আবার আমার সংগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কথা বার্তা হয়েছে, সেদিন বললেন। আবার সেদিন না, তার পরের দিন আনন্দ বাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টারের কাছে রাজ্যের মুখ্যসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আজকে আমি খবরের কাগজে পড়েছি, আমি পড়ে অবাক। না, না মুখ্যমন্ত্রী সেদিন এখানে যে কথা বললেন, উনি জানেন না, জানেন না শুধু নয়। আমার সংগে মাল-ভিয়ার কথা হয়েছে, এটা বন্ধ হতে পারে না। কিছু না, আমরা যেন একটা হাওয়ার কথা বললাম, হাওয়ার উপরে কথা বলেছি এ রকম ভাব দেখাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যসচিব জানেন, সদস্যরা জানেন, মুখ্যমন্ত্রী জানেন না, মন্ত্রী সভার মেম্বাররা জানেন না, আসলে কিছু জানেন না। অর্থাৎ মুখ্যসচীব বলেছেন তা কলকাতার কাগজে ছাপা হয়েছে। আমি সেই পড়েই এই উদ্বেগ প্রকাশ করছি, আর সেই জন্যই আমি বলছি দাবী করুন, এটা আমাদের দাবী, কাজ এখানে হবে।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের দাবী অনুসারে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে তিনি একশান নিচ্ছেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এই আবেদন নিবেদন কিছু হবে না। এখান থেকে যেন রিগ না যেতে পারে। এক্ষুনি প্রোজেক্ট ম্যানেজারকে বলে দেওয়া উচিত যে রিগ পাঠাবেন না এখান থেকে।

(এ ভয়েজ—ইনজাংকশান জারির কথা বলছেন)

দে সুড ভি ইনজাংকশান অন দি প্রোজেক্ট ম্যানেজার নট টু সেণ্ড দা রিগ্‌স।

মিঃ স্পীকার :—সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন, ইনজাংকশান জারি করবেন কি না ?

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, আজকে আমাদের ত্রিপুরা অনগ্রসর এ রাজ্য। আমরা প্রায়ই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-এর কানেশান হারিয়ে ফেলি। আমরা জানি যে আমাদের এখানে এখনও মাইক্রোওয়েভ চালু হয়নি। এখান থেকে যদিও কাজ চলছে শিলং থেকে শিলচর এবং শিলচর থেকে আগরতলা। এবং এটা না হওয়ার ফলে আমাদের টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রয়াশই অচল হয়ে পড়ে। কালকের থেকে সব বন্ধ। এটা প্রায়ই হচ্ছে স্যার, এবং শিলং এর ভিতর দিয়ে ম্যাসেজ যাওয়ার যে ব্যবস্থা আছে, আমি শুনেছি যে চেরাপুঞ্জিতে ওদের একটা পি. এ্যাণ্ড, টি অফিস আছে কিন্তু সেখানে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত সময় ছাড়া কোন সময় লোক থাকে না। কাজেই রাস্তায় যখন ওই অবস্থা বা টেকনিক্যাল কোন ডিফিকালটি হয় সেটা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা থাকে না এবং ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বিশেষ করে কৈলাসহর এবং কমলপুর এ টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন ব্যবস্থা আমরা প্রায়ই পাই না, সাব্রুমেও সেই একই অবস্থা—

মিঃ স্পীকার :—অচল থাকে ?

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :——হ্যাঁ, অচল থাকে স্যার, সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে চাই যাতে আমাদের এই মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থা খুব দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকার যাতে

এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং সেটা খোলার সাপেক্ষে বর্ত্তমান যে ব্যবস্থা আছে শিলং এর মধ্যে দিয়ে এইটা যাতে চালু থাকতে পারে সব সময়ে তার ব্যবস্থা করেন। আমি শুনেছি সেখানে কয়েকটা টেলিপ্রিনটারও আছে এবং আমি শুনেছি যখন হয়তো ইউ, এন, ওর, টেলিপ্রিন্টার চলে তখন হয়তো পোষ্ট অফিস এর টেলিপ্রিন্টার বা টেলিগ্রাম বন্ধ থাকে। আমি বুঝতে পারি না, তার কারণটা কি ? কাজেই এখানে টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, ডেলি যেখানে ৫০০ টেলিগ্রাম আসে, টেলিগ্রাম করে মানুষ জরুরি প্রয়োজনে। আমরা জানি স্যার, গ্রাম থেকে যে চিঠি পাই, আমরা সেই চিঠিটাকে টেলিগ্রাম মনে করি, আর আজকে এই অবস্থায় টেলিগ্রাম করা মনে হচ্ছে, টেলিগ্রাম চিঠি হয়ে যায়। আবার হয়তো লাইন ছাড়া টেলিগ্রাম ডেসপাস হবে না, ওটা একটা পোষ্ট-ব্যাগে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার মানুষের এর ফলে সমগ্রভাবে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করবো যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এটা দাবী রাখেন যে মাইক্রোওয়েভ ব্যবস্থা চালু করার বন্দোবস্ত করার জন্য।

শ্রীবনয় ভুষণ ব্যানার্জী :—হঠাৎ কালিবাবুর এরকম একটা উত্তেজনার ভাব দেখে আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম স্যার। সাথে সাথে আপনার মুখ থেকেও শুনলাম, আপনি একটু উদ্বেগ বোধ করছেন। আপনি স্পীকার সাহেব উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত উদবিগ্ন হয়ে উঠেছি। কাজেই এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই হাউজের উদ্বেগ দূর হোল কি না, এটা পরবর্তী কালে আমরা জেনে নিতে চাই। এটা আপনি সংবাদ জানার পর একটু জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :— সেটা তো বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একশান নিচ্ছেন। কি একশান নিচ্ছেন সেটা তিনি নিশ্চয়ই হাউসকে জানাবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাদের বিষয় এই যে ডেলি আগরতলা সহরে যে ৫০০ টেলিগ্রাম বুক হয়, আর ৫০০ টেলিগ্রাম আসার কথা, সেখানে কিভাবে আসছে, তিন দিনে হাজার দেড় হাজার এর কম নয়, প্রেসেরও টেলিগ্রাম হয়, অনেক ব্যাপারের থাকে। ওরা চেষ্টা করেন আজকে না পাঠাই, কালকে পাঠাবো তা না হলে পরশু পাঠাবো, অত্যন্ত তিন দিন তারা এটা দেখেন। তিন দিন দেখার পর তারা বাই পোষ্ট এ পাঠান। আমি যদি আজকে এখানে একটা চিঠি পোষ্ট করি, আজকে প্লেনে সেটা কলকাতা যাবে, অত্যন্ত কালকে ডেলিভারি হওয়ার সম্ভবনা আছে, কিন্তু এই টেলিগ্রাম ওরা চেষ্টা করতে করতে যখন পাঠান সাবজেক্ট টু হেভি ডিলে, হয়তো দিয়ে দেয়। ইচ্ছে হলে বুক করো, না হলে বুক করো না। কিন্তু টেলিগ্রাম তো বুক করতেই হবে। তাও স্যার, তিন দিন দেরিতে বাই পোষ্ট এ যায়, তার মানে অনেক দেরিতে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যাতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন। আগে ছিল পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের আণ্ডারে পোষ্ট অফিস, এখানে টেলিগ্রাফ কমুউনিকেশান জন্য জেনারেল ম্যানেজার, আর একটা আবার পোষ্ট অফিসের জন্য আলাদা হচ্ছে। সুতরাং তাদের ষ্টাফ আছে, প্রত্যেক পোষ্ট অফিসের একটা সিগন্যাল আছে, সিগন্যালের অভাবে জেনারেল ম্যানাজারের যিনি ষ্টাফ আর পোষ্ট মাষ্টার এর যিনি ষ্টাফ, সিগন্যাল যদি সেখানে না আসে তাহলে ওখানে মোটামুটি কাজ চলে। কমলপুর ও কৈলাসহরে সেই ব্যবস্থাও নেই। খোয়াইয়ের ব্যবস্থাও এই, উদয়পুরের ব্যবস্থাও এই এই ভাবে চলছে। আমার ওখানের কথা

না হয় বাদই দিলাম। কাজেই রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন যে আমাদের রাজ্যের এই অবস্থা তাড়াতাড়ি সেইটা দূর কর, এইটা বলার স্কোপ আছে, মাননীয় মন্ত্রী লিখতে পারেন চিঠি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীশংকর দয়াল শর্মার কাছে। লিখলে অ্যাকশন না হওয়ার কোন কারণ নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি লিখেন যে অন্ততঃ ধর্মনগরের মত অন্যান্য সাবডিভিশনের যে সব পোষ্ট অফিস আছে এইগুলি যদি অন্ততঃ ফুলফ্লেজডের মত করা হয় তাহলে অনেকটা সমস্যা দূর হয়, ফুলফ্লেজড পোষ্ট অফিস যদি করা হয়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী :—এইটা তাড়াতাড়ি করা হোক। তা না হলে বাইরের সংগে যোগাযোগের কোন উপায় নেই। মাইক্রোফোন এইটা হতে সময় লাগবে তার জন্য এখন যে ব্যবস্থা আছে, এই কাজটার মাণ্টেনেন্স নেই, ওখানে লোক থাকে না, তার ফলে লাইন পাওয়া যায় না। এই সমস্ত বিষয়টা কেন হচ্ছে? এই রকম? রাজ্য সরকার যদি তাদেরকে লিখেন তাহলে নিশ্চয়ই এইটার অ্যাকশন হবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে কথা বলেছেন এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিশে জরুরী ভিত্তিতেই নেওয়া হবে যাতে এই সমস্যাগুলি তার সমাধান যাতে অনতিবিলম্বে করা হয়।

Mr. Speaker :—Next item of business is presentation of reports of different Assembly Committees. First I would call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman to present before the House, the 21st Report of the Committee on Privileges.

Shri Sunil Chandra Dutta :—Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the 21st report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Kalipada Banerjee, Chairman to present before the House the 24th, 25th, 26th and 27th Reports of the Committee on Estimates.

Shri Kalipada Banerjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to present befo·e the House the 24th, 25th, 26th and 27th Reports of the Committee on Estimates on Education, Forest Deptt. Transport Deptt. TRTC and follow-on action.

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Jaduprasanna Bhattacharjee, to present before the House the 16th and 17th Reports of the Public Accounts Committee.

Shri Jaduprasanna Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to Present before the House the 16th and 17th, Reports of the Public Accounts Committee.

Mr Speaoer :—Hon'ble Members are requested to collect the copies of the reports from the Notice Office.

Next Business of the House is discussion and voting on Demands for Grants for 1975-76. To day in the list of Business there are 10 Demands for Grants namely Demand Nos. 1. 12, 13, 25, 48, 22, 27, 40, 16 & 17 to be disposed of by the House. Moreover, there are 10 Demands namely Demand Nos. 3, 18, 19, 21, 23, 29, 32, 33, 41 & 45 which have been carried over from list of Business for 28-5-75 and these ten demands will be taken up first to-day. Among the ten demands shown in the to-day's list of business Demand Nos. 1, 12, 13 Major Head 259-Printing and Stationery standing in the name of the Minister in-charge of the parliamentary Affairs, Jails, Printing & Stationery etc. Demand Nos. 13-Major Head 247, Major Head 265, Major Head 266, Demand No. 25, Major Head 268, Demand No. 48, Major Head 766, Demand No. 22—Major Head 288, standing in the name of the Chief Minister. Demand No. 16, Demand No. 22—Major Head 288, Demand No. 27-Major Head 314, Demand No. 40-Major Head 677 standing in the name of the State Minister-in-charge of the Social Education, Co-operative etc. Departments.

The Ministers concerned will move the demands standing in their names when called upon by me.

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—তাহলে কি সবগুলিই এক সংগে আলোচনা হবে ?

মিঃ স্পীকার :—গতকাল যে সমস্ত ডিমাণ্ডস কেরিড ওভার করা হয়েছে এইগুলি আজকে এক সংগে আলোচনা হবে। ডিমাণ্ড নং ৩, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৯, ৩২, ৩৩, ৪১ এবং ৪৫ মে বি ডিসকাসড টুগেদার। নাউ ডিসকাশন মে ষ্টার্ট।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে সমস্ত ডিমাণ্ডস আনা হয়েছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করে, ডিমাণ্ড নং ২২ মেজর হেড ২৭০ এর সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রথম যে ডিমাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছি, সেটা হল উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর। উপজাতিদের আমাদের মধ্যে প্রবীন নবীন অনেক সদস্য অনেক-ভাবে আলোচনা করেছেন, উপজাতিদের জন্য শুধু এই হাউসেই নয়, স্যার, যে কোন রাজনীতি, যে কোন ছোট বড় দল, যে কোন সংস্থা থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ছোট্ট বড অফিসার থেকে আরম্ভ করে সবাই একই বাক্যে বলছেন, উপজাতিদের জন্য আমরা সব কিছু করতে চাই। এটা শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যই আমার মনে হচ্ছে স্যার। যদি পক্ষে বিপক্ষে এমন কি প্রতিটি সংস্থায় যদি উপজাতিদের জন্য এত দরদ থাকে স্যার, তাহলে আজকে আমাদের এই শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হত না। তাছাড়া, বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ মৃতপ্রায় উপজাতিদের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য স্যার। তবে এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতার সময়ে বলেছেন, তৃতীয় কলামে একটা লাইন দেখলাম স্যার, আমি খোলাখুলি ভাবে বলছি যে আগামী আর্থিক বছরে আমাদের অর্থনীতি আরও বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। আগামী বছর যদি আমাদের ধারণার চেয়েও

বেশী কঠিন হয় তবু আমরা দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যেতে পারি না। তবে পরিবর্ত্তিত অবস্থা অনুযায়ী আমাদের কলা কৌশল পালটাতে হতে পারে"। শুধু পালটাতে হতে পারে এর উপর নির্ভর করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার। বাজেট আলোচনায় আমি সময় পাই নি স্যার। সেজন্য আমি কয়েকটা কথার উল্লেখ করতে চাই। ১২ পৃষ্ঠায় ২১ নম্বরে লেখা আছে স্যার, "মাননীয় সদস্যগণকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে তপশীলি উপজাতি তপশিলী জাতি ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর জনসাধারণের সামাজিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা সাধ্য ও সম্ভব তা রাজ্য সরকার করবেন"। আরও লেখা আছে স্যার, যে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের শেষ নাগাদ তপশীলি উপজাতির ৩০ হাজারের উপর পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পুনর্বিন্যস্ত এলাকায় ৪৯টি উপজাতি আদর্শ কলোনী স্থাপন করা হয়েছে। স্যার, আমি জানি না ৪৯টা কলোনী না বলে "আদর্শ" কলোনী বলা হয়েছে। মানে বিশেষণ লাগানো হয়েছে। 'আদর্শ'। স্যার, আমি সমগ্র ত্রিপুরার চিত্র বলতে পারি না। স্যার তেলিয়ামুড়াতে একটা রাজকৃষ্ণপুর নামে কলোনী আছে। সেখানেই বাছাই করে জায়গা নেওয়া হয়েছে। সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বালুছড়া। বৎসরে ২/৩ মাস বৃষ্টি যখন পড়ে তখন এই ছড়া গুলিতে বালি আসে। সারা বৎসরেই জল থাকে না, সেই কারণেই বালুছড়া নামে হয়েছে। যেখানে জলই নাই সেখানে মানুষ বাঁচতে পারে না। সেটাকে আদর্শ কলোনী বলা হয়েছে। আমার মনে হয় গুরুপদ কলোনীর মত যে সমস্ত আদর্শ কলোনীর নাম শুনেছি এর থেকেই বুঝা যাবে সেগুলি কতটুকু অগ্রগতি লাভ করবে। এখানে যে ত্রিশ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় ৪৯টা কলোনীর সব লোক একত্র করলেও গুরুপদ কলোনীর সব লোক এর সমান হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট স্কীমের যে সমস্ত উপজাতি এবং অ-উপজাতিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যেখানে উপজাতির কথাই আমরা বলি সেখানে বলা হয়েছে বিসিপশনিষ্ট ক্যাম্পে তারা থাকবে, আর বাঙ্গালী যারা তাদের ক্যাম্পে রাখা হয় নি স্যার। সেদিন বাজেট বক্তৃতায় আমার মনে আছে স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন সরকারী পরিকল্পনার সংগে তাল মিলিয়ে আমরা উপজাতিরা আসতে পারি না। সেখানে সরকারের বক্তব্য, আমরা ঋণ নিয়েছি, সবকিছু সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু সরকারই আমাদের ক্যাম্পে এনেছেন সরকারই আমাদের খাওয়াবেন এবং সেজন্যই তারা কাজ করতে চায় না। আমার বক্তব্য স্যার, তাদেরকে মাসে একশ' টাকা করে দেওয়া হয় যেটা আমাদের ভদ্রলোকের দেড় দিনের একটা লোকের পকেট খরচ। আর শুধু রাইমাশর্মা থেকে উচ্ছেদ করে নিয়ে গেছে, মাসে তাদের ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে পরিবারে ১০ জন হোক, ১৬ জনই হোক। আমার বক্তব্য স্যার, যে তাদের সাহায্য বাড়ানো দরকার। গত পূজার আগে মাস দেড়মাস কোনরকম সাহায্য সেখানে পৌঁছে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম কি যেন একটা টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে নি সেজন্য তাদের কোন সাহায্য মাস দেড়েক দেওয়া হয় নাই যার ফলে ৩/৫ দিন উপবাসী রয়েছে। আমার মনে আছে মালবাসা এক নম্বরে দুই নম্বর ক্যাম্পে ১২টা ফ্যামিলী ছিল। মার্চ মাসের মধ্যে মাত্র ১৮ জোড়া গরু

আছে, ১২ জোড়ার মধ্যে। বাধ্য হয়ে কচু সিদ্ধ, কলা সিদ্ধ খেয়েছে। আমরা এখানে আছি, ১২টার পরে যদি না যেতে পারি তাহলে বলি আমাদের ক্ষুধা লেগেছে যেহেতু, আমরা ভদ্রলোক। স্যার, তারা যেহেতু ভদ্রলোক হয় নি তাদের গরু বিক্রি করে খেতে হয়। গরু বিক্রি করা তাদের অপরাধ। আমরাই বলেছি যারা নেতৃত্ব করে তাদেরকে, যে তোমরা তাদের থেকে ট্রেনিং দাও যাতে গরু বিক্রি করতে না পারে। আজকে দুঃখের কথা স্যার, ১৬ লক্ষ ত্রিপুরা বাসার কল্যাণের কামনায় আমরা ডুম্বুর হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট করেছি। সেখানে দুর্ভাগ্যের কারণে ট্রাইবেলের সংখ্যা অধিক। যদি ট্রাইবেল না হয়ে একটা কমপ্যাক্ট বাঙ্গালী বা অ-উপজাতি এরিয়া হত তবে কোন্ দপ্তরের উপর তাকে দেওয়া হত সেটা আমার জানা নাই স্যার। আজকে শুধু ট্রাইবেল থাকাতে শুধু উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে এক গণ্ডা জমির জন্য তাকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে হয়। এবং ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য বরাদ্দকৃত সমস্ত টাকাই বলা হয় যে এখানে খরচ করা হয়েছে। আমার যতদূর ধারণা স্যার, এরাও এই দিক দিয়ে ডিপ্রাইভড হচ্ছে। আমরাও ঐ দিক দিয়ে আমাদের বেনিফিট থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে স্যার। এখন বর্তমান অবস্থার কথা বলছি স্যার। দুই দিন আগেও, জমাতিয়ার সংখ্যাই বেশী, এবং যেহেতু এরা কিছু জানে না, তারা শুধু জানে যে আমি একজন এম, এল, এ, আছি, সরকার পক্ষের এম, এল, এ, তাই তারা আমার কাছে আসে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার, আমি তাদের কাছে কোন উত্তরই দিতে পারি না। বর্তমানে তারা ৩.২০ থেকে ৩.৫০ পয়সা কেজি চাল কিনছে। রেশনও অনিয়মিত। এটা আমরা জানি না বললেও সবাই জানে রেশন অনিয়মিত ত্রিপুরায়। আড়াই ঘন্টার বেশী মাটি কাটতেও দেবে না। ২ থেকে আড়াই ঘন্টার বেশী মাটি কাটতে পারবে না। যদি কাটেও এর বেশী মেজারমেন্ট হবে না। এখন যদি লোকেল অফিসারের পকেটে কিছু দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হয়ত ২০ থেকে ২২টাকা পাবে, আর না হয় ১৩ টাকা। ঐ ১৩ টাকা দিয়ে একটা পরিবারের কি হয় স্যার? তাহলে একটা পরিবারের ২৫/২৬ টাকায় কি ভাবে চলে? সেখানে সাড়ে তিন টাকা কে, জি, চাউল। যেহেতু তারা অভাবী মানুষ, সারা দিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যা সময় যেহেতু তারা নগদ টাকা দিতে পারবে না; সেহেতু মহাজনদের কাছ থেকে বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে। আর অন্যান্য যারা কাজ করতে পারে না যেমন বৃদ্ধ যারা আছে, তারাত জানে না যে তাদের কর্মক্ষমতা না থাকলে, তাদের জন্য কেউ নাই, কারণ তাদের বার্দ্ধক্যটাও একটা অপরাধ, তাদের জন্য কেউ নাই। তারপর ঐ এলাকাতে কলোনী এরিয়াতে যে সমস্ত লুঙ্গা জমি আছে, সেগুলিকে প্রথমে রিক্লেইম করা হয়েছে, পরিস্কার করা হয়েছে এই বলে যে এটা তোমাদের কলোনি এরিয়া, আপাততঃ তোমরা দলবদ্ধভাবে পরিস্কার কর, পরে তোমাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু এটা বড় দুঃখের বিষয় যে ঐ জায়গার স্থানীয় যারা, অর্থাৎ যারা নাকি ঐখানে থেকে ২/১ বছর জমি করেছে, তাদের কাছ থেকে সেই জমিগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কারণ সেই জমিগুলি কাগজে পত্রে তাদের দখলে ছিল না। এখন সেখানকায় লোক্যাল অফিসার যারা আছে, যারা কলোনীর তত্বাবধান করেন, তাদের কাছে বলেছিল, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় নি বা তার কোন উত্তর তারা পায় নি। স্যার, এটা সত্যি কথা যে তাদের

নিজের বলতে কিছু নাই, যদি মন্ত্রী সভা থেকে তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করা হয়। এই ত সেদিন আমাদের মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন যে সেখানকার ৫১৮ পরিবারের মধ্যে প্রায় ২০০ পরিবার অন্যত্র চলে গিয়েছে। স্যার, আমাদের দিক থেকে যদি চিন্তা করে দেখা যায় অথবা আমাদেরকে যদি বলা হয় যে মানুষ্লী ১০০ কি ২০০ টাকা করে তোমাদেরকে দেওয়া হবে, যদিও সেটা কাগজে থাকবে, প্রেক্টিক্যাল নয়, তাহলেও সেখানে যে রেশন সপের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সেখানে কিছুই যায় না, যেখানে ঔষধ পত্র অনিয়মিত, যেখানে সপ্তাহে ৩/৪ দিনও খাওয়ার মিলে না, সেখানে আমাদের মত লোককে যদি বাঁছাই করে দেওয়া যায়, তাহলে আমরা সেখানে দুই দিনই থাকতে পারব কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই বলছিলাম, স্যার, এত বড় একটা প্রকল্প নেওয়ার পরও আমাদের কোন চিন্তাধারা নাই, তারা আসলে কৃষক, তারা লেবার নয় এবং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যারা জুম চাষ করে, যারা লেবারী করে, তাদেরকে কৃষকে পরিণত করা। কিন্তু এই ৫১৮ পরিবারকে ভূমির থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার ফলে, তাদেরকে এখন ডেইলী লেবারে পরিণত করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে কারণে আমি প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম যে প্রতিটি রাজনৈতিক দল থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি সংস্থা আমাদের নাম করে কাজ হাসিল করে। তা যদি না হত তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা হত না। আমরা আজ দাবার গুটির মত, আমাদের যে চালাতে পারে, আমরা সেভাবে চলি। তারপর খেলা শেষ হয়ে গেলে পর গুটি পাল্টিয়ে অপর আর একটি গুটি দিয়ে দেওয়া হয়, এটা যেন দামী মদের খালি বোতল স্যার। শুনেছি স্যার, বিলাতে মদের দাম ২০ থেকে ৮০/৯০ টাকা পর্যন্ত আছে। প্রথম খাওয়ার পর বোতলটা খালি হয়ে যায়, তখন সেটাকে টেবিলের নীচে ফেলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমাদের কথা বলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়, এরপর আমাদের আর কেউ খোঁজ নেয় না। আর যখন আমাদের নিয়ে খেলা করার প্রয়োজন হয়, তখন আমাদের মূল্য অত্যন্ত, কিন্তু খেলাটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের আর দরকার নাই। আমাদের আরও দুর্ভাগ্য স্যার, সেদিন আমাদের উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বলেছেন যে একটি আর্থিক বছরে তাঁর দপ্তরে মাত্র ৪ জন লোক নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে একজন উপজাতি লোককেও নেওয়া হয় নি। তাই বলছিলাম স্যার, যেখানে আমাদের উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর উপজাতিদের নেয় না, সেখানে অন্য দপ্তরগুলির কথাত আমরা চিন্তাই করতে পারি না। কারণ সেটা আমরা কোন রকমে আশা করতে পারি না। কাজেই এই যদি অবস্থা হয়, স্যার, এবং আরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর সম্পর্কে যেটুকু শুনেছি, রেকর্ডে সেটা কতটা সত্য, তা আমি জানি না। তবে আমি যেটা শুনেছি, সেটাই এখানে বলছি যে ১৯৬২ ইং'তে কয়েকজন এস, ই, ডবলিউ, নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ৩ জন ট্রাইবেল (পোষ্টগুলি অবশ্য নন-গেজেটেড) কিন্তু তাদের জুনিয়র র‍্যাংকে যারা ছিল, তারা নাকি অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। তাদের এস, ই, ডবলিউ. ক্যাডারে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলী করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে আর তাদেরকে বদলী করার ফলে যে এ্যাসিষ্টেন্ট ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার অফিসারের পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছিল, সেগুলি এখন পর্যন্ত ফিল্ড আপ করা হয় নি। কারণ ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য কাগজে পত্রে সব কিছু থাকলেও বাস্তবে সেগুলির কোন প্রয়োজন নাই। মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও বলছি যে আমাদের ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্টে যে কারণে যে সমস্ত লোককে ঐ এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাদের ব্যাপারটা যদি হিসাব করে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে গত আড়াই বছরের মধ্যে পরিবার পিছু সরকারের খরচ হয়েছে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা। এক একটা ট্রাক্টারের দাম যা, তা আমাদের মত ১০০টি ট্রাইবেল পরিবারের ১ বছরের রুজি রোজগারও তা হবে না। তাছাড়া সেখানে রাস্তাঘাট করতে হবে, গাড়ীঘোড়ার প্রয়োজন আছে, তেলের প্রয়োজন আছে। এখন দেখছি তাদের প্রতি পরিবার পিছু ১১ থেকে ১২ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে, এটা অবশ্য আমার অনুমান, স্যার। কিন্তু এদের পরিবার পিছু গরু কেনা, বাড়ী তৈরী ইত্যাদি বাবতে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা মাত্র খরচ করা হয়েছে। এগুলি কাগজে পত্রে পাওয়া যাবে না, ঠিকই কিন্তু আমরা নিজেরা তদন্ত করে জেনেছি যে ঘরের বাবতে ৫০০ টাকার জায়গাতে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, আবার ঐ ৩০০ টাকার মধ্যেও সে কিছু লাভ করে নিয়েছে। স্যার, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের দিনে এই ৫০০ টাকা দিয়ে কি হবে, আমি বুঝি না। তাই স্যার, আমি প্রথমে বলেছিলাম যে রাজনৈতিক পার্টি অথবা এই ধরণের সংস্থা থেকে আরম্ভ করে আমাদের সরকার, আমাদের সরকার বলতে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কথাও বলছি, এই কিছু দিন আগে মানে ১৯শে এপ্রিল তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকার এডিটোরিয়েলে আছে, স্যার, যে দেশের ৫ ভাগের ১ ভাগ হচ্ছে আমাদের উপজাতি এবং তাদেরকে কি ভাবে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। ট্রাইবেল এবং উপজাতিদের জন্য আমরা কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি এবং এখানেও আছে। আমাদের যতটুকু ধারনা এই ত্রিপুরাতেও আছে। কিন্তু ইম্‌প্লিমেন্টেশান হয় না। সব চাইতে দুঃখের কথা—যে কথাগুলি আমি বলেছিলাম তেলিয়ামুড়াতে ফিজিকেলী প্রায় দেড় লক্ষের মত লোক হবে—এমন কি গত সেনসাসের রিপোর্ট ১ লক্ষ ১০ হাজার লোক আছে এবং ছোট বড় মিলিয়ে সিডিউল্‌ড কাষ্টের একটা, বাকীগুলি সিডিউল্‌ড ট্রাইবস—৬টা অংশ তেলিয়ামুড়া ব্লকে আছে। এই ৬টা ব্লক থেকে একটা মেয়ের নাম ছিল ভানুমতি দাস, দুর্ভাগ্যক্রমে গ্র্যাজুয়েট গরীবের মেয়ে—ক্লাস ফোর হিসাবে কোন এক হাসপাতালে অফার পেয়েছে। সে যদি কোন ভদ্রলোকের মেয়ে হত স্যার, তাহলে কিছুটা ভাল পদ পেত। স্যার, আমার সময় বেশী নেই আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখছি। ট্রাইবেলদের ব্যাপারে একটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের যে উপদেষ্টা কমিটি আছে সেই কমিটি যে কোনটার প্রতি উপদেশ করতে পারেন আমার জানা নাই। স্যার, আমি নিজেও সেই কমিটির একজন অধম সদস্য। একমাত্র ট্রাইবেলের জমি বিক্রোর উপদেশ ছাড়া অন্য কোন উপদেশ রাখার অধিকার নেই। অন্য কোন উপদেশ রাখারই অধিকার নেই স্যার। আপনি জিজ্ঞাসা করুন একমাত্র ট্রাইবেলদের জমি ছাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করার উপদেশ ছাড়া আর কোন উপদেশ দিতে পারি না। অর্থাৎ এইগুলি না থাকাই যুক্তিযুক্ত এবং উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর এর পরেও রাখা উচিত কিনা আমি জানি না। আমি কৃষির উপর ২/১টি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। কৃষির জলসেঁচের কতগুলি অসুবিধার কথা আমি বলছি। আমি সেদিনও বলেছিলাম তথাপি আমি মনের দিক থেকে সন্তুষ্ট হতে পারি নাই আমি আমার কথা কতটুকু বুঝাতে পেরেছি এবং এই ব্যাপারে কতটুকু কাজ হবে না হবে আমি জানি না। যাতে আমার কথাগুলি বুঝাতে পারি

সেটাই আমার উদ্দেশ্য। খোয়াই সাবডিভিশানের লম্বালম্বি খোয়াই নদীর অফুরন্ত জল দুই পাশে বিরাট বিরাট মাঠ এবং সবচাইতে উর্ব্বর মাটি। আমরা জানি, আগরতলা শহরে যত শাকসব্জি আসে—কিছু আসে মেলাঘর থেকে আর খোয়াই থেকে। খোয়াইর চেবরী থেকে আরম্ভ করে, আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, গত ১০/১৫ বছর যাবত বেলা ১২টার পর থেকে আমরা স্থানীয় মানুষ কোন কাঁচা শাকসব্জী ব্যবসায়ীর হাত ছাড়া মালিকের কাছ থেকে আমরা কেউ কোনদিন কিনবার সুযোগ পাই না। যেহেতু এখানকার ব্যবসায়ীরা সব কিছু নিয়ে আসে—অর্থাৎ আমাদের মাটির উর্ব্বরতার কারণে আমাদের সেখানে ফসল বেশী হয় এবং আমাদের পণ্য টাউনে রপ্তানী হয়ে আসে এই কথা আমরা স্বীকার করছি। এবং এইসব সুযোগ থাকা সত্বেও, খোয়াই নদীর অফুরন্ত জল থাকা সত্বেও এবং বহুবার আবেদন নিবেদন করার পরেও, আমি আগেও বলেছিলাম—তখন ব্লক থেকে কৃষি বিভাগের তদন্তের পর সার্ভে হয়। সেই সার্ভের ব্যাপারে একবার পি, ডাবলিউ, ডি, একবার ইনভেষ্টিগেশান, একবার মাইনর ইরিগেশন, একবার ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট—এই যে ৫/৬টা ডিপার্টমেন্ট মিলে একটা ভেজাল হয়েছে তাতে আমাদের মত ছোট খাট পাহাড়ীয়ার পক্ষে তাদের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। এই ভেজালগুলি যদি দূর না করা যায় তাহলে ডিমাণ্ড পাশ করি মানুষের উপকারের জন্য, কৃষকের উপকারের জন্য, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের জন্য—তাদের কোন কাজে আসছে না এবং আসবেও না। শুধু আমরা বাজেট পাশ করে যাচ্ছি। এই বিষয়ে যাতে অফিস পাল্টান হয় সেজন্য আপনার মারফত মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অন্তত: মাইনর ইরিগেশান......

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আজকে মাইনর ইরিগেশান নেই।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— কৃষি আছে স্যার—কৃষির প্রয়োজনেই মাইনর ইরিগেশান আসছে। কৃষিই যদি না থাকে তাহলে মাইনর ইরিগেশানের কোন প্রয়োজন নেই। এই জন্যই স্যার, এই ভেজাল ৫/৬টা ভেজাল অন্তত ২টা ভেজালে নিয়ে আসুন স্যার। যদি আবার ব্যবস্থা না হয় তাহলে এইভাবে জনসাধারণের কোন কল্যাণে আসতে পারে না। আর একটা কথা গত নভেম্বর ডিসেম্বর মাস থেকে তেলিয়ামুড়ার দক্ষিণে পুলিনপুর থেকে আরম্ভ করে আথ্রাবাড়ী রামদয়াল পর্যান্ত বেশ ক'টা জায়গাতে সয়েল সার্ভে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে কিছু কাজ করান হয়েছিল। এবং তাদের অপরাধ হয়েছিল এম. এল. এ.র সংগে যোগাযোগ করেছিল এবং তাদের হয়ে আমিও কিছু দরবার করেছিলাম যাতে কাজটা হয়—ঐ যে ঐতিহাসিক খরা, এতিহাসিক অভাব যা আমরা সবাই বলছি। বর্ত্তমান বছরের এই অভাবের জন্য তাদের যাতে আমরা টি. আর, জি. আর. দিতে পারি—এই জন্য এই সয়েল সার্ভের মাধ্যমে যদি কিছুটা কাজ দিতে পারি তাহলে মানুষের হাতে দু'টা পয়সা আসে সেজন্য আমি নিজেও আবেদন রেখেছিলাম। শুধু তাদের অপরাধ......

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বহু সময় নিয়েছেন।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— এম. এল. এ,র সংগে যোগাযোগ করেছিল এই অপরাধে স্যার, গত নভেম্বর মাস থেকে কাজ আরম্ভ করে মার্চ মাসে এম, বি, রেকর্ড করা

হয়েছে, এর পর আজও তাদের টাকা দেওয়া হয়নি। আমি জানলাম ৪র্থ বার মেজারমেন্ট নেওয়া হয়েছে—অর্থাৎ তাদের টাকা দেওয়ার জন্য—কংগ্রেস এন, এল, এ,র সংগে যোগাযোগ করেছে এই অপরাধে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এটা করেছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন।

শ্রীঅনহরি জমাতিয়া :— আর একটা কথা হচ্ছে স্যার, ব্লকের তিনজন কর্মচারী কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী ষ্ট্রাইকের সময় তারা স্ট্রাইকে যোগদান না করে অফিস করেছিল—একজন হল এগ্রি-ইন্‌সপেক্টার, শ্রী সরকার, ইনভেষ্টীগেটার, শ্রীনিত্যানন্দ দাস, ভি, এল, ডাবলিউ, শ্রীঅসিত দেবনাথ ষ্ট্রাইকের সময় তারা অফিসে জয়েন করাতে কয়েক মাস তাদের বেতন আটকে দেওয়া হয়েছে। বি, ডি, ও,র নির্দ্দেশে বাইরে গেলে তাদের টি, এ, দিতে হয়, সেই টি, এ, বিল কেটে দেওয়া হয়েছে। এবং আরও একটা পয়েন্ট আছে স্যার—তুইসিন্‌ব্রাই ছড়াতে ঠিক এডজেসেন্ট একটা প্লটে একটা শেলো টিউব ওয়েল উদ্বোধন করার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তিনি গিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে মেশিন চালকের বিরুদ্ধে আমি এই প্রথম জানলাম স্যার, এই এলাকার লোকগুলি রিপোর্ট দিয়েছে যে ৫ টাকা ১০ টাকা না দিলে নাকি জল দেয় না। মিনিষ্টারের কাছে তারা কমপ্লেন করেছে। এই বলে আমি আজকের ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং১৮-এর উপরে আমি বলছি যে মেডিকেল এবং রিলিফ সম্পর্কে যে ব্যবস্থা চালু আছে টি, বি, রোগীদের জন্য যে উদ্বাস্তু এবং উপজাতী না হলে টি, বি, রোগীদের জন্য কোন ট্রিটমেন্ট চালু নেই। উদ্বাস্তু এবং উপজাতীর জন্য ব্যবস্থা আছে এটা সত্যি কথা, কিন্তু টি, বি, এমন একটা রোগ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে টি, বি, রোগ আজকাল রোগ হিসাবে চিকিৎসার কোন প্রোব্লেম নয়। আজকাল সাধারণতঃ চিকিৎসিত হয়ে যায় কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে পথ্য এবং বলকারক খাদ্য ইত্যাদি যদি না গ্রহণ করে তাহলে সেই কারণে টি, বি, রোগ বেড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই আমাদের এখানে এই ব্যবস্থা হওয়া দরকার জাতী উপজাতী নির্বিশেষে এবং উদ্বাস্তু এবং অ-উদ্বাস্তু নির্বিশেষে সমস্ত গরীব অংশের মানুষকে যাতে টি, বি, রোগ হলে তারা যাতে মেডিকেল রিলিফ হিসাবে সাহায্য পেতে পারে সে ব্যবস্থা রাখা দরকার। আমি ডিমাণ্ড নং ২৩ এর উপরে বলছি যে ট্রাইবেল, সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব, বেকওয়ার্ড বিভিন্ন কমিউনিটির জন্য যে ওয়েলফেয়ার ব্যবস্থা এখানে আছে সেই ক্ষেত্রে সিডিউল ট্রাইব সম্পর্কে আমি বলছি মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সিডিউল ট্রাইবদের উন্নয়নের জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব পরিকল্পনা এই পর্য্যন্ত হয়েছে, বিভিন্ন টি, ডি, ব্লকের মারফতে যে সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে সেই সমস্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় নাই এবং মেক্সিমাম ক্ষেত্রে সেই সমস্ত ব্যবস্থা অকার্য্যকরী হয়ে গেছে। কারণ উপ-জাতীদের যে উন্নয়নের যে সমস্যা যদি আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা মনে করি তাহলে উপজাতীদের উন্নয়নের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ উপজাতীদের জমির সমস্যা বলুন, উন্নয়নের সমস্যা বলুন, এই সমস্তটা সাধারণভাবে

একটা সোশিয়েল সমস্যা অথবা যাকে আমরা নেশনেল প্রোবলেমের মত বলতে পারি। কারণ উপজাতীদের ডেভেলাপমেন্ট শুধু মাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে তাকে ডেভেলাপমেন্ট করা যাবে না। যাবে না এই জন্য যে উপজাতীরা সাধারণভাবে অনুপোযুক্ত, অন্যান্য অংশের মত অর্থনৈতিক নীতিতে কৃষিতে, হাল চাষে এবং ব্যবসায় বা জীবনের অন্যান্য জায়গায় তারা খুববেশী দক্ষ নয়। দক্ষ নয় এই জন্য যে জাতী হিসাবে উপজাতী হিসাবে তারা পশ্চাদপদ এবং তারা কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তারা পশ্চাদপদ। আজকে বোধ হয় ৫০/৬০ বছর হবে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতীরা কৃষিতে তারা নেমেছে। কাজেই তারা উপজাতী বাংগালী কৃষকদের মত তারা হাল চাষে দক্ষ নয়। তারা হাজার হাজার বৎসর যাবত ত্রিপুরাতে জুমচাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৪৭ সালে মানে ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে এখানে যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে সেই সমস্ত কারণে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই অর্থনৈতিক সংকট আজকে উপজাতীদেরকে বাধ্য করেছে একটা দ্রুত গতিতে তাদের পেশা হাজার হাজার বছরের যে অভিজ্ঞতা, যে অভ্যাস সেই অভ্যাস থেকে একটা পরিবর্তিত অভ্যাসে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাদের জীবনকে রূপান্তরিত করার যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ফলে তারা তাদের জীবনের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে সেখানে তারা পরাস্ত হয়ে গেছে। কাজেই ভূমির ক্ষেত্রেই বলুন, উপজাতীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বলুন এবং অন্যান্য শুধু মাত্র বাংগালীদের যে অর্থ-নৈতিক সমস্যা সেই সমস্ত অর্থ-নৈতিক সমস্যার সংগে মিল করে দেখলে হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি ১৮ মুড়ায় বা বড় মুড়ায় মাথায় যে সমস্ত উপজাতী মেয়েরা জুম ধান কাটে কোন বাংগালী মেয়ের দ্বারা সেইটা সম্ভব হবে না। আবার হাল চাষে বাংগালী কৃষকদের মত উপজাতীয় কৃষকরা জমি চাষ করতে পারবে না। কাজেই উপজাতীদের এই যে অনগ্রসরতার সমস্যা এইটা নেশনেল প্রোবলেম, এই প্রোবলেমের সাথে যদি তাদের অর্থ-নৈতিক উন্নতিকে দেখা না হয় এবং গত ২৭ বৎসর যাবত টি, ডি, ব্লকের মারফতে যে সমস্ত উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে গেছে উপজাতীরা তাদের জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না। একটা আনইকুয়েল কমপিটিশনের মধ্যে বাংগালী কৃষকদের সাথে উপজাতী অনগ্রসর কৃষকরা তারা পরাস্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থাকে রোধ করার জন্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু নয় সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এইটা একটা প্রোবলেম। কাজেই তার ভাষার সমস্যা, তার ডেভেলাপমেন্টের সমস্যা, তার সামাজিক সমস্যা, তার জাতীয় সমস্যার সাথে মিলিয়ে তার অর্থ-নৈতিক সমস্যাকে দেখে যদি ত্রিপুরা সরকার এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা না করেন তাহলে উপজাতী সমস্যা একটা চিরকালের সমস্যা হিসাবে থাকবে এবং এই যে আমাদের এই রাজ্যে একটা প্রচণ্ড সংকটের সৃষ্টি করে থাকবে এবং উপজাতীরা তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরাস্ত হয়ে যাবে। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থার ভিত্তিতে আমরা শুধু নয় ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে হনুমন্তিয়া কমিশন নামে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন তারা গঠন করেছেন, সেখানে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এখানকার উপজাতীদেরকে একটা অটনোমাস রিজিয়ন বা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেওয়ার কথা তারা রিকমেনডেশান করেছেন। কাজেই এই ভাবে তারা আমাদের ভূমি সংস্কারের তৃতীয় সংশোধনী যেটা ১৯৭৫ সালে আমাদের এই বিধান

সভায় পাশ হয়েছে সেইটা একটা ভিত্তি হিসাবে সৃষ্টি হতে পারে বা একটা মন্দের ভাল হিসাবে আমরা বিলটাকে সমর্থন করি যে কতকগুলি এরিয়া আমাদের নির্ধারিত হয়েছে যে সমস্ত এরিয়ার উপজাতীরা ঘনবসতি হিসাবে বাস করে হয়তো বা সংশোধনের ভিত্তিতে আরও অনেক এরিয়া বেরুতে পারে যেটা আমাদের এই তৃতীয় সংশোধনীতে আসেনি সেই সমস্ত এরিয়াগুলি যোগ হতে পারে এবং এইখানে একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ষ্ট্যাটাস তাদের কিছু পরিমাণে নিজস্ব উন্নয়নের জন্য তাদের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ এবং সিডিউল কাষ্ট ইত্যাদি এবং সিডিউল ট্রাইব সম্পর্কে আমি বলতে পারি আমাদের সংবিধানে ১৯৫২ সালে যখন ভারতবর্ষের সংবিধান সৃষ্টি হয় তখন—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— দি হাউস ষ্ট্যাণ্ডস অ্যাডজর্ণড টিল ২-৩০ পি. এম.

(After recess)

Mr. Dy. Speaker :—I would Call on Shri B. Das.

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বলবার জন্য সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমে বলি স্যার, প্রাণের কথায়, কে শুনেরে ধর্মের কাহিনী।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি কোন কোন ডিমাণ্ড-এর উপর বলবেন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— আমি বলবো স্যার ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার, এগ্রিকালচার, ফিসারী, মেডিকেল এণ্ড পাবলিক স্যানিটেশান সম্বন্ধে।

(হাসির রোল)

সব বলবো স্যার, এক সংগে আলোচনা করার জন্য, তবু স্যার অনেক কথা বাকি রইবে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, বলুন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— চেষ্টা করবো—আবার গোড়া থেকে বলি স্যার। কে শুনে ধর্মের কাহিনী—এবং কথা হচ্ছে এসেছি যখন কথা বলতে হবে। এটা নিজের কথা বলছি না স্যার। আমি যে কথা তুলে ধরছি তা আমরা সবাই জানি, উত্তরটা কি সেটা তর্কের জিনিষ। সুতরাং রাস্তা যখন তৈরী হয় এই যে মাইলএজ পোষ্টগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু স্যার কথা বলে। বেশ চলা ফেরা করতে পারে, সে অনেক কিছু বলতে পারে, আবার নাও বলতে পারে। উত্তরটা কি পাবো সেটা আগে থেকেই জানি। তবু স্যার, ডিমাণ্ডগুলো যখন এসেছে তখন তুলে ধরছি। আর একটা কথা আছে যে রুলিং পার্টি, ডিসিপ্লিন, কোরাম ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই নিশ্চয়ই সর্বান্ত করনে ডিমাণ্ডগুলোকে সমর্থন জানাচ্ছি। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার সম্বন্ধে বলছি স্যার। ট্রাইবেলদের ওয়েল ফেয়ার সম্বন্ধে প্রচুর কথা বার্ত্তা হয়েছে স্যার। জেনারেল ডিস্কাশানের সময়ে আমি আমার কথাগুলো যথাসম্ভব তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। সর্বভারতীয় লোক সংখ্যার ৫ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে তপশীলি ভূক্ত জাতি এবং তপশীলি উপজাতি। আর ত্রিপুরার যদি তার সংগে আরও আদার কমিউনিটিকে যোগ করা যায় তাহলে হয় ৫৫ পারসেন্ট। টাকা আমাদের অনেক আসছে, খরচ হচ্ছে না তা বলবো না। খরচ হচ্ছে প্রচুর টাকা, আর যাওবা খরচ হচ্ছে এই নয়—ছয়!

এই নয়—ছয়ের ব্যবস্থা। কাজেই আমার কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান হলো টাকা আমাদের আসছে, পূর্ব রাষ্ট্রে আমরা যথেষ্ট বর্ষণ করেছি, আসুন আজকে এদের যে অজ্ঞতা, এই যে পিছিয়ে পড়া জাতি তাদের যে ন্যায্য অধিকার যতটুকুন আছে সেই সম্বন্ধে তারা মোটেই ওয়াকিবহাল নয় এবং সেই সুযোগটা দিচ্ছেন তারা। আর সেইজন্য সুযোগ পাচ্ছেন নয়-ছয় করার জন্য। কাজেই আমার সাজেশনটা হচ্ছে তাদের অজ্ঞতাটা দূর করার জন্য ব্যবস্থা করুন। তাদের যে ন্যায্য অধিকার সে ব্যাপারে তাদের ওয়াকিবহাল করে তুলুন। তাদের এগিয়ে নেবার জন্য আসুন সবাই মিলে চেষ্টা করি। আবেদন, নিবেদন, অনুরোধ মোটেই রাখবো না। সাংবিধানিক এই যে নির্দেশ সেই নির্দেশকে মেনে চলতে হবে, যদি না তারা পায় তাহলে ফলাফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। তপশীলভুক্ত জাতীর ভালোর জন্য আমাদের এই সরকার চেষ্টা আছে, 'হরিজন ওয়েলফেয়ার বোর্ড', আর এই নগণ্য একজন তার সদস্য স্যার। তার জীবিতকালে একটি মাত্র মিটিং হয়েছিল স্যার, গতবার বলেছি, কাজের বেলায় কতটুকু কি হয়েছে আজ পর্যান্ত কিছুই জানতে পারি নি। উপদেস্টা বোর্ডের মিটিংগুলো হওয়া দরকার, যদি কারও কোন সাজেশান থাকে, সেগুলো নিয়ে অন্তত: চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন। আমরা তো এখানে এসে বড়ো বড়ো করে ভাল করে সুন্দর ভাষায় বলেছি তপশীলভুক্ত যারা তাদের একটা করেছি, তপশীল উপজাতীদের একটা করেছি। সাহস থাকলে আসুন একটা কমিটি করুন, সার্ভে করুন, কমিশন করুন অথবা খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য কিছু বডি তৈরী করুন। কতটুকু তারা এগিয়েছে সেটা দেখুন, তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করুন। তাহলে সত্যি কিছুটা কাজ হবে। ওদিকটা আর আমি স্যার যাচ্ছি না। আর একটি বিষয়ে কথা বলবো, বলেই বা কি হবে? বললেই তো স্টেটিসটিকস এসে যাবে। এগ্রিকালচারের ব্যাপারে আমি এইটুকুন তুলে ধরছি, আমার যে এলাকা, নলছড়, চমৎকার মাটি, ভালো ফসল হয় সেখানে। সেখানকার কৃষিজীবি মানুষেরা প্রচুর খাটতে পারে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য একটি মাত্র ছড়া তার নাম হচ্ছে নোওয়া ছড়া, তার উপর যদি স্লুইচ গেট করে দেওয়া যায় তাহলে এই বন্যার হাত থেকে বাঁচে মানুষ। আবার এমনই মজা যদি বা জল না হয় তাহলে খরা বা ড্রটে সবকিছু শুকিয়ে যায়, একদম শুকিয়ে যায়। সোনামুড়া সাব-ডিভিসনের নলছড় এলাকাকে বলে গ্রেনারী। অবশ্য খম্মুখের সাথে কম্পেয়ার করছিনা। কাজেই সেখানে পাম্পসেট কিংবা লিপট ইরিগেশান কিংবা জলসেঁচের ব্যবস্থার জন্য প্রচুর আবেদন নিবেদন এসেছে সরকারের কাছে। কানে তো স্যার তুলো, ঢুকবে না। আর যদিও বা ঢুকে স্যার ঐ কানে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। স্যার, সেখানে রুদ্রসাগর একটা এলাকা, একটি মাত্র ফসল হয়, বুরো ফসল। সেখানে বুরোতে সব সময়ই জলসেঁচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাম্পসেট কতগুলি দিয়েছেন। বলা হল হাঁ্যা, আপনার মিনিস্ট্রীর মাধ্যমে পাম্পসেট-গুলি বিলি করা হবে। সেখানে সবাই মিলে বলে ঠিক করা হল, অমুক জায়গায় একটা। তারপর কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল ফোনাফোনি আরম্ভ হয়ে গেছে। তখন কিন্তু কানে তুলো নাই। এবং যেটা দেওয়ার কথা ছিল বাঙামুড়ায় সেটা বাঙামুড়াতে না দিয়ে চলে গেল কাঠালিয়া। কে বলবে স্যার, বলার শেষ নাই, বলে শেষ করতে পারব না। কাজেই এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি শুধু এইটুকুই তুলে ধরতে চাই নলছড়,

কুমারিয়া, পূর্ব্ব চৌমুহনী, ইভেন খাস চৌমুহনী পর্য্যন্ত জমিগুলো, সত্যি স্যার, বড় উর্ব্বর জমি, ভাল ফসল, একটু অন্ততঃ নজর দেওয়া। সময় মত জল দেওয়া, এইটুকু মাত্র, মাননীয় সরকার একটু চেষ্টা করে দেখুন। তাহলে রেশনের দোকানের সামনে, অবাক হতে হয় আজকের দিনে স্যার, যে তিন বছর আগেও এই লোকগুলি জানত না যে রেশন খেতে হয়, উপায় নাই। কে করেছে এই দুর্দ্দশা? সরকার? ভগবান? না স্যার, ভাগ্য। এছাড়া আর কি বলব? ষ্ট্যাটিসটিকসের উত্তর যখন পাব, সে আর বলে কি হবে? এবার স্যার, ফিসারীজ সম্পর্কে একটু বলতে হয়। জেনারেল ডিসকাশনের সময়ে আমি তুলে ধরেছিলাম যে ফিসারী ডিপার্টমেন্টের প্রচুর টাকা এখানে খরচ হচ্ছে। ফিসারমেন যারা এসেছে পূর্ব্ব বাংলা থেকে, বর্ত্তমানে বাংলাদেশ তারা জন্মগতভাবে ফিসারীজ করে, জানে তারা। এইখানে এসে তাদের সেই স্কোপ নাই। এটার উত্তরটা বড় চমৎকার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বনবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উনি একটু গোসা করলেন। উনি গোসা করে উত্তর দিলেন যে আমি নাকি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঘুরে এসে তারপর বলেছি "পালন বিভাগ"। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঘুরে এসে এই কথা বলা যায় কি না সেটা বিচার্য্য বিষয়। আমার প্রশ্ন সেখানে নয়, তবে স্যার, উনি যখন বলেছেন এই কথাটা, তাহলে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ যদি যেতে হয় তাহলে মেঘনা হয়ে যেতে হয়। কাজেই ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে যারা এসেছে তারা মেঘনাকে সাথে করে নিয়ে আসতে পারে নি, তিতাসকে সাথে করে নিয়ে আসতে পারে নি। কাজেই তাদের বাঁচাবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা কি করা যায়, সেই ক্ষেত্রে উনি বললেন যে আমরা সায়েন্টিফিক মেথডে এমন সব ব্যবস্থা করেছি, উন্নত ধরণের ব্যবস্থা।

প্রমান স্বরূপ বিশালগড়ের একজন না দুই জন সোনার চাষ করে শক্ত হয়ে গেছে। আনন্দে আত্মহারা, হাত তুলে নৃত্য করছেন। এত বড় একটা সমাজ বিশালগড়ের মাত্র দুইটা লোককে বাঁচাতে পারলেন। লজ্জা করা উচিত ছিল। স্যার, আমার একটা গল্প মনে হয়েছে। সৃষ্টি কর্তা পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন। কাজেই সেখানে অনেক কিছুই সৃষ্টি হল? কিছু জীব জন্তুও সৃষ্টি হল, মানুষও সৃষ্টি করতে হবে। কাজেই একটা কারখানা চাই। কারখানা না হলে মানুষ সৃষ্টি হবে কি করে? কারখানায় অনেক লোক এক সাথে কাজ করে। সৃষ্টি কর্তাও এক জায়গায় চুপ করে বসে রয়েছেন। আর কারখানাকে বলে দেওয়া হয়েছে যে তোমরা সব কিছু শেষ করে আমার এখানে নিয়ে আসবে। যেই নিয়ে আসে তখনি তিনি একটা টাচ করে ফেলে দেন। চলল সেই ভাবে। হতে পারে সেটা অন্য জগত। আমরা সব কিছু করব তৈরী করে নিয়ে তার কাছে যাব। তারপর তিনি একটুখানি কি করে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তাহলে হয়ে গেল? কাজেই আমার কাজ আমরাই করব, আমরা কার কারো কাছে পাঠাব না। উনি সৃষ্টি কর্তা আর অ্যাসিসটেন্ট যেগুলি কাজ করছে তারাই কিন্তু সবকিছু করছে। তবে আমার দিক থেকে যে কথাটা বলছি স্যার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঐ শেষোক্ত দলে আমি নই। আমার মাথায় ঘিলু আছে। কাজেই মেঘনা নদীর পারে যারা বাস করেছিল তারাই এখানে এসেছে তিতাস এর পারে যারা বাস করেছিল তারাই এখানে এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ভুলে গেছেন বন বিভাগে থেকে মত্স্য বিভাগের খোঁজ নিয়ে কথাটা বলা উচিত ছিল। ভুলে গেছেন যে তিতাস এবং মেঘনা ছিল ন্যাচারাল সোর্স। এখানে টাচ করতে হয় না। কিন্তু

এখানে টাচ করতে হবে। সে কথাটা বুঝা উচিত ছিল। আমার মাথায় ঘিলু আছে, আমি তার কাছে সাজেশান রাখছি। আমার মাথায় খিলু আছে এইটুকু মাত্র আমি বলতে চাইছি, আর কিছু বলছি না। ত্রিপুরা রাজ্য টিলা টংকরের দেশ। প্রচুর ফরেষ্ট গ্রো করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যেখানে দুই'শ একর ছিল সেখানে আমরা ১৭,০০০ একর করেছি। ভাল করেছি। বাঘ আসবে, পশু আসবে। আসুন না মানুষকে আমরা একটা ব্যবস্থা করে দিই। দুটো টিলার মাঝখানে প্রচুর নালা রয়ে গেছে প্রচুর ছড়া রয়ে গেছে। এদের অন্ততঃ বাঁচবার চেষ্টা করুন। বিশ্বাস করতে চান না? আসুন আমার সাথে, আমি নিয়ে যাব। চলুন জিরানীয়া শচীন্দ্র নগর কলোনীতে, দেখে আসুন কি করা হয়েছে সেখানে। আসুন যাই বিলোনীয়া, নেহালচন্দ্রনগর এর কাছে, কমলপুর। উত্তরের কমলপুর নয়, দক্ষিণের কমলপুর। বাঁধ দিয়ে সেখানে করা হয়েছে। ওদের বাঁচাবার চেষ্টা করুন। তা না করে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করলে হবে না যে আমরা কোটি কোটি পোনা উৎপন্ন করছি, ফিসলিং রপ্তানী করছি। তা না করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করলে চলবে না। পোনা, পোনা বিদেশে রপ্তানি করছেন? কিন্তু এই যে একটা মৎস্যজীবি সমাজ, এই যে একটা পিছিয়ে পড়া জাতি তাদের জন্য কতটুকু কি করেছেন? দরকার হলে প্রমাণ আরও দেব, স্যার। প্রচুর জলা রয়েছে সেগুলি লীজ দেওয়া হয়। এই সরকারের নীতি কি ছিল? না, যারা ফিসারম্যান, যারা মৎস্যজীবি তাদেরকে এই সব জলা দাও, কো-অপারেটিভ করে। বেশ ভাল কথা। এটা যদি হয়ে যেতো, তাহলে আমার বলবার কিছুই ছিল না। কিন্তু ঐ যে ফ্যাক্‌রা, ইন্টারেষ্টেড পার্সনকে দেওয়া হবে। কাজেই এই যে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জাতি, তাদের পক্ষে লীজ নেওয়া সম্ভব নয়। স্যার, এভাবেই ত টাকা খরচ হয় কাজেই তাদের মানসিকতাটা তৈরী করুন, আর সংবিধানের নির্দেশ যেটুকু আছে, সেটা পালন করুন। এইটুকুই আমি তুলে ধরতে চাই। এবার স্যার, মেডিক্যালে আসতে হয়। মেডিক্যাল, পাবলিক হেল্‌থ এ্যাণ্ড সেনিটেশান। পাবলিক হেল্‌থ সমন্ধে আর কত বলব, আর বলেই বা কি হবে? সেটা ষ্ট্যাটিকস ত তৈরীই আছে, একজনকে কলেরার টিকা দিয়েছি, একজনকে বসন্তের টিকা দিয়েছি। কাজেই প্রিভেন্টিভ মেজার যা নেওয়ার, নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসুন একটু বর্ডারের দিকে যাই, বেশী দূর নয়। আর বর্ডারে যদি না চীনত জয়নগর ধরুন, কতগুলি বসন্তের কেস পাবেন, টিকা দেওয়ার পরও দুই একটা যে গুটি বসন্ত বা সমূল পক্স নাই, তাতো নয়? কিন্তু তাও ত হচ্ছে কাজেই প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজন অনুসারে। তার মধ্যে আছে কিছু কলেরার কেস, আমি স্যার, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি, আমার এলাকাটা মিউনিসিপালিটির কাছাকাছি, অর্থাৎ আমি বর্তমানে যেখানে বাস করছি, বহুবার তাদের কাছে গিয়েছি যে মশাই আমার পাড়াতে একটু কলেরার ভেকসিন দিয়ে দিন। তা হল না, কারণ ওয়ান্ট অব ভেকসিন। তাই কি করব উপাই নাই, শেষ পর্যন্ত দল বেঁধে মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে টিকা দিয়ে এসেছি, আর যারা যায় নি, তাদেরকে বললাম বাবা মিউনিসিপালিটিতে গিয়ে নিজেই নিয়ে এস, ওরা আবার কবে আসবেন, সেই অপেক্ষায় থেক না, আর যদি তা না কর তো ঐ আমার সেই কথাই যদি হয়, তাহলে ৪ জনের কাঁধে চড়ে বড় লোক হয়ে অন্য দিকে রওনা হবে। এই কথাটাই আমি সেদিন তুলে ধরেছিলাম, স্যার। ঐটা কম্পাউণ্ডার দিয়ে ট্রিটমেন্ট নয়, মাননীয়

মন্ত্রী মশাই হয়তো বা সেদিন অন্য মনস্ক ছিলেন। আমার কথা হল গ্রাম ত্রিপুরাতে আমরা যে ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি, সেখানে আমর ডাক্তার দিতে পারছি না, কারণ ডাক্তার আমাদের অভাব। আমি বলি আজ থেকে ২৭ দিন কিম্বা এক মাস আগে আসাম থেকে দুইজন ডাক্তার এ্যাপ্লাই করেছিল গভর্ণমেন্টের কাছে, কিন্তু তাদেরকে জবাবটা পর্যান্ত দেওয়া হয় নি, তাদের নেওয়া ত দূরের কথা। খুঁজে দেখুন সেই এ্যাপ্লিকেশনগুলি আছে কি, কম্পাউণ্ডার আমরা তৈরী করব, তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে শিখাবার ব্যবস্থা করছি, ভাল কথা, শিখিয়ে নিন। কিন্তু কম্পাউণ্ডার দিয়ে চিকিৎসাটা দয়া করে করবেন না। আর যদি করেন, ঐ ৪ জনের কাধে চড়ে বড়লোক হওয়ার সুবিধা আমাদের করে দিবেন না, এটুকুই আমি তুলে ধরতে চাই। স্যার, আমি বলেছিলাম যে রুদ্রসাগরের পাড়ে একটা ডিস্পেন্সারী করার কথা। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মশাইর উত্তর পেলাম মেলাঘর হাসপাতল থেকে এক মাইলের মধ্যে। এক মাইল নয়, মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভুল করেছেন, সেখানে চন্দন টিলায় যদি যান, তাহলে সাড়ে তিন মাইল থেকে ৪ মাইল হবে। আর আমার যুক্তি হচ্ছে যে বর্ষাকালে তাদের সংগে কোন যোগাযোগ থাকে না, এই মেলাঘরের, কারণ সব জলে ভেসে যায়, সেখানে কয় জনের নৌকা আছে? কাজেই সেখানে অন্তত: একটা আউটডোর ডিস্পেন্সারী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই রুদ্রসাগর এলাকাতে সাড়ে ছয় শত ফেমিলী বাস করছে এবং রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদেরকে সেখানে বসানো হয়েছে, তাই তাদের জন্য মিনিমাম একটা ডিসপেন্সারী করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু তার উত্তর হল, আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম, তখন করলাম না কেন? আমার এলাকা আমাকে করতে হবে, চমৎকার, আর আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তখন তো এই মেলাঘর হাসপাতাল হয়েছিল। কাজেই সেই প্রশ্ন নয়, কে মন্ত্রী ছিল আর কে মন্ত্রী ছিল না, সেই প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল যেখানে বর্ষাকালে ঐ এলাকার মানুষগুলি কোন দিকে যেতে পারছে না, যে হেতু তাদের নৌকা নাই, সেহেতু তাদের সামান্য একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সেই ব্যবস্থাই করুন, আমার যুক্তি এখানে। আর খাসচৌমুহনীতে আমি ডিসপেন্সারীর কথা বলিনি, আমি বলেছিলাম যে কুমারিয়া টিলার কাছে করুন এবং কুমারিয়া টিলাতে যদি আমরা করতে পারি, তাহলে বাগমারা থেকে আরম্ভ করে খাসচৌমুহনী পর্য্যন্ত একটা বিরাট এলাকা কভার হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়? আছে কি সেখানে যাওয়ার রাস্তাঘাট? তা নাই। কাজেই কত আর বলব, স্যার? বলে ত আর সব কিছু শেষ করা যাবে না। আর বলার সাথে সাথেই ত বলবেন—এই কিছুই হয় নি। আর স্যার, হাসপাতালের কথাবার্ত্তা যেগুলি বলেছিলাম যে দুর্গন্ধে সেখানে যাওয়া যায় না ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এই সব কথা বলা মাত্রই উনি সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন, কারণ উনি যে একজন সার্টিফিকেট মিনিষ্টার। উনি সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন যে সেখানে নোংরা নাই, কিছু নাই। কিন্তু লাইফ কিলিং মেজারের জন্য যে সব মেডিসিনের দরকার, সেগুলি পর্য্যন্ত নাই, স্যার। আরও আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, স্যার, আজকে যদি আমি বলি, তাহলে বলবেন যে সে ত অপজিশানের লোক—সেলাইন দেওয়া হয় না. কি চমৎকার! কিন্তু কেন লোকগুলিকে কিনতে হয়, হাসপাতালে গেলেই একটা চোতা কাগজ হাতে নিয়ে আসছে হয় বাজারে যে সেলাইন কিনুন। কাজেই ঔষধপত্র সম্বন্ধে অনেক বলার আছে,

আমাদের প্রচুর আছে, সারা ভারতবর্ষে যা দেওয়া হয় না, তা আমাদেরকে দেওয়া হয়। আমাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমাদের সীমিত যে টাকা আছে, তার মধ্যে থেকে আমরা যতটুকু করতে পারি, আসুন আমরা সেটুকুকে বাস্তবে স্বীকার করে নিই। আজকে যখন আমি বলি রাস্তায় যখন চলছে, তখন হয়তো বা কেটে যায়, ফেটে যায় বা আঁছার খেয়ে দুঃখ পায়, তার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে একটা এ, টি, এস, দেওয়া। পেয়েছেন কি ত্রিপুরা রাজ্যের কোন হাসপাতালে বিনা পয়সায় একটা এ, টি, এস ? কিন্তু চলুন অন্যান্য ষ্টেটের হাসপাতালগুলিতে, সেখানে এ, টি, এসের জন্য কোন পয়সা লাগে না, এটা হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয়। স্যার, এত আর কিউরেটিভ সাইড নয়, এসব কথা বলবেন না। আমাদের প্রচুর আছে, আমাদের যা আছে, তা ভারতবর্ষের অন্য কোনও হাসপাতালে দেওয়া হয় না। আমি বলি এই সব কথা বলবেন না, বরং বলুন আমার যা সীমিত আয়, তার থেকে যতটুকু দেওয়া যায়, আমি ততটুকু দিচ্ছি, এর বেশী আমি দিতে পারি না। তাই সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে অনুরোধ করব যে একদিন একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিন, তাহলে নিজেই মুখে কাপড় দিয়ে ফিরে আসবেন, আমাকেও কিছু বলতে হবে না। এষ্টিমেট কমিটি ভিজিট করে এসেছে, তারা কোন কমপ্লেইন করেন নি। কাজেই সব ঠিক আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাস্তবে আসুন, বাস্তবে স্বীকার করুন যে আমার এটুকু ক্ষমতা আছে, আমি এটুকু দিতে পারি, এর বেশী কিছু দিতে পারি না। স্যার, আমার আর একটা সাজেশান থাকছে, সেটা হচ্ছে কেন ডাক্তার বাবুরা গ্রামের দিকে যাইতে চাইছে না ? এবং আমাদের গ্রামের লোক কেন সুচিকিৎসা পাচ্ছে না ? সেই সমন্ধে প্রতিটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, ডিসপেন্সারী বা হাসপাতাল যা আছে, তার সংগে একটা করে এ্যাডভাইসরী কমিটি নিয়োগ করুন, এটা আমি বহুদিন আগে থেকে বলে আসছি, কাজেই সেই আমার পুরানো কথায় আমি আবার ফিরে যাচ্ছি যে এই রকম একটা কমিটি করে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আর ফেমিলী প্লেনিং সমন্ধে আমরা ত টপ, আমাদের মত সারা ভারতের মধ্যে আর কেউ কিছু করতে পারে নি। কোথায় ? শহরে। কি করে ? না, নিজের তাগিদে নিজেরা এসেছেন। ডিপার্টমেন্ট বলে এটাতো সেন্ট্রালী স্পনসর্ড স্কীম, আমাদের সেখানে কিছু করার নেই। আমরা সেখানে কতটুকু কি করছি—কাজেই আমার সাজেশান সেখানে রাখছি গ্রামে গিয়ে ঘুরে পাবলিসিটি প্রপোগাণ্ডা করা যায়---তাদের বুঝাতে হবে। কতগুলি স্লাইড দিলাম আর কতগুলি সিনেমা দেখালাম শুধু তাতেই হবে না। সোশ্যাল অর্গেনাইজেশানকে এগিয়ে আসতে হবে, মহিলা সমিতিকে এগিয়ে আসতে হবে, ভলান্টারী অর্গেনাইজেশানকে কিছু এগিয়ে আসতে হবে, সরকার তরফ থেকে মদত দিতে হবে, বুঝাতে হবে যে এই হচ্ছে ভাল, তবেই মানুষ এগিয়ে আসবে। আর যে সব ঘটনা হচ্ছে সেগুলি নিয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি নাইবা বললাম। তবে আমি এইটুকু তুলে ধরতে চাই—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন স্পেসিফিক কেস যদি দেন, আমি স্পেসিফিক কেস দেব না। আমি কেবল বলব ষ্টেট ফেমিলি বোর্ডের একটি মাত্র মিটিং হয়েছিল আমার জীবিতকালে। সেখানে আমি যে প্রশ্নটা তুলে ধরেছিলাম—মাননীয় মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ডি, এম, এণ্ড জি, বি, হসপিট্যাল—কি উত্তর দিয়েছিলেন উনি যেন সেটাকে যাচাই করে দেখেন। সেটা আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করব না।

কাজেই স্যার, আপনিতো নীল বাতি জালিয়ে দিয়েছেন, লাল বাতি এখনই জলে যাবে। আমার যে বক্তব্য তা হল সুস্বাস্থের অধিকারী—আমার ভাষায় নয়—যদি আমরা করতে চাই তাহলে যতটুকু আমাদের ক্ষমতা আছে সেই সীমিত ক্ষমতা দিয়ে কনষ্ট্রাকটিভ সাইডে যেন আমরা চিন্তা করি। আর বড় বড় কথা বলে আর ষ্টেটিষ্টিক্স দেখিয়ে লোকদের বুঝান যাবে না। আর ৪ জনের কাঁধে চড়ে ঐ বড়লোক হওয়ার অবস্থাটাকে না করে—"বল হরি বোল" বলে ৪ জনের কাঁধে চড়িয়ে বড়লোক না বানিয়ে তাদের সত্যি সত্যি এক ফোটা ঔষধ যাতে দিতে পারি, আসুন, সেই ব্যবস্থা করা যায় কি না। এই বলে এই ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এগ্রিকালচার সম্পর্কে প্রথমে রাখছি—আমাদের রাজ্য সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। অথচ কৃষির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যায় এই কৃষকেরা যে ফসল ফলায় তারা কতগুলি সরকারী সাহায্যের অভাবে তারা ঠিক ভাবে সময় মত প্রয়োজন মত কৃষকেরা পায় না। কিন্তু পায় কতগুলি মহাজন এবং জোতদার যারা তারা। আজকে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়ী—যেখানে সবচেয়ে বেশী এবং ভাল আলু উৎপন্ন হয় অথচ সেখানে একটা কোল্ড ষ্টোরেজের অভাবে সাধারণ কৃষকেরা অল্প দামে মহাজনদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হয় যার ফলে যে কষ্ট পরে সেই কষ্টের কম পয়সায় তারা মহাজনদের কাছে বিক্রী করতে হয় এবং পরে বেশী পয়সায় উদের কাছ থেকে নিজের উৎপাদন নিজেরা ক্রয় করে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দেখেছি অন্যান্য ষ্টেটগুলি শষ্যবিমা চালানোর জন্য—এবং এটার জন্য বিহার, মহারাষ্ট্র এই শষ্যবীমা প্রচলন করবার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা আশা করব আমার গভর্ণমেণ্ট বিহার এবং মহারাষ্ট্রের মত আমাদের এখানে শষ্যবীমা চালু করবেন কৃষকের স্বার্থে যাতে খরা বা বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ থেকে তাদের রেহাই করতে পারেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আজকে ২৭ বছর পরেও—যদিও আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার পরেই ত্রিপুরার স্থান—জানি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন দিক থেকে বললেন। অথচ আমরা দেখি পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে কৃষকদের জীবনযাত্রার যে মান—উখানকার সাধারণ যে কৃষক তাদের যে মান আর আমাদের যে ১১ পার্সেণ্ট যে জোতদার তাদের এই মান নয়। আমাদের এখানে বিলো ষ্ট্যাণ্ডার্ড। এখানে আমার সরকারের যে দৃষ্টিভংগী—উরা উচু মানের গরু ক্রয় করে ডায়েরীতে রাখবেন মিলক কমিশনার করার জন্য। কৃষককে উচ্চ মানের গরু ক্রয় করার জন্য সরকার ব্যাংকের মারফত সাহায্য-এর ব্যবস্থা করতে পারলে কৃষকের চাষ করার ব্যবস্থাও হত আর আমাদের বেশী দুধের ব্যবস্থাও হত। এখানে গরু ক্রয় করা হচ্ছে ঠিক, কিন্তু সেই গরু সরকারী খামারেই থাকবে সেগুলি আর সাধারণ কৃষকেরা পাবে না যদিও কৃষকের কয়েক হাজার দরখাস্ত আছে গরু কিনার জন্য। আমরা দেখছি যে এখানে এস, এফ, ডি, এ রয়েছে এবং সেই এস, এফ, ডি, এ, সহরের জন্য অনেক কিছু করছেন। আমরা মফস্বলের যারা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে কৃষকরা বেশী ফসল ফলায় সেখানে স্যার, এস, এফ, ডি, এ, দেবেন না। যেহেতু সহরে মন্ত্রী আমলা সবই বেশী, ক্ষমতাও বেশী, সুতরাং

সবটাই সহরে পাচ্ছে আর গ্রামাঞ্চলে সরকার সাহায্য পায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে জলসেঁচের ব্যবস্থা আছে। উনারা বলেছেন যে সীজনেল বাঁধ এটা মোট্ট আনসায়েন্টিফিক—এখানে দেখা যায় যে ২/১টা সেচের পরিকল্পনা নেওয়া হয় তখন ব্লক, পি, ডবলিউ, ডি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ঘুরতে ঘুরতে ৩ বছর লেগে যায়, এর উপর আছে আবার আঞ্চলিক বৈষম্য। স্যার, উনারা নদীর পারে ডিপ টিউব ওয়েল বসিয়েছেন। যেখানে নদীর জল লিফট ইরিগেশানের মাধ্যমে জল দিতে পারেন সেখানে নদীর পারে ডিপ টিউব ওয়েল বসান হয়েছে। এটা একটা উচু জায়গায় বসালে টিলা জমিতে চাষ করতে পারত কৃষকেরা কিন্তু তা তারা করবেন না।...

শ্রীমনস্‌র আলী :— কোথায় বসিয়েছে মাননীয় সদস্য...

শ্রীতাপস দে :— ধর্মনগরে—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার যেটি দেওয়া হয় সেটা রিসার্চের কোন ব্যবস্থা নেই! ত্রিপুরাতে দেখা গিয়েছে জলে আয়রনের ভাগ বেশী, যেখানে ওভার ফ্লো হয়েছে সেই ওভারফ্লোতে জল জমিতে আসার পর ধানগুলি লাল হয়ে যায়—এটার কোন রেমিডি নেই, ওয়াটার রিসার্চের ব্যবস্থাও নেই। তবে শুনেছি গভর্ণমেন্ট একটা রিসার্চের ব্যবস্থা করবেন, যদি হয় নিশ্চয় ভাল। তবে আমি অনুরোধ রাখব যে মাননীয় মন্ত্রী যিনি নিজে কৃষক বলে দাবী করেন, উনি যেন ব্যাংকের কাছে চাপ সৃষ্টি করেন ব্যাংক যাতে আমাদের কৃষকদের আরও ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা আরও সহজ করেন। আমরা ফিফথ ফিনান্স কমিশনে দেখেছি গভর্ণমেন্ট কৃষকদের যে ঋণ দিতেন সেখানে ফিফ্‌থ ফিনান্স কমিশন বাদ সেধেছেন যে না, ন্যাশনেল ব্যাংক ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক দেবে। এখন দেখলাম যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক দিচ্ছে কিন্তু ষ্টেটিষ্টিক্‌স বলছে পার ক্যাপিটা এক টাকা। কৃষকেরা সরকার থেকেও পাবে না, ব্যাংক থেকেও পাবে না অথচ কৃষকের জন্য মাঠে ঘাটে মায়া কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিলেন সেটা স্যার, এই ভাবে চলতে পারে না। তারপর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে বলছি। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বলবো, না ট্রাইবেল ফেয়ারওয়েল বলবো সেইটা বুঝতে পারছি না। কারণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের দৌলতে আজকে ট্রাইবেলরা উন্নতি না করে তারা ফেয়ারওয়েল করছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেক বৎসর বেশ মোটা ধরনের টাকা ট্রাইবেলের নাম দিয়ে খরচ করা হয়। সরকারী পরিসংখ্যান বলে ট্রাইবেলের মধ্যে মাত্র ধনী ৩ পার্সেন্ট এবং শতকরা ৮৭ পার্সেন্ট হচ্ছে, তারা পোওর। স্যার, কি উন্নয়ন হলো? কি করলেন তাদের জন্য সরকার? এই টাকা কোথায় গেল? সেইটা কেউ দেখেন না। আমরা দেখেছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা বিভিন্নভাবে যেমন ট্রাইবেলের জন্য যে রাস্তা যেখানে হওয়ার কথা সেখানে না হয়ে যেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে পড়ে না সেখানে খরচ করা হয়েছে। এমনও শোনা যায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা নাকি এইচ. জি. বসাক রোডে খরচ করা হয়েছে। আমি অনুরোধ রাখব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যেন এইটা তদন্ত করে দেখেন। আজকে ট্রাইবেলের এই যে প্রোবলেম আর্থিক অবনতি সেই সুযোগে বিদেশী এজেন্সীর মাধ্যমে ওরা বিভ্রান্ত হচ্ছিলেন, সামান্য সাহায্যের বিনিময়ে। আমি ঐদিনও বলছিলাম, আজকেও বলছি ট্রাইবেলদের অভাবের

সুযোগ নিয়ে আজকে মিশনারী অ্যান্টিনেশানেল ফোস আমন্ত্রণ করেছে ভারত বিরোধীপ্রচার চালাবার জন্য ট্রাইবেলদের মধ্যে। আজকেও দেখা যায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য যে টাকা সেই টাকা ট্রাইবেল বেল্টে যায় না, সেইটা বিভিন্ন ক্লাবেই থাকে। কোন ক্লাবই সেইটা ঠিকভাবে বন্টন করে না। কাজেই আমি বলছি যদি ট্রাইবেলদের জন্য; ট্রাইবেলদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য যদি চেষ্টা না করা হয় তাহলে ট্রাইবেলদের সঙ্গে আরও যারা গরীব রয়েছে, যারা বেকওয়ার্ড তারাও মিশনারীদের খপ্পরে পরে ওরা একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলবে, ভারত-বিদ্বেষী প্রচারকে উস্কানী দিবে। এইটা বলতে গেলে গভর্ণমেন্টই উস্কানী দিয়েছে। আমি বলেছিলাম ওখানে রিলিফ ওয়ার্ক করার জন্য, তারা করেছেন সেখানে পুলিশ ষ্টেশান। ১৮ মুড়াতে একটা ডিস্পেনসারী গড়ার কথা ছিল কিন্তু অদ্যাবধি ১৮ মুড়াতে সেইটা করা হয়নি। জানতে পারিনি, কেন করা হয় নি? বলবেন কম্পাউণ্ডার নেই এইটা আদৌ সত্যি কথা নয়। উনারা কিভাবে করবেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, আমি জানি না। এখানে দেখেছি হোম ডিপার্টমেন্ট, সেন্ট্রাল হোম মিনিষ্ট্রী, তিনজনের কমিটি করেছেন ট্রাইবেলদের ইকোনমিক কনডিশানটা কি সেইটা দেখার জন্য। ওখানে দেখা গেছে যে ত্রিপুরার ট্রাইবেল, বিহারের ট্রাইবেল এবং অন্ধ্রের ট্রাইবেলরা সবচেয়ে নিম্ন মানের। ফিফ্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ওনারা কি করেছেন সেইটা দেখেছি স্যার, টোটেল ইনভেষ্টমেন্ট ফিফ্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে পার-কেপিটা ট্রাইবেলদের জন্য যেখানে নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম ১৩৫৩ টাকা সেখানে ত্রিপুরার ভাগ্যে পড়েছে ৪৩১ টাকা পার-কেপিটা ইনভেষ্টমেন্ট, ওদের রিপোর্ট বলে আমি জানি না এই টাকা দিয়ে বা এতদিন যে টাকা খরচ করা হলো ওটার জন্য মাননীয় মন্ত্রীরা জবাব দেবেন কিনা বা এই যে ভারত বিরোধী প্রচার এই প্রচারের জন্য ওনারা কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা, যাতে না চলে। কারণ ওদের যে ইকোনমিক, ওরা যে বিলো প্রোপারটি ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আছে এবং ওদের যে ইকোনমিক, রোলটা আর একটু ভাল করতে ওরা সাহায্য করবেন কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট একটা সার্ভে করেছে মোহনপুরে, উনারা দেখিয়েছেন যে সেন্টপার্সেন্ট ট্রাইবেলরা মহাজন, জোতদারদের কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। আর ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এমন কয়েকটা গ্রাম রয়েছে যেখানে ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা পর্যান্ত নেই। মহাজনরা যে ঋণ দেবে ঋণ দাতাদের কিছু বন্ধক দেওয়ার সেই ব্যবস্থাটা পর্যান্ত নেই। ওরা এত গরীব এত নীচ মানের অথচ আজকে ট্রাইবেলদের দোহাই দিয়ে ট্রাইবেলদের কথা বলে আমরা অনেক কিছু করছি। এই বছরের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা ফেরত গেছে। কি কারণে ফেরত গেল? ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ক্রেশ স্কীমের টাকা কেন খরচ করা হয় নি? উনারা কোন অফিসারের উপর রেস্পোনসিবিলিটি ফিক্স আপ করেছেন? করবেন না। উনারা করতে পারেন না। তাহলে কি এইটুকু বুঝবো যে ট্রাইবেলদের কোন প্রোবলেম নেই? তারপরও সেন্টার টাকা দেবে? যাদের খরচ করার মুরদ নেই তাদেরকে কেন টাকা দিবে? অন্যান্য রাজ্যে টাকা টাকা করে হন্যে হচ্ছে আর এইখানে টাকা খরচ করতে পারে না। আজকে দেখলাম আনএ্যাম্প্লয়েড হেডে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মত ফেরত যাচ্ছে, ফেরত চলে গেছে অলরেডি। তাহলে এইটাই বুঝবো যে আমাদের এখানে বেকারের কোন প্রোবলেম নেই অথবা গভর্ণমেন্টের মুরদ নেই

টাকা খরচ করার। কাজেই এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস বেশী দিন সাধারণ মানুষ এইটা চলতে দেবে না। উনারা বলেন নূতন ত্রিপুরা গড়তে হলে পুরাণো চিন্তাধারা নিয়ে হয় না। নূতন চিন্তাধারার দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের জন্য গভর্ণমেন্টের একটা সেকশন রয়েছে ওদেরকে প্রেফারেন্স দেওয়ার। আমি এর সঙ্গে রেক্রুমেন্ট রাখবো বা দাবী রাখবো যে যারা ইকোনমিকেলি বেকওয়ার্ড ওদের যাতে একটা ব্যবস্থা হয় একটা কোটা রাখা হয়, আদার ফেসিলিটিস দেওয়া হয় বিশেষভাবে. এইটা যদি মন্ত্রীসভা দেখেন তাহলে আজকে শুধু ট্রাইবেল নয়, ননট্রাইবেল, সিডিউল কাষ্ট, ননসিডিউল কাষ্ট মানে যারা জিরো প্রোপার্টি ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আছে ৭৮ পার্সেণ্ট এরা চাকুরী ক্ষেত্রেই হোক, শিক্ষা ক্ষেত্রেই হোক ওরা যেন ঐ সুবিধা পায়। কাজেই এক ব্রাহ্মণের ছেলে ঐ সুযোগটা পাবে না একজন বড় সিডিউল কাষ্ট ধনী সেই সুযোগটা পাবে এইটা হয় না। যারা ইকোনমিকেলী বেকওয়ার্ড যারা জিরো ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আছে তাদের যাতে একটু সুযোগ সুবিধা থাকে যেটা পাঞ্জাব করছে হরিয়ানা করছে মাননীয় সরকার যদি এই দিক দিয়ে একটু দৃষ্টি দেন তাহলে আমার বিশ্বাস ওরা যেটা বলেছেন যে নূতন ত্রিপুরা গড়বেন সেইটা সম্ভব হতে পারে। আমি অনুরোধ রাখবো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মণিপুরে যেটা সার্ভে করেছেন এইভাবে তারা ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য যদি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বিসাস করেন ওদের ইকোনমিক কনডিশনকে আর উন্নত করার জন্য যদি উনারা প্ল্যান মাপিক কাজ করেন তাহলে আমার বিশ্বাস ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের তথা ত্রিপুরার উন্নয়ন নিশ্চয়ই হবে। এখানে যত কাজ হচ্ছে সব ননপ্ল্যানে কাজ হচ্ছে যেখানে প্রশাসনে রাজনীতি ঢুকেছে সেখানে কোন ভাল কাজ হবে না। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :—I would call on Shri Jaduprasanna Bhattacharjee.

Shri Jaduprasanna Bhattacharjee :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে নয়টি ডিমাণ্ড এখানে এসেছে আমি তা সমর্থন করছি। আমি প্রথমত, পাবলিক হেল্থ, সেনিটেশান, এগ্রিকালচার—ইরিগেশান ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে বলছি। কৃষি সম্বন্ধে আমাদের জেনারেল ডিসকাশনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে পাঞ্জাব হরিয়ানার পরেই জল সেঁচের পক্ষে আমাদের ত্রিপুরা অগ্রগতি লাভ করে। তার যে রকম আত্মতুষ্টী এবং আত্মশ্লাঘা ত্রিপুরার কৃষির পক্ষে এটা অভিশপ্ত হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিপুরাতে গত খরার সময়ে ইরিগেশানের জন্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা হয়ে ছিল মাত্র। কিন্তু পাম্পসেট এসেছিল আর কতকগুলো ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল। আর ব্যাপকভাবে সিজিন্যাল বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। কৃষি থেকে যে আমরা ব্যাপক বেনেফিট পাই নি তা নয়, বেনেফিট আমরা পেয়েছি। যে পরিমাণ টাকা আমরা জল সেঁচের জন্য খরচ করেছি, গত খরার সময়ে আমরা যে বেনেফিট পেয়েছি পরবর্তী সময়ে আমরা সেই বেনিফিট থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। সিজিন্যাল বাঁধগুলো টেমপোরারি, কয়েক লক্ষ টাকা সিজিন্যাল বাঁধের জন্য খরচ হয়েছে। বর্ষার পরে প্রায়ই ৯০ পারসেণ্ট বাঁধ সেই পাহাড়ের স্রোত ধারায় ভেংগে যায়। কাজেই সেগুলোকে ষ্টেটেষ্টীকস এর আওতায় এনে ত্রিপুরা পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পরেই জল সেঁচের ব্যবস্থা করেছি, এইরকম বলে এই হাউসকে

অনেকটা বিভ্রান্ত করারই সামিল। আমরা দেখেছি পাম্পসেট যতগুলি এসেছিল ইরিগেশান পারপাসে তার অনেকগুলো আন-সার্ভিসএবল ছিল। বর্ত্তমানে বছরে এই হাউসের এই সেসানে আমাদের জনৈক সদাস্যের প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বলেছেন যে তিনটি ১৫ হর্সপাওয়ারের মেসিন ব্যবহার করে আমরা মাত্র ৬০ একর জায়গা ইরিগেশান করেছি। তিনটি মেসিনের দাম আড়াই লক্ষ টাকার উপরে। ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা খরচ করে আমরা ৬০ একর জমি ইরিগেট করেছি। হিসাবটা ভয়াভয়। যেখানে আমরা আড়াই লক্ষ টাকা ইনভেষ্ট করেছি। এই অবস্থাটা হোল কেন? এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট বা মন্ত্রী সভা সেটা ভেবে দেখছেন না। খরার বছর আমরা দেখেছি মিস্ত্রীরা যে মেসিন চালায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকার থেকে। তেলটা ফ্রি দেওয়া হয়েছে এবং সাপ্লাইও রেগুলার ছিল যার জন্য খরার সময়ে এ গুলো ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার রিটার্ণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু এই বছর যে খরা চলছে সেখানে তেলের জন্য আমাদের সমস্ত মেসিনগুলো অচল। সরকার থেকে সেই মেসিনগুলো চালু করা বা ইরিগেশানের কোন ব্যবস্থা করা হোল না। আজ পর্য্যন্ত হয় নি। এগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কৃষকদের ইচ্ছার উপর। তোমরা যদি করো ইরিগেশানের জন্য নিতে পারো। কিন্তু সমস্ত কিছু তোমাদের দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা আমি ইনভেষ্ট করলাম, আমি বুঝলাম না জানলাম না যে আমরা কৃষকরা এই তেলের উচ্চ মূল্যের দিনে এই তেল সংগ্রহ করা যে কঠিন, তারা নিজে তেল সংগ্রহ করে এই পাওয়ার মেসিনগুলো চালিয়ে তারা ইরিগেশান এর ব্যবস্থা করতে পারবে কি না, তার খোঁজ আমাদের জানা নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষককে এই খরচার জন্য আবার চুক্তি হিসাবে খরচ দিয়ে মেসিন ব্যবহার করতে হবে এবং তারপর জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কৃষককে তেল সংগ্রহের জন্য যে বিড়ম্বনা এবং যে আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন তার জন্য অনেকে এই মেসিনগুলো ব্যবহার করতে পারে না কিন্তু এই খরায় আমরা দেখেছি, আমাদের এখানেও অনেক প্রশ্ন এসেছে, আজকে এই খরার কথা চিন্তা করেও যদি এই ষ্টেট রিলিফের টাকা থেকেও আজকে যদি ফ্রি তেল অন্ততঃ সরবরাহ করা হতো কৃষকদের, তাহলে আমার মনে হয় অনেক 'শ' একর জমি ইরিগেশান হতে পারতো। সেখানে কৃষকদের সংগতির কথা চিন্তা করে এরকম লক্ষ লক্ষ টাকার মেসিন এনে রাখা হয়েছে অথচ ইরিগেশানের কাজ চলছে না। সুতরাং ইরিগেশান অপব্যয়ের সামিল বলেই তো মনে করবে। আমার এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব এটা ইরিগেশানের পক্ষে একটা বিরাট অন্তরায়। আর এখানকার পাম্পিং সেট দিয়ে ইরিগেশান—সেটা অসম্ভব। কারণ পাম্পিং সেটের জন্য রেগুলার ডিজেল তেল এখানে আসে না এবং সরবরাহ নিতান্তই ইরেগুলার। তারপর এই তেল সংগ্রহ করা এই কৃষকদের পক্ষে, বাড়ী ঘর ছেড়ে সেই তেলিয়ামুড়া থেকে ডিজেল আনা খোয়াই এর লোকেদের তেলিয়ামুড়া থেকে ডিজেল আনতে হবে কারণ খোয়াইতে কোন ডিজেল অয়েলের পাম্প নেই। এত তরী বেয়ে তারপর নিজের মেসিন চালাবে, সরকারের সেটা ভেবে দেখা দরকার। অন্তত সরবরাহটা যদি তারা এনসিওর করতো এবং সাবসিডি দিয়ে যদি ডিজেল তেল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতো, তাহলে আমার মনে হয় এই সমস্ত মেসিনগুলো এইভাবে পড়ে থাকতো না। কৃষিতে এগুলি আরো ব্যাপকহারে ব্যবহার করতে পারতো। এবং অনেক জায়গা তারা ইরিগেট করতে পারতো একটা কোন চিন্তা নেই,

কোন ভাবনা নেই যে এত এত টাকার আমরা পাম্পিং সেট এনেছি, এত লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা ইনভেষ্ট করেছি ইরিগেশানের জন্য অথচ এগুলো দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না, কোন ইরিগেশানের ব্যবস্থা নেই, কোন একটা চিন্তা নেই, অবাক লাগে সরকারের এই মনোভাবে। কাজেই সরকারকে আমি অনুরোধ করবো যে অন্তত এই পাম্প মেসিন যতগুলো এনেছেন সেগুলোর যাতে সদ্ব্যবহার হয় এবং কৃষকদের যে অর্থনৈতিক সংগতি এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা চিন্তা করে, তদের কি কি সুযোগ সুবিধা দিলে এই এই সমস্ত মেশিনগুলো তারা ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য সরকার যাতে অবিলম্বে একটা পরিকল্পনা হাতে নেন তার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আর দ্বিতীয়ত: বিদ্যুৎ ছাড়া জলসেচের স্থায়ী সম্ভব নয়। আমরা সাময়িক বা টেম্পোরারী বাঁধ দিয়ে সাময়িক একটা ফসলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলাম, এ দিয়ে পারমানেন্ট কোন সোলিউশান হবে না জলসেচের। তারজন্য দরকার বিদ্যুতের। লিফট ইরিগেশান আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের অনেক কাজ হবে। আমাদের কৈলাশহর ও ধর্মনগরে আছে দেও নদী ও মনু নদী, খোয়াইতে আছে খোয়াই নদী, কমলপুরে আছে ধলাই, ও মনু নদী আছে অমরপুর উদয়পুরে। এই সমস্ত নদী থেকে আমরা প্রচুর ইরিগেশানের ব্যবস্থা করতে পারি। আমি দেখেছি কমলপুর ধলাই নদীর দুপাশে ভেলিতে আছে শুধু পেডি ল্যাণ্ড। আজকে শুধু যদি ইলেকট্রিক পাওয়ারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে নূতন করে আর কোন কিছু করতে হবে না, কোন পোষ্ট বসাতে হবে না, যে পোষ্ট বসানো আছে তা থেকেই নদীর জল সংগ্রহ করে লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা যায়। খোয়াইতেও আমি দেখেছি তাই, খোয়াই নদীর বাঁধ দিয়ে সমস্ত শহরে যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই খোয়াই নদীর পাশ দিয়ে ইলেট্রিক পোষ্টগুলো গেছে এবং এই খোয়াই নদীর দু পাশের ভেলিতে ইষ্ট এবং ওয়েষ্টে শুধু পেডি ল্যাণ্ড রয়েছে। নতুন লাইন করাবার প্রয়োজন হবে না। আমরা যদি শুধু পাওয়ার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে তার থেকেই লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা যায়। এখানে আমাদের যে পাওয়ার রিসোর্স রয়েছে, আমার মনে হয় কৃষি বিভাগ যদি অগ্রণী হন এবং বিদ্যুৎ যে বিভাগ যারা পরিচালনা করছেন তার সংগে যদি কোরডিনেশান হয় তাহলে আমার মনে হয় রাত্রি বেলায় যখন পাওয়ার কনজামশান কম হয় এবং তখন যদি লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে তারা সেখানে জলসেচের জন্য জমিতে জল টেনে নিতে পারেন পাওয়ারের সাহায্যে। এরকম ব্যবস্থা আমরা শুনেছিলাম যে আরও দু মেগাওয়াট পাওয়ার আসাম থেকে আমাদের দেবে কিন্তু এখনও তার নাকি কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমার মনে হয় এইরকম কোন কোন খানে সম্ভাবনা আছে যাতে পাওয়ার একটা বিশেষ সময়ে ব্যবহার করা যায়, করে আমরা, লিফট ইরিগেশনের কিছু কাজ করতে পারি পাওয়ারের সাহায্যে। সেটা একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ হল হিল, আর এক ভাগ হল প্লেন। আমাদের এগ্রি-কালচার ডিপার্টমেন্ট শুধু প্লেনের কৃষিকার্য্যের কথাই ভাবছেন। আর যে তিন ভাগের দুই ভাগ ল্যাণ্ড পড়ে রয়েছে হিল এরিয়া সেটা কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায় কৃষি ফলনের ক্ষেত্রে তারও পরিকল্পনা করা দরকার। আমরা দেখেছি ৩/৪টা হিল রেঞ্জ রয়েছে, এই হিল-গুলি যে অবস্থা এবং এইগুলি যদি আমরা পরীক্ষা করি তাহলে আমরা দেখব আঠারমুড়া

রেঞ্জ যেটা সেটা স্টিফ ছিল। একেবারে খাড়া নেমেছে এবং খাড়া উঠেছে। এই সমস্ত হিল স্টিফ হিল। হরটিকালচার বা এগ্রিকালচার দুটোই সম্ভব। আমরা সরকারকে অনুরোধ করব এই সমস্ত হিল যেগুলি সেগুলিকে উনারা বনাঞ্চল করবেন, আর শাখান এবং জম্পুই হিলও ঠিক তাই। সেখানে কিন্তু ফরেষ্ট সম্ভাবনা বেশী। সেখানেও স্টিফ হিল। কিন্তু এনটায়ার লুংত্রাই রেঞ্জ যেটা সেটা আমরা দেখেছি বিরাট মালভূমি এবং বিরাট টে বল ল্যাণ্ড রয়ে গেছে। সেখানে ব্যাপক হারে হরটিকালচার করার সুবিধা রয়েছে এবং সেই এলাকাতে প্রচুর ট্রাইবেল আছে, আমরা ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশান প্রোগ্রাম করেছি, লংথাই রেঞ্জে আমাদের যে সমস্ত জুমিয়া রয়েছে আমার মনে হয় সেখানে ব্যাপক হারে এবং বিদেশ থেকে হরটিকালচার একস্পার্ট এনে কিভাবে বিরাট লংত্রাই অঞ্চলটাকে কাজে লাগানো যায় সেই অনুসারে একটা প্ল্যানিং করে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করত তাহলে বিরাট হিল এরিয়া একরকম ইউটিলাইজ হত এবং আমাদের ট্রাইবেলদের ভাল হত। আজকে আমার পূর্ব্বে আমার এক মাননীয় সদস্য অনন্তহরি জমাতিয়া বলেছেন, আমরা আদর্শ একটা কলোনী করেছি যার একটা নামও সে বলেছেন, বালুছড়া আইডিয়েল ট্রাইবেল কলোনী। তার নামই বালুছড়া, এই ছড়া দিয়ে শুধু বালি আসে। আর এই ছড়ার দুই পাশে যে সামান্য, হয়ত ২/৩ বল খেত, এই খেতগুলি বর্ষায় আবার বালিতে ভরে যায়। এই ছড়াগুলি বর্ষাতে যখন ভরে শুধু বালি দিয়ে ছড়ার দুই পাশে যে খেত আছে তার প্রস্থ খুবই কম, সেগুলিকে বলে গলাচিপা। দুটো পাহাড়ের চিপার ভিতর এই জায়গুলি। সেখানে বালুছড়ার বালু দিয়ে গলাচিপা জমি-গুলিকে ভরে দেয় এবং সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ট্রাইবেল দর, এবং সেটা নাকি আইডিয়েল ট্রাইবেল কলোনী। কি রকম ধাপ্পা বা বিভ্রান্তি আমাদের ষ্ট্যাটিসটিক্সের মধ্যে রয়েছে সেটা ভাবলে অবাক হতে হয়। যতটা ট্রাইবেল কলোনী করা হয়েছে, যতটা ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসন্তোষ্ট হয়েছেন আমি বলেছিলাম এইগুলি গতানুগতিক প্ল্যান করা হয়েছে, আমরা দেখছি, আমাদের প্ল্যানিংএ কোন পরিবর্তন নাই, অ্যাটিচুডে কোন পরিবর্তন নাই, বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা নিয়ে কোন পরিবর্তন আমাদের এই প্ল্যানগুলিতে হচ্ছে না। আমরা বহু জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছি, আমরা দেখেছি প্রত্যেকগুলি প্ল্যান ভাল করেছে। যাদের আমরা সেই সমস্ত জায়গায় পুনর্ব্বাসন দিয়েছিলাম সেইসমস্ত জায়গায় তারা ৩০০/৫০০ টাকা নিয়ে গিয়ে কিছু কিছু জায়গা আবাদ করেছে। সেই পুনর্ব্বাসন পাওয়া জায়গা ননট্রাইবেলের কাছে দখল সমঝে দিয়ে আবার সেই জুমে চলে গেছে। প্রথম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা, তৃতীয় পরিকল্পনা, চতুর্থ পরিকল্পনা, ষ্ট্যাটিষ্টিক্স দেখিয়ে দিতে পারি যে আমরা এত হাজার ফ্যামিলিকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিয়েছি। কিন্তু কলোনীতে কে আছে তার ষ্ট্যাটিষ্টিক্স তো নাই। ২২,০০০ বা ৪০,০০০ ফ্যামিলিকে পুনর্ব্বাসন দিয়েছি। কিন্তু কত ডেজার্ট করেছে তার কোন হিসাব নেই। কিন্তু আমি জানি হাজার হাজার ফ্যামিলি আবার সেই জুমে চলে গেছে এবং যে জমি তারা পেয়েছিল জুমিয়া পুনর্বাসন হিসাবে সেই জমি এখন নন্-ট্রাইবেলের হাতে চলে গেছে। এই অভিজ্ঞতার পরেও সেই পুরনো পদ্ধতিতেই জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি পরি-কল্পনার জন্য ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট একটা গাইড লাইন দিয়ে দেন। আমাদের যে আর্থিক মন্দা

ভারতবর্ষে চলেছে এই আর্থিক মন্দার সময়ে আমাদের গতানুগতিক প্ল্যান করলে, বাজেট করলে হবে না এবং যেখানে আমাদের আর্থিক মন্দা রয়েছে সেখানে গতানুগতিক বাজেট হতে পারে না। বাজেটের কিছুটা পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি দেখলাম না কোথায়ও, যেখানে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ডাইরেক্ট নির্দেশ রয়েছে যে এষ্টাব্লিশমেন্টের খরচ কমাতে হবে, কমাবার জন্য রেগুলার প্রেসার দিতে হবে। আমি বাজেটের মধ্যে কোথায়ও দেখিনি যে এষ্টাব্লিশমেন্টের খরচ কমেছে বরং আরও বেড়েছে, আরও টপ হেভি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হয়েছে। এই জন্য আমি এটাকে গতানুগতিক বলেছি। পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থায় আমাদের বাজেটেরও দৃষ্টি-ভংগীর পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল যেটা হয় নি। তারপর আমাদের ষোল আনা ঘাটতি বাজেট। কিন্তু আমাদের লোকেল রিসোর্স বাড়াবার জন্য যা দরকার সেই দিকে আমাদের কোন চেষ্টা নাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা যেন বড়াই করেছেন, ট্যাক্স তো আমরা ধরি নি। এই দিকে যেন খুশী করতে চেয়েছেন জনসাধারণকে। এ দিয়ে লাভ হবে না। ট্যাক্স আমাদের আদায় করতেই হবে যখন আমরা ষ্টেট হয়েছি। শুধু আমাদের চিরকাল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে হাত পেতে ভিক্ষুকের মত দাঁড়ালে চলবে না। আমরা দেখেছি এই সেটেলমেন্ট যদি আর একটু এগোত, তারা যদি তাদের কাজে আরও তৎপর হত তাহলে আমাদের রাজস্ব আরও বাড়ত। আজও বহু জমি নামজারী হয় নি। আজও বহু মিউটেশান কেস পেণ্ডিং হয়েছে। বহু অনাবাদী জায়গা আজও গৃহহীনদের নামে রেকর্ড হয় নি, খাজনা ধার্য হয় নি। অথচ দীর্ঘদিন চলে গেছে, এইগুলি অনেক আগেই হতে পারত। রজত জয়ন্তী বর্ষে যেখানে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সার্কুলার ছিল, আমাদের পার্টির ফরমান ছিল যে ল্যাণ্ডলেসদের রিহেবিলিটেশান দিতে হবে, হোমলেসদের রিহেবিলিটেশান দিতে হবে, আজ পর্যন্ত কি তাদের জমি তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে? কিছু কিছু দেওয়া হয়েছে আমি জানি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের নামে নামজারী হয় নি। যদি সেগুলি করা হত তাহলে বহু রাজস্ব আমাদের বাড়ত। অন্য উপায়ে না হলেও আমরা ভূমির খাজনার দিক দিয়ে আমাদের আয় আমরা অনেক বাড়াতে পারতাম। কিন্তু সেইদিকে নজর কোথায়? ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে আমি বলেছি যেটা আমার মাননীয় সদস্য আমার সাবডিভিশনের মাননীয় সদস্য অনন্তহরি জমাতিয়া ক্ষোভ করে বলেছেন যে এই ডিপার্টমেন্টটা উঠিয়ে দিলেও পারা যায়। আজকে কথাগুলি চমৎকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। আমরা ডুম্বুর প্রজেক্ট থেকে হাজার হাজার লোক উৎখাত করেছি। এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থেই। তাদের রিহেবিলিটেশান প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি। যাদের নামে জমি রেকর্ড ছিল তারা হয়ত কমপেনসেশান পেয়েছে। একটা বিরাট সংখ্যক আদিবাসী এবং অ-আদিবাসী ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। একটা মানবিক দিকও ছিল যারা হয়ত সেখানে গিয়ে জমিতে চাষবাস করত, হয়ত খাস জমিতে চাষবাস করে সেটা রিক্লেম করে কৃষি কাজ করে জীবন যাপন করত, যেহেতু তাদের কোন টাইটেল নাই তাদের আমরা সরিয়ে দিয়েছি। কোথায় তারা আছে, কি করে তারা বাঁচবে, সরকারের সেইদিকে কোন দৃষ্টিপাত নাই, যার জন্য আজকে সমস্ত অমরপুর অঞ্চলে, রাইমা শর্মা, গণ্ডাছড়া অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু ঘটছে। আজকে সমস্ত অঞ্চল অগ্নিগর্ভ। এই যদি ট্রাইবেলদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভংগী হয়, সেখানে বলেছেন আমাদের মাননীয় সদস্য যে একটা ফ্যামিলীর জন্য যে ঘরের

ব্যবস্থা করা হয়েছে তার জন্য বরাদ্দ আছে ৩০০ টাকা। টেণ্ডার করা হয়েছে ৩০০ টাকার, তাহলে টেণ্ডার করে যদি ৩০০ টাকার ঘর করা হয় তাহলে সেই ঘরের কাজ থেকে কন্ট্রাক্টারের লাভ নিয়ে সেটা কত টাকার ঘর হবে। ২০০ টাকার একটা ঘরে একটা ফ্যামিলী কি করে বাঁচতে পারে। কোন কোন ফ্যামিলীতে তো ১০/১২ জনও আছে। এটা কি রকমের ঘর? ট্রাইবেলের জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমরা গিয়েছিলাম রাইমা শর্মাতে, আমরা দেখেছি রাইমা শর্মাতে তাদের অবস্থা। যারা সারা বৎসর কৃষিকাজ করত, সারা বৎসর যারা সুখে দিনপাত করত, তাদের নিয়ে ফেলা হয়েছে টিলাতে এবং যারা পরিপূর্ণ কৃষক ছিল, যারা কৃষিকার্যে অভ্যস্ত ছিল, যেমন জমাতিয়া রিয়াং এবং অন্যান্য সম্প্রদায়, মগ, চাকমা, তাদের জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীমে তাদের অমরপুরে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে টিলা জায়গাতে। তাদের জন্য কোন জমির ব্যবস্থা নাই। তারা কি খাবে? আজকে যে টিলাতে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এই জাতীয় টিলা থেকে তারা কয়েক পুরুষ আগে, এই ধরণের টিলাতে তারা অভ্যস্ত নয়। তারা বারবার বলেছে যে আমাদেরকে একটা সমতল জমি দাও, আমরা সেখানে বসবাস করতে চাই, আমরা কৃষক হতে চাই। কিন্তু আমরা জানি এবং আমি আগের দিন বলেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু জোতদারের সিলিং এর উপর জমি আছে এবং বহু আন-অথরাইজড জমি জোতদারের হাতে আছে, যদি এই সমস্ত কাজ তরান্বিত করা হত, তাহলে আমরা যে সব ট্রাইবেলদের উৎখাত করেছি ঐডম্বুর থেকে উৎখাত করেছি, তাদেরকে ভাল ভাবে পুনর্বাসন দিতে পারতাম। এখানে অবশ্য রেভিনিয়ু মিনিষ্টার বলেছেন যে গত জানুয়ারী মাসে নাকি নোটিশ দিয়েছেন কোন জোতদারের সিলিং এর উপর জমি আছে, তারা যেন তাদের রিটার্ণ দাখিল করেন। কেন গত জানুয়ারীতে? এর আগে হল না, কেন? কাজেই এই সরকারের বা মেসিনারীর কতগুলি প্লেনিং, যারা গতানুগতিকভাবে প্লেনিং করা হয়, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশানের জন্য কোন সুপারভিশান নাই, কোন আন্তরিকতা নাই। তাই এই সরকারের কাছে আমার এই আবেদন যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অথবা আমাদের লোক্যাল কণ্ডিশান অনুসারে, আমাদের অবস্থার সংগে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি প্রকল্প আমরা নেব এবং সেই প্রকল্পগুলি যাতে কার্যকরী হয় এবং তার জন্য যাতে প্রচুর সুপারভিশানের ব্যবস্থা সরকার নেন। আর তা নাহলে এই প্রকল্পগুলি আমাদের কাগজে কলমে থাকবেই, সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে না। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকের ডিমাণ্ডগুলির উপর বলতে গিয়ে প্রথমে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস ওয়েল ফেয়ার ডিমাণ্ড সম্পর্কে বলছি। বলার আগে আমি জেনারেল ডিসকাশনে বলেছিলাম যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস এর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পদ ত্যাগের কথা বলেছিলাম। কেন বলেছিলাম সেই সম্পর্কে আমি এখন ডিটেইল্স কিছু আলোচনা করছি। কথা হল আমরা যারা বই পড়তে জানি, তারা জানি যে দপ্তরটা হচ্ছে সিডিউল্স ট্রাইবস এ্যাণ্ড সিডিউল্ড কাষ্ট্র ওয়েল ফেয়ার অর্থাৎ তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির উন্নয়নমূলক দপ্তর। আমি জানি না যে মাননীয় মন্ত্রী কি তপশীল মন্ত্রী হিসাবে পরিচিত না উপজাতি মন্ত্রী হিসাবেই পরিচিত, উনি নিজে এটা জানেন কিনা, অন্ততঃ আমার জানা নাই। সে দিক দিয়ে আমি বলতে চাই

তপশীল জাতির কথা আগে বলেছিলাম এবং অনেকে বলেছেন যে তপশীলি জাতি ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ১৩ পার্সেন্ট, আমি কিন্তু এটা স্বীকার করি না। তবু এই যে দপ্তর তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এই যে তপশীলি জাতি, তাদের অল ওভার ডেভেলাপমেন্ট অর্থাৎ তাদের সর্বস্তরের উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো। কিন্তু কি রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, কিছু তথ্য দিয়ে এখানে সেটা বলতে চাই। কৈলাসহরে একটা সিডিউল্ড কাষ্ট ল্যাণ্ড লেস কলোনী আছে, সেটা হচ্ছে ফুলতলী গাঁও সভার অন্তর্গত দেবীপুর গ্রামে, সেখানে ১৯৭০ সালে ৫৪টি তপশীলি পরিবারকে ১৯১০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দপ্তরের মন্ত্রী অবাক হয়ে গিয়েছেন, স্যার। কারণ আমি এই হাউসে ১৯৭২ সালের আগে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে দেবীপুরে ৫৪টি তপশীলি পরিবার, এখন অবশ্য সেখানে মাত্র ২৯টি পরিবার আছে, বাকীটা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে এই বাবত সরকার কত টাকা দিয়েছেন। তখন তিনি অবশ্য উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক পরিবারকে ৬১০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি খুঁজে নিয়ে দেখলাম তারা মাত্র ১২০ টাকা করে পেয়েছে, আর বাকী টাকা তারা পায় নি। এটার ক্লারিফিকেশানের জন্য আবার যখন প্রশ্ন করলাম যে দেবীপুরে যে সমস্ত সিডিল্ড কাষ্ট ল্যাণ্ডলেস আছে তারা কত টাকা পেয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দাও? উনি তখন পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে দেবীপুরে কোন তপশীলি ভূমিহীন নাই। কি ধরণের বিজ্ঞ পণ্ডিত তিনি যে ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়, সেই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী হয়ে, তিনি তার খুঁজ খবর রাখেন না। অর্থাৎ সেখানে কিনা কোন তপশীলি ভূমিহীন নাই বা এই ধরণের কাউকে পুনর্বাসন দেওয়া হয় নি। সেজন্য আমি কেন বলি স্যার পদত্যাগ করার কথা, এটা সহজে অনুমেয়। আজ পর্যন্ত যে স্কীমে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হল, এই যে ১৯১০ টাকার স্কীমে, তাদেরকে বাকী টাকাটা দেওয়া হল না? মন্ত্রী মশাই বোধ হয় জানেন না যে জায়গাতে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, এটা কি সরকারের, না অন্য কারো, তার খুঁজ খবরও রাখেন না। এটা কেমন হল স্যার, এটা হচ্ছে—একজন বাজারে গরু কিনতে গিয়েছে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে এবং সন্ধ্যার পর গরু কিনতে গিয়ে সে একটা দামা কিনেছে, স্যার, দামা বলতে আমাদের দেশে হালের বলদকে বুঝায়। কিন্তু সকাল বেলায় দেখা গেল, সে আসলে একটা গাই গরু কিনে এনেছে। তখন সে বলে উঠল, আরে আমি কিনলাম হালের বলদ, আর বলদটা কি করে গাই হয়ে গেল। বোধ করি সেজন্য উঁচু করে দেখা হয় নাই, তাই এমনটি হয়েছে। তাই বলছিলাম যে আমার মন্ত্রী মশাই কার জায়গাতে তাদেরকে পুনর্বাসন দিলেন না দিলেন, সেটার খবরটা পর্যন্ত রাখেন না। এমনিতেই তাদেরকে পুরো টাকা দেওয়া হয় নি, উপরন্তু তাদেরকে যে জায়গা দেওয়া হয়েছে, সেটার সত্ত্ব তারা পাবে কিনা, তার সম্পর্কে এই ডিপার্টমেন্ট কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। অথচ তারা সিডিউল্ড কাষ্টের উন্নতি করছেন। তেমনিভাবে পূর্ব কদমচড়াতে ১৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল, ৩০০ টাকার স্কীমে। সেখানে যে কয়েকজন পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের কিছু নাম আমি এখানে বলে দিতে পারি—যেমন বিচিত্র মোহন দাস, পবিত্র দাস, পান্নালাল দাস, ধনিরাম শুক্লবৈদ্য, ধীরেন্দ্র দাস এবং সুশীল দাস ইত্যাদি মোট ১৭টি পরিবার ৩০০ টাকার স্কীম ছিল সেই স্কীমে তারা পুনর্বাসন পেয়েছে। তখন স্যার, ১৯১০ টাকার স্কীম ছিল না। দেওয়ার পর দেখা

গেল যে তাদেরকে অন্য একজন জোতদারের জায়গাতে বসানো হয়েছে। এখন যারা সেখানে পুনর্বাসন পেল তারা বেশ কিছু টাকা পয়সা খরচ করে ছোট খাট ঘর বাড়ী তৈরী করেছে এবং সেই জায়গাতেই বসবাস করছে। কিন্তু ঐ জোতদার তাদের সবার বিরুদ্ধে কেস করে বসে আছে—সেটা হচ্ছে উচ্ছেদের কেস। সুতরাং তাদেরকে ভদ্রলোক বলে লাভ নাই, কারণ তারা যে সিডিউল্‌ড কাষ্ট। এবং এই কেস হওয়ার পর লোকগুলোর ১৪ থেকে ১৫ হাজার টাকা এই পর্য্যন্ত খরচ হয়ে গিয়েছে। আর অন্য দিকে সরকার বলছে যে এই জায়গার সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। আমি বলি তাদের উন্নতির নাম করে সরকার কেনই বা তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন দিতে গেলেন আর কেনই বা এই ধরণের একটা গোলমালের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদের বিপদে ফেল্লেন। এখন এই লোকগুলি এত টাকা খরচ করছে, সেটা কার পাপ, না আমাদের এই দপ্তরের পাপে, স্যার, এই হচ্ছে উনাদের তপশীলীদের উন্নয়ন করার একটা সুন্দর ব্যবস্থা—মানে মানুষ ডেকে এনে মারার ব্যবস্থা—এই ধরনের কলোনী ধর্ম্মনগরে লালছড়ায়—সেখানেই এই রকম আছে। কাজেই এই কথা বললাম তারা ক্ষতি কি ভাবে করে আমি জানি না। সিডিউল্ড কাষ্টদের উন্নতি করছে ল্যাণ্ড লেসদের ল্যাণ্ড দিয়ে তাদের ইকনমিক ডেভেলাপমেণ্ট করার জন্য জমি দেওয়া হয় এবং পেশা ভিত্তিক কাজ দেওয়া হয় ইত্যাদি কাজ করছেন। এবং সেজন্য ইদানিং বছর ২/৩ হবে ৩টা ডিষ্ট্রিক্টে তিনজন ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাইবেল অফিসার বানান হয়েছে তাদের গাড়ী দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি বাজেটে প্ল্যানিংয়ে প্রত্যেক বছরই ল্যাণ্ডলেসদের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তারপর আমাদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে কৃষক যারা তাদের ১০ গণ্ডা জমি দেওয়ার কথা আছে যাতে তারা বাস্তু হারা না হতে পারে এটা সিডিউল্‌ড কাষ্টের মধ্যে আছে। ট্রাইবেলদের সম্পর্কে আমি পরে আসছি। এই যে আপনারা একটা গাড়ী দিয়ে একজনকে অফিসার বানিয়ে পাঠালেন—এষ্ট্রাব্লিসমেন্ট খরচা করে বহু টাকা খরচা করে আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রী মশাইকে জিজ্ঞাসা করছি—আপনি বলতে পারেন এই তিন বছরে—স্যার আমার বক্তব্যের সময় ট্রাইবেল মন্ত্রীকে থাকতে হবে ট্রাইবেল মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকতে হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, মিনিষ্টারকে থাকতে হবে দিজ ইজ দি প্রসিডিউর।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— তার জন্য কি বাইরে যেতে পারবেন না ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আসবেন তাহলে ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, আসবেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— ধন্যবাদ।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— স্যার, দপ্তর দেওয়া হয়েছে অফিসার দেওয়া হয়েছে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আপনার মাধ্যমে, এই বিগত বছরে নর্থ ডিষ্ট্রিক্টে ক'জন তপশীলী ভূমিহীনকে ভূমি দিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এটা মন্ত্রী মশাইকে দেখাতে হবে এবং এই যে অবস্থা আমি বললাম এটার জন্য কে দায়ী—আমার ঐ তপশীলী অশিক্ষিত লোকগুলি দায়ী না আমাদের শিক্ষিত মন্ত্রী মশাই দায়ী এটা দেখাতে হবে স্যার। আমি এখানে

সুস্থ মস্তিষ্কে বলছি স্যার, এবং ক্যাটিগরিকেলী বলছি উত্তর আমাকে দিতে হবে। তপশীলীদের উন্নয়নের কথা যদি বলতে হয় তাহলে তপশীলীদের বেকারদের কথাও বলতে হবে। আমি আগেও বলেছিলাম যে তপশীলীদের যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখেছে এবং এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আছে সত্যি কথা। কারন সুযোগ সুবিধা এই রকম স্যার আজকে চালের দাম সাড়ে চার টাকা চার টাকা। তেলের দাম ৯ টাকা ১০ টাকা। সেখানে একটা ছেলে বোর্ডিংয়ে থাকলে সে ২ টাকা পাবে। কাজে কাজেই উন্নতি হচ্ছে—দুই টাকা নিয়ে বোর্ডিংয়ে থাকে—বাড়ী নয় স্যার—বোর্ডিংয়ে দুই টাকায় চলেকি? যাই হউক এর মধ্য দিয়েও তারা লেখা পড়া শিখে। কত পাসেন্ট শিখে? আমরা দেখছি তাদের ছেলেদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। এত গরীব যে স্কুলে পাঠাতে হলে তার সংসার চলে না। তাকে দিয়ে লেবারের কাজ করতে হবে জমির কাজ করাতে হবে মাছ ধরার সময় সাহায্য করতে হবে মাছ বিক্রী করতে গেলে তার সংগে ডালা নিয়ে তার যেতে হবে। এই হচ্ছে তপশীলীদের অবস্থা অধিকাংশের। এর মধ্যে ২/১টা ছেলে বা মেয়ে তারা লিখা পড়া শিখে খুব কষ্ট করে শিখে। আমাদের সরকারের লিখাপড়া শিখানোর জন্য বুক গ্র্যান্ট দেয় বা ষ্টাইপেণ্ড দেয় বা কাপড় দেওয়ার সুযোগ আছে। তবে কথা হচ্ছে ১৮ টাকা মাত্র কাপড় পায়। মেয়েদের একটা শাড়ী আর কি সব লাগে—একটা শাড়ীর দাম ৩০ টাকা। পাচ্ছে ঠিকই অস্বীকার করে লাভ নেই একটা শাড়ীর দাম ৩০ টাকা তারপর আরও আছে দিচ্ছে ঠিকই ভাল জিনিষ স্যার। আমি বলছি স্যার সেখানে এই যে ছেলেগুলি লিখাপড়া শিখল তাদের সম্পর্কে এই দপ্তর কতটুকু সহানুভূতিশীল এবং তাদের চাকরী সংস্থানের জন্য কি করেছেন? আমি কতগুলি ছেলের নাম বলব কারন ট্রাইবেল দপ্তর থেকে কিছুদিন আগেও সরকারের কাছে ট্রাইবেল বেকারদের লিষ্ট দেওয়া হয়েছে সিডিউল্ড কাষ্টেরও লিষ্ট দেওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে ত্রিপুরায় কতগুলি সিডিউল্ড কাষ্ট বেকার আছে এবং তাদের সম্পর্কে সরকারের কাছে কি সুপারিশ করেছেন তাদের চাকরী দেওয়ার জন্য? আমি কতগুলি ছেলের কথা বলব—ত্রিপুরাতে চাকরী হয়েছে—'৫৮ সালে পাশ করেছে. '৬০ সালে পাশ করেছে, '৬৪ সালে পাশ করেছে তাদের চাকরী হচ্ছে না। ধর্মনগরে যান জীতেন্দ্র কুমার দাস '৬৯ ইং পাশ করেছে। নীলিমা রায়—এটা স্যার পেথেটিক একেইতো সিডিউল্ড কাষ্ট সামাজিক দিক দিয়ে অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে নিম্নস্তরে সেখানে একটা মেয়ে লিখাপড়া শিখার পর তাদের চাকরীর কোন ব্যবস্থা যদি না থাকে—গবিন্দ দাস চণ্ডীপুর, কল্যাণী সরকার, দুধপুর, আরও পেথেটিক স্যার দেখুন অঞ্জলী বিশ্বাস, প্রতাপগড়, বি, এস, সি, পাশ করেছে '৬৮ সালে। কি আর দপ্তর সে বি, এস, সি পাশ করে বসে আছে অথচ তার চাকরীর কোন ব্যবস্থা মন্ত্রীমণ্ডলী এই ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কি করছেন—টাউন প্রতাপগড়ে। স্যার রূপচাদ দাস, বামুটিয়া বি, এ, পাশ করেছে '৬৮ সালে তার ব্যবস্থা করতে পারেন নাই। চিত্তরঞ্জন দাস, '৬৪ সালে পাশ করেছে চম্পক-নগরের তার কোন ব্যবস্থা হয়নি। আরও পেথেটিক স্যার বেকারদের চাকরী দেওয়ার সুযোগ ছাড়াও আরও সুযোগ আছে ঐ টেম্পো দেওয়া রেশন সপের লাইসেন্স দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন

রকমের সুযোগ আছে। আমি একটা ছেলের কথা বলব খুব শচীন্দ্র দাস তার চাকরীর কথা বাদ দিয়ে জিরাণীয়া ব্লকের অন্তর্ভুক্ত একটা রেশন সপের দরখাস্ত দিয়েছিল—শিক্ষিত ছেলে রেশন সপের দরখাস্ত দিয়েছিল কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি। অন্য কমিউনিটির একজনকে দেওয়া হয়েছে। এমন ভাবে আমাদের সিডিউল্‌ড কাষ্টের উন্নতি করা হচ্ছে। স্যার, ১০ মিনিট সময় আমাকে দিতে হবে—স্যার, চাকরী গরীব লোকদের দেওয়া হবে, সিডিউল্‌ড কাষ্টদের দেওয়া হবে।

গরীবদের দেওয়া হবে, গভার্ণমেন্টের পলিসি আছে কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে যেখানে হীরালাল দাস, বি, কম পাশ করে বসে আছে, তাকে চাকুরী না দিয়ে একটা ভদ্রলোক প্রায় এক দ্রোণ জমির মালিক, ৪০/৫০ হাজার টাকার ব্যবসা আছে, তার পুত্র বধুকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, অথচ এই ছেলেটা বি, কম, পাশ করে বসে আছে এতদিন যাবত তার চাকুরী নাই। উনাকে আমি বলেছিলাম স্যার, যে মহাশয় আপনি বরং এই দপ্তর ছেড়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আপনার দ্বারা হবে না কিছু। কারণ যে সিডিউল কাষ্টের উন্নতির জন্য এই দপ্তর সেই সিডিউলকাষ্টের উন্নতি হয় নাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় বলা হয়েছে যে ২টি পদ ফাষ্ট ক্লাশ এবং ১৩৭টি পদ সেকেণ্ড ক্লাশ খালি আছে। আমি যে এলাকার কথা বল্লাম বি, এস, সি, এবং বি, কম, পাশ তাদের মধ্যে কি সেকেণ্ড ক্লাশ গ্রেডের চাকুরী পাওয়ার যোগ্যতা নেই? অনেক পদ খালি আছে। অথচ আমাদের এই বেকার ছেলেগুলি তাদের চাকুরী হচ্ছে না। এই কি তপশীল কল্যাণ দপ্তরের ভূমিকা? এই তপশীল কল্যাণ দপ্তরের অবদান? কাজেই যত কথাই উনারা বলুন না কেন সরকারের সদ্‌ইচ্ছা নাই যে সিডিউলকাষ্টের উন্নতি হোক। যে সরকারের এ হেন মনোবৃত্তি অথচ সেন্ট্রাল থেকে বার বার তাগিদ দিচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী বার বার বলছে যে তপশিলীদের উন্নতির জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হবে। আর উনারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। শুধু কি এখানে চাকুরীর কথা বলাম? সিডিউলকাষ্টের আরও কথা আছে স্যার। নিউট্রিয়াস একটা প্রোগ্রাম আছে। এই প্রোগ্রামে এই বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরকে ভিটামিন জাতিয় দ্রব্য ফলপশারী সকালবেলায় খাওয়ানোর একটা ব্যবস্থা আছে। এইটা সেনট্রাল গভার্ণমেন্ট থেকে দেওয়া হয়। আমি ১৯৭৩ ইং এর জুনে ডিরেক্টার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের কাছে লিখে-ছিলাম যে আপনি তো ট্রাইবেল এলাকায় দুইশো ফিডিং সেন্টার দিলেন তখন আমি আমার সিডিউলকাষ্ট এলাকার কথা বলেছিলাম যে লালজুড়ি ধর্ম্মনগর, শম্ভুর বাগ, কৈলাশহর—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যে জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাষ্টিমেট এত ডিটেইলসে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে তো আমি মনে করি না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— একটু ডিটেইলসে না গিয়ে তো বলতে পারছি না স্যার। আমি বলেছিলাম যে এই রকম ফিডিং সেন্টার কেন সিডিউলকাষ্ট এলাকাগুলিতে দেওয়া হবে না? এবং তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে এইটা মিনিষ্টার কনসার্ন্ড। আমি মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি এই সিডিউলকাষ্ট এলাকাগুলি কি এই ফিডিং সেন্টার পাওয়ার উপযুক্ত নয়? আমি মন্ত্রী মহোদয়কে একটা চিঠি দিয়েছিলাম ৮-১০-৭৪ ইং তারিখে কিন্তু

তার জবাব আমি পাই নি। ঊনকুটি ট্রাইবেল এলাকা এই সেইদিনও ধুমছড়া, লক্ষীছড়াতে আমাদের অনারেবল মেম্বার শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী গিয়ে এসেছন। তিনি রিপোর্টও করেছেন। ঐ ট্রাইবেল এলাকাটাকে ট্রাইবেল বেলট হিসাবে গণ্য করার জন্য এবং এখানে পুনর্বাসনের কথাও বলেছিলাম সেই ১৯৭৪ এ। আমি আরও বলেছিলাম যে যদি আপনি না পারেন মহাশয় আপনি আমার সংগে আলোচনা করুন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারবো কিন্তু দুর্ভাগ্য চিঠিটার জবাব পর্য্যন্ত আমি পাই নি। আমি অবশ্য আরও বলেছিলাম যে আমি অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের কথা বলেছিলাম। আমার জবাবটা পর্য্যন্ত দেয় নি স্যার। কাজেই এ হেন খামখেয়ালী ভদ্রলোক মন্ত্রীত্বে থাকাটা আমি পছন্দ করি না। যে লোক একজন এম, এল, এর চিঠির জবাব দেয় না, সে কি করে ত্রিপুরার ৪২ পার্সেন্ট সিডিউকাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করবে আমি বুঝি না। কাজেই আমার সময়ও যখন নাই তখন এই টুকু বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী।

শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী বলবো না। আমার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলবো। এই ডম্বুর বিষয় নিয়ে আমি বলবো। এখানে আমার কাছে লোক এসেছে। যে ডম্বুর বাঁধ দেওয়া হয়েছে কয়েক বৎসর হয়েছে, সেই বাঁধে মানুষের অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু সেই মানুষগুলি টাকা পাচ্ছে না। এইটার কারণ কি ? আমি শুনেছি যে ছয়জন লোককে ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই রকম শতে শতে লোক উচ্ছেদ হয়েছে। সেইগুলির ব্যবস্থা করা হয় নি কেন ? তাদের জন্য এই কাজ করা হয়েছে বলা হয়, টাকা বছর বছর খরচ হয়েছে বলা হয় কিন্তু কারা পায় সেই টাকাটা, কেউ পায় ? সে টাকা খরচ হওয়ার অর্থ কি ? সেই টাকা নিয়ে ছিনি মিনি খেলা হচ্ছে। ডম্বুর যে ট্রাইবেল উচ্ছেদ হয়েছে ১৯৭১-৭২ এবং তারজন্য যে টাকা সেংশন হয়েছিল সেই সব টাকা এখনও দেওয়া হোল না, এরকম হোল কেন ? এটা কি গণতন্ত্রের কাজ ? এ ধরণের গণতন্ত্রটা কার ? তাদের জন্য ছোট ছোট স্কীম আছে সেটা বাজে কথা। ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার কথা কিন্তু আমি কৈলাশহরে গেছি শুনেছি সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ষ্টাইপেণ্ড পায় না, আমার কাঞ্চনপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা ষ্টাইপেণ্ড পায় না। শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে, এটা ঠিক কিন্তু তারা কোনটাও পাও না। কত বছর ধরে এই অবস্থা চলতে পারে ? আমাদের ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছে ? ওইখানে কলোনী করছো, এখানে কলোনী করছো, কই কোথায় কি করছো ? ছিনিমিনি করেছে, এটা কি ? দেব কি দেব না এটা একটা খেলা চলছে, ফুটবল খেলছে পা দিয়ে, তাদেরকে টাকা দেওয়া নিয়ে এই খেলা চলছে। ভবিষ্যতে এই খেলার দৃষ্টি আর থাকবে না। তাসের খেলা খেলছে আমাদের এই ট্রাইবেলদের নিয়ে এই কেবিনেট। এটার নাম কি গণতন্ত্রের রাজ ? সব কিছুই পাই—চিকিৎসা পাই শিক্ষা পাই আইনে সব পাই। আবার আমি শুনছি তোমাদের জন্য এই টাকা, এই খরচ করেছি, কিন্তু কি খরচ করছ ? তোমরা আমাকে যদি বলো রাইমণি বাবুকে ১০০ টাকা দিলাম, খাতায় লেখা আছে, তার মানে কি যে ১০০ টাকা আমি পেয়েছি ? এই রকম করা উচিত নয়। আমি মনে মনে চিন্তা করি আমার ট্রাইবেলরা কি মহাপাপ করেছে ট্রাইবেল হয়ে জন্ম গ্রহন করে। আমি চিন্তা করি কেন আমাদের সংগে এরকম করে।

কতকিছু করবো এই বিষয় নিয়ে, কোপারেটিভ করবে, মুখে বড় বড় বুলি, আমাদের যেন ছোট ছেলে মেয়েদের মত পেয়েছে। এই ছেলে মেয়েরা পরে হলেও জানতে পারবে. এ রকম করা উচিত নয়। স্বাধীন, ট্রাইবেলরা স্বাধীন, নন-ট্রাইবেলরা স্বাধীন। সব মিথ্যা চিন্তা। সুখে দেখতে হইলাম কানা, কোন পথের নিশানা পাইলাম না। আমার ট্রাইবেলদের গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে ওদের ভালো ভাবে শিক্ষা দাও, চিকিৎসা করো, আর্থিক ত্রাণ দাও, বস্ত্র দেও, তাদের বস্ত্র নেই পরনে। ট্রাইবেল যারা নষ্ট হয়েছে সেগুলি আমার ট্রাইবেল। এখন আমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলছি। ফরেষ্ট মিনিষ্টার বলেন, আমি এটা করবো সেটা করবো, কি হলো সেটা? ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছো-সেটা ইনকোয়ারী করে দেখ। নন-ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছো? আমার ট্রাইবেলদের কথা বল্লেই বলা হয়, করেছি, করছি। এটা বলেন সত্য না মিথ্যা। এই রকম করা ঠিক নয়। কেন করে এই রকম ভাবে। এই রকম তো হয় না। কংগ্রেসের কি লক্ষ্য ছিল? দুঃখ কেন দিলে যার জ্ঞান নাই, থাকে জ্ঞান দিয়ে। এগুলো কানে শুনে লাভ হবে না। লোকে জানেনা যে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা তো বড়োই হয়েছে তার জন্য। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে ছাত্রদের ব্যবহার করি। কেবল দেব, দেব। ডম্বুরে বাঁধ দিচ্ছে কেন? ডম্বুরে বাঁধ দেওয়ার সময় ট্রাইবেলদের স্কীমে টাকা ছিল সেই টাকা কেন তাদের দেওয়া হয় না? সেটার জন্য কি ডম্বুর স্কীমের টাকা নিয়ে খরচ করা। কত শত শত লোক খাওয়ার পায় না, বস্ত্র পায় না। চিৎকার দেয় ৮০০/৯০০ টাকা জমির কাণি। তারা মিজোরামে গিয়ে পর্যান্ত আছে। ক্ষতিপূরণ না পেয়ে। সেটার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিলেন? এখন আমার এম, এল, এ হোষ্টেলে গিয়ে আমাকে টাকা হাওলাত করে দিতে হবে। ওদিন ১০০ টাকা দিয়েছি। ওই হাওলাতটা শেষ হলে আবার দিতে পারতাম। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, সবটা যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা সব খেয়ে বসে আছে। এ রকম করলে তাদের মনে কি ভাবে শান্তি দেখব। আমাদের ত্রিপুরাতে ১৬ লক্ষ্য লোকের বাস, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ডম্বুর, গোমতিতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এই বাঁধ দ্বারা কেন ক্ষতি হবে?

মিঃ স্পীকার :— আপনি অনুগ্রহ করে এবার শেষ করুন।

শ্রীরাইমণি রিয়াং চৌধুরী :— আমি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি বলুন, যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ট্রাইবেলদের জন্য চেষ্টা করেন। না হলে এরকম কোর না। পি, ডব্লিউ, ডি, মন্ত্রী তো আছেন তিনিও একটু চেষ্টা করুন। মানুষের কথা না শুনে নিজে গিয়ে দেখে আসুন কি হচ্ছে, এটার জন্য কত টাইম লাগবে, কত বছর লাগবে? লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, কাজেই আমি এখানে শেষ করলুম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী ডিমাণ্ডের উপর বলবো না। দু'চারটে ডিমাণ্ডের উপর বলবো প্রথমে আমি যে ডিমাণ্ডগুলো পেশ করা হয়েছে সেই গুলোকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। সাথে সাথে আমি তপশীল জাতির উদ্দেশ্যে কথা বলবো।

এইগুলির জবাব মন্ত্রী মহাশয়ের জবাবী ভাষণে যাতে পাই সেটা অন্তত আপনি করবেন। আমাদের উপজাতি ও তপশীল এই যে দু'টো সম্প্রদায়ের জন্য যে ডিপার্টমেন্ট থাকে উপজাতির কল্যাণের জন্য এবং তার জন্য যত অর্থ আমরা বাজেটে বরাদ্দ করি, আমার মনে হয় কল্যাণ মূলক কাজে তার যদি ৫০ পারসেন্টও ব্যায় হোত তাহলে উপজাতির সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হোত।

উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টে ২২ থেকে ২৫ জন ট্রাইবেল সুপারভাইজার নেওয়া হয়েছে। ঐখানে এমন লোককেও তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে যে লোক অন্য একটা ডিপার্টমেন্টে কর্ম্মরত অবস্থায় আছে। অথচ বেকারের জ্বালায় বা বেকারের ভারে ত্রিপুরা জর্জ্জরিত, সেখানে একটা লোক যেখানে অন্য একটা চাকরী করছে সে আবার অন্য একটা পোষ্টে চাকরী নেওয়ার কি যোগ্যতা আছে সেটা খোঁজে পাচ্ছি না। আমি এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর, ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী, তাদের যখন জানালাম তখন তারা উত্তর দিলেন যে সে ইন্টারভিউ দিয়েছে, চাকরী পেয়েছে। আমার মনে হয় যে লোকটা চাকরী পেয়েছে, সেই লোকটা এখনও কাজে জয়েন করে নি। সুতরাং এর পরিবর্তে যদি একটা শিক্ষিত বেকারের চাকরী দেওয়া হত তাহলে সমাজের কল্যাণ হত না কি? শুধু তাই নয়, উপজাতি দপ্তরে উপজাতিদের জন্য কালচারাল ফাংশানের টাকা বরাদ্দ আছে। আমি এই সম্পর্কে কনফার্মড যে ঐ ফাণ্ড থেকে আজ পর্যন্ত কোন তপশীলি জাতির লোক কালচারাল ফাংশানের অন্য কোন টাকা পায় নাই। এর কারণ কি? আর যদি কেউ পেয়ে থাকে তাহলে কারা পেয়েছে সেই কথাটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর জবাবী ভাষণে যেন বলেন। প্রথমত: আমি জানতে পারলাম যে রুলস কাভার না করায় তপশীলি জাতির লোকেরা পায় নাই। পরে আবার দেখা গেল রুলস্ অনুসারে তপশীলি জাতি পায়, কিন্তু তপশীলি জাতিকে দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই এই সামাজিক এবং শিক্ষাগত অবস্থার যাতে পরিবর্তন হয় সেটাও তো তাদের দেখা দরকার। দীর্ঘদিন থেকে যারা বঞ্চিত তাদের কালচারাল অবস্থাটা এগিয়ে গেছে না পিছিয়ে গেছে সেটাও যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন। শুধু তাই নয়, আমরা দেখেছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তড়িত মোহন দাশগুপ্ত যখন অ্যাপয়েন্টের ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন '৭৩ সনের তখন তিনি বলেছিলেন যে মোট চাকরী দেওয়া হয়েছে ১২৪০ জনকে। তারমধ্যে সিডিউলড কাষ্ট ১৩০ জন। সাব-ডিভিশন-ওয়্যাইজ যখন হিসাব দিচ্ছিলেন তখন দেখা যায় ১৩০ জন আর হচ্ছে না। ১২৪০ জনের মধ্যে তপশীল জাতির কোটা অনুযায়ী তারা পাচ্ছে ১৬৫। সেখানে ১৩০ দেওয়া হয়েছে বললেন। ইন্টারভিউ দিয়েছিল ১২৮০ জন। তারা বলেন অনেক সময় তারা ভাল যোগ্য প্রার্থীর অভাবে চাকরী দিতে পারেন নাই। তৃতীয় শ্রেণীর জন্য যে চাকরী দেওয়া হচ্ছে সেখানে মেট্রিক পাশ, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, বি, এ, ইভেন এম, এ, এম, এস, সি, পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সেখানে ১২৮০ জন ইন্টারভিউ দিল, কিন্তু লোক নিযুক্ত হল ১৩০ জন। তদুপরি সাব-ডিভিশান-ওয়াইজ হিসাব দেওয়ার সময় ১৩০ হচ্ছে না। অথচ আমরা পাওনা আছি ১৬৫। শুধু আমাদের দিকেই কেন, সিডিউলড ট্রাইবেরও একই অবস্থা। তারাও যারা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তারাও তো হিসাব মত চাকরী

পায় নাই। ঐ যে একটা হিসাব সেটা এমন জায়গা থেকে তৈরী হচ্ছে, বেকায়দায় যদি পড়ে মন্ত্রী যাবে, ইজ্জত যদি যায় মন্ত্রীর যাবে। যারা তৈরী করে দিচ্ছে তাদের যাবে না। কাজেই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব ঐ ডিপার্টমেন্টের যারা কর্তা তারা যে হিসাব দিচ্ছেন সেই হিসাব যাতে সুষ্ঠু হয়, সেই হিসাব যাতে নির্ভুল হয় সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেওয়ার আগে সেই দিকে লক্ষ্য করে যেন উত্তর দেন এবং সেই ভুল তথ্য যেন পরিবেশন না করেন। শুধু স্যার, তাই নয়, ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে যে তপশীল জাতির কল্যাণ করা হচ্ছে, এই দুটো জাতি মিলিয়ে ত্রিপুরাতে লোকসংখ্যা ফোরটি টু ফোরটি থি. পারসেন্ট। কিন্তু যে দপ্তরের মাধ্যমে তাদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা হচ্ছে সেই চেষ্টাটা নির্ভুল নয়। আমি মনে করি, এখানে যদি দুটো সেলের মাধ্যমে কাজ করা হয়, একটা তপশীল সেল, একটা উপজাতি সেল, তাহলে আমার মনে হয় এই ভুল ত্রুটিগুলি অনেকটা কমে আসবে। এবং এই ট্রাইবেল সমাজের একটা উপকার হবে। এই সম্পর্কে আমি আশা করি এই দুটো প্রশ্নের জবাব পাব।

আমি এখন ফিসারী সম্পর্কে বলছি। ফিসারী পাবে তারাই যারা ফিসারমেন, যারা মাছ ধরে বিক্রি করে বাজারে। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে যে সব জলাশয় সেখানে গিয়ে দেখুন যে তপশীলি জাতির লোক বা কোন ফিসারমেন সেই জলাগুলি পাচ্ছে না। সেইগুলি লীজ দেওয়া হয়, ডাক করানো হয়। কারণ ফিসারমেনদের মধ্যে পয়সাওয়ালা লোক খুব কম। তাদের যাতে বঞ্চিত করা যায়। যারা মানিডমেন তারা যাতে এই লিজ নিতে পারে। আর যারা প্রকৃত ফিসারমেন তারা সেখানে যেতে পারে না। তারা জলা থেকে বঞ্চিত। যেই মাত্র তারা জলা থেকে বঞ্চিত হল তখন জলা থেকে মাছের অধিকার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা মাছ বিক্রি করে যে জীবিকা অর্জন করত সেই পথ সম্পূর্ণ বন্ধ। আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব ঐ যে জলা লীজ দেওয়া হয়, সেই লীজ প্রথাটা উঠিয়ে যারা ফিসারমেন তাদের মাধ্যমে যাতে জলাগুলি দেওয়া হয় তার একটা অনুরোধ আমি রাখতে চাই। যেমন উদয়পুরে যে গোমতী নদী সেটা দীর্ঘদিন যাবত ডাক হত না। সেই গোমতী নদীর ডাক হয় এখন। যদি কোন ব্যক্তি মাছ ধরার জন্য জলে নামেন তাহলে যিনি লীজ নিয়েছেন তাকে ২০/৩০ টাকা দিয়ে ঐ নদীতে নামতে হবে। মৎস্যজীবি যারা তাদের স্বাভাবিকভাবে জলে মাছ ধরার অধিকার থাকে। কিন্তু আজকে দুই বৎসর থেকে সেই অধিক বঞ্চিত। তারা তখন আর অন্নসংস্থান করতে কিছুই পায় না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে বলে আমি আশা করি। আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করছি যে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বিনা জমাতে তারা নদীতে যাতে জাল ফেলতে পারে তার যেন একটা ব্যবস্থা করেন। সেই অধিকারটুকু তারা যেন ফিরে পায়। শুধু তাই নয়, ফিসারী ডিপার্টমেন্টের অধীনে অনেক জেলে আছে যেগুলির কন্ট্রোল মিউনিসিপ্যালিটির, ফিসারী ডিপার্টমেন্টের নয়। সেই জলাগুলিতে গিয়ে গিয়ে দেখুন কোন ফিসারমেনের নামে কোন লীজ নাই। ঐ জলাগুলি অন্য কোন লোকের নামে লীজ দেওয়া আছে এবং যারা এটা থেকে মাছ ধরছে সেই জেলেরা তাদের লেবার হিসাবে ঐখান থেকে মাছ ধরতে পারে। যেখান থেকে একটা লোক মাছ ধরে তার থেকে সে জীবিকা

নির্বাহ করত সেই লোকটা আজকে লেবারে পরিণত হয়েছে। এই হল আমাদের তপশীল এবং তপশীলি উপজাতির কল্যাণ দপ্তরের নমুনা। শুধু তাই নয় স্যার, সে যদি বলে আমি ডাকব তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি বলে ১০০০ টাকা জমা দাও। ১০০০ টাকা জমা না দিতে পারলে তুমি ডাকতে পারবে না। টাকা জমা দেওয়ার একটা নিয়ম রাতারাতি তারা পালটিয়ে ফেলে। যার জন্য আগরতলায় যতগুলি জলা আছে সেই জলার মালিক কোন ফিসারমেন নয়। কোন ফিসারমেন যেহেতু কোন জলার মালিক নয় সেজন্য ঐ লোক যারা মাছ চাষ করে তাদের ঐ জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হয়। যতদিন পর্যন্ত ফিসারমেন যারা তারা চাষ করত মাছের ততদিন পর্যন্ত মাছের চাষ ভাল হত, আমরা মাছ পেতাম এবং আগরতলা থেকে মাছের সমস্ত চাহিনা মেটানো যেত। কিন্তু এখন আমরা স্থানীয় মাছটা কম পাই। কিন্তু আজ বাংলাদেশের উপর মাছের জন্য নির্ভর করতে হয়। আমার বক্তব্য আমি আর বাড়াতে চাই না। আমি এই দুটো কথাই জানতে চাই যে উদয়পুর গোমতীর লাজ গভর্ণমেন্ট উইথড্র করবেন কিনা আর ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে যা জানতে চাইলাম আশা করি সেগুলোর উত্তরও আমি পাব। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে লিষ্টে আমার নাম আছে কিনা, কারণ আমারও কিছু বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :— আপনার নাম আছে, কিন্তু কাটা দেখছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, কেটে দিলে ত চলবে না, আমার কিছু বলার আছে। তাই আমি অনুরোধ করছি যে দয়া করে আপনি আমার নামটাও বসিয়ে রাখুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের সমর্থনে যে বক্তব্য সরকারের তরফ থেকে রাখা হয়েছে, সেই বক্তব্য আপাততঃ দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর এবং সাজানো মনে হতে পারে। কিন্তু তার ভিতর আর একটা ছবিও আছে, সেটা অবশ্য বাজেট বক্তৃতার মধ্যে ধরা পড়ে না। যেমন একটা ঘটনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি, কয়েক লাইনে আমি কথাটা শেষ করে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, এক রাজা, আমি স্যার, ইচ্ছা করেই তার নাম বলছি না, উনি খুব পোষাক বিলাসী ছিলেন......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি কি গল্প বলছেন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার, আমি একটা ঘটনা বলছি, আপনি সেটাকে গল্পও ধরতে পারেন—অর্থাৎ ঘটনাই গল্প হয়ে যায় যদি বিশ্বাস না করেন। যা হউক তিনি পোষাক বিলাসী ছিলেন। উনার একবার ইচ্ছে হল, এমন একটা পোষাক পড়বেন যে পোষাক পৃথিবীর কোন লোক কোন দিন পড়ে নাই। তাই রাজ্যের বড় শিল্পীকে ডেকে এনে তার পোষাকের বায়না দিলেন এবং শিল্পীও রাজী হলেন যে সেই পোষাক আমি তৈরী করে দিতে পারব। তারপর রাজানুগ্রহে ফেক্টরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গেল এবং ফেক্টরীতে কাপড় বুনা আরম্ভ হয়ে গেল। রাজা যে একদিন রাজ্য পরিভ্রমণে বেরুবেন, সেদিন সমাগত, রাজা তার মন্ত্রীবর্গকে পাঠালেন যে তোমরা দেখে এস যে পোষাকটা কেমন হচ্ছে। ওরা ফেক্টরীতে যাওয়ার পথে ফেক্টরীর বড় শিল্পী বলে দিল যে কাপড়টা অভূতপূর্ব, এমন কাপড় কেউ কোন দিন দেখে নাই, এই কাপড় শুধু জ্ঞানী মানুষ দেখবে, অন্য কেউ দেখবে না। উনারা রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন যে আপনার কাপড় প্রায় অর্ধেকের বেশী হয়ে গিয়েছে, বাকীটা দিন কয়েকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

উনারাও কিন্তু গিয়ে কিছু দেখছেন না—ঐ যে বললেন, জ্ঞানী মানুষ মাত্রই দেখতে পাবেন, অন্যরা দেখবেন না। তাই সেখানে ওরা যাতে বোকা বনে না যায় এই ভয়ে অথবা ওদের কথা যদি রাজা বিশ্বাস করে রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন, এই দুই ভয় মিলিয়ে ওরা রাজার কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন—চমৎকার, চমৎকার, বাহবা, বাহবা, এমন কাপড় আর কেউ কোনদিন দেখে নি। যখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কতদূর? বললেন চমৎকার। এমনি করে আর একদিন যখন কাপড় বুনা প্রায় শেষ হয়ে আসছে, রাজাও দেখতে গেলেন, কিন্তু রাজাও কিছু দেখলেন না—ঐ যে বললেন জ্ঞানী মানুষ ছাড়া অন্য দেখবেন না, তাই রাজাও অজ্ঞানী বনে যায়, তখন তিনিও বলতে লাগলেন—চমৎকার, বাহবা। তারপর সে নির্দিষ্ট দিন এসে গেল, রাজা বের হবেন, শিল্পী এসে কাপড় পরিয়ে দিলেন, রথে আরোহন করে তিনি চললেন, হাজার হাজার মানুষ রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে রাজদর্শন করছেন। সকলেই দেখছেন আসল ব্যাপারটা, কিন্তু কেউ কিছু বলছেন না, কারণ কথাটা আগেই রটে গিয়েছে, রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন, রাজা লজ্জা পেলে, এতে সর্বনাশ হতে পারে, সকলেই দেখছে, এদিক সেদিক মুখ ফেরাচ্ছে, সকলেই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা, কিন্তু কেউ মুখ খুলছে না। এরপরও একটা ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো—এ রাম, রাজা লেংটা। সাথে সাথেই এই কান ঐ কান হয়ে কথাটা ছড়িয়ে গেল, সকলের মধ্যেই গুঞ্জন আরম্ভ হল, শেষ পর্য্যন্ত অনেকে বলে ফেল্লো কথাটা ত ঠিক, এমনিভাবে সেই রাজ-মন্ত্রীও কিনা বললেন কথটা ত ঠিক। রাজার কানেও কথাটা গেল তখন লজ্জায় পালিয়ে গিয়ে রাজা কোনমতে আত্মরক্ষা করলেন। সুতরাং আজকে এই বাজেটের ভিতর, মানুষের যে অবস্থা তার সংগে এই গল্পটার মিল আছে। এখানেও অনেকে বলেছেন যে চমৎকার, বাহবা। এ যেন অমাত্যরা রাজপুরুষের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে অনেকটা অজ্ঞানী হয়ে বলছেন—চমৎকার, বাহবা, বাহবা। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এই যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টই বলুন, আজকে এমন কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে ২৫ বছর আগে যখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের নাম গন্ধ ছিল না, জন্ম হয়নি অর্থাৎ যখন প্লেনিং আরম্ভ হয়নি, যখন টি. ডি. ব্লকের জন্ম হয়নি, সেই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের অন্ততঃপক্ষে খাওয়া পরার একটা ব্যবস্থা ছিল। তখন তারা হয়তো আধুনিক বা নিত্য নতুন বস্ত্র বা জুতা না পড়তে পারে, কিন্তু তখন তাদের খাওয়া পড়ার ব্যবস্থাটা ছিল। আজকে প্লেনিংএর দৌলতে বনায়ন করতে গিয়ে ওরা উচ্ছেদ হয়ে গেল—ওদের জুম থেকে। আজকে সমস্ত কিছুই উন্নত প্রথায় হচ্ছে, রাস্তাঘাট সব কিছুই হচ্ছে, কিন্তু ঐ ট্রাইবেল এরিয়াতে একটা হাহাকার চলছে। এই সত্য কথাটা আমাদের রাইমনি বাবু, গোপীনাথ বাবু, অনন্তহরি জমাতিয়া এবং মণ্ডচাবাই মগের মুখে এই কথাগুলি আগেও ফুটতে পারত। কিন্তু আগে তারা লাজে বলেন নি। আজকে কিন্তু তাদের মুখ দিয়ে সেই আসল কথাগুলি বের হয়ে আসছে। সুতরাং এই যে অবস্থা আমরা জানি, তখনকার ট্রাইবেল সমাজের মধ্যে যে একটা সরকারের বাড়ীতে হামেসাই কীর্ত্তন আমোদ আহ্লাদ লেগে থাকত। বিয়েতে তখনকার সময়ে তারা আমোদ আহ্লাদ করতে পারত, সমাজের অন্যান্য মানুষদিগকে তাদের যতটুকু সামর্থ্য, ততটুকু দান খয়রাত করতে পারত। কিন্তু সেই সরকারেরা এখন তাদের সেই সামর্থ্যটুকু হারিয়ে ফেলেছে,

সাধারণ মানুষের যে সামর্থ্যটুকু ছিল, সে জুম করে হউক বা অন্যান্য ক্যাশ ক্রপ যেগুলি যেমন পাট বলুন, মেস্তা বলুন, তিল বলুন, কার্পাস বলুন এগুলি বিক্রি করে যে ক্যাশ টাকা পেত তা দিয়ে তাদের সামাজিক অনুষ্ঠান যেগুলি করার, সেগুলি করতে পারত। কিন্তু আজকে যে অবস্থা চলছে, তাতে তারা আর সেগুলি করতে পারছে না অর্থাৎ সেগুলি করার থেকে তারা আজকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই আজকে এই যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, তার মাধ্যমে আমরা প্রায় ৩০ হাজার জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসন দিতে পেরেছি ইনক্লুডিং ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেল একথা আমরা যতই গলাবাজী করে বলি না কেন, যতই সুন্দর ভাষা দিয়ে বলিনা কেন, আসল কথা হচ্ছে অনেক জুমিয়া পরিবারই তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য ৫০০ টাকা তাদের হাতে যাওয়ার আগেই ২০০ টাকা খরচ করতে হত দালালদের মাধ্যমে। এ ছাড়া আগরতলা আসা যাওয়া বা হেড অফিসে আসা-যাওয়ার খরচ, এখন যেখানে ডিষ্ট্রিক্ট অফিস হয়েছে, আগে সবই আগরতলাতে করতে হত। এই অবস্থায় তাদেরকে অনেক টাকা খেসারত দিয়ে ৫০০ টাকার জুমিয়া ঋণ দুই তিন ইনষ্টলমেন্টে নিতে হয়েছিল। এমনি করে জুমিয়াদের যে জায়গা, সেই জায়গাতে অনেকে কোনদিন যায় নি, সেই অবস্থায় তাদের নামে একটা জায়গা এলট করা হয়েছে ঐ শুধু নগদ টাকার জন্য এবং এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই অনুন্নত ট্রাইবেলদের এমনি করে দল বেঁধে তাদেরকে জুমিয়া লোন দেবে বলে, তাদের নামে একটা কাল্পনিক জায়গা করে, ফলস্ জায়গা তৈরী করে, পুনর্ব্বাসনের টাকা বিলি বন্টন করা হয়েছে এবং সেটার মধ্যে অনেক লুঠ-পাট হয়েছে, তার নজীরও বিরল নয়। আমার বক্তব্য হল, এই যে ব্যাপারগুলি, এগুলি দেখে কে? এগুলির তদন্ত করে কে? কার উপর সে দায়িত্ব সেটা আমার জানা নেই। এই ধরণের ঘটনার অভাব নাই যে আজকে ট্রাইবেল, আমি অমরপুরের কথা বলছি, অমরপুর ডম্বুর প্রজেক্টের আওতায় যেটা নাকি সাব-মার্জ এরিয়া হবে, কাল্পনিক ভাবে, সেখান থেকে লোকগুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা এক বছর আগের ঘটনা, সেখানে তাদের যে মর্মান্তিক কাহিনী, তাদের কি যে দুর্দ্দশা, তারা পুরুষানুক্রমে সেখানে বসবাস করে আসছে, তাদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করেই, তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হল, উচ্ছেদ করার আগে তাদের সমস্ত ঘর দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হল। আমি জানি না, প্রশাসন সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিনা। কিন্তু সেখানে সেটা হয়েছে যা এই এ্যাসেম্বলী মেম্বারদের বক্তৃতার থেকে জানা যায়। আর এক বছর পরে গিয়ে প্রশাসন বুঝবেন যে তাদেরকে উচ্ছেদ করার কোন প্রয়োজন নাই, তার মানে, প্রজেক্ট কমপ্লিট হতে আরও অনেক দেরী আছে, সেজন্য যাদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছে জরুরী মনে করে, আজকে সেই লোকগুলিকে আবার বলা হচ্ছে তোমরা জায়গাতে যাও, যখন দরকার হবে তখন তোমাদিগকে সরানো হবে। কিন্তু আগে যে তাদের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে পরিবার পিছু ১০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল, সেই নির্য্যাতন ভোগ করেও তারা আবার যার যার জায়গায় ফিরে গিয়েছে। আজকে বলুন এই যে দুর্দ্দশা তাদের জীবনে ঘটান হল এই যে দুঃখ তাদের জীবনে ডেকে আনা হল তার জন্য কে দায়ী? আজকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কথা বলে আমরা ওদের প্রতি যে দরদের কথা বলছি' ওদের জন্য বহু টাকা খরচা করছি বলে বলছি—টাকা খরচা হয়েছে, এই

বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদের উপকার কতটুকু করতে পেরেছি আমরা? আমি আগেও বলেছি যে আজ থেকে ২০/২৫ বছর আগে তাদের যে সাচ্ছান্দ ছিল, খাওয়া পরার যেটুকু অবস্থা ছিল আজ সেটুকু নেই। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকে এই বিংশ শতাব্দীতে আজকে ট্রাইবেল এরিয়াতে গেলে দেখা যাবে যে ট্রাইবেলরা জীবনে যখন অভাবে পড়েছে সর্দ্দারের কাছে গিয়ে বা প্রতিবেশীর—যার সামর্থ্য আছে তাদের কাছে গিয়ে সাহায্য নিয়ে তারা চলেছে। তারা কোনদিন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বের হয়নি। কিন্তু আজকে এই '৭৫ সালের যে মাসে বহু ট্রাইবেলকে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করতে আমরা দেখছি। কাজেই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের দৌলতে ট্রাইবেলকে আমরা ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি—মানে জীবনের সুখ সাচ্ছান্দ থেকে তাদের আমরা ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি এটাই বলা যেতে পারে। সুতরাং আজকে দুঃখ করে এই কথা বলতে পারেন কেউ—এখন আমাদের চোখ ফোটা দরকার। আসলে আমরা গল্পের রাজার মত আমরা আজ কাল্পনিক কাপড় পরে যেভাবে চলেছি—আমরা সৌন্দর্য্যের বিহ্বলতায় এত আত্মহারা হয়ে গিয়েছি—কিন্তু আসল ঘটনা কি, মানুষ যে তাতে লজ্জা পাচ্ছে, মানুষের দুঃখ তাতে বাড়ছে, আমাদের বিহ্বলতার জন্য এই জিনিষটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি—যে মানুষের অবস্থা কি। সুতরাং আজকে আমাদের এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যে কাজ করা হচ্ছে তাতে আমাদের খুব একটা আত্মতুষ্টি নেওয়ার কারণ নেই। আজকে ট্রাইবেলদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আজকে আমরা দেখছি নূতন ব্যবস্থা হয়েছে যে আঁখের চারার জন্য ক্যাশ না দিয়ে তাদের চারা কিনে দেবে, হলদি লাগানোর জন্য হলদীর বীজ কিনে দেবে, তারপর আলুর চারা কিনে দেবে, গম কিংবা অন্যান্য যেসমস্ত আছে যেমন পেয়ারা গাছ লেবুর গাছ কাঁঠাল গাছ এইগুলি তারা কিনে দিচ্ছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করছি, এইগুলি কিনে দিতে গিয়ে এই যে টেণ্ডার কল করে যে ঠকানি তাদের ঠকান হচ্ছে—তার চেয়ে ট্রাইবেলদের দিয়ে কোপারেটিভ করে তার মারফত যদি এটা হত তাহলে কি ভাল হত না? আমার মনে হয় এই ট্রাইবেল পুনর্ব্বাসনের অর্দ্ধেক টাকা ঐ যে টেণ্ডার কল করে সার বীজ ইত্যাদি সংগ্রহ করার কেরামতির মধ্যেই গায়েব হয়ে যাবে। আর জিনিষ হচ্ছে ক'দিন আগে একজন মাননীয় সদস্য বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন—কলাগাছ-এর ব্যাপারে, খনার বচন উল্লেখ করে বলেছিলেন সেটা আমার মনে হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে বা আষাঢ় মাসে না লাগিয়ে সেটা যদি আশ্বিন মাসে কলাগাছ লাগালে সেই গাছে আর ফলন হয় না! এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক কথা। কাজেই কোন রকমে তাদের টাকাটা পাইয়ে দিতে হবে এই হল কথা। তাদের ক্যাশ টাকা না দিয়ে সার বীজ ইত্যাদি দিতে হবে। কিন্তু সময় মত একটাও পৌঁছে না। যার ফলে সময় মত না পাওয়ার ফলে বড় হয় না এবং অন্যান্য যে সমস্ত অকেজো হয়ে যায়, ফলন হয় না। যার ফলে তারা পেয়েও জায়গা ছেড়ে দিয়ে দু'দিন পরে আবার ল্যাণ্ডলেস হয়ে যায় এবং আবার ভূমিয়া হয়ে যায়। এমনি করে এই যে ৩০ হাজার ভূমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে—যদি আজকে খোঁজ করে দেখা যায় যদি কোন কমিটি বা বোর্ড গঠন করা হয়, তদন্ত করার জন্য তাহলে দেখা যাবে সব ফাঁকা। এটা আমি চেলেঞ্জ করতে পারি—সুতরাং এই সঙ্গে আর একটা কথা আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মধ্যে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসও ইনক্লুডেড এর মধ্যে। ওদের উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে ট্রাইবেল সম্পর্কে যা

বললাম সেই আদার্স ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সম্পর্কে একই পর্যায়ে পৌঁছেছে। শুধু অন্য দিকে চাকুরীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদের চাকুরীর জন্য কোটা রিজার্ভেশান রাখা হয়েছে। কিন্তু এই রিজার্ভেশানের ব্যাপারটা দেখবে কে ? আমার যতটুকু মনে হয় প্রতিটা ডিপার্ট-মেণ্ট্যাল হেডকে আবশ্বাস করা হচ্ছে বর্তমান প্রশাসনে। ডিপার্টমেণ্ট্যাল হেড আজ এপয়েন্টিং অথরিটি নয়। তারা ইন্টারভিও নেওয়ার অধিকারী নয়, তারা সিলেকশানের অধিকারী নয়, তারা আজ কেরাণীর কাজ করছে। নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে স্লিপ যাবে যে অমুককে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দাও, তারা এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেয়। সুতরাং কাল এপয়েন্টমেন্টের কথা আলোচনা হয়েছিল। আমার মনে হয়, এম্প্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্টটা তুলে দেওয়া দরকার। কারণ এম্পলয়মেন্টের কিছু আর করার নেই। কিছু নাম রেজিস্ট্রি করা তার জন্য একটি স্কেলিটন ষ্টাফ রাখলেই যথেষ্ট। এম্পলয়মেন্টের জন্য তারা কোন রকম এসিষ্ট করতে পারছে না—তার কারণ হচ্ছে এই যে, আজকে দেখা যাচ্ছে যে একটা লোক ৫ বছর আগে তার নাম রেজিষ্ট্রী করেছে। এই ৫ বছরে ১/২টা ইনটারভিও বড়জোর পেয়েছে কিম্বা কেউ পায়নি এমনও আছে। আর যে কালকেই নাম রেজিষ্ট্রী করল তারপর দেখা গেল যে তার পরদিনই তার চাকরী হয়ে গেল। এখন এম্পলয়মেন্ট থেকে ডিপার্টমেণ্টের লোক চাওয়ারও দরকার হল না আর ডিপার্টমেন্টেও পাঠান দরকার হল না ফ্রম এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ —নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে সেটা হয়ে গেল। সুতরাং এম্পলয়মেন্ট বাতিল করে এইগুলি করা দরকার। এই প্রসংগে আমি বলছি যে ট্রাইবেল কিম্বা ব্যাকওয়ার্ড সিডিউল্ড কাষ্টের ওয়েলফেয়ারের জন্য যে চাকরীর রিজার্ভেশান হয়েছে সেই সম্পর্কে আমি বলব যে তারা শোচনীয় অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে তাদের চাকরীর কোটা রক্ষার ক্ষেত্রে—সুতরাং এটা আমি চেলেঞ্জ করে বলছি এবং এই দায়িত্ব কোন ডিপার্ট-মেন্টের হেডের নয়। যেহেতু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাদের সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন চাকরী দেওয়ার জন্য রিজার্ভেশানের কোটা মেন্টেন করার—যেহেতু তিনি এটা ঠিকমত ফুলফিল হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য দায়িত্ব কারও উপর দেননি—কোন বোর্ড বা কোন কমিশন বা কোন সেল তিনি করেন নি for keeping observation whether that is being imple-mented or has been implemented, এটা যখন তিনি করেননি সমস্ত দায়িত্ব উনার। এপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে বিগত বছরগুলিতে যদি সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ছেলেদের কোটা অনুযায়ী চাকরী না পেয়ে থাকে, যদি তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে এই বঞ্চনার সমস্ত দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীর। কেননা তার দায়িত্ব তাদের ওয়েলফেয়ার দেখা মিনিষ্টার বানানোর দায়িত্ব উনার যাতে দেখতে পারে বা অন্যান্য ডিপার্টমেনটের উপর উনি সেই দায়িত্ব দিতে পারতেন কিন্তু উনি তা দেননি। সুতরাং সেজন্য তিনি একাই দায়ী এপয়েন্টমেন্টের জন্য সমস্ত দায়িত্ব উনার সুতরাং আমরা আশা করব আজকে আমার দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতাগুলি আমি তুলে ধরেছি, এটার প্রতিকার-এর জন্য তিনি দেখবেন এবং আজকে যদি সম্ভব হয় তিনি অভিযোগগুলির উত্তর দেবেন আমি এই আশা করি। এগ্রিকালচারের ব্যাপারে অনেক অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে লোনের ব্যাপারে আজকে একটা এগ্রিকালচারিষ্টদের জন্য এখানে একটা এস. এফ. ডি. এ. হয়েছে যার মারফত এগ্রিকালচারিষ্টদের ফিনান্সীয়াল হেলপ করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেই ফিনানশীয়াল এজেন্সীর যে ব্যাংক

সেই ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার জন্য যে সমস্ত প্যারাফার্নেলিয়া তাতে উরা জীবনে উত্থান থেকে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। আজকে একজন লোক—যার এক লক্ষ টাকার দোকান আছে, যার মাসিক আয় ৩/৪ হাজার টাকা সেই যদি ব্যাংক থেকে আরও এক লক্ষ টাকা চায় তাহলে তার পেতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা যার ৩/৪ হাজার টাকা মাসিক আয়, তার আরও ৪ হাজার টাকা মাসিক আয় বাড়ানোর জন্য আর একটা দোকান বা আর একটা ব্যবসা করার জন্য সেই লোক ঋণ পাওয়ার কোন অসুবিধা নেই ব্যাংক থেকে। কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে গরীবকে বাঁচাবার জন্য বা সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য গরীবের অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য গ্রামীন মানুষের অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য শ্রমিকের কৃষকের আর্থিক উন্নতি করার জন্য আজকে যে ব্যাংক ন্যাশনেলাইজ করা হলো—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— একটু সময় চাইছি স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা কৃষকদের কথা বলছি, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক, এইখানে একটা সংখ্যা, এইখানে স্মল ফার্মাসদের সংখ্যা বাকলি ৪৭.০৪৯ জন আর মার্জিনেল ফার্মাসদের সংখ্যা ১,৭৩,৮০০-এর মত। কাজেই এই যে ওরা কেউ ৫ কানি, ৩ কানি, ৪ কানি জমির মালিক। আবার এর মধ্যে টীলাও আছে। আজকে এদের আর্থিক উন্নতির জন্য, এরা গ্রামের মানুষ, এদের মধ্যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবও আছে, এদের উন্নতির জন্য আজকে কি ব্যবস্থা আছে? কোন ইণ্ডাষ্ট্রি নাই। যে ছোটখাট ইণ্ডাস্ট্রী ছিল যেমন ট্রাইবেলরা তারা নিজেদের পাছরা এবং তাঁতের কাপড় তারা তৈরী করতো নিজেদের হাতে আজকে সেইগুলিও তাদের করার ক্ষমতা নেই। কাজেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশন আজকে আমরা এমনভাবে চালিয়েছি সেই রথের চাকার তলে সেই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল মোভমেন্ট আজকে রথের তলে। তাদের তাঁত ফুরিয়ে গেছে। পাছরা নেই, আজকেও তারা লেংটি পরছে। আজকে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশনের কথা বলছি, ক্ষুদ্র একটা ইণ্ডাসট্রি এই রাজ্যে একটা ছোট ম্যাচ ফ্যাক্টরী ছিল, এই গরীবরা এখানে কাজ করতো, র-ম্যাটেরিয়েলস এখানে যথেষ্ঠ আছে, এই ম্যাচ ফ্যাক্টরীকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি না। বাঁশ থেকে চা-এর প্লাট, কাপ ইত্যাদি তৈরী হতে পারে এই রকম একটা সম্ভাবনার কথা আমরা শুনেছিলাম, এই রকম একটা ইণ্ডাসট্রি ছিল, কিন্তু আজকে সেইটা নাই। কাজেই গরীবদের, ট্রাইবেল অথবা ব্যাকওয়ার্ড লোকদের জন্য এই কুটির শিল্প কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী এইগুলির উন্নতির মাধ্যমে তাদের অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ আনার জন্য আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু কোথায় আজকে ট্রাইবেলরা বাজার থেকে এবং রেশন থেকে কাপড় কিনছে তাদের তাঁত শিল্প আজকে বেঁচে নেই। সুতরাং আজকে যে সমস্ত জিনিসপত্র তারা বাজার থেকে কিনেছে সেইগুলি আজ তারা করছে না। কারণ এইগুলি বেচার মার্কেটিং-এর কোন সুবিধা তাদের নেই। দুর্গম অঞ্চলে যারা বাস করে সেখানে রাস্তাঘাটের কোন সুবিধা নেই, তারা তাদের উৎপাদিত জিনিষ বাজারে আনতে পারছে না। ঠিক তেমনি করে সাবমার্জিনেল কৃষকরা আজকে তাদেরকে গভর্ণমেন্ট লোন দিচ্ছে না এবং ব্যাংকও লোন দিচ্ছে না। কাজেই তাদের আর্থিক উন্নতিটা হবে কি করে? আজকে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি শেষ হয়ে গেছে। আজকে এই যে বাঁশ বেতের কাজ কিংবা তাঁতের কাজ আজকে সেইগুলি শেষ হয়ে গেছে—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার প্লীজ সামারাইজ ইওর স্পীচ। তা না হলে আপনারা হাউসের ডিউরেশন আরও এক ঘন্টা বাড়ান। কারণ যারা বলতে চান তাদের মধ্যে আর ৭/৮ জন আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— ঠিক আছে, আমি ৫ মিনিট বলবো। কাজেই আজকে যে কৃষকদের অর্থ নৈতিক উন্নতির কথা বলছি, আজকে এই কৃষকদেরকে আমরা বাঁচাতে পারবো কি করে সেইটা আজকে বাজেটের কোন আইটেমে আমরা দেখছি না। আজকে টীলাতে জল সেঁচের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি না সেইটা বাজেটের কোন আইটেমে বা কোন পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সুতরাং আজকে এই প্রয়াস সেটা কি করে রূপায়িত হবে সেইটা আমরা বুঝতে পারছি না। বাজেটে এক কোটি রাখা হয়েছিল সাবমার্জিনেল কৃষকদেরকে সাবসি ড দেওয়ার জন্য। সেই এককোটি টাকা আজকে তিন বৎসরে ২৩ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, আমি যতটুকু খবর পেয়েছি। এখানে যে একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে সাবমার্জিনেল ফার্মাস-দের উন্নতির জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের দেওয়া এক কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তাদের উন্নতির জন্য। তার মানে হচ্ছে এই যে, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে এইগুলির মধ্যে কোন কো-অর্ডিনেশন নেই। সেটেলমেনট ডিপার্টমেন্টে এমন অনেক জায়গা আছে যে সমস্ত জায়গায় আজ থেকে ২০/২৫ বছর যাবত জমির দখলদার আছে কিন্তু এই জমির কোন রেকর্ড হয় নি, তার নামে কোন রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই। সুতরাং জমির কাজের এই ব্যর্থতার জন্য আজকে ব্যাংক লোন দিতে এলে দেখা যায় যে জমিতে তার কোন রাইট নাই। সুতরাং সেই কৃষক লোন পাচ্ছে না। সুতরাং এই ২৫/২০ বছর যাবত একটা জমির দখলদার থাকা সত্বেও ঐ লোকটার জমিতে কোন সেটেলমেন্ট নাই, ফলে সে ব্যাংকের থেকে লোন পাচ্ছে না, গভর্ণমেন্টের অন্য কোন সোর্স থেকে সে লোন পাচ্ছেন। অথচ আমরা বলছি যে আমরা উন্নতি করে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের উন্নতির রথ। কিন্তু সেই রথের চাকার তলে পড়ে যারা মারা যাচ্ছে ঐ গরীব কৃষকগণ। এই কথা বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে যে ডিমাণ্ড-গুলি এসেছে, ডিমাণ্ড নং ৩, ১৮, ২৯, ৩২, ৪১ এবং ৪৫ ইত্যাদি এই সবগুলি ডিমাণ্ডের ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি আমার বক্তব্য আরম্ভ করার পূর্ব্বেই আমার এলাকা থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। এই চিঠিটা আমি পড়ছি। আমার কাছে লিখেছে ব্রজেন্দ্রনগর গাঁওসভার গাঁও প্রধান, আমি গত রাতে এখান থেকে যাওয়ার পর আমি এই চিঠিটা পাই। লিখেছে—"ব্যানার্জী বাবু, আশা করি ভগবানের কৃপায় কুশলেই আছেন। দীর্ঘদিন হয় আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচনা করেছি তথাপি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পারিপার্শিক অবস্থায় জর্জড়িত অভাব ক্লিষ্ট জনগণের মতানুযায়ী অত্র ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভার প্রধান হিসাবে পত্রখানা লিখতে বাধ্য হলাম। আপনি কদমতলা কেন্দ্রের আমাদের নির্বাচিত একমাত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি। সবই আপনার জানা আছে। আমাদের ব্রজেন্দ্রনগর গাঁও সভার দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, প্রস্থ তিন মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। এই গাঁও সভাতে ১৪টি গ্রাম আছে এবং প্রতিটি গ্রাম বাঙলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত। সীমান্তবর্ত্তী এলাকা বলিয়া অহরহ চুরি, ডাকাতিতে জনগণ যার পর নাই ক্ষতি-গ্রস্ত। এছাড়া অধিক সংখ্যক লোক দৈনন্দিন কায়িক পরিশ্রমজীবী, গরীব শিক্ষিত বেকারগণ এবং কৃষিজীবী নাগরিক বটে। বিগত বাঙলাদেশ যুদ্ধে এই অঞ্চলটা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আপনি আমাদের প্রতিনিধি। আমাদের এলাকার অভাব অভিযোগ সরকারের নিকট পরিবেশন করিয়া জনগণের মংগলার্থে যথাযথ ব্যবস্থামূলক পথে নিয়ে

যাওয়ার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম একমাত্র আপনি। এতদ্‌ভিন্ন এই অঞ্চলের জনগণের জীবনের বিকল্প অন্য কোন পথ বা পন্থা নেই। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি মোতাবেক নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে লিখেছে যে, "কেবার ছেলেমেয়েদের সংগে আপনি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পরিচিত আছেন তাদের প্রতিটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা আপনার স্মরণে আছে। সমাস্তে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র কৃষকগণের কঠোর পরিশ্রম ও আর্থিক ব্যয়ে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কর্ম-সংস্থানের জন্য এবং সরকারের কাছে চাকুরীর চাহিদা পেশ করার একমাত্র আপনিই মাধ্যম। অথচ কোন কোন এলাকায় চাকুরী হয়েছে, এখানে অনেকেই চাকুরী পায় নাই এমন অবস্থা। আমার গাঁওসভার কতিপয় বেকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তপশীলভুক্ত ও দৈনন্দিন কায়িক পরিশ্রমজীবী অধ্যুষিত গরীব জনগণের জন্য টি. আর. ওয়ার্ক ও খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমার গাঁওসভাধীনে খাদ্যাভাব চলিতেছে, অন্য কোন রকম কাজকর্ম নেই, ন্যায্য মূল্যের দোকানে সময় সময় রেশন দ্রব্য আসছে কিন্তু জনসাধারণ পয়সার অভাবে তাহা ক্রয় করিতে পারিতেছে না। ইহার ফলে উক্ত পর্য্যায়ে নাগরিকগণ অনাহারে অর্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে এবং প্রতিটি পরিবারে বিভিন্ন প্রকারের রোগ দৃষ্ট হইতেছে। এমত অবস্থায় আমরা এই গাঁও সভাধীন অনেককে বাঁচাইয়া রাখার জন্য প্রতিটি গ্রামে টি. আর. ওয়ার্ক চালু রাখা ও প্রতিটি অসহায় দুস্থ পরিবারে খয়রাতি সাহায্য করা আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

৩) কৃষকগণকে ঋণ দানের আবশ্যক—আপনি এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে সিমান্তবর্ত্তী গ্রামগুলির কৃষি মাঠ সকল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পুরি নদীর পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল। সুতরাং প্রতি বছর এই অঞ্চলের কৃষি ধান সমূলে বিনিষ্ট করিয়া দিতেছে। ইহাতে কৃষক কুল দিনের পর দিন দৈর্ঘ্য হারা ও পঙ্গু হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান বছরে ও বিগত বরো ক্ষেত খরা পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ব্যানার্জি বাবু, আপনি এই অঞ্চলের জন্য কংগ্রেস প্রতিনিধি হওয়ার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার গাঁও সভাধীন গ্রামের জনগণের সংগে বিশেষ পরিচিত। আপনি দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী। বিধানসভার সদস্য হওয়ার পর হইতেই আমার এলাকার গ্রাম অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকারের জনগণের মনে বিভিন্ন প্রকারের আশা আকাংখা বহিতে থাকে এবং আপনার ও কংগ্রেস সরকারের প্রতি গভীর নিষ্টায় কর্ম্মসংস্থানেরও দাবী আদায়ে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার কারণে সরল ও নিরীহ জনগণের দৃঢ় নিষ্টার বাঁধ ভাংগিয়া যাইতেছে, গরীব চাষী ভাই, বেকার যুবক কিংবা ভুক্ত নাগরিকগণ চাকুরী খাদ্য ও অর্থের অভাবে নিষ্টা চ্যুত হইয়া বিপথগামী হইতেছে। সুতরাং আমরা গাঁও সভার নাগরিকদের জীবন যাত্রার কাহিনী আপনাকে নূতন করিয়া বলা হইতেছে না, কারণ বিভিন্ন সময়ে আপনি নিজেই পদ ভ্রমণে এই অঞ্চলের পরিবেশ অনুধাবন করিয়াছেন। সেই মর্ম্মে বর্ত্তমানে অভাব গ্রস্ত নাগরিকগণের অর্থনৈতিক সমস্যার মন রাজনৈতিক সমস্যা বিপরীত ধর্মী হইয়া যাইতেছে।

ব্যানার্জি বাবু, আমরা গাঁও সভার জনগণের বর্ত্তমান ও বাস্তব সর্ব্বপ্রকারের অভাব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দাখিল করিলাম। গ্রামিন সরল, নিরীহ, দুস্থ গরীব বেকার ও কৃষকগণের দীর্ঘ দিনের পোষিত আশা আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তাহাদের চিরদিনের দৃঢ় আত্ম বিশ্বাসের মাথায় কুঠারাঘাত করিবেন না। আজ আর না, আমি এক প্রকার, নমস্কার, ইতি—

যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
গ্রাম প্রধান।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এইভাবে হাউসে যাদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি যে চিন্তাধারা নিয়ে এসেছি, আমরা তা হাউসে বলি। আমরা দেখতে পাই, আমাদের উর্দ্ধস্তরের কর্মচারীরা আমাদের বক্তব্যের সারমর্ম করে তারা নোট দিতে চায়। আমরা উত্তর চাই না, আমরা চাই বাস্তব কর্ম্ম। উত্তর আমরা যা কিছু চাই তা সব কিছু পাই না। সব কিছুর উত্তর দেওয়া সম্ভব না, সব কিছু মনে রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক বছর এই সম্বন্ধে আমরা যা বলি. ওই যে নোট, ওই নোট যদি ঠিক ঠিক সর্বসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে না করা হয়ে থাকে এবং তা রূপায়িত করার জন্য যদি বাজেটে প্রভিশন রাখা হোত তাহলে আজকে আমাকে এই কথা বলতে হোত না। তাই আজকে আমি দুঃখের সংগে বলছি, আমি বার বার বলছি, যে ওই অঞ্চলের পাহাড়ের এই অবস্থা। আমি এখানে একবার নয় বহু বার বলেছি। সীমান্তে গরু চুরি হচ্ছে। সাধারণ গরীব মানুষ তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ভীত চিন্তায় তারা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাকিয়ে দেখুন সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দেশের যারা অধিবাসী তাদের জীবন অসহনীয়। তার মধ্যে খরায় যে অবস্থা হল তা অত্যন্ত হীন। আমি এখানে বলেছি যে ওপারে পাকিস্তান থাকতে তারা বিরাট বাঁধ দিয়েছে নদীর উপর যাতে এদিকের জল ওদিকে না যায়। কাজেই সমস্ত অঞ্চলের জল এদিকে চলে আসে। অর্থাৎ যখন তারা ফসল তুলবে তখন তারা ফসল নিয়ে যায়। যদি খরা হয় তাও পায় না। এমনি অবস্থায় আমি বার বার কাকুতি মিনতি করেছি, আমার প্রায়াজনে নয়। ওই অঞ্চলের উন্নতি কি ত্রিপুরার উন্নতি নয়? ওই অঞ্চলের চাষীদের যদি না বাচাতে পারি তাহলে কি করে গ্রো মোর ফুড সাকসেস হবে? আর, এটা বালছি এই কারণে যে বাজেট রচনা করায় সময়ে যদি ওই নোট গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে লোকেদের ক্ষোভ, যে কথা আমরা প্রকাশ করি এখানে এবং যে কথা নিয়ে আমরা অনেক সময় তিক্ত হই সেটা দূর হতে পারে। কাজেই নোট দেওয়াই আমাদের সমস্যার সমাধান নয়, উত্তরই আমাদের সমস্যার সমাধান নয়। আমাদের ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে দারিদ্র্য দূর করতে চাই। কাজেই ওই যে দরিদ্র শ্রেণীর লোক তাদের কাছে আমাদের কাজ কতটুকু নিয়ে যেতে পারি. তাদের সান্ত্বনা দিতে পারি, সেটা দেখা দরকার এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় অল্প, তাই আমি বেশী বলবো না। এই চিঠির মধ্যে যে বিষয় আছে, যে অর্থ দেওয়া আছে তা আপনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন। আপনার মাধ্যমে আমি এই হাউসের কাছে এই মন্ত্রী সভার কাছে পেশ করছি যে তারা সেই অগণিত দরিদ্র মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা কাজ করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. রোগের প্রতিষেধক নিয়ে অনেকে বলে যে রোগ যাতে আক্রমণ না করতে পারে সে বিষয়ে—

মিঃ স্পীকার :—বাজেট ডিসকাশনের সময় এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন আমার মনে হয়।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি। এখানে দেখছি ডিমাণ্ড নং ১৮ এ ফাইনেনসিয়াল এ্যাসিষ্টেনস টু ট্রাইবেলস, টি. বি, বেনেফিট ইনক্লুডিং এলাউনসেস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এই হাউসে আমি টি, বি, সহ-

পিটাল করার জন্য বার বার বলেছি, যাহোক সেটি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা টি, বি, হসপিটাল করছি সাউথ এবং নর্থে এবং আগরতলাতেও কিছু বেড বাড়াবো। আমরা আশ্বস্ত হলাম তবে কাজে যদি এটা পরিণত হয় তাহলে আমরা আরও খুশী হব। এ বছর এই টি, বি'র ব্যাপারে দেখছি ৬০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি এখানে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে টি, বি, রোগী ও টি, বি'তে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কি কম বর্ত্তমানে ? আর তার কি কোন সার্ভে আছে ? কারা রোগী, যারা দরিদ্র, যারা খাবারের অভাবে রোগাক্রান্ত, তারাই কি নয়? ওষুধের প্রচুর দাম এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার দরুন বাজেট বরাদ্দ আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল না কি? আমি দেখেছি ১৯৭৪-৭৫-এ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৫৪ হাজার টাকা, এবার সেখানে ধরা হয়েছে ৬০ হাজার টাকা অর্থাৎ গতবার ছিল ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা, এবার ধরা হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে গত বারের তুলনায় বাজার দর বৃদ্ধি হোল অথচ এবার বাজেটের টাকা কম। এর অর্থ টি, বি, রোগীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সুতরাং আমি এই কথা টুকু তুলে ধরছি যে বর্ত্তমান বছরে টি, বি'র জন্য কোন ফাণ্ড নেই। আমি এই টি, বির ব্যাপারে আরেকটি চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি স্যার—

মিঃ স্পীকার :—আপনি জিনিষটির উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যদি আবার চিঠি পড়তে শুরু করেন—

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—এই অল্প একটু স্যার, আমার বক্তব্য এখনই শেষ করছি স্যার। মায়ের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কারণ আপনারই বিশেষ সাহায্যে ও সহায়তায় সেদিন ধর্ম্মনগরে বিনা পয়সায় তাঁকে একস্‌রে করানোর সম্ভব হয়েছিল। এক্সরে করানোর ফলে তাঁর টি, বি, রোগ বলে ধরা পড়েছে। আমাদের হাসপাতালের ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে রাজী হলেন না, কারণ তাঁকে চিকিৎসা করতে অনেক টাকার দরকার। আমি সে টাকা কোথায় পাবো? যে ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে শেষ বয়সে দুবেলা দু মুঠো অন্নের সংস্থান করে দিতে পারছি না সে ক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসা করানো সম্পূর্ণ সাধ্যের অতীত। আজ কয়েকদিন যাবত কাসির সাথে শুধু রক্ত যাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেন, আগরতলা টি, বি, হাসপাতালে নিয়ে যেতে, কিন্তু তাকে আগরতলা নিয়ে যাইয়া কি করে। পারি শুধু এক পথ আছে, ক্ষেতের যে আড়াই কানি জমি একমাত্র সম্বল তা যদি বিক্রি করি হয়তো তাঁকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু পরিবারের অন্য সবাই না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। বোন একটি ক্লাস এইট-এ এবং ভাই একটি ক্লাস সিক্স-এ উঠে পড়া-শুনা চিরদিনের মত ইস্তাফা দিতে হোল।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, এই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এই চিঠির উপর আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন না ?

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— বক্তব্য হচ্ছে এই যে টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক কেন দরকার? একটা গরীব যদি টি, বি, তে ভোগে, সে যদি তার খাদ্য দৈনিক সংগ্রহ না করতে পারে তাহলে টি, বি, রোগী মেডিসিন পেলেই কি হবে? কয়েক মাস এক সংগে করে যদি তাকে সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে তার কি করে চলবে? এই দরিদ্র রোগীর সাহায্য দেওয়ার অর্থ এই যে

সরকার তার বাঁচার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। সেই বাজেটের টাকা যদি ৬ মাস, ৭ মাস বা এক বছর পরে পরে পায় তাহলে কি সার্থকতা আছে? তাই আমি যা বলছি সেটা তাদের বাঁচার প্রয়োজনেই বলছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি বলছি এই কথা এই যে পরিস্থিতি দেশের, এই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীদের কাছে আমার যে মনোবেদনা তাই প্রকাশ করি এবং যারা অফিসার আছেন তাদের কাছে আবেদন, আমরা দেশের চাকর নই, চাকরী করছি না, আমরা সেবক। বিরাট বিপ্লবের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। কিসের বিপ্লব? আমদের মনীষিরা বলে গেছেন যে দরিদ্র ভারতবাসীর মুক্তি চাই। কিসের থেকে? দারিদ্র থেকে মুক্তি। এই তো হবে আমাদের সমাজের চিন্তা। এই তো হবে আমাদের চাকরী, যারা করে তাদের সেবকদের মন নিয়ে দেশ গড়ার চিন্তা। যতই আমরা এই ভাবে চলতে পারব ততই সুখী হবে, আমাদের যারা নেতা ছিল, যারা দেশকে স্বাধীন করে গেছেন তারা। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আশা রাখি আমি এর প্রতিকার পাব।

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অবশ্য উপজাতির কল্যান সম্পর্কে বলব। এখন আমার কথা হচ্ছে প্রথমে আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করি। এতে অনেক টাকা আছে, যে টাকা দিয়ে আমাদের উপজাতিরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবে, যারা উন্নত জাতি, সভ্য জাতি তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে উন্নতি করে যেতে পারব, এই আশা নিয়েই আমি বলছি। এখনও জুমিয়া পনুর্ব্বাসনের জন্য হাজার হাজার পরিবার রয়ে গেছে। শুনেছি, জানি না। কাগজ পত্রে দেখেছি যে ৩৩,০০০ জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কোথা থেকে এই জুমিয়া এল? তারা কি জোতদার, না জোতদারের চেলা? না জোতদারের নাতি? না কোন বড় লোকের আত্মীয়? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি আদিবাসী ৪ লক্ষ লোক থাকে, তাদের অধিকাংশ লোকেরই জমি জমা ছিল। অমরপুর, লুংত্রাই, আঠারমুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ কিছু লোকের জমি জমা ছিল। এই হিসাব করলে পরে আমরা ৩৩,০০০ পরিবারের পুনর্ব্বাসন হলেও এখনও হাজার হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার বাকী। আমার কথা হচ্ছে কি যারা জুমিয়া তাদের আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত রেখেছি, নেতাদের মাধ্যমে সরকারী কর্ম্মচারীদের মাধ্যমে যে সমস্ত নাম সংগ্রহ করে জুমিয়া জুমিয়া চীৎকার দিয়ে তহশীল বাবুর কাছে গেল ৬ টাকা খাজনার মধ্যে ১০ টাকা দিতে হয়, তাহলে একটা ঘরচুক্তি খাজনার কাগজ পাওয়া যায়। সেই কাগজ পেলে পর সে জুমিয়া হয়ে যায়। আমিন বাবু এসে অ্যালটমেন্ট করল, ইনস্পেক্টারবাবু এসে ইনস্পেকশান করে এল। জমি আছে কি নেই সেটা প্রশ্ন নেই, সে জুমিয়া হয়ে গেল, তার পুনর্ব্বাসন হয়ে গেল। লংত্রাই পাহাড়ের উপর, আঠারমুড়া পাহাড়ের উপর যে জায়গা আছে সেখানে অনাহারে অর্দ্ধাহারে বাঁশের কুরুল, জংলী আলু খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কি? আজকে যেগুলি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেবে এইগুলি পরিষ্কারভাবে যাতে মহকুমা ভিত্তিক সেই জুমিয়ার হিসাব দিতে হবে। তাদের জুম থেকে নামিয়ে আনতে হবে এবং পুনর্ব্বাসন স্কীমে যাতে সেখানে তাদের বসতি হয়ে তারপর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি না যাদের

পুনর্বাসন দিয়েছিলেন হাজার হাজার পরিবার, আমাদের কমলপুরের কথাই ধরে নিন, রায় কাচার মৌজায় জুমিয়া কয় ঘর আছে। এক ঘরও নাই স্যার। কোথায় গেল। আজকে নাল, ছড়াতে জুমিয়া আছে। গণ্ডাছড়া ট্রাইবেল কলোনীতে আছে জুমিয়া? পাহাড়ের উপর জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়েছি ৬০ পরিবার। কত পরিবার আছে? এখানে আজকে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে। কার স্বার্থে? এখানে আছে কিছু কিছু সরকারী কর্ম্মচারী, আমাদের কিছু কিছু নেতারাও আছে। আমি পরে আসছি। হাজার হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন হয়েছে। যারা জায়গা বিক্রী করে চলে গেছে তাদের কোন খোঁজ না করে আজকে জুমিয়া পুনর্বাসন নামে যে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করছে সেটা যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না হয় তাহলে তার জন্য দায়ী হব আমরা, আমাদের সরকারের মন্ত্রীরা। এবং আমি আজকে উপজাতি কল্যান সম্বন্ধে, একটি কথা বলছি। উপজাতি বোর্ডিং আছে। আমি জানি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হলেন আদিবাসী কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী। তিনি বোর্ডিং এ গিয়ে দেখেছেন কিনা কোনদিন। বোর্ডিং এ যারা ছাত্র থাকে তারা মাসে ৬০ টাকা স্টাইপেণ্ড পায়। সেখানে মন্ত্রী বাহাদুর গিয়ে দেখেছেন কিনা। যে এলাকায় নাকি ৩ টাকা ৪ টাকা চালের কে, জি, সেই দেশে তপশীলি জাতির ছাত্রের জন্য ষ্টাইপেণ্ড ৬০ টাকা। কনট্রোলের চাল দিয়ে তপশীলি ছাত্র ছাত্রীদের মগজ বিরাট উন্নত স্তরের বৈজ্ঞানিক করার প্রচেষ্টা তারা করছেন। কিন্তু আপনারা জানেন যে সেই কনট্রোলের চালে যে ধান এবং তোষ আছে সেটা বেছে ভাত রাধতে গেলে এক ঘন্টা লাগে। সপ্তাহে একদিন গুড়া মাছ পাওয়া যায়। এইভাবে আমাদের উপজাতি ছাত্রদের মগজ হবে বিশ্বাস করতে পারি না। আমার কথা হচ্ছে অন্তত:পক্ষে এই সমস্ত বোর্ডিং এর ব্যাপারে যদি খাওয়া দাওয়ার ভাল পরিবেশ না আসে সেই ছাত্র পাড়া-শুনার দিকে মন দিতে পারে না। আমরা যেমন ছিলাম, আমাদের পরিবেশ ভাল ছিল। আজকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে পরিবেশের বটে। আজকে তাদের সেই রকম স্মৃতিশক্তি নাই, সেটা লোপ পাচ্ছে। আজকের দিনেও গ্রামে তো ইলেক্ট্রিক নাই, ফ্যান নাই। সেখানে কিভাবে সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার প্রসার হবে। আসুন নিউ ট্রিশান প্রোগ্রামে। সেখানে গ্রাম পাহাড় একজন ছেলের জন্য ৬০ গ্রাম চাউল ৩০ গ্রাম ডাল। মোট কথায় একটি ছেলের জন্য মাথাপিছু ২৭ পয়সা খরচ করে উপজাতি ছেলে-মেয়েদের বাঁচানো হচ্ছে। কোথায়, না যে সকল গ্রামে উপজাতিরা অনাহারে অর্ধাহার ক্লিষ্ট সেই গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য ৯০ গ্রাম চাউল ও ডাল দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সেখানে অনেক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা আছেন, আবার একদিন না খাওয়ার লোকও আছেন, এখন তারা সবাই অংশ গ্রহন করেন, তাহলে কি অবস্থাটা দাঁড়াবে? এই ৬০ গ্রাম চাউল এবং ৩০ গ্রাম ডাল দিয়ে এই সমস্ত উপজাতি ছেলেমেয়েদের সুষ্ঠ সবল স্বাস্থ্য করার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন, আমি তার জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এর মধ্যেও কিছু কারচুপি হচ্ছে। স্যার, আমি এখানে নাম করে বলতে পারি আমবাসায় গ্রাম সেবক রঞ্জিত রায় সেখানে শিকারী বাড়ীতে ৬০ জন ছেলে-মেয়ে আছে, সেখানে সরকারী হিসাব মতই তাদের পাওয়া উচিত ৫৪০০ গ্রাম। যখন সুপারভাইসর থাকেন, তখন তারা ৫ কে, জি, পেতেন, কিন্তু বাকী ৪০০ গ্রাম পেতেন না। কিন্তু সেটাও যদি মাপ দিয়ে দেখা হয়,

তাহলে দেখা যাবে মাত্র ৩ কে, জি, ঐ ৬০ জন ছেলেমেয়ের জন্য। শিকারী বাড়ীতে তার ১০ কানি জমি আছে, তদন্ত করুন। আমার কথা যদি সত্য না হয়, তাদের কথাও সত্য হতে পারে। এই ধরণে উপজাতি ছেলে-মেয়েদের এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের খাদ্য নিয়ে যদি সাধারণ একটা কর্মচারী ছিনিমিনি খেলে, তাহলে এই প্রশাসনের মধ্যে এই রকম আরও কুচক্রি আছে কিনা, তা আমার জানা নাই। আর যদি থেকে থাকে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যত নাগরিকেরা কত দিনে সবল হবে, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। স্যার, এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কারণ গ্রামে, পাহাড়ে বন্দরে ঘুরাঘুরি করি। কাজেই এই বিধান সভাতে দেশের সামাজিক উন্নতির যে চেহেরা তুলে ধরা হয় এবং আমরা বাস্তবে যেটা উপলব্ধি করি, তাতে মাঝে মাঝে শংকিত না হয়ে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পরে আমি বলতে চাইছি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির কর্মসংস্থানের ব্যাপারে। স্যার, আমরা জানি যে উপজাতি এবং তপশীলিদের কর্মসংস্থানের জন্য কিছু পদ সংরক্ষিত থাকে। আজকাল ত আমাদের উপজাতি এবং তপশীলি জাতির মধ্যে হাজার হাজার শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে আছে। কিন্তু তাদের জন্য প্রয়োজনীয় চাকুরী বাকুরীর ব্যবস্থা না করে, শুধু মুখে মুখে তাদের কথা বলে যাচ্ছি। স্যার, আজকেই আমি একটা কাগজ পেয়েছি, সেটা হচ্ছে গত এপ্রিলের আগের এপ্রিলে যে গণ ইন্টারভিয়ু হয়েছিল, সেই সময় অনেক উপজাতি এবং তপশীলি ছেলে-মেয়েরা ভলিন্টিয়ার্স হিসাবে সার্ভিস দিয়েছিল। কিন্তু দুই বছর হয়ে গেল, তাদের কোন চাকুরী হয় নি। অথচ আমরা দেখছি যে এই আগরতলার বুকে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অহরহ চাকরী হচ্ছে। আর আমার উপজাতি এবং তপশীলি জাতির ভাগ্যে কি জুটলো? আজকে দেখছি এম, এ, পাশ, বি, এ, পাশ, ছেলের ভাগ্যে জুটলো নাইট গার্ডের চাকুরী আর না হয় তো ওয়ার্ক সার্জের চাকুরী। স্যার, আমি ১০০ জনের একটা লিষ্ট পেয়েছি, তাতে দেখেছি মাত্র ১৯ জন উপজাতি আর ২০ জন তপশীলি জাতির চাকুরী হয়েছে।

যেমন :—

উপজাতি		তপশীলি জাতি	
শ্রীমঙ্গল দেববর্মা,	টি, এ, পি,	শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দাস,	টি, এ, পি,
,, মুক্তি দেবর্মা,	ঐ	,, স্বপন কুমার বিশ্বাস	ঐ
,, কালিকুমার দেববর্মা	ঐ	,, নরেশচন্দ্র দাস	ঐ
,, রমেশচন্দ্র দেববর্মা	ঐ	,, ভানুমতি দাস	ঐ
,, অনিল দেববর্মা	ঐ	,, সুবলচন্দ্র বিশ্বাস	ঐ
,, প্রকাশ চন্দ্র লস্কর	ঐ	,, দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস	নাইট গার্ড
,, অনঙ্গ দেববর্মা	ঐ	,, সন্তোষ দাস	ঐ
,, রাখাল লস্কর	ঐ	,, রমেশ চন্দ্র দাস,	টি, এ, পি,
,, রঞ্জিত দেববর্মা	ঐ	,, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস	ঐ
,, ভদ্রমনি জমাতিয়া	ঐ	,, চিত্তরঞ্জন মালাকার	ঐ
,, অনুরুদ্ধ দেববর্মা	ঐ	,, দীনেশ চন্দ্র মালাকার,	নাইট গার্ড
আরও অনেকে।		,, অরুণ চন্দ্র দাস	ঐ
		আরও অনেকে।	

স্যার, আজকে উপজাতি এবং তপশীলিদের কল্যান সম্পর্কে যদি একটু সেচেতন থাকত, তাহলে আমাদের এই সব কথা বলার দরকার ছিল না। বহু তপশীলি এবংউপজাতি বৎসরের পর বৎসর বসে আছে, কিন্তু তাদের কারও চাকুরী হচ্ছে না। কাজেই এই দিকে লক্ষ্য রেখে যদি সত্যিই উপজাতি ও তপশীলিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করা হয়, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। আমি স্যার, মন্ত্রীদের অযোগ্য বলছি না। আমি শুধু বলছি কর্ম সংস্থানের ব্যাপারে সুষ্ঠু বন্টন হচ্ছে না। তারপর আমি গত ২৬শে জানুয়ারীর একটা ঘটনার বলতে চাই। গত ২৬শে জানুয়ারীতে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উপজাতি নেতাদের নিমন্ত্রণ করা হল। এই তুলসীবতী বিদ্যালয়ে দুই তিন দিন ধরে খাওয়া দাওয়াও হল। দেববর্মা এম, এল,এ, যারা ছিলেন তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমিও আমার পরিবারকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে উপস্থিত নেতারা এবং আমাদের মন্ত্রী বাহাদুরেরা বক্তৃতা দিলাম, খুব সুন্দর ভাষায়। তার পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল প্রাইজ বিতরণ, প্রায় এক শতের উপর কম্বল বিতরণ করা হল। কিন্তু জানি না কোন অদৃষ্টের দোষে কমলপুরের একজনও কোন প্রাইজ পেল না। আমি নিজেও মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে এই কি হল? আমি এই কথা বলেছি আমার এলাকা থেকে আমার এলাকার লোকদের, মনে হল তাদের মুখ দিয়ে আগুন জ্বলছিল, যেন আমাকেই গ্রাস করবে। তারা আমাকে দ্বেষ করেছে, হিংসা করছে, ঘৃণা করছে। আমি আস্তে আস্তে মঞ্চের দিকে যাচ্ছি, আমাকে বললেন চলে যান, ঐখানে যাবেন না। আমি এম. এল. এ. হোস্টেলে গিয়েছি আমার স্ত্রীকে নিয়ে এবং হোটেলে ভাত খেয়েছি। ওরা আমাকে খুঁজছিল। রাত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন এ. এল. এ. হোষ্টেলে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কমলপুরের মানুষের কি একটা কম্বল পাওয়ার যোগ্যতা নাই? যোগ্যতাটা কিসের উপর নির্ভর করে? আমি তার উত্তর চাই। আমি জানিনা যে ২৬ তারিখের অনুষ্ঠানে কমলপুর থেকে আর কোন প্রতিনিধি আসবে কিনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুনেছি এবং পত্রিকাতে দেখেছি যে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী সাতচাঁন্দ ব্লকে কুষ্ঠ রোগীদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেছেন। বা কি সুন্দর কথা। এই রকম আরও চাই। আসল জিনিষ কি? শুধু সাতচাঁন্দ ব্লকে কেন? আজকে মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর বাবুর কাছ থেকে জানলাম যে এটা উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর কাছ থেকে নয়, এটা নাকি রেড ক্রস থেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলি মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী কি জানেন না যে রেড ক্রস থেকে এখানে কম্বল আসে, রেড ক্রসের কম্বল কুষ্ঠ রোগীর জন্য। রেড ক্রসের সেই কম্বল যদি সাতচাঁন্দ ব্লকের কুষ্ঠ রোগীর জন্য আনা হয়ে থাকে অন্য নেতার মারফত তাহলে সেই কম্বল কি অন্য সাবডিভিশনে বিতরণ করতে পারেন না? আর যদি মাননীয় মন্ত্রী মনে করেন কমলপুরে একটাও কুষ্ঠ রোগী নাই। যদি মনে করেন আপনি আমাদের তারিখ দিন ১৫ দিন পরে আমি কুষ্ঠ রোগীর মিছিল এনে দেখাব। ভারে করে নিয়ে আসবে, রিক্সা করে নিয়ে আসবে, মাথায় করে নিয়ে আসবে ঘারে করে নিয়ে আসবে কুষ্ঠ রোগীর মিছিল আমি দেখাব। রিয়াং, ত্রিপুরী, পশ্চিমা, কিছু মগ খুব কম সংখ্যক বাঙ্গালী। সারা ত্রিপুরাতে অন্ততঃপক্ষে আমি জানিনা সরকারের মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট থেকে এখনও কোন এসেসমেন্ট করা হয় নাই কি পরিমাণ কুষ্ঠ রোগী এখানে আছে। আমার মনে হয় সারা ত্রিপুরায় ৫হাজারের উপর কুষ্ঠ রোগী আছে।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমংচাবাই মগ :— কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার অনেক কথা বলার আছে, আমি জানি আমার পরে অনেকেই বলবেন। কাজেই আমার এই সব কথা না বলে এখানেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, গতকাল হাউসে যে সব ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে সেগুলি আমি সমর্থন করি। আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২১ এর উপর আলোচনা করছি যার উপর কেউ আলোচনা করেন নাই। আমি পাবলিসিটির উপর বলছি—কারণ পাবলিসিটির নিজেরই মৃত্যু হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে পাবলিসিটির মারফত গ্রামাঞ্চলে যে সংবাদপত্র বিলি করা হত সেই সাব-ইনফরমেশান সেন্টার সম্পর্কে গত বছরেও বলেছি এবং এই বছরেও বলছি সেগুলির অবলুপ্তি ঘটেছে। কাজেই সেই সম্পর্কে আজকে পাবলিসিটির কোন অস্তিত্ব আছে কিনা গ্রামে মানুষ জানে না। সেখানে ইনফরমেশান এবং পাবলিসিটি মেজর হেড হচ্ছে ২৮৫ এবং ট্যুরিজম—৩০৯। দু'টাতে আমরা ২০ লক্ষ টাকা ধরে যাচ্ছি। গতবারেও ২০ লক্ষ টাকা ছিল কিন্তু এই ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার পরে বড় দালান উঠেছে। গ্রামের সাব-ইনফরমেশান সেন্টার উঠে গিয়েছে। গ্রামের রুরেল এরিয়াতে সিনেমা দেখান হত সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটা এ. পি. আর. ও. বলছেন যে সিনেমা দেখান যাবে না। এইসব ধ্বংস করে আগরতলায় বিরাট পেলেস করা হচ্ছে। কাজেই এই ২০ লক্ষ টাকা আমরা মঞ্জুরী দিচ্ছি, বিধান সভায় অনুমোদন দিচ্ছি সেটা দিয়ে শুধু আগরতলায় দালান করার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অবশ্য পাবলিসিটির একটা ধোয়া আছে। আমি যে ডিমাণ্ডের উপর বলছি '৭২ সাল থেকেই একটা ধোয়া শুনছি। গানের পালা কীর্ত্তনের যে ধোয়া চলে—কানাইয়া যদি আসত—আবার গান, তারপর আবার বলছে কানাইয়া যদি আসত। এমন সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন লোক নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছে। সে সাড়ে এগারটার সময় বাড়ী থেকে রওয়ানা হয়ে রাস্তায় সে শুনতে পেল সেই ধোয়া—কানাইয়া যদি আসত। তার একটু আগ্রহ হল শুনতে, কানাইয়া যদি আসে তাহলে কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ১২টা বাজল, সাড়ে ১২টা বাজল, একটা বাজল তবু কানাইয়া আর আসেনা। তারপর সে অধৈর্য্য হয়ে গেল। সে সেই গানের আসরে গিয়ে বলল যে কানাইয়া যদি আসতো তাহলে আমার কচু হত, এই বলে সে সেখান থেকে চলে গেল। কাজেই বলছি যে পাবলিসিটির সেই ধোয়া যে কানাইয়া যদি আসতো—আমি বলছি তাহলে কচু হত। মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, আমরা টাকা বরাদ্দ করছি। একটা পূর্ণ রাজ্য সেখানে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের অধীন না হলেও কিছু যোগাযোগ আছে। কেন্দ্রের অধীনে একটা রেডিও সেন্টার আছে, পূর্ণ রাজ্যের বক্তব্য গ্রামের মানুষের কাছে আমার সরকার কি করছেন সরকারের কি কি কর্ম্ম পন্থা প্রতিটা খবর—ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আমরা দেখছি স্থানীয় নিউজ আছে। আমার পাবলিসিটির কল্যাণে সেটাও নাই। সেখানে বাংলায় স্থানীয় খবর পরিবেশন করে—বন্ধ হয়ে গিয়েছে—একদিকে পত্রিকা বন্ধ অন্য দিকে ত্রিপুরা রাজ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেই সম্পর্কে গ্রামের মানুষ যারা কোন উপায় নেই, সেখানে একটা স্থানীয় নিউজ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে একটা জিনিষ আছে কলিকাতা থেকে ত্রিপুরা অনুষ্ঠানের মারফত কিছু কিছু কথা শুনি। কিছুকিছু কথা শোনার জন্য কলিকাতা থেকে হায়ার করেছে। ঐ যেমন মোহন বাগান টিমকে আমরা খেলার জন্য হায়ার করি তার, এখানে

রেডিও সেন্টার হায়ার করছি স্যার। এই কলিকাতা রেডিও ষ্টেশান হায়ার করে যার মারফত্ ত্রিপুরী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু কিছু কথা ২/১টা কথা শুনতে পাই। কেন আমরা পারি না এখানে, কেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট-এর কাছে চাপ দেওয়া হচ্ছে না যে এখানে স্থানীয় অনুষ্ঠান করতে হবে? বাংলায় লোকেল ভাষায় অনুষ্ঠান করতে হবে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা দেখছি পল্লী বেতার গোষ্টি করে গ্রামে রেডিও দেওয়া হত। সেই রেডিওগুলি অচল হয়ে আছে। মেকানিক নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটা রেডিও অচল, তাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে, তাহলে এই মেকানিকস নিয়ে আমাদের কি লাভ? পাবলিসিটি ডিপার্ট-মেন্ট কার জন্য সেখানে ঘুঘুর বাসা। ঐ সরকারী টাকার বরাদ্দ আমরা করব এই টাকা ভোগ করার জন্য কাজেই এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। আমরা টাকা বরাদ্দ করে যাচ্ছি, ডিপার্টমেন্টের ভেতর যদি ঘুঘুর বাসা থাকে সেটা ভাংগতে হবে। কেন সমস্ত রেডিও সচল পল্লী বেতার গোষ্ঠী যেখানে কৃষির উন্নতির জন্য—কি সার দিলে উচ্চ ফলনশীল ফলান যায়, কি বীজ নিলে নারকেল বেশী ধরে, কি ঔষধ ব্যবহার করলে ধানের পোকা নষ্ট হয়, সেটা শুনার জন্য আমাদের এখানে ব্যবস্থা ছিল সেটাও আর কৃষকেরা শুনতে পায় না এই পাবলিসিটির কল্যানে পত্রিকা উঠে গিয়েছে, পাবলিসিটির কল্যানে রেডিও বন্ধ হয়ে গেছে আর আমরা ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দিচ্ছি। কাজেই আমাদের এই ব্যাপারে নূতন ভাবে চিন্তা করতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এগ্রিকালচার সম্পর্কে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ, সেটা আমরা প্রতি বছরই করে যাচ্ছি। কৃষির উন্নতি হয় নাই এই কথা আমি বলছি না, কৃষির উন্নতি হয়েছে। আমি গত দিনেও বলেছি সেখানে ছোট ছোট ছড়াতে স্লুইস গেট দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী উত্তরে বলেছেন, মহামায়া ছড়াতে মাননীয় চন্দ্রশেখর দত্ত, এম, এল, এ, যা বলে গিয়েছেন সেটা ঠিক নয়, সেখানে জলের সোর্স নাই, হবে না। উনাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। বিনয় বাবু বলে গিয়েছেন এই সব অফিসাররা ভুল তথ্য দেয়, ফলে মন্ত্রীরা উত্তর ভুল কথা এই বিধান সভায় বলে, এটা ঠিক নয়। ভুল তথ্য স্যার, এখনও সার্ভে চলছে, আমি বলছি সেখানে সার্ভে চলছে। যদি জলের সোর্স না থাকে তাহলে আবার রি-সার্ভে হচ্ছে কেন স্যার? আগে ছড়ার উত্তর পারে হয়েছিল, সেখানে দেখা গিয়েছে মাত্র ৬০ থেকে ৭০ একর জমিতে ইরিগেশান করা যায়। আমি তখন বলেছি যে দক্ষিণ দিকে যে পতিত জমি আছে সেখানে করলে প্রায় ২০০ একর জমিতে ব্যবস্থা হবে সেটাও সার্ভের আওতায় আনুন তাহলে হবে। কিন্তু আগেই রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দাবি করছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটা ছড়াতে স্লুইস গেট করতে হবে লিফ্ট ইরিগেশান তুলে দিতে হবে। আমার এলাকায় যে নলুয়াছরা, মহামায়া ছড়া ইত্যাদি ছড়া আছে—তাছাড়া ঋষ্যমুখে তেপালিয়াছড়া—ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যের যোগান দিচ্ছে সেখানে আমরা ধান বেশী দিচ্ছি। বিলোনীয়া ছোট একটা সাব ডিভিশান সেখান থেকে ৩ হাজার মেট্রিক টন দিয়েছি গত বছর, তার আগের বছর দিয়েছিলাম ৪ হাজার টন। কাজেই কৃষকের মনে একটা সন্দেহ হয়েছে—আজকে যেখানে কোন সাহায্যের ব্যবস্থা নেই তারা খোরাকীর ধান গোলাজাত করে রেখেছেন কাজেই প্রকিউরমেন্ট কম হয়েছে। কারণ কৃষকেরা সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটার—স্থায়ী জল সেঁচ প্রকল্পের আশা পায় নাই—নোটিশ দিয়েছে রিক্যুইজিশানের নোটিশ দিয়েছে, কিন্তু তারা বলেছে আমরা ধান দেব না। যদি দরকার হয় কোর্টের আশ্রয় নেব তবু ধান দেব না। আমরা সারা বছরের ধান রেখে দেব। কাজেই সিয়্যুর সোর্স অব ওয়াটারের স্থায়ী সেঁচ প্রকল্প যদি না আনা যায় তাহলে কোন উন্নতি হবে না।

কাজেই আমি বলছি, আরও আছে স্যার, সেখানে লাউগাংগে ডিপ টিউবওয়েল বসানো যায়। ৬ ইংচি পাইপ দিয়ে ডিপ টিউবওয়েল মারফতে সেখানে জলসেঁচের প্রকল্প নেওয়া যায় স্যার। আরেকটা হচ্ছে স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৮ এবং ১৯। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে গ্রামাংচলে চিকিৎসার জন্য যে মেডিকেল ডিস্‌পেনসারী করা হয়েছে সেইটার দ্বারা সত্যিই গ্রামের মানুষ উপকার পাচ্ছে। সেইটা অস্বীকার করতে পারবো না স্যার। কিছু দিন আগে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম ডিপার্টমেন্টের কাছে এবং আমি আগেও বলেছি যে শান্তির বাজারের উত্তর দিকে একটা ট্রাইবেল অঞ্চল মনুবাজার। যেটা শান্তির বাজার থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে আবার গর্জি থেকে ৪/৫ মাইল দক্ষিণে। সেখানকার ট্রাইবেলরা দীর্ঘদিন যাবত একটা ডিসপেনসারীর জন্য দাবী করে আসছেন। অবশ্য আমি বলতে পারবো না গত বৎসরের বাজেটে যে বরাদ্দ ছিল সেখানে ঐ নলুয়াতে একটা হয়েছে, হয়তো ফাণ্ডের অভাব ছিল সেই জন্য দেওয়া হয় নি। আমি এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ট্রাইবেল বেলটে একটা ডিসপেনসারী খোলা হোক এবং বাইকুড়াতে যে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী আছে সেটাকে তুলে বিলোনীয়াতে নিয়ে সেখানে একটা ডিস্‌পেনসারী করা হোক বাইকুড়াতে। তাহলে স্যার, লক্ষ্মীছড়া, রতনপুর, মোহড়ীপুর, কাঁঠালিয়া, রাজপুর এই সব অঞ্চলের ট্রাইবেলরা সেখানে উপকৃত হবে স্যার। সেখানে বিলোনীয়াতে গত বৎসর আমরা অভিযোগ করেছি স্যার, যে দুধে ভেজাল। সেনিটারী ইনসপেকটার আছে উনাকে যদি কিছু দেওয়া না হয় তাহলে কেউ যদি খাটি দুধও আনে তাহলেও সেইটা ভেজাল হয়। কাজেই পরোক্ষভাবে এই সেনেটারী ইনসপেকটার উস্কানী দিচ্ছে যে আমাকে কিছু দাও তাহলে দুধে জল দিলেও কিছু হবে না হসপিটালের ডাক্তার বার বার অভিযোগ করেছেন যে আমি এই দুধ রোগীকে দিতে পারবো না। কিন্তু সেনিটারী ইনসপেকটার বলেছেন যে স্যার, এটা ভাল দুধ। এই অভিযোগ আমরা গত বৎসরও এই এসেম্বলীতে করেছি। এইবারও আমি বলছি স্যার। কিন্তু এই বিলোনীয়ার জনসাধারণ এর কোন সুবিচার পাচ্ছে না। তাছাড়া শস্যের তেলেও সেখানে কারচুপি হচ্ছে স্যার। শস্যের তেল ইঞ্জিন মার্কাই হোক আর ময়ূর মার্কাই হোক পয়সা না দিলে সেই তেলও ভেজাল হয়। আর পয়সা দিলে সেই তেলে বাদাম তেল মিশিয়েও বিক্রী করা যায় সেটা তখন নির্ভেজাল হয়। পয়সার একটা কারচুপি চলছে স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দক্ষিণাংচলে একটা টি. বি. হাসপাতাল হবে এইটা আমরা গত বাজেট সেশনে আমরা শুনেছিলাম। এইবারও বাজেট ভাষণে আছে। জানিনা এইটা করে ইম্‌প্লিমেণ্ট হবে। একটু আগে মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী টি. বি. রোগের করুণ কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আশা করি সাউথে শান্তির বাজারের কাছে কোথাও না কি জায়গা ঠিক করা হয়েছে সেই জায়গায় টি. বি. হসপিটাল স্থাপন করে টি. বি. রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। এই বিশ্বাস রেখে এবং বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ১০টা থেকে বসে আছি। আমার নামটাতো ডাকা হলো না স্যার।

মি: ডেঃ স্পীকার :— আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, আমার নামটা আপনার কাছে লিখিত রয়েছে। তার মধ্য মাননীয় সদস্য মংচারাই মগের নামের পরেই আমার নামটা ছিল। কিন্তু আমার নামটা কেন ডাকা হলো না আমি বুঝতে পারছি না।

মি: ডেঃ স্পীকার :— আপনি তখন ছিলেন না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— না আমি তখন ছিলাম স্যার।

মি: ডেঃ স্পীকার :— আচ্ছা, ঠিক আছে আপনি ৫ মিনিট বলবেন। সমীরবাবু আপনি ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে ডিমাণ্ড-গুলি এসেছে সেই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং আমি প্রথমে ডিমাণ্ড নং ৩—এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস নিয়ে দু একটা কথা বলবো। এই ডিমাণ্ড উপর বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো স্যার। আপনার মাধ্যমে ইনচার্জ চিফ মিনিষ্টার যিনি, উনি আমাদের 'ল' মিনিষ্টারও উনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে উনার পিরিওডে আমাদের এই জুডিশিয়াল সেপারেশান হয়েছে এবং উনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে যে সব ভেকেণ্ট জুডিশিয়াল অফিসারের পোষ্ট ছিল সে গুলো উনি ফিল আপ করতে পেরেছেন। উনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোর সংগে সংগে আমি উনার কাছে এই দাবিও রাখছি যে মফ:স্বলে যে কোর্ট গুলো আছে সেই গুলোর দিকে যেন একটু নজর দেওয়া হয় কারণ সেখানে জনসাধারণের বসার সুযোগ পর্য্যন্ত নেই এবং বার লাইব্রেরীর মত প্রকৃত লাইব্রেরী মফ:স্বল কোর্টে একেবারে নেই বললেই চলে। আর একটা জিনিষ উনি আইন বিভাগের মন্ত্রী উনাকে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে আইনের অনুসাশন এই এডমিনিষ্ট্রেশন কিংবা বর্ত্তমান প্রশাসন মেনে চলেন কি না? আমি দু একটি উদাহরণ দিয়ে আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই প্রশাসন যারা চালায় কিংবা যারা এর অংগ বলে দাবী করে, তাদের কথা আমি বলছি। তারা অপদার্থ, অযোগ্য, আইনের অনুশাসন তারা মানে না বললেই চলে। আমি এই উদাহরণ দিতে গিয়ে জুডিশিয়েল কোর্টের একটা জাজমেণ্ট পড়ে শুনাচ্ছি। আমি কোন কমেণ্ট করবো না, মাননীয় আইন মন্ত্রী শুনলেই বুঝতে পারবেন যে আইনের প্রশাসন ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কি না? আমি একটা পোরশান পড়ে শোনাচ্ছি—

'The vehicle as it appears was ceased by the police by seizure list and such seizure was, therefore, completely illegal and any prosecution based on it, cannot meet better faith than it being quashed. S. P., O.C. Kotwali are hereby directed to return the vehicle to D. K. Acharjee before sun-set of 9-3-75. Failing which I have no other alternative, but to enter into unpleasent duty of issuing search warrent for recovery of the vehicle and also refering the matter to the Hon'ble High Court for necessary action. Police Officer or any other person, whoever well placed in serving any society, it may be, should have reported for Court order and any division in this respect, will definitely destroy the democratic set up—আমরা মুখে গণতন্ত্রের বড় বড় কথা বলি—

"We are living under our sacred constitution and try to emphasise the petitioner, Shri D. K. Acharjee will change the date of..................which he has already filed in obedience to the Court's order as soon as he received the vehicle. Police should not make falls statement and should try to implicate the person or police should not give any falls statement as to the place of seizure when it was clearly mentioned in the seizure list. Copy to S. P. O. C. Kotwali etc. at once." এই জাজমেন্ট দিয়ে ছিলেন ১-৩-৭৫ তারিখে, কারণ ৬-৩-৭৫ তারিখে মাননীয় আদালত একটা জাজমেন্ট দিয়েছিলেন। সেই জাজমেন্ট অনুযায়ী এই এডমিনিষ্ট্রেশন কাজ করে নি। না করার ফলে ৯-৩-৭৫ তারিখে মাননীয় আদালত এই আদেশ দিয়েছিল। গণতন্ত্রের পূজারী এই প্রশাসন আমাকে এই মেনে নিতে হবে? এই প্রশাসন গরীবদের জন্য কাজ করে, এই প্রশাসন গ্রামের মানুষের জন্য কাজ করে এটা আমাকে মেনে নিতে হবে? আমি মাননীয় আইন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কারণ উনি নিজেই ধর্মনগর বারের একজন বিজ্ঞ আইন জীবি ছিলেন, যে এরকম বারবার উনি দেখেছেন কোথাও? আমি যদি বলি আইনের অনুশাসনের নামে এই রাজ্যে মগের মুল্লুক চলছে? ঔরঙজেবের রাজত্ব চলছে? আমি মাননীয় আইন মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, এগুলো বলা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে আমাদের পুলিশ মন্ত্রী এই ব্যাপারে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন। আজকে তিনি নেই বলে চলবে না, মন্ত্রীর ইন-চার্জ আছেন। হেলে দুলে এখানে হাউসের সামনে কথা বলে ছিলেন। এটা হয়নি, এটা অমুক হয়েছে, তমুক হয়েছে। সেই জাজমেন্ট পড়ে আমি শুনলাম এবং আরও অভিনব ব্যাপার, আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী জানেন কি না কিন্তু ইন-চার্জ মুখ্যমন্ত্রী যিনি উনি নিশ্চয়ই জানেন যে ফৌজদারী কার্য্য বিধিতে কোন আদেশের বিরুদ্ধে এপিল চলে, রিভিশ্যানাল এপলিকেশান চলে, তাছাড়া মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও জানেন অন্য কোন পথ নেই, এইটাকে আটকাবার জন্য প্রশাসন একটা অবজেকশান দিল র-সাইণ্ড করবার জন্য। আমি ভারতীয় দণ্ড কার্য্য বিধিতে কিংবা আই, পি, সি প্রোসি ডউর পড়ে কোথাও এই শব্দ পাই নি আমি। মাননীয় আইন মন্ত্রীকে বলবো, উনি অভিজ্ঞ আইন জীবি ছিলেন উনি বলুন যে কোর্ট অর্ডার দিয়েছে সেই কোর্ট রিসাইন করতে পারে কি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের পুলিশ মন্ত্রী P. R. B-র ধারা বলে গেছেন ৪৮ এই হাউসকে ভাওতা দিয়ে। উনি জানেন আজকে হয়তো এই ব্যাপার নিয়ে কথা উঠতে পারে, সেইজন্য উনি আজকে আসেন নি। হয়তো বা ভগবান না করেন, উনি অসুস্থ কিনা আমি জানিনা। আমি আইন মন্ত্রীকে পড়ে শোনাচ্ছি —পি. আর. বি. থেকে প্রিজারভেশন অব রেকর্ডস এণ্ড রেজিষ্টার, উনি বলেছিলেন ৪৮ ধারা কিন্তু সেটা হোল ১৩৬৩ ধারা। পি. আর. বি. হোল পুলিশ রেগুলেশান অব বেঙ্গল। ১৩৬৩ ও ১৩৬৪ এই দুটোই হোল ধারা যে ধারা মতে পি. আর. বি. ১৩৬৩ এবং ১৩৬৪। সবটা বলতে গেলে সময় লাগবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় উনারা দরকার হলে দেখতে পারেন। যে ধারা মতে রেকর্ড ডেষ্ট্রয় করা হয়, রেকর্ড মেনটেন করা হয়. দিস রেকড হুইচ ইজ নট এ পার্ট অব দি জুডিসিয়াল কোর্ট। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি আশা করি আপনিও

জানেন এবং মাননীয় আইন মন্ত্রীও জানেন যে এটা জুডিসিয়াল কোর্টের অঙ্গিভূত নয়। জেনারেল ডাইরি যেটা এবং যে কাজের জন্য ডাইরি ইউস করা হয়েছে সেটার মেয়াদ 14 ইয়ার্স। ১৪ বৎসর Preserve করতে হবে। সে পোরশানটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি—In a non-bailable case declared by any Magistrate, but not tried by any Court, but not tried out an under Section 109 & 110 of the Criminal Procedure Court, the case has been even tried out. ১৩৬৩ ধারা মতে এটা ১৪ বছর রাখতে হবে এবং এই জি. ডি.কে রাখতে হয়। অথচ উনি কালকে দাঁড়িয়ে বলে গেছেন আমি জানি না, আমি পি. আর. বি. দিতে পারি যদি মাননীয় মন্ত্রীর দরকার পড়ে। পি. আর. বি'র কোন ধারায় উনি পেয়েছেন যে ৫ বছর পরে ডেষ্ট্রয় করা হয়। আইনের অনুশাসন কেমন চলছে আমি দেখছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— আর দু' মিনিট সময় দিতে হবে স্যার কারণ এটা আমার মানুষের ফাণ্ডামেন্টাল রাইট এর প্রশ্ন। কালকে আমি জি. ডি. নিয়ে বলেছিলাম এবং আপনাকে কাগজ পত্র, মানে আগুনে পোড়া G. D.গুলো দিতে চেয়েছিলাম, আজকে আমি কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। সিরিয়াল নাম্বার আছে। আমি এই প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। এই জি. ডি'র মেয়াদ হোল চার মাস আগের এবং যে প্রেস থেকে প্রিন্ট হয়েছে সেই প্রেসের কোড নাম্বার এখানে আছে। আজকে ভাওতা দিয়ে চলে গেলে চলবে না। আর পি. আর. বি'তে এ রকম কোন বিধান নাই যে চার মাস আগের জি. ডি.কে আগুন দিয়ে পোড়ায়, কেন পুড়িয়েছে সেটা? পুড়িয়েছে নিশ্চয়ই এই কারণে যে ইন্‌ডেক্‌স থেকে এনটায়ার বুকটাকে ডেষ্ট্রয় করার জন্য নাম্বার দিতে হয়েছে, প্রেস নাম্বার দিয়ে জি. ডি. বানাতে হয়েছে আমাদের নামে। সেই জন্য বলেছিলাম এই হোল আইনের অনুশাসন, এই হোল গণতন্ত্র, এই গ্রামের মানুষের রাস্তাঘাট, ব্যক্তি স্বাধীনতা, এই চলছে এই রাজত্বে। আমি বেশী বলে সময় নষ্ট করতে চাই না মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়—পাবলিসিটি সম্বন্ধে হয়তো আমি বলতাম না কিন্তু একটু মনোযোর দিয়ে শুনুন— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পাবলিসিটি সম্বন্ধে হয়ত বলতাম না কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আপনার শুনা উচিত যেহেতু অধ্যক্ষ মহোদয় নেই। আমি এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের অপারেটার ফনি চক্রবর্ত্তী, কেউ আছে কিনা আপনি জানেন, এখানে আমরা যে বক্তব্য রাখছি এই সমস্ত টেপ নিয়ে উনি গভর্ণর হাউসে গেছেন এবং সেখানে আমাদের বক্তব্য রিটেপ করা হচ্ছে। আপনি হাউসকে জানান। আমি এক্ষুনি খবর পেয়েছি পাবলিসিটির গাড়ী নিয়ে এই টেপ এই হাউস থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে। ফণী চক্রবর্ত্তী কোথায়? তাকে হাউসের সামনে আনুন, আমরা হাউস থেকে দেখতে চাই, কোথায় ফণী চক্রবর্ত্তী? টেপ কোথায় গেল? সব লোক বেরিয়ে যাচ্ছে এখানথেকে কোথায় গেল সব টেপ। সেই টেপ আমরা দেখতে চাই। এই গণতন্ত্রের প্রসার। আমরা দেখতে চাই। আমরা এখানে বক্তব্য রাখবো আর আমাদের বক্তব্য রিটেপ করা হবে গভর্ণর হাউসে বসে। পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট আসবে, পাবলিসিটির গাড়ী দিয়ে টেপ চলে যাবে, এই রাজ্যে এই গণতন্ত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের এই বিজনেস চলার আগে এবং এক্ষুনি আমি এটা জানতে চাই। আপনি এটা জানান হাউসকে। এই বলে আমি বসছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এই অভিযোগ সাংঘাতিক ব্যাপার, যদি এইভাবে হাউস চলে তাহলে হবে না। হাউস বন্ধ করতে হবে। এই যদি— (গোলমাল)

(শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী, শ্রীসমীর বর্ম্মণ, শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমার এক সঙ্গে কি বলে চলেছেন ঠিক বুঝা যাচ্ছিল না)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি সদস্যপদ ত্যাগ করব, আমি চ্যালেঞ্জ করছি যদি ফণী চক্রবর্ত্তীকে দশ দিনের জন্য এখান থেকে বের করে দেওয়া না হয়ে থাকে পাবলিসিটির গাড়ী দিয়ে যদি এখান থেকে টেপ না নেওয়া হয়ে থাকে, যদি গভর্ণর হাউসে টেপ পাঠানো না হয় আমি পদত্যাগ করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বলুন কি হচ্ছে এটা, বলুন, সাংঘাতিক কথা। অদ্ভুত কথা। এক্ষুনি আমি জানতে চাই। আমরা এই হাউস চলতে দেব না। কে এই ষড়যন্ত্রে আছে? কে সে? সমস্ত টেপ আনতে হবে। হাউস চলতে দেব না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বসুন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কেন বসব?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিসের বক্তব্য? এটা কি বিধান সভা?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— এবং এই জন্য আমাকে বলা হয়েছিল বক্তব্য রাখতে বাধা দিয়ে। আমি এখন বুঝতে পারছি, কে এসেছিল। আমি দেখেছি নিজের চোখে পাবলিসিটির গাড়ী দিয়ে। গাড়ীর নাম্বার আমি জানি। গাড়ী এসেছিল আমি জানি। তাদের নাম আমি বলব না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। ফণী চক্রবর্ত্তী এখান থেকে গেছে টেপ নিয়ে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— হাউস অ্যাডজোর্ণ করুন, অ্যাডজোর্ণ দি হাউস।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— একটা কথা শুনুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা অভিযোগ এসেছে। অভিযোগটা যখন এসেছে এটাকে শান্ত মনে দেখতে হবে। এর মেরিট ডিমেরিট কিছু বলছি না। আমাদের হাউসের যে প্রসিডিংস সেটাও তো ছেপে বেরোয়। পত্রিকাতেও সেটা উঠবে। কিন্তু টেপটা এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াটাকে আমি সমর্থন করছি না। সেটা মাননীয় স্পীকার অনুসন্ধান করুন। অনুসন্ধান করে এই বিষয়ে তিনি— (গোলমাল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যদি এই রকম ঘটনা হয় তাহলে ডেপুটি স্পীকার এক্ষুনি বলুন, দশ মিনিটের জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করে দিন। যান, আসুন। আমরা জানি গণতন্ত্র—

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— কে চুরি করে, বদমায়েসী করে, হারামাদী করে— (গোলমাল)

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— আমি এই কথাটা বলতে যাচ্ছি যে অভিযোগটা সিরিয়াস। এই সম্বন্ধে আমি কোন দ্বিমত করছি না। কিন্তু আমাদের হাউস চলুক।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— আমি কারো কোন অনিষ্ট করতে চাই না। আমি জানি ৮ তারিখ থেকে বিজনেস সুরু হয়েছে। ৮ তারিখ থেকে আমরা টেপ কাউণ্ট করব এবং বাজিয়ে শুনব। আপনি দশ মিনিটের জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করে দিন এবং স্পীকারকে বলুন তিনি বিষয়টা তদন্ত করতে।

(এই সময়ে শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সদস্যদের চীৎকারে কিছুই বলতে পারলেন না)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে ফোন হয়েছে। ঘরে তালা লাগান। তালা লাগান ঘরে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— এটা আপনি বলতে পারেন। গুরুতর অভিযোগ স্পীকারের বিরুদ্ধে এসেছে এখানে। তিনি আসছেন না কেন? তিনি আসুন। তিনি এসে বলুন আমাদের। আমরা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেব এটা ঠিক নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্পীকার আসছেন না কেন? স্পীকার শুনছেন। তিনি আসুন। লেট হিম অ্যাপীয়ার হীয়ার।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— যেটা বলছিলেন, স্পীকার এই সম্বন্ধে ষ্টেটমেণ্ট দেবেন—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কি এর ষ্টেটমেণ্ট দেবেন? টেপ তো নিয়ে আসা হচ্ছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— টেপ তো নিয়ে আসা হচ্ছে। আওয়ার সেক্রেটারী গিয়ে ফোন করেছেন। অফিসারেরা দৌড়াদৌড়ি করছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— কনস্পাইরেসি। আমাদের হাউসের সেক্রেটারীকে নিয়ে গত কাল থেকে এই কন্‌সপাইরেসি সুরু হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— সেদিনের প্রসিডিংস যদি নিয়ে যায়—আপনারা যে অভিযোগ করেছেন তার সত্যতা, অসত্যতা স্পীকার বলবেন। আমি যে কথাটা বলছি—

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্পীকারের কোন স্কোপ নেই সত্য, অসত্য বলার।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে আপনার কাছে যে অভিযোগ এসেছে, এই সমস্যার সমাধান আপনিই করবেন। এখন যে টেপ রেকর্ড এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা এই এ্যাসেম্বলীর প্রপার্টি, এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট সেটার কাষ্টডিয়ান। এখন যদি রেকর্ড বাইরে কোথাও সরে যেয়ে থাকে, সেটা ইমিডিয়েটলী চেক করা প্রয়োজন। এখানে মন্ত্রীর কোন কথা বলার অবকাশ নেই। এই ব্যাপারে যা বলার আপনি বলবেন। আর দ্বিতীয়ত: এই হাউসে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে—অন্তত পাঁচ মিনিট হাউস এডজোর্ণ রেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি এই সম্বন্ধে ইনফরমেশান নিয়ে—কাল কি রেকর্ড এখান থেকে সরে গেছে না এখানে আছে সেটা জেনে পাঁচ মিনিট পরে এই হাউসকে জানালে আমার মনে হয় সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— এ কথাটা হওয়ার সংগে সংগে—(গণ্ডগোল)। না এটা ঘটনা নয়।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার্স, আমি বিশ্রামের জন্য আমার চেম্বারে গিয়েছি। এই বিষয়ে আমি আপনাদের অভিযোগ শুনেছি। এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আপনারা যে বিষয়ে বলছেন, সেই বিষয়ে আমার কোন নলেজ নেই, আমার কোন এ্যাপ্রিভেল নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনার রেকর্ড রুম আছে, সেটা আপনি বন্ধ করুন।

মিঃ স্পীকার :— আপনাদের সেন্টিমেন্ট আমি বুঝেছি। আপনারা একথা মনে করবেন না যে এখান থেকে রেকর্ড যদি কোন অবস্থায় চলে যেয়ে থাকে, সেটা আমার সম্মতি নিয়ে হয়েছে। আমি এই বিষয়ে নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করব। আপনাদের, আমার উপর এই আস্থা প্রয়োজন যে আই অ্যাম দি কাষ্টোডিয়ান অব দি হাউস এবং এই বিষয়ে আমার উপর আপনাদের আস্থা আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি। আপনারা যদি একথা মনে করে থাকেন যে এইজন্য আমি সেখানে গিয়েছি, একথা সত্য নয়। আমি শুনেছি আপনারা বলেছেন কেউ কেউ যে স্পীকারকে যেয়ে বলুন গভর্ণরের বাড়ী থেকে যেন সেই টেপ রেকর্ডগুলো নিয়ে আসেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। এটুকু বিশ্বাস আমার উপর আপনাদের থাকা উচিত। আই অ্যাম দি কাষ্টোডিয়ান অব দি হাউস।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরাতো এ কথা বলিনি, আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে কেউ। আমরা শুধু বলেছি তিনি আসুন।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— অনারেবল স্পীকার স্যার, এখানে একটা অভিযোগ এসেছে যে এখান থেকে টেপ রেকর্ড রাজ্যপালের বাড়ীতে চলে গেছে রিটেপ হওয়ার জন্য। হয়নি একথাটা যদি আপনি বলেন, টেপ রেকর্ড যায়নি, এনকোয়ারী করে যদি হাউসে সেটা বলেন তাহলে আমরা আশ্বস্ত হব।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বারস আমি এক্ষুনি একথা বলতে পারছি না। টেপ রেকর্ড গেছে কিনা আমি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করব এবং নিশ্চয়ই সেটা হাউসের সামনে উপস্থিত করব।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। এক্ষুনি এটা অনুসন্ধান করে বের করা দরকার। সেইজন্যই পাঁচ মিনিট হাউস এডাজার্ণ করে বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য বলছি। কারণ যিনি সেক্রেটারী, তিনি এই বিষয়ে জানাতে পারবেন. কারণ সেক্রেটারীর অনুমতি ভিন্ন এখান থেকে রেকর্ড যাওয়ার কোন আইনতঃ ব্যবস্থা নেই, যদি যেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সেক্রেটারীর অনুমতি এর পেছনে ছিল।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর সংগে আমাদের এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীও জড়িত আমি স্পষ্ট করে বলছি। আপনি গিয়ে রেকর্ডগুলো কাউণ্ট করে দেখুন আমাদের তরফ থেকে ২/৩ জন সদস্য যাবে, প্রত্যেক টেপ রেকর্ডে সই থাকবে। আপনি কাউন্ট করে দেখুন সাত তারিখ থেকে। আমি নাম্বার বলে দেব কোন্ কোন্ টেপ রেকর্ড গেছে। আপনি এখান থেকে দুইজন সদস্য নিয়ে কাউন্ট করে দেখুন এবং এর সংগে এ্যাসেম্ব্লীর সেক্রেটারীও জড়িত।

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদের কাছে এবং হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি, আমি এই বিষয়ে অসহায়। ডিপুটি স্পীকার চেয়ারে থাকবেন, তিনি হাউস পরিচালনা করবেন। আমি এই বিষযে দেখব।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— না স্যার, এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে অনুরোধ করব হাউসের তরফ থেকে, এটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা, হাউসের কাজকর্ম যা আছে, প্রয়োজন হলে হাউস আপনি এক্সটেণ্ড করবেন, প্রয়োজন হলে হাউস এক ঘণ্টা বাড়বে, কিন্তু গণতন্ত্রের উপর যেটা—আমি আগেও বলেছিলাম, আজকে আবার রিপীট করতে হচ্ছে। আমি আপনাকে বলছি আপনি তিনজন সদস্য নিয়ে টেপগুলি আগে কাউন্ট করে দেখবেন, আমাদের তরফ থেকে তিনজন সদস্য যাবে, হাউসের তরফ থেকে আপনিও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি ডেফিনিটভাবে বলছি—

মিঃ স্পীকার :— আমার একটা অনুরোধ মাননীয় সদস্যদের কাছে, এই বিষয়ে এক্ষুনি কোন প্রয়োজন নেই, আপনারা আমাকে সহযোগিতা করুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— ইট ইজ এ মেটার অব ১৫ মিনিটস স্যার। আমরা ওখানে দরজায় আমাদের বিধায়ক দাঁড় করিয়ে রেখেছি স্যার। আমিও গিয়ে দাঁড়াব, কাজেই আমিও ডিসকাশানে পার্টিসিপেট করতে পারব না। কাজেই পাঁচ থেকে ১৫ মিনিট হাউস এডজোর্ণ রেখে আমাদের তরফ থেকে তিনজন সদস্য নিয়ে দেখুন টেপ শর্ট কিনা? আমি বাকী এমপ্লয়ীদের নাম বলে তাদের সর্ব্বনাশ করতে চাইনা, আমাকে কম্পেল করবেন না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জোর হাত করে বলছি। আপনি গিয়ে দেখুন টেপ চলে গেছে উইদ আউট ইউর কনসেন্ট। দরকার হলে হোল নাইট আমরা পাহারা দেব স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— (গণ্ডগোল) কত বড় সাহস আণ্ডার সেক্রেটারীর?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আপনি এই হাউসের কাষ্টোডিয়ান, আপনি নিজেও বলছেন আমরাও জানি। অভিযোগ এসেছে যে আসনার কাষ্টডি থেকে জিনিষটা চলে গেছে। উইদ আউট ইউর এ্যাপ্রুভেল এ কথাটা আপনিও বলেছে, আপনার এ্যাপ্রুভেল নেই। তাহলে আপনার কাষ্টডি থেকে একটা জিনিষ চলে গেছে, এই ইনফরমেশান পাওয়ার পর যক্ষন তক্ষন দেখা দরকার যে আমার কাষ্টডি থেকে উইদ আউট এ্যাপ্রুভেল কি করে সেটা গেল এবং আদৌ গেল কি না? এই না করে আপনি যদি বলেন তদন্ত করে দেখব এটা কি ইচ্ছা করে ডিলে করা হচ্ছে না? সেকথা মনে করার কি কারণ থাকেনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই বিষয়ে ডীলে করার আমার তিলমাত্রও উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি নিজেই এই বিষয়ে তদন্ত করব সেইজন্যই বলেছিলাম হাউসের কাজ চলুক এবং ডিপুটি স্পীকার হাউসের কাজ পরিচালনা করুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— আমার কথাটা আমি পরিষ্কার করতে পারি নাই। সেটা হচ্ছে এই, আপনার এ্যাপ্রুভেল ছাড়া যদি নিয়ে যেয়ে থাকে তাহলে অন্যায় করা হয়েছে। এই সময় ডীল করাটা অন্যায়কারীকে মেনেজ করে নেওয়ার একটা সুযোগ করে দেওয়া নয় কি?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— যদি এখান থেকে বাইরে যেয়ে থাকে, সত্যটা হাউসের মধ্যে আসবে—তারপর আপনি বিবেচনা করবেন সেটার জন্য কি করা দরকার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— ঘটনাস্থল একেবারে নিকটবর্তী স্যার। (গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণ মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে আমাদের হাউসের টেপ রেকর্ড বাইরে চলে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আশ্বাস দিয়েছেন যে এই বিষয়ে তদন্ত করবেন। আমাদের কোন টেপ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতি ছাড়া বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তবে একটা কথা—আমি বলছি না যে সদস্যারা যা বলছেন যে হাউসের কাজকর্ম সমস্ত কিছু বন্ধ রাখতে হবে কেন আমি বুঝতে পারছি না। টেপ যা হয়েছে সেটা বাজালে বা রিটেপ করলে, সেটা একই জিনিষ হচ্ছে—আমরা এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি—(গণ্ডগোল)।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যখন তখন কথাটা বুঝে উঠতে পারিনি, এখন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, আমি যখন ওখানে সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সেক্রেটারী, এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট ফণীবাবুকে বলছেন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তোমাকে গভর্ণর হাউসে কুঞ্জবন যেতে হবে তুমি জাননা টেপ রেকর্ড নিয়ে? ফণীবাবু বলছেন আমি অসুস্থ স্যার। কিন্তু সেক্রেটারী তাকে ধমকাচ্ছেন। আমার সামনে তিনি একথা বলেছেন, কিন্তু তখন আমি এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারিনি, এখন বুঝেছি এই ব্যাপারটা হচ্ছে এই।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এতক্ষণে আপনি দেখে আসতে পারতেন স্যার। আপনি ডীলে করছেন এবং সুযোগ দিচ্ছেন। আপনাকে কি করে ব্ল্যাক মেলিং করছে স্যার, সেটা যদি বুঝতে চান স্যার, এতক্ষণে সেটা হয়ে যেত স্যার, হাউসে গণ্ডগোল করার কিছু ছিলনা স্যার।

মিঃ স্পীকার :— আমার বক্তব্য ছিল হাউস এডজোর্ণ না করে আমি যাই, ডিপুটি স্পীকার এখানে হাউসের কাজ পরিচালনা করুন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— হাউস চললে এখানে যেসব ষ্টাফ আছে, ওদের কাজ করতে অসুবিধা হবে। আমাদের লোক সেখানে যাবে, টেপ শুনবে, টেপ দেখবে স্যার, তাতে তাদের টেপ করতে অসুবিধা হবে। আমাদের যাঁরা আপনাকে সাহায্য করতে যাবেন, তাঁরা হাউসে

পার্টিসিপেট করতে পারবেন না, স্যার। কাজেই ১০ মিনিট সময় লাগবে স্যার, আপনাকে হাত ধরে দেখিয়ে দেব স্যার, কি করে নিয়ে গেছে, কোন্ জায়গা থেকে নিয়েছে আমি সব দেখিয়ে দেব স্যার। অভিনব ব্যাপার স্যার। পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে এইরকম শুনিনি স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনি তদন্ত করে দেখুন স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত : — কেউ যদি চুরি করে নিয়ে থাকে, তাহলে আইনানুগভাবে তার যদি চাকুরী চলে যায়, তাহলে—(গণ্ডগোল)—

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— তাহলে কি আমরা এ্যাসেম্বলী করব না ? (গণ্ডগোল)।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— সেই লোক কে আমি জানতে চাই সেই কে যে স্পীকারের ফর্মান নিয়ে এই সমস্ত করছে। কে এই হাউসকে অবমাননা করছে সেই লোককে আমি দেখতে চাই। এই হাউস চলতে পারে না এটা অনারেবল স্পীকারের ডিগনিটির প্রশ্ন হাউসের ডিগনিটির প্রশ্ন। তারপর হাউস হাউস বলে আপনারা চেচাচ্ছেন লজ্জা হয় না আপনাদের। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! (ইন্টারাপশান)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— সেটা কি আপনার খুশী, হাউস চালাবেন কি চালাবেন না (ইন্টারাপশান) তার জন্য তদন্ত হতে পারে (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আপনি বলুন আমি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছি কি না স্যার (ইন্টারাপশান) আমার হাউসে বক্তব্য রাখার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বলেছেন যে হাউস চলতে দেবেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমাকে পানিশমেন্ট দেবেন আপনি আমাকে বের করে দেবেন যদি আমি না চলতে দিই। আপনার হাতে সেই অস্ত্র আছে তার মানে কি আমি আপনাকে ডিরেকশান দিয়েছি। আমার বক্তব্য আমি জানাচ্ছি—আগে সেগুলি আসবে তারপর হাউস চলবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন আপনি উত্তেজনার বশে কি বলছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— উত্তেজিত হব না স্যার!

মিঃ স্পীকার :— উত্তেজনার কারণ আছে—স্বাভাবিক। আপনি যে ঘটনার কথা বলেছেন সেই ঘটনা সম্পর্কে বলেছি যে এই ঘটনার তদন্ত আমি নিজেই করব এবং সত্য যাহা প্রকাশ করব কোন কথা গোপন করব না। এই বিশ্বাস থাকা উচিত আপনাদের।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— এই বিশ্বাস আছে স্যার, আমরা দেখিয়ে দেব

আমরা থেকে আপনাকে সাহায্য করব। আপনি এবং আমরা যদি সেখানে ঢুকি তাহলে টেপ রেকর্ডিং হবে না আমি সেই কথাই বলছি স্যার। আমি হাউসের ডিগনিটির পক্ষে বলছি আমার নিজের কোন প্রশ্ন নেই স্যার।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমি আশ্বাস দিচ্ছি—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আমার হাউস চলতে দেব না তা নয়। আমরা জানতে চাইছি—৫ মিনিটের জন্য হাউস এডজোর্ণ করে আপনি যদি জেনে এসে বলেন গিয়েছে কিনা, ব্যাস, তারপর হাউস চলবে। আমরা জানতে চাই গিয়েছে কি, যায় নাই (ইন্টারাপশান) তারপর ডেফিনিটলী হাউস চলবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— আমাদের হাউস এজ ইট ইজ চলবে। ঘটনা যা ঘটেছে আমাদের প্রতিলিপি যদি বাইরে গিয়ে থাকে, আমরা বাইরে গিয়ে দেখে এর পরে আমাদের হাউসের কাজ ঠিক মত করব।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আজকের বিজনেস চলবে, ডিমাণ্ড পাশ হবে, তারপর কালকের ডিমাণ্ড প্রেস হবে। হ্যাঁ, সব হবে আমরা শুধু জানতে চাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় তড়িতবাবু কি বলছেন ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— এই বলছি এডজোর্ণমেন্টের পরে আমাদের যে নর্মেল যে ওয়ার্ক বাজেটের যে ওয়ার্ক করে আজকেই শেষ করব এর মধ্যে যতটুকু তথ্য আপনি আনতে পারেন এনে আমাদের জানাবেন এবং এর উপর আমরা কোন ডিবেট করব না কোন আলোচনা করব না। এই কথা শুনার পর আবার আমরা বাজেটের কাজ চালিয়ে আজকে যা বিজনেস আছে শেষ করব এই আণ্ডারষ্টেণ্ডিংয়েই আমি বলছি যে আপনি ৫ মিনিট বা ১০ মিনিটের জন্য এডজোর্ণ করে আমাদের জানাতে পারেন গিয়েছে কি না।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned for 10 munites.

(after unscheduled adjournment)

Mr. Speaker :— Hon'ble Members, I have enquired the matter from the Secretary and he has stated as follows :—

Today in the afternoon, Special Secretary to the Governor personally requested me to give exact verson of the Chief Minister's statement made on different occasions on 27th and 28th May on the floor of the House for information of the Governor. Hon'ble Speaker was at that time in the Assembly House. As we have not prepared the proceedings for 27th and 28th and as the request was very urgent' I as a Secretary loaned the tapes so that they may take down the statement of the Chief Minister made on 27th and 28th May. I sent my own staff to operate the tapes and bring it back after it was heard by the Special Secretary to the Governor.

For the information of the House, I am telling you the Hon'ble Members that I have ordered the Secretary to bring back those tapes from the Governor House.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা হাউসে বলেছি যে এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু আর বলব না, আপনি যা বলবেন আমরা সেটাই মেনে নেব। কিন্তু আপনার সেক্রেটারী যে ইনফরমেশান আপনাকে দিয়েছেন, সেটা মোটেই সত্য নয়, অসত্য ইনফরমেশান আপনাকে দিয়েছেন। আরও টেপ গিয়েছিল, আমি টেপের নাম্বার জানি, আমি সব জানি, সেগুলি আপনার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এই হাউসে দাঁড়িয়ে, সেই-জন্য আমি সেগুলি বলছি না, আমি ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করছিলাম, আমি ডিমাণ্ডের আলোচনায়ই আবার আসছি। এই হল পাবলিসিটির অবস্থা, এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের পাবলিসিটির টাকা—মাননীয় সদস্য চন্দ্রশেখর বাবু পাবলিসিটি সম্পর্কে বলেছিলেন যে এইভাবে পাবলিসিটির টাকা নয় ছয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে পাবলিসিটির টাকা যে কাজে ব্যয় হওয়া দরকার সেই কাজে ব্যয় হয় না। পাবলিসিটির টাকা পাবলিসিটির নামে টেপ নিয়ে, টেপ করা হয়, এম. এল. এ-দের পেছনে সেই টাকা খরচ করা হয়, এম. এল. এ-দের পেছনে লোক লাগান হয়, এইভাবে পাবলিসিটির টাকা খরচ করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংসদীয় গণতন্ত্রে এটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আপনি নিজে এই হাউসে বলেছেন, আপনি এটা জানেন না, অথচ আপনার যিনি সেক্রেটারী, আমি জানি না, কোন রুলসের বিধানে, কোন্ আইনের বিধানে এতবড় ধৃষ্টতা তিনি দেখাতে পারলেন যেহেতু স্পেশাল সেক্রেটারী টু দি গভর্ণর একথা বলেছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এর পর এ্যাগ্রিকালচারে আসছি। এ্যাগ্রিকালচারের ডিমাণ্ডের ব্যাপারে আমি কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, আমি বেশী কিছু বলবনা, দুই মিনিটে শেষ করছি—এখানকার যে সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো আছে—ন্যাশানালাইজড ব্যাংক সেগুলোর সংগে যোগাযোগ করে কৃষি কাজে যেন কৃষি ঋণ, সার, বীজ ইত্যাদির জন্য আরও অধিক পরিমাণে যেন কৃষকদের টাকা দেওয়া যায় সেইদিকে তিনি যেন একটু নজর রাখেন। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কারিকুলামে আছে যে যে ষ্টেটে ন্যাশানালাইজড ব্যাংক থাকবে তার যে ডিপোজিট, তার শতকরা ৬০ ভাগ তাদের জায়গা উন্নয়নের জন্য খরচ করতে হবে এবং ইনভেষ্ট-মেন্ট করতে হবে কাজেই কৃষির ক্ষেত্রে যাতে টাকাটা ব্যয় হয়, কৃষি মন্ত্রী মনছুর আলী সাহেবকে আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ জানাব। উনি কৃষকের ব্যাথা বুঝতে পারবেন কারণ উনি গরীব কৃষকের ঘর থেকে এসেছেন এবং উনি কৃষির জন্য সমস্ত দিন, সমস্ত সময় কৃষি উন্নয়ন জন্য ব্যয় করেন। অন্তত: আমি আমার তিন বছর এই হাউসে বিধায়ক হয়ে আসার পর থেকে দেখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য ডিমাণ্ডের সমর্থনে রাখছি।

আরেকটা অনুরোধ আমি রাখব বসার আগে যে আপনার এই ব্যাপারে হাউসে যেন আমাদের কিছু বলতে না হয়, আপনার সেক্রেটারীর উপযুক্ত ব্যবস্থা আপনি করবেন, আমি মনে করি এই ধরণের সেক্রেটারী এই হাউসে থাকার অনুপযুক্ত। কারণ আপনি বলেছেন যে টেপ সম্পর্কে আপনি জানেন না, আপনার মতামত না নিয়ে এই সেক্রেটারী এই হাউস থেকে টেপ বাইরে কি করে নিয়ে যেতে পারে আমি জানিনা। গভর্ণরের সেক্রেটারী নিশ্চয়ই উনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, উনাকে সম্মান করি, কিন্তু উনি গভর্ণরের সেক্রেটারী হয়েছেন বলে, তিনি

বলবেন আরেকজন সেক্রেটারীকে, আর সেই সেক্রেটারী সেটা দিয়ে দেবেন সুনজরে পড়ার জন্য? কাজেই এই সেক্রেটারী অপদার্থ, অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত সেক্রেটারী যিনি আমাদের হাউসে আছেন, কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব—আপনি গণতন্ত্রের পূজারী, গণতন্ত্রের কণ্ঠ যেন এইভাবে রোধ করা না হয়। টেপের কথা যে আপনাকে তিনি বলেছেন—আপনার বিদ্যা বুদ্ধি নিতান্ত কম নয়, আপনি সেটা বুঝতে পারছেন যে তিনি আপনার নিকট এই অসত্য ভাষণ দিয়েছেন, অতীতেও তিনি এইরকম কাজ করেছেন। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করব তাঁর যদি কোন চিঠি এই হাউসে আমাদের বলার জন্য আপনাকে দেয়, তাহলে আমি আবার আপনার মত নিয়ে জানাব যে আপনি উনাকে একদম বিশ্বাস করবেন না, আমি তাঁকে কোবরা স্নেক বলে অভিযুক্ত করছি, এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ব্যাপারট হল, সেই সম্পর্কে আমি আজকে আর কিছু বলতে চাই না, আমি সনীর বাবুকে আমার ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না কারণ উনি হাউসের সম্মান, আপনার সম্মান রক্ষা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— এখন সাতটা বাজতে সাত মিনিট বাকী। এখন যদি আপনারা সবাই বলতে চান তাহলে অনেক সময় লাগবে। আমার মনে হয় নয়টায় শেষ হবে কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— কিন্তু এই হাউসের এক্তিয়ার নেই যে এই বিষয়ে আর বক্তৃতা দেওয়া যাবে না।

মিঃ স্পীকার :— আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা অনেকেই মন্ত্রীদের নিকট উত্তর চেয়েছেন, কাজেই উত্তর দেওয়া উচিত।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আমাদের আপত্তি নেই স্যার, উত্তর দেওয়া উচিত, কিন্তু হাউসে যে অবস্থা—

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রীদের উত্তরের জন্য যদি আধ ঘন্টা হাউস এক্সটেণ্ড করা হয়, তাহলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, আমি বলছি যে কেউ আলোচনা আর করবেন না মন্ত্রীদের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে এই সময়ের মধ্যে মন্ত্রীদের সুযোগ দেবেন বলার। আজকের মধ্যে ডিম্যাণ্ড পাশ হতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— আমার বক্তব্য হচ্ছে মন্ত্রীদের যে বক্তব্য, উনারা রাখবেন। তারপর গতকালের যে ডিমাণ্ড তার উপর ভোট হবে, তারপর আজকের যে ডিমাণ্ড সেগুলো মুভ করে তারপর হাউস এডজোর্ণ হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— এতে যথেষ্ট সময় লাগবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে আজকে মন্ত্রীরা যদি এখানে জবাব দেন—এখানে তিনজন মন্ত্রী আছেন—

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— ১০ মিনিট করে বক্তৃতা দেবেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আমার কথা হচ্ছে এটা না করে উত্তর কালকের জন্য রেখে, আজকে যে সিড্যুলড বিজনেস, সেই ডিমাণ্ডগুলো পাশ করিয়ে নেওয়া হউক।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— আগে ডিমাণ্ড পাশ করে তারপর মন্ত্রীরা ভাষণ দেবেন স্যার। (গণ্ডগোল)

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— এটা কি করে হয় স্যার, আগে ১০ মিনিট করে মন্ত্রীরা ভাষণ দিন, তারপর ডিমাণ্ডগুলো পাশ হবে।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা শুনুন। আজকের ডিমাণ্ডের উপর যে আলোচনা সেই আলোচনা আগে শেষ হবে তারপর কালকে ভোট হবে—

শ্রীতাপস দে :— আজকে যদি আলোচনা হয় স্যার, তাহলে আজকেই ভোট হবে।

মিঃ স্পীকার :— মন্ত্রীদের রিপ্লাই আজকে শেষ করতে হবে। ঠিক আছে আপনারা শুরু করুন। অনারেবল মিনিষ্টার শ্রীহরিচরণ চৌধুরী। আপনি আপনার বক্তব্য ১০ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— আমার বক্তব্য ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে না। আমার অনেক বক্তব্য আছে। ১০ মিনিটের মধ্যে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ডিমাণ্ডের উপর ডিসকাশানের মধ্যে মাননীয় সদস্যরা বহু রকমের বক্তব্য রেখেছেন যে ট্রাইবেল কল্যান ডিপার্টমেন্ট সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের যে কল্যান করে সেটা কিছুই করে নাই। এটা ঠিক নয়। দেশ বিভাগের পর হইতে এই ২৭ বছরে উপজাতিদের জন্য ৫৯টা কলোনী করা হয়েছে সেটা আমি পূর্বেও বলেছিলাম। এবং এই ৫৯টা কলোনীর মধ্যে প্রায় ৩০/৩১ হাজার আদিবাসী ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই সব কলোনী আবার পুনসংস্কার করার জন্য সরকার প্রস্তাব নিয়েছেন এবং '৭৪ সাল থেকে আমরা আবার পুনরায় সংস্কার করতে আরম্ভ করেছি। কলোনী করে এটা ঠিক নয়। গত আর্থিক বছরে ৫৭টা কলোনীর অন্তর্ভুক্ত ২,৮০০ পরিবারকে তাদের আর্থিক উন্নতিকল্পে পুনসংস্কার করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেখানে ফলের চারা, রাসায়নিক সার বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং তাতে ৫৬০টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। '৭৫-৭৬ সালে আমরা বাজেটে রেখেছি ২,৭৫,৫০০ টাকা তার মধ্য থেকে ৫৯০টি পরিবারকে ফলের চারা হটিকালচার স্কীমে পুনসংস্কারের জন্য করেছি। তাছড়া উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, রাসায়নিক সার বিতরন করে আমরা '৭৪ সালে ৮৪ হাজার টাকা খরচা করেছি এবং তাতে ৫৬০টি পরিবার যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। এখন সেখানে কিছু কিছু খরা হয়েছে যার জন্য সেই সব জায়গায় জল সেঁচ করে উচ্চ ফলনশীল ধান আমরা ডিমোনেস্ট্রেশান দিয়েছি সার বীজ ইত্যাদি সব কিছু দিয়ে ৫৬০টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে এবং ৭৫—৭৬ সালে আমরা ৮০,৫০০ টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে তাতে ৫৯০টি পরিবার উপকৃত হবে। তাছাড়া হাঁস, মুরগী বিতরন করার জন্য ৬৫,২০০ টাকা নিয়ে কলোনীর আর্থিক উন্নতির জন্য আমরা সাহায্য করেছি, তাতে প্রতিটি

পরিবারকে আমরা ১২টা করে মুরগী আমরা ক্রী দিয়েছি। এবং তাতে ৫৯০টি পরিবারকে মুরগী পালনের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। '৭৫–৭৬ সনে আমরা ৭০ হাজার টাকা ৫৯০টি পরিবারকে দেওয়ার জন্য বাজেটে রেখেছি। আমরা দেখেছি যে অন্যান্য ফসলের তুলনায় ত্রিপুরায় আদা এবং হলুদ ভাল হয় আমাদের টিলা মাটিতে এবং তার জন্য বেশী পরিশ্রমেও দরকার হয় না। যদি আগ্রহ করে সেই সব ফসল ফলায় তাহলে একটা পরিবার এক কানি দেড় কানি হলুদ এবং আদা করে বাঁচতে পারে। সেজন্য আদা এবং হলুদ করার জন্য ৮৪ হাজার টাকা গত ৭৪-৭৫ সনে ৫৬০টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। আমরা বাঁশের চারাও বিতরন করেছি প্রত্তিটা কলোনীতে এবং সেজন্য ৫৬ হাজার টাকা তাদের আমরা আর্থিক অনুদান দিয়েছি এবং সেখানে ৫৬০টি পরিবার তাতে উপকৃত হয়েছে এবং ৭৫-৭৬ সালে আমরা ৫৯ হাজার টাকা বাজেটে রেখেছি তাতে ৫৬০টি পরিবারকে বাঁশের চারা বিতরনের জন্য প্রস্তাব রেখেছি। ফলের চারা এবং বিভিন্ন ফলের চারা রক্ষা করার জন্য প্রতিটা কলোনীতে একজন করে হেলপার নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে তাতে ৬৭,২০০ টাকা খরচা করে ৫৭ জন হেলপার সেখানে নিযুক্ত করে কলোনীর লোকের জন্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাহলে ট্রাইবেলদের জন্য কিছু করা হয় নাই আমি এই কথা মানতে পারি না। কারণ মাননীয় সদস্যরা বিভিন্ন রকমের এখানে বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু ট্রাইবেলদের উন্নতি করার কথা মুখে বলা যত সহজ কিন্তু কাজে করাটা তত সহজ নয়। কারণ এক দিক দিয়ে তার, অনুন্নত তাদের জ্ঞান বুদ্ধি কম যেজন্য তারা সরকারী পরিকল্পনা মত এগিয়ে আসতে পারে না, আর তাছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের বিভ্রান্ত করছে সেজন্য তাদের উন্নতি যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু তারা এগিয়ে আসতে পারে নাই। আর ডম্বুর বাঁধের ফলে উচ্ছেদকৃত পরিবারগুলি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য রাঃমণি রিয়াং চৌধুরী যা বললেন যে তাদেরকে কমপেনসেশন দেওয়ার ব্যাপারে তারা হাঁটাহাটি করেছে, অনেক দুঃখকষ্ট করেছে সেইটা আমি স্বীকার করছি। যেহেতু তারা কাগজ-পত্র বুঝে না, যেহেতু তারা লেখাপড়া জানে না সেই হেতু একবারের জায়গায় তারা তিন চার বার হেঁটে তারপর তাদের কমপেনসেশনের টাকা নিতে হয়। কিন্তু সেইটা ট্রাইবেল কল্যাণ দপ্তর থেকে সেইটা করা হয় নি, সেই কমপেনশনের টাকা দেওয়া হয় রেভিনিউ থেকে সেই ডিপার্টমেন্টের যে মন্ত্রী মহোদয় আছেন তার দপ্তর থেকে এই টাকাগুলি দেওয়া হয়। তবে তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য আমার দপ্তর থেকে না হোক আমি উপজাতীদের উপকার করার জন্য আমি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি এবং তাদের কমপেনসেশানের টাকা পাওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করে থাকি। ডম্বুর বাঁধের ফলে যে সমস্ত উচ্ছেদকৃত পরিবার আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমরা ৫টা কলোনী করেছি। এই ৫টা কলোনীতে আমরা ৫১৮টি পরি-বারকে সেখানে পুনর্বসতি করেছি। তারপর প্রত্যেকটি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে হালের গরু খরিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুবিধার্থে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাস্তাঘাট করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাদের ঔষধপত্র খাওনোর জন্য ডিসপেনসারী করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি কলোনীতে আমরা ন্যায্যমূল্যের দোকান করে দিয়েছি। তাছাড়া তাদেরকে সুষ্ঠু পুনর্বসতি করে দেওয়ার জন্য আগামীতে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে যাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে সেইজন্য পরিকল্পনার

মাধ্যমে সরকার সেইটে রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন। আমরা সেখানে ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে দুইটা বাজার করে দিয়েছি এবং সহজভাবে যান্ত্রিক উপায়ে তাদের টিলা সংস্কার তারা যাতে করতে পারে সেইজন্য আমরা দুইটা বুল ডজার এবং তাদের সুবিধার্থে আমরা একটা ট্রাক গাড়ী খরিদ করেছি।

শ্রীমংচাত্তাই মগ :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যা বলছেন তাতে বুঝা যায় যে সেখানকার উদ্বাস্তুরা খুব সুখেই আছে। সেইটা দেখার জন্য সরকার সেখানে একটা তদন্ত কমিটি পাঠাবেন কি না।

মি: ডেঃ স্পীকার :— এইটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— মাননীয় সদস্য তিনিও আমাদের ট্রাইবেল এডভাইজারী কমিটির মেম্বার ছিলেন। তখন এই কমিটির মেম্বার হিসাবে তারাও সেইটা পরিদর্শন করেছেন। এবং আমি যখন সেখানে যাই তখন আমি তাদেরকে নিয়ে দেখাই যে আমাদের কি কি করা দরকার এবং তাদের সাজেশান নিয়েই সেই কাজগুলি করা হয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এতগুলি কাজ করা সত্ত্বেও দেড়শো পরিবারের মত তারা অন্যত্র চলে গেছে। সরকার যে তাদের জন্য কিছু করে নাই সেইটা কিন্তু আমি স্বীকার করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য তাদের যে নীতি এবং নিয়ম অনুসারে তাদের যে গাড়িয়া পূজা আমরা করি সেখানে আমরা তাদের জন্য দেবতার মন্দির করে দিয়েছি এবং সেখানে তাদের যন্ত্র, ঢোল, বাদ্য ইত্যাদি সেখানে তাদের সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য এইগুলি করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আরও করেছি যে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে এসেছে সেই সমস্ত প্রত্যেকটা পরিবারকে সূতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা ১০ মোরা হতে ১২ মোরা সূতা আমরা বিতরণ করেছি যাতে তারা কাপড় চোপরে কষ্ট না পায়। তাছাড়া আমরা এগ্রিকালচারের মাধ্যমে অনেক কিছু তাদেরকে সাহায্য করে থাকি। যেমন টেষ্ট রিলিফের কাজ নিত্য সেখানে চলছে এবং তাদেরকে একটা সাবসিডি এ্যালাউনস দেওয়ার জন্য বাজেট ঠিক করা হয়েছে যাতে তারা সেখানে সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারে এবং ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে সেইজন্য সেখানে বালোয়ারী স্কুল খোলে দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত কলোনীতে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার জন্য আমরা ৫টা কলোনীর মধ্যে ৫টা কেন্দ্র আমরা করেছি। তাতে সেখানে প্রায় পাঁচশো ছেলেমেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য কেন্দ্র থেকে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে বলেছেন যে সরকার কিছু করেন নাই সেইটা ঠিক নয়। আমি দুঃখিত যে তারা পরিষদ দলে এম. এল. এ. এবং খোঁজ খবর লইয়া কাজ করার তাদের যথেষ্ট অধিকার আছে এবং দেখাশুনার যথেষ্ট অধিকার আছে। তারা কি এইগুলি দেখেন না? আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বহু আইটেম আছে সেই আইটেমগুলির উপর মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন তার যথাযথ উত্তর দিতে হলে আমার অনেক সময় লাগবে। কাজেই আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার বক্তব্য শেষ করছি। কারণ আমাদের মিনিষ্টারদের মধ্যে আরও দুইজন এখনও রয়েছেন এবং তাদের বলার অনেক কিছু রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ট্রাইবেলদের কল্যাণ করার জন্য আমাদের সরকারের পরিকল্পনা আছে এবং এই বাজেটের মধ্যেও ধরা হয়েছে। সমতল টিলা ভূমিতে তপশীলি জাতি ও ভূমিহীন আদিবাসী উপজাতি মিলিয়ে আর সাড়ে পাঁচশো পরিবারকে আমরা পুনর্বসতি দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং

সেইটাকে বাজেটেও ধরা হয়েছে। তাতে সেই প্রকল্পটির জন্য ১৫,১৭,০০০ টাকা ধরা হয়েছে ১৯৭৫-৭৬ ইং এর জন্য। তাছাড়া আদিবাসী, তপশীলি উপজাতি পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত ১৪৭০ পরিবারকে আমরা ১৯১০ টাকার স্কীমে দুই কিস্তি তিন কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে, হয়তো কিছু বাকী আছে, সেইটা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং স্কীম করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় আমাদের ১০.৮৭,৮০০ টাকা আমাদের আর্থিক বরাদ্দ করতে হবে। পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত যে ৫৯টি কলোনীর কথা আমি বললাম সেইটাকে আবার ১৯৭৫-৭৬ সনে তাদের আমরা ৬,৮২,৫০০ টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছি তাদের উন্নতির জন্য।

আদিবাসীদের কল্যাণ করার বহু রকমের যে আমাদের পরিকল্পনা আছে, আমি আশা করবো প্রত্যেকটি শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং চাকরির ক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা আছে। প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য তারা শতকরা ২৯ ভাগ টাকা সেখানে তারা খরচ করেছে। ট্রাইবেলদের বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নতির জন্য সরকার চেষ্টা করছেন, কারণ যেহেতু তারা কৃষি জীবি সাধারণ গরীব মানুষ সেইজন্য সরকার তাদের জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ও কল্যাণ দপ্তর করেছেন। সরকার ট্রাইবেলদের জন্য লেখাপড়া পানীয় জল, শিক্ষা ব্যবস্থা, আবাসী স্কুলের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট তৈরী ইত্যাদি পরিকল্পনা করেছেন। এছাড়া আরও মাননীয় সদস্যরা শুনলে সুখী হবেন যে যারা নাকি সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব তাদেরকে মাসে ৩০ টাকা দেওয়ার জন্যও সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা গরীব, যারা বস্ত্র ক্রয় করতে পারে না, তাদের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণী হতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত তাদেরকে বুকগ্র্যান্ট দেওয়ার জন্যও আমাদের একটা প্রোভিশান আছে। সুতরাং যারা গরীব আদিবাসী, যারা অর্থহীন, যারা পরনের কাপড় ক্রয় করতে পারে না তাদের জন্যও আমাদের আর্থিক বরাদ্দ করা আছে, যাতে তারা পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের আমাদের পরিকল্পনা আছে। [illegible]র আর সময় নেই, সমস্ত কিছুর উত্তর আমি দিতে পারবো না। মাননীয় সদস্যরা যে সব কথা তুলেছেন তার উত্তর দিতে গেলে আমার আরও এক ঘন্টা সময় লাগবে। তবে মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল বিশ্বাস যে মন্তব্য করেছেন যে কৈলাশহরে তপশীল জাতি ও উপজাতিদের জন্য যে কলোনী করা হয়েছে সেই কলোনীর মধ্যে কিছু করা হয়নি, কিন্তু মাননীয় সদস্য খবর রাখেন কি না, আমি জানি না, কারণ বলতে যতটুকু সহজ, এবং তারা অভিযোগ করতে পারেন কিন্তু সাধারণ মানুষের সংগে বা সাধারণ তপশীল জাতির সংগে তাঁর যোগাযোগ আছে কি না, আমি জানি না। কিন্তু আমাদের এমন কোন প্রভিশান নেই যে তপশীলজাতি বা উপজাতিদের জন্য কলোনী করে দেওয়া হয়নি বা তাদের সাহায্য দেওয়া হয় নি। তবে নরম্যালি আমরা তাদের আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকি এবং ভূমিহীনদেরও দেওয়া হয় বা হয়ে থাকে। সুতরাং সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের জন্য কিছু করা হয় নি এ কথা আমি স্বীকার করি না। সেখানে যেই বাংলাদেশ থেকে রিফিউজি হয়ে এখানে এসেছে তাদেরকেই সরকার থেকে অনেক সাহায্য করা হয়েছে। প্রায়ই সিডিউল কাষ্টদের মধ্যে যারা উদ্বাস্তু হয়ে আসে সরকার থেকে তাদেরকেও অনেক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তারা অসহায় বলে তাদের দেখেন না, তাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হচ্ছে এ বলে তিনি অভিযোগ করেছেন, কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমি আর বেশী কিছু বলবো না। এই বলেই আমি আমাদের বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, মনসুর আলী।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে সমস্ত ডিমাণ্ডগুলি উপস্থিত হয়েছে সেগুলি আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে, অনেক অনেক বিষয়ে পক্ষে সমালোচনা করেছেন অনেকে আবার বিপক্ষেও সমালোচনা করেছেন এবং কোন কোন সদস্য জেনারেল ডিসকাশানে এবং ডিমাণ্ডের উপরেও কৃষি বিভাগের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, কৃষি বিভাগ উন্নতি করতে পারেনি এবং কৃষকদের জন্য কৃষি বিভাগ কিছু করেন নি এরকম কথাও এ হাউসে শোনা গেছে। সে জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কাছে দু একটা কথা রাখতে চাই। এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম হতে যদি আজকে আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব— ১৯৬৬-৬৭ সালে এই ত্রিপুরা রাজ্যে চাঁলের ফলন ছিল ২ লক্ষ ৪ হাজার মেট্রিক টন, ১৯৬৯-৭০ এ সেটা হোল ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন, ১৯৭০-৭১ সেটা দাড়ালো ২ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন, যদিও তার লক্ষ্য ছিল ২ লক্ষ ২৪ হাজার মেঃ টন কিন্তু সেটা বেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল ২ লক্ষ্য ৩৫ হাজার মেঃ টন। ১৯৭০-৭১ এ লক্ষ্য ছিল ২ লক্ষ ৪৬ হাজার মেঃ টন সেটা বেড়ে দাঁড়ালো ২,৫৮,২৪০ মেঃ টন। ১৯৭১-৭২ আমাদের টারগেট ছিল ২, ৫৭,৪২০ মেঃ টন সেটা দাঁড়ালো গিয়ে ২,৮৩,০৮০ মেঃ টনে। এই ভাবে আমাদের কৃষি বিভাগ জনসাধারণের সহযোগিতায় এবং তাদের তৎপরতার মধ্যে রেখে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ উৎপাদনের হার বাড়িয়ে ছিল ২,৯৫,১৭০ মে টনে। সমস্ত ভারতে এবং ত্রিপুরাতে খরা আসলো যার ফলে আমাদের যা উৎপাদন করার কথা ছিল সেখানে হোল মাত্র ১,৮৫,৫৭০ মেঃ টন। আমাদের কম উৎপাদন হোল প্রায় এক হাজার মেঃ টনের মত। ত্রিপুরায় আমাদের ১৯৭৩-৭৪ সালে লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৩,২৪,৫০০ মেঃ টন সেখানে আমরা উৎপাদন বাড়ালাম ৩ লক্ষ্য ৬৪ হাজার মেঃ টনে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তখন আমাদের অনেক পাম্প সেট কেনা হয়েছিল এবং এই খরার পরিপ্রেক্ষিতে নানা জায়গায় সিজন্যাল বাঁধ দিয়ে আমরা এই উৎপাদন বাড়াতে পেরেছিলাম। তারপর ১৯৭৪-৭৫ আমাদের লক্ষ্য ছিল ৩,৩০,৫০০ মেঃ টনের মত, আমরা সেখানে পেয়েছি ৩ লক্ষ ২৬ হাজার মেঃ টন আর ১৯৭৫-৭৬ আমরা যে টারগেট নিয়েছি সেটা হোল ৩,৩৭,৫০০ মেঃ টন আমরা আশা করছি আমরা এই লক্ষ্যে পৌছব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই হিসাবটা দেওয়ার কারণ এই যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট হয়তো পর্য্যাপ্ত কিছু উপকার করতে পারেনি, কিন্তু তারা বসে নেই, তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তারা অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন এবং ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না যে কৃষি বিভাগ জনসাধারণের পাশে গিয়ে উৎপাদন আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সারের কথা যদি চিন্তা করি এবং আমরা যদি তার ব্যবধানটা দেখি সেটা আকাশ পাতাল। ১৯৬৮-৬৯ এ আমরা সার বিক্রয় করি ১৯৩ মেঃ টন, ১৯৬৯-৭০ আমরা বিক্রয় করি ১৩৫ মেঃ টন আর ১৯৭০-৭১ আমরা বিক্রয় করেছি ৩৩৫ মেঃ টন, ১৯৭১-৭২ এ ৩৫৩ মেঃ টন, ১৯৭২-৭৩ এ ১,৪০০ মেঃ টন, ১৯৭৩-৭৪ এ ১,৮০০ মেঃ টন আর ১৯৭৪-৭৫ ১,৪০০ মেঃ টন্। আর এই বছর আমাদের ২,০০০ মেঃ টনের লক্ষ মাত্রা নিয়েছি, আশা করি আমরা সেটা বিক্রী করতে পারবো। কারণ, এই কথা বলা উদ্দেশ্য আমরা কৃষির দিক দিয়ে অগ্রগতির দিকে যেতে পারছি। আর এটাকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে আমি বলব যে

আমাদের কৃষি বিভাগের উপর অবিচার করা হবে। তবে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, সেটা আমরা এখনও করতে পারি নি, এটা আমি অস্বীকার করি না। আমাদের রাজ্য কৃষি প্রধান বলেই আজকে আমাদের কৃষকদের উন্নতি করতে হবে। আজকে যারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা কিছু করতে পারি নাই, এবং এটা বলা যেমন তারা নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেছেন, আমরাও এই কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা করতে পারছি, সেটাকে আমরা কোন অংশে কম কর্ত্তব্য মনে করতে পারি না। আর সে দিকে লক্ষ্য রেখে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাবার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন কোন মাননীয় সদস্য বীজ ধানের কথা বলেছেন। আমি এই ব্যাপারে বলছি যে আমাদের নিজেদেরও খামার আছে এবং আমাদের সীড ফার্মগুলিতে যে পরিমাণ সীড হয়, তাতে কুলায় না ঠিক, আর সেজন্য আমরা বাইর থেকেও আনি। এবং আমরা যেটা আনি, সেটা হয়তো অনেক বছর বিক্রী করতে পারি না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সেটা সাবসিডি দিয়ে বিক্রী করি। আর যখন বিক্রী কম হয়, তখন আমরা সেটা হাতে রেখে দেই। তাছাড়া সরকারও চায় যে ত্রিপুরার মানুষ হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজের দিক দিয়ে এগিয়ে যাক এবং তারা বেশী পরিমাণে ফসল উৎপাদ করুক। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছি তাতে গত বছর আমরা ২৫০ মে: টন বীজ ধান আমাদের কৃষকদের মধ্যে বিলি করেছি, আর এবার সেই জায়গাতে আমরা ৩৫০ মে: টন বীজ ধান বিলি করার লক্ষ্য নিয়েছি। স র ম ভাবে আমাদের কৃষকদের আখের চারাও সাপ্লাই করছি যাতে তারা ভাল আখের চাষ করতে পারে। মোট কথায় আমাদের কৃষকদের উন্নতি কল্পে যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন তার সমস্ত রকম ব্যবস্থা করার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি। স্যার, আমাদের এখানে আবহমান কাল ধরে সরিষার চাষ, তিলের চাষ হয়ে আসছে। তাই আমরা বাইর থেকে উন্নত ধরনের তৈল বীজ এনে আমাদের কৃষকদের দিচ্ছি, যাতে তারা প্রচুর পরিমাণে সেগুলি ফলিয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থাটাকে আরও ভাল করতে পারে। তাছাড়া আমাদের এখানে আজীবন ধরে পাটের চাষও হয়ে আসছে এবং আমাদের কাছে উন্নত ধরনের পাটের বীজও আছে, কাজেই উন্নত ধরনের পাট চাষ যাতে আমাদের কৃষকেরা করতে পারে, সেজন্য আমরা তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করি। যেমন গতবারে আমরা ২০০ মে: টন উন্নত ধরনের পাটের বীজ এনেছি. এবার সে জায়গাতে ৪০০ মে: টন এনেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার জানা নাই যে কোথাও আলু করার জন্য আলুর বীজ দেওয়া হয় কিনা? কিন্তু আমরা এখানকার আলুটা না করার জন্য আমাদের কৃষকদের অনুরোধ করি এবং আমরা নিজেরা গাড়ী ভাড়া দিয়ে নগদ টাকা দিয়ে বাইর থেকে উন্নত ধরণের আলুর বীজ এনে আমাদের কৃষকদের সাবসিডিতে দেই, তারা যাতে বেশী পরিমাণ আলু উৎপাদন করতে পারে। এটা শুধু আমার কথা নয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারত সরকারের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী যিনি ইষ্টার্ণ জোনের তদারক করেন, তার নাম এস, কে, ব্যানার্জী, তিনিই ত্রিপুরাতে এসে বলেছেন যে ইষ্টার্ণ জোনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষির দিক দিয়ে উন্নতি করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং এর জন্য ত্রিপুরার কৃষি বিভাগ নানাভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। তাছাড়া আমাদের

বিরোধী দলের নেতা, মাননীয় সদস্য, নৃপেন বাবু তিনি আজকে এখানে উপস্থিত নেই, উনি পাবলিক একাউন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তদন্ত করতে গিয়ে বিশালগড়ের ইন্টেরিয়রের মত জায়গাতে কিভাবে কৃষি হচ্ছে, তা দেখে প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন যে আমাদের কৃষি বিভাগ এতটা ভিতরে হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ করার জন্য কৃষকদের যেভাবে উৎসাহিত করে তুলেছেন, আমি এটা আগে জানতাম না। এভাবে আমাদের কৃষি বিভাগ কৃষকদের মধ্যে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছেন বলে, আমি খুব খুসী। উনি অবশ্য আমাকে এই কথা বলেন নি, কিন্তু উনার সঙ্গে অন্য যেসব এম. এল, এরা গিয়েছেন, তারাই আমাকে এই কথাটা বলেছেন। কাজেই সেইসব দিক দিয়ে কাজ করার জন্য আমাদের কৃষি বিভাগ কোন রকম ত্রুটিই করছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যদুদা বলেছেন যে কৃষি বিভাগের উচিৎ লংথরাই পাহাড়ের মত জায়গাতে ফলের বাগান করলে কৃষিতে আরও অনেক উন্নতি হতে পারে। আমি বলতে পারি যে লংথরাই, তারাবন ছড়া, হরিণ ছড়া এবং বলরাম এলাকার মত জায়গায় ভূমি সংস্কার করে আদিবাসীরা যাতে ব্যাপকভাবে ফলের বাগান করতে পারে, সেজন্য কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্য, যদুদা আরও বলেছেন যে ত্রিপুরাতে ব্যাপকভাবে ফলের চাষ করা উচিত। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে শুধু ফলের চাষ করার পর সেটা যাতে বাজারকৃত করা যায়, তার জন্যও আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আর তা না হলে আমাদের কৃষকদের কোন উপকারই হবে না। যেমন আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে ত্রিপুরাতে ২০ হাজার মেট্রিক টনের মত আনারস চাষ বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু সেই আনারস আজকে বাজার পাচ্ছে না। কারণ আমরা দেখছি যে মরশুমের সময়ে ১০টি আনারস এক টাকায় বিক্রী করতে হচ্ছে। এভাবে আমরা যে কাঁঠাল, কলা, লেবু ইত্যাদি যাবতীয় ফলের চাষ করছি, তাতে আমাদের কৃষকেরা ভাল দাম পাচ্ছে না। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা আরও দেখছি যে আমরা আগে কাজু বাদামের চাষ করতাম, কিন্তু আমরা সেই কাজু বাদামের প্রসেসটা এখানে ঠিকভাবে করতে পারি নি এবং সেই কাজু বাদাম করার জন্য যারা লোন নিয়েছিল, সেই লোন ফেরৎ দেওয়াও আজকে তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কাজেই আমি বলছি আমাদের কৃষি বিভাগ এইসব দিক দিয়ে চেষ্টার কোন ত্রুটিই করছে না। এই বলে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার থ্রী এডমিনিষ্ট্রেশান অব জাষ্টিস এণ্ড ইলেকশান সম্পর্কে বলছি। ইলেকশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব যে ১৯৭১ সালের সেন্‌শান অনুযায়ী ৬০টি বিধানসভা নির্ব্বাচনী এলাকাও ২টি পার্লামেণ্ট কন্‌সটিটিউয়েন্‌সীর ডিলিমিটেশান হয়ে গিয়েছে এবং তার ইলেকটরেল রোল করার জন্য যে টাকার দরকার, তার প্রভিশনও এই বাজেটের মধ্যে রয়েছে। ১৯৭৬ সালে পার্লামেণ্টের ইলেকশান হওয়ার কথা আছে, আর তা যাতে করা যায়, সেজন্যই প্রভিশান রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মাননীয় সদস্য সমীর বাবু বলেছেন জুডিসিয়েল ব্যাপারে, আমি তার সম্পর্কে এখানে দুই একটি কথা বলতে চাই। সেপারেশান অব জুডিশিয়ারী ক্রম দি এক্‌জিকিউটিভ এখানে ১-৪-৭৪ এ হয়েছে এবং আজকে এক্‌জিকিউটিভের সঙ্গে জুডিসিয়ারী

কোন সম্পর্ক নাই, এটা সম্পূর্ণভাবে সেপারেশান হয়ে গিয়েছে। তাদের এডমিনিষ্ট্রেশানের আওতার মধ্যে তারা এখন ইন্‌ডিভিজুয়েলী ওয়ার্ক করতে পারে। এই দাবী সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল এবং আমাদের কনসটিটিউশানের ডাইরেক্‌টিভ প্রিন্‌সিপ্যাল অব ষ্টেট পলিসিতেও এই কথা আছে। কাজেই সেই অনুযায়ী ১-৪-৭৪ ইং থেকে আমরা সেটাকে সেপারেশান করে দিয়েছি কিন্তু সেপারেশান করার পর আমরা দেখলাম যে আমাদের কিছু ম্যাজিষ্ট্রেটের অভাব। এবং অভাবটা পূরণের জন্য আমরা এখানে ত্রিপুরা জুডিশিয়ারী সার্ভিসেস রুলস তৈরী করেছি, তাতে ফিফটি পারসেণ্ট ডারেক্ট রিক্রুয়েটমেণ্ট বাই দি টি. পি, এস, সি আমরা পূরণ করতে পারব। ইতিমধ্যে আমরা ৫ জন ম্যাজিষ্ট্রেট পেয়ে গিয়েছি আর বাকী ১০ জন সম্পর্কে টি, পি, এস, সি, থেকে কম্পিটেটিভ একজামিনেশান নেওয়া হয়েছে। কাজেই আশা করছি যে কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলিও ফিল্‌ড আপ করা সম্ভব হবে।

তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য আমরা ডিসেনট্রেলাইজেশন করেছি জুডিশিয়ারীতে। যেমন নর্থে এ্যাডিশনেল ডিষ্ট্রিক্ট জাজ সার্কিট কোর্ট আমরা করতে যাচ্ছি ধর্মনগরে, সাউথে উদয়পুরে এবং কৈলাশহরে। সাব জাজ কোর্ট আমরা কৈলাশহরে করতে যাচ্ছি এবং উদয়পুরে একটা সাবজজ কোর্ট করতে যাচ্ছি। তাহলে নর্থে এবং সাউথে যে সমস্ত পাবলিক আছে যারা মামলা মোকদ্দমা করেন তাদের অনেক সুবিধা হবে। সুতরাং আমরা মফঃস্বলের লোকদের গ্রামাঞ্চলের লোকদের সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন আসছি মেডিকাল এবং হেলথ সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য বি, দাস, বলেছেন যে ত্রিপুরায় স্মল পক্স হয়েছে। মাননীয় সদস্য তিনি যখন ডাক্তার তিনি অবশ্য জানেন যে স্মল পক্স এইটা সেনট্রেলী স্পনসর্ড স্কীম এবং এইটা ডব্লিও, এইচ, ও, সমস্ত ওয়ার্লডের একটা অর্গানাইজেশন আছে এবং যারা এই সমস্ত তথ্য অনুসন্ধান করেন। আমরা যদি দেখি আমাদের ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বাঙলাদেশে সেখানে বর্ত্তমানে ১৬ শো বেড এবং এই বৎসর তাদের ৯৫৫৫টি কেস হয়েছিল। সেই জায়গাতে আমাদের ত্রিপুরায় বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের ৩টি কেজ তাও বাঙলাদেশ থেকে ইম্পোর্টেড হয়েছে এবং গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্মল পক্স হয় নাই। সুতরাং ডাক্তার বি, দাসের জানা উচিত যে ত্রিপুরাতে স্মল পক্সের কোন প্রাদুর্ভাব নেই এবং যে তিনটা কেস হয়েছে সেটা বাঙলাদেশ থেকে ইমপোর্টেড হয়েছে। কিছুদিন আগে ডব্লিউ, এইচ, ও-এর এক রিপ্রেজেনটেটিভ এসেছিলেন তিনি নিজে বলে গেছেন যে ত্রিপুরায় যেরকম ইনকোলেশন দেওয়া হয়েছে তা সন্তোষজনক এবং আশা করা যায় যে এই তিনটি কেসকে এই রকমভাবে রাখা হয়েছে যাতে আর এইটা স্প্রেড না হয়। এবং আশা করা যায় আর এইটা ত্রিপুরার স্প্রেড করবে না। তিনটা কেস হলো একটা রংগাপানীয়া, বড়জলা আর একটা হলো প্রমোদনগর। আমাদের এখানে স্মল পকসের ব্যাপারে অনেকটা সন্তোষজনক কাজ হয়েছে। মাননীয় সদস্য ডাক্তার বি, দাস বলেছেন আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিতে। সার্টিফিকেট জনসাধারণই দেবে। মাননীয় সদস্য সিডিউল কাষ্ট সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করবো তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যান্ত মন্ত্রী ছিলেন এবং মেডিক্যাল

মিনিষ্টার ছিলেন তিনি, তখন, বি, বি, এস কেসের জন্য সিডিউল ট্রাইব তিনি পাঠিয়েছেন কয়জন? সাত জন পাঠিয়েছেন ৪ বৎসরে। আর সিডিউল কাষ্ট পাঠিয়েছেন ২ জন। হোয়েরঅ্যাজ আমি এই তিন বৎসরে পাঠিয়েছি সিডিউল ট্রাইব ৮ জন এবং সিডিউল কাষ্ট ১৪ জন। সুতরাং সার্টিফিকেট তিনি আমাকে দেবেন না, মানুষ দেবে সার্টিফিকেট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের মধ্যে অনেক সময় রিক্যুজিট কোয়ালিফিকেশনের লোক পাওয়া যায় না। এই কারণে অনেক সময় সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের মধ্যে থেকে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে টি, বি, সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমি বলতে চাই যে টি, বি, রোগী উদ্বাস্তু পেশেণ্ট দিগকে আমরা সাহায্য দিয়ে থাকি ২৫ টাকা করে এবং তার ডিফেণ্ডেণ্ট দিগকে ৫ টাকা করে দেওয়া হয়ে থাকে। এই রকমভাবে মেকসিমাম এক বৎসর দেওয়া হয় ৫০ টাকা হারে এবং তপশীলি জাতি ও উপজাতিগিকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে দেওয়া হযে থাকে মেকসিমাম দুইশো টাকা পর্য্যন্ত অ্যাট এ টাইম দেওয়া হয়ে থাকে এবং উদ্বাস্তু ছাড়াও যে সমস্ত টি, বি, পেসেণ্ট আছে তারা যাতে সাহায্য পেতে পারে এই দিক দিয়ে সরকার চিন্তা করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই দিন মৌলানা সাহেব বলেছেন যে কৈলাশহর হসপিটালে ঔষধ নাই। মাননীয় সদস্য আছেন কি না আমি জানি না। তবে আমি এই কথা বলতে চাই যে গত ২৮/২৯ এপ্রিলে ৫৮ বাক্স ঔষধ গেছে স্যার। সুতরাং কৈলাশহরে ঔষধ নাই এইটা আমি বিশ্বাস করি না। নুতন বাজারে ঔষধ নাই বলেছেন সুশীল সাহা। ৭.৫-৭৫ ইং তারিখে ১৫/১৬ বাক্স ঔষধ গেছে এবং এই বৎসরের মধ্যে কয়েকবার আমাদের আগরতলা থেকে ঔষধ পাঠানো হয়েছে। গোপীনাথ ত্রিপুরা বলেছেন যে চাওমনুতে ঔষধ নাই। ৭-৫-৭৫ ইং তারিখে দুই বাক্স ঔষধ গেছে এবং ১১-২-৭৫ ও ২৬-৫-৭৫ ইং তারিখে ঔষধ পাঠানো হয়েছে আগরতলা সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে। কুমারঘাট সম্পর্কে সুবল বিশ্বাস বলেছেন যে ঔষধ নেই। গৌহাটি থেকে রিসেণ্টলি ঔষধ গেছে স্যার, গৌহাটি সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে এবং এই বৎসর ৫ বার ঔষধ পাঠানো হয়েছে আগরতলা সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে স্যার। ফটিকরায়ের কথা তিনি বলেছেন যে ঔষধ নাই। ৭-৫-৭৫ ইং তারিখে ৬ বাক্স ঔষধ গেছে এবং গত বতসরের মধ্যে তিনবার আগরতলা সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে ঔষধ পাঠানে হয়েছে। ধুমাছড়াতে গোপীনাথ ত্রিপুরা বলেছেন যে ঔষধ নাই। গত ৭-৫-৭৫ ইং তারিখে ৮ বাক্স ঔষধ গেছে এবং ৩-৫-৭৫ ইং তারিখে সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে ঔষধ গেছে। মাছলি ছড়াতে বলেছেন গোপীনাথ ত্রিপুরা ঔষধ নেই। সেই কথা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ গত বৎসর ৯ বার সেন্ট্রাল ষ্টোর থেকে ঔষধ গেছে এবং ৪-৩-৭৫ ইং তারিখে ৪ বাক্স ঔসধ গেছে সুতরাং তারা যে বলেছেন ঔষধ দেওয়া হয় না, ঔষধের শর্টেজ আছে, ঔষধের শর্টেজ থাকতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমান সময়ে হস্পিটাল বা প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারগুলির সংগে তারা খুব একটা যোগাযোগ রাখেন না। মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু বলেছেন যে অমরপুর হসপিটালের ম্যানটেনেনস করা হয় নাই। আমি এই কথা বলতে চাই যে অমরপুর হস্পিটালের জন্য ২৫ হাজার টাকার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রোভেল দেওয়া হয়েছে এবং ইমেডিয়েটলি পি, ডাব্লিউ কাজটা টেক আপ করবে। মাছলি ছড়া ডিসপেনসারী সম্পর্কে বলা হয়েছে

ম্যাণ্টেনেনসের জন্য। সেই সম্পর্কে আমরা ৮-৫-৭৫ ইং তারিখে একটা এ্যাষ্টিমেট পেয়েছি পি, ডব্লিউ থেকে যাতে এইটার ম্যাণ্টেনেনস করা যায়। ধুমাছড়া ডিসপেনসারী সম্পর্কে বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদের একটা এ্যাষ্টিমেট হয়েছে, আশা করি আমরা এইটাও রিপেয়ার করতে পারবো। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে চাওমনুতে কোন ষ্টাফ নেই। সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই চাওমনুতে ডাক্তার আছে কম্পাউণ্ডার আছে, এম, এম, কে, সুমিত্রা দে, এবং বন্ধনা রায়। দুইজনকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছে এবং কম্পাউণ্ডার শিশির রঞ্জন সোম আছেন, সুভাষ চন্দ্র দে, কণ্টিজেন্ট আছেন যোগেশ চন্দ্র দে, দুলাল দেববর্মা, গন্ধেশ্বরী দেববর্ম্মা ইত্যাদি। সুতরাং চাওমনু ডিসাপনসারীতে ষ্ট্যাফ নেই এই কথা ঠিক নয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মতাই ডিস্পেনসারীর কথা বলেছেন চন্দ্রশেখর বাবু। মতাই ডিস্পেনসারীর কনষ্ট্রাকশনের জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রেভ্যাল দেওয়া হয়েছে এবং এর বাজেট প্রভিশানও আছে। সুতরাং আমি মনে করি তার এই কথা বলার কোন যৌক্তিকতা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান বৎসরে আমরা বেশীর ভাগ জোর দিয়েছি ফিফথ্ প্ল্যানে এবং আমরা বেশীর ভাগ জোর দিয়ে মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে বেশীর ভাগ ডিস্পেনসারী পড়ে উঠে। ডিস্পেনসারীর জন্য ১৯৭৫ এ ১০টা ডিস্পেনসারী স্যাংশান করা হয়েছে এবং ৬টা সিক্স বেডেড ডিস্পেনসারী করার জন্য পরিকল্পনা রয়ে গেছে এবং অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রেভ্যাল দেওয়া হয়েছে কাঞ্চনপুরে একটা রুর‍্যাল হাসপাতাল করার জন্য প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং থার্টি বেডেড হস্‌পিটালের জন্য অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অ্যাপ্রেভ্যালও দেওয়া হয়েছে। আমরা ক্যানসার ওয়ার্ডের জন্য ব্যবস্থা রেখেছি এবং আর্টিফিসিয়াল লিম্ব সংযোজনের কেন্দ্রের চেষ্টা করেছি। এবং একস্পানসান অব, জি, বি, অ্যাণ্ড ভি, এম, হস্পিটালের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে। মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী বলেছেন টি, বি, হাসপাতালের কথা। আমি এই বিষয়ে বলতে চাই, আমাদের যে ফিফথ প্ল্যান আছে তার মধ্যে ফিফটি বেডেড টি, বি, হস্পিটাল করার প্লেন আছে। তবে নর্থে একটা টি, বি, হস্‌পিটাল করা হবে এবং সাউথে একটা করা হবে এবং বর্ত্তমানে আমাদের ৫০ বেডেড আছে। টোটেল আমাদের ১০০ বেডেড করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিস্পেনসারীর কথা বলা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই আমাদের হস্‌পিটাল আছে, ১,৪০,০০ লোকের জন্য। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে ১৩ লক্ষ লোকের জন্য একটা হস্‌পিটাল। প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার আছে আমাদের ৫৫,০০০ লোকের জন্য একটি আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে একটি ১,২০,০০০ লোকের জন্য। এবং হোল ইণ্ডিয়াতে আছে ৮০,০০০ রোগীর জন্য একটি হস্‌পিটাল। সুতরাং কোন জায়গায় যেয়ে আমরা ব্যাক-ওয়ার্ড চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় না। ত্রিপুরার ১৫,০০০ লোকের জন্য একটা ডিস্পেনসারী আছে, ওয়েষ্ট বেংগলে আছে ৮০,০০০ লোকের জন্য একটা ডিস্পেনসারী। সমগ্র ভারতের জন্য আছে ৫০,০০০ লোকের জন্য একটা ডিস্পেনসারী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডাঃ বি, দাস বলেছেন যে হাসপাতালগুলি অপরিচ্ছন্ন। আমি যতটুকু জানি আমাদের অ্যাসেম্বলীর এস্‌টিমেট কমিটির মেম্বাররা গিয়েছিলেন, তাদের সংগে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁরা সাডেন ভিজিট করেছেন এবং হাসপাতালগুলি অপরিচ্ছন্ন তাঁরা বলেন নাই।

সুতরাং সার্টিফিকেটের প্রশ্ন আসে না। সার্টিফিকেট তাঁরাই দিচ্ছেন যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বৎসরে আমাদের ফিফ্‌থ প্ল্যানে আছে তা আমি বলছি। এলোপাথিক ডিসপেনসারী করার জন্য আছে, আয়ুর্বৈদিক ডিস্পেসারী ১০টা, হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেনসারী ১০টা, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার এবং একটা এবং সিকস্ বেডেড ডিস্পেসারী সাব-সেন্টার আমাদের ২৪টা ধরা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফ্যামিলী প্ল্যানিং সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেই আমি শেষ করব। ডাঃ বি, দাস, বলেছেন যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ কোন কাজ হচ্ছে না। এই কথা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলব যে মাননীয় সদস্য বি, দাস, তিনিও ডাক্তার, তাঁরও ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে কিছু করার আছে। তিনি কতটুকু করেছেন আমার জানা নেই। ১৯৭২-৭৩ সনে ৭৪টা কেস্ হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সনে ১৮৯টা কেস হয়েছে এবং ৭৩-৭৫ সনে ১৬৭টা কেস হয়েছে। সুতরাং কেস হয় নি এই কথা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন রুর‍্যাল আরবান এরিয়াতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কাজ করা হয় নি। আমারা ৭০-৭৪ এ রুর‍্যালে ১৪,৯৩০ কেস করেছি। এবং আরবানে ৩,১০০টা কেস হয়েছে। শুধু আরবাতে কাজ হয় আর রুর‍্যালে কাজ হয় না এই কথা ঠিক নয়। রুর‍্যালে হয়েছে ৩১৯টা এবং আরবানে হয়েছে ৬২১টা। সুতরাং আমি বলব যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ব্যাপারে আমরা পশ্চাদপদ নই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং আমি তিনি যা জানি, বলেছেন, তিনি নিজেও মেডিকেল মিনিষ্টার ছিলেন ৬৬ সন পর্য্যন্ত। তখন আমি জানি এষ্টিমেট কমিটির মেম্বার ছিলাম। আমি জানি তখন ভি, এম. হস্‌পিটাল ছাড়া আর কোথাও ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কাজ ছিল না। আর এখন তিনি বলতে চান কাজ হচ্ছে না। সুতরাং নিজে কি করেছেন সেই কথা চিন্তা করে তাঁর বলা উচিত ছিল। মাননীয় সদস্যরা অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিসিটি সম্পর্কে মনে হয় মাননীয় সদস্যরা সাটিসফায়েড। তাই আমি এই সম্পর্কে আর কিছু বলছি না। আমি এই বলেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Discussion on Demands is over. Now I am putting the Demands for grants to vote.

The question that a sum not exceeding Rs 32.92,000/— exclusive of charged expenditure of Rs. 6,32,000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 3

Major Head—214—Administration of Justice,

215—Election

(It was then put and passed, by voice vote.)

The question that a sum not exceeding Rs. 2,08,92,000/— [inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 18.

Major Head—265—Other Administrative Service (Vital Statistic.)
267—Aid material & Equipments (Public Health)
280—Medical
282—Public Health, Sanitation & Water Supply.
295—Other Social & Community services (Exhibition for Public Health).

(It was then put and passed by voice vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 5,60,000/— [inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in caurse of payment during the year ending on the 31st day of 1976 in respect of Demand No 19.

Major Head—281—Family Planning,

(It was put and agreed to by voice vote.)

Then the question that a sum not exceeding Rs. 19,83,000/—[inclusive of sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975]. be granted to defray the charges which come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in repect of demand No. 21,

Major Head—285—Information and Publicity.
339—Tourism.

(It was then put and Passed by voice vote.)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ২৩ [মেজর হেড, ২৭৬-সেক্রেটারিয়েট সোসিয়্যাল এণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস—ডাইরেক্টরেট অব ট্রাইবেল রিসার্স—৬৯ হাজার টাকা. মেজর হেড—২৮৮—সোসিয়্যাল সিকিউরিটি এণ্ড ওয়েলফেয়ার—ওয়েলফেয়ার আব সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবেস এণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ১ কোটী ২ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা এবং মেজর হেড—৩০৯—ফূড এণ্ড নিউট্রেশান (স্পেশ্যাল নিউট্রেশান) প্রোগ্রাম ১২ লক্ষ টাকা] বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১ হাজার টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It was put to voice vote and passed.)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ২৯ [মেজর হেড—২৯৫, আদার সোশ্যাল এণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস—জুলুজিক্যাল এণ্ড পাবলিক গার্ডেন—৮ হাজার টাকা,

মেজর হেড ৩০৫—এগ্রিকালচার ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, মেজর হেড—৩০৬ মাইনর ইরিগেশন ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, মেজর হেড—৩০৭ সয়েল এণ্ড ওয়াটার কনজার্ভেশন (এগ্রিকালচার) ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এবং মেজর হেড—৩১২, ফিসারিজ ২৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা] বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ২ কোটি ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৩২ মেজর [হেড—৩১৪ কমিউনিটি (ডেভেলাপমেন্ট) বাবদ ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ৩৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩ স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৩৩ [মেজর হেড ৩১৪ কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট অব ওয়াটার সাপ্লাই এণ্ড সেনিটেশন) বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ৪৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল ও, ১৯৭৫ এর ৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It was put to voice vote and passed)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৪১ [মেজর হেড—৫০৫ ক্যাপিট্যাল আউটলে অন এগ্রিকালচার ৯৯ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৫০৬ ক্যাপিট্যাল আউটলে অন মাইনর ইরিগেশন সয়েল কনজার্ভেশন এণ্ড এরিয়া ডেভেলাপমেন্ট ২ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৫১২, ক্যাপিট্যাল আউটলে অন ফিসারিজ ১ লক্ষ টাকা, মেজর হেড—৭০৫, লোনস ফর এগ্রিকালচার ১ লক্ষ টাকা এবং মেজর হেড—৭১২ লোনস ফর ফিসারিজ ২ লক্ষ টাকা] বাবদ ব্যয় নির্বাহ করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It wos put to voice vote and passed)

Now the question before the House that ১৯৭৬ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইবে সেই বৎসরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী নং ৪৫ [মেজর হেড—৭১৪, লোনস ফর কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট বাবদ ব্যয় করার জন্য রাজ্যপালের সুপারিশ ক্রমে আমি ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার অনুর্দ্ধ পরিমান [এপ্রোপ্রিয়েশন (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৫ এর ৩ নং স্তম্ভে উল্লিখিত পরিমান অর্থ সহ] অনুমোদনের জন্য পেশ করিতেছি।

(It was put to voice vote and passed)

Now to-day's demands will be carried over. I would call on Minister in-Charge of Printing & Stationary Department to move his demands.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,30, 000/- exclusive charged expenditure of Rs. 45,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule of the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1975 in respect of Demand No. 1, Major Head—211 Parliament\State/Union Territory Legislature.

Mr. Speaker :—Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 29,90,000/-
[inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975] . be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1276 in respect of Demand No, 12 : Major Head-256 Jails : Major Head 296, Secretariat Economice Services (Evaluation Organisation) ; 304-Other General Economice Services (Economic Advice and Statistics).

Mr, Spaaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs, 14,50,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Aceount) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect Demand No, 13 ; Major Head 258-Printing & Stationary.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs, 3,40,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 25 Major Head 288-Social Security and Welfare (Relief & Rehabilitation of Displaced Persons).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,00,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 48 (Major Head 688-Loans for Social Security & Welfare-Loans to New Migrants).

Mr, Speaker :—Now, I would request the Revenue Minister to move he Demands stands in the name of the Chief Minister.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs 95,68,000/- (inclusive the sums specified in colmn 3 of the schedule to the Appropriation

(Vote on Account) Bill, 1975], be granted to detray tbe charges which will come in course of payment during the year endiug on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No, 13 (Major Head 247 Other Fiscal Services Promotion of Small Savings, 265—Other Administrative Services (Other Expenditure), 266—Pension and Other Retirement Benefits.)

Mr, Speaker Sir. on the recommondation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,42,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the Sehedule to the Appropriation (vote on accounts), Bill 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No 25 (Major Head 268-Miscellaneous General Services, payment of allowances to the families of dependents of ex-rulers.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding 70,00,000/-exclusive of charged expenditure of Rs. 1,00,00,000/-[inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on account) bill, 1675] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 48 Major Head 766 —Loans to Governmant servants.

Mr. Speaker :—I would request the Minister in-charge of Education and Panchayat to move his demands.

Shri Sailesh Chandra Somc :—Mr. Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,64,80,000/- [inclusive the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 16.

Major Heads :—265—Other Administrative Services
(Gazetteer and statistical Newoirs)
277—Education
278—Art +Culture

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 35,000/-[inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote an account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in eourse of payment during the year endind on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No, 22, Major Head, 288-Social Security & Welfare-District Soldiers, Sailers and Airman's Board & 288-Social Security & Welfare (Settlement of Exserivcemen in Boarder areas).

Mr. Speaker, Sir, on the reeommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,11,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriatian (vote on Account) bill 1975[, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 27, Major Head 314-Community Development (Panchayat).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor. I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of Mareh, 1976 in respect of Demand No. 40, Major Head 677-Loans for Education, Art & Culture.

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative, Social Welfare etc. to move her demands.

Smti Basana Chakraborty :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendatian of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. Rs 72,51,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (vote on account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 17 Major Head 277-Education, 278-Art & Culture, 288-Social Security & Welfare (Social Welfare).

Mr. Speaker, Sir. on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24,00,000/-[inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) bill 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1976 in respect of Demand No. 27 Major Head 291-Co-operation.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 27, 23,000/- [inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which wiil come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1976 in respect os Demand No. 40 Mejor Head 498-Capital Outlay on Co-operation and 698-Loans to Co-operative Societies.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্যার, বাকী রয়েছে যোগ করার—

Mr. Speaker. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill, 1975] be granted to defray the charges whieh will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1976 in respect of Demann No. 22 Major Head 288, Social Security and Welfare-Employment promotion programme.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 15,46,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (votes on account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment duri-

the year ending on the 31st day of March 1976 in respect of Demand No. 22 Major Head 283-House Sites-Minimum needs programme, 288-Social Security & Welfare. (resettlement of Landless Agricultural Labourers) and 304-other General Economic, Services (improvement of important markets).

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 12 Noon of 30th May 1965.

ANNEXURE—'A'

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 402

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be aleased to state—

প্রশ্ন

১) নূতন ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লক করা সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না ?

২) সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিলে কয়টি এবং কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১) টি, ডি ব্লক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বটে। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে কোন নূতন টি ডি, ব্লক খোলার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নেন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 431

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleaed to state—

প্রশ্ন

১) তপশীল জাতি ও উপজাতির সিডিউলকে সংশোধন করার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন কি ? এবং

২) ঐ তালিকা সংশোধনের জন্য সম্প্রতি কোন দাবী উঠেছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, তপশীলি জাতি ও উপজাতির সিডিউল সংশোধন করার জন্য মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে।

২) হ্যাঁ, ত্রিপুরায় বসবাসকারী কতিপয় সম্প্রদায়কে তপশীলি জাতির ও উপজাতির লিষ্ট ভুক্ত করার দাবী আছে।

ANNEXURE—'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 120

By Shri **Purna Mohan Tripura.**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ত্রিপুরায় কোন কোন গাঁও সভার গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ১৯৭৪-৭৫ এ মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসেব।

২) যদি কোন টাকা না দেয়া হয়ে থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১) চলিত ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসরে পঞ্চায়েত বিভাগের পরিকল্পনা খাতে মোট ৭ (সাত) লক্ষ টাকা অনুমোদিত ও বরাদ্দ করা হইয়াছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের বেশী পরিমাণ অংশ গাঁও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করা হইতেছে। তন্মধ্যে মোট ৪৯,৫০০ টাকা ৩৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে (যে পঞ্চায়েতগুলি ঘর নির্মাণের জন্য ভূমি সংগ্রহ করিয়াছে) পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণের জন্য প্রতি পঞ্চায়েতকে ১,৫০০ টাকা হিসাবে অনুদান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ৩৩টি পঞ্চায়েতের নাম নীচে দেওয়া হইল।

১) চম্পাকাঞ্চন গাঁওসভা —বিশালগড় ব্লক—৪টি
২) ঈশানচন্দ্রনগর গাঁওসভা
৩) জম্পইজলা গাঁওসভা
৪) গোলিরাই গাঁওসভা
৫) দুর্গাপুর গাঁওসভা
৬) গয়ামনিবাড়ী গাঁওসভা —তেলিয়ামুড়া ব্লক—২টি
৭) বোধজংনগর গাঁওসভা —মোহনপুর ব্লক —৩টি
৮) মেগলিবন গাঁওসভা
৯) সুরেন্দ্রনগর গাঁওসভা
১০) ছৈলেংটা গাঁওসভা —ছাওমনু ব্লক—২টি
১১) মনু গাঁওসভা
১২) মধ্যপিলাক গাঁওসভা —বগাফা ব্লক—৪টি
১৩) পূর্বপিলাক গাঁওসগসা
১৪) লক্ষীছড়া গাঁওসভা
১৫) পশ্চিম বগাফা গাঁওসভা
১৬) পিপারিয়াখলা গাঁওসভা —রাজনগর ব্লক—৪টি
১৭) কৃষ্ণনগর গাঁওসভা
১৮) কলাবারিয়া গাঁওসভা
১৯) ঈশানচন্দ্রনগর গাঁওসভা
২০) ভুরাতলী গাঁওসভা —সাতচান্দ ব্লক—২টি
২১) মনুবাজার গাঁওসভা
২২) শ্রীরামপুর গাঁওসভা —কুমারঘাট ব্লক—২টি
২৩) রাং

২৪) লেবাছড়া গাঁওসভা —অমরপুর ব্লক—৩টি
২৫) দুলুমা গাঁওসভা
২৬) বামপুর গাঁওসভা
২৭) মির্জা গাঁওসভা —উদয়পুর ব্লক—২টি
২৮) শালঘরা গাঁওসভা
২৯) বক্সীমারা গাঁওসভা —মেলাঘর ব্লক—৫টি
৩০) নবদ্বীপচন্দ্রনগর গাঁওসভা
৩১) কাঁঠালিয়া গাঁওসভা
৩২) জুমেরডেপা গাঁওসভা
৩৩) মতিনগর গাঁওসভা

ইহা ছাড়া ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বৎসরে পঞ্চায়েত বিভাগের পরিকল্পনা খাতে বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক যথা—লাভজনক প্রকল্প—মৎস্য চাষ ও ফলের বাগান, উৎসাহজনক অনুদান (ম্যাচিং ইনসেনটীভ), গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক পরিচালিত বাজার উন্নয়ন এবং সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে অনুদান হিসাবে দেওয়ার জন্য মোট ১,৫৩,৫০০ টাকা অনুমোদিত ও বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২) উক্ত আর্থিক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অনুমোদিত ও বরাদ্দকৃত সমস্ত অর্থ (১,৫৩,৫০০ টাকা) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির হাতে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতি আর্থিক বৎসরেই বাকী গাঁও পঞ্চায়েত-গুলিকে ভূমি সংগ্রহের অগ্রাধিকারক্রমে পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণের জন্য এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 150

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) কোন কোন সরকারী দপ্তরে কতটি পদে এখনও লোক নিয়োগ করা হয় নাই। (তার দপ্তরওয়ারী হিসাব)।

২) পদগুলি খালি থাকার কারণ?

উত্তর

১) সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১৯১৩টী পদে (২৮-২-৭৫ইং পর্য্যন্ত) লোক নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার দপ্তর ওয়ারী হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

২) পদগুলি খালি থাকার মুখ্যকারণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) কারিগরিক ও অকারিগরিক উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে,

(২) ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের নিকট যে সমস্ত পদের অধিযানে পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে আয়োগের সুপারিশ না পাওয়ার দরুন ;

(৩) ত্রিপুরা সিভিল, জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব ঘটায়। অন্যান্য রাজ্য সরকারের সিলেভাস আলোচনা ক্রমে ত্রিপুরার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সিলেভাস সম্পন্ন করিতে কিছু বিলম্ব হওয়ায়। যাহা গত ৭-২-৭৫ ইং তারিখে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ শূন্য পদগুলি সেখানে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে তারজন্য পদগুলি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এবং দরখাস্ত দাখিলের শেষ তারিখ ১৫ই জুন ১৯৭৫ ইং ধার্য্যে করা হইয়াছে। জানা করা যায় লোকসেবা আয়োগ ১৯৭৫ সনের আগষ্ট মাসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম হবেন।

(৪) কেডারভুক্ত সর্বভারতীয় সার্ভিসের যথা আই এ এস, আই পি এস ও আই এফ এস প্রার্থী না পাওয়াতে ;

(৫) কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি সম্পূর্ণ না হওয়ায় ;

(৬) কোন কোন ক্ষেত্রে সিনিয়রিটী লিষ্ট চুড়ান্ত না হওয়ায় প্রমোশন পদগুলি পূরণে অন্তরায়।

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF VACANT POSTS UNDER VARIOUS DEPTTS./OFFICES UNDER THE GOVERNMENT OF TRIPURA.

Sl. No.	Name of Departments and Offices	Number of posts vacant				
		Class I	Class II	Class III	Class IV	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Civil Secretariat (S. A. Deptt.)	3	3	1	18	25
2.	Chief Minister's Secretariat	–	—	2	2	4
3.	Health & Family Planning Deptt.	5	7	131	24	167
4.	Publicity Department	—	5	10	3	18
5.	Agriculture Department	—	6	71	36	113
6.	Labour Department	—	—	2	3	5
7.	Public Works Department	7	8	125	81	221
8.	Employment Service & M. Planning	—	—	7	—	7
9.	Directorate of Fire Service	—	—	9	—	9
10.	Office of Advocate General	—	—	1	—	1
11.	Forest Department	2	4	61	137	204
12.	D. M. & Collector (North)			7	—	7
13.	D. M. & Collector (West)	3	107	1	—	111
14.	D. M. & Collector (South)			15	17	32
15.	Tribal Welfare Department	1	10	18	—	29

16.	Asstt. Transport Commissioner	—	—	1	—	1
17.	District & Sessions Judge	1	16	56	30	102
18.	Rehabilitation Department	—	—	—	1	1
19.	Panchayat Raj Department	—	—	10	—	10
20.	R. W. S. Engineering Division	—	—	8	—	8
21.	Food & Civil Supplies Deptt.	—	2	2	5	9
22.	Enforcement & Anti-corruption	—	—	1	—	1
23.	Prisons Directorate	—	—	1	—	1
24.	Directorate of Land Records etc.	—	1	—	—	1
25.	Animal Husbandry Department	—	1	75	29	105
26.	Cooperative Department	—	2	11	—	13
27.	Directorate of Civil Defence	—	—	3	—	3
28.	Industries Department	1	13	102	45	161
29.	Inspector General of Police	—	—	231	—	231
30.	Statistical Department	—	3	17	3	23
31.	Evaluation Organisation	—	1	9	1	11
32.	Tripura Public Service Commission	—	3	5	1	9
33.	State Planning Machinery	—	—	1	4	5
34.	District Registrar (West)	—	—	2	—	2
35.	Education Department	11	101	127	—	239
36.	Printing & Stationery Deptt.	—	2	19	3	24
	TOTAL :	34	295	1141	443	1913

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 174

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। স্পেশাল নিউট্রেশান প্রোগ্রাম ও নিউট্রেশান প্রোগ্রামের সেণ্টারগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র চিড়া বন্টন করা হচ্ছে এই সম্পর্কে সরকার অবহিত কিনা এবং

২। প্রোগ্রামের খাদ্য তালিকায় কি কি খাদ্য নির্দিষ্ট আছে এবং মাথাপিছু শিশুদের জন্য কি পরিমান বরাদ্দ আছে ?

উত্তর

১। স্পেশাল নিউট্রেশান প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকার বিকল্প খাদ্য হিসাবে প্রয়োজনানুসারে চিড়া, গুড় ও চানা দেওয়ার নির্দেশ আছে।

২। ঐ প্রোগ্রামে নির্দিষ্ট খাদ্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক) খিচুরী : মাথাপিছু ৬০ গ্রাঃ চাউল, ৩০ গ্রাঃ মশুর ডাল ও তাজা সব্জিসহ প্রতিদিনের জন্য বরাদ্দ।

খ) বিকল্প খাদ্য : প্রতিদিন মাথাপিছু প্রতিটি শিশুর জন্য চিড়া-৫০ গ্রাঃ, গুড়-১০ গ্রাঃ এবং চানা ১০ গ্রাম বিকল্প খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয়।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 175

By **Shri Abhiram Deb Barma**

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বেলবাড়ী নিউট্রেশান সেন্টারে কত সংখ্যক ছেলে মেয়েকে গত ১ বৎসরে কি কি পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হইয়াছে তার মাসিক হিসাব ?

উত্তর

১। বেলবাড়ী পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ১০০টি শিশুকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন প্রতিটি শিশুকে ৬০ গ্রাম চাউল, ৩০ গ্রাম ডাল ও তাজা সব্জি প্রস্তুত খিচুরী বিতরণ করা হয়। খাদ্য বিতরণের দিন ও শিশুদের উপস্থিতির সংখ্যা সকল মাসে এক প্রকার হয় না।

মাসের নাম	খাদ্য বিতরণের	গড় উপস্থিতির	ব্যবহৃত খাদ্যের হিসাব	
			চাউল	ডাল
এপ্রিল ১৯৭৪	৫	১০০	৩০·০০০ কেজি	১৫·০০০ কেজি
মে ,,	১০	৯০	৫৪·০০০ ,,	২৭·০০০ ,,
জুন ,,	১০	১০০	৬০·০০০ ,,	৩০·০০০ ,,
জুলাই ,,	১৪	১০০	৮৩·০০০ ,,	৪২·০০০ ,,
আগষ্ট ,,	১২	৯৮	৭০·৮০০ ,,	৩৫·৪০০ ,,
সেপ্টেম্বর ,,	১২	১০০	৭২·০০০ ,,	৩৪·৫৮০ ,,
অক্টোবর ,,	১৫	৯৮	৮৮·২০০ ,,	৪৪·১০০ ,,
নভেম্বর ,,	২৬	১০০	১৫·৬০০ ,,	৭৮·০০০ ,,
ডিসেম্বর ,,	১৭	৯৫	৯৬·১৮০ ,,	১৪·২০০ ,,
জানুয়ারী ১৯৭৫	১৮	১০০	১০৭·০০৪ ,,	৫৪·৩০০ ,,
ফেব্রুয়ারী ,,	১৪	১০০	১৪৪·০০০ ,,	৭২·৩০০ ,,
মার্চ ,,	২১	১০০	১৩৪·০০০ ,,	৮৪·০০০ ,,

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 177

By Shri Naresh Ch. Roy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের লঙ্কামুড়া তহশীল, গান্ধীগ্রাম তহশীল ও ইন্দ্রনগর তহশীল ও রাধানগর তহশীল এবং বিশালগড় ব্লকের বিক্রমনগর তহশীল, সূর্য্যমনীনগর তহশীল ও বাঁধারঘাট তহশীলে মোট ফিডিং সেন্টারের (নিউট্রেশন প্রোগ্রাম অনুযায়ী) সংখ্যা কত ?

২। তহশীল অনুযায়ী পৃথক পৃথক হিসাব এবং

৩। ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৫ এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত ফিডিং সেন্টারগুলি বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১। মোট সংখ্যা ১৫টি।

২। ক) লঙ্কামুড়া তহশীল এলাকায়— ৭টি

খ) গান্ধীগ্রাম তহশীল এলাকায়— ৩টি

গ) ইন্দ্রনগর তহশীল এলাকায়— নাই

ঘ) বিক্রমনগর তহশীল এলাকায়— নাই

ঙ) সূর্য্যমণীনগর তহশীল এলাকায়— নাই

চ) রাধারঘাট তহশীল এলাকায়— ৫টি

মোট—১৫টি

৩। ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৫ আর্থিক সনের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত মোট খরচের হিসাব পৃথক পৃথক নিম্নে দেওয়া গেল।

আর্থিক বৎসর	লক্ষ টাকার হিসাবে মোট খরচের পরিমাণ
১৯৭৩-৭৪	১৭·৮৯১ টাকা।
১৯৭৪-৭৫ জানুয়ারী পর্য্যন্ত	১১·২৯০

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 180.

By Shri Jatindra Kr. Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কতজন পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে সরকার নিয়োগ করিয়াছেন ১৯৬১ হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত ? (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)।

২) নিয়োজিত (অ্যাপয়েন্টেড) সেক্রেটারীদের কি কি কাজ করিতে হইবে বলিয়া সরকারী নির্দ্দেশ আছে ?

৩) উক্ত পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক, মেট্রিক, স্কুল ফাইন্যাল বা স্নাতক আছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় ১৯৬১ ইং সন হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ ইং পর্য্যন্ত মোট ৪৭১ জনকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক) ১৯৬১-৬২— ৫৪ জন
খ) ১৯৬২-৬৩— ৫৮ ,,
গ) ১৯৬৩-৬৪— ২৪ ,,
ঘ) ১৯৬৪-৬৫—১৬৪ ,,
ঙ) ১৯৬৫-৬৬— ২ ,,
চ) ১৯৬৬-৬৭— ৫০ ,,
ছ) ১৯৬৭-৬৮— ৬৫ ,,
জ) ১৯৬৮-৬৯— ২ ,,
ঝ) ১৯৬৯-৭০—১৩ ,,
ঞ) ১৯৭০-৭১—
ট) ১৯৭১-৭২— } —কোন নিয়োগ করা হয় নাই।
ঠ) ১৯৭২-৭৩—
ড) ১৯৭৩-৭৪— ২২ ,,
ঢ) ১৯৭৪-৭৫ — ১৭ জন এপ্রেন্টিস পঞ্চায়েত সেক্রেটারী।

মোট—৪৭১ জন

২) নিয়োজিত পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের কার্য্যপ্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা :—

১) পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েত রাজ নিয়মাবলীর ১ নং নিয়ম অনুযায়ী নিম্ন লিখিত কর্ত্তব্যগুলি পালন করিবেন ;

ক) পঞ্চায়েত আইনের এবং আইনানুবলে রচিত নিয়ম ও উপ বিধির বিধান সমূহ ও সরকার বা নির্দ্ধারিত ক্ষমতাবান কর্ত্তৃক অর্পিত ক্ষমতাযুক্ত আদেশ সমূহ পালন করা এবং ঐ বিধান ও আদেশ সমূহ গাঁও পঞ্চায়েত ও ন্যায় পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক যাহাতে পালিত হয় তাহা লক্ষ্য করা এবং উহাদের পক্ষে কোন রীতি ব্যতিক্রম বা ত্রুটি হইলে তাহা উক্ত সরকার বা ক্ষমতাবানের গোচরে আনয়ন করা :—

খ) গাঁও পঞ্চায়েত এবং প্রধান বা উপ-প্রধান কর্ত্তৃক এই আইনে বা আইনানুবলে প্রদত্ত আদেশ সমূহ কার্য্যে পরিণত করা এবং আইনে বা আইনানুবলে কিংবা অন্য কোন আইনে বা আইনানুবলে তাঁহার উপর যে সমস্ত কর্ত্তব্য ন্যস্ত হইবে তাহা সম্পাদন করা ও যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হইবে তাহা পরিচালন করা, এবং

গ) গাঁও পঞ্চায়েতের কর্মচারীগণের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালন করা।

২) পঞ্চায়েত সচিবের গাঁও সভা, গাঁও পঞ্চায়েত অথবা উহাদের অধীন কমিটি বা উপ-সমিতির সভায় উপস্থিত থাকার অধিকার রহিয়াছে। তিনি সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন প্রস্তাব উৎথাপন করিতে বা ভোট দিতে পারিবেন না। তিনি সভার নথী এবং কার্য্যবাহ রক্ষা করিবেন।

৩) প্রধান বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান চাহিলে পঞ্চায়েত সচিবকে গাঁও পঞ্চায়েত বা তাহার অধিন যে কোন্ কমিটি বা উপ-সমিতির সভায় উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

৪) গাঁও সভা বা গাঁও পঞ্চায়েতের কোন প্রস্তাব চলিত পঞ্চায়েত আইনে বা নিয়মাবলীতে প্রদত্ত ক্ষমতার বহির্ভুত না হইলে বা উহা মনুষ্য জীবন বা স্বাস্থ্যের বিপদের কারণ না হইলে অথবা জন জীবন বিপন্ন না করিলে পঞ্চায়েত সচিব ঐ প্রস্তাব রূপায়ণে গাঁও প্রধানকে সাহার্য্য করিবেন। ব্যতিক্রমে তিনি উহা পঞ্চায়েত প্রসারণের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারকের অথবা প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসারের বা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফি-সারের গোচরে অনিবেন।

৫) উক্ত প্রস্তাব রূপায়ণের এবং ট্যাক্স, ফী ও অন্যান্য আদায়ী টাকার উশলের অগ্রগতি সম্বন্ধে পঞ্চায়েত সচিব মধ্যে মধ্যে গাঁও পঞ্চায়েতের নিকট বিবরণ দাখিল করিবেন।

৬) পঞ্চায়েত রাজ নিয়মাবলী অনুযায়ী যাবতীয় রেজিষ্টার পঞ্চায়েত সচিব রক্ষা করিবেন, গচ্ছিত রাখিবেন এবং ঐ গুলির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ঐ রেজিষ্টারগুলি চালু রাখার ও উহার বিষয় সম্বন্ধে সত্যতার দায়িত্বও তাঁহার উপর বর্ত্তাইবে।

৭) পঞ্চায়েত সচিব পঞ্চায়েতের নোটিশ জারীতে, চিঠি পত্র সহ যাবতীয় লেখার কাজে, হিসাব রক্ষণে, প্রস্তাব সমূহ নথী যুক্ত করিতে গাঁও পঞ্চায়েতকে সাহায্য করিবেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি গাঁও পঞ্চায়েতের একজন প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক হিসাবে কাজ করিবেন। যে গৃহকে "পঞ্চয়েত ঘর" আখ্যা দেওয়া হইবে উহাই পঞ্চায়েত সচিবেরও অফিস ঘর হইবে।

৮) গাঁও পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বা পঞ্চায়েত প্রসারণের ভারপ্রাপ্ত কার্য্য-কারক পঞ্চায়েত সচিবের অফিসে কাজের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। উক্ত নির্দ্ধা-রিত সময়ে তিনি অফিসে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করিবেন।

৯) তিনি পঞ্চায়েত সম্বন্ধে যাবতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করিবেন। প্রত্যেক একজিকিউটিভ অফিসার, ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার বা পঞ্চায়েত প্রসারণের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক চাহিলে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উহার বিবরণ তাঁহাদের নিকট দাখিল করিবেন।

১০) নানা বিভাগ কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত উন্নয়ণ মূলক কার্য্য সুচী রূপায়নে গাঁও পঞ্চায়েতকে সাহায্য করা পঞ্চায়েত সচিবের কর্ত্তব্য হইবে। তিনি ঐ সকল কাজের নথী ও হিসাব রক্ষা করিবেন।

১১) সদস্যগণ সম্পর্কে রেজিষ্টারী বহি প্রস্তুত করার এবং উহার ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সংশোধন করার দায়িত্ব পঞ্চায়েত সচিবের।

১২) পঞ্চায়েত রাজ নিয়মাবলীর ৪৩(গ) নং নিয়মানুযায়ী প্রধান যে সকল ক্ষমতা পঞ্চায়েত সচিবের উপর অর্পণ করিবেন তিনি ঐ গুলি প্রয়োগ করিবেন।

১৩) ৫৫(১) নিয়ম অনুযায়ী যদি কোন প্রধান, উপ-প্রধান বা কোন সভ্য পদত্যাগ করিতে চাহেন তবে পন্চায়েত সচিব তাহার বা তাহাদের সাহিত সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া দিবেন।

১৪) প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার বা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার আদেশ করিলে পঞ্চায়েত সচিবকে ন্যায় পঞ্চায়েত আদালতের পেস্কারের দায়িত্বও পালন করিতে হইবে।

১৫) গাঁও পঞ্চায়েতের ও ন্যায় পন্চায়েতের বাৎসরিক আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিতে পঞ্চায়েত সচিব সাহায্য করিবেন।

১৬) জেলা পঞ্চায়েত অফিসার, মহকুমা শাসক, প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার এবং ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার কর্ত্তৃক সময় সময় আদিষ্ট হইলে পন্চায়েত সচিব তাঁহার নিযুক্ত এলাকার মধ্যে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য সরকারী কর্ত্তব্যও পালন করিবেন। কিন্তু তাঁহার এলাকার বাহিরে কোন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইলে পন্চায়েত অধিকর্ত্তা হইতে অগ্রিম লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

পন্চায়েত সচিব তাঁহার নিযুক্ত এলাকার মধ্যে গ্রাম ভিত্তিক পন্চায়েত সংগঠনের উন্নতি ও জনপ্রিয়তার জন্য এবং গ্রামীন আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যাবতীয় প্রসারণের কার্য্য করিবেন।

১৭) পন্চায়েত সচিবদের প্রতিমাসে দৈনিক কার্য্য বিবরণী প্রজেক্ট একজি-কিউটিভ অফিসার বা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রতি মাসের ২১শে তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী মাসের ২০শে তারিখ পর্য্যন্ত মাস গণনা করিতে হইবে এবং ২৫শে তারিখের মধ্যে উহা দাখিল করিতে হইবে। প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার বা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার উক্ত কার্য্য বিবরণী পরীক্ষা করিয়া উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় থাকিলে উহা জেলা পন্চায়েত অফিসারের গোচরে আনিবেন।

৩) সর্বমোট ৪৭১ জন পন্চায়েত সেক্রেটারীর মধ্যে ১৪ জন উচ্চমাধ্যমিক, ৩ জন মেট্রিক, ৪২ জন স্কুল ফাইন্যাল, ৫ জন পি, ইউ, ১ জন বি, এ, পার্ট ওয়ান এবং ৮ জন স্নাতক আছেন।

উক্ত ৮ জন স্নাতকের মধ্যে ৬ জন এপ্রেণ্টিশ পন্চায়েত সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিতেছেন।

ADMITED UNSTARRED QUESTION NO. 185

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৩ ইং সনে টি. সি. এস. হয়ে ১৯৭৫ সনে অবসর গ্রহণ করেও আজ পর্য্যন্ত টি. সি. এস এর বেতন পান নাই, এমন কতজন সরকারী অফিসার আছেন, তাদের নাম এবং

২) না পেয়ে থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১) ১৯৭৩ ইং সনে টি. সি. এস এ প্রমোশন পেয়ে ১৯৭৫ ইং সনে অবসর গ্রহণ করেছেন এমন কোন T. C. S. অফিসার নাই।

২) প্রশ্নই উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 194

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কোন কোন ব্লকে গত ছয় বছর বা তার বেশী সময় ধরে গাঁওসভার নির্ব্বাচন হচ্ছে তার নাম;

২) কত বছর যাবত কোম কোন ব্লকে গাঁও সভার নির্ব্বাচন হয় না তার হিসেব;

৩) নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার কারণ; এবং

৪) যে সকল গাঁও সভার নির্ব্বাচন হয়নি সেই সকল গাঁও সভার নির্ব্বাচিত প্রধানদের বর্তমান লীগেল ষ্টেটাস কি?

উত্তর

১) ১৯৬২ সাল হইতে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ১ (এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি ক্রমে অর্থাৎ ৬ (ছয়) বৎসর পর নিয়মিত ভাবে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন ১ম ও ২য় পর্য্যায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ছয় বৎসর বা তার বেশী সময় ধরে যে সমস্ত ব্লকের অধানস্ত গাঁও পঞ্চায়েত গুলিতে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	১ম পর্য্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচন	২য় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্ব্বাচন
ক) জিরানীয়া	মে, ১৯৬২	ডিসেম্বর, ১৯৬৭
খ) পানিসাগর	জুন, ১৯৬২	ডিসেম্বর, ১৯৬৭

গ) কমলপুর	অক্টোবর, ১৯৬২	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮
ঘ) খোয়াই	নভেম্বর, ১৯৬২	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮
ঙ) তেলিয়ামুড়া	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫	এপ্রিল, ১৯৭২
চ) বিশালগড়	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫	এপ্রিল, ১৯৭৩
ছ) মেলাঘর	ডিসেম্বর, ১৯৬৩	নভেম্বর, ১৯৭২
জ) উদয়পুর	ডিসেম্বর, ১৯৬৩	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০
ঝ) বগাফা	মার্চ, ১৯৬৪	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০
ঞ) রাজনগর	মার্চ, ১৯৬৪	ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০
ট) সাতচাঁদ	এপ্রিল, ১৯৬৬	এপ্রিল, ১৯৭২
ঠ) মোহনপুর	জানুয়ারী, ১৯৬৪	মার্চ, ১৯৬৯
ড) অমরপুর	এপ্রিল, ১৯৬৬	এপ্রিল, ১৯৭২
ঢ) ছাওমনু	মে, ১৯৬৬	মার্চ, ১৯৭২
ণ) কাঞ্চনপুর	অক্টোবর, ১৯৬৬	নভেম্বর, ১৯৭২
ত) কুমারঘাট	অক্টোবর, ১৯৬৬	নভেম্বর, ১৯৭২
থ) ডুম্বুরনগর	এপ্রিল, ১৯৬৭	ডিসেম্বর, ১৯৭২

২) যে সমস্ত ব্লকের অধীনস্থ গাঁওসভা গুলিতে কত বৎসর যাবত পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই তার হিসাব নীচে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	সর্বশেষ অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের তারিখ	পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ধার্য্য তারিখ	কত বৎসর যাবত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই
ক) পানিসাগর	ডিসেম্বর, ১৯৬৭	৩০-১২-১৯৭৩	১ বছর ৫ মাস
খ) কমলপুর	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮	২৪-৩-১৯৭৪	১ বছর ২ মাস
গ) খোয়াই	ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮	২১-৩-১৯৭৪	১ বছর ২ মাস
ঘ) জিরানীয়া	ডিসেম্বর, ১৯৬৭	২১-১-১৯৭৩	২ বছর ৪ মাস
ঙ) মোহনপুর	মার্চ, ১৯৬৯	৯-৩-১৯৭৫	২ মাস

৩) পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোপন প্রথায় ভোট দান পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং হস্ত উত্তোলন পদ্ধতিতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্রমে পরবর্ত্তী পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

৪) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত ইউ. পি. পঞ্চায়েত রাজ আইনের ১২-কে ধারা অনুযায়ী বর্ত্তমান প্রধানগণ ও উপপ্রধানগণ যতদিন না তাঁহাদের নিজ নিজ স্থলাধিকারিগণ নির্বাচিত হন ততদিন তাঁহাদের পদে থাকিয়া যাইবেন এবং গাঁও পঞ্চায়েতের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবেন। নিয়মিত নির্বাচন না হওয়ার দরুন তাঁহাদের মর্য্যাদা আইনানুসারে ক্ষুন্ন হওয়ার কোনও কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala on Friday the 30th May, 1975 at 12-00 Noon.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, 3 Minister for States 1 (One) Deputy Minister, Deputy Speaker and 24 Members.

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question Shri Tapas Dey.

Shri Tapas Dey :— Starred Question No. 246.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 246.

QUESTION

1. Whether the private buses of Tripura & Tripura Road Transport Corporation buses are insured against 3rd party risk ?

ANSWER

Yes.

Shri Tapas Dey :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি টি, আর, এস, ২২৩—এই গাড়ীটা থার্ড পার্টি ইন্সুরড কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বাসের কোয়েশ্চান আছে ট্রাকের কোয়েশ্চান নাই।

শ্রীতাপস দে :— টি, আর, এস, ২২৩—এটা বাস যেটা কিছুদিন আগে এক্সিডেন্ট হয়েছিল, এটার থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স ছাড়া কোন ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫০।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কুমারঘাটে একটি হোমিওপ্যাথ চিকিৎসালয় স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা ছিল ?

২। সত্য হইলে কি কারণে উহা আজও হল না ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। চিকিৎসালয়ের জন্য এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের জন্য উপযুক্ত বাড়ী পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সেখানে ডিসপেন্সারী খোলার ব্যাপারে ঘর পাওয়ার জন্য কি ধরণের চেষ্টা উনারা করেছেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘর ভাড়া করার জন্য কৈলাসহরের এস, ডি,র ও'র কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রীমশাই সেই চিঠি কবে দেওয়া হয়েছে সেই তারিখটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২৫-১০-৭১ ইং কৈলাসহরে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং ১-৩-৭২ ইং রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— সেই চিঠির জবাব মাননীয় মন্ত্রী মশাই পেয়েছেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জবাব পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ১-৩-৭২ ইং রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুবল বিশ্বাস —মাননীয় মন্ত্রী মশাই বললেন যে ঘর পাওয়া যায় নাই। এই ঘর কি বেসরকারী ঘর না সরকারী ঘর ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ভাড়াটীয়া ঘরের কথা বলছি।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভাড়াটীয়া ঘর পেতে হলে কি ধরণের ঘর দরকার জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিসপেন্সারী হওয়ার উপযুক্ত ঘর দরকার।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্পেসিফিকেশান দেন তাহলে আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারতাম ঘর পাওয়া যায় কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করছি একটা ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কি না দেখার জন্য।

শ্রীসুবল বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই ভাড়াটিয়া ঘর পেলে এই হাসপাতাল খুলবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমান বছরে খোলার পরিকল্পনা আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৩।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৩।

প্রশ্ন

১। খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য সরকারের পরীক্ষাগার খোলার কি ব্যবস্থা হইয়াছে ?

২। গত এক বছর কতগুলি সরিষার তৈল এর নমুনা পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাদের ভিতর কতগুলি নমুনায় ভেজাল পাওয়া গিয়াছে ?

৩। তৈলে কি কি ভেজাল মেশান ছিল ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে খাদ্য ভেজাল নিরূপনের জন্য একটি পরীক্ষাগার খোলা হইয়াছে।

২। গত এক বৎসরে মোট ৩১৭টি সরিষার তৈলের নমুনা পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ১৮টি সরিষার তৈলের নমুনা ভেজাল বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

৩। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিল তৈল, বাদাম তৈল ইত্যাদি মেশান ছিল।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি তিল তৈল এবং বাদাম তৈল এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় তিল তৈল যদি পিউর হয় তাহলে কোন কোন অঞ্চলে ব্যবহার করে থাকেন।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই তাহলে তিল তৈল এবং বাদাম তৈল সরিষার তৈলে যা পাওয়া গিয়েছে—সরকার সেটাকে ভেজাল কি করে বলেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরিষার তৈলের কথা বলা হয়েছে। সেই সরিষার তৈল হিসাবে এক্জামিন করে দেখা গিয়েছে যে ভেজাল।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই, স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এই ধরণের ভেজাল দেওয়া হয়েছে এমন কিছু পেয়েছেন কি ? সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নটা ছিল তিল তৈল এবং বাদাম তৈল ভেজাল পাওয়া গিয়েছে।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— স্যার, আমার প্রশ্নটা আরও পরিষ্কার করছি—৩১৭টা সেম্পল সেখানে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৮টা ভেজাল পাওয়া গিয়েছে। সেই ৫৮টার মধ্যে সবগুলিই তিল তৈল বা বাদাম তৈল, এছাড়া আর কিছু নেই সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৫৮টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে ৪০টা তিল তৈল, ১৩টা বাদাম তৈল, ৫টা তিল এবং বাদাম তৈল।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এইসব ভেজালকারী কারা তাদের কোন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের কাছ থেকে সেম্পল কালেকশান করা হয়েছে তারাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই ত্রিপুরাতে সরিষার তৈল ভেজাল কি নির্ভেজাল, এটা পরীক্ষা করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পরীক্ষাগার খোলা হয়েছে গত ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ ইং।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু পরিষ্কার হতে চাই, এই সমস্ত ভেজালকারীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি না এবং তার সঙ্গে তাদের নাম কি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সব নাম আমার কাছে এখন নেই। তবে সাব-ডিভিশান ওয়াইজ বলছি—খোয়াই ১৮টা নমুনা কালেকশান করা হয়েছে ৪টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে এবং ৪টা বিচারাধীন আছে। উদয়পুরে ৮২টা নমুনা কালেকশন হয়েছে—৭টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৭টা বিচারাধীন আছে। কৈলাসহরে ৪০টা কালেকশান হয়েছে, ১০টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে এবং ১০টা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সাবরুমে ২৫টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৮টা, ৩টা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং ৫টা বিচারাধীন আছে। ধর্মনগরে ২৮টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ৬টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৬টা বিচারাধীন আছে। কমলপুরে ১৩টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ৪টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে, ৪টা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। সদর আগরতলা ১১টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ৫টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৩টা কনভিশন হয়েছে ২টা বিচারাধীন আছে। অমরপুরে ৩০টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ৫টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৫টা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ায় ২৭টা সেম্পল কালেকশান হয়েছে ৩টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ১টা কনভিকশান হয়েছে ২টা বিচারাধীন আছে। বিলোনীয়া ৩০টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ৫টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ৫টা বিচারাধীন আছে। সোনামুড়া ১৩টা নমুনা কালেকশান হয়েছে ১টা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ১টা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে এগুলি কেস গভর্ণমেন্ট হ্যাণ্ডওভার করেছেন টাইমটা কত দিন ? কত দিনের মধ্যে কেসগুলি ধরা হয়েছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চানটার মধ্যে আছে যে গত এক বছরে কতগুলি তেলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতগুলি ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে ? কাজেই কোয়েশ্চানটা এক বছরেরই ছিল।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে বললেন স্যার, তিনি এইটুকু স্বীকার করবেন কি যে এই মফঃস্বল টাউনগুলির চেয়ে এই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাতে অনেক বেশী দোকান আছে, সেই অনুপাতে অনেক কম স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটাতে তেলের ভেজালের কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাপার এখানে আসে না।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, আমি তো তেলের কথাই বলছি স্যার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেক বেশী তেলের দোকান আছে। সেই অনুপাতে আমি যেটা লক্ষ্য করেছি স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, এত বেশী দোকান আছে যে সেই দোকান আছে যে সেই দোকান অনুযায়ী স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে অনেক কম দোকানের। এতে ব্যবসায়ি দিগকে ইনডাইরেক্টলি তেলে ভেজাল দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এইটা স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দোকান অনেক থাকতে পারে কিন্তু দোকান থাকলেই যে ভেজাল হবে এইটা কোন কথা নয়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ২৭টি স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে এর মধ্যে ৩টি ভেজাল সাসপেক্ট করা হয়েছে। কাজেই কালেকশন কম হয়েছে এইটা ঠিক নয়। আর স্যাম্পল কালেকশন হলেই যে ভেজাল হবে তার কোন কারণ নেই।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে আগরতলা থেকে যারা পাইকারী তেল বিক্রী করেন ওদের ওখানে ভেজালটা অর্থাৎ তারা যাদের কাছ থেকে পাইকার হিসাবে তেল নিয়ে ব্যবসা করেন, তারা যাদের কাছ থেকে তেল নেন তারাই ভেজাল মিশান এবং মাননীয় সদস্য সুশীল বাবু যে প্রশ্নটা তুলেছেন আগরতলা শহর থেকে কম স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে এবং মফঃস্বলে বেশী কালেকশন হয়েছে। সেইটা কি সরকার কোন রাজনৈতিক চাপে করেছেন যার ফলে আগরতলায় কম হয়েছে ? কারণ যেখানে ভেজালের আড্ডা—

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটা তেল কালেকশনে আমরা যা দেখেছি তাতে যে স্যাম্পল কালেকশন করেছেন মিউনিসিপ্যালিটির সেনিটারী ইন্সপেক্টার তার মধ্যে আমার মনে হয় কোন কার্পণ্য করা হয় নাই বা রাজনৈতিক চাপে করা হয় নাই।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাধারঘাটে যে সমস্ত তেল কলগুলি আছে সেখান থেকে কোন স্যাম্পল কালেকশন হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ। এই সম্বন্ধে আমার কাছে কোন তথ্য নাই।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তেলে যেখানে ভেজাল মিশায় সেখান থেকে উনারা কোন স্যাম্পল নিলেন না আর উনি এইটা ডিমাণ্ড নোটিশ করছেন। আর ছোট ছোট দোকান অমরপুর ৫৭টি, উদয়পুর ৯৭টি ওখানে তারা করতে পারলেন অথচ যেখানে ভেজালের ঘাঁটি সেই ঘাঁটিতে উনারা হাত দিলেন না। হাত দিলেন চুনিপুটির উপর যারা ভেজালের ঘাঁটীতে থেকে তেল নিয়ে ওখানে ব্যবসা করে। স্যার এইটা মিনিষ্টার বলছেন ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চানটা ছিল অনেক বিস্তৃত, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে। কাজেই মাননীয় সদস্য যে পার্টিকুলার জায়গার কথা জিজ্ঞাসা করবেন সেইটা অনুধাবন করতে পারি নাই। যদি তিনি রাণীর বাজারের কোন মিলের কথা পাটিকুলারলি বলেন তাহলে আমি সেইটার রিপ্লাই দিতে পারবো।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, কোয়েশ্চানটা ছিল তেল সম্পর্কে। যেখানে তেলকলে ভেজালটা মিশানো হয় বেশী সেখানে কোন স্যাম্পল নেওয়া হবে না এইটাতো আমরা আশা করতে পারিনি। তাহলে কি এইটা বুঝাবে যে তেল কল মালিকদের কাছে উনাদের কোন একটা দায় বাঁধা আছে? যার জন্য সরকার ওদের গায়ে হাত দিতে পারেন না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যদি পার্টিকুলারলি কোন মিলের কথা বলতেন তাহলে আমি জবাব দিতে পারতাম। কোয়েশ্চানটা ছিল বিস্তারিত, এই কথা চিন্তা করা যায় নাই। সেই জন্য আমি ডিমাণ্ড নোটিশ বলেছি।

শ্রীতাপস দে :— স্যার, মিলগুলি নিশ্চয়ই ত্রিপুরার বাইরে নয়। আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে মিলগুলিতে বিভিন্নভাবে তেলবীজ এবং ভেজাল মেশানো হয়। উনারা এই কথাটা অনুধাবন করতে পারেন নি যে এই কথাটা আসতে পারে? এইটা স্যার, হাস্যকর ব্যাপার।

ডাঃ বিনোদবিহারী দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে রাণীর বাজারের কথা বলা হয় নি, প্রশ্নটা ছিল স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যে ভেজাল। তাতে কি রাণীর বাজারটা ত্রিপুরার মধ্যে নেই স্যার? এইটা কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাণীর বাজার ত্রিপুরার মধ্যেই এবং আমি যে উত্তর দিয়েছি সেইটাও ত্রিপুরার জন্যই উত্তর দিয়েছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— স্যার, আমার কাছে অনেক দোকানদার কমপ্লেন করেছে যে ওরা কোম্পানীর মার্ক দেওয়া টীন পাইকারী দরে কিনে এনে বিক্রী করেন কিন্তু যখন সেনিটারী ইন্সপেক্টার যায় তারা বলেছেন যে আমাদের দোকান থেকে যে স্যাম্পল নিচ্ছেন তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তার সাথে সাথে যে কোম্পানী থেকে এই টিনগুলি আসে সেখান থেকে তেল নিতে হবে কিন্তু সেনিটারী ইন্সপেক্টাররা সেইটা করেন না। কাজেই আমি জানতে চাই, সরকারের এমন কোন বিধি আছে কি না যে সমস্ত কোম্পানী তেল বিক্রী করবে সেই সমস্ত

কোম্পানী থেকে সেনিটারী ইন্সপেক্টাররা তেল নেবে না। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এমন কোন ডিরেকশন আছে কি না যে, যে সমস্ত মিল থেকে এই টিনগুলি আছে সেখান থেকে সেনিটারী ইন্সপেক্টররা তেলের স্যাম্পল আনবে না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্যাম্পল কালেকশান করা হয়ে থাকে। ফুড এলোকেশান এ্যাক্ট অনুযায়ী। দোকানে মানুষের খাবার জিনিষের জন্য যে তেল রাখা হয় সেই সমস্ত তেলের স্যাম্পল কালেকশান করার বিধান আছে সেটা অরিজিন্যাল কোম্পানী হোক বা অন্য যে কোন কোম্পানী হোক।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা কমপ্লেন করছি। এই রকম স্যাম্পল সেনেটারী ইন্সপেক্টার আনেনা। কাজেই এই রকম যাতে অন্যান্য কোম্পানী থেকে স্যাম্পল আনে তার ব্যবস্থা করবেন কি না স্যার ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অরিজিন্যাল কোম্পানীকে যদি সন্দেহ হয় ভেজাল আছে, তাহলে সেটারও স্যাম্পল আনার কথা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :— আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার, আমি সন্দেহের কথা বলছি না, এখানে সন্দেহ করার প্রশ্ন আসে না। আমি কোম্পানী থেকে ২ টিন তেল আনিয়েছি, ১ টিন কেটে বিক্রী করছি আর এক টিন আছে আমি বলছি ওটার থেকে স্যাম্পল নিতে হবে। সেখান থেকে সেনেটারী ইন্সপেক্টার নিচ্ছে না। যাতে সেখান থেকেও আনে এবং আনলে পরে যদি অরিজিন্যাল কোম্পানী ভেজাল করেছে এটা প্রমাণিত হবে। শুধু ছোট ব্যবসায়ীদের প্রতি অন্যায় ভাবে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আমি সেই দিক থেকে বলছি স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেটা সন্দেহ হবে তারই স্যাম্পল কালেকশান করা হবে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৯৭৪ সালে বাঁধার ঘাটে কয়টি তেল কলের স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল এবং ওই সব তেল কলের কতগুলি ভেজাল প্রমাণিত হয়েছিল।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদর আগরতলায় ১১টি তেল কলের সেম্পল কালেকশান করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ৫টি ভেজাল বলে প্রমাণিত হয়েছে, ৩টি দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, ২টি বিচারাধীন আছে। বাঁধারঘাটে যদি কোন সেম্পল কালেকশান হয়ে থাকে তা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেনটেরি স্যার, আমার কথা ছিল যে বাঁধারঘাট তেল কল থেকে যে সেম্পেল আনা হয়েছিল এবং যেটা ভেজাল প্রমাণিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোর্টে প্রোসিডিংস হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শাস্তি হয়েছে বোধ হয়।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— সাপ্লিমেনটেরি স্যার, প্রশ্ন উত্তরে যতটুকু বুঝা গেল যে সেম্‌পেল যেগুলো কালেকশান হয়, সব জায়গাতেই হয় না, এই সরকার এইটুকু এস্যুরেন্স দিতে পারবেন কিনা যে যতগুলি তেল কল আছে তার সবগুলি থেকেই সেম্‌পেল কালেকশান করা হবে এমন কি বাইরে থেকে যে সব তেল আসে তার সেম্‌পেলও কালেকশান করবেন এবং সেইগুলো পরীক্ষা করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— যে গুলো ভেজাল বলে সন্দেহ হবে সেইগুলো এগজামিন করা হবে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— সাপ্লিমেনটেরি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যাদের তেলে ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে তাদের কোন নাম ধাম পাওয়া যায়নি, তাহলে কেস দেওয়া হয়েছে কার নামে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— নাম ধাম পাওয়া যায়নি একথা আমি বলিনি, আমি বলেছি আমার কাছে এ তথ্য নাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :— সাপ্লিমেনটেরি স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সব সাব-ডিভিশানে ভেজাল চলছে। কাজেই এই ভেজালটা যাতে পারমানেন্টলি বন্ধ করা যায় তার জন্য কনষ্ট্রাকটিভ কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে। শুধু কতটুকু সেম্‌পেল এনে পরীক্ষা করে চালান দেওয়া ছাড়া আর কি ষ্টেপ সরকার নিয়েছেন এই ভেজাল বন্ধ করার জন্য?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফুড ইনেসপেক্টার, সেনেটারি ইনেসপেক্টারদের যে সমস্ত জায়গাতে সন্দেহ হয়, সেই সব জায়গাতেই সেম্‌পেল কালেকশান করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় এবং ভেজাল প্রমাণিত হলে কোর্টে প্রোসিডিংস করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— ষ্টার্ড কোশ্চেন নং ৩৮৫।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোশ্চেন নং ৩৮৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বর্তমান ডাইরেক্টার অব হেলথ অফিসটা নার্স হোষ্টেলে অবস্থিত;

২) সত্য হইলে তার কারণ কি, এবং

৩) ডাইরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসের অফিস কনষ্ট্রাকশান-এর সাইট সিলেকশান হয়েছে কিনা?

উত্তর

১) হাঁ।

২) উপযুক্ত স্থানের অভাবে নানান বাড়ী ভাড়া করিয়া অফিসটি চলিতেছিল, তাই নূতন নার্সিং হোষ্টেল হওয়ার পর এই স্থানটিতে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়।

৩) না।

শ্রীতাপস দে :— সাপ্লিমেনটেরি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে নার্স হোস্টেলে ডাইরেক্টার অব হেলথ সার্ভিস-এর অফিসটা কতদিন যাবত আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫ সাল থেকে এই বাড়িতে ডি. এইচ. এস. অফিস আছে।

শ্রীতাপস দে :— ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ পর্য্যন্ত একটা জায়গা ওনারা পেলেন না, ডাইরেক্টার অব হেলথ সার্ভিস অফিস কনষ্ট্রাকশান করার জন্য ? স্যার, ওখানে লিচু বাগানের পাশে যেখানে নার্স হোষ্টেল রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরণের গণ্ডোগোল হয়েছে মিলিটারিদের সংগে, ওদের ওখানে অত্যাচার করেছে। তারপরও গভর্ণমেন্ট একটা জায়গা সিলেকশান করতে পারলেন না কোথায় অফিস হবে কি হবে না ? এটা আমি স্যার, বুঝলাম না এর কারণটা কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ফিপ্‌থ প্ল্যান এ ডি. এইচ. এস, অফিসকে সিফটিং করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এবং ১৯৭৫-৭৬ এ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং একটা প্ল্যান আছে যে আসাম রাইফেল গ্রাউণ্ডে অন্যান্য অফিস করা হবে এবং সেই সংগে ডাইরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসেস-এর অফিসও সেখানে করা হবে।

শ্রীতাপস দে :— ফোরথ প্ল্যানে কোন টাকা ধরা হয়েছিল কিনা।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফোরথ প্ল্যানে টাকা ধরা হয়েছে কিনা এ তথ্য আমার কাছে নেই।

Mr. Speaker :—Question is over. Ministers may lay on the table of the House the replies to the Unstarred Questions & also to the starred questions which were not answered orally. Next Business before the House ....

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার নেক্‌ষ্ট বিজিনেস আরম্ভ হওয়ার আগে আমার একটা কথা আছে। আমি দুটি বিষয়ে কথা বলবো স্যার—কালকের এই ঘটনার পরটায় আমি ২/৩টা ফোন পাই স্যার, এবং তাতে নাম বলা হয়নি এবং আমাকে থ্রেটেন করা হয় আমাকে দেখে নেবে এইভাবে হাউসে কাজ করলে আমাকে দেখে নেওয়া হবে। এবং যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এগেনষ্টে কোন কথা বলি তাহলে আমাকে দরকার হলে গাঁয়োদে পোরা হবে। কাজেই আপনার দৃষ্টিতে আমি আনছি এবং আমি আপনার প্রোটেকশান চাইছি যে আমার বাড়ীর উপর যে কোন সময়ে হামলা হতে পারে, মিথ্যা কোন মকদ্দমায় আমি জড়িয়ে পড়তে পারি, এটা আপনাকে আমি জানিয়ে রাখছি স্যার। কেননা আমি আমার লাইফ এবং প্রোপার্টি ইনসিকিউরড মনে করছি। এটা হল এক নং। দ্বিতীয় নং হল স্যার, কালকে যে ঘটনা হয়ে গেল, আমাদের হাউসের টেপগুলি নিয়ে এবং এতে আপনি মোটামুটি প্রিলিমিনারী এনকোয়েরী যেটা করেছেন, এবং মোটামুটি যে বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে গভর্ণরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে—গভর্ণর উনি হলেন কনষ্টিটিউশন্যাল হেড, উনার নাম এখানে জড়িয়ে গেছে এবং উনার যে স্পেশাল সেক্রেটারী, উনার নামও এসে গেছে। কাজেই গভর্ণর আমাদের কনষ্টিটিউশন্যাল হেড,

আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না যিনি কনষ্টিটিউশন্যাল হেড, যাঁর নামের উপর আমাদের এই রাজ্যের গভর্ণমেন্ট চলছে, উনি এইরকম জঘন্য কাজে নিজেকে লিপ্ত করতে পারেন এবং তাঁর নোলেজে এই ঘটনা ঘটতে পারে। কারণ গভর্ণর ইজ এ্যাভাব অল—উনি কোন পলিটিক্যাল পার্টিতে বিশ্বাসী নন, আজকে সেই গভর্ণরকে টেনে আনার অর্থ হল আমাদের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এর মধ্যে টেনে আনা। কাজেই যারা প্রকৃতপক্ষে এটা করেছেন তাদের নাম আমাদের বের করতে হবে কারণ গভর্ণর আমাদের হেড অব দি ষ্টেট, উনি জানেন যে ইভেন সুপ্রীম কোর্টের পর্যাপ্ত ক্ষমতা নেই এ্যাসেম্বলীর যে সমস্ত প্রসীডিংস আছে, আমাদের কাউলের বইয়ে আছে স্যার, যেটা আপনি প্রায়ই রেফার করেন, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নেই এ্যাসেম্বলীর কোন প্রপারটি, কোন প্রসীডিংস চাইতে পারে। বিশেষতঃ এল, পি, সিং-এর মত গভর্ণর এমন একটা অগণতান্ত্রিক কাজ, কনষ্টিটিউশনের পারভিউতে যেটা পড়ে না, উনি এই রকম একটা কাজ করবেন, আমি বিশ্বাস করি না এবং এটাও সংগে সংগে বিশ্বাস করিনা, যিনি গভর্ণরের স্পেশাল সেক্রেটারী, উনি এই ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারেন। আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল,—প্রমাণ চাইলে আমি প্রমাণ দিতে পারব স্যার, এই প্রশাসন গভর্ণরের অনুপস্থিতিতে, কোন কোন কর্মচারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গভর্ণরের নামে এই সমস্ত বে-আইনী কাজ দীর্ঘদিন যাবত চালাচ্ছেন। কালকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম—টেপের খবর হল এ্যাসেম্বলীর গাড়ীতে ১০টি টেপ যায়, এবং তার সংগে একটা পোর্ট্যাবল মেশিন যায়, এবং সেখানে রিটেপ করা হয়। আর বাকী টেপগুলি যায় পাবলিসিটির গাড়ীতে, টোটাল ২২টি টেপ যায় এবং এইগুলি করার পেছনে এই অগণতান্ত্রিক প্রশাসনের হাত আছে এবং সেই প্রশাসনের নির্দেশে এই এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী এই কাজ করেছেন। আমরা অবাক হয়ে যাই দেখে যে এই রকম একটা অগণতান্ত্রিক কাজ, যিনি ডেমোক্রেসীর কাষ্টোডিয়ান, সেই গভর্ণরকে এখানে টেনে আনা হয়েছে। জঘন্য অপরাধ, গণতন্ত্রের ইতিহাসে অন্ততঃ শুনিনি, এটা চিন্তা করতেও আমাদের কষ্ট হয়। যাঁরা গণতন্ত্রকে টীপে মারতে সব সময় চেষ্টা করছেন, গণতন্ত্রের নামে যত অপকর্ম, দুরাচার, স্বৈরাচার, দুর্নীতি চালাচ্ছেন, এই শক্তি এর পেছনে। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাব রাখছি যে এটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে তদন্ত হওয়া দরকার এবং এই হাউসে আমি যেহেতু এই ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তদন্ত কমিটিতে আমি থাকব, না হলে আমি বুঝব মাননীয় স্পীকারের সদিচ্ছা থাকা সত্বেও কোন প্রেশারের জন্য হয়তো আপনি পারছেন না, এ কথাই আমাকে বুঝে নিতে হবে। যেহেতু আমি অভিযোগ এনেছি এবং প্রাথমিক পর্য্যায়ের তদন্তে আপনি যেটা রুমে না গিয়ে আপনার ঘরে বসে যে তদন্ত করেছেন অল্প সময়ের মধ্যে তাতে সেটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং সেইজন্যই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি এই হাউসের শাসনপ্রথা, হাউসের ডিগনিটি রক্ষা করবেন—ইউ আর দি কাষ্টোডিয়ান অব দি হাউস। আপনি আমাদের বিধায়কদের মধ্য থেকে তিনজন নিয়ে একটা তদন্ত কমিশন করুন। আমলা দিয়ে বা অন্য কাহাকেও দিয়ে এটা হতে পারে না। গণতন্ত্র আজকে বিপন্নই নয় শুধু, এইভাবে লাঠি দিয়ে, লাথি মেরে ত্রিপুরা থেকে গণতন্ত্রকে বিদায় করার চেষ্টা হচ্ছে বর্ত্তমান প্রশাসনের তরফ

থেকে, তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে আমরা কোন আরগুমেন্ট, কোন কথা কাটাকাটির মাধ্যমে গেলে অনেক তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে, আমার এখানে আপনার সেক্রেটারীর অনেক কাজের নিদর্শন আছে, যদি বলেন আমি পড়ে শোনাব, তথাপি আমি এটা করতে চাই না, আমি কারও রুচিতে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু আপনি কাষ্টোডিয়ান হিসেবে হাউসের, একটা তদন্ত কমিটি গঠন করুন, তিনজন বা পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে এবং সেটা আজকেই করবেন বলে আমি আশা করি। এই তদন্ত কমিটি যে পর্য্যন্ত তাঁদের রিপোর্ট না দেবে—হাউসের স্যাংকটিটির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত—বোধ হয় আপনিও সে লাইনে চিন্তা করেছেন এবং চিন্তা করেই আজকে সেক্রেটারীকে হাউসে আসতে দেননি, এই সেক্রেটারী এই হাউসে বসার অনুপযুক্ত বলেই আমি মনে করি। উনাকে হাউসে আনা এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করা একই পর্য্যায়ে পড়ে, কাজেই আপনি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উনাকে হাউসে আনবেন না বলেই আমি মনে করি। এই বক্তব্য রেখে আমি আমার আসন গ্রহণ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আপনি কালকে বলেননি ২২টি গেছে, না কয়টি টেপ গেছে, কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম, আপনি যে ঘরে টেপ থাকে, সে ঘরে যেয়ে তল্লাসী করবেন, আপনি তা করেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য খুব আলি বলেই—আমাকে ১০ মিনিটের মধ্যে করতে হয়েছে—আপনাদের আমি অনুরোধ করেছিলাম আপনারা আসুন, টেপগুলো দেখুন, কিন্তু আপনারা আসেন নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— স্যার, আমরা কোন কথা গোপন করছিনা, আমি বলছি। স্যার, আপনি যখন আমাকে বলেছেন, আপনি আমাকে ডেকেছিলেন আপনার চেম্বারে আমি সেখানে গেছি, আমি যখন গেছি তখন আপনার সেক্রেটারী এসে বললেন যে আমি এখনও ঘরে ঢুকিনি, আমার ঘরে টেপ আনা হয়েছে, আপনি ইন্সপেকশান করুন। আমি সেটা দেখতে যাব কেন, সেটাতো আপনার দায়িত্ব।

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে দ্বিতীয় আমি ডেকেছিলাম। সেক্রেটারীর ঘরে টেপ-গুলো পৌছে দেওয়া হয়েছিল, ঐগুলো আবার আপনাদের সামনে দেখা হত, সবকিছু ব্যবস্থা করা হত, আনফরচুনেটলী আপনারা আসেন নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— আপনি আমার কথা শুনুন, আমি যদি অসত্য কিছু বলি তাহলে বলবেন। আমার অবজার্ভেশানের উপর আপনার অবজার্ভেশান রাখবেন। এখানে আমরা আশা করেছিলাম যে আপনি হয়তো আমাদের বিশ্বাস করেছেন—আমরা যা বলেছিলাম যে আপনি টেপ ঘরে ঢুকে টেপগুলো পরীক্ষা করবেন, কিন্তু আপনি তক্ষুনি সে ঘরে ঢুকেননি, তা থেকে বুঝা যাচ্ছে আপনি নিশ্চিত হয়েছেন যে ২২টি টেপ গেছে! প্রসিডিংস সম্পর্কে কনষ্টিটিউশানে, আর্টিক্যাল ২১২তে আছে যে 'কোর্টস নট টু ইনকোয়ের ইনটু প্রসীডিংস অব দি লেজিসলেচার'—এমন কি কোন কোর্ট পর্য্যন্ত সেটা চাইতে পারবে না ইভেন নট দি সুপ্রীম কোর্ট—কাউলের বইতে আছে, আমি পড়ে শুনাচ্ছি—

"Custody of all records, documents and papers belonging to the House or any of its Committees or the Secretariat vests in the Secretary. No such record, document or paper can be taken out of the Parliament House without the permission of the Speaker."

কিন্তু দেখুন কিভাবে এই সেক্রেটারী হাউসের যে প্রসীডিংস হাউস থেকে রাজভবনে নিয়ে গেছেন. এটা সাংঘাতিক কথা, আমরা চিন্তা করতে পারি না, এই বিধান সভার সেক্রেটারীর একটা মর্য্যাদা আছে, তাঁর একটা বিধান সভার সেক্রেটারী হিসাবে প্রিভিলেজ আছে. আর তিনি আমাদের নামে, আপনার নামে, গণতন্ত্রের নামে যাচ্ছেতাই করছেন, কোন দিকে লক্ষ্য রাখার তিনি প্রয়োজন মনে করেন না? সেক্রেটারী সব সময় আপনার কাছে যেতে পারেন, আমি যেতে পারি আপনার কাছে, আপনি ডাকলে যে কোন মেম্বার আপনার কাছে যেতে পারেন, উনি সব সময় আপনার কাছে যেতে পারেন, আপনার অনুমতি নিতে পারেন, কিন্তু আপনি কালকে বলেছেন যে হাউসে আপনি থাকাতে তিনি আপনার অনুমতি নিতে পারেন নি—কিন্তু আপনার অনুমতিতে টেপ যেতে পারেনা স্যার, প্রসীডিংস অব দি হাউস আপনি পাঠাতে পারেন না, আপনি অনুমতি দেবেন না আমরা জানি, কিন্তু আপনাকে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে যে আপনি হাউসে থাকায় আপনার অনুমতি নিতে পারেন নি, কিন্তু আমরা জানি যে আপনি অনুমতি দিতে পারেন না, দেবেন না, সুতরাং এই যে অবস্থা, এই অবস্থা অবিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত। আমি আশা করব মাননীয় স্পীকার এই সম্বন্ধে অবজার্ভেশান রাখবেন। বিধান সভায় একটা কমিটি হবে, কমিটি হয়ে এই ঘটনার তদন্ত হবে, যেহেতু গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু গভর্ণরকে ব্যবহার করা হয়েছে, আমি চাই এই সেক্রেটারী এই বিধানসভা যতদিন চলবে এই বিধানসভায় ঢুকতে পারবেন না। সেক্রেটারীকে ছুটি নিতে বলুন এবং তারপর অন্য ব্যবস্থা করা হবে। তদন্ত হবে, তদন্ত হওয়ার পরে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সেক্রেটারী বিধানসভার প্রশাসনে থাকতে পারেন না।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস:— স্যার, আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। গত ১২ তারিখে সেদিন হাউসে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাউস ২২ তারিখ পর্য্যন্ত অ্যাডজোর্ণ হয়ে গেল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার তথা আমাদের হাউসের সেক্রেটারী আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন। সে দুর্ব্যবহারের জন্য আমি যখন মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে অভিযোগ করেছিলাম এবং সংগে সংগে আমাদের লীডার অব দি হাউসের কাছেও আমি এর একটা সমাধানের কথা বলেছিলাম। কিন্তু আজকে দেখছি স্যার, আপনার যে সেক্রেটারী ইনি গণতন্ত্রকে হত্যা করছেন এটা প্রমাণিত। শুধু তাই নয়, এই হাউসের যারা সদস্য তাদের প্রতি যে ব্যবহার করে চলেছেন সেটাও আজকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল, শুধু সেক্রেটারী তার নিজের ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ধরণের একটা গণতন্ত্র বিরোধী কাজ, সংবিধান বিরোধী কাজ করবেন, এটা শুধু তিনিই যে এর জন্য দায়ী তা নয়। আমার মনে হয় লীডার অব দি হাউসের কাছে বলা সত্বেও উনি এর কোন প্রতিকার করেন নি। দুঃখের বিষয় স্যার, আপনি আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, সেই ১২ তারিখ ঘটনার দিন মাননীয় সেক্রেটারী মহাশয় যখন যাচ্ছিলেন আমার লীডার অব দি হাউস তখন সেক্রেটারীকে

পিঠ চাপড়িয়ে বললেন যে 'বাহবা তুমি বেটার মত কাজ করেছ'। যিনি বিধানসভার এম, এল; এ-কে হত্যা করতে চেষ্টা করতে চেয়েছেন এবং চেষ্টা করতে চেয়ে সে পারে নাই এবং চেষ্টা করে অপদস্ত হয়েছে এহেন লোককে আমার সামনেই বলেছেন উনি যে "তুমি ঠিক করেছ"। তাহলে শুধু আমি বলতে চাই স্যার, এই সংবিধান বিরোধী কাজ শুধু সেক্রেটারী করে নাই, গণতন্ত্র হত্যার জন্য শুধু সেক্রেটারী দায়ী নয় সংগে প্রশাসনের যিনি কর্তা তিনিও দায়ী আছেন। কাজে কাজেই, আমি আপনার মাধ্যমে আপনাকে অনুরোধ করব, এই হাউস থেকে এই সেক্রেটারীকে এক্ষুনি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন এবং বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সাসপেণ্ড করা হোক এবং এর পেছনে প্রশাসনিক যে হাতগুলি আছে, প্রশাসনিক দুষ্ট চক্রের যে একটা জাল বোনে রেখেছে সেটা উদ্ঘাটন করার জন্য তদন্ত কমিটি করা হোক, এটা মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণ বলেছেন স্যার, এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, আজকে শুধু আমাদের টেপ নিয়ে গেছে, এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার, যারা নাকি কনস্টিটিশান বহির্ভূত কাজ করতে পারে, যারা স বিধানের বাইরে কাজ করতে পারে, হাউসের প্রোপার্টি বাইরে সরিয়ে নিতে পারে, তারা কি না করতে পারে স্যার? তারা গণতন্ত্র বলুন, সমাজতন্ত্র বলুন, সাধারণ মানুষের কথা বলুন, তারা কি করতে না পারে এটা তো আমার ধারণা নাই। তারা মানুষকে হত্যা করতে পারে, মানুষকে পিষে মারতে পারে, যা খুশী তাই করতে পারে। এ হেন মেশিনারী যেগুলি আছে সেগুলির বার করার দায়িত্ব তার. আপনি এই হাউসের কর্তা স্যার, এই দায়িত্ব আপনার. গণতন্ত্র রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। আপনি যদি এই যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি যদি আপনার ন্যায়ের পথটা নিয়ে আপনি যদি না আসেন স্যার, তাহলে গণতন্ত্র কি বাঁচবে এবং সেই গণতন্ত্র রক্ষা করার একমাত্র দায়িত্ব আপনার এবং আপনিই পারেন সেটা। একমাত্র আপনিই পারেন এই যে দুষ্ট চক্র, এই যে প্রশাসনিক গলদ, এই যে গণতন্ত্র হত্যা করতে চাইছে তাদের মূল উদ্ঘাটন করার ক্ষমতা আপনার আছে. আমি বিশ্বাস করি। কাজেই আমি অনুরোধ করব স্যার যাতে করে একটা তদন্ত করে যাতে এটা শেষ হয়ে যায়, ভবিষ্যতে জেনারেশন, আজকে ত্রিপুরাবাসী যাতে একটা মুক্তির নিশ্বাস পায়, একটা শান্তির নিশ্বাস নিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুন, নইলে এইভাবে চললে স্যার, ত্রিপুরার মানুষ বাঁচবে না। শুধু তাই নয়, আজকে গণতন্ত্র কিভাবে হত্যা করা হচ্ছে এই প্রশাসনের মাধ্যমে, আজকে ইন্দিরা গান্ধীর মুখে চুন পড়ছে। আজকে ভারতবর্ষের নেত্রী যে গণতন্ত্রের পূজারী, যার নামে পৃথিবীর সমস্ত পঞ্চমুখ, আজকে তার নামে চুনকালি দিচ্ছে কতগুলি ধুরন্ধর মতলব বাজ লোক। কাজে কাজেই আজকে ইন্দিরা গান্ধীকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। এ দায়িত্ব আপনার উপর পড়েছে। এই দায়িত্ব রক্ষা করার জন্য, ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচানোর জন্য এটার একটা উত্স, এই দুর্নীতির মূলে বিনাশ করার দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য আপনাকে এগিয়ে আসতেই হবে এবং তদন্ত কমিটি করে যাতে এটা শেষ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে স্যার। এই বলে আমি শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, যেহেতু কথাটা উঠছে, একজন সদস্য হিসাবে আমিও কিছু বক্তব্য রাখতে চাই এবং আমি আপনার মাধ্যমে সকলের কাছেই অনুরোধ রাখব যতক্ষণ আমি বলছি, কারণ আমার বক্তব্যে যুক্তির অবতারণা করে আমার বক্তব্য রাখব, কাজেই যতক্ষণ

আমি বলি আরগুমেন্টের জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করব আমাকে যেন বাধা না দেওয়া হয়। প্রথমে, এই যে একটা প্রস্তাবের আকারে তিনি বললেন, অ্যাসেম্বলীর বিধান অনুসারে যদি একটা মোশন আনতে হয় তাহলে সেই মোশনটার জন্য প্রস্তাব প্রয়োজন। কোন বিষয় আলোচনা হতে পারে না অ্যাসেম্বলীর ফ্লোরে বাট উইদাউট এ মোশন এবং সেই যিনি মোশনটা দেন তাহলে সেই মোশনের জন্য একটা নোটিশ দেখাতে হবে। একটা নোটিশ দিয়ে সাব-স্টেনটিভ মোশান এনে তার উপর ডিস্কাশন করতে হবে। এটা অ্যাসেম্বলীর বিষয় বস্তু হয় হয় তাহলে তার উপর ডিস্কাশন করার টাইম নিয়ে সেটার উপর আলোচনা করতে হবে। এই হচ্ছে নিয়ম এবং সেইভাবে যদি আসে তখন সেটা হাউসের বিচার্য হয়। আর এটা যদি সাইট ইস্যু হয়ে থাকে, সাধারণত আমাদের বিধান সভায় একটা রেফারেন্স কখনও কখনও হচ্ছে কিন্তু এই রকম একটা রেফারেন্সের মূলে এই সিদ্ধান্ত হওয়ার পার্লামেন্টারী নজির আছে বলে আমি জানি না। কোন একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত, কারণ এর ভিতর দিয়ে একটা ডিমাণ্ড করা হয়েছে যে সেক্রেটারী আসতে পারবেন না, এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ ঠিক এই আলোচনার দ্বারা তার প্রস্তাব হতে পারে না। এটা যদি স্পীকারের কাছে একটা আপীল হয়ে থাকে যেটা স্পীকার এলাও করেছেন সেটা স্পীকার কি করবেন সেটা হচ্ছে তার বিষয় বস্তু। এখন আমি যে কথা নিয়ে আরম্ভ করছি, আমি যতটুকু দৃষ্টিভংগী দেখেছি আমি ততটুকু বলব। তারা বলেছেন যে অ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস যেতে পারবে না যেটা কোর্ট করেছেন, সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলী কোন প্রসিডিংস কোর্টে গিয়ে সাক্ষীভুক্ত হয়ত পারে না। সেটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলীর প্রসিডিংস কোর্টে যেতে পারে না। কিন্তু আমার যতটুকু জানা আছে যে প্রসিডিং যখন ছাপিয়ে বের হয়ে যায় সেটা পাবলিক প্রপার্টি। যে কেউ সেটা কিনতে পারে, ব্যবহার করতে পারে, পড়তে পারেন এবং মেম্বার হিসাবে যখন ছাপানো হয়ে যায় সেটা পান। কালকে যেটা আপনি পড়েছেন সেক্রেটারীর ষ্টেটমেন্ট হিসাবে সেখানে আপনি বলেছেন যে সেক্রেটারীর কাছে চাওয়া হয়েছিল। আমি যতটুকু স্মৃতি থেকে শুনেছি, সেক্রেটারী বলেছেন যে উনার কাছে গভর্ণরের সেক্রেটারী চীফ মিনিষ্টার কি ষ্টেটমেন্ট করেছেন সেটা চেয়েছেন। সেটা তার অফিসে করা ছিল না। সেজন্য তিনি তার নিজ দায়িত্বে আপনাকে না জানিয়ে ২৭ এবং ২৮ তারিখের পুরো প্রসিডিংস তিনি পাঠিয়ে দেন। তাহলে ঘটনটা দাঁড়াচ্ছে এখানে যে তিনি না নিয়ে গভর্ণরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন এই ষ্টেটমেন্ট যদি বিশ্বাস করা হয় আমি সবটা দিক খোলা রাখছি, আমি কোন কনক্লুশানে যাচ্ছি না, এখন এই ষ্টেটমেন্ট যদি বিশ্বাস করা হয় তাহলে সেক্রেটারী কি করেছেন, মটিভটাও দেখতে হবে। তিনি যদি কোন অন্যায় করতে যেতেন তাহলে তিনি দেবার বেলায় ঠিকভাবে দিতেন না। তিনি যখন অ্যাসেম্বলী চলছে, মেম্বারদের চোখের সামনে, সকলের চোখের সামনে তিনি সেটা পাঠাতেন না। তিনি তার গুড ফেথে পাঠিয়েছেন হয়ত তার মধ্যে নাও আসতে পারেন। গভর্ণরের সেক্রেটারী চীফ মিনিষ্টার কি ষ্টেটমেন্ট করেছেন সেটা জানতে চেয়েছেন। তিনি দিতে পারেন নি। তিনি মনে করেছেন যে আমি একজন গভর্ণমেন্টের কর্মী, আমি নিজে যতখানি বিশ্বাস আর একজন যে গভর্ণরের সেক্রেটারী তিনিও আমার মতই বিশ্বস্ত কাজেই এখানে তাহার যে টেপগুলি আছে, যার থেকে আমার অফিস রেকর্ড করছে, সেটাকে যদি তিনি বিশ্বাস করে

কাযোর কাছে দিয়ে দেন তাহলে তেমন কিছু অপরাধ হয়েছে আমি মনে করি না। কাজেই তিনি সেই জিনিষটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে মূল বিষয় হচ্ছে, আমি যতটুকু মনে করি পাঠান ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা আলোচনার বিষয়। এখানে এটা যদি বিচার্য্য বিষয় হয় যে এঠা করা তাঁর অন্যায় হয়েছে কিনা ? কোন কমিটি যদি করতে হয়, তাহলে সেই কমিটি একটা রেফারেন্স দিয়ে করতে হয়। একটা কমিটি যদি করতে হয়, তাহলে কি নিয়ে আমরা করব ? আমি শুধু যে কথাগুলি এসেছে, সেগুলির উপর বক্তব্য রাখছি। কি এনকোয়ারী করতে হবে, তার রেফারেন্স থাকবে, তাঁর এই কাজটা জাষ্টিফায়েড কি না, সেটা পরবর্তী সময়ে আপনি হয়তো সেটার বিচার বিবেচনা করবেন। আমি সবগুলি পয়েন্টস এখানে তুলে ধরলাম, আমি আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন দিতে যাচ্ছি না। যদি কমিটি হয়, তাহলে একটা সাবসেটনটিভ প্রস্তাব দিয়ে কমিটি হওয়া উচিত এবং তার জন্য নোটিশ আসা উচিত। আর আপনি যদি মনে করেন সোয়ো মোটো করবেন, তাহলে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে কি ধরণের কমিটি করবেন, কি রেফারেন্স করবেন, কাকে দিয়ে করবেন। আজকের হাউসের প্রসিডিংস কি হচ্ছে সাংবাদিকরাও নিতে পারছেন, তারা এখান থেকে নিজেরা টুকে নিয়ে যায়। যদিও অন্য জায়গায় প্রসিডিউর আছে যে দুই এক দিনের মধ্যেই প্রসিডিংস বেরিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের এখানে যে কারণেই হউক অফিস থেকে সেটা সেদিন বা তার পরের দিন তারা বের করতে পারেন না। কাজেই যদি এখান থেকে গভর্ণরের কাছে যেয়ে থাকত তাহলে এই জায়গায় তাঁর নেগলিজেন্সিটা কতখানি ? এই জায়গায় নেগলিজেন্সি যেটা হয়েছে, স্পীকার বলেছেন, তাঁকে জানান নি। তিনি বিশ্বাস করে গভর্ণরের আরেক জন কর্মীকে দিয়েছেন—গভর্ণরের সেক্রেটারী। এটার মধ্যে যে কথা বলা হচ্ছে, সেটা হল এই যে গভর্ণরকে দেওয়া হয় নি। আমি মনে করি ইট ইজ এন এ্যাক্সিডেন্ট। যদি এর মধ্যে কোন মটিভ আরোপ করতে চান, তাহলে জিনিষটা কোথায় যেয়ে দাঁড়ায় ? আমি বুঝতে পারছিনা। আমি শুনেছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন কাগজে উঠেছে, পত্রিকায় উঠে গেছে। আনন্দ বাজারে আজকে আমি দেখেছি, তাতে বলা হয়েছে চীফ মিনিষ্টার নাকি টেপ কলিকাতা নিয়ে গিয়েছিলেন এই রকম অনেক বিক্ষুব্ধ এম, এল, এ, অভিযোগ করেছেন যে তিনি কলিকাতা টেপ নিয়ে গেছেন। এখন যদি একটা মটিভ পূর্বাহ্নে আরোপ করে দেওয়া হয় এবং মটিভটা যদি দেখা হয়, তাহলে যারা অভিযোগকারী, তারা সেই কমিটির মধ্যে থাকতে পারেন না। যদিও কমিটি হয়, যারা অভিযোগকারী, তারা সেই কমিটিতে থাকতে পারেন না, কারণ তারা অভিযোগকারী, তারা অভিযোগ করেছেন। কাজেই আমার যেটা বক্তব্য সেটা যদি চিন্তনীয় হয়, তাহলে অভিযোগকারীরাও থাকবেন তা হতে পারেনা। কোন কারণে যদি কমিটি হয়, তাহলে একটা ইম্পারশ্যাল, কোন এনকোয়ারী যদি হয়, তাহলে একটা ইম্পারশ্যাল বডি করতে হবে, তারা, সেটার অভিযোগ করবেন। আমি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আমার একটা অবজার্ভেশান আছে সেটা হচ্ছে, এই তদন্তের কথাটায় আমি পরে আসছি, আমি বলছি। এইটুকু যে আমাদের সেক্রেটারী সম্পর্কে নানা কথা উঠেছে, নানা সন্দেহের অবকাশ আছে অনেক সদস্য বলেছেন। একটা জিনিষ ফর ইনফরমেশান

অব দি চেয়ার, আমরা বিধান সভার সদস্য, এই হাউসে যাঁরা আছেন, তাঁরা এই এ্যাসেম্বলীতে যাঁরা কর্মচারী আছেন তাঁদের সাহায্য নিতে পারেন, কিন্তু দুঃখের সংগে আজকে বলতে হচ্ছে, এতদিন বলিনি, ঘটনা পরম্পরায় এসে যায়, এই আমাদের সেক্রেটারী মহাশয় আমাদের পার্লামেন্টারী এ্যাফেয়ারসে যাঁরা কাজ করছেন, তাদের নিষেধ করে দিয়েছেন যতীন্দ্র মজুমদার কোন কাগজ যদি টাইপ করতে আনেন বা যদি কোন পরামর্শ চায়, তাঁকে দেবেন না। আমি সেদিন গিয়েছি, তাঁরা বলেছেন যে আপনি আসবেন না স্যার, আমাদের সেক্রেটারী না করেছেন আপনাকে সাহায্য করতে, আমরা পারবনা দিতে, আপনি সেক্রেটারীর কাছে যান। আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি স্যার, যে এই জায়গায় আমরা সদস্যরা যাঁরা আছি, সেই সদস্যদের কিভাবে অপদস্থ করতে চান ষড়যন্ত্র করে, তার জলন্ত প্রমাণ আমি নিজে। আমি তখন সেক্রেটারীর কাছে যেয়ে বলেছি, হাতে লিখে নিয়ে গিয়ে বলেছি যে আমি হাতে লিখে নিয়ে এসেছি, কারণ আপনি যখন না করে দিয়েছেন, আমি কি করব, হাতে লিখে নিয়ে এসেছি। আমি আজকে হাতে লিখতে জানি, কাজেই হাতে লিখতে পেরেছি, কিন্তু যে সদস্যরা লিখতে পারেন না, বাংলা বা ইংরাজী, তাদের পক্ষে এটাও সম্ভব হবে না। কাজেই আপনার ঐ ঘোষাণলে যদি তাঁরা পড়েন, তাহলে তাঁদের অবস্থাতো কাহিল হবে। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার স্মরণ থাকতে পারে, গত এ্যাসেম্বলীতে এ্যাটেনডেন্স খাতায় উনি আমাদের নাম কেটে রাখেন, এ্যাবসেন্ট মার্ক করেন। আমরা যাঁরা সদস্য, তাঁরা প্রেজেন্ট হলাম কি হলাম না, সেটা উনি দেখবেন? আমরা কি মাইনে বোলের কর্মী, আমরা উনার সেবার? উনি আমাদের এ্যাবসেন্ট মার্ক করেন আমাদের হাজীরা খাতায়। আপনি সেকথা শুনেছেন, দেখেছেন, এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তারপরও সেক্রেটারী সম্পর্কে কোন মত বদল হয়নি। উনি বলছেন, হতে পারে।

আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আমরা এখানে এই এ্যাসেম্বলীতে যে বক্তব্য রাখি, সেই সমস্ত বক্তব্য কারেকশান-এর জন্য আমাদের এম, এল, এদের কাছে পাঠান হয়। কেন পাঠান হয়? যদি কোন ভাষা টেপ না হয়, বা সেটা কোন রিপোর্টার বা ষ্টেনোগ্রাফার যদি না লিখে রাখতে পারেন, কোনটা ষ্টেনোগ্রাফার-এর লেখা প্লাস নোট এই দুই মিলিয়ে আমাদের কাছে আমাদের ভাষণের একটা কপি দেওয়া হয় যে এতদিনের মধ্যে এটা কারেকশান করে দেবেন। কোন সময় আমরা কারেকশান করে দিতে পারি, কোন সময় পারি না, সেটা অন্য কথা, কিন্তু সেটা ধরে নেওয়া হয় যে এতদিনের মধ্যে যদি পাঠান না হয় কারেকশান, তাহলে সেটা আমাদের বক্তব্য বলে ধরে নেওয়া হয় ঠিক বলে, এটা প্রাসিডিউর আছে, তারপর প্রেসে পাঠান হয়। আমরা যে বক্তব্য রাখি, সেটা মুখ্যমন্ত্রীই হউক, আর যে মন্ত্রীই হউক, তিনি যে ভাষণ রেখেছেন হাউসে উনার পার্মিশান লাগে, অন্ততঃ কারেকশানের জন্য, কাজেই সেটার বিষয় আপনি চিন্তা করে দেখুন কারেকশানের আগে কোন টেপ বাইরে যেতে পারে কি না? তারপর কথা হচ্ছে মাননীয় রাজ্যপাল যদি ঐ ভাষণ চেয়ে থাকেন, তিনি সেটা চাইতে পারেন না, কনষ্টিটিউশানে দেখুন হাউসের কোন জিনিষ বাইরে নিয়ে যেতে পারে না। প্রত্যেকদিন উনার স্পেশাল সেক্রেটারী এখানে বসে থাকেন, উনি গল্প করেন, উনি ইচ্ছা করলে নোট নিতে

পারেন, উনি সিষ্টিং গুইসড ভিজিটারস গ্যালারীতে বসে থাকেন সব সময়। রাজ্যপালের নাম বলা হয়েছে, সেক্রেটারী যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেটা আপনি পড়েছেন এই হাউসে, তাতে রাজ্যপালের নাম বলা হয়েছে। রাজ্যপাল কনষ্টিটিউশনাল হেড, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ চাননি, সেটা চেয়েছেন উনার স্পেশাল সেক্রেটারী। কাজেই সেই জিনিষটা চিন্তার অবকাশ আছে। আপনি বলেছেন ষ্টেটমেন্টে যে যেহেতু আমি হলে ছিলাম, সেইজন্য উনি আমাকে বলতে সময় পাননি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ২০শে তারিখে ভাষণ দিয়েছেন, সেটা যদি মাননীয় রাজ্যপাল চান, মুখ্যমন্ত্রী কালকে কলিকাতা গেছেন তো? তখন তিনি সেটা কালেকশান করে নিয়ে যেতে পারতেন যে আমি এই শুনেছি এটা ঠিক কি না? কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণটা কালেকশান না করে, তাঁর ভাষণটা যদি দিয়ে থাকেন সেটাও তিনি অন্যায় করেছেন। কারণ তাঁর ভাষণটা বিকৃতভাবে দেওয়া হতে পারে, সেটা দেওয়ার কোন অধিকার নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেক্রেটারী সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ প্রত্যেক সদস্যের রয়েছে।

প্রত্যেক সদস্যের না হোক অধিকাংশ সদস্যের রয়েছে। কারণ আমরা যারা মেম্বার তারা উনার সামনে গেলে, একটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আপনও জানেন স্যার, আপনার কাছেও বলা হয়েছে কিন্তু আপনি অত্যন্ত কনসিডারেট সেইজন্য অনেক কিছুই চেপে যান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেক্রেটারীর কাছে যখন আমরা যাই তিনি ডিভিশন ক্রিয়েট করেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে যতীন্দ্র বাবু আপনি আমাদের পুরান মেম্বার, আপনার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, আপনি এইগুলি কি করছেন? আমি কি করছি না করছি সেইটা আমি হাউসের মধ্যে করছি। সেইটা কি আপনার পরামর্শ দিতে হবে স্যার? আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকতে পারে। আপনি যখন স্পেসিয়েল অফিসার ছিলেন টি. টি. সি-র তখন বন্ধুত্ব থাকতে পারে কিন্তু সেইটা তো এখানে আসবে না। কাজেই, এই সম্বন্ধে যে তদন্তের কথা বলা হয়েছে স্যার, এই সম্পর্কে তড়িৎ বাবু বলেছেন যে এইটা মোশন আকারে আসতে হবে হাউসে। সেইটা আমরা জানি, এইটা মোশন আকারে আসতে হবে, সেইটা আসবে। (গণ্ডগোল)

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে মাননীয় সদস্য সমীরবাবু যে অভিযোগ এনেছেন এবং তার যে প্রাথমিক তদন্ত আপনি করেছিলেন তাতে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এই বিধানসভার যিনি সচিব তিনি আইন-অজ্ঞ না হলেও অন্ততঃ বিধান সভার যে নিয়মবিধি, রোলস সেইগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকবেন, জানাবেন এইটা আমরা আশা করি। যেখানে আমাদের রোলস অব প্রসিডিউরস, ত্রিপুরার বিধান সভায় যেটা আছে সেইটা হলো, The Secretary shall have custoday of all records, documents and papers belonging to the House or any of its Committees or Secretariat and he shall not permit any such records, documents or papers to be taken from the precincts of the House without the permission of the Speaker. এই বিধানসভা একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতীক এবং এই বিধান সভার সর্বোচ্চ শিখরে আপনি আছেন। কাজেই আজকে এই ঘটনায় এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা এসে গেছি যে আমাদের কার্য্যের উপর ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নির্ভর করছে। এই সেক্রেটারী

যিনি আপনার আণ্ডারে কাজ করছেন, তিনি একজন কর্মচারী, তিনি নিয়মবিধির বহির্ভূত কোন কাজ যদি করেন এবং যেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে সেখানে শুধু তার শাস্তির প্রশ্ন এবং সেইটা তার একজিকিউটিভ পাওয়ার হচ্ছে স্যার, স্পীকার হিসাবে আপনার। কাজেই গণতন্ত্রের স্বার্থে, বিধানসভার সৌজন্যের স্বার্থে এবং আপনার জ্ঞান ও মর্যাদার স্বার্থে আমি আশা করবো যে অনতিবিলম্বে এই সম্পর্কে আপনি আপনার একজিকিউটিভ পাওয়ার এপ্লাই করে অন্ততঃ এই জাতীয় কোন লোক বিধানসভার কাজে যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা আপনি করবেন এবং সেইজন্য কালকে আমরা বলেছি যে স্যার, আপনার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে এবং সেইটা থাকবে। সেই দিক থেকে আমি অনুরোধ রাখবো স্যার, এই হাউসের সম্মানে এবং স্পীকার তার উচ্চ আসনের সম্মানে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে এই সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে যেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং এর সাথে আরও যে সমস্ত আনুসঙ্গিক ব্যাপার জড়িত আছে সেইগুলি তদন্ত করতে হবে। কারণ এর পেছনে একটা নেট ওয়ার্ক আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কাজেই সেইগুলি আজকে খোঁজে বের করে আনতে হবে। তাই এই হাউসের স্বার্থে, স্পীকারের স্বার্থে আমি এই অনুরোধ রাখবো, আপনি এই ব্যাপারে আইন সম্মত উপায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে গত কালকের যে ঘটনা এটা আপনি প্রাথমিক তদন্তে যেটা বলেছেন যে এই বিধানসভা থেকে টেপ রেকর্ড দেওয়া হয়েছে, এরপর এটির একটা সাংবিধানিক পথ রয়ে গেছে এবং একজিকিউটিভ দিকও রয়ে গেছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে বিধানসভায় এই যে সদস্যদের অধিকার ভঙ্গ এবং বিধানসভায় আজকে যে সন্দেহ সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য আজকে যে প্রস্তাব এসেছে তদন্ত কমিটি করার জন্য, আমি মনে করি যে টু অল ফেয়ারনেস টু ইউর চেয়ার এণ্ড টু দি ফেয়ারনেস অব দি এসেম্বলী একটা তদন্ত হওয়া দরকার। দুই নং কথা হচ্ছে যে এই নজীর আজকে, এ কথা বললে চলবে না যে বিধানসভার যে প্রসিডিংস সেই প্রসিডিংস বাইরে নিয়ে গভর্ণরকে শুনানো হয়েছে। কারণ বিধানসভার যে প্রসিডিংস বা টেপ রেকর্ড সেই টেপ রেকর্ডগুলি বাইরে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কারও নেই। কারুরই এই অধিকার নেই যে এই টেপ রেকর্ডগুলি নিয়ে যাওয়া এবং আমরা বিধান সভার সদস্য হিসাবে এবং যদি আইনে, যে আইন আমরা জানি এইটা হতে পারে না। কারণ একটা কথা হচ্ছে স্যার, আইনের প্রথম কথা হচ্ছে এ ম্যান মাষ্ট নো দি ল অব দি ল্যাণ্ড। একটা লোক যদি মনে করে যে আমি তো একটা লোককে হত্যা করবো। হত্যা করে বলল যে আমি তো জানতাম না এখানে হত্যা করলে শাস্তি হয়। আমার এখানে সেটা হয় না। কাজেই সে আইন থেকে সে রেহাই পাবে না। একটা বাচ্চা ছেলে যদি মনে করে যে আমি আগুনে হাত দেব। আগুনে হাত দিলে হাত জ্বলবেই। আগুনে তাকে ক্ষমা করবে না! কাজেই ইন ফেয়ারনেস টু ইউর পজিশন, ইন ফেয়ারনেস টু দি হাউস, ইন ফেয়ারনেস টু দি ডেমোক্রেসী, আমার কথা হচ্ছে যে আপনি এই সম্পর্কে লোকের মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, পত্র পত্রিকায় দেখেছি এবং আমার কাছেও অনেক লোক এসেছে, বলছে যে কি রকম কেলেংকারী অবস্থা চলছে বিধানসভায়, টেপ চুরি হয়ে যায়

বিধানসভায়। আজকে আনন্দবাজারে যে ঘটনা দেখেছি সেইটাতে বলা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে গেছে বা সিদ্ধার্থ বাবুকে শুনানো হয়েছে। এইভাবে লোকের মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এইটা আজকে কংগ্রেস দলের সদস্য হিসাবে এইটা দলের উপরে এ্যাক্সপার্শন এবং দলের স্বার্থে আমি বলবো যে একটা তদন্ত কমিটি হওয়া দরকার এবং আমি বিশ্বাস করি যে হাউসের প্রতিটি সদস্য এ সম্পর্কে আজকে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী, আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি যে উনি কপালে হাত দিয়ে বসে আছেন। হাসবার কথা নয়। এই যে ঘটনার বহিঃপ্রকাশের যে অভিব্যক্তি তাকে দুঃখিত করেছে যে একটা বিধানসভা এবং একটা দলের যে কার্য্যপ্রণালী এবং কার্য্য-কলাপ সেই সম্পর্কে যে এক্সপার্শন সেইটা শুধুমাত্র বিধানসভার ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। আজকে গণতন্ত্রকামী মানুষ যারা আমাদেরকে ভোট দিয়ে আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছে তাদের মনেও আজকে প্রশ্ন এসেছে যে আমরা আজকে যাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছি, আজকে পত্রপত্রিকায় যে ভাষা তাতে আমাদের দলের উপরে এবং আমাদের মেম্বারদের উপরে যে এক্সপার্শন সেই এক্সপার্শনটাকে দূর করার জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন রাখবো যে অবিলম্বে আমাদের সদস্যদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করা হোক।

তারা ব্যাক্তিগত ভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে যে ভাবে ঘটনাটা শুরু হয়, একটা লিগ্যাল প্রসিডিংস যে ভাবে শুরু হয়, যে একটা ব্যক্তিকে দোষী মনে না করে, নির্দোষ মনে করে, তদন্ত করতে বলছি। যদি তাকে দোষ সাব্যস্ত করে, ঠিক সেই ভাবেই আইনের মাধ্যমে করবেন এবং আমি আশা করবো স্যার, মোটামুটি ভাবে যে আমার সংগে মেম্বারদের লবিতে যে আলাপ হয়েছে এবং এখানেও যে কথা উঠেছে সেটা কাউকে দোষী না করে কথা বলতে পারি যে এই কথা বিধানসভা সদস্যদের মনের কথা যে অন্ততঃ একটা দলকে বাচানোর জন্য, গণতন্ত্রের উপর যে এসপারশান এসেছে, আপনার চেয়ারের উপর যে এসপারশান এসেছে বিধানসভার উপর যে এসপারশান এসেছে সেটাকে ক্লিয়ার করার জন্য বা ক্লারিফাই করার জন্য আপনি তার একটা নিরপেক্ষ তদন্তের কমিটি গঠন করে এই বিধানসভা থাকা কালীন সেই কমিটিকে নির্দেশ দেবেন যে এই বিধানসভা চলা কালেই ২/৩ দিনের মধ্যে তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে এই বিধানসভায় যেন রিপোর্ট পেশ করেন এবং সেটা হাউসে ডিসকাস করার জন্য আপনি সময় দেবেন। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভাট্টচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন তদন্তের যে খুব একটা অবকাশ আছে আমার মনে হয় না। দোষী অলরেডি দোষ স্বীকার করেছে। আপনার সেক্রেটারী বলেছে সে without your consent তিনি টেপ রেকর্ড রাজ্যপালের ভবনে পাঠিয়েছেন। রাজ্যপালের ভবনে পাঠানই অপরাধ। আমাদের এখানকার রেকর্ড কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না আইনত। কাজেই দোষী দোষ স্বীকার করেছে, আপনি এখন তার সাজার ব্যবস্থা করবেন। আমার মনে হয় না কোন তদন্ত কমিটি করার প্রয়োজন আছে। আপনি কি ব্যবস্থা নিলেন এই হাউস জানতে চায় এবং আশা করছি যে আপনি হাউসে জানাবেন।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—স্যার, তড়িতবাবু আমাদের বক্তব্যের উপরে যে অবজারবেশান রেখেছেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম, তড়িতবাবু বলেছেন কনষ্টিটিউশান কথাটা, ওর এমনকি সুপ্রিম কোর্টও সামন করতে পারে না, প্রোসিডিং অব দা হাউস কোন সুপ্রিম কোর্ট সামন

করতে পারে না এই ব্যাপারে সেখানে তাড়িতবাবু, কোন একজন দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন অফিসার, আমিতো বলেছি, তাহলে উনি কি বলবেন ; হোম সেক্রেটারী, সেক্রেটারী টু দি গভর্ণর তিনি এখানে এসে বসে যাবেন? পলিশ-এর আই, জি, পি, একজন দায়িত্বশীল, জ্ঞান সম্পন্ন অফিসার তিনি এখানে বসে যাবেন ?. সংবিধানের বাইরে যেতে চাই না। সংবিধানে আমাদের রুলস যা বলে, সংবিধানে যে কথা আছে তার বাইরে যাওয়া যায় না। উনি বল্লেন মোশান এনে করতে হবে। কেন মোশান আনবো ? সমীরবাবু তার অভিযোগ রেখেছিলেন, আপনি প্রিলিমিনারি তদন্ত করে বলেছেন ২ দিনের টেপ গেছে, সমীরবাবু বলেছেন ২২টি টেপ। স্যার, এটাও তদন্ত করে দেখা দরকার কেন গেল ২২টি টেপ। সত্য সত্যই গেল কিনা, কিভাবে গেল, কার কার কাছে গেছে, টেপ নেওয়ার সাথী কারা কারা, কেন যাবে, কার স্বার্থে যাবে ? আমাদের বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে সেক্রেটারী টু দি গভর্ণর চেয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর ২ দিনের বক্তব্য পাঠান, who is that gentleman ? কি ক্ষমতা তার ? আমার বিধানসভায় সেক্রেটারীকে বলেন, আমার বিধানসভার সেক্রেটারী এবং ষ্টাফরা পারে না, আমার ষ্টাফরা অযোগ্য তাই প্রমাণ করে তিনি টেপ সেখানে পাঠিয়ে দিলেন, আপনারা সেটা করে নিন। আমার ষ্টাফ পারছে না। খুব একটা তাড়াহুড়ো। এটাও বিশ্বাস করতে হবে ? কোনটাই আমরা বিশ্বাস করি না। সেই জন্য তদন্ত, উনি বলেছেন তদন্তের কথা, বলতে হবে, অভিযোগকারী এই তদন্ত কমিটিতে থাকতে পারবে না। তার অর্থ কি, এর অর্থ কি ? একটা সদস্য সম্বন্ধে কি মনোভাব প্রকাশ পেল ? বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কিসের ? বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কি ? বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। আমরা থাকবো। আমরা থাকবো না দেখবেন আপনি ? আমি থাকব, সমীরবাবু থাকবে, রাধিকা বাবু থাকবে, তাইতো নিয়ম। আমি বলেছি, আমি থাকবো, ও থাকবে। ওরা যে কথা বলেছে, বিক্ষুব্ধরা থাকতে পারবে না। কি কথা, কি যুক্তি, অদ্ভুত ব্যাপার আমরা অভিযোগ করেছি, অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। অভিযোগ, কিসের অভিযোগ ? কেলেংকারীর অভিযোগ, স্কেনডেল। অভিযোগ করেছে, অভিযোগে তিনি বলেছেন ২ দিনের টেপ, দাড়ান, আপনি সময় আসলে বলবেন, আমি বলে নিই। আপনার যদি বলার কিছু থাকে, আপনার যদি সেক্রেটারীর কাছে মাথা নোয়াতে হয়, যেতে পারেন আপনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে ২২টি গেছে কি না, কারা কারা গেছে, কার কার জন্য গেছে, এর পেছনে কি কি চক্রান্ত আছে। কে আই, এ, এস, অফিসার, কে কে আই এস, অফিসার হয়ে থাকতে চায় এই সব জিনিষ আছে। এই জন্য ২২টি টেপ গেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার সন্দেহ নেই। এর পেছনে যুক্তি আছে। আমরা যে রকম ভাষণ দিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী যখন বলল দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী আমাদের বক্তব্য। আর ডিসিপলিন নষ্ট হয়েছে, ডিসিপ্লিন তিনি দেখাবেন অন্য জায়গায় নিয়ে, এরজন্য রিটেপ করতে হবে। এই অভিযোগ তিনি করেছেন এটা আমার কথা নয়, সমীরবাবু যা বলেছেন। পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, কালকে হাউসে উনি বলেছেন ; বলেছেন, পত্র-পত্রিকায় লিখবে না। আপনি ছিলেন, এখানে এভাবে এটা যেন সে কথা যে সমীরবাবু যা বলেছেন, এটা যেন সত্য কিছু না, কিছু সত্যতা নেই। সুতরাং উনি একটা অভিযোগকারী, আর উনি সেক্রেটারীর পক্ষের লোক। এই সেক্রেটারী এই বিধানসভায় আসতে পারবে না, এই বিধানসভায় সে থাকতে পারবে না, এ আমাদের দাবী, আইনের দাবী, গণতন্ত্রের জন্য দাবী,

সংবিধানের দাবী। কোর্ট, সুপ্রীম কোর্টও সামন করবে না। আমার আইন বলছে স্পীকারের পার্মিশান ছাড়া একটা কাগজ পাঠাতে পারবে না কোথাও। তিনি তার ইচ্ছামত কাগজ পাঠিয়ে দিবেন, টেপ পাঠিয়ে দেবেন, প্রসিডিংস পাঠিয়ে দেবেন তাও আমাদের সহ্য করতে হবে। কেউ সহ্য করতে পারে না, আমরাও সহ্য করব না। যে জন্য আমরা তদন্ত চাই—সেই কমিটি—এর মধ্যে কারা কারা আছে, তাও আমি জানতে চাই—কারা তারা? অদ্ভুত কথা! কেলেংকারী—কেলেংকারীকে চাপা দেওয়ার জন্য কি দুর্গন্ধে ভরে গিয়েছে সব জায়গা, তার উপর ছাই চাপা দেওয়ার চেষ্টা। এ কি? একটা ঘটনা হয়েছে, ঘটনাটা তদন্ত করে বের করতে হবে না? দুর্নীতিবাজ লোক থাকবে এখানে, আমি মনে করি লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার থাকতে পারে এখানে। টেপ কেলেংকারী- কেলেংকারী ঘটনা। এ কেলেংকারী ঘটনার প্রমাণ করে যারা দোষী—সেক্রেটারী অলরেডি দোষী হয়ে গেছেন। এর সংগে আরও লোক আছে তদন্ত করে দেখুন, তাদেরও শাস্তি দিতে হবে। সেজন্যই আমার এই দাবী আমি রাখছি। এর জন্য কোন মোশানের প্রয়োজন হয় না, মাননীয় স্পীকারই সেটা দেখবেন। কেউ আইনের কথা বলতে চান, সংবিধানের কথা আমি বলছি। উনি বলছেন সংবিধানের—কোর্ট কেসের কোর্ট, কোন কোর্টও সামন করতে পারবে না সংবিধানে এই কথা বলেছে। Sir, Secretary to the Governor summon করতে পারে না, even Governorও summon করতে পারে না এবং গভর্ণর সামন করে করেনি। ভারতবর্ষের এই এতদিনের গণতন্ত্রে—আমার রাজ্য সেদিন গণতন্ত্র এসেছে। সেই লোক খোকা গণতন্ত্রের মানুষতো, খোকা গণতন্ত্রের মানুষ বলেই মনে করেন, রাজ্যপাল সব পারেন, রাজ্যপাল সব করেন। তিনিতো কনষ্টিটিউশন্যাল হেড তিনি এক্জিকিউটিভ নন সেজন্য মন্ত্রী সভা সব কাজ করছেন। মন্ত্রী সভার পক্ষে, সেম অব দি গভর্ণর সেক্রেটারীরা চিঠিও ইস্যু করেন। গভর্ণর প্রতিটি কাগজে সই করেন আমাদের বুঝাবেন, আপনারা আমরা জানিনা আপনার কেলেংকারী এটা।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্য সমীর বর্মন যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তারউপর আপনি যে বক্তব্য হাউসে রেখেছেন—আপনার সেক্রেটারী আপনাকে যা জানিয়েছেন তাতে দেখা যায় আমাদের বক্তব্যের ক'টি টেপ আমাদের হাউস থেকে আপনার অনুমতি ছাড়া অনুমতি না নিয়ে গভর্ণরের হাউসে পাঠান হয়েছে। এই তথ্য আমরা পেয়েছি এবং মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রেখেছেন যে সাংঘাতিক কেলেংকারী করেছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য সেক্রেটারী আপনার পার্মিশান না নিয়ে পাঠাতে পারেন না। আর হাউসের কোন কাগজ কোথাও যাবে না এটা সত্যি নয়। অধ্যক্ষ যদি অনুমতি দেন বাইরে যেতে পারে। আমাদের আইনেও তা আছে, আমাদের যে রুলস্—আমাদের রুলসে এই কথা আছে আপনার অনুমতি ব্যতীত কোন কাগজ বাইরে যাবে না। অন্যান্য যে সব বই আছে আমাদের রুলস্ অব প্রসিডিউর এবং পার্লালামেন্টারী এফেয়াসের বই আছে—মেননের বই আমি দেখেছি, কাউলের বই আমি দেখেছি তাতে এই আছে স্পীকারের অনুমতি ছাড়া যাবে না। এক জায়গায় আছে সেক্রেটারীর অনুমতি ছাড়া যাবে না। সেক্রেটারী কাজ যা করেন, ডে টু ডে ওয়ার্ক যা করেন এটা আমার মনে হয় সব সময় সেক্রেটারী স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করতে

পারেন না। কতগুলি কাজ করেন সেক্রেটারী বেসিক এপ্রুভেল অব দি স্পীকার। মনে করেন যদি এই ব্যাপারে স্পীকার মহোদয়ের এপ্রুভেল থাকবে বা আছে সেই হিসাবে অনেক সময় কাজ করেন। এখন এই কাজ করতে গিয়ে তিনি সীমা লংঘন করেছেন কি না সেটাইতো আমাদের বিচার্য। প্রথমতঃ মনে হবে যেহেতু তিনি স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করেন নি এবং টেপ পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করেন নি এবং তিনি আমাদের নিয়ম ভংগ করেছেন বা পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এবং প্রসিডিওর যা আছে তা তিনি ভঙ্গ করেছেন। নিয়ম ভংগ করে কতটুকু নিয়ম ভংগ করেছেন তাও আমাদের বিচার করতে হবে। যে কমিটি ফরমেশান করার কথা মাননীয় সদস্যরা বলছেন আমি তার সংগে একমত নই। কারণ সেক্রেটারীর কাজের মধ্যে আমার মনে হয় সেটুকু অপরাধ সেটুকু অপরাধ হল ব্রীচ অব দি প্রিভিলেজ অব দি হাউস। এই হাউসের অধিকার তিনি ক্ষুন্ন করেছেন এইটুকু হতে পারে। সেটা হতে পারে—provided the Governor, Head of the State—যার আমাদের এসেম্বলী সামন করার ক্ষমতা আছে। যিনি আমাদের এড্রেস করেন প্রতি বছর প্রথম সেশানে এজ হেড অব দি ষ্টেট, তার কাছে যদি নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে সেটা ব্রীচ অব প্রিভিলেজ হবে কি না সেটাও আমার সন্দেহ আছে। এবং এই রকম প্রসিডেন্স আমি কোন বইতে পাইনা কাজেই এই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা আমাদের হাউসে আছে—প্রিভিলেজ কমিটি আছে সেই কমিটিতে রেফার করা যেতে পারে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,...

মিঃ স্পীকার :— আপনিতো একবার বলেছেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— বলেছি বটে স্যার, কিন্তু সবটা উলট পালট হয়ে যাবে স্যার আমাকে কিছু বলতে হবে। অনেক কিছু শুনলাম নুতন কিছু শিখলাম সেকুটু একসপ্লেন করতে দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— একটা কথা বলছি মাননীয় সদস্য—একজন সদস্য দু'বার বলতে পারেন না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আমার কথাটা যদি কেউ ডিষ্টার্ব করে, আমাকে তাহলে একসপ্লেন করতে হবে স্যার। কারণ তাদের কথাতে আমি বাধা দেই নাই স্যার। আমাকে কিছু বলতে দিন—৫ মিনিট বলব স্যার। আমি আগে যা বলেছি আমি তার রিপিটেশানে যাচ্ছি না স্যার।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রশ্ন করছি উত্তর দেবেন উনি, এটা কি ডিবেট ?

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :— এটাতো অবজার্ভেশান—

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— অবজার্ভেশান যদি হয় তাহলে আপত্তি নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুযোগ দিয়েছেন আমি সুরু করছি। মেনন এবং কাউলের বইতে যে রেফারেন্স সুনীল বাবু দিলেন আমি আপনার সামনে আপনার চেম্বারে—আমাকে এখন ঘাটতে হবে অনেক কিছু, আমি ঘাটিব সব। আপনার সামনে আপনার চেম্বারে আমাদের ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার, রাজ্যের বই থেকে সেগুলি পড়েছিলেন।

সেগুলি দেখিয়েছিল রাধিকা বাবুকেও। সুনীল বাবু শুনে যে এণ্ড বেকার বললেন, সুনীলবাবু শুনে এ কথা বললেন যেটি সুনীল বাবু বললেন সেটি আমাকে দেখাতে বলুন সেখানে কি আছে? ইংরেজী পড়ে একটা সেন্টেন্স পড়ে আপনার সামনের পার্টিশানটা বাদ দিলে চলবে না। আমার পক্ষে যেটুকু যাবে সেইটুকুই থাক। এই হাউসে যে সমস্ত লোক আপনার কথার সময় আমি ডিষ্টাব করি নাই—এই হাউসে যারা গনতন্ত্রের সমাজবাদী আদর্শে বিশ্বাসী নয়, যারা ব্যুরোক্রেটিক এটিট্যাড নিয়ে—নীলরক্ত, রাজ রক্ত যাদের শরীরে প্রবাহিত হয় তেবে যারা এখানে গনতন্ত্রকে পদদলিত করতে চায় আর তাদের মাতুল কংশরুপী যারা তাদের মাতুল সেজে যারা কথা বলে আমরা তাদের চিনি তাদের আমি এইটুকুই বলব ঐ সমস্ত কংশরুপী যারা তাদের মাতুল তারা এবং তারা এই মাতুলরা হত্যা করেছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আজকে গভর্ণরের কথা এসেছে, আমাদের মাননীয় গভর্ণরের কথায় এসেছি। তিনি কনষ্টিটিউশন্যাল হেড সেই গভর্ণরের কোয়েশ্চান এখানে এসেছে সেজন্যই আমি এই কথা তুলেছি। আমি ভাল করে জানি, আমি জেনে কনফার্ম হয়ে বলছি গভর্ণরের কোন লোক গভর্ণর হাউসে টেপ নিয়ে এখান থেকে টেপ রেকর্ডার নিয়ে সেটাকে রিটেপ করার কোন অর্ডার গভর্ণর করেনি। গভর্ণরকে রিটেপ করা হয়েছে—আমার এলিগেশান এখান থেকে টেপ গিয়েছিল পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার গিয়েছিল। এই হাউস থেকে গিয়েছে এসেম্বলীর গাড়ী দিয়ে। আপনার গাড়ী দিয়ে গিয়েছে এবং আমার যথেষ্ট সন্দেহ করার কারণ আছে এই যে দক্ষিণ পন্থী প্রতিক্রীয়াশীল যারা আছে, এখানে সি. আই. এ.কে এইগুলি দেবে সেজন্যই গভর্ণরের হাউস ব্যবহার করা হচ্ছে। সি. আই. এ.র টাকা আছে তারা এইগুলি করছে। আমি এতদিন বলিনি। আমার দাবী, যদি ক্ষমতা থাকে তাদের যারা বলছি তারা যেন আমাকে তদন্ত কমিশনের সামনে আমাকে তারা যেন বিবৃতি করে আমাকে যেন সমর্থন করে। সি. আই. এ.র এজেন্ট হয়ে তারা ইন্দীরা গান্ধীর নামাবলী গায়ে দিয়ে গনতন্ত্রকে ধ্বংস করবে আর আমরা দেখব সেটা দাঁড়িয়ে? গভর্ণর যিনি কনষ্টিটিউশন্যাল হেড, ডে টু ডে এফেয়ার্স তিনি দেখেন না। সেই গভর্ণরকে টেনে আনার—মান ইজ্জতের প্রশ্নে টানা হচ্ছে—চুরি করে এখান থেকে টেপ সরান হয়েছে। তাকে চোর বলা হবে না? তাকে কি বলতে হবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই। আপনার বক্তব্যে আপনি বলেছেন, আর যে এণ্ড বেকার কি বলেছে সেটা আমি জানি সেটার রেফারেন্স কাউন্টে আছে। যে এণ্ড বেকার আমাকে বুঝতে হবে না। সেই ব্যাপারটা আমি জানি কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেপ ছিল কটা? প্রিলিমিনারী এনকোয়ারী আপনি করেছেন, আপনাকে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাস করছি আপনি কি টেপ শুনতে গিয়েছিলেন? যাননি। উর ষ্টেটমেন্ট যেটি উর কনফেশান যেটি সেই কনফেশানে আপনি যেটুকু জানতে পেরেছেন সেইটুকুই দিয়েছেন। ওয়াজ দিস কনফেশান অব করোবোরেটেড বাই এনিবডি? আপনি করোবোরেট করেন সেটা যে ২টা ৩টা গিয়েছিল? আপনার সেক্রেটারীকে আপনি করোবোরেট করেন, ডেফিনিটলী আপনি পারবেন না। যদি পারতেন তাহলে আপনি হাউসে বলতেন।

মিঃ স্পীকার :—যে লোক এসেম্বলী হাউস থেকে গভর্ণর হাউসে গিয়েছিল সেই লোকই ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—সেই লোক ষ্টেটমেন্ট দিতে পারে সেই লোকের বাইরে আরও যারা জড়িত ছিল ? এই এসেম্বলী হাউসে যারা কাজ করে তাদের ষ্টেটমেন্ট আমাদের কাছে আছে। আমার কাছে আছে—আমি আপনাকে বলছি এসেম্বলীর গাড়ী দিয়ে ১৩টা গিয়েছে, ৯টা পাবলিসিটির গাড়ী দিয়ে—পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার গিয়েছে। আমি বলছি, আমি যদি প্রমাণ না করতে পারি কালকে যা বলেছিলাম, আজও তাই বলছি, আমি পদত্যাগ করব। আপনি কমিটি করুন, কোথায় কি দেখুন। আমি এখনও বলছি আপনাকে হাউসের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় আপনি স্পীকার, আপনি হাউসের কাষ্টডিয়ান, হাউসের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার, আমাদের নয়। হাউসের পবিত্রতা রক্ষা করুন। সংগে সংগে অন্তত: আমরা বিধায়ক বাদ দিন, আপনি স্পীকার বাদ দিন, ক্ষণিকের জন্য এই দেশের নাগরিক হিসাবে এটা অন্তত: আমাদের করা উচিত যেখানে আমাদের গভর্ণরকে টেনে এনেছেন, উনাকে পরিস্কার রাখা আমাদের উচিত ছিল। আমরা এটাও জানি গভর্ণরের সেক্রেটারীকেও—গভর্ণরের সেক্রেটারীর দোষ নাই। কি হয়েছে আপনি তদন্ত করুন, তদন্ত কমিটি করুন আপনি। আপনাকে বলা হচ্ছে মোশানের প্রশ্ন কোথায় কিসের, মোশান কিসের কি ? এই মোশান শুনেছিলাম এই মোশানে শুনেছিলাম এই হাউসে আপনাকে দিয়ে বলিয়েছেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করি প্রাইম মিনিষ্টারের জীবনাশংকা—মোশান—সর্ট নোটিশ ডিসকাশান—আহা: সর্ট নোটিশ ডিসকাশান করতে হবে। অপোজিশন লিডারের লাইফ ইন ডেঞ্জার সর্ট নোটিশ ডিসকাশান করতে হবে এখানে ? কিসের সর্ট নোটিশ ডিসকাশান, কিসের কি ? সবগুলি একখানে সবগুলির শক্তি একখানে, সবগুলির উৎস একখানে। সব শত্রুর উৎস এক জায়গায়। এই প্রশাসনের লোক দায়ী এর পেছনে। সি, আই, এর, এজেন্ট রূপে তারা কাজ করছে ইন্দিরা গান্ধীর নামাবলী গায়ে দিয়ে। তাই আমি এখনও বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ন্যাশনেল লিডার যিনি, আজকে উনাকে এখানে আনা হয়েছে উপরন্তু গভর্ণরকে টেনে এনে—কাজেই আমি বলছি—আমি আপনার কাছে নিবেদন রাখছি আপনি একটা তদন্ত কমিটি এসেম্বলীর বিধায়কদের দিয়ে করুন এই আমার বক্তব্য।

শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত : —সর্ব্বসাধারণের জন্য বলছি। এটা কিন্তু পত্রিকাতেও উঠেছে, টেপেও উঠেছে প্রসিডিংস মারফত বের হচ্ছে না। এটার টেপ কোথায় যাওয়া না যাওয়া আইনের যে ফাঁক সেটার সমস্ত রকমের রক্ষণাবেক্ষণ সেটা আপনি জানেন স্যার। এবং সমীরদা'র এলিগেশানটা এই যে কংশের মামা বলেছেন, মাতুল বলেছেন না বলেছেন সে কংশের ভাগিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, আই, এ'র দালাল টালালের প্রশ্ন নয়। একটা ঘটনাকে টেনে এসেম্বলীর সেক্রেটারীয়েটের এসেম্বলীর প্রশাসনকে টানতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনকে টানা হয়েছে স্যার। এটা উচিত কি না ? এটা আমি বলছি যে সমস্ত প্রশাসনকে টানা যায় না। এটা আপনার পার্মিশান নিয়েছে কি নেয়নি সেটার বিচার করবেন আপনিই স্যার। আমার কথা হল যে কথা ইন্দিরা গান্ধী (ইন্টারাপশান) আমার কথা হচ্ছে স্যার, যে কথাটা হচ্ছে স্যার; প্রাইম মিনিষ্টারের জীবনাশংকা আপনি বলেছেন সর্ট নোটিশ দিতে। কিন্তু জেনারেল ডিসকাশানে কোথায় কেউ কিছু বলেনি। এমনিতেই আমরা সব

কিন্তু বলছি স্যার, সর্ট নোটিশতো আসেই নাই স্যার। কাজেই সি, আই, এ.র দালাল কারা সুনীলদা'কে এটাক করে বলেছে নীল কণ্ঠ, আমরা যদি আমাদের পয়েন্টা আমাদের অবজার্ভেশান, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি যা আছে তা দিয়েই আপনার কাছে পেশ করি স্যার। আপনি সেটা দেখবেন বিবেচনা করে। আমার মনে হচ্ছে স্যার, যদি কেউ এই ব্যাপারে দোষী হয়, আমাদের প্রিভিলেজ ভংগ করে থাকেন, তাহলে সেটা প্রিভিলেজ কমিটিতে আসতে পারে স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রুলস অব প্রসিডিউর কণ্ডাক্ট অব বিজনেস ইন দি ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর (পেজ—২৫), সেকশান ৯৮'এ আছে—'মোশান উইদাউট নোটিশ'—কোন্ কোন্ বিষয়ে উইদ-আউট নোটিশে মোশান আসতে পারে, সেই বিষয়ে আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, সেটা আমার জানা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার : - সেইজন্য আমি বলছি স্যার, এটা পড়ে স্যার। আপনি পারেন—সোয়ো মোটো আপনি পারেন।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই টেপ কেলেংকারী নিয়ে গতকাল এবং আজকে আমাদের হাউসের মাননীয় সদস্যরা এবং কোন কোন মন্ত্রী যেসব বক্তৃতা রেখেছেন, তাতে অবশ্য মন্ত্রীদের তরফ থেকে তড়িতবাবুর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে একটা ফাঁস হয়ে গেছে, আমার মনে হয় এই কথার উপর ভিত্তি করে তদন্ত করলেই আসল কথায় আমরা যেতে পারব। উনি কমিবাবুর কথার উপর বলেছেন যে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বলেই তদন্ত কমিটিতে রাখা হবে না, এটা কোন আইনে উনি বলেছেন, সেটা আমি বুঝতে পারছিনা এবং আমার মনে হয় যে এই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বলে, উনারা, যারা খাঁটি কংগ্রেস বলে দাবী করেন, যারা ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন, যারা ইন্দিরা গান্ধির কাছে কেবল বেড়াচ্ছেন—আমরা তোমার পূজারী আমরা তোমার খাঁটি কংগ্রেস, যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চাইছেন, এবং এই যে ঘটনা আজকে এটাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমরা খাঁটি কংগ্রেস, এবং এটা প্রমাণ করার জন্য এবং বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বলে আমাদের দাবী করে আমাদেরকে কবর দেওয়ার জন্য এখান থেকে হায়েশাই টেপগুলি চুরি হয়, এবং এটা আমি মনে করি ওয়াটার গেট কেলেংকারীর চেয়েও এটা একটা বেশী কেলেংকারীর এবং আমরা কলিকাতায় দেখতে পাই কোন কোন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল, কোন কোন কেলেংকারীর ব্যাপারে। তাই আমি আশা রাখি আমাদের এতবড় একটা কেলেংকারী— যখানে গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছেন, যেখানে আমাদের অফিসারকে হত্যা করে চলেছেন, এর পেছনে একটা বিরাট হাত আছে এবং এই হাত যেন সবাই চেনে এবং এই হাত যেন এখানেই ভেঙে দেওয়া হয়, এই হাত যেন আর উঠতে না পারে, তার জন্য আপনি অনতিবিলম্বে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে আপনি এর একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— আমি শুধু একটা প্রশ্নের ষ্টেটমেন্ট করছি স্যার। আমি একটা শব্দও ব্যবহার করিনি বিক্ষুব্ধ বলে, আমি একটা শব্দও ব্যবহার করিনি কংগ্রেস বলে। আমি বলেছি যে অভিযোগকারী যদি থাকে তাহলে সাধারণত তিনি কমিটির মধ্যে বিচারক হতে পারেন না। আমি শুধু এই কথাই বলেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— তিনি বলেছেন। এখন বুঝতে পারলাম। উনার ঠিক মনে নাই। উনি কি বলতে কি বলে ফেলেছেন। উনি এখন অস্বীকার করছেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী বলেন নি। আপনি শুনেছেন, আমরাও শুনেছি। উনিও এক সময় তথাকথিত বিক্ষুব্ধ দলের নেতা ছিলেন। এখন উনার বিক্ষোভ চলে গেছে। (লাফটার)

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুবই দুঃখিত এবং স্তম্ভিত, কারণ এ ধরণের একটা নজীর যা সারা ভারতবর্ষে নাই, আমরা কোনদিন শুনিনি। আমার ২৭ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমি কোথায়ও শুনি নি এই কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে যে একটা গোপনীয় তথ্য, যে তথ্য কারো অধিকার নেই এই বিধানসভা থেকে অন্যত্র সরানোর জন্য, আমরা শুনেছি, আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে হতে পারে। কি না হতে পারে? আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে সবই সম্ভব। কারন আমরা এমন একটা রাজ্যের মধ্যে বাস করছি যার সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। যদি থাকত তাহলে এই ধরনের ঘটনা যা সারা ভারতবর্ষে হয় নি সেই ধরণের ঘটনা হতে পারে না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার অনুরোধ নয়, এটা আমার দাবী এবং এটা আমার অধিকার এবং সেই অধিকারকে যাচাই করার জন্য এবং সেই সদস্যদের অধিকার এবং বিধানসভার অধিকার, বিধানসভার মান, বিধানসভার সম্মান রক্ষা করার জন্য আপনি আছেন। আমি বুঝতে পারি না এই সম্পর্কে কেন আলাদা আলোচনা হয়। কারণ যখন কোন দায়িত্বশীল সদস্য, নির্বাচিত সদস্য আপনার নজরে আনবে, যে জিনিষের মাধ্যমে আজকে বিধানসভার সমস্ত গোপনীয় যে কাজ তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সংগে সংগে আপনার তরফ থেকেই প্রস্তাব যদি প্রয়োজন হয় মোশনের, আপনার কাছ থেকেই মোশান আনা দরকার। আমি জানি না কেন দুই দিন ধরে তর্ক। তাই আমি অনুরোধ করছি এবং দাবী করছি আপনাকে যে আমাদের বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে এই প্রস্তাব এনেছে যে তার মধ্যে একটা কমিটি গঠন করা হোক, হাঁা, আমি তার সংগে একমত। কারণ তার মধ্যে অনেক কিছু জড়িত আছে। বলেছে এখানে মোশন আনতে হবে। কিন্তু বিরোধী সদস্যদের যখন বিধানসভা থেকে বহিস্কার করা হয়, সাসপেণ্ড করা হয় তখন তো কোন মোশনের প্রয়োজন হয় না, ঐ মোশন আজকে একটা মুখের কথায় আসতে পারে। তার জন্য তো প্রয়োজন হয় না। লীডার অব দি হাউস যদি প্রস্তাব আনেন তাহলে সমর্থন তো পাবেই। উনি সেই প্রস্তাব আনতে পারেন। আমি বলব উনি আনুন এবং আমরা সমর্থন করব। আমরা চাই এই বিধানসভার পবিত্রতা রক্ষা হোক এবং যারা বিধানসভার পবিত্রতা নষ্ট করতে চায় তাদের সাজা হোক আমি চাই। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন যে তার মধ্যে বিদেশী চক্রের হাত আছে, অসম্ভব কিছু নয়। কারণ তার জন্য আমাদের তদন্ত কমিটি হওয়া দরকার। তার কাজ এটা অস্বীকার করা অসম্ভব কিছু নয়। এবং তারি জন্য আমাদের তদন্ত কমিটি হওয়া দরকার এবং এই তদন্ত কমিটি করা উচিত হবে বিরোধী সদস্যদের নিয়ে, পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে

হবে, তার মধ্যে অনেক জাল বিস্তার করে থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আমরা জানি, তখনকার পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়ে অনেক রেকর্ড, আমরা দেখেছি অনেক জিনিষ ত্রিপুরা থেকে চলে যায় এবং খবর চলে যায় এবং তাদের নিশ্চয়ই হাত থাকতে পারে এবং তাই যদি হয় নিশ্চয় সে সি. আই. এ. এর এজেন্ট হবে এবং তাদের খোঁজে বের করতে হবে এবং যদি আমাদের এই বিধানসভায় কেউ যদি থাকে তাহলে এখুনি তাকে বের করা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি এই বলে আপনার কাছে দাবী জানাব যে এটা তর্কের কোন প্রয়োজন নাই এবং এতে কোন কিছুর প্রয়োজন নাই, কারণ এটা প্রমাণিত, আপনি দেখেছেন প্রমাণ। আপনি প্রিলিমিনারী ইনভেষ্টিগেশন করেছেন, আপনার বক্তব্যের মধ্যে দেখা গেছে যে দুই দিনের টেপ রেকর্ড চলে গেছে সেখানে। এই টেপ রেকর্ড যাওয়ার ব্যাপারে রাজ্যপালের সেক্রেটারী কি চেয়েছিলেন? কিন্তু আমি জানি না কোন্ অধিকারে চেয়েছিলেন। যদি তাই হয়, রাজ্যপালের সেক্রেটারী যদি চেয়ে থাকেন তাহলে প্রিভিলেজ মোশান আনুন, যদি নেওয়া হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান আনুন। কারণ বিধান সভার যে পবিত্রতা তার যে গোপনীয়তা যারা নষ্ট করতে পারে যারা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং প্রিলিমিনারী ইনকোয়ারীতে এটা প্রমাণিত এবং যথাযথ, তার মধ্যে ইনকোয়ারী করার মধ্যে আপনার যদি গাডমসি থাকে তাহলে আমরা ধরে নেব—আপনাকে তার জন্য দায়ী করতে আমরা বাধ্য হব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি একটা ডিসিশান আগে থেকেই করে নিচ্ছেন? আই এম সরি......

শ্রীবুলু কুকী :—আমার মনে হয় এখানে যদি সেই কমিটি গঠিত হয় তাহলে আমেরিকার ওয়াটার গেট কেলেংকারী হয়েছে সেটার মতই এখানে কিছু ছাপ পড়বে। সেজন্যই আমি অনুরোধ করব সব কিছু দায়ী হলেও আমরা চাই, জনসাধারণ জানুক, ত্রিপুরার জনসাধারণ জানুক এবং ত্রিপুরার জনসাধারণই নয় সারা ভারতবর্ষের মানুষ জানুক। এবং আমরা এইভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থ এবং গণতন্ত্রকে আমরা বিনষ্ট করতে পারি না। আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চাই এবং সেজন্য এই যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি এবং আশা করি আপনি তদন্ত কমিটি গঠন করবেন এই ব্যাপারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— যিনি আগে দাঁড়িয়েছেন তিনিই বলুন।

শ্রীমধুসূদন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, টেপ কেলেংকারীর ব্যাপার উপলক্ষ করে হাউসের মধ্যে যে ধরণের বক্তব্য কারও কারও মুখ থেকে শুনা যাচ্ছে, আমার মনে হয় যাহাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে টেপ সম্পর্ক এবং তা থেকে সরে এসে ব্যক্তিগত আক্রমণ কাউকে কাউকে করা হচ্ছে এবং সেই আক্রমণটা ঠিক আমাদের মধ্যে একজনকে আর একজন যে ধরণের মন্তব্য করে যাচ্ছেন তাতে আমার মনে হয় প্রকৃত যে ঘটনা সেটা থেকে আমরা সরে যাচ্ছি। কারও ধমনীতে নীল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, কেউ সি. আই. এ.র দালাল কিনা এটা প্রসংগ নয়, প্রসংগ হল টেপ কেলেংকারী সম্পর্কে। প্রাথমিক তদন্তে যেটা বেড়িয়েছে তাতে মনে

হচ্ছে যে তিনি দোষী। যেহেতু দোষ সাব্যস্ত হয়েছে সেই জন্য এই সম্পর্কে আর কোন তদন্ত কমিটির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এবং যেহেতু তিনি দোষী—স্পীকারের অধীনেই তিনি চাকরী করছেন তিনি—হাউসের প্রিভিলেজ নষ্ট করেছেন, হাউসের অধিকার ভংগ করেছেন শুধু হাউসের নয় শ্রদ্ধেয় স্পীকারের আসনকে হেয় করেছেন সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে—গণতন্ত্র এবং হাউসের স্বাধিকার রক্ষা এবং স্পীকারের সম্মান রক্ষা হতে পারে—আমার মনে হয় এটা কমিটি বা অন্য তদন্ত কমিটির চাইতে সব চেয়ে ভাল বুঝেন আমাদের স্পীকার। সেজন্যই আমার বক্তব্য খুব বেশী নয়, আমি অনুরোধ করব যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে এই সম্পর্কে কি ধরণের শাস্তি আপনি নেবেন সেটা আপনিই নেবেন, এটাই আমি চাই। আমার মনে হয়—হাউসের বোধহয়—যেহেতু আপনি হাউসের সব ব্যাপারে কর্তা কাজেই হাউসের মান সম্মান রক্ষা করা স্পীকারের দায়িত্ব। কাজেই আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা আপনি নিজে নিলেই মনে হয় সর্বোত্তম হয়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনাকে মনুবাবু অনুরোধ জানিয়েছেন দোষীর শাস্তি বিধান করার জন্য, সেজন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেপ কেলেংকারী নিয়ে অনেক মাননীয় সদস্য-এর অভিমত এবং অবজার্ভেশান আমরা এতক্ষণ শুনলাম। এখানে মাননীয় সদস্য কালীপদ ব্যানার্জী কাউলকে কোট করে দেখিয়েছেন যে ইন্ডেন কোর্টও সামন করতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টও পারে না। এবং যেখানে আমাদের Rules of Procedure & Conduct of Bussiness এর ৩৩১ ধারাতে আছে যে হাউসের presincts থেকে without the permission of the Speaker কোন property কোন decument cann t be taken out. সেই ক্ষেত্রে এটা সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে টেপটা রিমুভড হয়েছে সেটা অন্যায় হয়েছে, সেটা বে-আইনী হয়েছে এটা সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তথাপি অবজার্ভেশান রাখতে গিয়ে মাননীয় তড়িত বাবু, আমার মনে হয়, নিজের অজ্ঞাতেই একটা কথা বলে ফেলেছেন যে কমিটি হবে সেই কমিটিতে অভিযোগকারীরা কেউ থাকতে পারে না। অভিযোগ কিন্তু এনেছেন একজন। আর অন্য সকলেই হাউসের ডিগনিটি বিপদগ্রস্ত হচ্ছে লুন্ঠিত হচ্ছে স্পীকারের মর্যাদা লুন্ঠিত হচ্ছে এই সেন্টিমেন্ট থেকে আইনগত ব্যাখ্যা দিয়ে যৌক্তিকতা এবং অযৌক্তিকতা সম্পর্কে তাদের অবজার্ভেশান দিয়েছে। কিন্তু যারা অভিযোগ আনেন— যারা বলতে এখানে যুক্ত করছেন তিনি নিজের অজ্ঞাতেই কতগুলি মানুষকে মেনশান করতে চাইছেন আর তাতে আসল ব্যাপারটা কতখানি পিছনে কতখানি গভীরে এই ব্যাপারটাই আউট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটার মধ্যে মনে হয় নিজের অজ্ঞাতে চলে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, আজকে যে ষ্টেটমেন্ট সিকিউরিটি অব দি হাউস আপনি নিয়েছেন সেটা কি যার সম্পর্কে বলেছেন—সেক্রেটারী অব দি গভর্ণর, গভর্ণরের সেক্রেটারীকে একজামিন করেছেন যে আসলে উনি চেয়েছেন কি না? সেটাই অবজার্ভেশানের পক্ষে রাখা দরকার সত্যিকারের তথ্য জানতে গেলে এবং সেখান থেকে আবার নূতন তথ্য জেনে—এর পিছনে আরও ব্যক্তি আছে, আরও লোক আছে, আরও মটিভ আছে যেটা সমস্ত হাউসের মর্যাদাকে অপদস্ত

করতে চায়, স্পীকারের মর্যাদাকে অপদস্ত করে ডেমোক্রেসীকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য জঘন্য একটা ষড়যন্ত্র থাকলেও থাকতে পারে। সুতরাং এই ডিটেলসে গেলে আজকে যেটুকু জানতাম একটা ষ্টেটমেন্ট থেকে—তিনি দিয়েছেন উইদাউট দি পার্মিশান অব দি স্পীকার—এটা যদি এখানেই শেষ হয় আমার মনে হয় আইনের অমর্য্যাদা করা হবে, হাউসের মর্যাদা ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করা যাবে না। স্পীকারের মর্যাদা ঠিক ঠিক ভাবে রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং আজকে প্রিলিমিনারী যে ইনকোয়ারী এসেছে তার উপর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে একটা ডিসিশান হবেনা নয়। তার গভীরে যেতে হবে তার সামগ্রিক ঘটনার মধ্যে যেতে হবে। সুতরাং আজকে আমি মনে করি মাননীয় মন্ত্রী তড়িত বাবু—তিনি বলেছেন যে একটা মোশান আনা দরকার আমার মনে হয়—এর আগে আমাদের হাউসের কনভেনশান আছে—খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে এই মাসের ৮ তারিখ, যখন ব্যাপারটা এত জরুরী ছিল তখন উইদাউট ব্রীংগিং মোশান ইন দি হাউস আমরা আলোচনা করতে পেরেছি। সুতরাং এই ধরণের আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, প্রিসিডেন্স আমাদের আছে। এই কনভেনশান যেখানে—আমাদের গণতন্ত্র বিপর্য্যস্ত বলে মনে করার কারণ আছে যেখানে এবং স্পীকারের মর্যাদা লুন্ঠিত বলে মনে করার কারণ আছে। সেই ঘটনা এত জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ সেখানে মোশান আনার অপেক্ষা রাখে না, আজকে হাউসের এই সেন্টিমেন্ট। সুতরাং উনার ৩ নম্বর হচ্ছে—তিনি মনে করেন যে গভর্ণর চেয়েছেন তখন স্পীকারকে না বলেও এটা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি এটা কি খাতিরের রাজত্বের জন্য—খাতিরে বিধান সভা চলবে, না কোন আইন কানুন মেনে চলবে, না রুলস এণ্ড প্রসিডিউর মেনে চলবে? সুতরাং সেখানে এই সমস্ত কথায়—৩টা পয়েন্ট তড়িত বাবু উল্লেখ করেছেন সেগুলি একটাও খাটছে না। তার একটা দিয়েও আমরা চলতে পারি না। খাতিরে দিতে পারা, খাতিরের কোন কথা নেই। আইনে যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে,—অস্পষ্টতা নেই,—সেখানে তিনি খাতিরের কথা বলছেন—মোশানের কোন প্রয়োজন হয় না। তিন নম্বর হচ্ছে বিক্ষুব্ধ, এই শব্দটা আগেও বলেছেন। কিন্তু তিনি অজ্ঞাতে এই শব্দটা ব্যবহার না করলেও সেটা সমর্থন হয়ে গিয়েছে—বিক্ষুব্ধ যারা এই অভিযোগ এনেছেন। কাজেই এই ধরণের সেন্টিমেন্ট খুব প্রশংসনীয় নয় এবং আশা করি উনার এই সেন্টি-মেন্ট থাকলেও সেটা বাদ দেবেন। আজকে এই টেপ কেলেঙ্কারীতে, আজকে হাউসের সমস্ত মেম্বার এই অভিযোগ এনেছেন......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, রিপিটেশান হচ্ছে......

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— সমস্ত মেম্বারদের অভিযোগ এবং এই সমস্ত মেম্বারদের মর্যাদা জড়িত। সেই দিক থেকে আমি আশা করব যে একটা কমিটি হওয়া উচিত, এই জন্য যে ব্যাপারটা যাতে আরও জটিল আকার ধারণ না করে। এই দিক থেকে কমিটি গঠনের যে যুক্তিকতা আছে সেইটা আমি সমর্থন করি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— সমীর বাবু আমার সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন সেইটার জবাব আমার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তিনি বলেছেন যে কালকে ডেভেলাপমেন্ট

কমিশনার এবং আরও কারা কারা যখন আইনের বই দেখছিলেন, আমি সেখানে ছিলাম। সেইজন্য আমি এইসব বলছি। এইটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। বিশেষতঃ সমীরবাবুর কাছ থেকে আমি এইটা আশা করিনি। সমীর বাবু হয়তো অ্যাডভোকেট হতে পারেন, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে পারেন কিন্তু হয়তো আমি লওয়ার কোর্টে প্র্যাকটিস করেছি। স্যার, আইন বই সম্পর্কে, সমীরবাবু যখন স্কুলের ছাত্র ইনফেন্ট, তখন থেকেই আমি আইনের বই পড়ি। পরীক্ষাও দিয়েছি, অবশ্য ছোট পরীক্ষা। কাজেই তিনি যে উক্তিটা, এই কাউন্সেলের বই-টই, এইগুলি সমীরবাবু মেম্বার হবার আগে থেকেই পড়ছি এই কথাটা আমার বলে দেওয়া দরকার। কাজেই উনি যে উক্তি করেছেন সেটা হাউসের ডিগনিটির পক্ষে মোটেই শুভ নয়। এই সম্পর্কে আমার আরেকটু বক্তব্য যে প্রশ্নটা এখানে উঠেছে যে অভিযোগকারী বিচার কমিটিতে থাকতে পারবে না, কথাটা আইনের দিক থেকে ঠিক আছে। যিনি অভিযোগ করেন তিনি বিচার করতে পারেন না। আরেকটা কথা এইটা প্রমাণিত হয়েছে যে কয়েকটা টেপ আমাদের হাউস থেকে স্পীকারের অনুমতি ছাড়াই গিয়েছে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন কিছু না শোনা পর্যন্ত কোন রায় দেওয়া যায় না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— না না স্যার, সুনীলবাবু যে কথাটা বলেছেন এই হয় না। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি কালকে যা পড়েছেন তাতে দেখা যায় সেক্রেটারী বলেছেন যে, হাঁা, আমি টেপ নিয়েছি। তারপর আবার তার কাছ থেকে কি শুনবো? বিচার কে করছে? সে হাউসের অবমাননা করেছে সেই, আর হাউসে আসতে পারবেন না। এইটা প্রিলিমিনারী কথা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আমি পয়েন্টটা ক্লীয়ার করছি। আপনারা অভিযোগ ঠিক ঠিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ার আগেই কেউ কেউ বলেছেন যে তাকে এক্ষণে সাসপেণ্ড করে দিন। কালকে একটা প্রিলিমিনারী হয়েছে। কিন্তু তার থেকে তো আমাদের বক্তব্য শুনতে হবে? ৫/৭ মিনিটের মধ্যে যা শুনেছি তাই-ই বলা হয়েছিল। আজকে এখন যদি আপনারা বলতে থাকেন আজকে থেকে দশ দিন সে হাউসে আসতে পারবে না, তাকে সাসপেণ্ড করে দিন, ডিক্লেয়ার আপনারা আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে বিচার হবে কি?

শ্রীতাপস দে :— সাসপেনশনের কথা বলা হয়েছে কখন স্যার, ও যখন স্যার, বিধান সভার সচিব হয়ে কনষ্টিটিউশনটাকে অপমান করেছে তখনই সেখানে সাসপেনশানের কথা উঠেছে স্যার। বিধান সভার সেক্রেটারী হিসাবে, যেখানে বিধান সভায় কনষ্টিটিউশনকে অনার করা হয় এবং উই আর দি কাষ্টোডি অব দি কনষ্টিটিউশন, এই কারণেই বলা হয়েছে স্যার। তা'ছাড়া আমরা বিভিন্ন বক্তব্যে বলেছি যে এই সরকার কতকগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদেরকে, যারা যে পদের যোগ্য নয় এই পদে বসিয়ে ওদের কাছ থেকে আনডিউ প্রিভিলেজ আদায় করা হচ্ছে স্যার। ওর বিরুদ্ধে সি, বি, আইর কেস রয়েছে। আমি সেইদিন বলেছি, বিধান সভার সচিব, বিধান সভার একটা ডিগনিটি আছে স্যার, যেখানে তার বিরুদ্ধে সি, বি, আই, রিপোর্ট দিয়েছে তাকে বিধান সভায় পরিচালনায় রাখা আদৌ

বাঞ্ছনীয় নয় স্যার। তবু যখন রয়েছে এবং এখন কনষ্টিটিউশনের ফাঁদে পড়েছে, এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে বলা মুসকিল। এইগুলি ইনকোয়ারী করে এবং এই এসেম্বলীতে এর আমলে বহুবার বক্তব্য রাখা হয়েছে যে এসেম্বলীর প্রসিডিংস জাল করা হয়, টেম্পার করা হয়, এই সমস্ত অভিযোগ ছিল স্যার। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে তদন্ত হওয়া উচিত শুধু বিধান সভার ডিগনিটিটাকে বজায় রাখার জন্য এবং স্পীকারের চেয়ারের যে ডিগনিটি রয়েছে ওটাকে বজায় রাখার জন্য এবং এর পেছনে কোন কাল হাত আছে কি না এবং সমীরবাবু যেটা বলেছেন যে সি, আই,র হাত রয়েছে, নট অ্যাননাইকলি স্যার। থাকতে পারে। এইগুলি তদন্ত করার জন্য একটা কমিটি হওয়া উচিত এই কমিটি যত তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দেন ততই ভাল। কারণ মাননীয় সদস্যদের মনে যে সন্দেহ জেগেছে এই বিধানসভা সম্পর্কে, বিধান সভায় যদি এই চলে, তাহলে বাইরে কি হবে? এই কারণেই বিধানসভার ইজ্জতটাকে রক্ষা করার জন্যই তদন্ত হওয়া উচিত।

শ্রীযদু প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কালকে আমাদের সেক্রেটারী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি আপনার অনুমতি ছাড়াই টেপ রেকর্ড পাঠিয়েছেন এতে এইটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে তিনি আমাদের রুলস অব প্রসিডিউর অ্যাণ্ড কন্ডাক্ট অব বিসনেস, সেখানে যে ৩০০ ধারা আছে সেইটাকে তিনি ভায়োলেট করেছেন এখন এখানে কোন পেনেল প্রভিশন নাই যে যদি কোন অফিসার ভায়লেট করে বা কোন সচিব ভায়লেট করে তাহলে তার কি সাজা দেওয়া হবে। এই সম্বন্ধে কোন স্পেসিফিক পেনেল প্রভিশন এইখানে নাই। কিন্তু এইটা কে করতে পারে? দিতে হলে কে দেবে? যেহেতু এইটা হাউসের অ্যাডপটেড রুলস অ্যাণ্ড প্রসিডিউর তিনি ভঙ্গ করেছেন, তিনি জেনে শুনেই ভঙ্গ করেছেন হাউসের গৃহীত রুলস আমার মনে হয় তার সাজার ব্যবস্থাও করবে এই হাউস। এই দিক থেকে, সচিবের ইনকোয়ারীর কোন দরকার নেই তিনি অপরাধী কি নিরপরাধী এই সম্বন্ধে উনার নিজস্ব যে কনক্লোশন সেইটাই যথেষ্ট। মাননীয় সদস্যরা যে বলেছেন যে এর সংগে কারও কারও যোগা-যোগ রয়েছে, অতীতে গিয়েছে কি না সেইটা তদন্ত হওয়া দরকার। কিন্তু যেটা অলরেডি স্বীকৃত হয়ে গেছে, যেটা তিনি স্বীকার করেছেন যে এইটা ভায়লেট করেছেন আমাদের রুলস অ্যাণ্ড প্রসিডিউরের ৩০৭ ধারার সেকশন, সেইজন্য তার অপরাধের জন্য কি করা হবে সেইটার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমি মনে করি এই হাউসের। আর দ্বিতীয়ত আমাদের সুনীলবাবু বলেছেন যে এইটা একটা অপরাধ নয়। তিনি বলেছেন যে স্পীকারের অ্যাপ্রোভেল নিয়ে কোথাও কোথাও সেক্রেটারী রেকর্ড বাইরে পাঠাতে পারে। কিন্তু তা নয়। যেখানে প্রসিডিংস ফর পাবলিকেশন সেইটা তিনি পারেন। অনেক সময় পার্লিয়ামেন্টের প্রসিডিংস পার্লিয়ামেন্টের সেক্রেটারিয়েটে থেকে ছাপানো হয়। যদি হেভি ওয়ার্ক জমে যায় তখন সেইটা সেক্রেটারিয়েটে না ছাপিয়ে বাইরে প্রেসে ছাপানো হয়। তখন বাইরে প্রেসে ছাপাতে দেওয়ার সময় সেইটা সেক্রেটারী পারে বাইরে পাঠাতে। এক পাবলিকেশন ছাড়া কোন কাগজ বাইরে পাঠানোর দায়িত্ব সেক্রেটারীর নেই। কিন্তু আমাদের সেক্রেটারী যে এই সমস্ত প্রসিডিউর জানেন না তা নয়। তারপর টেপ রেকর্ডস হলো অরিজিনেল রেকর্ড। কাজেই এই টেপ রেকর্ড আজকে নিজস্ব

লোক ছাড়া কারোর হাতে আপনি দিতে পারেন না। এইটা অরিজিনেল অফিস রেকর্ড। কাজেই টেপ রেকর্ড একজন চেয়েছেন আর আপনি অমনি দিয়ে দিবেন, সেই টেপ রেকর্ড যদি আমি রিটেপ করি রেকর্ডটা যদি পালটিয়ে দিই তাহলে কি সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে? কোন রিলেভেন্ট কোয়েশ্চন বা কোন স্পীচের অংশ বাদ দিয়ে যদি রিটেপ করে অরিজিনেল রেখে দিই, আবার নূতনটা পাঠিয়ে দিই তাহলে আমার অরিজিনেল রেকর্ডটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। কাজেই এত বড় একটা জিনিস এইটা সাধারণ কমনসেনসের ব্যাপার এইটা সেক্রেটারীর কাছ থেকে কখনও বাইরে যেতে পারে না। এইটার জন্য সাধারণ যে জ্ঞান সেই জ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে এইটা সিক্রেট জিনিস এবং এই জিনিস কখনও বাইরে যেতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— Now the House stands adjourned till 2-30 P. M. to-day.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং আমার লাইফ এবং প্রোপার্টির উপর যে কোন সময় আঘাত আসতে পারে, আপনার কাছ থেকে আমি কোন আশ্বাস পাইনি। আমাকে শেষ করতে দিন...

মিঃ স্পীকার :— আপনি ঘটনাটির এত বিষয়ান্তরে চলে গেছেন যে আমি কিছু বলার সুযোগও পাইনি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— একটু বলি স্যার। এই মাত্র আমি লবিতে গিয়েছিলাম চা খেতে, ওখানে গিয়ে একটা পত্রিকা পেলাম, পত্রিকাতেই এই ইংগিত আছে। আপনাকে আমি পড়ে শুনাচ্ছি যে প্রশাসন কোন স্তরে গেছে আপনি এই রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারবেন। "আগরতলা ২৯ মে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে মুখ্যমন্ত্রী ও জনৈক আরেকজন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কয়েকজন পুলিশ অফিসার নিয়া মুখ্যমন্ত্রীর বাস-ভবনে একটি গোপন বৈঠকে স্থির হয়েছে যে বিধানসভা বৈঠক শেষ হবার পরই আরো ব্যাপকভাবে মিসার প্রয়োগ করা হবে। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নাকি জানান যে কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুমোদন নিয়াই তিনি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে বিধানসভা সদস্যদের উপর মিসার প্রয়োগ করেছেন ও তাদের আটক করেছেন। সুতরাং পরবর্তী ক্ষেত্রেও তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের সমর্থন পেয়ে যাবেন।

ঐ বৈঠকে সারা ত্রিপুরার বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী, নেতা ও বিক্ষুব্ধ বিধায়ক, আরো কিছু সি, পি, এম কর্মীকে বিশেষ তালিকায় তালিকাভুক্ত করা হয়। কয়েকজন তরুন আইজীবি এবং কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকার বিরুদ্ধে চক্রান্তের পরিকল্পনাও সেদিন গৃহিত হয়। কয়েকদিন আগে নিরাপদ গণচৌরীর পরামর্শ মত স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় (জনপদের উপর যে আক্রমন হয়েছিল সেই রকমই পরিকল্পনা এটিও, তবে এবার লক্ষ্যস্থল ছিল অন্য একটি পত্রিকা) বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে অস্বীকার করায় কতোয়ালীর জনৈক দারোগাকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ঐ বৈঠকে অতিরিক্ত মুখ্য সচীবও কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন"

এই সংবাদটা আমি এক্ষুমি লবিতে গিয়ে পত্রিকাতে দেখলাম স্যার। এবং তার আগে আমি আপনাকে জানিয়েছিলাম, অবশ্য আমি দুঃখিত যে আপনাকে আমি সময় দিতে পারি নি, আপনি কি বলবেন না বলবেন, যে আমার বাড়ীতে গতকাল থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়েছে, আমাকে থ্রেটেন করা হয়েছে এই ধরণের যে আমাকে মিথ্যা কেসে ফেলানো হবে ; মারধোর করা হবে, আমার বাড়ী ঘর সম্পত্তি নষ্ট করা হবে, আমি অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং আজকে আমি হাউসে এসেছি, আমার সঙ্গে ২ জন লোক নিয়ে আমি এসেছি। কারণ স্যার, আমি দেখেছি, আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি বলেছি এই প্রশাসন বিভিন্ন ভাবে, আমি বাজেট ডিসকাসনেও বলেছি যে আমার উপর শুধু না, আমার ড্রাইভারের উপরও অত্যাচার করেছে। আমি বলেছি যে আমার উপর যে ক্রিমিন্যাল কেস ই. কাম টেক্স-এর। মাননীয় সদর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসককে পাঠানো হয়েছে, কি জন্যে যে, আমার ইনকাম টেক্স দেওয়া আছে কি না দেখতে ? এগুলো এই প্রশাসন দিয়ে করা হয়েছে, কাজেই আমার যথেষ্ট কারণ আছে এটা ধরে নেবার যে আমার জীবন ও সম্পত্তির উপর এই প্রশাসন আমার বাড়ী থেকে এবং আমার আত্মীয়-স্বজন এর উপর যে কোন রকম চরম আঘাত আনতে ওরা পিছপা হবে না। কারণ আমার অন্যায় যে তাদের স্বৈরাচার, দুরাচার ও দূর্নীতিকে আমি সমর্থন করি না। কারণ কংগ্রেসের ১০ দফার নামে যারা স্বৈরাচার, দুরাচার, স্বজনপোষণতায় লিপ্ত, যারা দুর্নীতিতে লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ জানাই, কারণ আমার কাছে ব্যক্তি বড় নয়, ব্যক্তি থেকে আমার কাছে কংগ্রেস আদর্শ অনেক বড়। কংগ্রেসের আদর্শকে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই আমার উপর এটা হতে পারে এবং আরও অনেক বিধায়কদের উপর সেটা হতে পারে। কারণ বর্ত্তমান প্রশাসন চান না, বিভিন্ন কাজ কর্মে, আপনি দেখেছেন স্যার, যে ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শে এখানে কংগ্রেস চলুক সেটা চান না। এখানে জনৈক ব্যক্তির আদর্শে কংগ্রেস চলুক, প্রশাসনের উচ্চস্তরে যারা আছে তাদের সেটা ইচ্ছা এবং এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে যে কোন সময়ে আমার উপর, কারণ এই হাউসে আপনি রিসেস-এর আগে দেখেছেন, কোন কোন সিনিয়র সদস্য বিক্ষুব্ধ বলে আখ্যায়িত করতে চাইছেন। আমরা বিক্ষুব্ধ, কাজেই এর থেকে লজ্জার ব্যাপার কিছু নেই। আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য, অথচ আমরা নাকি বিক্ষুব্ধ ? কাজেই আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি, আপনি এটার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে আপনি হাউসে আছেন, হাউস চলাকালে যেন কোন কিছু না হয় এবং পরেও যাতে কোন রকম আঘাত না আসতে পারে সেদিকে আপনি লক্ষ্য রাখবেন এবং আমি আশা করি আপনার কাছ থেকে এর একটা সদুত্তর, আপনার কাছ থেকে সর্বপ্রকার প্রোটেকশান আমরা পাবো, যারা দুর্নীতিকে সমর্থন করেনি কতগুলি স্তরে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা প্রশ্ন আমি তুলেছিলাম যে এই হাউসের যে সচিব উনার সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম যে, উনার সম্বন্ধে এই হাউসে দীর্ঘ আলোচনা, আমি আর ২ মিনিট বলবো স্যার, হয়েছে, কাজেই আপনাকে অনুরোধ করবো, আমি দেখতে পেয়েছি, ওদিক দিয়ে আগার সময় যে আপনি ইনকোয়ারী করছেন এবং মাননীয় রাজ্যপালের যিনি স্পেশাল সেক্রেটারী উনি আপনার রুমের সামনে নিয়ে ঘুরছেন বার বার। আপনার রুমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলে, নাকি জানি না, বার বার ঘোরাফেরা করছিলেন বারান্দা দিয়ে,

ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য, না পরামর্শ নেবার জন্য না কি, সেটা বুঝতে পারিনি, অনেক চেষ্টা করেছি, কাজেই আপনার কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে তদন্ত কমিটি আমরা চেয়েছি, হাউসের প্রত্যেকে আপনাকে বিশ্বাস করেন, আমি জানি। কাজেই সদস্যদের নিয়ে একটা তদন্ত ক'মিটি গঠন করবেন, কারণ প্রাথমিক পর্য্যায়ে স্বীকার করেছেন সেটা আপনিও বলেছেন। মাননীয় সদস্য মধুবাবু বলেছেন যে ও দোষী। আমি মধুবাবুকে ধন্যবাদ দিই, আপনার রুলিং মধুবাবু মনোযোগ সহকারে শুনেছেন। তবে এর সংগে আরও দুই একটা কথা যুক্ত ছিল যা আমি বলেছি যে রাজ্যপাল এর সংগে জড়িত থাকতে পারেন না। রাজ্যপালের নাম এখানে এসেছে, আপনার রুলিং এই আছে। রাজ্যপাল জড়িত থাকতে পারেন না। কাজেই এই ব্যাপারে আপনার নজরে আমি নিচ্ছি। আপনি উপযুক্ত প্রতিবিধান করবেন বলে আমি আশা রাখি। কারণ, না হলে হয়ত আমাকে অন্য ডিসকাশনের সময়ে আবার এটা টেনে আনতে হবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীযদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিসেসের আগে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি নি। আমার বক্তব্য ছিল হাউসের যে রুলস ভায়লেট করা হয়েছে যদি এর জন্য সাজার ব্যবস্থা করতে হয় সেটা হাউস করবেন। এখন যে তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা হয়েছিল সেই তদন্ত কমিটির উপরেই ভার থাকবে। তারাই রিকমেণ্ড করবে এই অপরাধের কি সাজা হতে পারে। সেই কমিটির পানিশমেণ্ট রিকমেণ্ড করবে। এই দায়িত্ব যাতে কমিটির হাতে দেওয়া হয় আমি এই প্রস্তাব করছি। আর একটা কথা, তিনি শুধু রুলস ভায়লেট করেছেন, এটা তাঁর অপরাধ। আর দ্বিতীয়, এটার চাইতে বড় অপরাধ অফিসিয়াল রেকর্ড, কোথায়ও অরিজিন্যাল রেকর্ড বের করে দেওয়ার নিয়ম নাই। যদি কোথায়ও বাইরে রেকর্ড পাঠানো দরকার হয়, সার্টিফায়েড কপি সেটা যায়। কিন্তু একজন সচিব যেটা সমস্ত গভর্ণমেন্টের অফিসের নিয়ম যে অরিজিন্যাল রেকর্ড কোথায়ও অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয় না, যদি কোথায়ও প্রয়োজন হয়, তার সার্টিফায়েড কপি দেওয়া হয়। এটাকে যিনি ভায়লেট করেছেন, একজন দায়িত্বশীল অফিসার হিসাবে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। কাজেই এইগুলি আমাদের কমিটির সামনে বিবেচনার বিষয়বস্তু হবে এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনি এই হাউসের সেন্স অনুযায়ী একটা কমিটী গঠন করুন ? যে কমিটি সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করবে এবং পানিশমেণ্ট সম্বন্ধে রিকমেণ্ড করবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে থেকেই বোধ হয় সুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত বলা হচ্ছে। টেপ যেটা রেকর্ড করা হয় প্রসিডিংস, সেটা টেপগুলি পাঠানো হয়েছে গভর্ণরের স্পেশাল সেক্রেটারীর কাছে। এর উপর আলোচনা কালকেও হয়েছে, আজকেও হয়েছে। বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রকমের মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ সম্পর্কে যাদের নাম উল্লিখিত হয়েছে, যাদের নাম করে এই কাজগুলি করা হয়েছে, একমাত্র বিধানসভার সচিব ছাড়া, তাদের সম্পর্কে বিচার করার অধিকার হাউসের

কতটুকু আছে না আছে আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় গভর্ণরের কি ফাংশান, কতটুকু উনি চাইতে পারেন, কতটুকু উনি চাইতে পারেন না, সেটাও দেখা দরকার আছে। দুর্ভাগ্য যে আমাদের যে গভর্ণর তিনি পাঁচটা ষ্টেটের গভর্ণর। তার ফলে তিনি এখানে থাকেন না। সাধারণত আমরা অন্যান্য জায়গায় যেখানে একজন মাত্র গভর্ণর থাকেন সেখানে দেখি, কোন কোন জায়গায়, আমি সব জায়গার কথা বলছি না, কোন কোন জায়গায় দেখি যে গভর্ণরের বাড়ীতেও হাউসের যে প্রসিডিংস ডিসকাশন হয় সেটা সম্পূর্ণ সেখান থেকে শোনার ব্যবস্থা রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেহেতু আমাদের এই ষ্টেটের গভর্ণর, উনি আরও চারটা ষ্টেটের গভর্ণর, কাজেই সেই ব্যবস্থা এখানে নেই। যদি সেই ব্যবস্থা থাকত তাহলে হয়ত আজকে যতসব প্রশ্ন উঠেছে সেই প্রশ্নগুলি আসত না। আসার দরকারও হত না। মাননীয় গভর্ণর কতটুকু কাগজ চেয়েছেন: প্রসিডিংস চাইতে পারেন কি পারেন না, সেই অধিকার আছে কি নেই গভর্ণরের সেই প্রশ্ন আমরা করতে পারি কিনা, তাঁর রাইট সম্পর্কে সেই প্রশ্ন করার অধিকার আছে কিনা, আমার যেটা মনে হয়েছে। সেক্রেটারী, এসেম্বলী, তার নিজস্ব কোন কাজ করার ক্ষমতা আছে কিনা এটা রুলসের মধ্যে দেওয়া আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, সচিব যিনি তিনি কাজ করে থাকেন 'ইন দি নেম অব দি স্পীকার'। যেহেতু কালকে মাননীয় স্পীকার বলেছেন এই ব্যাপারটা তিনি জানেন না, তার এক্সপ্লেনেশান কি দেওয়া হয়েছে না দেওয়া হয়েছে আমি জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কতগুলি রুটিন ম্যাটার আছে যেগুলি দিতে পারে। আর যদি গভর্ণরের দিক থেকে কোন ডিটেল রিপোর্ট চাওয়া হয় তাহলে সেটা সেক্রেটারীয়েট থেকে চাইতে পারেন কিনা আমি বলতে পারি না। এটা রুলস দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে এইখানকার বিভিন্ন সদস্যদের বক্তব্য থেকে আমার যা ধারণা হচ্ছে যে এই সম্পর্কে একটা এনকোয়ারী হোক এবং আমি শুনে সুখী হলাম যে মাননীয় স্পীকারের প্রতি, তাঁর জাষ্টিসের প্রতি মাননীয় সদস্যদের সকলেরই একটা বিশ্বাস রয়েছে এবং সেটা ধরে নিয়েই আমি বলছি মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই সম্পর্কে আইন কানুন কি আছে না আছে সেটা দেখে যদি স্পীকারের মনে হয় যে একটা কমিটি করা দরকার আছে তাহলে কমিটি তিনি করতে পারেন। কারণ যেসব নাম এখানে উল্লিখিত হয়েছে যাদেরকে সাক্ষী হিসেবে আসতে হতে পারে, সেটা এর আওতায় আসবে কিনা আমি সেটা আইনগত দিক দেখিনি এখনও। মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আমি সেই দিকে আকর্ষণ করতে চাই যে এটা উনি ভাল করে দেখুন এবং যদি অন্য কোথায়ও, অন্য কোন ষ্টেটের গভর্ণররা এই ধরণের কাজ করে থাকতে পারেন কিনা, অন্যান্য ষ্টেটের স্পীকার যারা রয়েছেন তাদের সংগেও যোগাযোগ করার দরকার আছে কিনা সেটা মাননীয় স্পীকার দেখতে পারেন এবং দেখে এই ঘটনাটা সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যে সবাই একটুখানি উৎকণ্ঠিত কিংবা এই সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে এইখানে কিছু ইরিগুলারিটি হয়েছে। কাজেই আইনকানুন যা আছে, রুলস যা আছে সেই সম্পর্কে ভাল করে দেখে এবং অন্যান্য রাজ্যের অ্যাসেম্বীর স্পীকারদের সংগে যোগাযোগ করে আইনগতভাবে কিভাবে করলে এর প্রতিকার করা সম্ভব হয়, যদি প্রতিকারের পর থাকে এবং এদেরকে হাউসের সামনে আনার কোন ক্ষমতা এই হাউসের যদি থেকে থাকে তাহলে

আমি সেই আইনটা জানি না, এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়েরই দেখা উচিত এবং সেইভাবে হাউসের কাছেও আমি আবেদন রাখছি যে মাননীয় স্পীকারের উপর যদি বিশ্বাস থাকে এবং যেহেতু তিনি হাউসের মাননীয় সদস্যদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য সম্পর্কে তিনি অবহিত হয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি যে তাঁদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি বুঝেছেন এবং বুঝে এই সম্পর্কে আইনগত দিক দেখে উনি যেভাবে ব্যবস্থা করেন, তদন্ত করতে হলে এবং কাকে কাকে ডাকা যাবে, কিভাবে তদন্ত হবে সেটা মাননীয় স্পীকারের উপর ছেড়ে দেওয়া ভাল এবং সেইভাবে অন্যান্য জায়গায় এর কোন প্রসিডিউর আছে কিনা এবং এইভাবে মাননীয় গভর্ণররা জানতে চাইতে পারেন কিনা ডিটেলস এবং সেই ডিটেলস করা না থাকলে সেক্রেটারীয়েট কি করতে পারে সেই সম্পর্কে অনেকগুলি কমপ্লিকেসী এর মধ্যে এসে গেল, যেহেতু অনেকগুলো নাম এসেছে, যেহেতু সে নামগুলোকে আমরা উচ্চারিত করতে পারি না, তথাপি এখানে এসেছে বক্তব্য রাখার জন্য, অর্থাৎ বক্তৃতাকে জোরালো করার জন্য সেগুলিকে আনা হয়েছে। আরও অন্যদিক দিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছে এইসব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইনা। এই সম্পর্কে বহু আলাপ আলোচনা এখানে হয়েছে এবং মাননীয় সদস্যরা বিভিন্নভাবে বলেছেন কাজেই ঐদিকে আমি কিছু আভাস বা ইঙ্গিত দিতে চাইছি না। প্রশাসন কতটা জড়িত এবং প্রশাসনে ষড়যন্ত্র আছে কি নেই, সেই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যদি মনে করেন গভর্ণরের এটা দেখার অধিকার আছে, তাহলে প্রশাসনের মধ্যে কোনরকম ষড়যন্ত্র হয়েছে কি হয় নি, তাও তখন ধরা পড়বে, কাজেই এই সম্পর্কে আমি আমার কোন বক্তব্য রাখতে চাইনা এবং কোন পত্রিকায় যদি এমন খবর বেড়িয়ে থাকে যে মুখ্যমন্ত্রী কালকে এখানে উপস্থিত ছিলেন না, কলিকাতা গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ বাবুকে টেপ শোনানোর জন্য, অন্তত: আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পারিনি যে এটা যদি কোন পত্রিকায় বেড়িয়ে থাকে, তাহলে সেটা কোন রেস্পনসিবল পত্রিকা কি না আমি জানি না, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এই ধরণের কথা, এই বক্তব্য কোন মাননীয় সদস্য এই হাউসের সামনে তুলেন নি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই টেপ রেকর্ড রিটেপ করে নিয়ে গেছেন সিদ্ধার্থ বাবুকে শোনানোর জন্য, এই রকম খবর আমি পত্রিকায় দেখিনি। পত্রিকায় যদি বেড়িয়ে থাকে আমি বলব কোন রেস্পনসিবল পত্রিকায় বেড়িয়েছে কিনা, আমি জানি না। যদি কোন রেস্পনসিবল পত্রিকায় বেড়িয়ে থাকে, তাহলে ডেফিনিটলী আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন করব এই সম্পর্কে—যেহেতু এই সম্পর্কে তাঁরা কোন কিছু বলেন নি সেইহেতু আমি নিজে জোর দিয়ে বলছি যে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। মাননীয় স্পীকারের কাছেও যেমন মাননীয় সদস্যরা অনেক সময় প্রটেকশান চান, আমিও সেইভাবে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের প্রটেকশান চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন মেম্বার সম্পর্কে এই এসেম্বলীতে যদি কোন কিছু হয়ে থাকে, এসেম্বলী সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সদস্য এর যদি সিকিউরিটির প্রশ্ন আসে, মাননীয় সদস্যরা যদি বলেন, তাঁদের সিকিউরিটি কিভাবে রক্ষিত হবে, কি করলে তাঁদের সিকিউরিটি রক্ষিত হবে, আমি প্রশাসনের হেড হিসেবে বলতে পারি, আমি সমস্ত রকম প্রটেকশানের ব্যবস্থা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে এই সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখতে চাইনা, কারণ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বারস, টেপ রেকর্ড সম্পর্কিত অভিযোগ যা গতকাল এসেছিল, তা তদন্ত করার জন্য হাউস আমাকে বলেছিলেন। তদনুসারে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি তদন্ত করেছি এবং তদন্তে যা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি হাউসের সামনে রেখেছি। এতে বুঝা যায় হাউসের পূর্ণ আস্থা আমার উপর আছে। আজকের আলোচনায় মাননীয় সদস্যদের সেন্টিমেন্ট আমি অনুভব করেছি। এই বিষয়টা খুব সতর্কতার সহিত আমি অগ্রসর হতে চাই। পার্লামেন্টারী প্রেকটিস, কনষ্টিটিউশনাল প্রভিশন, ইত্যাদি সব কিছু দেখে শুনে এবং প্রয়োজন-বোধে অন্যান্য ষ্টেটের স্পীকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। এই বিষয়ে আমি আশা করব হাউস আমার উপর আস্থা রাখবেন। আমি এই হাউসের কাষ্টডিয়ান আমি হাউসের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই রক্ষা করব।

Consideration and Adoption of the 21st Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :— Next Busiuess of the House is consideration and adoption of the 21st Report of the Committee on Privileges. I now call on Shri Sunil Chandra Dutta, Chairman of the Committee to move his motion for consideration of the Report.

Shri Sunil Ch. Dutta :- - Mr Speaker Sir, I beg to move that the 21st Report of the Committee on Privileges be taken into consideration

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the motion moved by Shri Sunil Ch. Dutta "that the 21st Report of the Committee on Privileges be taken into consideration "

(The Report was considered by voice vote.)

Mr. Speaker : – Now I would request Shri Sunil Ch. Dutta, Chairman to move his next motion for adoption of the 21st Report of the Committee on Privileges.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the 21st Report of the Committee on Privileges be adopted.

Mr. Speaker :— Now the question before the House a motion moved by Shri Sunil Ch. Dutta that the 21st Report of the Committee on Privileges be adopted.

(The motion was carried by voice vote.)

Discussion and voting on Demands for grants for 1975-76.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move rhat a sum not exceeding Rs. 18,93,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Apppropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 26—Major Head 289—Relief on

Account of Natural Calamities, Gratuitious Relief, Test Relief & Contingency Planning ; 295—Other Social Community Services (Maintenance & up-kip of public places of worship) 304—Other General Economic Services (Land Ceiling Compensation to Land Lord on Abolition Zamindary System & Expenditure on Land Reforms).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,96,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respeet of Demand No. 46 —Major Head 695—Loans for other social & community services (Loans to Landless agriculture labourers/project programme of rural development and employment).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,00,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 42 Major Head—538—Capital Outlay on Roads & Water Transport Services (Road Transport).

Mr. Speaker :— Now Demand No. 42, Major Head 509, Demand No. 24 ; Demand No. 15 Major Head 287—Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies etc. Departments.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeeding Rs. 30,34,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 24, Major Head—288—Social Security & Welfare (Civil Supplies); 309—Food & Nutrition.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,75,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 15 Major Head 287—Labour & Employment.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,20,00,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges in course which will come of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 42, Major Head 509—Capital Outlay on Food & Nutrition.

Mr. Speaker :— Demand No. 15—Minister-in-Charge of Animal Husbandry etc. Departments.

Shri Kshitish Ch. Das :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24,15,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1976 in respect of Demand No. 15, Major Head—259—Public Works (Collection of Housing and Building Statistics. 284—Urban Development (Assistance to Municipalities, Corporation etc.).

Mr. Speaker :— Cut Motian on Demand No. 24—As the mover is absent from the House, so his Cut Motion falls through. মাননীয় সদস্য আজকের ডিমাণ্ড এবং গতকালের ডিমাণ্ড—সবগুলি এক সঙ্গে আলোচনা করে তারপর ভোট হবে। মাননীয় সদস্যদের আর একটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—৬টায় মধ্যে আপনাদের আলোচনা শেষ করতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— প্রয়োজন হলে গিলোটিন করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— এখনই তা বলতে পারছি না, প্রয়োজন হলে করতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— প্রয়োজন হবে—ডিসকাশান শেষ করা যাবে না ৬টার মধ্যে, গিলোটিন দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবল বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এবং গতকালের যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে এই ডিমাণ্ডগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি এডুকেশান সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি যে এডুকেশান সম্পর্কে আমি খুবই কম বলতে চাই—তবুও ২/৪টা কথা বলতেই হবে। সেটা হল আমাদের ত্রিপুরাতে যে বহু আকাঙ্খিত হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ড সেটা এই বিধানসভায় পাশ হয়েছে এবং কিছু কিছু বাজেট প্রভিশান রাখা হয়েছে—পূর্ণাঙ্গরূপে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ফলে কি হচ্ছে, আপনারা জানেন বর্তমানে ঐ স্কুলে ফাইনেল বা মেট্রিক—১০ম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষার দিন পর্য্যন্ত এমন কি পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় তবু এডমিট কার্ড পাওয়া যায় না। এই বিগত ২ বছর আমরা দেখছি যে স্কুলে ছেলেরা যায় অন্তত: পক্ষে সাধারণ নিয়ম, পরীক্ষায় বসতে তার একটা এডমিট কার্ডের দরকার। ছেলেরা পরীক্ষা দিতে যায় এডমিট কার্ড ছাড়া—কার পরীক্ষা কে দেয় কোন কিছু খবর রাখে না এমনই অবস্থা হয়েছে। এডমিট কার্ডের চাইতে আরও প্রশ্ন হচ্ছে হচ্ছে—খাতা কে দেখছে। কার খাতা কোন জায়গায় যাবে এইরকম একটা দুঃসহনীয় অবস্থা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেদের সামনে এসেছে, অথচ আমাদের এই বিধান সভায় বোর্ডের যে আইন সেই আইন আমরা পাশ করে দিয়েছি। উনারা বহু পরিশ্রম করেছেন এবং কেন যে এটা হচ্ছে না—এর পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেদের ভবিষ্যত নিয়ে

কিভাবে ছিনিমিনি খেলছে সেটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি সেই কলেজের কথা বলছি, সেই ল-কলেজের কথা যেটা নাকি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী থাকলে ষ্ট্যাটমেন্ট বেরোই না কিন্তু দমদম গেলে তখন পত্র পত্রিকায় অনেক কিছু বেরিয়ে যায়। ল-কলেজের কথা উনি বলতে পারেন, ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের কথা উনি বলতে পারেন সবকিছু। কিন্তু মেডিকেলের কথা তো সে একটা ইতিহাস, স্কুলকে বাদ দিয়ে আমি এত উপরে যাচ্ছি না। আমি বলতে পারি গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট ছেলে বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী ষ্ট্যাজের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কতটুকু যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট করছে, আমি একটা কথা বলতে পারি স্যার, দেখুন এই ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা, আমি অনেক আগেই বলেছিলাম যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব এবং আদার কমুনিটিস এদেরকে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ষ্টাইপেণ্ড দেয়, বুকগ্র্যান্টের ব্যবস্থা করে। এইটা এডুকেশান ডিপাটমেন্টের মাধ্যমে এইটা হয়। সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের টাকাটা দেয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপাটমেন্ট থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত ভাবে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপাটমেন্ট সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলেছি যে তোমরা একটা ডিপাটমেন্ট কি করবে। কারণ প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলুন, এডুকেশন বলুন সমস্ত ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যদি কো-অর্ডিনেশন না থাকে তাহলে বড় অসুবিধা হয়। এইতো কালকেও আমি বলেছিলাম যে ত্রিপুরায় সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিল ট্রাইব ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এখন ঐ বুকগ্র্যান্ট দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ক্লাশ সিক্সে যারা পড়ে তারা ২৫ টাকা বুকগ্র্যান্ট পায় বা দশ টাকা পায় যারা ক্লাশ টু থ্রিতে পড়ে। এই দশ টাকার জন্য তাকে একটা সার্টিফিকেট আনতে হয় এম. এল এ. বা কোন গেজেটেড অফিসারের কাছ থেকে বা সমতুল্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে। এইটার একটা কর্ম আছে। মনে করুন একটা ছেলের বাড়ী ঐ কালা টিলায়। সেখান থেকে দশ টাকার ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার জন্য একটা লোকের কৈলাসহর যেতে হয় সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব সার্টিফিকেট আনতে বা কৈলাসহর যেতে হয় ঐ এম. এল. এর সার্টিফিকেট আনতে। এই ভাবে দশ টাকা পাইতে হলে তাকে ১৫ টাকা খরচ করতে হয়। তাহলে একটা গ্রামে হয় তো একটা প্রাইমারী স্কুল আছে এবং সেই এলাকায় গাঁও প্রধান আছে। কাজেই ছেলেটা যদি ঐ গাঁও প্রধান বা তার স্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের সার্টিফিকেট আনে তাহলে কি যথেষ্ট নয়? এই যে অসুবিধা এর কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। একটা স্কুলে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের জন্য একটা হোষ্টেল হবে। সেখানে নিয়ম আছে যে গভর্ণমেন্ট ৯০ পার্সেন্ট সাহায্য দেবে আর বাকীটা এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি দেবে। এই অবস্থাতেও ফটিক রায় এবং কৈলাসহরে দুইটা

বোর্ডিং হওয়ার জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করেছিল যে এখন আমরা টাকা দিব। কিন্তু আমাদের এই যে বোলে কুলায় না, আমরা ১০ পার্সেন্ট দিতে পারবো না। যখন আমি মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের চেম্বারে বসে আলোচনা করেছিলাম সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টার এবং এডুকেশান ডিরেক্টারও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বললো দেখুন, আমরা তো দিতে পারি। কিন্তু

এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বললো. না এইট্রা দেওয়া সম্ভব নয়। এখন টাকা দেবে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আর মাতব্বরী করবে এডুকেশনে ডিপার্টমেন্ট। এইভাবে চলে গেল ৭/৮ বছর। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট স্যার, আমরা মনে করি যে সেইটা জ্ঞানী গুণীর জায়গা কিন্তু সেখানেই সবচাইতে বেশী কণাপশান। কাজেই শিক্ষার মান যদি বাড়াসে হয় শুধু স্কুল বাড়িয়ে হবে না স্যার। শুধু গ্রামে গ্রামে স্কুল দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় স্কুল দিয়ে এর সল্যুশন হবে না স্যার। এইতো একটু আগে সাবরুমের কথা জানতে পারলাম সেখানে হাই স্কুল আছে, প্রাইমারী স্কুল আছে, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। কাজেই শিক্ষক যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক না থাকে তাহলে স্কুল বাড়িয়ে লাভ কি ? আমি সেই জন্য অনুরোধ করবো যে অন্তত: পক্ষে স্কুলগুলিতে যাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাষ্টার থাকে তার ব্যবস্থা করতে। একটা নিয়ম আছে স্যার, যে ৪০ জন ছাত্র হলে একজন মাষ্টার দিতে হবে। ধরুন ঐ গ্রামে সেই সেই ইনটেরিওরে যদি একজন মাষ্টার দিয়ে একটা স্কুল ষ্টার্ট করা হয় তাহলে আমাদের কি অসুবিধা হয় ? কারণ সেই মাষ্টারের লাভ আছে. হয়তো সেই মাষ্টার মহাশয়ের অসুখ হলো সেই জন্য মাষ্টার মহাশয় স্কুলে গেলেন না। স্কুল বন্ধ হয়ে রইল। তাছাড়া সামার ভেকেশান আছে পূজা ভেকেশান আছে সেই সময় অনেক দিন স্কুল বন্ধ থাকে। এর পরে যদি মাষ্টার মহাশয় তার যে প্রাপ্য ছুটিগুলি আছে যদি তিনি সেই গুলি নেন তাহলে দেখা যায় ঐ ছেলেগুলি আর পড়াশুনার কোন নেসা থাকে না। এইটা স্বাভাবিক স্যার। একটা মানুষকে পাঠালেন সেই গ্রামাঞ্চলে তার একটা নিজের প্রয়োজন আছে তো ? এমনিতে সব দিক থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত দেখা দিয়েছে, বিবেচনা করতে গেলে আমি বলবো শুধু অধিক সংখ্যক স্কুল বাড়িয়েই লাভ হবে না। স্কুল আপনারা কম করেন। মাননীয় মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করবো, এই যে ৪০টি ছেলের কথা আমি বললাম, এই ৪০টি ছেলের মধ্যে একটাই তো মানুষ হবে না স্যার। বছর বছর যদি পড়াশুনা না করতে পারে তাহলে এই ৪০টি ছেলেই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু লেখা পড়া নিয়ে যদি একটা স্কুল থাকে সেখানে ১০ জন মাষ্টার থাকবে, সে জায়গাতে আজ অনেকে বলবে যে ভোটের রাজ্যতে স্কুল না দিলে ভোট পাওয়া যাবে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। দেশের মানুষকে যদি মানুষ করে গড়ে তুলতে হয় তাহলে ভোটের দিকে তাকালে চলবে না। ৫ (পাঁচ) টা পাড়া নিয়ে যদি একটা স্কুল হয় সেখানে যদি সাফিসিয়েন্ট মাষ্টার রাখা যায় তাহলে যে পাড়ার ৪০টি ছেলে ছিল সেখানে যদি ১০টি ছেলেও আসে তার মধ্যে অন্তত. ৫টি ছেলে মানুষ হবেই। আর ও দিকে ওই পাড়াতে স্কুল দেওয়াতে পাড়ার ৬০টি ছেলে বাতিল হয়ে গেল। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার স্যার। এখানে ওই পাড়া-গায়ের মাননীয়া সদস্যাও আছেন, অপর দিকে আমি বলবো যে মাননীয়া সদস্যা তো জানেন যে শহর অঞ্চলে প্রত্যেকটা স্কুলে প্রয়োজনীয় বেশী মাষ্টার থাকে। কেন ? এর কারণ আছে স্যার। মিসট্রেস তো থাকে সাব ডিভিশানে আর মিষ্টার তো চাকরি করে টাউনে, অফিসার। সুতরাং মিষ্টার যদি এখানে থাকে আর মিষ্ট্রেস যদি বাইরে থাকে তাহলে সব দিকেই তো কলাপস্ হয়ে যাবে। কাজেই একটা কলাপসিবল কাণ্ড। কাজেই আমি দেখেছি, আমি

ষ্ট্যাটিকস দিয়ে বলতে পারি স্যার, যে টাউন অঞ্চলে অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাষ্টার বা মিষ্ট্রেসরা থাকে। অথচ সেখানে মফঃস্বলে প্রয়োজন সেখানে তখন নেই। এই থাকা না থাকার অনেক কারণ আছে। শুধু এটার অর্থ অফিসার আছে এ কারণ নয়, আরও কারণ আছে। মাননীয় মন্ত্রী মশায়দের ফেভারিট লোক গুলোকে তো কাছাকাছি রাখা লাগবে, এটাও একটা কারণ। কাজে কাজেই এই সমস্ত জিনিষগুলো যদি ঠিক ঠিক ভাবে দেখা না যায় তাহলে পরে এডুকেশানের যতই বড়াই করি না কেন আমরা বাস্তবে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের পারসেনটেজ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, তুলনামূলকভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পারসেনটেজ সেটা আশাব্যঞ্জক। এ কথা স্বীকার করা সত্বেও আমি বলবো এই ধরণের কোয়ালিটি আমাদের ত্রিপুরা থেকে বের হচ্ছে, সেটা মোটেই আশানুরূপ নয়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ত্রিপুরার ছেলেরা যে ভাবে মার খাচ্ছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, এই শিক্ষাগত মান অতি নীচে নেমে গিয়েছে। কাজেই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করবো যে এই শিক্ষাগত মানকে উন্নত করতে হলে শিক্ষা দপ্তরকে আরও শক্ত ভাবে পরিচালনা করতে হবে। কেমন করেই বা করবেন তিনি, উপায় তো নেই। উনার অফিসার একদিকে আর কেরানী আর এক দিকে। আমি সেদিন একজন অফিসারের কাছে শুনলাম, তিনি বললেন, কি করবো ভাই, এখন আমার কেরাণীবাবু ডিক্টেট করে দিলে আমি ঠিক করে দেব। কি করবো। এই হচ্ছে অফিসার, আর থানার ডাইরেক্টরেট। আরও বিক্ষোভ আছে। চাকরীর ব্যাপারে তো বিক্ষোভ আছেই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি ইত্যাদি মানে ফেভারিট লোকগুলি চাকরী পাবেতো স্যার। এটাতো স্বাভাবিক যে স্কুল নেই, তারা স্কুল করবে না। ওই টাউনে যারা থাকবে তারা নিজেদের লোক, আশে-পাশের লোক দিয়েছেন, এটাও দেখেছি। বাইরের জায়গাতেও আমি দেখেছি গ্রামের ছেলেদের ডিপ্রাইভ করেছেন। আমি বেশী সময় নেব না স্যার, তবে আর একটা অনুরোধ আমি রাখবো বিশেষ করে ধর্মনগর, কৈলাসহর বা সোনামুড়া বা যেখানে মুসলিম কমিউনিটি যেসব জায়গাতে আছে সেখানে ক্ল্যাসিক্যাল টিচার নেই বললেই চলে। ক্ল্যাসিক্যাল মানে আরবি, ফারসি পড়ানোর জন্য টিচার দরকার এবং এটা আমরা সেকুলার ষ্টেট বলে ধরি। সুতরাং এটা আমি অনুরোধ রাখবো যে উনি যাতে এটার ব্যবস্থা করেন। এডুকেশান সম্পর্কে অনেক কিছু বলা সত্বেও আজকে একটু সোস্যাল এডুকেশান সম্বন্ধে বলবো। আমার মনে হয় সোস্যাল এডুকেশান মন্ত্রী উনিতো সমাজবাদের প্রতীক। অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্বন্ধে বলছি না, ওই প্রতীক সম্পর্কেই আজকে বলবো। আমি বলেছি এই কারনে, আমাদের বিধানসভায় যে কার্য্যাবলী তা উল্লেখ করেই বলছি। সোস্যাল এডুকেশান সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, প্রতি গ্রামে গ্রামে, এই মহিলা সমিতি বলেন, বালোয়ারী স্কুল বলেন, যাই বলেন, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এটা ঠিক। আমাদের এই বিধানসভার প্রসিডিংসে দেখেছি প্রত্যুত্তরে উনি বলেছেন, গত এক বছরে ২৫ জন ভিলেজ মাদারের চাকরী উনি দিয়েছেন এবং তারমধ্যে মাত্র তিন জন মফস্বলে আর বাকি সবাই আগরতলার বড়জলা কনষ্টিটিয়েন্সিতে। কাজেই সমাজবাদের প্রতিক তিনি, সমাজ শিক্ষা দিচ্ছেন তার একটি মাত্র প্রমাণ স্যার, সমস্ত তার কাছে রেখে সমাজবাদী সব সমাজ করতে যাচ্ছেন। আর তিনি সমাজবাদের প্রতিক। আরও প্রমাণ আছে স্যার, সোস্যাল

এডুকেশানে তো বেশী টাকা নেই, অল্প টাকা তো, অল্প টাকার মধ্যে আর একটা কাজ তিনি করেছেন এই 'বালভবন' না তিনি কি একটা করেছেন, ২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে, না কত টাকা খরচ করে, আমি ঠিক ফিগারটা জানিনা এটাও ওনার কনষ্টিটুয়েন্সিতে। মানে ঠিক ভাবেই সমাজতন্ত্র করেছেন। সমাজতন্ত্র তিনি একেবারে পুরোপুরি ভাবে করছেন অর্থাৎ দলের কোন মন্ত্রী পদত্যাগ করছে কি না, কো-অপারেটিভ হচ্ছে কি না, এখানেও সমাতন্ত্র আছে। ভগবান জানেন ওটা এখন তিনি কিভাবে করবেন। তবে দুটি উদাহরণে আমি দেখছি, চাকরী বাকরি কি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এটা ওনার এলাকায় নেওয়া হয়েছে। কাজে কাজেই ওনার কাছ থেকে কি ধরণের সমাজবাদ পাবো সেটা সহজেই অনুমেয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে পারবেন কি?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আর সময় দেওয়া যাবে না, আরও অনেকে আছেন, শেষ করে ফেলুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— শেষ করছি স্যার, আমি আর একটা অভিযোগ আনবো চাকরি বাকরির ব্যাপারে। এই এডুকেশান বলেন, কো-অপারেটিভ বলেন, সোস্যাল এডুকেশান বলেন, আসল ঘটনাটা আমি বলে যাচ্ছি স্যার। ওনারাতো সমাজবাদ করেন স্যার। গতকাল আপনি দেখেছেন স্যার যে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী উত্তরে বলেছেন যে এখানে অনেকগুলো পোষ্ট খালি আছে, আসলে আর কোন পোষ্ট খালি নেই। মাননীয় মন্ত্রী, কো-অপারেট-এর প্রেসিডেণ্ট ওনার লোকদের আগেই কণ্টিনজেণ্টে বেসিসে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। তারপর উনি যে আর, ডবলু ছাড়লেন এই আর, ডবলুতে উনি কণ্টিজেণ্টদের ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। হাউএভার আমি একথা কেন বলছি? আমি কিছু দিন আগে মাননীয় এক মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে সোনামুড়া সাবডিভিশানে গিয়েছিলাম। সেখানে জনা ২৫ ছেলে বল্লো স্যার, আমরা কি পারমানেণ্ট হবো না? আমি বললাম কি ব্যাপার ভাই তোমাদের, তারা বল্লো আমরা সব কণ্টিনজেণ্ট। আমরা একটা কণ্টিজেণ্ট বের করতে পারলাম না আর তোমরা এত কণ্টিজেণ্ট কি করে হোলে। আমাদের কণ্টিজেন্সির হিসাবে তো দিয়েছে মাননীয় মন্ত্রী। কাজেই, এই যে ব্যাপার খালি কোত্থেকে থাকবে? ২ বছর, ৬ বছর, ১০ বছর কাজ করার পরে তারা তো অটোমেটিক সেখানে যাবে। চাকরি আমরা কোত্থেকে পাবো? ডিপার্টমেণ্টগুলোর কি অবস্থা হয়েছে। ওনারার দোষ, কেউ নেবেন না। সব জায়গাতেই সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করতে চায়। কাজেই তাদের কণ্টিনজেন্সি ঢুকিয়েছে। আমরা চাইলে হয় না, আমাদের লোকদের কথা বললে হয় না, ওনার এই ৫টি পোষ্ট খালি আছে এই সুযোগে কণ্টিজেন্সি ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং সেগুলোকে রেগুলার করে নিজের লোকেদের চাকরি দিচ্ছে, এই হচ্ছে, আমাদের সমাজবাদের নীতি। তবুও এদিক ওদিক যতোই করুক জনসাধারন তো বুঝবে শেষ পর্যায়। আপাততঃ এই বাজেটের ডিমাণ্ডগুলোকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— I would call on Shri Chandra Sekhar Dutta.

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গতকালের যে ডিমাণ্ড এবং আজকে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আজকে আমি ডিমাণ্ড নং ৫ সম্পর্কে বলছি। ষ্টেট একসাইস থেকে বোধ-

হয় গত বছর আমরা ৩ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে যে হিসাব পেয়েছি তাতে একসাইস বাবদ যে ইনকাম ছিল তা ১০ লক্ষ টাকার মত। এবছর এর মধ্যে তা প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মত হয়ে গেছে। সেখানে গভর্ণমেন্ট তরফ থেকে ইনকাম, বাইরে যে সব বাংলা মদ বিক্রি করছে রাস্তাঘাটে, কলকাতাতে দেখেছি স্যার, মাথায় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করছে, সেই অবস্থা ত্রিপুরাতেও এসে যাচ্ছে, আর বেশী দিন নেই, যেভাবে চার দোকানগুলোতে বিনা লাইসেন্সে মদের আড্ডা চলছে স্যার, এই হোল একসাইস ডিপার্টমেন্ট। আগে দেখা গেছে যে সাবডিভিশানে একজন একসাইস সাব ইন্সপেক্টার থাকতো, এই সাব্রুম, বিলোনিয়া, অমরপুর নিয়ে একজন সাক্ষী গোপাল আছে স্যার। সে মাঝে মাঝে হানা দিয়ে ৫/১০ টাকা পেলে শান্তিতে চলে আসে। ডিষ্ট্রীক্ট ইনস্পেকটারের পোষ্ট ছিল। টাকা মঞ্জুরী ছিল গত বছরের। সেই লোক নেওয়া হয়নি স্যার। কাজেই পরোক্ষে বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রির উস্কানি দিচ্ছে স্যার এই ডিপার্টমেন্ট। সারাটা ত্রিপুরা রাজ্যে লাইসেন্সহীন মদ খাইয়ে খুন খারাপি হচ্ছে স্যার। আমি নিজে দেখেছি আগরতলা শহরে, দেখেছি সারা রাত্র জেগে থাকে। সেখানে রাত্রি ৯টার পর গরম জল যেটা চিনিতে লিকার করে লাল করে খায় সেরকম চলে। সেটাতে লাল জল মিশিয়ে খাচ্ছে। কাজেই এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টে যদি যথোপযুক্ত কর্মচারী থাকত তাহলে আমাদের ইনকাম থাকত এবং বিনা লাইসেন্সে যে কাজ চলছে সেটা বন্ধ হয়ে যেত। কাজেই আমার অনুরোধ বিনা লাইসেন্সে যারা কারবার করছে, তা বন্ধ করবার জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ করা হোক।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ট্র্যানস্পোর্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলছি স্যার। মাননীয় মন্ত্রী শপথ নেওয়ার পরে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে এক্সপ্রেস সার্ভিস দিয়েছেন বিলোনীয়াতে। এখান থেকে ছাড়ে সাড়ে ছটায়। বিলোনীয়া পৌছে ১০ টায়। বিলোনীয়া থেকে ছাড়ে ৭টার, এখানে পৌছে সাড়ে দশটায়। এটা একটা ভাল কাজ করেছে যাই হোক, একটা তো মিলেছে সার্ভিস। আমাদের অবশ্য অনেক দাবী ছিল। সাব্রুম থেকে একটা হলে আরও ভাল হত। কিন্তু আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম, দুর্ভাগ্যের বিষয় এটা আনষ্টার্ড হয়েছে, যাতে সাপ্লিমেন্টারী না আসে। প্রশ্নটা ছিল, বিলোনীয়া থেকে নলুয়া পর্যন্ত জীপের ভাড়া এস, টি, এ, এর রুল মত নেওয়া হয় কিনা। উত্তর এসেছে জনগণ থেকে কোন আবেদন আসে নি, তাই এস, টি, এ, রুল এমপলয়মেন্ট করা যায় নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই জনগণ আবেদন করবে না সরকার নিজস্ব গতিতে চলবে? ডিপার্টমেন্টে কে আছে? কেন ৫ টাকা বাড়ানো হয় মাত্র ১২ কিলোমিটারের জন্য? শুধু তাই নয়, একটা জীপ ১০ জন লোক নেয়। সেখানে ৫ টাকা ভাড়া বাড়ানোর কি জাষ্টিফিকেশান আছে? সেখানে বলা হয়েছে জনগণন আবেদন করে নি তাই এস, টি, এ, রেট অনুমোদন করা যায় নাই। এটা কি? সেখানে আমার মনে হয় স্যার, ঐ ডিপার্টমেন্টের সংযে আণ্ডারষ্ট্যান্ডিং আছে। পয়সা আছে এখানে। আমি অভিযোগ করছি স্যার, প্রতিটি গাড়ী ভেহিকেল ইনসপেকটার ইন্সপেকশান করে না। সেখান থেকে টাকা শ'ত্তি নোট চলে আছে, সেখান থেকে সার্টিফিকেট হয়। মেকানিকেল টেষ্ট পর্যন্ত হয়ে গেছে স্যার। কিন্তু টেষ্ট সার্টিফিকেট যেদিন নিয়ে গেল তার পরদিন দেখা গেছে চাকা পড়ে গেছে, গাড়ীর দূর্

নাই। ভিহিকেল ইনস্‌পেক্‌টার পয়সা তো পায়। আমি অভিযোগ করছি স্যার, দায়িত্ব নিয়ে অভিযোগ করছি স্যার, পয়সা নেওয়ার পর ঐ সব মেকানিকেল টেষ্ট হয়। আমি একটা গাড়ী চড়েছি স্যার উইদাউট হর্ণ। উদয়পুর থেকে আগরতলা এসেছে স্যার। সেই গাড়ীতে মোট ১১ জন নিয়েছে একটা ট্যাক্‌সিতে। তবুও বলেছে এখনও লোড হয় নি। পুলিশের সংগে আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং আছে। এই সম্পর্কে একটা গল্প আছে স্যার। আগে পূজো দিয়ে বলতে যে আমার ছেলে দারোগা হোক। এখন বলে দারোগা নয়, ভেহিকেল ইনস্‌সেপটার হোক। তাড়াতাড়ি দোতলা বাড়ী করতে পারবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত বৎসর বলেছি, এই বৎসরও আবেদন রাখছি, এখনও সাউথ ডিষ্ট্রিকটে চলুক। তা না হলে এখানে যেখানে দুইশ' লোক নেয় সেখানে আমরা বাঁচতে পারব। কমফোর্ট নাই। স্যার, পয়সা দিয়েও কমফোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। জীপে করে আসতে হয়, সেখানে আমি বলছি টি, আর, টি, সি, চলুক, মিকস্‌ডভাবে চলুক। দুই পক্ষেরও চলুক। মাননীয় মন্ত্রী নুতন ডিপার্টমেন্ট হাতে নিয়ে আমি শুনেছি উনি চেষ্টা করছেন কাকড়াবন থেকে আগরতলা একটা টি, আর, টি, সি, সার্ভিস হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে সাউথে একটা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আশা করব, স্যার যে তিনি একটা দিবেন, বিলোনীয়াতে একটা দিবেন, অমরপুরে একটা দিবেন। টি, আর, টি, সি, সার্ভিস সাউথে চালান। নতুবা মানুষ যেভাবে কষ্ট করছে তাদের কষ্ট লাঘব হবে না। প্রতিদিনই গাড়ী এ্যাক্‌সিডেন্ট হচ্ছে, প্রতিদিনই গাড়ীর মেকানিক্যাল ডিফেক্টের জন্য এ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। সেদিন স্যার, বাইখোরার নগেন্দ্র সরকার মারা গেল বাইখোরা থেকে বিলোনীয়া যেতে, সেই মেকানিক্যাল ডিফেক্‌ট্‌, ব্রেক মিস হয়েছে। সার্টিফিকেট নিয়ে গিয়েছে, ইঞ্জিন ঠিক ছিল, সবই ঠিক ছিল, শুধু ব্রেক মিস হয়েছিল। আর এই একটা কথা বলে একটা মানুষের জীবন নিয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, স্যার, মেকানিক্যাল টেষ্ট কে করে? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখন ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাড মিনিষ্ট্রেশন সমন্ধে বলছি। সেখানে সাব-ডিভিশনগুলিতে এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, না থাকাতে, এখন অবশ্য সব আই, এ, এস, দেওয়া হচ্ছে। স্যার আই, এ, এস, এখন সমস্ত এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে আছে, স্যার। উনি বড় সাহেব, উনার সামনে কেউ যেতে পারবেন না। উনার সামনে যেতে হলে এম, এল, এ, হতে হবে, আর না হয় গাঁও প্রধান হতে হবে। কিন্তু ঐ গ্রাম থেকে, ঐ পাহাড় থেকে যে সব আদিবাসী নেমে আসে, তাদের তার কাছে যাওয়ার কোন উপায় নাই। কাজেই যদি এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ওর পোষ্ট সৃষ্টি হয়, তাহলে হয়তো আই, এ, এসের খপ্পর থেকে তারা বাঁচতে পারে। অনেকে হয়তো রাগ করবেন, কারণ আই, এ, এস, এর ডেফিনেশান হল— অ্যাই এ্যাম সেভ, আমরা যতই চিৎকার করি না, কেন, অ্যাই অ্যাম সেভ, কিছুই করতে পারবে না। যদি কোন সাধারণ-ট্রাইবেল একটা এ্যাপ্লিকেশন সাব-ডিভিশনাল অফিসে নিয়ে যায়, তাহলে হিন্দীতে বলবে—ক্যা হ্যায়। উন্‌নে এত্‌না বড়া অফিসার, এস, ডি, ও, তুম ক্যাউ এ্যাসা এ্যাপ্লিকেশন লে কর আয়া হ্যায়, কেরানীকা পাছ দে দেও। কেরানীর কাছে দিলে ৫ টাকা লাগে, ১০ টাকা লাগে। একটা সিটিজেনসীপ উদয়পুর থেকে সে যদি নিয়ে যায়, তাহলে ৫ টাকার কম কিছুতেই সিটিজেনসীপ নেওয়া যায় না। আবার এস, ডি, ওর কাছে যদি কমপ্লেন করা যায়, তাহলে এস, ডি, ও, তার রি-ড্রেস দিচ্ছে না এবং এস, ডি, ওর

কাছে রি-ড্রেস না পাওয়ার পর তাদের কাছে কৈফিয়ত্তা দিতে হয় আমাদের। আমাদের কাছে এসে বলে যে এত টাকা ঘুষ দিতে হয়—ফায়ার ভিকটিম, যাদের বাড়ী পুড়ে গিয়েছে ঐ রাস্তায় বসে আছে, তাদের সাধারণভাবে জি, আর, দিতে হয়, এটা সরকারী নিয়মেই আছে। স্যার, সেই জি, আর, পেতে হলেও কেরানী ; আর, আই ; গাঁও প্রধান, তারপর এম, এল, এ সাহেবের মন্তব্য দিতে লাগে। এম, এল, এর অপর নাম হচ্ছে ইন্‌সপেক্‌টার, আমাদেরও মন্তব্য লাগে, স্যার। আই, এ, এস তো, এম, এল, এ, যদি উনার কাছে একটা মন্তব্য না রাখেন, তাহলে তার পেট ভরবে না। কাজেই এই হল অবস্থা। কাজেই শুধু উনাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? অনেক সময় আমাদের সংগে আলোচনা হয়, তখন বলেন—আমি কি করব, আমি বারো বিলোনায়া সাব-ডিভিশনে একজন এস, ডি, ও, সাব্রুমের এস, ডি, ও, বলছে আমি একজন, আমার কোন এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও নাই, আমার কোন এস, ডি, সি নাই। কাজেই এই সব এস, ডি, সি,র পোষ্ট এবং এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ওর পোষ্টগুলি পূরণ করা উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর আমি পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলছি। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে পঞ্চায়েত। সেখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন পঞ্চতন্ত্র, তাও এক রকম ঠিক, স্যার। ধান আদায় করতে হবে পঞ্চায়েত, ছেলে, মানুষ গুণতে হবে, তাও পঞ্চায়েত, আবার ঐ গরু কিনার পার্মিশান, তাও পঞ্চায়েত, তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানে পঞ্চ তন্ত্রের ব্যাপার। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে প্রকিউরমেন্টের সময় পঞ্চায়েত গাঁও প্রধানদের ইনভলব করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত যত মেট্রিক টন ধান দেবে, সেই পঞ্চায়েত প্রতি মেট্রিক টন ধানের জন্য ৫০ পয়সা আর চাউলের জন্য ১৫ পয়সা করে কমিশন পাবে এবং এই কমিশনের টাকাটা পঞ্চায়েতের কাজে ব্যয় করা হবে। আমি জানতে চাই যে কোন গাঁও সভাকে এই পয়সাটা দেওয়া হয়েছে? কাজেই পঞ্চায়েতকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, পঞ্চায়েতের মারফতে যদি ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করতে হয় এবং সরকারের নীতি যদি তাই হয়ে থাকে যে পঞ্চায়েতের মারফতে ধান কেনা হবে এবং সেই ধানের বাবতে যে কমিশন পঞ্চায়েত পাবে, তা দিয়েই পঞ্চায়েত গ্রামের উন্নতি করবে। তাহলে টাকা দেওয়া হয় না কেন? আজকে পঞ্চায়েতকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েত প্রধানেরা আগে ক্ষমতার জন্য চাৎকার করত, এখন সেটা অনেকটা কমে গিয়েছে, এখন পঞ্চায়েত প্রধানদের জিজ্ঞাসা করে প্রায় সকল কাজই ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে। এটা অবশ্য একটা শুভ লক্ষণ বলা যেতে পারে। কিন্তু ফেকরা লেগেছে এক জায়গাতে, স্যার। সেই ফেকরাটা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী বড়, না গাঁও প্রধান বড়। কারণ পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা বলছে যে আমরা পঞ্চায়েতের এ্যামপ্লয়ী নয়, আমরা গভর্নমেন্টের এ্যাপ্লয়ী। কাজেই প্রধান কি বলছে, সেটা আমার ব্যাপার নয়। এই দুই ফেকরা লেগে পঞ্চায়েতের যে মাসিক মিটিং হওয়ার কথা, সেটা হয় না। কাজেই সেখানে গ্রামের সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য যে কাজ করার দরকার, সেটা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তারপর আমি কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলছি, স্যার। এই কো-অপারেটিভটা ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের মতই হয়ে গিয়েছে। আপনি স্যার, লাল বাতি জ্বালিয়েছেন, সেই রকম ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টেরও লাল বাতি জ্বলেছে, আবার কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে লাল বাতি জ্বালাবার মত বন্দোবস্ত হয়েছে। আমি স্যার, স্পেসিফিক

ভাবে বলতে পারি যে বিলোনীয়ার প্রতিটি প্রাইমারী কো-অপারেটিভ তাদের লোনের টাকার শতকরা ৬০ ভাগ পরিশোধ করে দিয়েছে, তা সত্বেও তারা নূতন করে আর কোন লোনই পাচ্ছে না। অবশ্য এখন নূতন মন্ত্রী এসেছেন, কাজেই উনি সবার সংগে আলোচনা করে ফাঁক যেটা আছে, সেটা হয়তো তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না, তার জন্যই হয়তো একটু ডিলে হচ্ছে। আমি বলছি স্যার, এই দুর্দিনের দিনে যেখানে খরা অবস্থার মধ্যে সাধারণ কৃষকেরা বীজ ধান কিনতে পারছে না, টাকার অভাবে, সেখানে আগে এস, ডি, ও থেকে কৃষি লোন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এখন অবশ্য সেটা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এই অবস্থায় কো-অপারেটিভই হচ্ছে একমাত্র কৃষকের বন্ধু। কাজেই বন্ধুর মনোভাব নিয়ে এই ডিপার্টমেন্ট যাতে এগিয়ে যায়। এ্যাসিস্টেন্ট কো-অপারেটিভ রেজিষ্ট্রারের পোষ্ট করা হয়েছে, উদয়পুরেও আছে অন্যান্য ডিষ্ট্রীক্টেও আছে। কিন্তু এই কো-অপারেটিভ মনোভাব যেটা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়ার আর একটা দিক, সেই মনোভাব গড়ে তোলার জন্য মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয় ইনিসিয়েটিভ নিবেন, যেমন তিনি সোস্যাল এডুকেশানে গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এডুকেশান সম্পর্কে আর কয়েকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজকে আগরতলা শহরের যেখানে দেখা যাচ্ছে ১০ জন মাষ্টারের দরকার, সেখানে ১০০ জন মাস্টার আছে, আর গ্রামাঞ্চলের যেখানে ১০ জন মাস্টারের দরকার, সেখানে মাত্র ১ জন মাস্টার আছে। অর্থাৎ এখানেও একটা উর্দ্ধগতি নিম্ন গতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আগে যেখানে ওভার ফ্লোতে জল পাওয়া যেত না, এখন সেখানে এই উর্দ্ধগতি আর নিম্নগতির জন্য সেটা অনেকটা ইজি হয়েছে, ফলে কৃষির কোন অসুবিধা হবে না, আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের চিন্তাধারার থেকে। কিন্তু এছাড়াও আমাদের মনেরও একটা চাপ আছে যেমন ধরুন গ্রামের মানুষ যখন শিক্ষক পাবে না, তাদের ছেলেরা যখন অশিক্ষিত হবে, তখন তাদের মনেও এই উর্দ্ধগতির সৃষ্টি হবে। কাজেই আমি বলছি যে গ্রামে গ্রামে স্কুল করা হচ্ছে, ভাল কথা। পরিকল্পনা অনুযায়ী হাই স্কুল, সিনিয়র, জুনিয়র স্কুল করা হচ্ছে। কিন্তু বছর বছর এভাবে লক্ষ্মী পূজার মত স্কুল করলেই চলবে না, সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমি এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

শ্রীআচাইচি মগঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় এডুকেশান মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য যথেষ্ট ভাবে শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমি আমার কনষ্টীটউন্সী সম্পর্কে একটা কথা বলছি, সেটা হচ্ছে জোলাইবাড়ীতে একটা ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে, সেই ট্রাইবেল বোর্ডিং-এ গত ৫ বছর যাবত জল পড়ছে, অথচ এখন পর্যান্ত সেটার রিপেয়ারিং করা হচ্ছে না বা কোন ছানি দেওয়া হচ্ছে না। ছাত্ররা আমাকে বলে স্যার, আমাদের এই বোর্ডিংটায় ছানি হয় না, কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, স্যার। সেজন্য আমি বলছি যে ঐ বোর্ডিংটার ছানি হয় তার ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করা হয়। আর বিলোনীয়া বিভাগে বিলোনীয়া টাউনের মধ্যে একটা হাই স্কুল আছে, আর জোলাইবাড়ীর মধ্যেও বহু ছেলে মেয়ে আছে, স্যার, সেখানে মন্ত্রী গেলে কয়, এম, এল, এ গেলে কয়, ডি, এম গেলে কয়, আমাদের এখানে কেন একটা

গার্লস স্কুল হয় না। তাই আমি এই হাউসে বলতে চাই যে আমার ঞোলাই বাড়ীতে যাতে একটা গার্লস স্কুল হতে পারে, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মশাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে আমি সেগুলি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বাজেটের এক জায়গায় আছে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউলড ট্রাইবস এণ্ড আদার্স ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। সিডিউলড কাস্ট সিডিউলড ট্রাইবস যারা আছেন সরকার বিভিন্ন ভাবে অন্তত পক্ষে কাগজে কলমে অনেক সাহায্যের কথা উল্লেখ করে থাকেন—প্র্যাকটিক্যালী সেই পরিমাণ হয় না। তথাপি কিছু কিছু যে না হয় এমন কথা নয়। কিন্তু আর একটা আইটেম ওয়েলফেয়ার অব ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস এটা যেমন মুন্সী বাড়ীর গাই, কিভাবে আছে গোয়াইলে নাই—গ্রামে ঘরে একটা কথা আছে যে মুন্সী বাড়ীর গাই কিভাবে আছে, গোয়াইলে নাই। তাদের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস যে কথাটা এটা সম্পর্কে প্রত্যেক বছর এই কথা আমরা শুনছি ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবস এণ্ড আদাস ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। কিন্তু এই আদাস ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কথাটা নামে মাত্র আছে, তাদের সুযোগ সুবিধার বেলায় কিছু নাই। কতগুলি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা আছে দাস, কপালী, ঢুলী ইত্যাদি শ্রেণীর ৫/৭টা সোসাইটির কথা উল্লেখ করা আছে যে তারা হল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস। যদি এই রকম হয়, ইকনমিকেলী ব্যাকওয়ার্ড যারা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস বলতে তাদের বুঝায় তাহলে আমরা ধরে নিতাম যে ব্রাহ্মণ থেকে সুরু করে ইকনমিকেলী ব্যাকওয়ার্ড যারা আছে তাদের প্রত্যেকের সুযোগ সুবিধার জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ভাবে প্রত্যেককে সেই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। কিন্তু যেখানে পার্টিকুলার কতগুলি সোসাইটিকে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস বলে দেওয়া হল সেই ক্ষেত্রে তারা কোন রকমের সুযোগ সুবিধা আজ পর্য্যন্ত সরকার দিচ্ছে না। এর মধ্যে কিছু কিছু দেখতে পাই কলেজের বেতন ফ্রি এই ক'টা ক্লাসের জন্য দেখছি। কিন্তু ইদানিংকালে সেগুলিও উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আবার প্রকৃতিগত ভাবে বা সমাজগতভাবে যখন আমরা তাদের অবস্থা দেখি আমরা যেসব শ্রেণীগুলিকে সিডিউল্ড কাষ্ট সিডিউল্ড ট্রাইব বলছি তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের সামাজিক অবস্থা, তাদের নৈতিক অবস্থা কোন ক্রমেই সিডিউল্ড কাষ্ট থেকে উন্নত নয় বরং একই রকমের এবং তাদের মধ্যে চলাফেরা এবং আচার ব্যবহার খাওয়া দাওয়া একই রকমের। সুতরাং এই ক্লাসগুলিকে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলতে আমরা এই কথাই বলতে পারি এই ক্লাসগুলি সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের মত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকারের বিবেচনা খুবই কম। যদি তাদের কোন রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বাজেটের যে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস তা থেকে ব্যাকওয়ার্ড কথাটা তুলে দিলেই হয়। শুধু ওয়েলফেয়ার অব

সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস কথাটা রাখলেই হয়। এবং বাজেটে যে বরাদ্দ দেখি তাহলে সরকারের কাছে এই আবেদন রাখছি তাদের এইভাবে অবহেলা না করে যেহেতু তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের মত সেই কথা বিবেচনা করে তাদের বিভিন্ন ব্যাপারে– চাকরী এবং পড়াশুনার সমস্ত ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয় সেই ভাবে তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। আমি শুধু এবার নয় আমি এর আগের সেশানেও বলেছি এবং আশা করব যে সরকার ওদের দিকে একটু নজর দেবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, নিউট্রিশান প্রোগ্রাম একটা সরকার হাতে নিয়েছেন। সেই নিউ-ট্রিশান প্রোগ্রামে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবং যে যে জায়গা গরীব এলাকা যেখানে পুষ্টিকর শিশুখাদ্যের অভাব আছে সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে নিউট্রিশাস ফুড শিশুদের দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমার জানা আছে যে এমন বহু জায়গা আছে এমন বহু গরীব এলাকা আছে যেখানে শিশুখাদ্যের কোন নিউট্রিশান প্রোগ্রাম নেই। কোন স্কীম সেখানে যায় নাই। অথচ এমন অনেক জায়গা আছে যে প্রতি গ্রামে নিউট্রিশান প্রোগ্রাম আছে। এটা সার্ভে করা হয় নাই এবং যে সেণ্টারগুলি আছে সেগুলিও ঠিকভাবে চলছে না। সেখানে দেখা যায় চাল থাকলে ডাল থাকে না, ডাল থাকলে চাল থাকে না, হয়ত কোন কোন সেণ্টার এক মাস চলার পর বন্ধ হয়ে আছে। যেগুলি আছে সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে এবং যেখানে নেই সেই প্রোগ্রাম চালু করা হউক আমি সেই দাবী সরকারের সরকারের নিকট রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কোঅপারেটিভ সম্পর্কে বলা হয়েছে--ইদানীংকালে যে কোঅপারেটিভ মুভমেণ্টের যে ড্রাইভ নেওয়া হচ্ছে সেটা এক দিকে মন্দ নয়। মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভ সোসাইটি সেগুলি আমরা রিলিফের সময় দেখেছি, প্রত্যেক জায়গায় আজ মাল্টিপারপাস কোঅপারেটিভগুলি অনেক আগে থেকে অকেজো হয়ে আছে। যার জন্য কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট সেগুলিকে ভেংগে ছোট ছোট কোঅপারেটিভ—সার্ভিস কোঅপারেটিভ ইত্যাদি করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুসারে যে যে জায়গায় লিকুইডিশানে গিয়েছে সেই সমস্ত কোপারেটিভগুলির মেয়াদ শেষ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে এখন পর্য্যন্ত সার্ভিস কোপারেটিভ আছে। কৃষকদের নিয়ে বা অন্য ধরণের কনজিউমাস কোঅপারেটিভ গড়ে উঠে নাই। প্রত্যেক জায়গাতে যেখানে মাল্টিপারপাস সোসাইটিগুলি লিকুইডিশানে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জায়গাতে যাতে অবিলম্বে সার্ভিস কোঅপারেটিভ গড়ে উঠে আমি সেই দাবী রাখছি। এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা যে আমাদের কোপারেটিভ মুভমেণ্টকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে ড্রাইভ দিচ্ছি সত্যি কথা—কিন্তু কনজিউমার্স কোপারেটিভ সোসাইটি সহরের উপর একটা আছে যেটা কামান চৌমুহনীতে আছে—আমরা যদি সেখানে যাই তাহলে দেখি যে লোকের অত্যন্ত ভীড়। এবং পার্শ্ববর্তী দোকানের চাইতে আমাদের কনজিউমার্স ষ্টোর্সের ভীড় কোন অংশে কম নয় বলেই আমার বিশ্বাস এবং সেখানে ভাল সেল হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত আমরা গভর্ণমেণ্ট লেভেলে কোন দোকান আমরা করতে পারলাম না। আমরা শুনেছি যে কামান চৌমুহনীর কাছাকাছি একটা জায়গা সরকার নিয়েছেন সেখানে কনজিউমার্স ষ্টোর্স করার জন্য কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

অথচ কনজিউমার্স' ষ্টোর্সের বিভিন্ন রকমের মাল বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে, সেখানে মানুষের যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই, সেখানে মাল রাখার জায়গা নেই, সেখানে হিসাব নিকাশের বইপত্র রাখার জায়গা নেই। যাও বা আছে বৃষ্টিতে প্রত্যেক বছরই ভিজছে। আমি ৪/৫ দিন আগে সেখানে গিয়েছিলাম দেখেছি কাগজপত্রের কি দুর্দশা। সেজন্য আমি অনুরোধ করব অবিলম্বে আমাদের এই কনজিউমার্স ষ্টোর্স যাতে গড়ে উঠে সেই ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হউক। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কোপারেটিভ মুভমেন্টের দিকে লক্ষ্য করে আর একটা জিনিষ সম্পর্কে আমি বলছি সেটা হল ল্যাণ্ড মর্টগেজ কোপারেটিভ সোসাইটি। আগরতলা শহরের উপর যেটি আছে সেটাতে প্রতিটি কৃষক যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য তার মূলধনী শক্তি আরও বাড়ান হউক। হয়তো বাড়ানোর ব্যাপারে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ইকনমিক ষ্ট্র্যাংথ বাড়ান হয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু সেই ষ্ট্র্যাংথ আরও শক্তিশালী করতে হবে। কারণ আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় কৃষকদের যতগুলি ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে—সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক আছে ন্যাশনালাইজড ব্যাংক বোধ হয় সহজে ঋণ পায় এই ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে। কিন্তু আমাদের ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক তার সেই ক্ষমতা সীমিত—তার আয় এবং তার ক্যাপিটালটাও সীমিত সেজন্য সমস্ত জায়গায় ঋণ দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই কৃষকরা যাতে দীর্ঘ মেয়াদী স্বল্প মেয়াদী ঋণ যেগুলি ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে পাওয়ার কথা ছিল সেগুলি পাচ্ছে না। আর একটা জিনিষ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে যে ঋণ দেবার যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা এত জটিল, যে জন্য সাধারণ কৃষকেরা অনেক সময় ঋণ নিতে পারে না। কাজেই আমি বলব সেই জটিল প্রসেসকে আরও ইজি করে যাতে কৃষকেরা সহজে ঋণ পেতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা। এই বলে আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে আমি সবগুলি ডিমাণ্ডকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, শিক্ষা সম্বন্ধে বলছি। শিক্ষা হচ্ছে একটা জাতীর মেরু-দণ্ড। এইটা একটা জাতীর পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু সেই শিক্ষাটা কি? ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বিরাট ব্যয় বহন করা হয়, এইটা সত্যি যে এইটা কোন কোন রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী এইটা আমি স্বীকার করছি। আর এইটাও স্বীকার করছি যে তুলনাগত-ভাবে এই ব্যয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী হলেও ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থা যে এবং এই পশ্চাৎপদ ত্রিপুরার জন্য এই ব্যয় প্রচুর, এইটা আমি বলি না। তবে স্কুল খুলেছি আমরা অনেক কিন্তু গুণগত দিক থেকে আমরা ফল কতটুকু পেয়েছি সেইটা চিন্তা করলে আমরা দুঃখিত হই। আমরা জানি, জাতীর ভবিষ্যত যারা তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে? সেইজন্য শিক্ষকদের উপর একটা বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ে। এই দায়িত্ব যদি তারা পরিপূর্ণভাবে পালন না করেন তাহলে আমাদের দেশের যারা ভবিষ্যত নাগরিক তারা দেশকে মহান করে গড়ে তুলতে পারবে না। শিক্ষা মানুষের রুচি, চিন্তাধারার এবং তার অন্তরনিহিত গুণকে বিকাশ-লাভে সহায়তা করে। কাজেই এই শিক্ষার মূল্যায়ণ করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে ব্যাভিচার, অত্যাচার এবং নানারকম উশৃঙ্খলতা দেখা

দিয়েছে সেই সমস্ত বোধ করতে হলে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই কতগুলি স্কুল করলেই আমাদের কাজ শেষ হলো কি না সেই প্রশ্নটা থেকে যায় যদি আমরা আমাদের জাতীকে সেইভাবে গড়তে না পারি। তাই আজকে একটা বিরাট অবক্ষয় দেখা যায় যে এই যে ছাত্র, এই যে যুবক তাদের কাছে আমরা যা আশা করি তা কেন হয় না। এইটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, কি নেতা কি অভিভাবক সকলের কাছেই একটা প্রশ্ন যে এই যে ছাত্র এবং যুবক তারা কি সত্যিই অপরাধী, না তার মধ্যে আমাদেরও অপরাধ আছে কি না। আমরা আজকে কি দেখতে পাই? গ্রামে যে স্কুলগুলি আছে সেইগুলির মেরামত যেভাবে হয় এইটা দুঃখজনক। গ্রামের স্কুলগুলিতে যে ছাত্র সংখ্যা আছে সই সংখ্যার জন্য উপযুক্ত যে মাষ্টার দরকার তা আমরা দেখতে পাই না। আবার আমরা এও দেখতে পাই যারা ডিসটিংশনে পাশ করেছে, যারা হয়তো সেকেণ্ড ডিভিশনে ভাল মার্ক পেয়ে পাশ করেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে নিতে পারছি না। অথচ যারা সাপ্লিমেন্টারী দিয়ে পাশ করেছে তাদেরকে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে নেই। আমি জানি, আমার ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে, তাদের কাছ থেকে আমি বুঝতে পারি যে এমন মাষ্টারও আছেন যাদের কাছে ছাত্ররা একটা অঙ্ক কষে দিবার কথা বললে সেই মাষ্টার মহাশয় বলেন যে রাখ রাখ, পরে করে দিব। এই বলে ধমকও দেয়। ধরুন একটা ছেলে এইভাবে মাষ্টারের ধমক খেয়ে ঘরে আসলো এবং বাড়ীতে তার মা বাবাও হয়তো অংক জানে না, এবং টিউটর রাখবারও ক্ষমতা নেই তখন সে কি করবে? কাজেই পরীক্ষা আসলে তার মনে প্রশ্ন জাগে যে যদি আমি পরীক্ষায় ফেল করি তাহলে বাবা মারবে। তখন তার মানে একটা নকলের স্পৃহা জাগে। কাজেই আজকে যে নকলের হিড়িক চলছে তার পেছনে কি কারণ আছে সেইটা আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে। আমরা শিক্ষা বিভাগে যারা আছি, যারা শিক্ষার এই শিক্ষার মর্যাদা সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাই, এই দিক দিয়ে আমরা হারালে অনেক কিছু হারাবো। তাই আমি এই দিক থেকে চিন্তা করতে বলি যে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্ত মানুষকে নির্বাচন করবো যদি যোগ্য মানুষ থাকে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই যে গ্রামের স্কুলগুলি আছে, যেখানে মাষ্টার কম, কি অপরাধ তাদের? আজকে ৪০/৮০ জনের জায়গায় যদি একজন মাষ্টার থাকে আরেকটা জায়গায় যদি ৪০ জন ছাত্রের জায়গায় ৫ জন মাষ্টার থাকে তাহলে সেখানে পড়াশুনা ভাল হবে। যেখানে ছাত্র বেশী আছে অথচ মাষ্টার সেই অনুপাতে নাই সেখানে পড়াশুনা হয় না। আমি জানি ধর্মনগরে এমন সব স্কুল আছে আগে যেখানে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হতো সেখানে এখন পর্য্যন্ত না কি বই কিনা হয় নাই, তারা পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারে নি। কাজেই এই যে আচরণ এর দ্বারা আমাদের যারা ভাবী নাগরিক তাদেরকে কি আমরা গড়ে তুলতে পারবো? কাজেই অবক্ষয় কোথায়? এইটা আমাদের চিন্তা করা দরকার। তাই আমি অনুরোধ রাখবো, শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীর কাছে, এখন মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় সেখানে ১০৬৭ জন ছাত্রী আছে, মাষ্টার আছেন ৭০ জন। বাণীবিদ্যাপীঠ স্কুলে সেখানে ছাত্রী আছে ৯৪২ জন তার মধ্যে আছেন ৫৫ জন মাষ্টার। এমনভাবে আগরতলায় যে সমস্ত স্কুল আছে সমস্ত স্কুলেই প্রতি দশ জন ছাত্রের জায়গায় একজন মাষ্টার আছেন। আরেক দিক দিয়ে এই গ্রামের যে মানুষ সেখানে ছাত্র অনেক বেশী কিন্তু মাষ্টার পাওয়া যায় না। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের

রুচি বোধ গড়ে তুলবে ? এই ব্যবস্থা আমাদের ভাবী নাগরিকদেরকে গড়ে তুলতে হবে ? এই ব্যবস্থার জন্য যদি কেউ উশৃঙ্খল হয়, এই দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হবে। এর জন্য যুবকরা দায়ী নয়। তাই আমি অনুরোধ রাখবো এই গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত স্কুলে আছে সেখানে মাষ্টার কম আছে এবং যেখানে বেশী সেইটাকে একটা সমতায় এনে গ্রাম এবং শহরকে বিভেদের চোখে না রেখে একই মানদণ্ডে শিক্ষা যাতে গড়ে উঠে তার জন্য ব্যবস্থা করুন। আমি এই হাউসে আরেকটা প্রস্তাব রেখেছিল'ম যে ক্লাশ ফাইভ এবং ক্লাশ এইট-এ যদি সারা ত্রিপুরা ভিত্তিতে পরীক্ষা হতো তাহলে শিক্ষার মানদণ্ড সমানভাবে উন্নত হতো। অনেক সময় দেখা যায় ক্লাশ ফাইভ থেকে ক্লাশ সিক্সে ভর্ত্তির সময় নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কাজেই সারা ত্রিপুরায় ক্লাশ ফাইভে একটা পরীক্ষা হোক এবং ক্লাশ এইটে একটা পরীক্ষা হোক তাহলে কোন সমস্যা দেখা দিবে না। কাজেই এই দিক থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি উনার কাছে আরেকটা আবেদন রাখছি যে আমার এখানে অনেক মুসলমান অধিবাসী আছেন তারা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়। তারা আমাকে বলেছেন যে আমাদের সংস্কৃতি এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যাতে আমরা উচ্চস্তরে যেতে পারি তার জন্য আমাদের কুর্ত্তি অঞ্চলে সেখানে আমাদেরকে একটা হাই মাদ্রসা করে দেওয়া হোক। আমাদেরকে এই একটা সুযোগ দেন। আমি তাদের দাবী এই হাউসে তুলে ধরছি, আশা করি ত্রিপুরায় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে এই সুযোগটা তাদেরকে দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকটা বক্তব্য এখানে রাখছি দুর্জয়নগরে একটা হাই স্কুলের দাবী করা হয়েছে। দুর্জয়নগর থেকে ধর্ম্মনগর ১২ মাইল। মাঝখানে বিরাট একটা পাহাড়। কাজেই সেখান থেকে যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা। এই যে অসহায় অবস্থা তার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে দুর্জয়নগর স্কুলটাকে হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করবো যে, এর আগে যে শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন গত সেশানে কৃষ্ণদাসবাবু তাহার সময় থেকে আমি বার বার প্রস্তাব করেছি যে ধর্মনগরে একটি অডিটরিয়াম-কাম-রিক্রিয়েশান হলের জন্য। এই যে পজিশানটা এটার জন্য তিনি একবার ধর্মনগর অনেকখানি জায়গা টায়গা দেখে বাজেটেও প্রাভিশান দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা আর কার্য্যে রূপান্বিত হয়নি। ধর্মনগরের একটা বহু দিনের চাহিদা আছে। এখানকার পাবলিকেরা এবং স্কুলগুলি কোন খানে এরকম সুযোগ নেই যে তারা কোন রকম কালচারাল কমিটি করতে পারে। কাজেই এই যে অসুবিধা হচ্ছে, এটা দূর করার জন্য আমি পুনর্বার আবেদন করছি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে চিন্তা করবার জন্য। আমি আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছি এবং সেটাকে লক্ষ্য রাখতে বলবো, ত্রিপুরায় যে বিভিন্ন সাবডিভিশানের মধ্যে স্কুলগুলির যে গঠন পদ্ধতি তার একটু বেশ-কম আছে। কোন কোন সাব ডিভিশানে দেখা যাচ্ছে জুনিয়র বেসিক ও সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি সব বিল্ডিং আর ধর্মনগরে আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় একটি বিলডিংও নেই। জয়নগরে একটি করেছে সেটাও প্রিন্সিপালের আণ্ডারে, আজ পর্যান্ত আর নেই। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রীর যখন বাজেট রচনা হয় তখন কোন কোন সাব ডিভিশানে অনেকগুলি সিনিয়র বেসিক এবং জুনিয়র বেসিকগুলিকে যদি বিলডিং করা হয় তাহলে ধর্মনগরে কেন হবে না, আমি বুঝতে পারি না।

আজকে ঘরগুলির যে অসুবিধা হল বৃষ্টিতে পড়ে থাকবে। যাক সে সমস্ত আর বলতে যাচ্ছি না, আমি এখন আর একটি কথা তুলে ধরছি···

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিনয় ভূষন ব্যানার্জী :— আমি শিক্ষা সম্বন্ধে আর বলছি না। আমি আর একটা কথা বলছি, ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারদের সম্বন্ধে। এটা দুর্ভাগ্যের কথা যে আমাদের এখানে একটা শব্দকর সম্প্রদায় আছে। আমার মনে হয় তারা ব্যাকওয়ার্ড সম্প্রদায় পড়তে পারে। তারা সর্ব নিম্নস্তরের ক্লাস, সেই ক্লাস-এর পিপলদের সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য আমরা ১০/১১ সালে ব্যবস্থা গ্রহণ করি। একবার যে কিস্তি পায় পরবর্তী কালে সে আর কোন কিস্তি পায় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে অসহায় মানুষগুলি, আপনি চিন্তা করুন, ১১ সনে তারা ইনষ্টলমেন্ট যে টাকা তারা পেল এরপর আজ পর্য্যন্ত না পাওয়ার দরুন এই রিহেবিলিটেশান কি আজ সাকসেসফুল হতে পারে? তারা যদি অসুবিধায় পড়ে থাকে এবং তাদের ঘর দুয়ার যদি রিহেবিলিটেশানে সাকসেস না হয়, এটা কি তাদের অপরাধ? আমি একথা মাননীয় রেভিনিউ মিনিষ্টারের কাছে আবেদন রেখেছি। যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক এবং তাদের এই ঘটনা কেন ঘটলো, কি কারণে? সবচাইতে যারা অবহেলিত তাদের দিকে চাইলাম না আমরা আর পাশে দেখলাম অন্যদের রিহে-বিলেটেশান হচ্ছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক তাদের পক্ষে। আমি ডিমাণ্ড নং ২২-এ জি, আর, সম্বন্ধে বলছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনি বসুন, তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভুষন ব্যানার্জী :— আমি শেষ করছি স্যার, জি, আর, টি, আর, সম্বন্ধে আমি বলেছি স্যার যে বর্ত্তমানে দেশের যে পরিস্থিতি, আমি কালকে যে চিঠি পাঠ করেছি, আমি আশা করি আপনি শুনেছেন। কাজেই আমি রাজস্ব মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আমি বলছি যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়া দরকার, দীর্ঘদিন যাবত পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয় না সুতরাং এর নির্বাচন হওয়া দরকার। কোপারেটিভ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই স্যার, আমি ২ মিনিট-এর মধ্যে শেষ করছি স্যার—

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— আপনিতো বহুত সময় নিয়েছেন।

শ্রীবিনয় ভূষন ব্যানার্জী :--কোপারেটিভ সম্বন্ধে বলছি স্যার, ত্রিপুরাতে যে কোপারেটিভ গড়ে উঠেছে, রাতারাতি করে এটা আমরা সকলে জানি যে ১০ টাকা দিলে ১০০ টাকা পাওয়া যায় এই রকম একটা মনোভাব নিয়ে গ্রামের মধ্যে রাতারাতি কোপারেটিভ গড়ে ওঠে। এখন থেকে বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে কোপারেটিভ গড়ে উঠেছে। যাই হোক, তৎকালীন পরি-স্থিতিতে ত্রিপুরায় এটা ব্যাপকভাবে গ্রহন করতে গিয়ে অনেক ভুলত্রুটি হয়েছে। এখন আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এই আশা করছি যে আমরা গণতান্ত্রীর, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে কোপারেটিভের মূল্য যথেষ্ট। কাজেই কোপারেটিভগুলি পুনর্বিন্যাস হওয়া দরকার। আমরা পঞ্চায়েত ভিত্তিক যদি কোপারেটিভগুলো করি তাহলে প্রত্যেক পঞ্চায়েত এবং কোপারেটিভ মিলে, প্রোকিউরমেন্টের কথাই বলি আর গ্রোমোর ফুড যার

কথাই বলি সব কিছুর ক্ষেত্রেই কোপারেটিভগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। কাজেই, কোপারেটিভ গুলোর পুনর্বিন্যাস হওয়া দরকার। ত্রিপুরাতে অধিকাংশ যে কোপারেটিভ গড়ে উঠেছে তার অনেক ভুলত্রুটি আছে এবং সেগুলো ব্যাকওয়ার্ড জায়গাতে গড়ে উঠেছে সেগুলোর ফাংশান নেই, কাজও নেই এবং এক একটি কোপারেটিভ আছে যার কোন ফাংশান নেই, এর ফলে বিকল্প আর একটি কোপারেটিভ গড়ে উঠতে পারছে না। বাঁধা বিপত্তি ঘটেছে। কাজেই আমি আশা করবো সরকার এগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে কোপারেটিভ গুলিকে নব রূপায়ণে নবরূপায়িত করে সুন্দর এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলবেন। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— I would call on Shri Mongchabai Mog.

শ্রীমংচাবাই মগ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমে ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে বলবো। আমাদের আমবাসা, ডলুবাড়ী থেকে কমলপুর যাতায়াত করতে হয় জীপের রাস্তায়। একটা জীপে ৩০/৪০ জন এক সংগে যেতে হয়। একটা জীপে ডলুবাড়ী থেকে ৪ টাকা ভাড়া। আমি প্রথম বিধানসভায় বলেছি সেখানে মানুষের মঙ্গল করা হোক, তখনকার দিনে উত্তর পেয়েছিলাম যখন টি, আর, টি, সি, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর বাস আসবে তখন আমবাসা থেকে অন্ততঃ ডলুবাড়ী, ডলুবাড়ী থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত যে রাস্তা হবে, তখন এই রাস্তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দুঃখ জনক ব্যাপার যে আজ তিন বছর হয়ে গেল। আমি পরস্পর জানতে পেরেছি এবং টি, আর, টি, সির জেন রেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম যে টি, আর, সি। পক্ষ থেকে আমবাসাতে নাকি একটা জায়গা চেয়েছিল ও স্থানগুলি পেয়ে গেলে পর ওখান থেকে আমবাসা যোগাযোগ করার জন্য সুবিধা হয়, ওনারা যুক্তি দিয়েছেন, এই জায়গাটা যদি রিকুজিশান করে নিতে হয় টি, আর, টি, সি কর্তৃপক্ষ যদি রিকুইজিশান করিয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ দিয়ে নেয় তাহলে জনমনে একটা সন্দেহ এবং সংশয় আসবে। কাজেই সরকারের পক্ষ থেকে এগুলি রিকুজিশান করে সেখানে টি, আর, টি, সি, যদি স্পেশাল প্রেয়ার করেন, আমবাসা থেকে কমলপুর যদি যোগাযোগ করেন তাহলে শত শত মানুষ উপকৃত হবে এবং কমলপুর এবং আমবাসার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য একটা সুন্দর ব্যবস্থা হবে। কাজেই তা পরিবর্ত্তন করার জন্য আমি দাবী করে এসেছি।

আশা করি সরকার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সেখানে আমবাসা বাজার সন্নিকটে একটা ফার্মকে রিকিউজিশান করে সেখানে টি. আর. টি. সি. অফিস খুলে যাতে জনসাধারণের সুবিধা সুযোগ হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি এই বিধানসভার কাছে অনুরোধ করবো। এখন আমি শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলবো। কারণ আমি জানি, আমি অন্ততঃ কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। প্রত্যেক মাসে না হলেও অন্ততঃ দু' মাস অন্তর অন্তর প্রত্যেক স্কুলে ইন্সপেক্টার ও সাব-ইন্সপেক্টার গিয়ে তদন্ত করেন। আমি দেখেছি আমাদের ওখানে দু'জন সাব-ইন্সপেক্টার আছেন কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টার কোনদিন স্কুল পরিদর্শনে যান না। হয়তো কোন কোন স্কুলে শিক্ষক নেই, ছাত্র আছে, আবার কোন কোন স্কুল জংগলে ভর্ত্তি হয়ে আছে, ছাত্র যায় কিন্তু শিক্ষক নাই। এইভাবে আমরা অনেক অভিযোগ পেয়েছি এবং আমরা পড়েছি। কিন্তু স্কুলের সংগে যদি ইন্সপেক্টারের

সংযোগ না থাকে তাহলে শিক্ষকরা যদি রীতিমত না যায়, অনেক সময় শিক্ষকদের নদী পার হয়ে স্কুলে যেতে হয় তাহলে স্কুল চলে না। অনেক সময় অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষক না যাওয়ায় গ্রামের উপজাতিরা ফরেষ্ট-এর বাগানে কাজ করে দু' টাকা রোজগার করে। স্কুলে না পাঠানোর কারণ হোল, যেখানে শিক্ষক মহাশয়েরা স্কুলে যান না সেখানে অধিকাংশ উপজাতিরা তাদের স্কুলে না পাঠিয়ে পিতামাতার সংগে কাজে পাঠান। এই দেখা যায়। শিক্ষক মহাশয়েরা যাতে ঠিক ঠিকভাবে স্কুলে যায় সেদিকে নজর রাখবার জন্য কর্তৃপক্ষের কড়া অর্ডার থাকার প্রয়োজন। আর একটা জিনিষ আমি বলছি, আমি ইন্স্পেক্টারকে বলেছি, কুলাই বেসিক স্কুলে ৫০০ উপরে ছাত্র আছে, সেখানে শিক্ষক মাত্র সাতজন। একটা ঘর আছে, আর একটা ঘর তুফানে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, সেখান থেকে টিন, কাঠ চুরি হয়ে গেছে। কমলপুর মহকুমা অফিসে বার বার লোকেরা বলেও তার কোন প্রতিকার হয়নি। এই অবস্থা। যদি স্কুলের সম্পত্তি—চেয়ার টেবিল, কাঠ চুরি হয়ে যায়, যদি স্কুলের সম্পত্তি নষ্ট নয়, এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। কর্তৃপক্ষের সেগুলো ষ্টেপ নেওয়া প্রয়োজন। আর একটা কথা আমি বলছি, আমবাসায় বর্তমানে যে সিনিয়র বেসিক স্কুল, আমবাসা এরিয়ার দিক চিন্তা করে, আমবাসার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে, আমবাসা থেকে মরাছড়া যে রাস্তা, আমবাসা থেকে আগরতলা, আমবাসা থেকে কমলপুর—বগাফা রাস্তা এই রাস্তাকে উন্নতি করে, আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী সেই হাইস্কুলগুলোর উন্নতি করবেন। আমি গতবছর, এমনকি এবছরেও মাননীয় মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম এবং আমি পিড়াপিড়ী করেছিলাম। কাজেই আমবাসা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুল করার জন্য আপনার মাধ্যমে আমি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি। আর একটা কথা হচ্ছে শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের অবমাননা। যদিও প্রশ্নটা একটু আলাদা। শিক্ষিত লোককে অপমান করলে পরে সবাই অপমানের সামীল হয়। কাজেই শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের সম্মান দিতে হয় এই কারণে আপনার সামনে একটা চিঠি পড়ে শুনাচ্ছি :—

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা, আপনার নির্দেশে শতাধিক শিক্ষিত বেকার এর মধ্যে ৪০ জনের মত তপশিলী জাতি ও উপজাতি আছে। মেডিক্যাল বিভাগে জি. ডি এ, ড্রেসার, কেরার, নাইট-গার্ড ও দারোয়ান প্রভৃতি পদে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এর মধ্যে বি. এ. পাশ ছাত্র ছাত্রীরাও আছেন। তাই আমি মর্মাহত দুঃখিত। সুবিচার প্রার্থনা করিতেছি। মংচাভাই মগ, বিধায়ক ত্রিপুরা বিধানসভা, ৩. ৫. ৭৫ ইং। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই কথা নিয়ে আমি আজকে বিধানসভাতে বলতে চাইছি যে এই শিক্ষিত বেকার তাদের এখন পর্যান্ত ত্রিপুরাতে এই অবস্থা হয় নাই, শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত হয় নাই, যে এই সমস্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদের মেডিক্যাল বিভাগ কোনরকম সহযোগিতা করতে পারে না। এই ৪র্থ শ্রেণী হইতে এই শিক্ষিতদের আমি কোন উন্নতির লক্ষণ দেখছি না, কাজেই যে অফার, যে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়েছে সেগুলো বন্ধ করার জন্য আমি বিধানসভাতে দাঁড়িয়ে অনুরোধ করছি। আর একটা কথা আমি বলতে চাই সোস্তাল এডুকেশান সম্বন্ধে। আমি কমলপুরের অধিবাসীরূপে আমার সোস্তাল এডুকেশান সম্বন্ধে কোন বক্তব্য নেই।

যেহেতু আমরা সমাজ কল্যাণ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আপনারা কেউ যদি যান দেখবেন আমবাসা কমলপুর রাস্তার আশেপাশে যে সমস্ত বালোয়ারী স্কুল রয়েছে সেগুলি দালান পাকা। আমি আশা করি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী থেকে আমরা অনেক সাহায্য পেয়েছি, ত্রাণের সাহায্য পেয়েছি। ভবিষ্যতেও আমরা সাহায্য পাব এই আশা রেখে আমার ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যগণ আজকে আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছেন, প্রথমে আমি সেই বিষয়গুলি আলোচনা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত মহাশয় একসাইজ ডিপাটমেণ্ট সম্বন্ধে বলেছেন এবং এই কথা বলেছেন যে বে-আইনীভাবে মদের ব্যবসায় অত্যন্ত বেড়ে গেছে। চায়ের দোকানে অলিতে গলিতে বে-আইনী মদ বিক্রী হচ্ছে। তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বে-আইনী মদের বিক্রী সেটা বন্ধ করার জন্য সাধারণতঃ পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। একসাইজ ইনস্পেক্টর যারা রয়েছে তাদের পক্ষে সেখানে গিয়ে ধরা একটু রিস্কি হয়, কারণ তাদের ষ্ট্রেনথ একটু কম এবং তার জন্য এনফোর্স'মেণ্ট ব্রাঞ্চ আমাদের নাই। যার ফলে একসাইজ ইনস্পেক্টরের পক্ষে সেখানে গিয়ে কিছু করা সম্ভব হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি অনুরোধ করেছেন যে সাউথ এ একটা ডিষ্ট্রীক্ট ইনস্পেক্টরের পোষ্ট খালি আছে, কিন্তু সেটা নেওয়া হয়নি। মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন সেটা একটা সামাজিক ব্যাধি। একজন ডিস্ট্রীক্ট ইনস্পেক্টারকে দিয়েই যে এটাকে বন্ধ করা যাবে আমার মনে হয় না। এই সামাজিক ব্যাধিটাকে দূর করতে হলে সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যে সমস্ত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাদের পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্টি করতে হবে যাতে এই জাতীয় বে-আইনী মদের ব্যবসা, মদ তৈরী করা এবং মদ খাওয়া যে বেড়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেরাও যে এই অভ্যাস করছে, এইগুলি যাতে রোধ করতে পারা যায় তার জন্য সমাজের সকল স্তরের লোককেই এগিয়ে আসতে হবে। এটাকে সামাজিক একটা ব্যধি ধরে নিয়েই এগোতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বে-আইনী মদ তৈরী হয়, সেটাও আমার জানা আছে। রেভিনিউ মিনিষ্টার হিসাবে আমি আগেও এই সমস্ত বিষয় জানি, কিন্তু এর একটা বিশেষ আর একটা দিক আছে, সেটা যখন আমি এম, এল, এ, হিসাবে নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে যাই তখন আমি ফেস করেছি। যখন আমি নির্বাচন প্রচার কার্য করতে যাই, তখন আমার এলাকায়, বিশেষ করে বহু মেয়েলোক এবং তারা অনেকেই ট্রাইবেল বিধবা, দরিদ্র, অসহায়, তারা এসে বলল যে আমাদের ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। আমি প্রথম বুঝতে পারলাম না কেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। আমি বললাম কেন ধরে নিয়ে যায়? তারা বলল আমরা মদ তৈরী করি। আমি বললাম তোমরা বে-আইনী ভাবে মদ তৈরী করছ, ধরবেই। তখন তারা বলল যে, কি করব, আমরা খেতে পাই না, আমরা মদ তৈরী করতে চাই না। আমাদের আর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও। আমি তাদের কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু তাদের চেহারা এবং তাদের কাপড় চোপড় দেখে এটা বুঝতে কষ্ট হল না যে এটা সত্যি যে তারা দারিদ্র্যের মধ্যে আছে

এবং তারা মদ তৈরী করে বেঁচে আছে বে-আইনী ভাবে। সুতরাং, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর মধ্যে একটা বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা রয়ে গেছে, যারা অসহায়ভাবে বে-আইনী পথ নিচ্ছে তাদের সেই পথ থেকে কি ভাবে নিবৃত্ত করা যায় সেটা একটা সামাজিক সমস্যাও বটে। এই দিকে আমরা চিন্তা করে তার কি প্রতিকার করতে পারি এটা আমরা দেখব এবং আমরা এর কোন প্রতিকার করতে পারি কিনা সেটাও দেখব। কারণ তাদের একটা খাওয়ার ব্যবস্থা না করে দিলেও তাদের কাছে আমরা দায়ী হয়ে থাকব, মর‍্যালী আমরা জানি দায়ী হয়ে থাকব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা বিষয় বলা হয়েছে ভাড়া সম্বন্ধে। বাসের ভাড়া এস, টি, এ অনেক আগে ঠিক করে রেখেছিল। আর জীপেরও যেটা পার মাইল বা পার কিলোমিটার সেটা ঠিক করা আছে। এটা সত্যি কথা বাস এবং জীপে বহু লোক নেয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ধরতে হলে একটা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ থাকা দরকার এবং এস, টি, এ, একটা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সব সময়েই থাকে। এখানে এটা বহুদিন আগে একটা প্রস্তাব হয়েছিল, এখনও সেই প্রস্তাবটা আছে। কিন্তু ত্রিপুরার আর্থিক অবস্থার দরুন সেই ব্রাঞ্চ করা যাচ্ছে না। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সারা ত্রিপুরায় ছড়িয়ে দিতে হলে বহু অর্থের প্রয়োজন। বাজেটে সেই অর্থের বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। সেজন্য আমরা এই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ করতে পারছি না, যার ফলে আমাদের পুলিশের উপর নির্ভর করতে হয়। পুলিশ যতটুকু দয়া করে ধরে ততটুকু শাস্তি হয়। আর একটা বিষয় আছে, পুলিশকে শুধু দোষ দিলেই লাভ নেই, কারণ অনেকগুলি মামলা পেণ্ডিং পড়ে আছে। সেই মামলাগুলির নিষ্পত্তি হচ্ছে না যার ফলে পুলিশের এখন আর ততটা উৎসাহ নাই। এখন সেই মামলাগুলি ডিস্পোজড করতে হলে বিচারকের প্রয়োজন, কিন্তু বিচারকের অভাব। শুধু এই কেসগুলিই নয়, আরও বহু কেসই বিচারকের অভাব যেটা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য অনেক মামলা জমে আছে। এই মামলাগুলি ডিস্পোজড করতে হলে বিচারকের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি করা যায়, তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন এবং রিসেণ্টলী টি, পি, এস, সি, থেকে একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, পরীক্ষা নিলেও আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, পরীক্ষায় যে কয়েকজন এপিয়ার হয়েছেন, তাদের থেকে নিলেও যে পরিমাণ পোষ্টগুলি রয়েছে তাতে কিছুই হবে না, আবার বোধ হয় এ্যাডভারটাইজমেণ্ট করতে হবে। কাজেই এই অবস্থায় আমাদের বিচারকের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি না হয়, তাহলে মামলাগুলি ডিস্পোজড করাও সম্ভব হয়ে উঠছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা এখানে যে বিষয়টি বলে গিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এক সংগে ১৭ থেকে ২০ জন যাত্রী টেক্সীতে নিলে পর এ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এবং এটা করা উচিত নয়, তার জন্য মোবাইল কোর্ট করা যায় কি না, আগে ছিল, মাঝে মাঝে সাপ্রাইজ চেক করা হত এবং মোবাইল কোর্টে বিচার হত। কিন্তু বর্তমানে সেটা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ বিচারকের অভাব। তবে আমরা চেষ্টা করব, যাতে একটা মোবাইল কোর্ট বসিয়ে সেটাকে চেক দেওয়া যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, আর, টি, সি, বাস সাউথে চালু করবার দাবী রেখেছেন, কিন্তু আমরা এটাকে পরীক্ষা করে দেখছি যে টি, আর, টি, সি, বাস সাউথে চালু করা যায় কিনা। এখানে আর একটা সাজেশান দিয়েছেন যে নর্থে টি, আর, টি, সি, বাসের সংগে প্রাইভেট বাস চালু করা যায় কিনা, সেটাও আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

আর টি. আর, টি, সি, বাস সাউথে চালাতে হলে আইনগত কতগুলি অসুবিধা আছে, সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে হবে প্রথমে, তারপর প্রাইভেট বাস যারা চালাচ্ছে. তাদের সংগে একটা আলোচনা করে টি. আর, টি, সি, বাস কয়টা দেওয়া যায়. সেটাও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিলোনীয়ার এস. ডি, ও. সম্পর্কে বলেছেন, সত্যি সত্যি তিনি এই রকম করেন কিনা, সেটা আমি অনুসন্ধান করে দেখব। কারণ আই, এ, এস, যারা এস, ডি, ও, হয়ে এসেছেন, এদের চাইতে তারা খারাপ নয়। কিন্তু আমরা সেখানে আই, এ, এস, দিয়েছি এজন্য যে তাদের জুনিয়র স্কেলে তারা এই সময়টা পাবলিক কনটাক্টে থাকতে হবে, ফিল্ডে থাকতে হবে এবং ফিল্ডে থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। তারপর তারা হয়তো এমন পোষ্টে চলে যাবে, যেখানে পাবলিক কনটাক্ট সম্ভব নয়, হয়তো বা কেউ ডি, এমে'র পোষ্টে, আর কেউ বা সেক্রেটারীর পোষ্টে চলে যাবেন। কিন্তু এখন তারা যে পোষ্টে আছে, এস, ডি, ও'র পোষ্টে, সেটাতে তাদেরকে রাখা হয়, সেই উদ্দেশ্যে যে পাবলিক কনটাক্টে থাকবেন এবং ফিল্ডে থেকে ফিল্ডের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। তবে এর মধ্যে যদি কোন ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, সেটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখব। আর যদি পাবলিক সব সময় উত্তপ্ত করে, তার জন্য যদি করে থাকেন, তাহলে সেটাও করতে পারেন এবং সেটা অনুসন্ধানের বিষয়। তার কাছে কখনও এমন সব কাজ থাকে, এবং পাবলিক যদি যখন তখন তার কাছে আসে, তাহলে তার সেই সব কাজ ব্যাহত হতে পারে, সে জন্য হয়তো করতে পারেন, তবে আমরা সবটা বিষয় অনুসন্ধান করে দেখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী মশাই জি, আর. টি. আর সম্পর্কে বলেছেন. কিন্তু আমরা এই জি. আর. টি, আর, সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ আছি। আমরা এখন ডিষ্ট্রীক্টগুলি থেকে ইনফরমেশান আনছি যাতে জি,আর টি, আরের কাজ বন্ধ না করতে হয়। তাছাড়া এই জি, আর, টি, আর সম্পর্কে আমরা এতদিন খুব রেষ্ট্রিক্টেড ওয়েতে চলছিলাম, কারণ জি, আরের টাকাটা দিয়ে আমরা জুমের ধান খরিদ করে, তার ফ্রি ডিষ্ট্রিবিউসান করছিলাম। এখন অবশ্য সেই জুমের ধান খরিদ করার প্রয়োজন হবে না, তাই আমরা ক্যাশ ডোল হিসাবে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি এবং ইতিমধ্যে কিছু কিছু ক্যাশ ডোল দেওয়ার কাজও আরম্ভ হয়েছে। আর উত্তর পদ্মবিলের ৫০টি পরিবার যে কথা বলেছেন, তার সম্পর্কে আমি এক্ষুনি উত্তর দিতে পারতাম, কিন্তু আমাকে তার মেটেরিয়েলসটা বাইরে গিয়ে কালেকশান করে আনতে হবে। তবে আমি এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এই জিনিষটা অনুসন্ধান করে সাত দিনের মধ্যে উনাকে জানাব এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর মাননীয় সদস্য মণ্ডচারাই মগ আম্বাসা-কমলপুর টি, আর, টি, সি, বাস সার্ভিস সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ঠিক। সেখানে জায়গাটা একোয়ার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে. আমবাসার যে জায়গাতে আমাদের সেড বা বাস ডিপো হবে, সেটার এ্যাপ্লিকেশানের প্রসেস চলছে এবং বোধ করি হয়েও গিয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে জায়গাটা আমরা একোয়ার করতে পারব এবং একোয়ার হয়ে গেলে পর সেই জায়গাতে বাস রাখার ব্যবস্থা করে

কমলপুর-আমবাসা সার্ভিসে বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারব। আর ধর্মনগর থেকে আগরতলা আসতে যে সমস্ত বাস ব্রেক ডাউন হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এখানে একটা ডিপো থাকলে অনেকটা সুবিধা হবে। কারণ ব্রেক ডাউন হলে সেখান থেকে যাত্রীদের সংগে সংগে তাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়ারও একটা সুবিধা হবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোটামোটি আজকে যা আলোচনা করেছেন, সেগুলির আমি উত্তর দিলাম আর বাকী যেগুলি আছে বিশেষ করে ল্যাণ্ড রিফর্ম সম্পর্কে, কালকে তার কিছু কিছু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন কোন সদস্য মিউ-টেশানের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। মিউটেশান কেস বহু পেণ্ডিং আছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সেই কেসগুলি যাতে অতি সত্বর ডিসপোজড করা যায়, তার জন্য একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হচ্ছে এবং তার জন্য যে পাওয়ারটা আগে সেনট্রেলাইজড ছিল, সেই পাওয়ারটাকে এখন ডিসেনট্রেলাইজড করে রেভিনিয়ু ইনসপেক্টার এবং অন্যান্য অনেকের উপর ডেলিগেট করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে। এবং যে কাজটা আসে একজন অফিসার করত, এখন সেটা অনেক অফিসার করতে পারবে। তাদের উপর আগে পাওয়ারটা না থাকায়, তারা সেটা এতদিন করতে পারে নি। কাজেই এখন যখন পাওয়ারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন মিউটেশানের কাজটা ত্বরান্বিত হবে, এবং তার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ পেণ্ডিং মিউটেশান কেস যেগুলি রয়েছে, সেগুলির কাজ যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তার জন্য একটা স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেভিনিয়ু কালেকশান আমাদের অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্বিট্রেশানের কেসও কিছু কিছু হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের মাঝামাঝি যেখানে আমাদের ৪২ হাজার কেস ছিল, সেটা এখন নেমে ৩৮ হাজারে এসেছে এবং আরও দ্রুতগতিতে যাতে সেটা নেমে আসে, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া আমাদের রেভিনিয়ু কালেকশান ড্রাইভের ফলে যেখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে আমাদের সাড়ে এগার লক্ষ টাকার ভূমি রাজস্ব আদায় হয়েছিল, সেখানে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সময়ের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকার ভূমি রাজস্ব আদায় হয়েছে। এবং এই বছর আমরা আরও অনেক টাকা আদায় করতে পারব বলে আশা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের ১০ গণ্ডা করে জায়গা দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল। আমাদের এই রাজ্যে গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ছিল মোট ৪২,৬৫০, এর মধ্যে ২৪,১১০টি পরি-বারকে আমরা এই পর্যান্ত জায়গা দিয়েছি। তাছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৬৫০টি পরিবার এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার ৬৫০টি পরিবারকে মিনিমাম নিডস প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেক পরিবারকে ১০ গণ্ডা করে জায়গা আর তার ডেভেলাপমেন্টের জন্য ১৫০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই টাকাটা আমাদের সীমিত. এখন প্রতি বছর ৩ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তারপর ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্ট সংখ্যা হচ্ছে ৪৫,২১৪ তার মধ্যে ১১,০৪৩ জনকে ৫কানি অর্থাৎ দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড টকর হারে জমি দেওয়া হয়েছে আর ১০ গণ্ডা করে বাড়ীর জায়গা দেওয়া হয়েছে। স্যার, এই যে সংখ্যাটা, তাদের সবাই যে ল্যাণ্ডলেস তা নয়. এর মধ্যে ১২ আনি লোক খাসের জায়গা দখল করে আছে। এখন সেই জায়গাটা রেগু-লারাইজড করে এলটমেন্ট দেওয়ার বাকী এবং তাদেরকে যখন এলটমেন্ট দেওয়া হবে. তখন

তাদের নামেই তৈজীভুক্ত হয়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ল্যাণ্ডলেস যারা যারা আছে, সিডিউল্ কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইব ছাড়া তাদের জন্য ১.:.১০ টাকার একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে। সেই স্কীমে এ পর্য্যন্ত প্রায় ২ হাজার পরিবারকে দেওয়া হয়—সেটা টাকার অনুপাতে দেওয়া হয় অর্থাৎ অর্থ যে পরিমান থাকে সেই অনুসারেই দেওয়া হয়। এই বছরে ৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিউটেশানের কাজ এলট-মেন্টের কাজ এইগুলি যে গতিতে হওয়ার কথা সেই গতিতে হয় নাই বলে যে অভিযোগ হয়েছে সেটা ঠিক এবং সেই কাজগুলি যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়—ত্রিপুরা ভূমি রাজস্বের স্বার্থে এবং যারা ল্যাণ্ডলেস তাদের স্বার্থে তাড়াতাড়ি যাতে করা হয় সেজন্য একটা বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সেই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হলে এর সংখ্যা অনেক কমে যাবে। সেটা যাতে কার্য্যকরী করা হয় সে জন্য বিশেষ ভাবে রাজস্ব বিভাগ এবং সেটেলমেন্ট বিভাগের অর্গেনোইজেশনকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সত্বরই সেটা হবে, সেজন্য এই কাজগুলি দ্রুত গতিতে সমপন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার বাসনা চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, সময় খুব কম, আমি সম্পূর্ণ ডিপার্টমেন্ট নিয়েই বলার ইচ্ছা রাখি। তবে এখন কোপারেটিভ ডিপার্টমেন্টটি আমার নুতন বিভাগ তবু অন্যান্য সমাজ শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের সংগে আলোচনার প্রসংগে এটা সম্পর্কেও আমি আমি যথাযথ বলে যাব। প্রথমে আমি আমাদের মাননীয় সদস্য সুবল বিশ্বাসের বক্তব্যের উপর আমার বক্তব্য রাখছি। তিনি বলেছেন যে ব্রাহ্মণ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সমাজ কল্যাণের একটা দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যে সমস্ত সোস্যালিজমের দৃষ্টান্ত গ্রামলক্ষীদের এপয়ন্টমেন্টের মাধ্যমে রেখেছেন—সেখানে বিশেষ একটা স্থানে ৩+৩=৬ জন ছাড়া বাকী সবাইকে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয় সেখানে তিনি যথাযথ ওয়াকিবহাল না হয়েই কথাটা বলেছেন। এই সমস্ত এ্যাপ-য়েন্টমেন্ট শিক্ষা বিভাগ থেকে দেওয়া হয় সেটা মন্ত্রী দেন না। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি যদি অভিযোগ করতেন যে সমস্ত মহিলাদের গ্রামলক্ষ্মী হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে তারা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর বিশেষ আত্মীয়া কিম্বা যদি এই কথা বলতে পারতেন যাদের দেওয়া হয়েছে তারা সংগতি সম্পন্ন ঘরের মহিলা, তবে এর যৌক্তিকতা ছিল। কিন্তু আমি দুঃখিত তিনি বোধ হয় সেই দিক দিয়ে চিন্তা করেন নাই। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসাবে আমার মনে হয় সেদিকে আমি বিশেষ নজর রেখেছি। আমি এখন বলতে পারছি না, কাদের কাদের দেওয়া হয়েছে তাদের নাম বলতে পারব না কিন্তু তারা সবাই দুঃস্থ ঘরের মহিলা। এবং আমার মনে হয় এম, এল, এ, মহোদয় যদি সেই সম্পর্কে খোঁজ নেন তাহলে আমার বক্তব্যের সংগে ঠিক ঠিক সংবাদ পাবেন। আর আত্মীয় হলেও দেওয়া যায়, মন্ত্রীর আত্মীয়া হলেও কিছু হয় না। কিন্তু সে বিষয়ে আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি আমার কোন আত্মীয়া বা সংগতিপন্ন ঘরের কারও এখানে কাজ হয়নি। আর তিনি বলেছেন যে সমাজ কল্যাণের

একটা দৃষ্টান্ত জহরলাল ভবন মন্ত্রীর কনষ্টিটিউন্সীতে হয়েছে। যে কোন জায়গায় হউক সেটা হয় কোন মন্ত্রীর না হয় একজন এম, এল, এর কনষ্টিটিউন্সীতে হবে। সারা ত্রিপুরাই এম, এল, এ, বা মন্ত্রীর কনষ্টিটিউয়েন্সী। সেজন্য সেটা নিয়ে বলার আমি যৌক্তিকতা খুঁজে পাই না। তবে জহরলাল ভবন করার জন্য একটা বিশেষ কমিটি করা হয়েছিল সেই কমিটির সুপারিশ ক্রমেই সেই জায়গাটা স্থির হয়। কারণ তার জন্য প্রচুর জায়গার দরকার—সেখানে লেক হবে, মিনি বাসের ব্যবস্থা আছে, মিউজিয়াম হবে, পার্ক হবে, প্রচুর জায়গার দরকার এবং সেই প্রচুর জায়গা হিসাবে লিচু বাগানকে নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু লিচু বাগান যেহেতু মিলিটারীর আণ্ডারে এখনও আছে সেজন্য ঐ জায়গাটা সিলেক্ট করে সেই কমিটি। সেই কমিটির সুপারিশ ক্রমেই জায়গাটা ঠিক হয়েছে। সেখানে মন্ত্রীর কোন হাত নেই। এবং মন্ত্রীর ইচ্ছামত সেই জায়গায় হয় নি। তিনি আর একটা কথা বলেছেন—উনি বাল ভবন সম্পর্কে কথা বলেছেন তাতে আমি অবাক হয়েছি। কারণ তিনি একজন শিক্ষক, শিক্ষিত লোক ছোট শিশুদের আকর্ষণীয় কোন একটা জিনিষ ত্রিপুরায় হবে সেটা অত্যন্ত আনন্দের কথা এবং তিনি আনন্দ প্রকাশ করবেন এবং ত্রিপুরার জনসাধারণকে সচেতন করে দেবেন যে জিনিষটা ত্রিপুরাতে ছিল না সেই জিনিষটা শিশুদের জন্য আসছে আমাদের ত্রিপুরায়। যাই হউক, তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে আর, ডাবলিও, এস,এর মিকানিক কণ্টিনজেণ্ট করে রাখা হয়েছে—আমি সেই দিকে দৃষ্টি দেব আশা রাখি। তবে তিনি বোধ হয় সেই খবরটার ঠিক বলেন নি। কারণ '৭২ সালে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের খরায় মানুষের দুর্গতি অত্যন্ত চরমে ছিল সেই সময় ফর্ম্যালিটিজ অবজার্ভ করে বি, ডি, ও,রা মিকানিক নিতে পারে নাই। তারা সেই সময় ত্বরান্বিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য এমন সব লোক তারা ঠিক করেছিলেন মিকানিক হিসাবে তাদের ব্লক থেকে যে সমস্ত লোক মাঠে নেমে কাজ করতে পারে যারা নিজেরা পাইপ বসাতে পারেন, যারা ঐ সমস্ত জমিতে নেমে পানীয় জল দিতে পারেন—মানুষের মুখে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই ধরণের লোক নিযুক্ত করে তারা পানীয় জল—গ্রামে গ্রামে মানুষের জন্য তারা পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় তারা কণ্টিনজেণ্ট হিসাবে নিয়েছেন। কারণ মিকানিকের যে কোয়ালিফিকেশান তা তাদের অনেকেরই ছিল না। এর পর যখন কোয়ালিফিকেশান যাচাই করা হল তখন দেখা যায় যে তাদের সেই কোয়ালিফিকেশান নাই—আই, টি, আই, পাশ নয়। সেজন্য তাদের রেগুলার করতে পারছেন না। তথাপি আমার রিকোয়েষ্ট ছিল যে তাদের আপনারা যে ভাবেই হউক চেষ্টা করুন রেগুলার করতে পারেন কি না। তাদের সার্ভিসটা ইউটিলাইজ করা উচিত। তবে তিনি যে আমি আসার আগেই নাকি দিয়ে এসেছি সেই সংবাদ সত্য নহে। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা জিনিষগুলি তথ্যপূর্ণ হলে সেই জিনিষটা সুন্দর হয় এবং তথ্য যদি ঠিক ঠিক মত পরিবেশিত না হয় তাহলে এম, এল, এ, হিসাবে তাদের বক্তব্য সুষ্ঠু হয় না এবং সেই হিসাবে আমার বক্তব্য রাখছি। আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন কনজিউমার্স কোপারেটিভ সম্পর্কে যে লাল বাতি জ্বলে গিয়েছে—লাল বাতি অনেক জায়গাতেই জ্বলে আবার সবুজ বাতিও জ্বালান যায় যদি সেখানে সততা এবং সদিচ্ছা থাকে। এবং সেই সংগে কোপারেটিভ সোসাইটি করতে গেলে কোপারেটারদের বা সেখানে জনতার কোপারেশন অত্যন্ত প্রয়োজন।

সততা এবং প্রচেষ্টা এই দুটো জিনিষ যদি না থাকে তাহলে কোন দিন কোপারিটিভ সাকসেস-ফুল হতে পারে না। কনজিউমার্স স্টোর্স' এখানে একটা আছে সত্যি কথা এবং তার জন্য জায়গা থাকা সত্বেও বিল্ডিং করা হচ্ছে না সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন। বিলডিং সম্পর্কে বলছি যে আর্কিটেক্ট দিয়ে পরিকল্পনা করিয়ে সেটাকে করতে কিছু সময় লাগবে এবং সেজন্য প্রচেষ্টা চলছে এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করার চেষ্টাও চলছে। সে কাজ এক দিনে হয় না। আপনারা জানেন এখানে যে কনজিউমার্স স্টোর্স আছে সেটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সেটাকে সম্প্রসারণ করার জন্য চেষ্টা চলছে যাতে এই জনপ্রিয় ষ্টোর্সকে আরও জনপ্রিয় করে তুলা যায় এবং তার নিজস্ব বিলডিং অতি সত্বরই করা প্রয়োজন এবং যাতে জিনিষ পত্র রাখার একটা সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা যায়। লেণ্ড মর্টগেজ ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকের জমি বন্ধক দিয়ে লোন নেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় এম. এল. এ, শ্রীরায় বলেছেন যে ব্যবস্থা আছে তার নিয়ম কানুন পাল্টান দরকার। সেই সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্যের সংগে পরে আলোচনা করব, তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যক্ত করতে পারেন নি যে ঠিক কি ভাবে পরিবর্ত্তন করা উচিত কাজেই সেই সম্পর্কে আলোচনা করে আমি দেখব যাতে সেই সম্পর্কে আরও সহজ পদ্ধতি করা যায়। আর একজন সদস্য বলেছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোপারেটিভ-এর গুরুত্বের কথা। তবে এই কথা সত্যি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে কোপারেটিভের প্রয়োজনীয়তা আছে। গ্রামে গ্রামে সর্বত্র যাতে জনসাধারণ কোপারেটিভের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতি সহজে তারা নিতে পারে এবং কৃষকেরা তাদের জন্য ব্যাংক থেকে অতি সহজে টাকা লোন নিয়ে তারা কৃষির উন্নতি আরও সহজ সুন্দর করে তুলতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করার জন্য কোপারেটিভ ভূমিকা আছে সেই সম্পর্কে সন্দেহ নাই। আর মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন--তখন যদিও আমি ছিলাম না—কিছু দিন আগে বাজেট ডিসকাশানের সময়—আমি সেই সময় উত্তর দিতে পারিনি। কারণ আমাকে আগেই বক্তব্য বলার জন্য মাননীয় স্পীকার মহোদয় বলে-ছিলেন। কাজেই আমার যথাযথ উত্তর দিতে পারি নাই আজকে আমি সেই সম্পর্কে একটু বলছি। তিনি বলেছিলেন যে—একটা কোপারেটিভ সম্পর্কে বলেছিলেন চম্পকনগরের একটা সোসাইটি সম্পর্কে বলেছিলেন সেটাতে কোন লোন দেওয়া হয় না। সেই সম্পর্কে বলছি তাদের যে দেনা তারা দিয়েছে তার শতকরা ৫৫ পার্সেণ্ট দিয়েছে।

তার সংগে কৃষকদেরকে যদি সেই সমস্ত লোন দেওয়া হয় সেইটা যদি পুরোপুরি রাখতে হয় তবে ব্যাংকের নির্দেশ অনুযায়ী ৮০ পার্চেণ্ট লোন দিতে হবে। ৮০ পার্চেণ্ট ফুলফিল না করলে সেই সমস্ত অভার ডিউ যদি থাকে তবে ব্যাংকের অবস্থা সূচনীয় হয় এবং বেশী সংখ্যক লোককে ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে চেষ্টা চলছে পুনরায় দেওয়ার জন্য এবং যাতে না কি তাদের টাকাটা তাড়াতাড়ি রিলিজ করা হয়। ডাক্তার বি, দাস বলে-ছিলেন ফিসারী কোঅপারেটিভ সম্বন্ধে। ফিসারী কোঅপারেটিভ ১২টি আছে। তার মধ্যে ৬টি অ্যাকটিফ আছে আর বাকীগুলি ডেফিসিট রান করছে, অর্থাৎ সেগুলি প্রফিট না হয়ে লস হচ্ছে। সেইগুলি সম্পর্কে কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট অত্যন্ত সজাগ যাতে তাদেরকে আরও টাকা দিয়ে শক্তিশালী করা যায়। কে, পি, ব্যানার্জী বলেছিলেন যে শিলাহড়ি এবং জুলাই-বাড়ীতে দুইটি ব্যাংক করার জন্য। সেই সম্পর্কে যখন মনুবাজার এবং শান্তির বাজারে দুইটি

ব্যাংক করা হয়, জুলাই বাড়া অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি নিজেও সেটা স্বীকার করি। কিন্তু যখন এই দুইটা ব্যাংক করা হয় সেই সময় আমার মনে উনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল। এখন মাঝামাঝি জায়গায় আবার নূতন করে করা এইটা সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় যেখানে অতি সত্বর করা দরকার সেই দিক থেকে বেশী সংখ্যক লোককে উপকৃত করতে গেলে এইটুকু কষ্ট জনসাধারণের হবে সেইটা অনস্বীকার। আমরা চেষ্টা করছি যেখানে করলে পরে বেশী সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। শিলাছড়িটা এমন জায়গায় আছে যেটা নাকি ফেনী নদীর তীরে, যেখানে নাকি লোক সংখ্যা খুব কম এবং রাস্তাঘাট যেগুলি আছে সেই-গুলি দিয়ে চলাফেরা করার মত নয়। সেইজন্য এক্ষনেই সেখানে করা সম্ভব হচ্ছে না। সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে। বহু আগে থেকেই ত্রিপুরায় এই সমবায় আন্দোলন সুরু হয়েছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে সমবায় সমিতির আন্দোলনের সূচনা হয় কিন্তু দেখা যায় যে যে আইনটা চালু হয়েছিল সেই আইনের ফলে এখানে ত্রিপুরার জন-সাধারণ অনেক অসুবিধা ভোগ করছিলেন। তারপরে এখানে বোম্বে অ্যাকট চালু করা হয় তবু দেখা যায় যে এখানকার জনসাধারণ এই সমবায় আইনের দ্বারাও উপকৃত হচ্ছে না। তার ফলে ১৯৭৪ সনে আবার ত্রিপুরায় সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন এখানে পাশ করা হয় এবং এই আইন পাশ করার ফলে ত্রিপুরায় অনেক সুযোগ সুবিধা এসে গেছে। আর ১৯২৭ সালেই ত্রিপুরায় সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্টা করা হয়। এই ব্যাংকের পরিচালনা করা এইটা অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ যারা কৃষক বা জনসাধারণ আছে তারা যদি প্রয়োজন ভিত্তিক লোন না পায় তবে তাদের পক্ষে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব পর হয় না। কাজেই এই সমস্ত ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষক বা অন্যান্য যারা সুযোগ সুবিধা চায় তাদের পক্ষে এইটা অত্যন্ত উৎসাহ ব্যানজক হয়েছে। সেই সমস্ত ব্যাংক থেকে যে লোন দেওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত লোনের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে জনসাধারণের থেকে সেই রকম সারা জাগেনি কিন্তু ইদানিংকালে মানুষের মনে সারা জেগেছে। অনেক জায়গায় আগে যে সমস্ত সোসাইটিস ছিল সেইগুলি অনেকটা অকেজো হয়ে পড়েছিল বর্ত্তমানে চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে এইগুলিকে আবার নূতন করে শক্তি-শালা করা যায়। ১৯৭৩-৭৪ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট ৪৩,৯২০৬০ হাজার টাকা ঋণ বিলি করা হয়েছে এবং গ্রামীন কৃষি ঋণ দান সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের নিকট হতে ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় নাই। তবে ব্যাংক ঋন দানের কার্য্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইভাবে এই ব্যাংক সমস্ত ত্রিপুরায় ১৩টি ব্রাঞ্চ খুলেছেন এবং এই ১৩টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে কৃষকরা এবং জনসাধারণ তাদের স্ব স্ব স্থানে থেকে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া এবং ফেরত দেওয়ার সুযোগ ভোগ করছেন। তার ফলে কোঅপারেটিভ মোভমেন্ট আরও জোরদার করার সুযোগ এসেছে। এছাড়া ১৯৭৪ ইংরেজীর সমবায় দপ্তরের এই দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে ৩৮ জন কৃষককে ১,৫২,০০০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র চাষীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তুলা হয়েছে যাতে তারা আরও শক্তিশালী হতে পারে। তাতে বলা যায় যে ত্রিপুরায় ছোট ছোট প্রানতিক চাষী ও কৃষি শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য সংস্থা করা হয়েছে। এতে তারা ৭টি পাওয়ার টিলার নিজস্ব করতে পেরেছে এবং ৫টি সমবায় সমিতি একত্রিত হয়ে তারা ৫টি পাওয়ার টিলার করেছে এবং সেই পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে তারা

অনেক বেশী প্রডাকশন করছে। এইগুলি অত্যন্ত উৎসাহ ব্যনজন কাজ। এতে আমার মনে হয় বিশেষ করে ছোট ছোট চাষী প্রান্তিক চাষী তারা উপকৃত হবে। কনজিউমার্স স্টোর্স ত্রিপুরাতে হয়েছে এবং এইগুলি এখানে খুব উৎসাহ ব্যনজক হয়েছে। ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত এই রকম কনজিউমার্স স্টোর্স ত্রিপুরাতে ছিল না। এই কনজিউমার্স স্টোর্সের মত আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন জায়গায় এমন কতগুলি প্রাথমিক ৪৯টি স্টোর্স করা হয়েছে যেগুলি বর্ত্তমানে খুব শক্তিশালী এবং জনসাধারণকে এই স্টোর্সের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া মার্কেটিং সোসাইটি আছে আমাদের। ত্রিপুরায় কতকগুলি উপজাতি সমবায় সমিতি করা হয়েছে। উপজাতী সমবায় সমিতিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টোটেল ১৯০টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে উপজাতীদের জন্য। সেখানে কোন জায়গায় শতকরা ৫০ পার্সেন্ট আবার কোন কোন জায়গায় এর চেয়ে বেশী উপজাতী নিয়ে গঠন করা হয়েছে, যাতে উপজাতীরা এই সমবায় সমিতিগুলির সুযোগ সুবিধা পেয়ে যান তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজাতিরা সবাই বছরে ভাগে বাগানের কাজ করে এবং তারা যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তাপ জন্য এই বন শ্রমিকদের নিয়ে সমবায় সমিতি করা হবে। সব-চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটা হচ্ছে যে সমবায় ইউনিয়ন পৌছে যাচ্ছে সমবায়ের বার্তা। তার মাধ্যমে প্রচার করা হয় এইং তখন সমবায় ক্লাসগুলি বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে নেওয়া হয়, তাছাড়া চলচিত্র প্রদর্শনীও এই ইউনিয়নের আছে যার দ্বারা নাকি জনসাধারণ প্রকৃত সত্য ও সমবায়ের সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও আছে, সেইভাবে জিনিষটি প্রচার করা হয়েছে, তাছাড়াও একে আরও শক্তিশালী করার জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে আরও চেষ্টা করছে যাতে বিভিন্ন জায়গায় সোসাইটি থেকে লোক দেশের অন্যান্য জায়গায় পাঠাতে পারে কি না যাতে অন্যান্য জায়গায় যে সব ইমপ্রুভড সোসাইটি আছে সেগুলো থেকে আমরা ফিল্ড একসপিরিয়েসন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। সমবায় সম্পর্কে আমার বক্তব্য এখানেই রাখছি।

সমাজকল্যান সম্বন্ধে ত্রিপুরার জন্য যদিও কেউ কিছু বলেনি তবুও আমার একটু বক্তব্য রাখছি। এখানে সমাজ কল্যান বিভাগে, আপনারাও বাজেট দেখেছেন যে একটি কাজ হচ্ছে সেই কাজের একটি গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হচ্ছে, সংরক্ষন আইন, যারা বিপক্ষগামী শিশু তাদের সংশোধনের পথ খুলে দেওয়া। তাদের জন্য প্রাথমিক কাজ কর্ম করার জন্য, আপনারা জানেন ইতিমধ্যে একজন অফিসার এই সম্পর্কে ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন। তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সংগে পাশ করে এসেছেন। তিনি ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে এসেছেন এটা আমাদের অত্যন্ত আনন্দের কথা গৌরবের কথা। আমাদের ইচ্ছা তিনি এসেছেন যখন কাজটি তিনিই করবেন। এমনকি এ বিষয়েও ওখানে তিনি বিশেষ জ্ঞান নিয়েছেন। শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগও সমাজ কল্যান দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে স্থাপন করা হয়েছে এখানে। আর যারা নিসংগ বিধবা তাদের সন্তানদের জন্যও আমরা একটা হোম করার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি ৫ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা মাধ্যমে। আর তাছাড়া ডেসটিটিউট মহিলা যারা আছেন তাদের জন্য একটি আবাস আমরা করতে যাচ্ছি আর তাছাড়া যারা নাকি অন্ধ'ক বধির তাদের জন্য একটি হোম এবং উত্তর ত্রিপুরা মেয়েদের জন্য ও দক্ষিন ত্রিপুরা মেয়েদের জন্য একটি হোম করতে যাচ্ছি

আর যারা নাকি আনক্লেমেণ্ড বধির তাদের রক্ষণা বেক্ষনের কাজ আমরা সমাজ কল্যাণের মাধ্যমে করতে যাচ্ছি। কাজটি ডাইরেক্ট চালু করা বড় কঠিন তবুও আমরা মনে করি কাজটি আশানুরূপ সফলতা লাভ করবে। বেগার এ্যাক্ট ছিল, বেগার সম্প্রদায়ের লোকেদের এখানে কারণ ভিক্ষুকদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে এবং দেশে যে অবস্থা তাতে আমাদের বেগারদের কথাও চিন্তা করা উচিত। সেই ব্যাপারে আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে আমরা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি যে জিনিষটা হচ্ছে দেশে প্ল্যানে যে টাকা আছে সে টাকা অত্যন্ত নগন্য এবং এই টাকা দিয়ে নতুন স্কুল ৮ থেকে ১০ টার বেশী হয় না কাজেই আমরা যতই চেষ্টা করি না আমাদের স্কুল করার ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় আমরা আশানুরূপ সেটা করতে পারি না। টাকা যা ধরা হয়েছে তা অত্যন্ত কম। যে টাকা আছে সেটা নন-প্ল্যানেই বেশীর ভাগ টাকা। ৪৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা আছে নন-প্ল্যানে এবং গত বছর ছিল ৪০ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এর মধ্যে বেতন ও বিভিন্ন খাতে এবং গার্ডেনের বেতন ইত্যাদি বাবত খরচ হয়েছে। ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা সম্প্রসারণ কাজে ব্যায় হয়েছে। এই বছর ৫১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা আছে নন-প্ল্যানে আর প্ল্যানে আছে ৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা আছে এই টাকা দিয়ে আমাদের পক্ষে নতুন ভাবে বালোয়ারী স্কুল করতে পারি না। আমাদের যে স্বল্প শিক্ষার পরিকল্পনা তাতে আমরা স্কুল ঘর করি না, কিন্তু টিনের খরচ দিতে হয় আমাদের এবং আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক ও একজন গ্রামরক্ষী রাখলে সীমিত খরচেই মাত্র কয়েকটি স্কুল হয় যেটা নাকি সমস্ত সদস্যদেরই এটা জানা দরকার, এই জন্য আমি এই কথা বলছি যে আমাদের টাকা বরাদ্দ অত্যন্ত কম। কিন্তু সোস্যাল এডুকেশানে যে সমস্ত বালোয়ারী স্কুল হয়েছে সেগুলির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আপনারা সবাই বলেছেন। সোস্যাল এডুকেশানের মাধ্যমে ফ্রি প্রাইমারী এডুকেশানটা চালু হোক এবং যাতে এমন প্রাথমিক স্কুল আমাদের দেশে আরও বাড়ানো হয়, ফ্রি প্রাইমারী স্কুল যদি না থাকে তবে প্রাইমারী স্কুলগুলি সার্থকতা লাভ করতে পারে না কারণ অন্তত কিছু লেখাপড়া জানা, কিছু অক্ষর জানা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয় প্রাইমারী স্কুলে। সুতরাং সেই হিসাবে বালোয়ারী স্কুলের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী এবং সুদূর অঞ্চলে ট্রাইবেল এলাকায় সর্ব্বত্রই বালোয়ারী স্কুলের চাহিদা অত্যন্ত বেশী, সেজন্য আমাদের চেষ্টা চলছে এর সংখ্যা যদি আরও বাড়ানো যায় সেই সম্পর্কে আমরা চেষ্টা করবো। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার মনে হয় আমার বক্তব্যের মধ্যে মাননীয় সদস্যদের প্রত্যেকের মোটামুটি উত্তর দিয়েছি। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— I would call on the Hon'ble Minister Shri Sailesh Chandra Some.

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেশান সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা আলোকপাত করেছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের যে ধ্যান ধারণা সেই ধারণাটা ভাসা ভাসা নয়। অত্যন্ত বেশী রকম অবহেলামূলক দৃষ্টি ভংগি দিয়ে দেখা। তার কারণ আজ সারা পৃথিবীতে মৌলিক সমস্যা গুলির কথা যেখানে বলা হয় এর মধ্যে খাদ্য সমস্যা সবচেয়ে বড় মৌলিক সমস্যা। কিন্তু আজকে বিশ্বে সর্ব্বত্র তার সংগে কিছু মাত্র কম

গুরুত্ব দেয় না শিক্ষাকে। সেই জন্য তার সমস্যা সমাধানের জন্য আজকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়ে গেছে এমন কি অনুন্নত দেশ গুলির উন্নতির কথা বলতে গিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত তার সদস্য দেশ গুলির জন্য কোটি কোটি টাকা তারা এডুকেশানে দেয়। আমাদের সাধারণ ধারণা যদি একটি ঘর হয়, একটি টেবিল হয়, যদি কিছু ছাত্র হয় আর শিক্ষক হয় তাহলে শিক্ষা লাভ হয়। আসলে শিক্ষা তারও চাইতে জটিল বিষয় এবং অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এই ধরণের অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে অন্তরায় বহুল। একটা দুটো ঘটনা নিঃসন্দেহে তার প্রমাণ দেয় যে ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন রচনা হয় তখন সর্ব্ব প্রধান চিন্তা করা হয়েছিল ৫৫ হাজার কোটি-টাকা এর জন্য ব্যয় করা হবে। তার পরবর্ত্তী সময়ে চিন্তা করা হোল ৪৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। আবার মিটিং হোল, আবার ঠিক হোল ৩০,২০০ কোটী টাকা তারা ব্যয় করতে পারে কি না। সর্বশেষে দুঃখের সংগে আমরা দেখলাম ২৩,১২৬ কোটি টাকা তার জন্য ব্যয়িত হবে। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য হোল না। আজকে শিক্ষার সংগে সংগে, যেহেতু আমাদের রাষ্ট্রকে কল্যান রাষ্ট্র বলা হয়, কল্যান রাষ্ট্রের ভূমিকা যেহেতু ভারত সরকার বহন করেছেন, সুতরাং শিক্ষার সংগে সংগে যে মৌলিক প্রশ্নগুলি শিক্ষাকে রাহুর মত গ্রাস করার জন্য অগ্রসর হয় যে সমস্যা গুলি, অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা—এক কথায় যাকে বলে অপরিমেয় দারিদ্র্য। যে দারিদ্র্য ওই শিশু যারা, যারা স্কুলে যায়, তাদের ক্ষুধার অন্ন চাই, সেই ক্ষুধার অন্ন আজকে অধিকাংশ শিশু পায় না। যাকে বলা হয় অপুষ্টিকর জনিত সমস্যায় যারা রয়েছে ওদের শীত নিবারণের বস্ত্র পর্য্যন্ত জোটে না স্কুল থেকে। যে কথা এখানে আলোচিত হয়েছে, সিডিউল কাষ্ট সিডিউল ট্রাইব ছেলেমেয়েদের ষ্টাইপেণ্ড, বুকগ্রাণ্ট পাওয়ার ইত্যাদি ব্যবস্থা রয়েছে। এই দায় শিক্ষা বিভাগকেই বহন করতে হয়। কিন্তু একটী শিশু একটী সমাজের কাছে সে নিরপেক্ষ নয়। একটী পরিবারের সামগ্রিক দারিদ্র ও শিশু বয়স থেকেই দেখেছে। স্কুলের মধ্যে থেকে যদি তাকে ফ্রি এডুকেশান দেওয়া হয়, ফ্রি যদি তাকে বই-পত্র দেওয়া হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে যদি পোষাকাদিও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তবু তার সমাজ থেকে, তবু তার পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই কাজের দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। কিন্তু আজকের সমস্যা শিক্ষা বিভাগকে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এই সমস্ত কারণে স্কুল যত হচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার মধ্যে যত ভর্ত্তি হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলছি, বড় শিক্ষা নয়, সেই তুলনায় শিক্ষা হচ্ছে অত্যন্ত কম। এ শুধু দেশের কথা নয়, এ শুধু উন্নত দেশের কথা নয়, সারা পৃথিবীতে এটা চলছে। উন্নত দেশগুলির মধ্যেও একটা সংশয়, একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে সমীক্ষা করেছেন, তারা বলেছেন ১৯৭৫ এর পর ১৯৮৫ সালে ১০ বছরের ভিতর ৮৬৫ মিলিয়ন লোক অশিক্ষিত হয়ে যাবে। তারা আশঙ্কা করছেন ইলিটারেসী শুধু যে দূর হবে না তাই নয়, ইলিটারেসী যে হারে বাড়ছে, এমন এক দিন আসবে ১০ বছর পরে যখন আট মিলিয়ন লোক অশিক্ষিত থাকবে। এর কারণ সেগ্রেশান, এর কারণ অপরিমেয় দারিদ্র্যতা, এর কারণ মানব শিশু সম্পর্কে যে ধারণা, যে চিন্তা করা প্রয়োজন, সমাজের প্রতিটি মানুষের সেই চিন্তার অভাব। আমরা দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারি। আমরা নিজের দিকে তাকাই না, নিজের কথা চিন্তা

করি না, সমাজের একজন হয়ে, সমাজপতি হয়ে আমরা বড় বড় কথা বলি, কিন্তু নিজে আত্ম-গরিমার ভিতর দিয়ে শিশু কি করবে না করবে তার কোন চিন্তা আমরা করি না ওরা শিক্ষা পায় না কেন ? সে আক্ষেপ থাকা খুব স্বাভাবিক। কারণ আমার দেশকে বড় করতে হবে জাতিকে বড় করতে হবে, এই কথা সবাই স্বীকার করে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে অর্থ শিক্ষা বিভাগকে দেওয়া হয়, এবং তার ব্যর্থতার জন্য তাকে যেভাবে দায়ী করা হয়, সমাজের একটা কল্যান রাষ্ট্রের একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষ, তার দায় গ্রহণ করবে না এ হতে পারে না। এ হচ্ছে দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য একটা অজুহাত মাত্র। গ্রামে গ্রামে যে শিক্ষা-য়তনগুলি গড়ে উঠেছে, আমি দেখেছি নেতা যারা, গ্রামের মাতব্বর যারা তাদের লক্ষ্য সে সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন। একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে মনোভাব তাদের থাকা উচিত ছিল সেই মনোভাব তাদের গড়ে উঠে নি। সেখানে সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে অত্যন্ত উদাসীন। যার জন্য স্কুল ঘরগুলি আমরা দেখেছি দুষ্কৃতিকারীদের আড্ডা খানা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা দুঃখের সাথে দেখেছি প্রতি বৎসর সমাজ বিরোধী কতগুলি লোক স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেয়। যেরকম নীরো একদা রোম সাম্রাজ্যে আগুণ দিয়ে, কেউ বলতেন বাঁশী বাজাচ্ছেন, কেউ কেউ বলতেন বেহালা বাজাচ্ছেন। আমরা বক্তৃতা করি, কিন্তু গ্রামের স্কুলটাকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে, এই সম্পর্কে আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব আমরা পালন করতে আগ্রহী নই। আমরা শুধু শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীকে, শিক্ষা বিভাগকে গালাগাল করে আমরা আমাদের নিজেদের কর্তব্য শেষ করতে চাই। কিন্তু এর দ্বারা একটা জাতি বড় হতে পারে না। একটা সমাজ উন্নত হতে পারে না। একটা দেশ মানুষের মত হতে পারে না। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলে যখন স্কুল করা হয়, তার দরজা থাকে না, জানালা থাকে না, বেঞ্চ থাকে না। অনেকক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করি, এতো সমাজের সম্পত্তিও, আপনাদের সম্পত্তি। এর রক্ষা করার দায় দায়িত্ব কি আপনাদের নয় ? একে রক্ষা করবে বাইরে থেকে কেউ এসে ? এর নাম কি আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করছি ? বাইরে সমাজতন্ত্র বলে আমরা গর্ব করব, আর এদিকে স্কুলঘর-গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, স্কুলের সমস্ত জিনিষকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, স্কুল ঘরকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় রাজধানী আগরতলা শহরে এক নম্বর যে প্রাইমারী স্কুল যেটা আছে উমাকান্ত স্কুলের সংলগ্ন তার জন্য দেওয়াল তুলে দিতে হয় সমাজ বিরোধীদের জন্য। ঐ স্কুলের ভিতরে গেলে একটা বেঞ্চ দেখতে পাওয়া যাবে না, একটা চেয়ার দেখতে পাওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, আমি দুঃখের সঙ্গে দেখেছি যে রাতের বেলা সমাজদ্রোহীদের আড্ডা হয়, মেয়ে মানুষ এবং মদের আড্ডা হয়। এজন্য শুধু শিক্ষা বিভাগ দায়ী হবে, আর কেউ দায়ী হবে না, এই কথা যারা বলে তারা নিজের দায়িত্বকে অস্বীকার করছেন, সমাজ সচেতন তারা নয়।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলাম রামনগরে ৪ নম্বরে ৬ নং সিনিয়র বেসিক স্কুলে। সেখানেও বেঞ্চ থাকে না, টেবিল থাকে না, শুধু তাই নয়, ওরা স্কুল ঘরে পায়খানা করছে। এটা অত্যন্ত বিশিষ্ট লোকের জায়গা। ওঁরা বললেন যে এটাকে রোধ করার জন্য দেওয়াল তুলে দিতে হবে। আমি বললাম ঐ যারা শিশু আছে ওরা একদিন দেশের নাগরিক

হবে। ওরা কি ধারণা পোষণ করবে? ওরা কি বলবেন না এই কথা যে আমরা যখন শিশু-ছিলাম তখন ঐ সমাজপতি যারা তারা সমাজকে এমন একটা অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, যারা আমাদের জন্য একটা কারাগার সৃষ্টি করেছিল, আমরা পড়াশুনা করতে পারিনি তাদের অত্যাচারে অবিচারে। ঐ দু া র মধ্যে আমরা বসবাস করতাম, সমাজের মানুষের তার জন্য কোন দায়িত্ব থাকবে না, এ হতে পারে না ঐ শিশু যখন মানুষ হবে, কতখানি অন্যায়ের মধ্যে, অবিচারের মধ্যে ওরা মানুষ হবে, ঐ ছেলেরা মস্তান হয়ে যাচ্ছে, বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। নিজের দিকে চিন্তা করে এই কথা বলতে হয় আমরা কতখানি সপথগামী, আমরা কোন্ বলেছি, কোন চিন্তা করছি। আজকে তাদের সামনে গান্ধীজীর কথা বলব, নেতাজী সুভাষের কথা বলব, বিবেকানন্দের কথা বলব, তার আগে নিজেদের দিকে একটু তাকাতে হয়, কোন আদর্শকে তারা সামনে রাখবে, এই কথা ভাববার প্রয়োজন এসেছে। কারণ এই দরিদ্র দেশে যে অর্থ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমি জানি, অনেক ব্যয় তার জন্য হচ্ছে, অনেক অপচয় হচ্ছে, অনেক শিশু তার জন্য যেভাবে মানুষ হতে পারত সেইভাবে তারা মানুষ হতে পারছে না। তাদের দাবী হল স্কুলে নাইট গার্ড দিতে হবে, অর্থের দরকার তার জন্যও। যে শিশুরা শিক্ষকদের মাত্র বৎসরে কয়েক মাস সাহচর্য পায়, তাও ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র চার ঘন্টা, তাদেরই শুধু আমরা দায়ী করব সেটা আমরা করতে পারি সহজেই, কিন্তু দায় দায়িত্ব আমাদেরও রয়েছে। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ন্যাস্ত করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্কুল ঘরকে পুড়িয়ে দেবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, তার চেয়ার টেবিল বেঞ্চ চুরি করা হচ্ছে। এর জন্য যদি বলা হয় শিক্ষা বিভাগ দায়ী, আমাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করব না, কিন্তু সংগে সংগে বলব, আমরা গণতান্ত্রিক হতে পারি না। দেশের ভবিষ্যত যারা, যারা ভাবীকালের এই শিশুকে গড়ে তুলবে তাদের সম্পর্কে অনেক অবজ্ঞা করা হয়। আজকে অনেক সময় দেখা যায়, এমন সব দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের উপর এসে পড়ে যে তারা তার জন্য দায়ী নয়। প্রতিটী স্কুল এবং কলেজকে প্রতিটী রাজনৈতিক দল দল তার রিক্রুটমেন্ট সেন্টার হিসাবে বেছে নেন এবং সেখানে তারা নানারকম বিভীষিকা সৃষ্টি করেন এবং নানারকম দাঙগা হাঙগামার সৃষ্টি করেন এবং তার জন্য দায়ী করা হয় শিক্ষা বিভাগকে। রাজনীতির সেন্টার হচ্ছে স্কুলগুলি এবং রাজনীতি খেলার ফুটবল মাঠ হচ্ছে এই স্কুল কমিটী। এই স্কুলগুলি এবং কলেজগুলি, শিক্ষা বিভাগ, এর জন্য দায়ী কে? এই ধরণের যদি আঘাত আনা হয় শিক্ষাক্ষেত্রগুলির উপর, শিক্ষা বিভাগ তার সমাধান করতে পারে না। এর জন্য যাদের চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে, তাদের চিন্তা করতে হবে। আমরা সচেতন নয়, এমন অনেক কথা বলা হয়, বলা হয় না এই কথাটী যেটুকু ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই ব্যবস্থাপনার মধ্যে তারা কিভাবে মানুষ হতে পারে, তার কথা। এই কথাটি বলা হয় না। আজকে সমাজ চেতন আমরা নই, আমরা যারা দাবী করি যে আমরা গণতন্ত্রের পূজারী, আমরা যারা নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবী করে, আমাদের এই কথাগুলি ভেবে দেখতে হবে যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই ব্যবস্থাপনার মধ্যে কি করে প্রতিটি ছেলে তার উপযুক্ত শিক্ষা যাতে পেতে পারে। কি করে তারা এই কলংকিত দেশের, এই দুর্ভাগা দেশের ভাবীকালের নাগরিক হিসাবে. দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করে দেশকে সৌভাগ্যের স্বাগতে পৌছে দিতে পারে, যে অবহেলা এবং যে বঞ্চনা

আমরা জীবনে উপভোগ করি, যে লাঞ্ছনা এবং বেদনা আমরা নিজেদের জীবনে বহন করে চলেছি, সেই দুঃখ ও বেদনা যাতে আমাদের ভাবীকালের নাগরিকদের বহন করতে না হয়, তারজন্য আমাদের এখন থেকেই চেষ্টা করা দরকার। বাজেট স্যাঙকশানের জন্য এবার যেখানে প্রস্তাব করা হয়েছে শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে ৭ কোটী ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, তাকে অনুমোদন দিলেই আমরা মনে করি সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হল না, কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব শেষ হবে না তার জন্য প্রতিটী জায়গাতে কাজগুলি যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে, তার দায় দায়িত্বও আমাদের বহন করতে হবে। স্যার, অনেক প্রশ্ন এখানে এসেছে, আরও প্রশ্ন যদি আসত, তাহলেও আমি খুসী হতাম, খুসী হতাম এজন্য যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ নিয়ে, শিক্ষার যে যে মৌল সমস্যাগুলি আছে, সেই সমস্যাগুলির প্রতি আমাদের মাননীয় সদস্যদের সবার দৃষ্টি পড়েছে নিজ নিজ সচেতনাতায়, সুতরাং এর ব্যয়ও অনেকখানি স্বার্থক হতে পারে। এখানে বলা হয়েছে বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান এর কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই প্রশ্নটা আসে না। কারণ সরকারের শুধুমাত্র একটী বিভাগই নয়, সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কাজ করতে হয়, প্রতিটি বিভাগকে অন্য বিভাগের সংগে সমঝোতা রেখে অথবা সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে হয়। তাই বোর্ডকে যদি স্থাপন করতে হয়, শিক্ষা বিভাগের টাকা স্যাঙ্কশান করলে, আর কিছু লোককে সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেই বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান ত্রিপুরাতে হবে না, এর জন্য আইন আছে, এখানে যে এ্যাক্ট পাশ হয়ে গিয়েছে, সেই এ্যাক্ট অনুযায়ী রুলস তৈরী করতে হবে সেখানে ইলেকশানের কথা আছে, কাজেই তার জন্যও রুলসের প্রয়োজন হয়েছে। অর্থাৎ ল বিভাগের অনেক করণীয় কাজ রয়েছে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐগুলি তৈরী হয়ে না আসছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বোর্ডের ব্যাপারে এই বিধান সভায় একটা এ্যাক্ট পাশ করলেই, সেটা হতে পারে না। তারপর পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট রয়েছে বিল্ডিংটাকে করতে হবে, সেটা না করলে শুধুমাত্র একটা ভাড়া বাড়ীতে কোন রকমে কাজ শুরু করলাম, তারই মধ্যে আবার হৈ চৈ, আন্দোলন, উৎপাত শুরু হয়ে গেল, বোর্ডের মরণ দশা, নাভিশ্বাস উঠে গেল তার জন্মলগ্নে। আমরা অনেক সময় গরীব মানুষের স্বার্থে অনেক উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দেই, সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক রকম আর্গুমেণ্ট করি, কিন্তু ঐসব বক্তৃতায় আমি শুনিনি একথা, আমি অবশ্য একটা পার্টির কথা বলছি না, আমি সবার কথাই বলছি যে তারা এই কথাটি বলে না যে ধর্ম্মঘট করবার, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবার তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং সেই আন্দোলন তুমি কর, কিন্তু তোমার কর্ত্তব্য যেটুকু রয়েছে, সেটুকু তুমি যথাযথ পালন কর। এইকথাটুকু বলতে কাউকে শুনা যায় না। সুতরাং আমরা দেখছি স্কুলগুলির ব্যাপারে, আমি যখন এখানে মন্ত্রী হয়ে আসি, ঐ অরুন্ধুতিনগর স্কুলে অনেকবার ধর্ম্মঘটের নোটীশ দেওয়া হয়েছে, ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে ধর্ম্মঘট হয়েছে, সেজন্য আমার দুঃখও হয়েছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারণ সেখানে সাইকেল ষ্টেণ্ডের অভাবে ধর্ম্মঘট হয়েছে। মার্চ মাস যখন আসে, যখন এই বিধান সভার বাজেট আলোচনার সময় আসে, তখন বর্ষা মরশুমের ব্যাঙের ছাতার মত নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হয় ঐ শিশুদের নিয়ে, ঐ ছাত্রদের নিয়ে, ঐ যুবকদের নিয়ে আন্দোলনের সূচনা হয়। একটা দরিদ্র দেশের মধ্যে সাইকেল ষ্টেণ্ড

নাই, তারজন্য ধর্ম্মঘট ডাকা হয়. ছাত্রদের ক্লাশ থেকে বের করে আনা হয়. ওরা যে পড়াশুনা করতে পারত, সেই পড়াশুনা করার থেকে তাদেরকে দূরে টেনে আনা হয়। এই অবস্থায় শিক্ষা বিভাগের বাজেট দিয়ে কি হবে? এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, সেই অর্থ যদি যথাযথ ব্যয় না হয়, যদি এর মধ্যে যে ছাত্র যতটা উপকৃত হতে পারত, সেই পথে বেড়িক্যাড তৈরী করা হয়, তাদের রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কাজেই কি হবে বাজেট দিয়ে? বলা হয় মন্ত্রীরা অপদার্থ। এই কথা বলার আগে অনেকখানি চিন্তা ভাবনা করার প্রয়োজন ছিল, কতখানি দায়িত্ববোধ থাকলে এই কথা বলা চলে, সেটা আমি জানি না। এভাবে ছাত্রদের নিয়ে যদি ধর্ম্মঘট চালানো হয়, আর এই ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য একক ভাবে দায় দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের হয় আর তারজন্যই যদি বলা হয় শিক্ষা বিভাগের অপদার্থতা, তাহলে ইতিহাসেই লেখা থাকবে আসল অপরাধী কারা। এটা আজকের দিনে প্রমাণ হবে না, প্রমাণ হবে ভাবীকালে। এই দেশেও মানুষের মত মানুষ জাগবে, মানুষের মত মানুষ তৈরী হবে এবং সেদিনই বিচার হবে এই অপদার্থতা কাদের, কারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, যুবকদের ভবিষ্যৎ পথকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেওয়ার জন্য, শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাদের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য, তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং বোর্ডের প্রসংগে আমি বলছি যে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে, যে কারণে শিক্ষা বিভাগের যথেষ্ট আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বারবার তাগিদ করা সত্ত্বেও বোর্ড স্থাপন করা যাচ্ছে না। তবু আমি প্রত্যাশা করছি এই বছরের ভিতর আমরা বোর্ড চালু করব যাতে আগামী সেসান থেকে বোর্ডের কাজ যথাযথভাবে করতে পারি। এটা শিক্ষা বিভাগের অপদার্থতা নয়। এটা সর্ব্বপ্রথমে বলতে পারি যে শিক্ষা বিভাগ অন্যান্য রাজ্য থেকে এক একটা বিল বা এক্ট এনে সেটাকে হুবহু রূপান্তরিত করার কাজ কিছুটা চালু করছে। শিক্ষা বিভাগই সর্ব্বপ্রথমে এই বিধানসভার মধ্য দিয়ে একটা বিল চালু করেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে শিক্ষা পর্ষদের বিল। এটা ধার করা নয়, চুরি করা নয় বা অনুকরণ করা নয়, এটা তার নিজস্ব এবং মৌলিক। সুতরাং এই বিলকে, এই এক্টকে কার্য্যে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। এখানে ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে, মাননীয় সদস্য সুবল বিশ্বাস বলেছেন যে ষ্টাইপেণ্ডের জন্য সার্টিফিকেট কারা দিবেন? আমরা বলছি যে শুধু এম. এল এ-রা সার্টিফিকেট দিবেন, তা নয়, শুধু গেজেটেড অফিসারেরা সার্টিফিকেট দিবেন, সিডিউলড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস বলে, তা নয়। প্রত্যেক স্কুলের হেড মাষ্টারেরা যদি সার্টিফাই করেন যে তারা এই ছেলেটা সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইব তাহলে কোন এম. এল. এ-র কাছে যেতে হবে না অর্থাৎ গ্রাম থেকে শহর অথবা ঐ ফটিকরায় থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন হবে না। রেস্পেকটিভ স্কুলে প্রধান শিক্ষক সেই রকম সার্টিফিকেট দিলেই চলে যাবে। স্যার, এই ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, অনেকে বলেন যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, সেটা যথেষ্ট নয়, এটা অত্যন্ত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কটুক্তি করে বলা হয় যে দুই টাকায় কি খাদ্য হয়? কিন্তু দুই টাকায় যে একটা ছেলে অথবা মেয়ের খাওয়ার হয় না, এটুকু কাণ্ডজ্ঞানবোধ আমাদের আছে। তাই ষ্টাইপেণ্ড কথার অর্থটা কি, সেটা একটু তলিয়ে দেখার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি। ষ্টাইপেণ্ড কথার অর্থ এই নয় যে ঐ টাকাটা তাদের খোরপোষের জন্য দেওয়া হচ্ছে,

ষ্টাইপেণ্ড কথার অর্থ হচ্ছে এই টাকা দিয়ে তাদের কিছু সাহায্য করা হচ্ছে। তাদের দিনে যদি ১০ টাকা থাকে, তাহলে টাকা দিতে হবে এমন নয় কারণ দুই টাকা দেওয়ার অর্থ এই নয় যে দুই টাকার মধ্যে তাদের খাওয়া পড়া হয়ে যাবে। কাজেই এই সম্পর্কেও সরকারের চিন্তা রয়েছে। বিগত সাল গুলিতে যেখানে দেড় টাকা ছিল, এখন সেটাকে দুই টাকা করা হয়েছে। সুতরাং এই সম্পর্কে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। তারপর বিল্ডিং এ্যাণ্ড কনষ্ট্রাকশান সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দুঃখের কথা এসে যায় যে অফিসগুলির মধ্যে যে সব কর্মচারী কাজ কাজ করেন অথবা ফাইলপত্রের মধ্যে যে সব কেরাণী কাজ করেন তাদের যে এরিয়ার বাড়ছে সেই এরিয়ার বাড়ছে, সেই এড়িয়ার জন্য তারা ওভারটাইম করে কাজ করতে পারেন। কিন্তু স্কুল কলেজ পরিচালনা এমন একটা কাজ যা কোন একটা টেবিলের রুটিন ওয়ার্ক নয়, সেটা কোন পার্টিকুলার টিচারের ক্লাশটুকু যদি মিস হয়, তাহলে ঐটি সারা বছর কি, সারা জীবনে আর ফিরে আসবে না। সুতরাং একটা স্কুল যখন ঝড়ে পড়ে যায় সেটা এক দুই মাস এমনিতেই পড়ে থাকে, কিংবা সেই স্কুল ঘর তৈরী হয় না অথচ শিক্ষকেরা সেখানে রয়েছেন, ছাত্রদের ছাএবাসও সেখানে রয়েছে কিন্তু পড়াশুনা হচ্ছে না, এটা অত্যন্ত দুঃখের, এটা আমরা সবাই বুঝি। কিন্তু তার জন্য যদি বক্তৃতাই করা হয়, তাহলে তো রাতারাতি সেই ঘর তৈরী করা যায় না, তবে যে ব্যবস্থাপনাটুকু আছে তার সংগে সংগে আজকে নানা আইনের ফেকৃরা, ২০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে ১০ হাজার টাকা মন্ত্রী চুরি করেছেন, ২ হাজার টাকা ডাইরেক্টার চুরি করেছেন আর বাকী ১২ হাজার টাকা কনট্রাকটার চুরি করেছেন, এমনতর অভিযোগও আসবে। কিন্তু আইনের ধারা অনুসারে সেখানে একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, আইনকে অস্বীকার করার কোন পথ নাই। এখানে মাননীয় সদস্য বিনয় বাবু তাঁর এলাকার একটা প্রাইমারী স্কুলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে গত দুই বছর ধরে সেটা হচ্ছে না। কেন সেটা হচ্ছে না? তার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে, তাও তিনি জানেন। এখন সেই টেণ্ডার যদি স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী না হয়ে অনেক বেশী হয়, তাহলে ঐ টেণ্ডার এ্যাক্সেপ্ট হবে না। আবার যদি মাত্র ২/৩টা টেণ্ডার হয়, তাহলেও হবে না, আবার নূতন করে টেণ্ডার কল করতে হবে। কাজেই আইন বড় পাকা, আইন বড় পোক্ত। এই রকম আইন যদি জারী থেকে রইল, তাহলে স্কুলটাও দুই বছরের মধ্যে হবে না। কিন্তু ঐ ছেলেমেয়েরা যদি দুই বছর না পড়তে পারে, তাহলে তাদের পড়াশুনা ঐ দুই বছরের জন্য ব্যাহত হবে। অথচ আমাদের ঠিকই বজায় রইল, কারণ আমাদের আইনের মর্য্যাদা দিতে হবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা! আইনকে শিথিল করার প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই নিয়ম মাফিক কাজ করার পরে এই হাউসের মধ্যে যে ধরণের প্রতিভাষণ শুনতে হয়েছে—অনেক মন্তব্য শুনতে হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাবনার কথা—কে করবে সেই কাজ। ইন্‌সপেক্টার অব স্কুলের বিরুদ্ধে ভিজিলেনসে কেস গিয়েছে তার প্রমোশন ষ্টপ করা হয়েছি। একটা স্কুল বিল্ডিং ২০০ টাকায় মেরামত করার জন্য ১টা টেণ্ডার এসেছিল একজন আবার নূতন ভাবে কল করে কাজ হয়েছে। আর একটা অভিযোগ আমি পেয়েছিলাম যে ২০০ টাকার বই কিনতে হয়েছিল লাইব্রেরীর জন্য। সেজন্য যত টেণ্ডার এসেছিল খুব কম ২টা টেণ্ডার এসেছিল সেজন্য রিটেণ্ডার করল কেন? তারপরও আবার আপনারা বলতে পারবেন কেউ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারে। তার ফেমিলি আছে তার ঘর সংসার আছে তার জীবন আর জীবিকা আছে—

সে যদি এই বে-আইনী কাজ করতে যায় তাহলে ভিজিলেন্স আসবে তার জন্য, কে তাকে প্রটেকশান দেবে কেউ দেবেন না। সুতরাং কে কাজ করবে কেউ করবে না। এই জন্যই আমরা পি, ডবলিও, ডি, কে কাজ দিয়ে দিয়েছি। পি, ডাবলিও, ডিপার্টমেন্ট কখনও বলে তার সিমেন্টের অভাব কখনও বলে তার ইটের অভাব কখনও বলে তার রঙের অভাব এই ভাবে গতানুগতিক ভাবে চিরাচরিত প্রথায় ফোর্থ প্ল্যানের কাজ ফিফথ প্ল্যানে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আইনের এত কচকচি যদি থাকে প্রতি ব্যাপারে যদি চোর বানন হয় তাহলে আইনটুকুই বজায় থাকবে সমাজের কাজ আর হবে না ঐ কাজ ব্যাহত হবে। সুতরাং মাননীয় সদস্য যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আমি নিজেও তা বুঝি কিন্তু সমস্তটা যেখানে সেখানে মাননীয় সদস্যরা দেখুন তারাও চিন্তা করুন নইলে এই সাফাখিংস থাকবে অনিবার্য্য ভাবে কেউ তাকে রুখতে পারবে না। শুধু আইনটুকু থাকবে। শিক্ষকের অভাবের কথা বলেছেন এটা আমি জানি। কিন্তু এই কথার সংগে সংগে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে কেন অভাব। প্রাইমারী স্কুলে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য এক শিক্ষক সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বরাদ্দ করে দিয়েছেন। আমাদের নিজের আয়ের উপর যেহেতু আমরা চলতে পারি না আমাদের যেহেতু কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষুকের মত হাত পেতে থাকতে হয় সুতরাং তার যে নির্দ্দেশ সেই নির্দ্দেশকে আমাদের মেনে নিতে হয় সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রতি ২০ জন ছাত্রের জন্য এক শিক্ষক। কিন্তু এই কথাটা কেউ তলিয়ে দেখেন না তিন তিনটা বেসিক ট্রেনিং কলেজ এবং একটা বি, টি, (এস টি. টি) কলেজের মধ্যে প্রতি বছর ক'য়েক'শ শিক্ষক ট্রেনিং নেন। সেজন্য এই শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারেন না যে হেতু ট্রেনিংয়ে থাকেন সুতরাং এই জন্য শিক্ষকের অভাব হয়। আর একটা কথাও মাননীয় সদস্যরা হয়ত জানেন না সেটা হচ্ছে এই যে একটা স্কুলের মধ্যে এমনও আছে ১০ জন ১৫ জন ২০ জন ছাত্র আছে এবং শিক্ষক আছেন একজন। কিন্তু শিক্ষক নিযুক্ত হয় প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন। সেখানে এই ১০ জন ছাত্রের জন্য আমরা এক শিক্ষককে চার খণ্ড করে দিতে পারি না বা ২০ জন ছাত্রের জন্য আমরা একজন শিক্ষককে অর্দ্ধেক করে দিতে পারি না। স্বভাবতঃই তার জন্য শিক্ষকের অভাব হয় সুতরাং এই জন্য কোথাও কোথাও শিক্ষকের অভাব আছে। আর একটা কথাও আমি সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই তাদের কাছে সেই কথাটা হচ্ছে আমরা যে মান্ধাতার আমলে পড়া শুনা করেছি—আজ দিনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। ঐ জমানা পরিবর্ত্তন হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষকের জমানাও পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর এই জন্য বিভিন্ন সাবজেক্ট হয়েছে এবং সেই সব সাবজেক্টের জন্য সাবজেক্ট টিচারও আছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, আমাদের মাত্র হাফ এন আওয়ার সময় আছে।

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সোম — সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সমস্ত কারণে শিক্ষকের অপ্রতুলতা কোথাও কোথাও আছে এবং কোন কোন জায়গায় শিক্ষক বেশীও রয়েছে এই কথাও একেবারে মিথ্যা নয় এই কথাও সত্যি। সুতরাং আমরা চেষ্টা করছি তার একটা প্রতিবিধান করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার কথা ছিল মাত্র শুরু করেছিলাম। আপনার নির্দ্দেশে আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার বিভাগের যে বাজেট এসেছে অন্তত পক্ষে আজকের আলোচনায় আমি খুব একটা তীব্র সমালোচনা শুনতে পাইনি। তাহলেও আমি কমপ্লেসেন্ট ভিও নিয়েছি এমন নয়। এর মধ্যে কোন কিছু ত্রুটী নেই এমন ভিও ও আমি নিচ্ছি না। তবে মোটামুটি বর্ত্তমান ফুড-এর ব্যাপারে অনেকেরই মনে একটা উৎকণ্ঠা আছে—এ'ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি এই বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা চেয়েছিলাম ১১ হাজার মেট্রিক টন যাতে জুন মাসের কোটা হিসাবে এতে চাওয়া হয়েছিল ৬ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ৫ হাজার মেট্রিক টন গম। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত পেয়েছি আড়াই হাজার মেট্রিক টন চাল এবং সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন গম—এই সাত হাজার মেট্রিক টন পেয়েছি। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করেছি আরও বাড়াবার জন্য। কাজেই বর্ত্তমানে যে অবস্থা তার সংগে ডিপার্টমেন্ট থেকেও কিছু চাউল ধান তার সংগে এসে যোগ হবে। এর ভিতর দিয়ে আমি এই কথা হাউসের সামনে বলতে পারি যে একেবারে ইক্যুয়েল ডিষ্ট্রিবিউশান করা যাবে না তাহলেও মোটামুটি ইকুাইটিবল ডিষ্ট্রীবিউশান করার চেষ্টা আমরা করছি। কারণ সদর একটা ডিফিসিট অঞ্চল বছরের ১২ মাসই রেশন এখানে চালু থাকে সদরের বিশেষ করে আগরতলা টাউন অঞ্চল বিশেষ সমস্যা-পূর্ণ। কাজেই এখানকার সরবরাহ দেখতে হবে তাছাড়া সমগ্র ত্রিপুরায় চাল এবং গম সম পরিমাণে একই নীতির উপর নির্ভর করে বন্টন করা যায় কি না সেটা করার আমরা চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে আমরা যা দেখছি গত মাসের ষ্টেটিষ্টিকস—যেখানে ১৬ হাজার ছিল এই মাসের লেটেস্ট রেশন কার্ডের সংখ্যা সেটা এসে দাঁড়িয়েছে ১১.২৯,১৩৯ এই হচ্ছে টোট্যাল লোক সংখ্যা। অবশ্য তার মধ্যে ৩,৮৪,৫১২ জন মাইনর আছে। সেই হিসাবে যদি আমরা এটাকে ইউনিট হিসাবে কনভার্ট করি তাহলে ফুল ইউনিটের সংখ্যা হবে ১৫ লক্ষের উপর। কাজেই ত্রিপুরার লোক সংখ্যা গত সেনসাসের পর যা বেড়েছে তাতে রেশন কার্ডের লোক সংখ্যার প্রায় সমান হবে এবং রেশন শপ সব অঞ্চলে খোলা হয়েছে। ইতিমধ্যে একটা অসু-বিধা হয়েছিল আগে সাধারণত মার্চ মাসে টেণ্ডার ইত্যাদি করা হত। এই বছর ষ্ট্রাইক ইত্যাদি হওয়ার জন্য সেটা করা যায়নি। আমি আগেও বলেছিলাম যে ফুড ডিপার্টমেন্টের গাড়ী পি.ডব্লিউ, ডি, এবং কৃষি বিভাগের গাড়ী এনে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ অব্যাহত রাখার চেষ্টা হয়েছে। এবং কয়েকটা ক্ষেত্রে কনট্রাক্টার নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এই মাসের মধ্যে সমস্ত কনট্রাক্টার নিযুক্ত পর্ব শেষ হয়েছে। কাজেই যেখানে খুব অসুবিধা হলে সেই ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টেল ভেহিকাল দিয়ে পৌছানো যাবে। কেউ কেউ বলেছেন যে অনেক জায়গায় এইটা পৌছানো সম্ভব হয়নি। যদি এই রকম দুই একটা কেজ হয়ে থাকে সেইটা নিশ্চয়ই আমরা দেখবো। তবে সেইটা এমন একটা অবস্থায় আছে যে সমস্ত জিনিষটাকে একেবারে রেলওয়ে হেডে এনে আর জমানোর সুযোগ নেই। কাজেই আগামী মাস থেকে আমরা যেটা পাব সেটাকে টাকা জমা দিয়ে মনে হয় না যে ৫।৬ তারিখের আগে আমরা রিসিপট করতে পারবো। কাজেই সংগে সংগে আমাদেরকে বিলি করতে হবে এবং তারজন্য সম্পূর্ণভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে যাতে বিভিন্ন জায়গায় সেইগুলি পৌছে দেওয়া যায়। কারণ এই মাসের পরিস্থিতিটা হয়তো

আরও খারাপ হতে পারে। সেই জন্য আমি এই অ্যাসুরেন্স দিতে পারি যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে এইটা আমি দেখবো এবং এতে দৈনিক যে ষ্টক পজিশন বিভিন্ন জায়গার আসে, প্রায় প্রত্যেক দিন ষ্টক পজিশন আছে এতে তার সংগে সমতা রেখে সরবরাহ অব্যাহত রাখা যায় তার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করবো। তাহলে একটা জিনিষ আমি নিজে থেকে বলছি যে যে গম আমরা পাচ্ছি যাতে সম্পূর্ণ গম ভাঙ্গানো না যায়, আমরা চিন্তা করছি যে গমটা ভাংগিয়ে দেওয়া যায় কি না। তার জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম কিন্তু কতখানি হয়েছে সেইটা এক্ষণেই বলতে পারছি না। তাহলেও গ্রামাঞ্চলে আমরা আশা করছি যে আটা দিতে পারবো। আর শহরে যারা আছে তাদের জন্য চিন্তা নাই কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যাতে আটা সরবরাহ করা যায় তার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে কয়েকটা জায়গায় আমি গিয়েছিলাম মফঃস্বলে গম ভাঙ্গাতে তারা এত হাই রেট এত এ্যাকর্জবিটেড রেট চায়, আমরা আগরতলায় যেটা সাধারণতঃ ৫ টাকার মধ্যে শেষ হয়ে যায় টন প্রতি এবং তারা কুইন্টল সাবসিডি পায় সেই জায়গাতে তারা অনেক হাই রেট দাবী করছেন যার জন্য সেই রেটটা গভর্ণমেন্টের পক্ষে অ্যাকসেটপ করা সহজ হচ্ছে না। তবে মাননীয় সদস্যদের অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে আটা ভাঙ্গানোর রেইট গ্রহণযোগ্য করতে পারেন, তাহলে খুবভাল হয়। কাজেই আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের কাছে এই অনুরোধ যে তাদের এলাকায় যদি এই ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয় এবং তারা যদি তাদেরকে পার্সিও করতে পারে তাহলে তাদের এখানে দেওয়া যায় কিনা সেইটা আমরা চিন্তা করবো। মোটামুটি চাউলের পজিশন এবং ষ্টক পজিশন বলে ছ এবং অনেক জায়গায় আমরা চাউল যে হারে চেয়েছিলাম, মাননীয় সদস্যরা দেখতে পারেন যে সেইটা আমরা পাই নি। আমার আমাদের আড়াই হাজার টন চাউল এই মাসে দিয়েছি। কাজেই আগামী মাসে যে সামান্য চাউল আসবে সেইটা স্টকের সংগে যুক্ত হবে। হয়তো আশানুরূপ আমরা চাউল দিতে পারবো না কিন্তু আমরা গম আটা দিয়ে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করবো। তবে এইটা করার জন্য না যে একেবারে মেকসিমাম যে রেশনটা আছে যেটা আড়াই হাজার গ্রামস সেইটা পৌঁছানো যাবে না। কারণ তাতে আমাদের যে ষ্টক্ আছে সেইটা দিয়ে সম্ভব না। আমাদের যে ষ্টক্ আছে সেইটাকে সমানভাবে বনটন করা হবে। এখানে আমি আরেকটা কথা বলতে পারি সেইটা কেরোসিনের বিষয়। আপনারা জানেন যে কেরোসিনের বেশ কিছুটা সংকট হয়েছিল তার জন্য অনেক জায়গায় আধা লিটার করে দেওয়া হতো কিন্তু পজিশনটা একটু উন্নতি হওয়ায় এখন এক লিটার করে দেওয়া যচ্ছে। যদি কমে না যায় তাহলে এই ভাবেই দেওয়া হবে এবং এই জিনিসটাকে ইমপ্রুভ করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এ, ও, সির ৫টি এজেন্ট ছিল। সেই ৯টি এজেন্ট তাদের এজেনসি ফেল করেছে। খোয়াইতে যেখানে ৪টি এজেন্ট ছিল অনেক ক্ষেত্রে তারা তেল ইত্যাদি আনতে পারছে না। কারণ হিসাবে দেখাচ্ছে যে পেট্রল ইত্যাদির দাম বেড়ে গেছে। এবং এই দাম বেড়ে যাওয়াতে এ, ও, সি এবং আই, ও, সি তাদের কেরিং কষ্টও বেড়িয়ে দিয়েছে যার জন্য তাদের লাভ হয় না সেইজন্য তারা তেল আনছেন না। তারা আরও বলেছেন যে যে পরিমাণ টাকা তাদের লেনদেন হয় তা দিয়ে তাদের যথেষ্ট প্রফিট বা লাভ হয় না। এই দিক দিয়ে আমরা আই, ও, সি এবং এ, ও, সির যারা ইনচার্জ

আছেন তাদের সংগে যোগাযোগ করছি যাতে এই পজিশনটার উন্নতি হয়। এইদিক থেকে ডিলাররা আমাদের কাছে দাবী করেছেন যে আমরা মূল্য বাড়াতে পারি কি না। কিন্তু এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতার মধ্যে সেইজন্যই দাম বাড়ানটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে শুনেছি যে অন্যান্য জায়গায় নাগাল্যাণ্ড এবং মণিপুরে তাদেরকে কিছুটা সারচার্জ দেওয়ার ফলে সেখানে সাপ্লাইর পজিশনটা আরও বেশী তড়াণ্বিত হয়েছে। কাজেই সমস্ত জিনিসটা আমাদের রিভিউ করতে হচ্ছে যে কি অবস্থায় আছে, এই অবস্থার প্রতিকার করা যায় কি না এবং তাদের বিষয়টা বিবেচনা করা যায় কি না যাতে সাপ্লাইর পজিশনটা ইনপ্রোভ হয়। এ, ও, সি এবং আই, ও, সি ছাড়া বিকল্প কোন উপাই নাই। আরেকটা কথা ডিলাররা আমাদের কাছে বহুদিন ধরেদাবী করে আসছে যে ত্রিপুরা সরকার সেইটার বিবেচনা করুন। কাজেই এই জিনিসটা এখন বিবেচনায় আছে। আরেকটা ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পাহাড় অঞ্চলে চিনি পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই সেই জিনিসটা এস, ডি, ওর নোটিশে আনা হবে সেইটার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। তবে যাতে ডিস্‌ট্রিবিউশনটা বেটার হয় কম বেশী সকলে পেতে পারে সেইটার দিকে যত্ন নেওয়া হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion on Demands is over. Now I am putting the demands to vote one after another.

Demand for Grant No. 1.

The question that a sum not exceeding Rs. 15,30,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 45,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 1 was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No. 12.

The question that a sum not exceeding Rs. 29,90,000 [inclusive of the sums specified in clumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March in respect of Demand No. 12 was then put vote & passed by voice vote.

Demand for grant No. 13

i) The question that a sum not exceeding Rs. 14,50,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 13 (Major Head 258—Stationary & Printing, was then put to vote & passed by voice vote.

(At this stage the Secretary entered the House)

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আপনার সংগে যেটা আলাপ হোল স্যার, সেই আলাপের মধ্যে স্যার...

মিঃ স্পীকার :— আমি তাঁকে পরামর্শের জন্য ডেকেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আপনি তার সংগে কথা বলেন, তারপর ডিমাণ্ড পাশ করাবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি তাহলে তার সংগে কথা বলে নিই।

...মাননীয় সদস্য শুনুন, আপনার সংগে আমার চেম্বারে যে কথা হয়েছে এটা যদি হাউসে···

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :— আমি তো কিছু বলিনি স্যার, আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছে, সেটা বলছি, কি কথা হয়েছে সেটা ··

মিঃ স্পীকার :— For my assistance, Secretary has been called by me. Let him stay for a short while.

মাননীয় সদস্য আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি, আইনসঙ্গত ভাবে যেটা হয় সেটা করতে আপনারা সহোযোগিতা করবেন। For my assistance I have called him.

Demand for grant No. 13 (ii)

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 95,68,000 [inclusive of the sums specified in the column 3 of the Schedule to the Approprtion (Vote on Account) Bill, 1975] be grented to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976, in respect of Demand No. 13 (Major Head 247—Other Fiscal Services (promition of small savings), 265—Other Administrative Services (other expenditure), 266—Pension & other retirement benefits was then put to vote & was passed by the house.

Demand for Gaant No. 25.

i) The question that sum not exceeding Rs. 3,40,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 25 (Major Head 288—Social Security & Welfare (Relief and Rehabilitation of displaced persons). was then put to vote and passed by voice vote.

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 2,42,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 25 (Major Head 268—Miscellaneous General Services (Payment of Allowances to the families of dependents of Ex-Rulers) was then put to vote and passed by voice vote,

Demand for Grant No. 48.

i) The question that a sum not exceeding Rs.2,00,000 [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of March, 1976 in respect of Demand No. 48 (Major Head 688—Loans for social security and welfare—Loans to new migrants), was then put to vote & passed by voice vote.

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 1,00,00,000/- [inclusive of the sums specifiod in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1976 in respect of Demand No. 48) Major Head—766—Loans to Government) Servants, was then put to vote & passed by voic vote.

Demand for grant No. 27.

i) The question that a sum not exceeding Rs. 32,11,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 27—Major Head 314—Community development (Panchayat), was then put to vote & passed by voice vote.

ii) The question that sum not exceeding Rs. 24,00,000/- ,inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 27—Major head 298—Co-operation, was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No· 40

i) The question that a sum not exceeding Rs. 27,23,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 40—Major Head '498—Capital outlay on Co-operation and 698—Loans to Co-operative Societies, was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No. 40 (ii)

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 9,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1976 in respect of Demand No, 40—Major Head 677—Loans for Education, Art & Culture, was then put to vote & passed by voice vote,

Demand for Grant No. 16.

The question that a sum not exceeding Rs. 7,64,80,000/- (inclusive the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in eourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 16, was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 22.

i) The question that a sum not exceeding Rs. 35,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 22, was then put to vote & passed by voice vote (Major Head 288—Social security & Welfare, Dist. Soldiers, Sailors & Airmen's Board & '288—Social

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 20,000/- (inclusive of the sums specified ie column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No, 22. Major Head 288 Social Security & Welfare—Employment promotion programme, was then put to vote & passed by voice vote.

iii) The question that a sum not exceeding Rs. 15,46,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No, 22, Major Head 283 Housing (House sites—Minimum Needs Programme), 288—Social security & Welfare (Ex-Gratia Grants to Govt. servants, 288—Social Sccurity & Welfare (Re-settlement of Land Less Agricultural Labourers) & 304—Other General Economic Services (improvement of important markets), was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No. 17,

The question that a sum not exceeding Rs. 72,51.000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 17—Major Head 277—Education, 278—Art & culture, 288—Social Security & Welfare (Social Welfare], was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No. 4

The question that a sum not exceeding Rs. 57,95,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1976 in respect of Demand No. 4 (Major Head 220-Collection of Taxes on Income and Expenditure. 229-Land Revenue & 130—Stamps & Registration) was then put to vote & passed by voice vote.

Demand for Grant No. 5

The question that a sum not exceeding Rs. 2,13.000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of demand No. 5 (Major Head 239—State Excise & 245—Other taxes & duties on commodities & services) was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 6

The question that a sum not exceeding Rs. 3,82,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 6 (Major Head 241—Taxes on Vehicles and 344—Other Transport and communication contribution to Postal Department) was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 10

The question that a sum not exceeding Rs. 49,43,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation to the (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 10 (Major Head 263—District Administration) was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 26

The question that a sum not exceeding Rs. 18,93,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation to the (Vote on Account) Bill' 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 26 (Major Head 239—Relief on Account of Natural clamities, gratuitous relief, Test Relief and contingency planning, 295—other social community services (maintainance and up-keep of public places of worship), 304—Other general exonomic services (Land ceiling compensation to land lord on abolition Zamindary sustem and Expenditure on Land Reforms) was then put to vote and passed by voice vote,

Demand for Grant No. 46

The question that a sum not exceeding Rs. 3,96,000 inclusive of the sums specified in column 3 of the sechedulc to the appropriation to the (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1976 in respect of Demand No. 46 (Major head—695 Loans for other social and community services (Loans to landless Agriculture/project programme of Rural Development and Employment) was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 42

i) The question that a sum not exceeding Rs. 20,00,000 (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which wili come in course of payment during the year ending on the 31st Day of March, 1976 in respect of Demand No, 42 (Major Head 538—capital out lay on roads and water transport services (Road Transport), was then put to vote and passed by voice vote.

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 7,20,000 (inclusive of tne sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1976 in respect of demand No. 42 (Major head 509—Capital out lay on Food and Nutrition) was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 24

The question that sum not exceeding Rs. 30,44,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 24 (Major head 288—Social security and welfare (civil supplies) 309—Food and Nutrition), was then put to vote and passed by voice vote.

Demand for Grant No. 15

i) The question that a sum not exceeding Rs. 9,73,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1976 in respect of Demand No. 15 Major head 287—Labour and employment, was then put to vote and passed by voice vote.

ii) The question that a sum not exceeding Rs. 24,15,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1975) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1976 in respect of Demand No. 15 Major head 259—Public works (cellection of Housing and Building statistics and 284—Urban Development (Assistance to Municipalities corporation etc,) was then put to vote and passed by voice vote,

INTRODUCTION OF THE TRIPURA APPROPRIATION BILL, 1975 (TRIPURA BILL NO. 3 OF 1975)

Mr. Speaker :—Next Business of the House is introduction of the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975). I would now request the Chief Minister in-charge of the Finance Deptt. to move his motion for Leave to introduce the Bill,

Shri S. M. Seugupta :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Tripura. Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975).

The question that the motion moved by the Chief Minister in-charge of the Finance Department—that the Leave to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) be granted was then put and carried by voice vote.

Secretary then read out the long title of the Bill, i. e. 'A bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated fund of the State of Tripura for the service of the financial year, 1975-76

Mr. Speaker :—No, I call on the Chief Minister to move his next motion to introduce the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975)

Shri S. M. Sengupta :—Mr. Speaker. Sir, I beg to move that the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) be introduced.

The question that the motion moved by the Chief Minister-that the Tripura Appropriation Bill, 1975 (Tripura Bill No. 3 of 1975) be introduced was then put and carried by voice vote.

Mr. Speaker :—The Bill is introduced. Hon'ble Members are requested to colleet copy of the bill from 'Notice Office'.

The House stands adjourned till 12 noon on Monday the 2nd June, 1975.

ANNEXURE—A

STARRED QUESTION NO. 462

By Shri Nripendra Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Dev opment Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। সদর বিশালগড় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসটি বাজার থেকে অন্যত্র সরানোর কোন পরিকল্পনা সরকার করেছেন কি? যদি করে থাকেন কবে করছেন এবং তার বিবরণ।

২। ঐ অফিস অনাত্র স্থানান্তরিত করার বাঁধা কোথায়।

উত্তর

১। বিশালগড় ব্লক হেড কোয়ার্টার্স মুড়া বাড়ীতে স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তাহা ১৯৬৮ ইং সনে নেওয়া হয়। মুড়া বাড়ীতে স্থান নির্বাচন ক্রমে ব্লক অফিস ষ্টাফ কোয়ার্টার ইত্যাদির এষ্টিমেট তৈয়ারী ও আনুষাঙ্গিক কাজ চলছে।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 470

By Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ এ নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল ত্রিপুরার জন্য কি কি স্কীমে মোট কত টাকা মঞ্জুর করেছেন এবং তার মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত টাকা কোন স্কীমে খরচ হয়েছে?

উত্তর

১) ১৯৭৩-৭৪ সনে উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ ত্রিপুরার জন্য আঞ্চলিক বিদেশ জাত গাভী পালনের খামার এবং হাঁস পালনের খামার স্থাপন প্রকল্পের জন্য যথাক্রমে ২ (দুই) লক্ষ টাকা এবং ১ (এক) লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিল। ঐ মঞ্জুরীকৃত ৩ (তিন) লক্ষ টাকা সদর মহকুমায় রাধাকিশোর নগরে খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ৮১১.৫০ একর জমি ক্রয় বাবত ব্যয় হইয়াছে।

২) ১৯৭৪-৭৫ সনের অনুমোদিত প্রকল্পগুলি এবং সেই বাবত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	অর্থের পরিমাণ
১) জুম নিয়ন্ত্রণ ও জুমিয়া পুনর্ব্বাসন—	৩·০০ লক্ষ
২) পশুপালন	
ক) আঞ্চলিক উন্নত ধরণের বিদেশজাত গাভীর উৎপাদন খামার—	৭·০০ ,,
খ) আঞ্চলিক হাঁস পালন খামার—	,০·৫০ ,,
৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন সমীক্ষা—	৫·০০ ,,
৪) সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন—	৩০·০০ ,,
৫) সেরিকালচারের জন্য সমীক্ষা—	০·১০ ,,
	মোট : ৪৫·৬০ ,,

তন্মধ্যে জুম নিয়ন্ত্রণ ও জুমিয়া পুনর্বাসন এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা বাবত অনুমোদিত অর্থ উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল পরিষদ মঞ্জুর করে নাই।

অবশিষ্ট প্রকল্পগুলির মধ্যে সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা এবং সেরিকালচার প্রকল্পের সমীক্ষার জন্য ৫ হাজার টাকা ১৯৭৪-৭৫ সালে ব্যয় হইয়াছে

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 188

By Shri Tapas Dey

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ সন হইতে ১৯৭৫ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উদয়পুর হইতে বিশ্রামগঞ্জের মধ্যে মোট কতটি মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ; এবং

২) উহাতে হতাহতের সংখ্যা ও দুর্ঘটনার কারণ কি ?

উত্তর

১) ১৯৭২ সন হইতে ১৯৭৫ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উদয়পুর হইতে বিশ্রামগঞ্জের মধ্যে মোট ৩০টি ছোট/বড় মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

২) এই সকল দুর্ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু ও ১০ জন আহত হইয়াছিল। অসাবধানে গাড়ী চালনা ও যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে এই মোটর গাড়ী দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল।

UNSTARRED QUESTION NO. 190

By Shri Chandra Sekhar Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া থেকে নলুয়া পর্য্যন্ত বাস ও জীপ ভাড়া এস, টি, এর অনুমোদিত হারে নেওয়া হয় কিনা ?

২) যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, কেননা অনমুমোদিত হারে ভাড়া নেওয়ার কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 191

By Shri Anata Hari Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Planning & Coordination Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) মিনীমাম নীড্‌স্ প্রোগ্রামে গত ১৯৭২ইং মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৭৫ইং সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আর্থিক বৎসর গুলিতে কত টাকা করিয়া বাজেটে বরাদ্দ ছিল ?

২) ঐ বরাদ্দকৃত টাকাগুলি সম্পূর্ণ খরচ করা হইয়াছে কি ? এবং কোন জায়গায় কি কি কাজে করা হইয়াছে।

উত্তর

১নং এবং ২নং উত্তর— তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 448.

By Shri J. K. Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Relations & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্র খরিদ করা হয় কি ?

২) খরিদ করিয়া থাকিলে (নাম সহকারে) কত সংখ্যক ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। তবে ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্র খরিদ করা হয় না।

২) সংবাদ পত্রের নাম — সংখ্যা

দৈনিক :—

১) দৈনিক সংবাদ
২) নাগরিক
৩) গণরাজ
৪) জাগরণ
৫) ভাবী ভারত — প্রত্যেকটি ৩৮ কপি
৬) বিবেক — করিয়া
৭) জনপদ
৮) জনযুগ
৯) রুদ্রবীণা (অনিয়মিত প্রকাশন)
১০) প্রমোদ বার্ত্তা
১১) ত্রিপুরা প্রকাশ

সাপ্তাহিক :—

১) দর্পণ বার্ত্তা
২) মহাব্রত
৩) আঞ্চলিক খবর
৪) ত্রিপুরা ক্রণিকল
৫) গণ-সংবাদ — (প্রত্যেকটি ৩৮ কপি
৬) আমার দেশ — করিয়া
৭) স্পন্দন

৮) ত্রিপুরা
৯) সমাচার
১০) ন্যায়দণ্ড
১১) ভারত কল্যাণ
১২। নবজ্যোতি (অনিয়মিত প্রকাশক)
১৩। ত্রিপুরার কথা
১৪। ত্রিপুরা টাইমস
১৫। অগ্রগতি
১৬। বিতান
১৭। আমাদের কথা
১৮। স্বরূপ
১৯। ইয়াপ্রি — প্রত্যেকটি ৩৮ কপি করিয়া
২০। সন্ধানী
২১। সীমান্ত প্রকাশ
২২। আর্যশক্তি
২৩। কাণ্ডারী
২৪। সুকুমার
২৫। আজকের ফরিয়াদ
২৬। স্বাধীকার দর্পণ
২৭। গণনাদ (অনিয়মিত প্রকাশন)
২৮। মানবতা
২৯। অঙ্কুর (অনিয়মিত প্রকাশন) — প্রত্যেকটি ১৫ কপি করিয়া
৩০। আজকের ত্রিপুরা
৩১। সর্বোদয়
৩২। দেশের কথা
৩৩। সমবায় বার্তা — প্রত্যেকটি ২৩ কপি করিয়া
৩৪। নতুন বার্তা
৩৫। বন্দেমাতরম (অনিয়মিন প্রকাশন)
৩৬) গণ সংহতি (অনিয়মিত প্রকাশন)
৩৭) জনপথ
৩৮) নবোদয় অনিয়মিত প্রকাশন)
৩৯) [illegible]-নি-ক-ক্
৪০) জীবন প্রদীপ (অনিয়মিত প্রকাশন)
৪১) কৈলাশহর বার্তা
(অনিয়মিত প্রকাশন)

৪৩) কমলপুর বার্তা (,,)
৪৪) যুবস্বামী (,,)
৪৫) মাষ্টার (,,)
৪৬) জনতার রায়
৪৭) নবদিগন্ত প্রত্যেকটি ২৭ কপি করিয়া
৪৮) জনতার ডাক
৪৯) প্রতিরোধ
৫০) ত্রিপুরার মুখ
৫১) উত্তর ত্রিপুরা
৫২) ত্রিপুরা কণ্ঠ
৫৩) নবরাজ
৫৪) রশ্মি (অনিয়মিত প্রকাশন)
৫৫) উত্তরণ (,,)
৫৬) আগরতলা বার্তা (,,)
৫৭) দেশ দরদী (,,)
৫৮) পদাতিক (,,)
৫৯) প্রগতি (,,)
৬০) গ্রাম (,,)
৬১) বিবেচক ৩৮ কপি করিয়া

১) পাক্ষিক বার্তা (অধুনা সাপ্তাহিক)
সাপ্তাহিক বার্তা ১৮ কপি করিয়া

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক

১) মানুষ
২) অগ্রদূত প্রত্যেকটি ৩৮ কপি করিয়া

পাক্ষিক

১) আশীর্বাদ ৩৮ কপি করিয়া

মাসিক

১) রূপান্তর ১৭ কপি করিয়া
২) পূর্বাচল (অনিয়মিত প্রকাশন) ২৭ কপি করিয়া

ত্রিপুরার বাহিরের পত্রিকার নাম :—

দৈনিক

১)	আনন্দ বাজার পত্রিকা	২৬ কপি
২)	অমৃত বাজার পত্রিকা	২৫ ,,
৩)	যুগান্তর	২৪ ,,
৪)	ষ্টেটস্ ম্যান	২৩ ,,
৫)	হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড	২২ ,,
৬)	দৈনিক বসুমতী	২০ ,,
৭)	টাইমস অব ইণ্ডিয়া	১৩ ,,
৮)	কালান্তর	১৩ ,,
৯)	ইকনমিক-টাইম্‌স	১০ ,,

প্রশ্ন :— ৩। কি কি কারণে খরিদ করা হয়?

উত্তর :— জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন "তথ্যকেন্দ্র" পাঠকদের জন্য ত্রিপুরার মন্ত্রী মহোদয়গণের জন্য এবং ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন সচিবগণের জন্যও পত্রিকা খরিদ করা হয়। ইহা ছাড়াও সরকারের নানান কাজে উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন :— ৪। খরিদ না করিলে কারণ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।